# শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।

—(*)—

( শ্রীমদ্ বৃন্দাবন-দাস-ঠাকুর-বিরচিত। )

প্রকাশক

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী ষ্টীম মেশিন যন্ত্রে

শ্রীনীরদবরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩৩২ সাল।

মূল্য দুই টাকা

# ভূমিকা।

বঙ্গদেশের নবদ্বীপ ধামে শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ভক্তি-মন্দাকিনীর যে ত্রিলোকপাবনী ধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন উত্তরবংশাবলীর মঙ্গলের জন্য সেই ধারা অব্যাহত রাখিবার একটী স্বাভাবিক লালসা তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তবর্গের হৃদয়ে জাগিয়াছিল। সংস্কৃত, বাঙ্গলা, উড়িয়া, আসামী হিন্দী, প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দার্শনিক অংশ, অনুভূতি-দর্শন বা রসের ও লীলার অংশ এবং ভক্তাবদান-অংশ সুরক্ষিত হইয়াছিল। কালবশে তাহার অনেক লোপ পাইয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথার সর্ব্বপ্রথম প্রচারক তাঁহার প্রতিবেশী ও বাল্যলীলার সাক্ষী শ্রীলমুরারিগুপ্ত। ইনি নিজে যাহা দর্শন করিয়াছেন এবং যে সমস্ত লীলার বিবয় শ্রবণ করিয়া সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন সূত্রাকারে তাহার অংশ সংস্কৃত শ্রীচৈতন্য-চরিত গ্রন্থে রক্ষা করিয়াছেন। সেই সূত্র সকল কড়চা নামে বিখ্যাত। শ্রীচৈতন্য দেবের সঙ্গী স্বরূপদামোদর, কৃপাপ্রাপ্ত রূপগোস্বামী ও রঘুনাথ দাসগোস্বামী ও ঐরূপ নিজ নিজ প্রত্যক্ষাদিলীলাবিবরণ সূত্রাকারে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত কড়চা গ্রন্থ এখন আর পাওয়া যায় না।

বঙ্গভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন কথার ও লীলারহস্যালোচনার সর্ব্বাপেক্ষা আদিগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। এই গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সরল সরস কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যদেবের লীলারসামৃতধারা রক্ষিত হইয়াছে। এই ভাগবতই শ্রীচৈতন্য-কল্পতরুর অনুত্তম লীলারসপরিপূর্ণ মধুর ফল, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখামৃত-সংযুক্ত হইয়া ইহা মধুরতর হইয়াছে শ্রীবৃন্দাবনদাসের অনুপম রচনা-ভঙ্গীতে ইহা মধুরতম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃতপিপাসু গৌড়ীয় রসিক ভক্তগণের পিপাসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে।

ইহার পরবর্ত্তী কালের সংস্কৃত লীলাগ্রন্থের মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত শ্রীল কবিকর্ণপূরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যদাস গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য-চরিত মহাকাব্য ও বৈষ্ণবগণের আদরণীয়। বাঙ্গালা ভাষায় লীলার ও সিদ্ধান্তের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ, ভক্তিরসের চূড়ান্ত মীমাংসা ও সমগ্র বৈষ্ণবদর্শনের ও ভক্তিগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত মর্ম্মগ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। এই গ্রন্থকে এক প্রকার শ্রীচৈতন্যভাগবতের উত্তরাংশ নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ঐশ্বর্য্যরসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে; শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে সিদ্ধান্তসমুদ্রের ও মাধুর্য্যরসার্ণবের পার প্রদর্শিত হইয়াছে। যেহেতু ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যের মূল এই জন্য শ্রীবৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের লীলার সম্যক্ পরিপুষ্টি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সম্ভবপর হইয়াছে। পরবর্ত্তী বঙ্গভাষায় লীলাগ্রন্থের মধ্যে শ্রীলোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানাকারণে আমরা গোবিন্দদাসের কড়চা ও জয়ানন্দের চৈতন্যচরিতকে প্রামাণিক চরিতগ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক বিধায় তদ্বিষয়ে আলোচনা করা গেল না।

শ্রীল মহাপ্রভুর জীবনের কার্য্য শুদ্ধ বঙ্গদেশেই নিবদ্ধ নহে ; উড়িষ্যা ও দাক্ষিণাত্য ও মহাপ্রভুর প্রধান লীলাস্থল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব-সময়ে উড়িষ্যায় ও দাক্ষিণাত্যে তাঁহার যথেষ্ট ভক্ত ছিল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় পরবর্ত্তী কালের গৌড়ীয় ভক্তগণ তাঁহার জীবনের এই লুপ্ত অংশ উদ্ধার করিয়া তাঁহার জীবন চরিত সম্পূর্ণ করিয়া যাইবার প্রয়াস পান নাই। যদিও ঐ সময়ের সমগ্র লীলাকথার সমুদ্ধার সম্ভবপর মনে হয় না, তথাপি যদি সূক্ষ্মদর্শী অনুসন্ধিৎসু গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণ ঐ লীলার উদ্ধারের চেষ্টা করেন তবে উহার কিয়দংশের বোধ হয় এখনও উদ্ধার হইতে পারে। এ সম্বন্ধে যে প্রকার ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন এ পর্য্যন্ত তাহা কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না।

মহারাষ্ট্রভূমির প্রসিদ্ধ সাধু শ্রীলতুকারামের সঙ্গে মহাপ্রভুর কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা তাহা জানা যায় নাই। তবে শ্রীতুকারামজীর মত প্রেমিক সাধুর সহিত প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও সম্বন্ধ থাকাও অসম্ভব নহে। এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভক্তের অনুসন্ধানের প্রয়োজন। উড়িষ্যা-দেশে উড়িয়া ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাগ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া আমরা অনেকদিন হইতেই সন্দেহ করিয়া আসিতেছি। দুঃখের বিষয় এবিষয়ে যে প্রকার অনুসন্ধান হওয়া উচিত ছিল তাহা এতদিন হয় নাই। সংপ্রতি জানা গিয়াছে পণ্ডিত মাধুনিমিশ্রের শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকথা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ আছে। আমাদের বোধ হয় ভালরূপ অনুসন্ধান হইলে উড়িষ্যাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবসম্বন্ধে আরও গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইবে। মণিপুর অঞ্চলে ও আসামের কোনও কোনও স্থানে মহাজন লিখিত শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে কোনও গ্রন্থ বিদ্যমান আছে কিনা তাহারও বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। ফলতঃ উপযুক্তরূপে অনুসন্ধান হইলে বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে বহুতথ্য এখনও সংগৃহীত হইতে পারে। প্রাচীন লীলাগ্রন্থে যে আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায় ভক্তের পক্ষে হয়ত তাহাই পর্য্যাপ্ত কিন্তু মহাপ্রভুর লীলামৃত-রসধারা যিনিই যে পরিমাণে বৃদ্ধি করিবেন তিনিই নিজের ও জগতের মহদুপকার সাধন করিয়া কৃতকার্য্য হইবেন এবিষয়ে সন্দেহ নাই। যেদিন বাঙ্গালী এই প্রধান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ঔদাসীন্য পরিহার করিবেন, সে সুদিনে হয়ত শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ চরিত গ্রন্থের আবির্ভাব সম্ভবপর হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের কিয়দংশ লোপ পাইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়। শ্রীবৃন্দাবনদাসঠাকুর মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলার বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন বা অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপ লীলার কোনও বর্ণনা কোনও প্রচলিত শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যলীলার "অপ্রকাশিত অংশ" প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিবার জন্য কালনা "পল্লীবাসী"পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৈষ্ণব সমাজের ধন্যবাদার্হ হইলেও তাঁহার সে চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে বর্ণিত শ্রীলগদাধর পণ্ডিতের সহ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমণ লীলা, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ক্ষেত্রসন্ন্যাসের বিরোধী। বিশেষতঃ শ্রীল কবিরাজগোস্বামী যে যে লীলা শ্রীলবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বর্ণনা করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তদ্রূপ কোন লীলাই এই তিন অধ্যায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের আদিলীলায় ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীকবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অরে মূঢ় লোক! শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণ লীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন দাস॥
বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার।
লিখিয়াছেন ইহাঁ জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেই মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিলা সংসার॥
নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাসবৃন্দাবন॥
তার কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত বর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন॥
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
খণ্ডিবে সংসার-দুঃখ পাবে প্রেমানন্দ॥
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল।
তাহাতে চৈতন্যলীলা বর্ণিল সকল॥
সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন।
পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ॥
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন।
সূত্র-ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন॥
নিত্যানন্দলীলা-বর্ণনে হইলা আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥

উদ্ধৃত অংশে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মহিমা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্তী লীলা-কথার গ্রন্থকারগণ যে এই গ্রন্থকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলাবর্ণনে অগ্রসর হইয়াছেন তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। তবে উহাতে শ্রীবৃন্দাবনদাসকৃত শ্রীচৈতন্যভাগবতকে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচিত হইবার সময়ে শ্রীমদ্বৃন্দাবন ঠাকুরের গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামেই অভিহিত হইত; পরবর্ত্তী কালে শ্রীলোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ায় ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মহাগ্রন্থের প্রতি বৈষ্ণবসমাজের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রীভাগবতের সাদৃশ্যহেতু উক্ত গ্রন্থকে শ্রীচৈতন্যভাগবত নামে অভিহিত করা হয়।

পরিশেষে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জীবন-কথা সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিলেই এই মহারত্ন যিনি জগতের জীবগণকে দান করিয়া গিয়াছেন তাঁহার জীবন-কথা জানিতে স্বতঃই ঔৎসুক্য জন্মে। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে নিজের সম্বন্ধে এই পরিচয় দিয়াছেন যে তিনি মহাপ্রভুর পরম কৃপাপাত্রী শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা নারায়ণীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দের কৃপা লাভ করিয়া তৎপদে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-লীলাকাল নারায়ণী বালিকা। অনুমান হয় মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয় এবং একমাত্র পুত্র বৃন্দাবনদাসের জন্মের পর বা বৃন্দাবন দাসের কালেই তিনি বিধবা হন। সম্ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাস ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে ভূমিষ্ঠ হন। তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপা লাভ করিবার পরে তদীয় আজ্ঞানুসারেই শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি জীবনের পরবর্ত্তী অংশে দেনুড় গ্রামে বাস করেন। তাঁহার গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ১৪৫৭ শকে বা তাহার পরবর্ত্তী কালে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। আমরা কবরের জীবন-চরিত সম্বন্ধে কোনও কিম্বদন্তী অবলম্বন করিয়া তাঁহার জীবন-কথার বিস্তার সাধন করিলাম না। সম্ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর ১৫১১ শকের কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

# শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের সূচীপত্র

—:(*):—

## আদি খণ্ড।

## মধ্য খণ্ড।

| বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|

বিষয় | পৃষ্ঠা

# শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

## আদিখণ্ড।

### প্রথম অধ্যায়।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥১॥

**অন্বয়ঃ।**—গ্রন্থারম্ভে অভীষ্টদেবতানমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি। আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ কমলায়তাক্ষৌ বিশ্বম্ভরৌ জগৎপ্রিয়করৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ করুণাবতারৌ বন্দে ॥১॥

**অনুবাদ।**—গ্রন্থারম্ভে অভীষ্টদেবতা নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ:—যাঁহাদের ভুজযুগল জানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত, যাঁহাদের অঙ্গকান্তি স্বর্ণের ন্যায় মনোরম (অথবা যাঁহাদের একজনের স্বর্ণের ন্যায় গৌর এবং অপরের শঙ্খের ন্যায় শুক্লবর্ণ অঙ্গকান্তি, অবদাত—শ্বেত) যাঁহাদের নয়নদ্বয় কমলদলের ন্যায় সুবিস্তৃত, যাঁহারা বিশ্বের ভরণ-পোষণ কর্ত্তা, এবং যাঁহারা জগতের প্রিয়ানুষ্ঠান-কর্ত্তা, যাঁহারা ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ যাঁহারা যুগধর্ম্মের পালক এবং (নাম সংকীর্ত্তনই কলির যুগধর্ম্ম) সংকীর্ত্তনের একমাত্র প্রবর্ত্তক, যাঁহারা পরম করুণাময় অবতার—সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে বন্দনা করিতেছি ॥১॥

নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ ॥২॥

**অন্বয়ঃ।**—সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় চ ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় তে নমঃ ॥২॥

**অনুবাদ।**—ভৃত্যবর্গসমন্বিত পুত্রোপম স্নেহাস্পদগণসমন্বিত, কলত্রসমন্বিত ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে সত্য জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র তোমাকে নমস্কার ('সকলত্রায়' শব্দের অর্থ কেহ কেহ সকলের ত্রাণকারী করিয়া থাকেন) ॥২॥

শ্রীমুরারিগুপ্তস্য শ্লোকা—

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যে পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥৩॥

**অন্বয়ঃ।**—স্বকারুণ্যে পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ, অবতীর্ণৌ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে ॥৩॥

**অনুবাদ।**—যাঁহারা নিজের কারুণ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ, যাঁহারা লীলাবশতঃ নরাকারে পরিচ্ছিন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও তত্ত্বতঃ সংস্বরূপ ঈশ্বর সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ দুই ভ্রাতাকে ভজনা করি ॥৩।

সজয়ত্যতিশুদ্ধবিক্রমঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ।
বরজানুবিলম্বিসদ্ভুজো বহুধা ভক্তিরসাভি-
নর্ত্তকঃ ॥ ৪ । *

**অন্বয়ঃ।**—সঃ বরজানুবিলম্বিসদ্ভুজঃ কনকাভঃ কমলায়তেক্ষণঃ অতিশুদ্ধবিক্রমঃ বহুধা ভক্তিরসাভিনর্ত্তকঃ জয়তি ॥ ৪ ॥

---

* কোনও কোনও পুস্তকে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা মুরারিগুপ্তের কড়চা বা চৈতন্যচরিতের প্রথম শ্লোক।

**অনুবাদ**।—যিনি বহুপ্রকারের ভক্তি-লীলাবিলাসের প্রকাশক, যাঁহার সুন্দর ভুজযুগল শ্রেষ্ঠজানু পর্য্যন্ত বিলম্বিত সেই সুবর্ণবর্ণ কমল-দলতুল্য বিস্তৃত লোচনশালী শুদ্ধবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন॥৪।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো
জয়তি জয়তি কীর্ত্তিস্তস্য নিত্যা পবিত্রা।
জয়তি জয়তি ভৃত্যস্তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তে
র্জয়তি জয়তি নৃত্যং তস্য সর্ব্বপ্রিয়স্য ॥৫।

**অন্বয়ঃ**।—দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোজয়তি তস্য নিত্যা পবিত্রা কীর্ত্তিঃ জয়তি জয়তি, তস্য বিশ্বেশমূর্ত্তেঃ ভৃত্যঃ জয়তি জয়তি তস্য সর্ব্বপ্রিয়স্য নৃত্যং জয়তি জয়তি ॥৫।

**অনুবাদ**।—লীলাপর, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্র অতিশয় জয়যুক্ত হউন, তাঁহার সনাতনী পবিত্রা কীর্ত্তি প্রকৃষ্টরূপে জয়যুক্তা হউক, সেই বিশ্বেশ্বররূপীর ভৃত্য অতিমাত্র জয়যুক্ত হউন, সেই সর্ব্বজনপ্রিয় প্রভুর নৃত্য অত্যধিকরূপে জয়যুক্ত হউক ॥৫।

আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠির চরণে।
অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে॥
তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।
নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥
'আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।'
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দড়॥
তথাহি শ্রীভাগবতে (১১।১৯।২১)—

আদরং পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনং।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥৬।

**অন্বয়ঃ**।—পরিচর্য্যায়াং আদরং সর্ব্বাঙ্গৈ অভিবন্দনং, সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ (ইত্থং) মদ্ভক্ত-পূজা (মৎপূজাতোঽপি) অভ্যধিকা (ভবতি) ॥৬।

**অনুবাদ**।—পরিচর্য্যা কর্ম্মে আদর, সর্ব্বাঙ্গের দ্বারা বিশেষরূপে বন্দনা, সর্ব্বপ্রাণীতেই আমি অবস্থিতি করিতেছি এই প্রকার বুদ্ধি—এই প্রকারে আমার ভক্তের আদর আমার পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥৭।

এতেক করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্য সিদ্ধির লক্ষণ॥
ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দরায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাঁহার কৃপায়॥
সহস্র-বদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্রমুখ কৃষ্ণযশোধাম॥
যে প্রভু চৈতন্য যশ সহস্রেক মুখে।
গাইতে আছেন প্রভু সঙ্কর্ষণরূপে॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত—বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্যকীর্ত্তন॥
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাবীর॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার।
তাঁহান চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তারে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তারে মহেশ-পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তার শুদ্ধা সরস্বতী॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা;
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা।
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত কথা।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম গাথা॥
তান রাসক্রীড়া কথা পরম উদার।
বৃন্দাবনে গোপীসনে করিলা বিহার॥
দুই মাস বসন্ত মাধব-মধু-নামে।
হলায়ুধ রাসক্রীড়া কহয়ে পুরাণে॥
সে সকল শ্লোক এই শুন ভাগবতে।
শ্রীশুক কহেন শুনে রাজা পরীক্ষিতে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৬৫।১৭-১৮, ২১-২২)

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুং মাধবমেবচ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্ ৭॥

**অন্বয়ঃ**। ভগবান রামঃ ক্ষপাসু

গোপীনাং রতিং আবহন্ তত্র মধু মাধবংএব দ্বৌ মাসৌ চ অবাৎসীৎ ॥৭।

**অনুবাদ**।—পরমেশ্বর বলরাম রাত্রিতে স্বপ গৃহীতা গোপীগণের আনন্দবর্দ্ধন করতঃ তথায় চৈত্র ও বৈশাখ এই দুইমাস বাস করিয়াছিলেন।৭॥

পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ॥৮।

**অন্বয়ঃ**।—(সঃ) পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদীগন্ধবায়ুনা সেবিতে যমুনোপবনে স্ত্রীগণৈঃ বৃতঃ রেমে ॥৮।

**অনুবাদ**।—সেই শ্রীরাম পূর্ণচন্দ্রালোকে সমুজ্জ্বল ও কুমুদগন্ধবায়ু সেবিতযমুনাতিরবর্ত্তী উপবনে গোপীগণপরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥৮।

উপগীয়মানোগন্ধর্ব্বৈর্বনিতাশোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণুযূথেশো মাহেন্দ্রইব বারণঃ ॥৮।ক

**অন্বয়ঃ**।—বনিতাশোভিমণ্ডলে গন্ধর্ব্বৈঃ উপগীয়মানঃ (সঃ) করেণুযূথেশো মাহেন্দ্রঃ বারণঃ ইব রেমে ॥৮।ক

**অনুবাদ**। বনিতাগণ শোভিত মণ্ডল মধ্যে গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক গীত চরিত্র রাম হস্তিনীগণের যূথপতি ঐরাবত হস্তীর ন্যায় ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥৮।ক

নেদুর্দুন্দুভয়ো ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বা মুনয়ো রামং তদ্বীর্য্যৈরীড়িরে তদা ॥৯।

**অন্বয়ঃ**।—ব্যোম্নি দুন্দুভয়ঃ নেদুঃ, (দেবাঃ) কুসুমৈঃ ববৃষুঃ, গন্ধর্ব্বাঃ মুনয়শ্চ রামং তদ্বীর্য্যৈঃ ঈড়িরে ॥৯।

**অনুবাদ**।—আকাশ মণ্ডলে দুন্দুভিনাদ হইতে লাগিল, দেবগন পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ এবং মুনিগণ বলরামকে তাঁহার বীরত্ব প্রকাশক বাক্যাবলীর দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন ॥৯।

(৮ক ও ৯ সংখ্যক শ্লোক দুইটী সকল ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রাচীন টীকাকার শ্রীমদ্বীররাঘবের ও শ্রীমদ্বিজয়ধ্বজের টীকায় উহার উল্লেখ আছে।)

যে স্ত্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিন্দন।
তানাও রামের রাসে করেন স্তবন ॥
যাঁর রাসে দেবে আসি পুষ্পবৃষ্টি করে।
দেবে জানে একতত্ত্ব কৃষ্ণ-হলধরে ॥
চারি বেদে গুপ্তবলরামের চরিত্র।
আমি কি বলিব সব পুরাণে বিদিত ॥
মূর্খ দোষে কেহ কেহ না দেখি পুরাণ।
বলরাম-রাসক্রীড়া করে অপ্রমাণ ॥
এক ঠাঁই দুই ভাই গোপিকা সমাজে।
করিলেন রাসক্রীড়া বৃন্দাবন মাঝে ॥
তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৩৪।২০।২৩)—

কদাচিদথ গোবিন্দো রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ।
বিজহ্রতুর্ব্বনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাং ॥১০।

**অন্বয়ঃ**।—অথ কদাচিৎ অদ্ভুতবিক্রমঃ গোবিন্দঃ রামশ্চ বনে রাত্র্যাং ব্রজযোষিতাং মধ্যগৌ (সন্তৌ) বিজহ্রতুঃ ॥১০।

**অনুবাদ**।—অনন্তর শিবরাত্রির পর একদা (হোলিকা-পূর্ণিমায়) অলৌকিক প্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম বনমধ্যে রাত্রিকালে ব্রজরমণীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিহার করিতেছিলেন। (হোলিকা-রাত্রিতে এই প্রকার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত আছে)।১০।

উপগীয়মানৌ ললিতং স্ত্রীরত্নৈর্ব্বদ্ধসৌহৃদৈঃ।
স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ ॥১১।
নিশামুখং মানয়ন্তাবুদিতোড়ুপতারকং।
মল্লিকাগন্ধমত্তালিজুষ্টং কুমুদবায়ুনা ॥১২।
জগতুঃ সর্ব্বভূতানাং মনঃ-শ্রবণ-মঙ্গলং।
তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতম্ ॥১৩।

**অন্বয়ঃ**।—স্বলঙ্কৃতানুলিপ্তাঙ্গৌ স্রগ্বিণৌ বিরজোঽম্বরৌ উদিতোড়ুপতারকং মল্লিকাগন্ধমত্তালি কুমুদবায়ুনা জুষ্টং নিশামুখং মানয়ন্তৌ, বদ্ধসৌহৃদৈঃ স্ত্রীরত্নৈঃ ললিতং উপগীয়মানৌ স্বরমণ্ডলমূর্চ্ছিতং যুগপৎ কল্পয়ন্তৌ তৌ সর্ব্বভূতানাং মনঃ-শ্রবণমঙ্গলং জগতুঃ ॥১১।১২।১৩।

**অনুবাদ**।—সুন্দররূপে অলঙ্কৃত এবং চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ নির্ম্মলবস্ত্র ও মাল্যধারী শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম উদিতচন্দ্র ও তারকাযুক্ত মল্লিকাপুষ্প পরিমল মত্তভ্রমর সংম্বিত কুমুদগন্ধি বায়ু-সেবিত নিশারম্ভের সৎকার করতঃ পরস্পর সখীভাবে নিবদ্ধা বরাঙ্গনাগণ কর্ত্তৃক নখাদি মনোহর ভাব ও গানের দ্বারা গীত-চরিত্র হইয়া স্বরগ্রামের যুগপৎ আরোহণ ও অবরোহণ কল্পনা করিয়া সর্ব্বপ্রাণীর চিত্ত ও কর্ণের মঙ্গল-বিধান করতঃ গান করিতে লাগিলেন ॥১১।১২।১৩।

ভাগবত শুনি যার রাম নাহি প্রীত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন বর্জ্জিত ॥
ভাগবত যে না মানে সে যবনসম।
তার শাস্তা আছে জন্মে জন্মে প্রভু যম ॥
এবে কেহ কেহ নপুংসক বেশে নাচে। *
বোলে "বলরাম-রাস কোন শাস্ত্রে আছে?"
কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেও নাহি মানে।
এক অর্থ অন্য অর্থ করিয়া বাখানে ॥
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়বিগ্রহ বলাই।
তান স্থানে অপরাধে মরে সর্ব্বঠাই ॥
মূর্ত্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু দাস।
সে সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥
সখা ভাই ব্যজন শয়ন আবাহন।
গৃহ ছত্র বস্ত্র যত ভূষণ আসন ॥
আপনে সকলরূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেই জনে ॥

তথাহি শ্রীযামুনমুনি বিরচিত স্তোত্ররত্নে—

নিবাসশয্যাসনপাদুকাংশুকো-
পধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তবশেষতাং গতৈ-
র্যথোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ ॥ ১৪ ।

**অন্বয়ঃ**।—(পূর্ব্বশ্লোকোক্তেন "ভোগিনি" ইতি সপ্তম্যন্তপদেনস্যান্বয়ঃ) নিবাসশয্যাসন পাদুকাংশুকোপধান-বর্ষাতপ-বারণাদিভিঃ শরীর-ভেদৈঃ তব শেষতাং গতৈঃ শেষঃ ইতি জনৈঃ যথোচিতং ঈরিতে ॥১৪।

**অনুবাদ**।—শ্রীযামুনমুনি বিষ্ণুর স্তব করিতেছেন। (তুমি যে অনন্তনাগের উপর অধিষ্ঠিত তাঁহার গুণ বলিতেছি।) ভগবান সংকর্ষণদেব তোমার নিবাস (অধিষ্ঠানভূমি বা প্রকাশ ভূমি) শয্যা আসন পাদুকা বস্ত্র উপধান ও বর্ষাতপবারণ (ছত্র) প্রভৃতিরূপে শরীর ভেদের দ্বারা তোমার সেবার জন্য যথেচ্ছ আপনাকে নিয়োগ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন। অতএব জনগণে তাঁহাকে যে শেষ নামে অভিহিত করিয়া থাকে তাহা যথার্থই হইয়াছে। (শেষত্বং যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্ব" শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী "ভক্তিপ্রদীপিকা" গ্রন্থ হইতে এই অর্থটির উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শেষত্ব—নিজের ইচ্ছামত আপনাকে বিশেষ, বিশেষরূপে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা)।॥১৪।

অনন্তের অংশ শ্রীগরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হয়ে কুতূহলী ॥
কি ব্রহ্মা কি শিব কি সনকাদি কুমার।
ব্যাস শুক নারদাদি ভক্ত নাম যার ॥
সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত মহাশয়।
সহস্রবদন প্রভু ভক্তি-রসময় ॥
আদি দেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহান্ না জানেন সব ॥
সেবন শুনিলা এবে শুন ঠাকুরাল।
আত্মতন্ত্রে হেন মতে বৈসেন পাতাল ॥
শ্রীনারদগোসাঞি তুম্বুরু করি সঙ্গে।
সে যশ গায়েন ব্রহ্মাস্থানে শ্লোকবন্ধে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ৫।২৫।৯।১২)—

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্মন্
নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥১৫।

**অন্বয়ঃ**।—অস্য (জগতঃ) উৎপত্তি-স্থিতি-লয় হেতবঃ সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণাঃ

* নপুংসক—পুরুষোচিত শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধ্যাবজ্জিত ব্যক্তিকেই নপুংসক বলিয়াছেন। কিন্তু স্ত্রেণ পুরুষ বা নারীর বেশ অনুকরণ করে মাত্র কিন্তু তাহাদের প্রবৃত্তি অন্তরে থাকে না।

কল্পাঃ (স্ব স্ব কার্য্যসমর্থা) আসন্। যদ্রূপং ধ্রুবং অকৃতঞ্চ। যদেকং (এব) আত্মন্ (আত্মনি) নানা অধাৎ তস্য বর্ত্ম (তত্ত্বং) (জনঃ) কথং উহ বেদ ॥১৫।

**অনুবাদ**।—দেবর্ষি নারদ অনন্তদেবের গুণগান করিতেছেন। এই জগতের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের কারণ সত্ত্ব, রজ, তম, প্রকৃতির এই গুণত্রয় যাঁহার ঈক্ষণবশতঃ নিজ নিজ কার্য্যে সমর্থ হইয়াছে, যাঁহার রূপ অনন্ত ও অনাদি, যিনি এক হইয়াও আপনাতেই সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিহিত করিয়া জগৎপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হইতেছেন সেই ব্রহ্মস্বরূপ অনন্তদেবের তত্ত্ব লোকে কি প্রকারে জ্ঞাত হইবে? ।১৫।

মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদে হনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥১৬।

**অন্বয়ঃ**।—যত্র ইদং সদসদ্ বিভাতি, সঃ নঃ পুরুকৃপয়া সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্ত্তিং বভার। উদারবীর্য্যঃ (সঃ) স্বজনমনাংসি আদাতুং অনবদ্যাং যল্লীলাং অকরোৎ, মৃগপতিঃ তং আদদে ॥১৬।

**অনুবাদ**।—যাহাতে সৎ ও অসৎ সমস্তই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তী ভক্ত আমাদিগের প্রতি নিরতিশয় কৃপাবশতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ নিজমূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছেন। স্বজনগণের মনোহরণ করিবার জন্য উদারকীর্ত্তি তিনি যে লীলার প্রকাশ করেন মৃগপতি সেই মধুরলীলা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে। (মৃগপতি শব্দে শ্রীবরাহদেবও বুঝায়; অথবা মৃগপতি—কামপ্রদগণের শ্রেষ্ঠ।) ॥১৬।

যন্নামশ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মাৎ
আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদিনৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ১৭ ॥

**অন্বয়ঃ**।—শ্রুতং বা অকস্মাৎ বা প্রলম্ভনাৎ বা আর্ত্তো বা যদি পতিতঃ (অপি) যন্নাম অনুকীর্ত্তয়েৎ (তর্হি) নৃণাং অশেষং অংহঃ সপদি হন্তি, মুমুক্ষুঃ ভগবতঃ শেষাৎ অন্যং কং আশ্রয়েৎ ॥১৭।

**অনুবাদ**।—অপরের নিকট শুনিয়াই হউক, যদৃচ্ছাক্রমেই হউক, পরিহাসছলেই হউক বা আর্ত্ত হইয়াই হউক পতিত ব্যক্তিও যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে নরগণের অশেষ পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় মুমুক্ষু ব্যক্তি সেই ভগবান শেষ ব্যতীত অন্য কাহাকেই বা ভজনা করিবে ॥১৭।

মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎ সহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎ-সমুদ্রসত্ত্বং।
আনন্ত্যাদিবমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কোবীর্য্যাণ্যপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ১৮

**অন্বয়ঃ**। (যস্য) সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ মূর্দ্ধনি সগিরি সরিৎ-সমুদ্রসত্ত্বং ভূগোলং অণুবং অর্পিতং আনন্ত্যাৎ সহস্র জিহ্বঃ অপি কঃ অবিমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ বীর্য্যাণি গণয়েৎ ॥১৮।

**অনুবাদ**।—যে সহস্রশীর্ষ পুরুষের একটী মাত্র মস্তকে পর্ব্বত নদী সমুদ্র ও প্রাণিগণ সহিত ভূমণ্ডল অণুর ন্যায় অর্পিত রহিয়াছে; গুণের অন্ত নাই বলিয়া সহস্রজিহ্বা লাভ করিয়াও কোন্ ব্যক্তি অপরিমিত শক্তিশালী সেই মহেশ্বরের গুণগণ গণনা করিতে পারে? ॥১৮।

এবং প্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥ ১৯ ॥

**অন্বয়ঃ**।—রসায়াঃ মূলেস্থিতঃ আত্মতন্ত্রঃ স্থিতয়ে লীলয়াক্ষ্মাং বিভর্ত্তি। ভগবান্ অনন্তঃ এবম্প্রভাবঃ দুরন্তবীর্য্যঃ উরুগুণানুভাবঃ (ভবতি) ॥১৯।

**অনুবাদ**।—যিনি নিজে স্বতন্ত্র হইয়াও রসাতলের মূলে অবস্থিত হইয়া পালনাদিকার্য্য সাধনার্থ লীলাবশতঃ পৃথিবীকে ধারণ করেন সেই ভগবান অনন্তদেব এই প্রকার প্রভাবসম্পন্ন, তাঁহার বলের অন্ত নাই; এবং তাঁহার প্রভাবের ও গুণের সীমা নাই ॥১৯।

অস্যার্থঃ—

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সত্বাদি যত গুণ।
যার দৃষ্টিপাতে হয় যায় পুনঃ পুনঃ॥
অদ্বিতীয় রূপ সত্য অনাদি মহত্ব॥
তথাপি অনন্ত হয় কে বুঝে সে তত্ত্ব॥
শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি প্রভু ধরে করুণায়।
যে বিগ্রহে সভার প্রকাশ সুলীলায়॥
যাহার তরঙ্গ শিখি, সিংহ মহাবলী।
নিজজন মনোরঞ্জে হঞা কুতূহলী॥
যে অনন্ত নামের শ্রবণসঙ্কীর্ত্তনে।
যেতে মতে কেন নাহি বলে যেতে জনে॥
অশেষ জন্মের বন্ধ ছিণ্ডে সেইক্ষণে।
অতএব বৈষ্ণব না ছাড়ে কভু তানে॥
শেষ বই সংসারের গতি নাহি আর।
অনন্তের নামে সর্ব্ব জীবের উদ্ধার॥
অনন্ত-পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে।
যে প্রভু ধরেন শিরে, পালন করিতে॥
সহস্র-ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
অনন্ত বিক্রম না জানেন আছে হেন॥
সহস্র বদনে কৃষ্ণ-যশ নিরন্তর!
গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর॥

শ্রীরাগঃ।

কি আরে রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর, সিদ্ধ মুনীশ্বর
আনন্দে দেখিছে॥ধ্রু॥
গায়েন অনন্ত শ্রীযশের নাহি অন্ত।
জয়ভঙ্গ নাহি কারু দোঁহে বলবন্ত॥
অদ্যাপিহ শেষ দেব সহস্র-শ্রীমুখে।
গায়েন চৈতন্য-যশ অন্ত নাহি দেখে॥
লাগ * বলিয়া যায় বেগে সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কূল অধিক অধিক বাড়ে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে নারদং প্রতি
ব্রহ্মবাক্যং (২।৭।৪০)

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরে যে।
গায়ন্ গুণান দশশতাননআদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং॥ ২০॥

**অন্বয়ঃ**।—অহং পুরুষস্য মায়াবলস্য অন্তং ন বিদামি; তে অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ (অপিন) যে অবরে কুতঃ? দশশতাননঃ আদি-দেবঃ শেষঃ অস্য গুণান্ গায়ন্ পারং অধুনা অপি ন সমবস্যতি॥ ২০।

**অনুবাদ**।—ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন। আমিও সেই পুরুষের মায়াবল যে কত তাহা জানিতে পারি নাই, তোমার অগ্রজ ঐ সনক সনন্দনাদি মুনিগণও জানেন না। অপরের কথা আর কি বলিব? সহস্রবদন আদিদেব শেষ সহস্রবদনে এই পুরুষের গুণগান করিতে আজিও তাহার পার-প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই॥ ২০।

পালননিমিত্ত হেন প্রভু রসাতলে।
আছে মহাশক্তিধর নিজকুতূহলে॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে।
এই গুণ গায়েন তুম্বুরুবীণাসনে॥
ব্রহ্মাদি বিহ্বল এই যশের শ্রবণে।
ইহা গাঞা নারদ পূজিত সর্ব্বস্থানে॥
কহিলাম এই কিছু অনন্ত প্রভাব।
হেন প্রভু নিত্যানন্দে কর অনুরাগ।
সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥
বৈষ্ণব চরণে মোর এই মনস্কাম।
"জন্মে জন্মে প্রভু মোর হউ বলরাম"॥
'দ্বিজ' 'বিপ্র, 'ব্রাহ্মণ' যে হেন নাম ভেদ।
এই মত নিত্যানন্দ অনন্ত বলদেব॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
চৈতন্যকীর্ত্তন স্ফুরে শেষের কৃপায়।
যশের ভাণ্ডারবৈসে শেষের জিহ্বায়॥
অতএব যশোময় বিগ্রহ অনন্ত।
গাইল তাহান্ কিছু পাদপদ্মদ্বন্দ্ব।
চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্য শ্রবণচরিত।
ভক্ত-প্রসাদে স্ফুরে জানিহ নিশ্চিত॥

* লাগ।—নিকট, কাছে।

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাহি লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
যেন মত দেন শক্তি তেন মত লিখি॥
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে করি নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
মন দিয়া শুন ভাই শ্রীচৈতন্য-কথা।
ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথাযথা॥
ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা আনন্দের ধাম।
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড নাম॥
আদিখণ্ডে প্রধানতঃ বিদ্যার বিলাস।
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন-প্রকাশ॥
শেষখণ্ডে সন্ন্যাসীরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্ম্মে তৎপর॥
তান্ পত্নী শচী নাম মহাপতিব্রতা।
দ্বিতীয় দেবকী যেন সেই জগন্মাতা॥
তান্ গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম সংসার-ভূষণ॥
আদিখণ্ডে ফাল্গুনী পূর্ণিমা শুভদিনে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে॥
হরিনাম মঙ্গল উঠিল চতুর্দ্দিগে।
জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি আগে॥
আদিখণ্ডে শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।
পিতা মাতা প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস॥
আদিখণ্ডে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ, পতাকা।
গৃহ মাঝে অপূর্ব্ব দেখিল পিতা মাতা॥
আদিখণ্ডে প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে।
চোর ভাণ্ডাইয়া * প্রভু আইলেন ঘরে॥
আদিখণ্ডে জগদীশ হিরণ্যের ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা প্রভু শ্রীহরিবাসরে॥
আদিখণ্ডে শিশুছলে করিয়া ক্রন্দন।
বোলাইল সর্ব্বমুখে শ্রীহরি কীর্ত্তন॥

আদিখণ্ডে লোকবর্জ্জ্য হাণ্ডীর আসনে।
বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিল আপনে॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের চাঞ্চল্য অপার।
শিশুগণ সঙ্গে যেন গোকুলবিহার॥
আদিখণ্ডে করিলেন আরম্ভ পড়িতে।
অল্পে অধ্যাপক হইল সকল শাস্ত্রেতে॥
আদিখণ্ডে জগন্নাথমিশ্র-পরলোক।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শচীর দুই শোক॥
আদিখণ্ডে বিদ্যাবিলাসের মহারম্ভ।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মূর্ত্তিমন্ত দম্ভ॥
আদিখণ্ডে সকল পড়ুয়াগণ মেলি।
জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের সর্ব্বশাস্ত্র জয়।
ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয়॥
আদিখণ্ডে বঙ্গদেশে প্রভুর গমন।
প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই শ্রীচরণ॥
আদিখণ্ডে পূর্ব্ব-পরিগ্রহের বিজয়।
শেষে রাজপণ্ডিতের কন্যাপরিণয়॥
আদিখণ্ডে বায়ু-দেহ-মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশিলা প্রেমভক্তি বিকার সকল॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া।
আপনে ভ্রমেন মহাপণ্ডিত হইয়া॥
আদিখণ্ডে দিব্য-পরিধান দিব্য-সুখ।
আনন্দে ভাসেন শচী দেখি চন্দ্রমুখ॥
আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ি-জয়।
শেষে করিলেন তার সর্ব্ববন্ধ-ক্ষয়॥
আদিখণ্ডে সকল ভক্তেরে মোহ দিয়া।
সেইখানে ভ্রমে' প্রভু সবারে ভাণ্ডিয়া॥ *
আদিখণ্ডে গয়া গেলা বিশ্বম্ভর-রায়।
ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করিলা যথায়॥
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত-বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস॥
বাল্যলীলা আদি করি যতেক প্রকাশ।
গয়ার অবধি আদিখণ্ডের বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে বিদিত হইলা গৌরসিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভৃঙ্গ।

* ভাণ্ডাইয়া—ভাঁড়াইয়া, ফাঁকি দিয়া

ভাণ্ডিয়া—ভাঁড়াইয়া

মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতাদি-শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হইলা বসি বিষ্ণুখট্টার উপরে।
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন।
এক ঠাঞি দুই ভাই করিলা কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে ষড়্ভুজ দেখিল নিত্যানন্দ।
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈত দেখিলা বিশ্ব-অঙ্গ॥
নিত্যানন্দ-ব্যাস পূজা কহি মধ্যখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে॥
মধ্যখণ্ডে হলধর হৈলা গৌরচন্দ্র।
হস্তে হল মুষল দিলা নিত্যানন্দ॥
মধ্যখণ্ডে দুই অতি-পাতকি-মোচন।
'জগাই' 'মাধাই' নাম বিখ্যাত-ভুবন।
মধ্যখণ্ডে কৃষ্ণরাম—চৈতন্যনিতাই।
শ্যাম-শুক্লরূপ দেখিলেন শচী আই॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
সাতপ্রহরিয়া ভাব ঐশ্বর্য্য-বিলাস॥
সেই দিন অমায়ায় কহিলেন কথা।
যে যে সেবকের জন্ম ছিল যথা যথা॥
মধ্যখণ্ডে বৈকুণ্ঠের নাথ নারায়ণ।
নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্ত্তন॥
মধ্যখণ্ডে কাজির ভাঙ্গিল অহংকার।
নিজ শক্তি প্রকাশিয়া কীর্ত্তন অপার॥
ভক্তি পাইল কাজি প্রভু-গৌরাঙ্গের বরে।
স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।
নিজতত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গর্জ্জিয়া॥
মধ্যখণ্ডে মুরারির স্কন্ধে আরোহণ।
চতুর্ভুজ হৈয়া কৈল অঙ্গনে ভ্রমণ॥
মধ্যখণ্ডে শুক্লাম্বর-তণ্ডুল-ভোজন।
মধ্যখণ্ডে নানা ছান্দ হেলা নারায়ণ॥ *
মধ্যখণ্ডে রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।
নাচিলেন স্তন পিল সর্ব্বভক্তগণ॥
মধ্যখণ্ডে মুকুন্দের দণ্ড সঙ্গদোষে।
শেষে অনুগ্রহ কৈল পরম সন্তোষে॥
মধ্যখণ্ডে মহাপ্রভু নিশায় কীর্ত্তন।
বৎসরেক নবদ্বীপে কৈল অনুক্ষণ॥

মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-কৌতুক।
অজ্ঞজনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ॥
মধ্যখণ্ডে জননীর লক্ষ্যে ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান॥
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব জনেজনে।
সভে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে॥
মধ্যখণ্ডে প্রসাদ পাইল হরিদাস।
শ্রীধরের জলপান কারুণ্য-বিলাস।
মধ্যখণ্ডে সকল বৈষ্ণব করি সঙ্গে।
প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গে।
অদ্বৈতের গৃহে গিয়াছিলা কোন রঙ্গে॥
মধ্যখণ্ডে অদ্বৈতেরে করি বহু দণ্ড।
শেষে কৈল অনুগ্রহ পরম প্রচণ্ড॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্য নিতাই—কৃষ্ণ রাম।
জানিল মুরারি গুপ্ত মহাভাগ্যবান্॥
মধ্যখণ্ডে দুই ভাই চৈতন্য নিতাই।
নাচিলেন শ্রীবাস-অঙ্গনে এক ঠাঞি॥
মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসের মৃত-পুত্র-মুখে।
জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইল দুঃখে॥
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস পণ্ডিত।
পাসরিল পুত্রশোক জগতে বিদিত॥
মধ্যখণ্ডে গঙ্গায় পড়িল দুঃখ পাঞা।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনিল তুলিঞা॥
মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের অবশেষ পাত্র।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র॥
মধ্যখণ্ডে সর্ব্বজীব উদ্ধার কারণে।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে॥
কীর্ত্তন করিয়া আদি, অবধি সন্ন্যাস।
এই হৈতে কহি মধ্যখণ্ডের বিলাস॥
মধ্যখণ্ডে আর কত কত কোটী লীলা।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সকল খেলা॥
শেষখণ্ডে বিশ্বম্ভর করিল সন্ন্যাস।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম তবে পরকাশ॥
শেষখণ্ডে শুনি প্রভুর শিখার মুণ্ডন।
বিস্তর করিলা প্রভু অদ্বৈত ক্রন্দন॥
শেষখণ্ডে শচী দুঃখ অকথ্য-কথন।
চৈতন্য প্রভাবে সভার রহিল জীবন॥

* ছান্দ—'সংস্কৃত' ছন্দ। প্রকার বেশ।

শেষখণ্ডে সন্ন্যাস করিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠি-সঙ্গ।
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিলেন মত্তসিংহ পরম প্রচণ্ড॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।
আপনারে লুকাই রহিলা কুতূহলে॥
সার্ব্বভৌম প্রতি আগে করি উপহাস।
শেষে সার্ব্বভৌমেরে ষড়্ভুজ পরকাশ।
শেষখণ্ডে প্রতাপরুদ্রের পরিত্রাণ।
কাশীমিশ্রের গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান॥
দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী।
শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী।
শেষখণ্ডে প্রভু পুনঃ গেলা গৌড়দেশে।
মথুরা দেখিব করি আনন্দ-বিশেষে॥
আসিয়া রহিলা বিদ্যাবাচস্পতি-ঘরে।
তবেত আইলা প্রভু কুলিয়া নগরে।
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গেলা দেখিবারে।
শেষখণ্ডে সর্ব্ব জীব পাইলা উদ্ধারে॥
শেষখণ্ডে মধুপুরী দেখিতে চলিলা।
কত দূর গিয়া প্রভু নিবর্ত্ত-হইলা॥ *
শেষখণ্ডে পুনঃ আইলেন নীলাচলে।
নিরবধি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহলে॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দস্বরূপে পাঠাঞা।
রহিলেন নীলাচলে কত জন লঞা॥
শেষখণ্ডে রথের সম্মুখে ভক্ত-সঙ্গে।
আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে॥
শেষখণ্ডে সেতুবন্ধে গেলা গৌররায়।
ঝারিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায়॥
শেষখণ্ডে রামানন্দ রায়ের উদ্ধার।
শেষখণ্ডে মথুরায় অনেক বিহার॥
শেষখণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবিরখাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়॥
প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ-বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ, সনাতন॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র গেলা বারাণসী।
না পাইল দেখা যত নিন্দুক সন্ন্যাসী॥
শেষখণ্ডে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
অহর্নিশ করিলেন হরি-সঙ্কীর্ত্তন॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কথোক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্য্যটন-রস॥
অনন্ত-চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে।
চরণে নূপুর সর্ব্ব-মথুরা বিহরে॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ পানীহাটী গ্রামে।
চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে॥
শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ মহামল্লরায়।
বণিকাদি উদ্ধারিল পরম-কৃপায়॥
শেষখণ্ডে গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।
নীলাচলে বাস অষ্টাদশ সম্বৎসর॥
শেষখণ্ডে চৈতন্যের অনন্ত বিলাস।
বিস্তারিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস॥
যে তে মতে চৈতন্যের গাইতে মহিমা।
নিত্যানন্দ-প্রীতি বড় তার নাহি সীমা॥
ধরণী-ধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র! আমারে শরণ॥
এই ত কহিল সূত্র সংক্ষেপ করিয়া।
তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে।
শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হৈলা যেই মতে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে সূত্র বর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জগন্নাথ পুত্র মহা-মহেশ্বর॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈতাদি-ভক্তের শরণ॥
ভক্ত-গোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥

পাঠান্তর—'নিবৃত্ত'।

* প্রাণ—সংস্কৃত "জীবন" শব্দ হইতে। প্রাণ।

পুনঃ ভক্তসঙ্গে প্রভুপদে নমস্কার।
স্ফুরুক্ জিহ্বায় গৌরচন্দ্রঅবতার॥
জয় জয় শ্রীকরুণাসিন্ধু গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব দুই প্রভু আর ভক্ত।
তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত॥
ব্রহ্মাদির স্ফূর্ত্তি হয় কৃষ্ণের কৃপায়।
সর্ব্ব-শাস্ত্রে বেদে ভাগবতে এই গায়॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (২।৪।২২)—

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী।
বিতন্বতাঽজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি॥
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ
স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাং॥ ২১॥

**অন্বয়ঃ।**—পুরা অজস্য হৃদি সতীং স্মৃতিং বিতন্বতা যেন প্রচোদিতা (সতী) স্বলক্ষণা সরস্বতী (অস্য) আস্যতঃ কিল প্রাদুরভূৎ, সঃ ঋষীণাং ঋষভঃ মে প্রসীদতাং॥ ২১।

**অনুবাদ।**—শুকদেব বিষ্ণুর মহিমা পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন। তিনি কল্পের আরম্ভ-কালে ব্রহ্মার হৃদয়ে পূর্ব্বকল্পসঞ্চিতা সৃষ্টিবিষয়িনী স্মৃতিশক্তিকে উদ্বোধিতা করিয়াছিলেন এবং যাঁহা কর্ত্তৃক প্রেরিতা হইয়া শিক্ষানিরুক্তাদি বেদাঙ্গ লক্ষণযুক্তা বেদবাণীরূপা সরস্বতী সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলেন সেই জ্ঞানপ্রদ ঋষীগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হউন॥ ২১।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হৈতে।
তথাপিও শক্তি নাই কিছুই দেখিতে॥
তবে যবে সর্ব্ব-ভাবে লইলা শরণ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন।
তবে কৃষ্ণকৃপায় স্ফুরিলা সরস্বতী।
তবে সে জানিলা সর্ব্ব-অবতার-স্থিতি॥
হেন কৃষ্ণচন্দ্রের দুর্জ্ঞেয় অবতার।
তান্ কৃপা বিনে কার শক্তি জানিবার॥
অচিন্ত্য অগম্য কৃষ্ণঅবতার-লীলা।
সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা॥

তথাহি ভাগবতে (১০।১৪।২১)

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবত স্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহো কথং বা কতিবা কদেতি
বিস্তরয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥ ২২॥

**অন্বয়ঃ**—হে ভূমন্। (বিশ্বব্যাপকানন্ত-মূর্ত্তে!) ভগবন্! (ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ!) পরাত্মন্! (পরমাত্মস্বরূপ!) যোগেশ্বর! (দুর্ঘটন-ঘটনসমর্থ!) তব উতীঃ (লীলাঃ) অহো! ক্ব কদা কতি বা যোগমায়াং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি ইতি (কঃ) বেত্তি॥ ২২॥

**অনুবাদ**—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে-ছেন। হে বিশ্বব্যাপক অনন্তমূর্ত্তে! হে ভগবান! হে যোগেশ্বর! (কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন) আপ-নার লীলা আশ্চর্য্য জনক আপনি কোন সময়ে কি প্রকারে কোথায় বা যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন তাহা কে জানিতে সমর্থ হয়? ॥২২॥

কোন্ হেতু কৃষ্ণচন্দ্র করে অবতার।
কার্ শক্তি আছে তত্ত্ব জানিতে তাহার?
তথাপি শ্রীভাগবতে গীতায় যে কহে।
তাহা লিখি যে নিমিত্তে অবতার হয়ে।

তথাহি শ্রীগীতায়াং অর্জ্জুনং প্রতি
ভগবদ্বাক্যং (৪।৭-৮)

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানি র্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ২৩॥

**অন্বয়ঃ**—হে ভারত যদা যদা ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য হি অভ্যুত্থানং ভবতি তদা আত্মানং অহং সৃজামি॥ ২৩॥

**অনুবাদ**—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অব-তারের কারণ বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি অর্থাৎ বিনাশ এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়া থাকে আমি তখনই আপনাকে সৃজন করিয়া থাকি অর্থাৎ ঐরূপ ঘটিলে আমার অবতার হইয়া থাকে॥ ২৩॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ২৪॥

**অন্বয়ঃ**—অহং সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং বিনাশায় ধর্ম্ম সংস্থাপনায় চ যুগে যুগে সম্ভবামি॥ ২৪॥

**অনুবাদ**—সাধুদিগের পরিত্রাণের, দুস্কৃতদিগের বিনাশের এবং ধর্ম্মের সম্যকরূপ প্রতিষ্ঠার জন্য আমি জগতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি॥ ২৪॥

ধর্ম্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে।
অধর্ম্মের প্রবলতা বাঢ়ে দিনে দিনে॥
সাধু-জন-রক্ষা দুষ্ট-বিনাশ-কারণে।
ব্রহ্মা-আদি প্রভুর পা'য় করেন বিজ্ঞাপনে॥
তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে॥
কলি যুগে ধর্ম্ম হয় হরি-সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥
এই কহে ভাগবতে স -তত্ত্ব
কীর্ত্তন নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার॥

তথাহি শ্রীভাগবতে যুগাবতার কথন-প্রস্তাবে বসুদেব-নারদসংবাদে (১১।৫।৩১-৩২)—

ইতি দ্বাপরে উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।
নানা-তন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥ ২৫॥

**অন্বয়ঃ**—হে উর্ব্বীশ! দ্বাপরে নানাতন্ত্র-বিধানেন জগদীশ্বরং ইতি স্তুবন্তি। কলৌ অপি তথাশৃণু॥ ২৫॥

**অনুবাদ**—যোগেন্দ্র জনককে উপদেশ দিতেছেন।• হে পৃথিবীপতে! দ্বাপরযুগে জগদীশ্বর ভগবান অবতীর্ণ হইলে নানা তন্ত্র বিধান দ্বারা তাঁহার এই প্রকারে স্তব ও পূজা করিয়া থাকে। কলিকালে যে প্রকারে তাঁহার পূজা ও স্তব করিতে হয় তাহা শ্রবণ কর॥ ২৫॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ ২৬

**অন্বয়ঃ**—সুমেধসঃ ত্বিষা অকৃষ্ণং কৃষ্ণবর্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ যজ্ঞৈঃ যজন্তি হি॥ ২৬॥

**অনুবাদ**—বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যিনি অন্তরে কৃষ্ণ এবং অঙ্গকান্তিতে গৌরবর্ণ, যিনি অঙ্গ (নিত্যানন্দাদ্বৈত) উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি) অস্ত্র (ভগবন্নাম) এবং পার্ষদ (গোবিন্দাদি) সমন্বিত তাঁহাকে সংকীর্ত্তনবহুল যজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। "(ত্বিষা কৃষ্ণবর্ণং" অঙ্গকান্তিতে কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ কৃষ্ণের বর্ণনাকারী অর্থাৎ যাঁহার দর্শনমাত্রে শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়"—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ)॥ ২৬॥

কলি যুগে সর্ব্বধর্ম্ম হরিসংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ॥
কলি যুগে সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় আগে সর্ব্ব-পরিকরে।
জন্ম লভিলেন সবে মানুষ-ভিতরে॥
কি অনন্ত কি শিব বিরিঞ্চি ঋষিগণে।
যত অবতারের পার্ষদ আপ্তগণে॥
ভাগবত রূপে জন্ম হইল সভার।
কৃষ্ণ সে জানেন যার অংশে জন্ম যার॥
কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটীগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে উড্রদেশে শ্রীহট্টে পশ্চিমে।
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ॥
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন।
নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥
নবদ্বীপ সম গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যহিঁ অবতীর্ণ হইল চৈতন্যগোসাঞি।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপগ্রামে।
কোন মহাপ্রিয় দাসের জন্ম অন্য স্থানে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীচন্দ্রশেখর দেব ত্রৈলোক্য-পূজিত॥
ভবরোগ নাশে বৈদ্য মুরারি নাম যার।
শ্রীহট্টে এসব বৈষ্ণবের অবতার।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব-প্রধান।
চৈতন্যবল্লভ দত্ত বাসুদেব নাম॥
চাটিগ্রামে হইল তা সভার পরকাশ।
বূঢ়নে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস॥
রাঢ়-মাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যহিঁ অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণব-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ নাম॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।
সংগোপে * দেবতাগণে কৈলেন তখন॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাঢ়িতে লাগিল সুমঙ্গল॥
ত্রিহোতে পরমানন্দ পুরীর প্রকাশ।
নীলাচলে যাঁন্ সঙ্গে একত্রে বিলাস॥
গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান সকল থাকিতে।
বৈষ্ণব জন্ময়ে কেন অশোচ্যদেশেতে?
আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।
সঙ্গের পার্ষদ জন্মায়েন দূরে দূরে॥
যে যে দেশ গঙ্গা হরিনাম-বিবর্জ্জিত।
সে দেশে পাণ্ডব নাহি গেলা কদাচিত।
সে সব জীবেরে কৃষ্ণ বৎসল হইয়া।
মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া॥
সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন স্বীকার॥
অশোচ্য † দেশে অশোচ্য কুলে আপন সমান
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রাণ॥
যেই দেশে যেই কুলে বৈষ্ণব অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়। ‡
সেই স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময়॥
অতএব সর্ব্বদেশে নিজ ভক্তগণ।
অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য নারায়ণ॥

নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি সভে হইল মিলন॥
নবদ্বীপে হইল প্রভুর অবতার।
অতএব নবদ্বীপে মিলন সভার॥
নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি॥
অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা॥
নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
বিবিধ বৈসয়ে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী-প্রসাদে সভাই মহাদক্ষ॥
সভে মহা-অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা-করে॥*
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পঢ়ুয়ার তাহাঁ সমুচ্চয়। †
লক্ষ কোটী অধ্যাপক, নাহিক নিশ্চয়॥
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে॥
কৃষ্ণনাম-ভক্তি-শূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্ম-কর্ম্ম লোকসভে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাহো নাহি জানে গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পঢ়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম-কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা' সভার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥

* সংগোপে—গোপনে, অপ্রকাশ্য।
† অশোচ্য—অশুচি দেশে, অনার্য্যপ্রধান দেশে; বা পাণ্ডবেরা যে দেশে যান নাই সেই দেশে।
‡ বিজয়—গমন, আগমন উৎসব।

*কক্ষা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা। †সমুচ্চয়—একত্রমিলন, সমাহার।

অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়॥
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার॥
"কেমনে এ জীব সব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়সুখেতে সব মজিল সংসার॥
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণ-নাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান॥"
স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান কৃষ্ণের কথন॥
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্ব্বাদ।
শীঘ্র কৃষ্ণচন্দ্র কর সভারে প্রসাদ॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
"অদ্বৈত আচার্য্য" নাম সর্ব্ব লোকে ধন্য॥
জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার।
সর্ব্বদা বাখানে 'কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার'॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত গঙ্গা-জলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণ মহা কুতুহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
সে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিয়া কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে সে হইলা সাক্ষাৎ॥
অতএব অদ্বৈত বৈষ্ণব অগ্রগণ্য।
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডে যান্ ভক্তিযোগ ধন্য॥
এই মত অদ্বৈত বৈসেন নদীয়ায়।
ভক্তিযোগশূন্য লোক দেখি দুঃখ পায়॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার-রসে।
কৃষ্ণপূজা বিষ্ণুভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাশুলী পূজয়ে কেহো নানা-উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য-কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥
কৃষ্ণ-শূন্য মঙ্গলে দেবের নাহি সুখ।
বিশেষে অদ্বৈত মনে পায় বড় দুঃখ॥

স্বভাবে অদ্বৈত বড় কারুণ্য-হৃদয়।
জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
"মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এ সকল জীবের উদ্ধার।
তবে ত অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখাঙ এথাঞি॥
আনিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।
নাচিব গাইব সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া॥
নিরবধি এই মত সংকল্প করিয়া।
সেবেন শ্রীকৃষ্ণ-পদ এক চিত্ত হৈয়া॥
অদ্বৈতেরে কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়া আছেন বার বার॥
সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস॥
সর্ব্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।
ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নান॥
নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।
পূর্ব্বে সভে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজ্ঞায়॥
শ্রীচন্দ্রশেখর জগদীশ গোপীনাথ।
শ্রীমান মুরারি শ্রীগরুড় গঙ্গাদাস॥
একে একে বলিতে হয়, পুস্তক-বিস্তার
কথার প্রস্তাবে নাম লইব জানি যার॥
সভেই স্বধর্ম্ম-পর সভেই উদার।
কৃষ্ণভক্তি বহি কেহ না জানয়ে আর॥
সভে করে সভারে বান্ধব ব্যবহার।
কেহ না জানেন কারো নিজ অবতার॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য দেখি সকল সংসার।
অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সভাকার॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিবেক নাহি হেন জন।
আপনা আপনি সভে করেন কীর্ত্তন॥
দুই চারি দণ্ড থাকি অদ্বৈত-সভায়।
কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে সকল দুঃখ যায়॥
দগ্ধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ।
আলাপের স্থান নাহি করয়ে ক্রন্দন॥
সকলি বৈষ্ণব মেলি আপনি অদ্বৈতে।
প্রাণীমাত্র কারে কেহো নারে বুঝাইতে॥
দুঃখ ভাবি অদ্বৈত করেন উপবাস।
সকল বৈষ্ণবগণ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥

কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য কেনে বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন?
কিছু নাহি জানে লোক ধন-পুত্র-আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে' ॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চস্বরে ॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বোলে—হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥*
মহা-তীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥
কেহো বোলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥
এ বামুনে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥
এই মত বোলে যত পাষণ্ডীর গণ।
শুনি 'কৃষ্ণ' বুলি কান্দে ভাগবতগণ ॥
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে।
দিগম্বর হই সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে বোলে ॥
"শুন শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস শুক্লাম্বর।
করাইব কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়ন-গোচর ॥
সভা উদ্ধারিব কৃষ্ণ আপনে আসিয়া।
বুঝাইব কৃষ্ণ-ভক্তি তোমা সভা লৈয়া ॥
যবে নাহি পারেঁ। তবে এই দেহ হৈতে।
প্রকাশিয়া চারি ভুজ চক্র লইমু হাতে ॥
পাষণ্ডীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধনাশ।
তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর, মুঞি তাঁর দাস ॥"
এই মত অদ্বৈত বোলেন অনুক্ষণ।
সংকল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ ॥
ভক্ত সব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া।
পূজে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া ॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে' ভাগবতগণ।
কোথাও না শুনি ভক্তিযোগের কথন ॥
কেহ দুঃখে চাহে নিজ শরীর এড়িতে।
কেহ 'কৃষ্ণ' বলি শ্বাস ছাড়য়ে কান্দিতে ॥
অন্ন ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পায় দুঃখে ॥

ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব্ব-উপভোগ।
অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ ॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-ধাম।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥
মাঘ মাসে শুক্ল-ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতীগর্ভে একচাকা-নাম গ্রামে ॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্বপিতা, তানে করি পিতা-ব্যাজ ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা, ধরি নিত্যানন্দ নাম ॥
মহা জয়জয়ধ্বনি পুষ্প-বরিষণ।
সংগোপে দেবতাগণ করিলা তখন ॥
সেই দিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল।
বাড়িতে লাগিল পুনঃ পুনঃ সুমঙ্গল ॥
যে প্রভু পতিত জন নিস্তার করিতে।
অবধূত-বেশ ধরি ভ্রমিলা জগতে ॥
অনন্তের প্রকাশ হইলা হেন মতে।
এবে শুন কৃষ্ণ অবতরিলা যেন মতে ॥
নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর।
বসুদেব প্রায় তেঁহ স্বধর্ম্মে তৎপর ॥
উদার-চরিত্র তেঁহ ব্রহ্মণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা ॥
কি কশ্যপ, দশরথ, বসুদেব, নন্দ।
সর্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ মিশ্রচন্দ্র ॥
তাঁন্ পত্নী শচী নাম মহা পতিব্রতা।
মূর্ত্তিমতী বিষ্ণুভক্তি সেই জগন্মাতা ॥
বহুপুত্র কন্যার হইল তিরোভাব।
সবে এক পুত্র বিশ্বরূপ মহাভাগ ॥
বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি যেন অভিন্ন মদন।
দেখি হরষিত দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ ॥
জন্ম হৈতে বিশ্বরূপের হইলা বিরক্তি।
শৈশবেই সকল-শাস্ত্রেতে হৈল স্ফূর্ত্তি ॥
বিষ্ণুভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য আচার ॥
ধর্ম্ম তিরোভাব হৈল প্রভু অবতরে।
ভক্ত সব দুঃখ পায় জানিয়া অন্তরে ॥
তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান।
শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥

* উৎসাদ—উচ্ছেদ, বিনাশ।

জয় জয় ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে।
স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ মিশ্র শচী শুনে ॥
মহাতেজ-মূর্ত্তিমন্ত হইল দুইজনে।
তথাপিহ লখিতে না পারে অন্য জনে ॥
অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া।
ব্রহ্মা শিব আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥
অতি মহাগোপ্য হয় এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা ॥
ভক্তি করি ব্রহ্মাদি দেবের শুন স্তুতি।
যে গোপ্য শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু জনক সভার।
জয় জয় সংকীর্ত্তন-হেতু-অবতার ॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম-সাধু-বিপ্রপাল।
জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল ॥
জয় জয় সর্ব্ব-সত্যময়-কলেবর।
জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥
যে তুমি অনন্ত-কোটী-ব্রহ্মাণ্ডের বাস।
সে তুমি শ্রীশচীগর্ভে করিলা প্রকাশ ॥
তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে কার পাত্র ?
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তোমার লীলা মাত্র ॥
সকল সংসার যাঁন্ ইচ্ছায় সংহারে'।
সে কি কংস,রাবণ বধিতে বাক্যে নারে ?
তথাপিহ দশরথ-বসুদেব-ঘরে।
অবতীর্ণ হই আসি বধে তা সভারে ॥
এতেক বুঝিতে পারে তোমার কারণ।
আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥
তোমার আজ্ঞায় এক সেবকে তোমার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥
তথাপিও তুমি সে আপনে অবতরি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি ॥
সত্যযুগে তুমি প্রভু শুভ্র বর্ণ ধরি।
তপ ধর্ম্ম বুঝাও আপনে তপ করি ॥
কৃষ্ণাজিন দণ্ড কমণ্ডলু জটা ধরি।
ধর্ম্ম স্থাপ' ব্রহ্মচারিরূপে অবতরি ॥
ত্রেতাযুগে হইয়া সুন্দর রক্তবর্ণ।
হই যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞধর্ম্ম ॥
স্রুব্-স্রুক্-হস্তে যজ্ঞ আপনে করিয়া।
সভারে লওয়াও যজ্ঞ যাজ্ঞিক হইয়া ॥
দিব্য-মেঘ-শ্যামবর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা-ধর্ম্ম বুঝাও আপনে ঘরে ঘরে ॥
পীতবাস শ্রীবৎসাদি নিজ চিহ্ন ধরি।
পূজা কর, মহারাজ-রূপে অবতরি ॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে ধরি পীতবর্ণ।
বুঝাবারে বেদগোপ্য সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম ॥
কতেক বা তোমার অনন্ত অবতার।
কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার ?
মৎস্য-রূপে তুমি জলে প্রলয়ে বিহর।
কূর্ম্ম-রূপে তুমি সব জীবের আধার ॥
হয়গ্রীব-রূপে কর বেদের উদ্ধার।
আদিদৈত্য দুই মধু কৈটভ সংহার।
শ্রীবরাহ-রূপে কর পৃথিবী উদ্ধার ॥
নরসিংহ-রূপে কর হিরণ্য-বিদার ॥
বলি ল অপূর্ব্ব-বামন-রূপ হই।
পরশুরাম-রূপে কর নিঃক্ষত্রিয়া মহী ॥
রামচন্দ্র-রূপে কর রাবণ সংহার।
হলধর-রূপে কর অনন্ত-বিহার ॥
বুদ্ধ-রূপে দয়া-ধর্ম্ম করহ প্রকাশ।
কল্কী-রূপে কর ম্লেচ্ছগণের বিনাশ ॥
ধন্বন্তরি রূপে কর অমৃত প্রদান।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ॥
শ্রীনারদ রূপে বীণা ধরি কর গান।
ব্যাস রূপে কর নিজ তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥
সর্ব্ব লীলা-লাবণ্য-বৈদগ্ধী করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ রূপে বিহর গোকুলে বহুরঙ্গে ॥
এই অবতারে ভাগবত রূপ ধরি।
কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বভক্তি পরচারি ॥
সংকীর্ত্তনে পূর্ণ হইব সকল সংসার।
ঘরে ঘরে হৈব প্রেম-ভক্তির প্রচার ॥
কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ প্রকাশ।
তুমি নৃত্য করিবা মিলিয়া সর্ব্ব-দাস ॥
যে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান নিত্য করে।
তা' সভার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥
পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।
মাত্রে দশদিগ্ হয় সুনির্ম্মল ॥

বাহু তুলি নাচিতে স্বর্গের বিঘ্ন নাশ।
হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে—

পদ্ভ্যাং ভূমের্দিশোদৃগ্ভ্যাং, দোর্ভ্যাঞ্চামঙ্গলং দিবঃ।
বহুধোৎসার্য্যতে রাজন্, কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ ॥২৭॥

**অন্বয়ঃ**—হে রাজন্! কৃষ্ণভক্তস্য নৃত্যতঃ পদ্ভ্যাং ভূমেঃ দৃগভ্যাং দিশঃ, দোর্ভ্যাং দিবশ্চ অমঙ্গলং বহুধা উৎসার্য্যতে ॥ ২৭ ॥

**অনুবাদ**—হে রাজন! কৃষ্ণভক্তের ভক্তিভরে নৃত্যকালীন পদযুগলের দ্বারা পৃথিবীর নয়নদ্বয়ের দৃষ্টির দ্বারা দিক্ সমূহের এবং বাহু-যুগলের দ্বারা স্বর্গপুরীর অমঙ্গল বহুপ্রকারে উৎসারিত করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

"সে প্রভু আপনি তুমি সাক্ষাৎ হইয়া।
করিবা কীর্ত্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥
এ মহিমা প্রভু বর্ণিবার কার শক্তি।
তুমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিষ্ণুভক্তি ॥
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি-সব যে নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥
জগতেরে প্রভু তুমি দিবা' হেন ধন।
তোমার করুণা সবে ইহার কারণ ॥
যে তোমার নামে প্রভু সর্ব্ব যজ্ঞ পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদ্বীপে অবতীর্ণ ॥
এই কৃপা কর প্রভু হইয়া সদয়।
যেন আমা সভার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥
এত দিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবে যে চির অভিমত ॥
যে তোমারে যোগেশ্বর-সভে দেখে ধ্যানে।
সে তুমি বিদিত হৈবা নবদ্বীপ-গ্রামে ॥
নবদ্বীপ প্রতিও থাকুক নমস্কার।
শচী জগন্নাথ গৃহে যথা অবতার ॥
এই মত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
গুপ্তে রহি ঈশ্বরের করেন স্তবনে ॥
শচী গর্ভে বৈসে সর্ব্ব ভুবনের বাস।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসি হইল প্রকাশ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে সুমঙ্গল।
সেই পূর্ণিমায় আসি মিলিলা সকল ॥

সংকীর্ত্তন-সহিত প্রভুর অবতার।
গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥
ঈশ্বরের কর্ম্ম বুঝিবার শক্তি কা'র।
চন্দ্র আচ্ছাদিত রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥
সর্ব্বনবদ্বীপে দেখে হইল গ্রহণ।
উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্ত্তন ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলি সভে ধায় ॥
হেন হরিধ্বনি হৈল সর্ব্ব নদীয়ায়।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া ধ্বনি স্থান নাহি পায় ॥
অপূর্ব্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ।
সভে বোলে "নিরন্তর হউক গ্রহণ" ॥
সভে বোলে "আজি বড় বাসি এ উল্লাস।
হেন বুঝি কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ ॥
গঙ্গাস্নানে চলিলা সকল ভক্তগণ।
নিরবধি চতুর্দ্দিগে হরি-সংকীর্ত্তন ॥
কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জ্জন।
সভে হরি হরি বোলে দেখিয়া গ্রহণ ॥
হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি ॥
চতুর্দ্দিগে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ।
জয় শব্দে দুন্দুভি বাজয়ে অনুক্ষণ ॥
হেনই সময়ে সর্ব্ব জগত-জীবন।
অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥

ধানশী।

রাহু কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সিন্ধু,
কলি-মর্দ্দন বান্ধে বাণা।
পহুঁ ভেল প্রকাশ, ভুবন চতুর্দ্দশ,
জয় জয় পড়িল ঘোষণা।
মাই হে! দেখত গৌরাঙ্গচন্দ।
নদীয়ার লোক, শোক সব নাশল,
দিনে দিনে বাঢ়ল আনন্দ ॥
দুন্দুভি বাজে, শত শঙ্খ গাজে,
বাজে বেণু, বিষাণ।
শ্রীচৈতন্য ঠাকুর, নিত্যানন্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস গান ॥

ধানশী।

জিনিয়া রবিকর, শ্রীঅঙ্গ সুন্দর,
নয়নে হেরই না পারি।
আয়ত লোচন, ঈষত বঙ্কিম,
উপমা নাহিক বিচারি॥ ধ্রু॥
(আজু) বিজয়ে গৌরাঙ্গ, অবনী মণ্ডল,
চৌদিকে শুনিঞা উল্লাস!
এক হরি ধ্বনি, আব্রহ্ম ভরি শুনি,
গৌরাঙ্গচাঁদের পরকাশ॥
চন্দনে উজ্জ্বল, বক্ষ পর
দোলয় তহিঁ বনমাল।
চাঁদ সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আজানু বাহু বিশাল॥
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য ধন্য,
উঠয়ে জয় জয় নাদ।
কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈলা হরিষে-বিষাদ॥
চারি বেদ-শির মুকুট চৈতন্য,
পামর মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র, নিতাই ঠাকুর,
বৃন্দাবন দাস গানে॥

পঠমঞ্জরী রাগ।

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিগে উঠিল আনন্দ॥ ১॥
রূপ কোটী মদন জিনিঞা।
হাসে নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া॥ ২
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন-সব দেখি॥ ৩॥
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোহে।
সব অঙ্গে জগ-মন মোহে॥ ৪॥
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ॥ ৫॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুণ গান॥ ৬॥

জয় জয়ন্তী।

চৈতন্য অবতার, শুনিঞা দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গলরে।
সকল তাপহর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি,
আনন্দে হইল বিহ্বল রে।
অনন্ত ব্রহ্মা শিব, আদি করি যত দেব,
সভেই নররূপ ধরি রে।
গায়েন হরি হরি, গ্রহণ ছল
লখিতে কেহ নাহি পারিরে॥ ১॥
দশ দিগে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ হরি হরি রে।
মানুষ দেব মেলি, একঠাঁঞি করে কেলি
আনন্দ নবদ্বীপ পূরি'রে॥ ২॥
শচীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,
প্রণাম হইয়া পড়িলা রে।
গ্রহণ অন্ধকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুর্জ্ঞেয় চৈতন্যের খেলা রে॥ ৩॥
কেহ পড়ে স্তুতি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহো চামর ঢুলায় রে।
পরম-হরিষে, কেহো পুষ্প বরিষে,
কেহো নাচে গায় বা'য় রে॥ ৪॥
সকল শক্তি-সঙ্গে আইলা গৌর চন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে॥ ৫॥

মঙ্গল রাগ।

দুন্দুভি ডিণ্ডিম, মঙ্গল জয়ধ্বনি,
গায় মধুর রসালরে।
বেদের অগোচরে, আজু ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল কোলাহল,
সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহু পুণ্য ভাগ্যে, চৈতন্য পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ মাঝ রে॥
অন্যান্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘন ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।

নদীয়া-পুরন্দর, জনম উল্লাসে ভর,
আপন পর নাহি জানে রে ॥
ঐছন কৌতুকে, দেবতা নবদ্বীপে,
আওল শুনি হরি নাম রে।
পাইয়া গৌর রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্য জয় জয় গান রে ॥
দেখিল শচী গৃহে, গৌরাঙ্গ সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটি চান্দরে।
মানুষ রূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি,
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥
সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, চন্দ প্রভু জান,
বৃন্দাবন দাস রস গান রে ॥

(একপদী)

প্রেমধন রতন পসার।
দেখ গোরাচাঁদের বাজার ॥ ধ্রু ॥
হেন মতে প্রভুর হইল অবতার।
আগে হরি-সংকীর্ত্তন করিয়া প্রচার ॥
চতুর্দ্দিগে ধায় লোক গ্রহণ দেখিয়া।
গঙ্গাস্নানে হরি বলি যায়েন ধাইয়া ॥
যার মুখে জন্মেও না বলে হরিনাম।
সেহ হরি বলি ধায় করি গঙ্গাস্নান ॥
দশ দিক পূর্ণ হৈল উঠি হরিধ্বনি।
অবতীর্ণ হই শুনি হাসে দ্বিজমণি ॥
শচী জগন্নাথ—দেখি পুত্রের শ্রীমুখ।
দুই জন হইলেন আনন্দ-স্বরূপ ॥
কি বিধি করিব ইহা কিছুই না স্ফুরে।
আস্তে ব্যস্তে নারীগণ জয়কার পুরে ॥
ধাইয়া আইলা সভে যত আপ্তগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥
শচীর জনক-চক্রবর্ত্তী নলাম্বর।
প্রতি লগ্নে অদ্ভুত দেখেন বিপ্রবর ॥
মহারাজলক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্ত্তী হইল বিস্ময়ে ॥
'বিপ্র রাজা গৌড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বোলে "সেই বা জানিব তাহা পাছে" ॥

মহা জ্যোতির্ব্বিৎ বিপ্র সবার অগ্রেতে।
লগ্ন-অনুরূপ কথা লাগিলা কহিতে ॥
"লগ্নে যত দেখি এই বালকমহিমা।
রাজা হেন বাক্যে তানে দিতে নারি সীমা ॥
বৃহস্পতি জিনিঞা হইব বিদ্যাবান।
অল্পেই হইব সর্ব্ব গুণের নিধান ॥"
সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন।
প্রভুর ভবিষ্য কর্ম্ম করয়ে কথন ॥
বিপ্র বোলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ইহা হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম হইব স্থাপন ॥
ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব্ব প্রচার।
এই শিশু করিব সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার ॥
ব্রহ্মা শিব শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ।
ইহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্ব্বজন ॥
সর্ব্বভূত-দয়ালু নির্ব্বেদ দরশনে।
সর্ব্ব জগতের প্রীত হইব ইহানে ॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও এ শিশুর ভজিব চরণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কীর্ত্তি গাইব ইহান।
আদি বিপ্র এ শিশুরে করিব প্রণাম ॥
ভাগবতধর্ম্মময় ইহান শরীর।
দেব-দ্বিজ-গুরু-পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত ধীর ॥
বিষ্ণু যেন অবতরি লওয়ায়েন ধর্ম্ম।
সেই মত এ শিশু করিব সর্ব্ব কর্ম্ম ॥
লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইহান।
কার শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান?
ধন্য তুমি মিশ্র পুরন্দর ভাগ্যবান।
এ নন্দন যার তারে রহুক প্রণাম ॥
হেন কোষ্ঠী গণিলাও আমি ভাগ্যবান।
শ্রীবিশ্বম্ভর নাম হইব ইহান ॥
ইহানে বলিব লোক নবদ্বীপ চন্দ্র।
এ বালক জানিহ কেবল পরানন্দ ॥"
হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।
অতএব না কহিল প্রভুর সন্ন্যাস ॥
শুনি জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের আখ্যান।
আনন্দে বিহ্বল বিপ্রে দিতে চাহে দান ॥
কিছু নাহি—সুদরিদ্র, তথাপি আনন্দে।
বিপ্রের চরণে ধরি মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥

সেই বিপ্র কান্দে জগন্নাথ পায়ে ধরি।
আনন্দে সকল লোক বোলে হরি হরি॥
দিব্য কোষ্ঠী শুনি যত বান্ধব সকল।
জয় জয় দিয়া সভে করেন মঙ্গল॥
ততক্ষণে আইল সকল বাদ্যকার।
মৃদঙ্গ সানাই বংশী বাজয়ে অপার॥
দেবস্ত্রীয়ে নরস্ত্রীয়ে না পারি চিনিতে।
দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে॥
দেবমাতা সব্য হাতে ধান্য দুর্ব্বা লৈয়া।
হাসি দেন প্রভু শিরে 'চিরায়ু' বলিয়া॥
চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।
অতএব 'চিরায়ু' বলিয়া হৈল হাস॥
অপূর্ব্ব সুন্দরী সব শচী দেবী দেখে।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে॥
শচীর চরণ ধুলি লয় দেবীগণ।
আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন॥
কিবা আনন্দ হইল জগন্নাথ-ঘরে।
বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে।
লোক দেখে শচী-গৃহে, সর্ব্ব নদীয়ায়।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহন না যায়॥
কি নগরে কি চত্বরে কিবা গঙ্গাতীরে।
নিরবধি সর্ব্ব লোক হরি-ধ্বনি করে॥
জন্মযাত্রা-মহোৎসব নিশায় গ্রহণে।
আনন্দ করেন, কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥
চৈতন্যের জন্মযাত্রা ফাল্গুনী পুর্ণিমা।
ব্রহ্মা আদি এ তিথির করে আরাধনা॥
পরম পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী।
যহিঁ অবতীর্ণ হইলেন দ্বিজমণি॥
নিত্যানন্দ জন্ম মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
গৌরচন্দ্র প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী॥
সর্ব্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্য তিথি।
সর্ব্ব শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয় খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবেরো সেইমত তিথির চরিত্র॥
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে।
কভু দুঃখ নহে তার জন্মে বা মরণে॥
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি-ফল ধরে।
জন্মে জন্মে চৈতন্যের সঙ্গে অবতরে॥
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিতে সুন্দর।
যহিঁ অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব এই কহে বেদ॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি দেখি।
তাহান্ কৃপায় যে বোলায় তাহা লেখি॥
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্রপদে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে
শ্রীগৌরচন্দ্রস্য কোষ্ঠিগণনাদিবর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

## তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় তোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ॥
হেন শুভ দৃষ্টি প্রভু করহ আমারে।
অহর্নিশ চিত্ত যেন ভজয়ে তোমারে॥
হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।
শচী-গৃহে দিনে দিনে বাড়য়ে আনন্দ॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ।
আনন্দসাগরে দোঁহে ভাসে অনুক্ষণ॥
ভাইরে দেখিয়া বিশ্বরূপ ভগবান।
হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম॥
যত আপ্তবর্গ আছে সর্ব্ব পরিকরে। *
অহনিশ সভে থাকি বালক আবরে॥
বিষ্ণু-রক্ষা পড়ে কেহো দেবী-রক্ষা পড়ে
মন্ত্র পড়ি ঘর কেহ চারিদিগ বেড়ে॥
তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ॥
পরম সঙ্কেত এই সভে বুঝিলেন।
কান্দিলেই হরিনাম সভেই লয়েন॥

* আপ্তবর্গ—আত্মীয়গণ

সর্ব্ব-লোকে আবরিয়া থাকে সর্ব্বক্ষণ।
কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ।
কোন দেব অলক্ষিতে গৃহেতে সান্ধায় * ॥
ছায়া দেখি সভে বলে এই চোর যায় ॥
'নরসিংহ নরসিংহ' কেহো করে ধ্বনি।
অপরাজিতার স্তোত্র কারো মুখে শুনি ॥
নানা মন্ত্রে কেহ দশ-দিগ বন্ধ করে।
উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে ॥
প্রভু দেখি গৃহের বাহিরে দেব যায়।
সভে বোলে এই জাত-হারিণী পলায় ॥ †
কেহ বলে "ধর ধর এই চোর যায়"।
'নৃসিংহ নৃসিংহ' কেহ ডাকয়ে সদায় ॥
কোন ওঝা বোলে "আজি এড়াইলি ভাল
না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥"
সেই খানে থাকি দেব হাসে অলক্ষিতে।
পরিপূর্ণ হইল মাসেক এই মতে ॥
বালক-উত্থান-পর্ব্বে যত নারীগণ।
শচী-সঙ্গে গঙ্গাস্নানে করিলা গমন ॥
বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি গঙ্গাস্নান।
আগে গঙ্গা পূজি তবে গেলা ষষ্ঠী-স্থান ॥
যথাবিধি পূজি সব দেবের চরণ।
আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥
খই কলা, তৈল, সিন্দুর গুয়া পান।
সভারে দিলেন আই করিঞা সম্মান ॥
বালকের আশিষয়া সর্ব্ব-নারীগণ।
চলিলেন গৃহে বন্দি আইর চরণ ॥
হেনমতে বৈসে প্রভু আপন লীলায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না [illegible]ায় ॥
করাইতে চাহে প্রভু আপন কীর্ত্তন
এতদর্থে করে প্রভু সঘন রোদন ॥
যত যত প্রবোধ করয়ে নারীগণ।
প্রভু পুনঃ পুনঃ করি করয়ে ক্রন্দন ॥
'হরি হরি' বলি যদি ডাকে সর্ব্বজনে
তবে প্রভু হাসি চান শ্রীচন্দ্রবদনে ॥

জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্ব্বজনে মেলি।
সদাই বোলেন 'হরি' দিয়া করতালি ॥
আনন্দে করয়ে সভে হরিসংকীর্ত্তন।
হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন ॥
এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
গুপ্ত ভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে ॥
যে সময় যখন না থাকে কেহো ঘরে।
যে কিছু থাকয়ে ঘরে সকল বিথারে ॥
বিথারিয়া সকল ফেলায় চারি ভিতে।
ঘর সব তৈল দুগ্ধ মুদ্গ ঘোল ঘৃতে ॥
জননী আইসে হেন জানিঞা আপনে।
শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে ॥
'হরি হরি' বলিয়া সান্ত্বনা করে মায় ॥
ঘরে দেখে সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায়।
কে ফেলিল সর্ব্বগৃহে ধান্য চালু মুদ্গ ॥
ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুগ্ধ ॥
সবে চারি মাসের বালক আছে ঘরে।
কে ফেলিল হেন কোহো বুঝিতে না পারে ॥
সব পরিজন আসি মিলিল তথায়।
মনুষ্যের চিহ্ন মাত্র কেহ নাহি পায় ॥
কেহ বোলে "দানব আসিয়াছিল ঘরে।
রক্ষা লাগি শিশুরে নারিল লঙ্ঘিবারে ॥
শিশু লঙ্ঘিবারে না পাইয়া ক্রোধ মনে।
অপচয় করি পলাইল নিজ স্থানে ॥"
মিশ্র জগন্নাথ দেখি চিত্তে বড় ধন্দ।
দৈব হেন জানি কিছু না বলিল মন্দ ॥
দৈবে অপচয় দেখি দুইজনে চা[illegible]।
বালক দেখিয়া কোন দুঃখ নাহি রহে ॥
এই মত প্রতিদিন করেন কৌতুক।
নাম-করণের কাল হইল সম্মুখ ॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আদি বিদ্যাবান্।
সর্ব্ব-বন্ধু-গণের হইল উপস্থান ॥
মিলিলা বিস্তর আসি পতিব্রতাগণ।
লক্ষ্মীপ্রায়দীপ্ত সভে সিন্দুরভূষণ ॥
নাম থুইবার সভে করেন বিচার।
স্ত্রীগণ বোলয়ে এক, অন্যে বলে আর ॥
'ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাই।
শেষ যে জন্ময়ে তার নাম সে নিমাঞি ॥'

* সান্ধায়—প্রবেশ করে

† জাতহারিণী—নবজাত শিশুর প্রাণনাশকারিণী উপদেবতা বিশেষ।



বালক নিমাইয়ের শেষশায়ী লীলা।

বোলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার।
এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার॥
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব্ব দেশে দেশে!
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃষ্টি পাইল কৃষকে॥
জগত হইল সুস্থ ইহান জনমে।
পূর্ব্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে॥
অতএব ইহান শ্রীবিশ্বম্ভর নাম।
কুলদীপ কোষ্ঠিতেও লিখিল ইহান॥
'নিমাঞি' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।
সেই নাম দ্বিতীয় ডাকিব সর্ব্বজন॥
সর্ব্ব শুভক্ষণ নাম-করণ-সময়।
গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণ পঢ়য়
দেবগণে নরগণে একত্র মঙ্গল।
হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল॥
ধান্য পুঁথি খৈ কড়ি স্বর্ণ রজতাদি যত
ধরিবার নিমিত্ত কৈলা উপনীত॥
জগন্নাথ বোলে "শুন বাপ বিশ্বম্ভর।
যাহা চিত্তে লয় তাহা ধরহ সত্বর"॥
সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন॥
পতিব্রতাগণে 'জয়' দেয় চারিভিত।
সভেই বলেন "বড় হইব পণ্ডিত"॥
কেহো বোলে "শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।
অল্পে সর্ব্ব শাস্ত্রের জানিব অনুভব"॥
যে দিকে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বম্ভর।
আনন্দে সিঞ্চিত হয় তার কলেবর॥
যে করয়ে কোলে সেই এড়িতে না জানে
দেবের দুর্ল্লভ কোলে করে নারীগণে॥
প্রভু যেই কান্দে সেইক্ষণে নারীগণ।
হাত তালি দিয়া করে হরিসংকীর্ত্তন॥
শুনিয়া নাচন প্রভু কোলের উপরে।
বিশেষে সকল নারী হরিধ্বনি করে॥
নিরবধি সভার বদনে হরিনাম।
ছলে বোলায়েন প্রভু, হেন ইচ্ছা তান॥
তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম্ম সিদ্ধ নহে।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে॥
এইমতে করাইয়া নিজ সংকীর্ত্তন।
দিনে দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

জানু পাতি চলে প্রভু পরম সুন্দর।
কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর॥
পরম নির্ভয়ে সর্ব্ব অঙ্গনে বিহরে।
কিবা অগ্নি সর্প যাহা দেখে তাহি ধরে॥
এক দিন এক সর্প বাড়ীতে বেড়ায়।
ধরিলেন সর্প প্রভু বালক-লীলায়॥
কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া।
ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া॥
আথে ব্যথে সভে দেখি হায়-হায় করে।
শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে॥
'গরুড় গরুড়' বলি ডাকে সর্ব্বজন।
পিতা মাতা আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন॥
চলিলা অনন্ত শুনি সভার ক্রন্দন।
পুনঃ ধরিবারে যান শ্রীশচীনন্দন॥
ধরিয়া আনিয়া সভে করিলেন কোলে।
চিরজীবী হও' করি নারীগণ বলে॥
কেহ রক্ষা বান্ধে কেহ পড়ে স্বস্তিবাণী।
অঙ্গে কেহ দেয় বিষ্ণুপাদোদক আনি॥
কেহো বোলে "বালকের পুনর্জ্জন্ম হৈল।
কেহো বোলে জাতি সর্প তেঞি না লঙ্ঘিল॥"
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সভারে চাহিয়া।
পুনঃ পুনঃ যায় সভে আনেন ধরিয়া॥
ভক্তি করি যে এ সব বেদগোপ্য শুনে।
সংসার-ভুজঙ্গ তারে না করে লঙ্ঘনে॥
এই মত দিনে দিনে শ্রীশচীনন্দন।
হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে ভ্রমণ॥
জিনিয়া কন্দর্পকোটী সর্ব্বাঙ্গের রূপ।
চান্দের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে মুখ॥
সুবলিত মস্তকে চাঁচর ভাল কেশ।
কমল-নয়ন যেন গোপালের বেশ॥
আজানুলম্বিত ভুজ, অরুণ অধর।
সকললক্ষণযুত বক্ষ পরিসর॥
সহজে অরুণ গৌর দেহ মনোহর।
বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সুন্দর॥
বালক-স্বভাবে প্রভু যবে চলি যায়।
রক্ত পড়ে হেন, দেখি মায়ে ত্রাস পায়॥
দেখি শচী জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত।
নির্ধন তথাপি দোঁহে মহা আনন্দিত॥

কাণাকাণি করে দোহে নির্জ্জনে বসিয়া।
"কোন মহাপুরুষ বা জন্মিল আসিয়া॥
হেন বুঝি সংসার দুঃখের হৈল অন্ত।
জন্মিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত॥
এমন শিশুর রীত কভু নাহি শুনি।
নিরবধি নাচে হাসে শুনি হরিধ্বনি॥
তাবৎ ক্রন্দন করে প্রবোধ না মানে।
বড় করি হরিধ্বনি যাবৎ না শুনে॥
উষা কাল হইলে যতেক নারীগণ।
বালক বেড়িয়ে সভে করে সংকীর্ত্তন॥
হরি বলি নারীগণে দেয় করতালি।
নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতুহলী॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধূলায় ধূসর।
উঠি হাসে জননীর কোলের উপর॥
হেন অঙ্গভঙ্গী করি নাচে গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া সভার হয় অতুল আনন্দ॥
হেনমতে শিশু ভাবে হরিসংকীর্ত্তন।
করায়েন প্রভু নাহি বুঝে কোন জন॥
নিরবধি ধায় প্রভু কি ঘর বাহিরে।
পরম চঞ্চল কেহ ধরিতে না পারে॥
একেশ্বর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়।
খই কলা সন্দেশ যা দেখে তাই চায়॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম মোহন।
যে জন না চিনে সেহ দেয় ততক্ষণ॥
সভেই সন্দেশ কলা দেয়েন প্রভুরে।
পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে।
যে সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম।
তা সভারে আনি সব করেন প্রদান॥
বালকের বুদ্ধি দেখি হাসে সর্ব্বজন।
হাতে তালি দিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ॥
কি বিহানে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রি সন্ধ্যায়
নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায়॥
নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে।
প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে॥
কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে, কারো ভাত খায়।
হাণ্ডি ভাঙ্গে, যার ঘরে কিছুই না পায়॥
যার ঘরে শিশু থাকে তাহারে কান্দায়।
কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায়॥
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে।
তবে তার পায় ধরি করি পরিহারে॥
"এবার ছাড়হ মোরে না আসিব আর।
আর যদি চুরি করোঁ দোহাই তোমার॥"
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি সভাই বিস্মিত।
রুষ্ট নহে কেহ সভে করেন পিরীত।
নিজ পুত্র হইতেও সভে স্নেহ করে।
দরশন মাত্রে সর্ব্ব-চিত্তবৃত্ত হরে॥
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
স্থির নহে এক ঠাঞি বুলয়ে সদায়॥
এক দিন প্রভুরে দেখিয়া দুই চোরে।
যুক্তি করে "কার শিশু বেড়ায় নগরে"॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি দিব্য অলঙ্কার।
হরিবারে দুই চোরে চিন্তে পরকার॥
"বাপ বাপ" বলি এক চোর লৈল কোলে।
"এতক্ষণ কোথা ছিলে" আর চোরে বোলে॥
"ঝাট ঘরে আইস বাপ" বোলে দুই চোরে।
হাসিয়া বোলেন প্রভু "চল যাই ঘরে"॥
আথেব্যথে কোলে করি দুই চোরে ধায়।
লোকে বোলে "যার শিশু সেই লয়ে যায়"॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
মহা তুষ্ট চোর অলঙ্কার-দরশনে॥
কেহ মনে ভাবে "মুঞি নিমু তাড়বালা।"
এই মতে দুই চোরে খায় মনঃকলা॥
দুই চোর চলি যায় নিজ মর্ম্মস্থানে।
স্কন্ধের উপরে হাসি যান ভগবানে॥
একজন প্রভুর সন্দেশ দেয় করে।
আর জনে বলে "এই আইলাঙ ঘরে"॥
এই মত ভাণ্ডিয়া অনেক দূরে যায়।
হেথা যত আপ্তগণ চাহিয়া বেড়ায়॥
কেহ কেহ বোলে "আইস আইস বিশ্বম্ভর।"
কেহ ডাকে "নিমাঞি" করিয়া উচ্চস্বর॥
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্ব্বজন।
জল বিনা যেন হয় মৎস্যের জীবন॥
সভে সর্ব্ব ভাবে লৈলা গোবিন্দশরণ।
প্রভু লঞা যায় চোর আপন ভবন॥
বৈষ্ণবী মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে।
জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে॥

চোর দেখে 'আইলাঙ নিজ মর্ম্ম স্থানে'।
অলঙ্কার হরিতে হইলা সাবধানে ॥
চোর বোলে "নাম বাপ আইলাঙ ঘর"।
প্রভু বলে "হয় হয় নামাও সত্বর" ॥
যেখানে সকলগণে মিশ্র-জগন্নাথ।
বিষাদ ভাবেন সভে মাথে দিয়া হাত ॥
মায়ামুগ্ধ চোর ঠাকুরেরে সেই স্থানে।
স্কন্ধ হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥
নামিলেই মাত্র প্রভু গেল পিতৃকোলে।
মহানন্দ করি সভে "হরি হরি" বোলে ॥
সভার হইল অনির্ব্বচনীয় রঙ্গ।
প্রাণ আসি দেহের হইল যেন সঙ্গ ॥
আপনার ঘর নহে দেখে দুই চোরে।
কোথা আসিয়াছি কিছু চিনিতে না পারে ॥
গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে ॥
চারিদিক চাহি চোর পলাইল ডরে ॥
"পরম অদ্ভুত" দুই চোর মনে গণে।
চোরে বোলে "ভেল্‌কি বা দিল কোনো জনে"।
"চণ্ডী রাখিলেন আজি" বোলে দুই চোরে।
সুস্থ হৈঞা দুই চোর কোলাকুলি করে ॥
পরমার্থে দুই চোর মহা ভাগ্যবান।
নারায়ণ যার স্কন্ধে করিলা উথান ॥
এথা সর্ব্বগণে মনে করেন বিচার।
"কে আনিল দেহ বস্ত্র শিরে বান্ধি তার" ॥
কেহ বোলে দেখিলাম লোক দুই জন।
শিশু থুই কোন দিকে করিল গমন ॥
"আমি আনিঞাছি" কোন জন নাহি বোলে
অদ্ভুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে ॥
সবে জিজ্ঞাসেন "বাপ কহত নিমাঞি।
কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি?"
প্রভু বলে আমি গিয়াছিলাঙ গঙ্গাতীরে।
পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে ॥
তবে দুই জন আমা কোলেতে করিয়া।
কোন্ পথে এই খানে থুইল আনিয়া" ॥
সভে বোলে "মিথ্যা কভু নহে শাস্ত্রবাণী।
দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ আপনি ॥"
এই মত বিচার করেন সর্ব্বজনে।
বিষ্ণু-মায়া মোহে কেহ তত্ত্ব নাহি জানে ॥

এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তারে জানিতে পারে যদি না জানায় ॥
বেদ-গোপ্য এ সব আখ্যান যেই শুনে।
তার দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে ॥
হেন মতে আছে প্রভু জগন্নাথ ঘরে।
অলক্ষিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে ॥
একদিন ডাকি বোলে মিশ্র পুরন্দর।
"আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর ॥"
বাপের বচন শুনি ঘরে ধাঞা যায়।
রুনু ঝুনু করিয়ে নূপুর বাজে পায় ॥
মিশ্র বোলে "কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি?"
চতুর্দ্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥
"আমার পুত্রের পায়ে নাহিক নূপুর।
কোথায় বাজিল বাদ্য নূপুর মধুর?"
'কি অদ্ভুত' দুই জনে মনে মনে গণে।
বচন না স্ফুরে দুই জনের বদনে ॥
পুঁথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।
আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে ॥
সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন ॥
আনন্দিত দোঁহে দেখি অপূর্ব্ব চরণ।
দোঁহে হৈলা পুলকিত সজলনয়ন ॥
পাদপদ্ম দেখি দোঁহে করে নমস্কার।
দোঁহে বলে "নিস্তারিনু জন্ম নাহি আর" ॥
মিশ্র বোলে "শুন বিশ্বরূপের জননী।
ঘৃত পরমান্ন গিয়া রান্ধহ আপনি ॥
ঘরে যে আছেন দামোদর শালগ্রাম।
পঞ্চগব্যে সকালে করাব তানে স্নান ॥
বুঝিলাঙ তিঁহো ঘরে বুলেন আপনি।
অতএব শুনিলাঙ নূপুরের ধ্বনি ॥
এইমতে দুই জনে পরম হরষে।
শালগ্রাম পূজা করে প্রভু মনে হাসে ॥
আরো এক কথা শুন পরম অদ্ভুত।
যে রঙ্গ করিলা প্রভু জগন্নাথ-সুত ॥
পরমসুকৃতি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্য্যটন ॥
ষড়ক্ষর গোপাল মন্ত্রে করে উপাসন।
গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন ॥

দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিয়া মিলিলা বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে॥
কণ্ঠে বাল গোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
পরম-ব্রহ্মণ্য-তেজ অতি অনুপাম॥
নিরবধি মুখে বিপ্র "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বোলে।
অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুই চক্ষু ঢুলে॥
দেখি জগন্নাথ-মিশ্র তেজ সে তাহার।
সংভ্রমে উঠিয়া করিলেন নমস্কার॥
অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম্ম যেন মতে হয়।
সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয়॥
আপনে করিলা তান পাদ প্রক্ষালন।
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন॥
সুস্থ হয়ে বসিলেন যদি বিপ্রবর।
তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসিলা কোথা ঘর
বিপ্র বোলে আমি উদাসীন দেশান্তরী।
চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্য্যটন করি॥
প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্য্যটন॥
বিশেষতঃ আজি আমার পরম সৌভাগ্য
আজ্ঞা দহ রন্ধনের করি গিয়া কার্য্য॥
বিপ্র বোলে কর মিশ্র যে ইচ্ছা তোমার
হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার॥
রন্ধনের স্থান উপস্করি ভাল মতে।
দিলেন সকল সজ্জা রন্ধন করিতে॥
সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রন্ধন।
বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
মনে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর।
সম্মুখে আইলা প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ মূর্ত্তি দিগম্বর।
অরুণ নয়ন-কর চরণ সুন্দর॥
হাসিয়া বিপ্রের অন্ন লইয়া শ্রীকরে।
এক গ্রাস খাইলেন দেখি বিপ্রবরে॥
"হায় হায়" করি ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে।
অন্ন চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে॥
আসিয়া দেখেন জগন্নাথ মিশ্রবর।
ভাত খায় হাসে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
ক্রোধে মিশ্র ধাইঞা যায়েন মারিবারে।
সম্ভ্রমে উঠিয়া বিপ্র ধরিলেন করে॥
বোলে বিপ্র "মিশ্র তুমি বড় দেখি আর্য্য।
কোন জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য॥
ভাল মন্দ জ্ঞান যার থাকে তারে মারি।
আমার শপথ যদি মারহ উহারি॥"
দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে।
মাথা নাহি তুলে মিশ্র বচন না স্ফুরে॥
বিপ্র বোলে "মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
যে দিনে যে হয় তাহা ঈশ্বর সে জানে॥
ফল মূল আদি গৃহে যে থাকে তোমার।
আনি দেহ আজি তাহা করিব আহার"॥
মিশ্র বোলে "মোরে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
আর বার পাক কর করি দেও স্থান॥
গৃহে আছে রন্ধনের সকল সম্ভার।
পুনঃ পাক কর তবে সন্তোষ আমার॥"
বলিতে লাগিলা যত বন্ধু ইষ্টগণ।
"আমা সভা চাহ তবে করহ রন্ধন॥"
বিপ্র বোলে "যেই ইচ্ছা তোমা সভাকার।
করিব রন্ধন সর্ব্বথায় পুনর্ব্বার॥"
হরিষ হইলা সভে বিপ্রের বচনে।
স্থান উপস্করিলেন সভে ততক্ষণে॥
রন্ধনের সজ্জা আনি দিলেন ত্বরিতে।
চলিলেন বিপ্রবর রন্ধন করিতে॥
সভেই বোলেন "শিশু পরম চঞ্চল।
আর বার পাছে নষ্ট করায় সকল॥
রন্ধন ভোজন বিপ্র করেন যাবৎ।
আর বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ॥"
তবে শচী দেবী পুত্র কোলেতে করিয়া।
চলিলেন আর বাড়ী প্রভুরে লইয়া॥
সব নারীগণ বোলে "শুনরে নিমাঞি।
এমত করিয়া কি বিপ্রের অন্ন খাই?॥"
হাসিয়া বলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
"আমার কি দোষ বিপ্র ডাকিল আপনে"॥
সভেই বোলেন "ওহে নিমাই ঢাঙ্গাতি। *
কি করিব এবে যে তোমার গেল জাতি॥

* ঢাঙ্গাতি—যে ঢঙ্গ দেখায় বা কপটতা দেখায়।

কোথাকার ব্রাহ্মণ কোন্ কুল কেবা চিনে।
তার ভাত খাই জাতি রাখিব কেমনে॥"
হাসিয়া কহেন "প্রভু আমি যে গোয়াল।
ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্ব্বকাল॥
ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়?"
এত বলি হাসিয়া সভারে প্রভু চায়॥
ছলে নিজ তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখান।
তথাপি না বুঝে কেহ হেন মায়া তান॥
সভেই হাসেন শুনি প্রভুর বচন।
বক্ষ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন॥
হাসিয়া যায়েন প্রভু যে জনার কোলে।
সেই জন আনন্দ-সাগর-মাঝে বুলে॥ *
সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রন্ধন।
লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন॥
ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন বিপ্রবর।
জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর॥
মোহিয়া সকল লোক অতি অলক্ষিতে।
আইলেন বিপ্র স্থানে হাসিতে হাসিতে॥
অলক্ষিতে এক মুষ্টি অন্ন লঞা করে।
খাইয়া চলিলা প্রভু দেখে বিপ্রবরে॥
'হায় হায়' করিয়া উঠিল বিপ্রবর।
ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড়॥
সম্ভ্রমে উঠি মিশ্র হাতে বাড়ি লঞা।
ক্রোধে ঠাকুরেরে লৈয়া যায় ধাওয়াইয়া॥
মহাভয়ে প্রভু পলাইল এক ঘরে।
ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি তর্জ্জ গর্জ্জ করে॥
মিশ্র বোলে "আজি দেখ করোঁ তোর কার্য্য।
তোর মতে পরম অবোধ আমি আর্য্য॥
হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে?"
এত বলি ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু পাছে॥
সভে ধরিলেন যত্ন করিয়া মিশ্রেরে।
মিশ্র বোলে "এড় আজি মারিমু উহারে"॥
সভেই বোলেন "মিশ্র তুমিত উদার।
উহারে মারিয়া কোন সাধুত্ব তোমার?
ভাল মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।
পরম অবোধ যে এমন শিশু মারে॥
মারিলেই কোন বা শিখিবে হেন নয়।
স্বভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয়॥"
আথেব্যথে আসি সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মিশ্রের ধরিয়া হাতে বলেন বচন॥
"বালকের নাহি দোষ শুন মিশ্র-রায়।
যে দিনে যে হবে তাহা হইবারে চায়॥
আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।
সবে এই মর্ম্ম কথা কহিলুঁ তোমারে॥"
দুঃখে জগন্নাথ মিশ্র নাহি তুলে মুখ।
মাথা হেট করিঞা ভাবেন মনে দুঃখ॥
হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান।
সেই স্থানে আইলেন মহাজ্যোতি ধাম॥
সর্ব্ব অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
চতুর্দ্দশ ভুবনেও নাহিক উপমা॥
স্কন্ধে যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
মূর্ত্তিভেদে জন্মিলা আপনি নিত্যানন্দ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রের অর্থ স্ফুরয়ে জিহ্বায়।
কৃষ্ণভক্তি ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায়॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
মুগ্ধ হৈঞা এক দৃষ্টে চাহে ঘনে ঘন॥
বিপ্র বোলে "কার পুত্র এই মহাশয়?"
সভেই বোলেন এই মিশ্রের তনয়॥
শুনিয়া সন্তোষে বিপ্র কৈল আলিঙ্গন।
ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন॥
বিপ্রেরে করিঞা বিশ্বরূপ নমস্কার।
বসিয়া কহেন কথা অমৃতের ধার॥
"শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয়।
তুমি হেন অতিথি যাহার গৃহে হয়॥
জগত শোধিতে সে তোমার পর্য্যটন।
আত্মানন্দে পূর্ণ হই করহ ভ্রমণ॥
ভাগ্য বড় তুমি হেন অতিথি আমার।
অভাগ্য বা কি কহিব উপাস তোমার॥
তুমি উপবাস করি থাক যার ঘরে।
সর্ব্বথা তাহার অমঙ্গল ফল ধরে॥
হরিষ পাইলুঁ বড় তোমার দর্শনে।
বিষাদ পাইলুঁ "বড় এ সব শ্রবণে॥"
বিপ্র বোলে কিছু দুঃখ না ভাবিহ মনে।
ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে॥

* বুলে—ভ্রমণ করে

বনবাসী আমি অন্ন কোথায় বা পাই।
প্রায় আমি বনে ফল মূল মাত্র খাই॥
কদাচিত কোন দিবসে বা খাই অন্ন।
সেহ যদি নির্ব্বিরোধে হয় উপসন্ন॥
যে সন্তোষ পাইলাম তোমা দরশনে।
তাহাতেই কোটী কোটী করিলুঁ ভোজনে॥
ফল মূল নৈবেদ্য যে কিছু থাকে ঘরে।
তাহা আন গিয়া আজি করিব আহারে॥"
উত্তর না করে কিছু মিশ্র জগন্নাথ।
দুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া দুই হাত॥
বিশ্বরূপে বোলেন "বলিতে বাসি ভয়।
সহজে করুণাসিন্ধু তুমি দয়াময়॥
পরদুঃখে কাতর স্বভাবে সাধুজন।
পরের আনন্দ সে বাঢ়ায় অনুক্ষণ॥
এতেক আপনে যদি নিরালস্য হৈঞা।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রন্ধন করিয়া॥
তবে আজি আমার গোষ্ঠির যত দুঃখ।
সকল ঘুচয়ে পাই পরানন্দ সুখ"॥
বিপ্র বোলে "রন্ধন করিল দুই বার।
তথাপিও কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার॥
তেঞি বুঝিলাঙ আজি নাহিক লিখন।
কৃষ্ণ ইচ্ছা নাহি কেনে করহ যতন॥
কোটী ভক্ষ্য দ্রব্য যদি থাকে নিজ ঘরে।
কৃষ্ণ আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে॥
যে দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয়।
কোটি যত্ন করুক্ তথাপিহ সিদ্ধ নয়॥
নিশা দেড় প্রহর দুইও বা যায়।
ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায়॥
অতএব আজি যত্ন না করিবা আর।
ফল মূল কিছু মাত্র করিব আহার"॥
বিশ্বরূপ বোলেন "নাহিক কোনো দোষ।
তুমি পাক করিলে সে সভার সন্তোষ"॥
এতবলি বিশ্বরূপ ধরিল চরণ।
সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রন্ধন॥
বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রবর।
করিব রন্ধন বিপ্র বলিলা উত্তর॥
সন্তোষে সভাই 'হরি' বলিতে লাগিল।
স্থান উপস্কার সভে করিতে লাগিল॥

আথেব্যথে স্থান উপস্করি সর্ব্বজনে।
রন্ধনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে॥
চলিলেন বিপ্রবর করিতে রন্ধন।
শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্ব্বজন॥
পলাইঞা ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।
মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের দুয়ারে॥
সবেই বোলেন "বান্ধ বাহিরে দুয়ার।
বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর"॥
মিশ্র বোলে "ভাল ভাল এই যুক্তি হয়"।
বান্ধিয়া দুয়ার সভে বাহিরে আছয়॥
ঘরে থাকি স্ত্রীগণ বলেন চিন্তা নাঞি।
নিদ্রা গেল আর কিছু না জানে নিমাঞি॥
এই মতে শিশু রাখিলেন সর্ব্বজন।
বিপ্রেরো হইল কতক্ষণেকে রন্ধন॥
অন্ন উপস্করি' সেই সুকৃতিব্রাহ্মণ।
ধ্যানে বসি' কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন॥
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।
চিত্তে আছে বিপ্রেরে দিবেন দরশন॥
নিদ্রা দেবী সভারে ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
মোহিলেন সভেই অচেষ্ট নিদ্রা যায়॥
যে স্থানে করেন বিপ্র অন্ন নিবেদন।
আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন॥
বালক দেখিয়া বিপ্র করে হায় হায়।
সভে নিদ্রা যায় কেহ শুনিতে না পায়॥
প্রভু বলে "অয়ে বিপ্র তুমিত উদার।
তুমি আমা ডাকি আন কি দোষ আমার॥
মোর মন্ত্র জপি মোরে করহ আহ্বান।
রহিতে না পারি আমি আসি তোমা স্থান॥
আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব তুমি।
অতএব তোমারে দিলাঙ দেখা আমি"॥
সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অদ্ভুত।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম অষ্টভুজ-রূপ॥
এক হস্তে নবনীত আর হস্তে খায়।
আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায়॥
শ্রীবৎস-কৌস্তুভ, বক্ষে শোভে মণিহার।
সর্ব্ব অঙ্গে দেখে রত্নময় অলঙ্কার॥
নবগুঞ্জা-বেঢ়া শিখি-পুচ্ছ শোভে শিরে।
চন্দ্রমুখে অরুণ অধর শোভা করে॥

হাসিয়া দোলায় দুই নয়নকমল।
বৈজয়ন্তী মালা দোলে মকরকুণ্ডল॥
চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরত্নসুপুর।
নখমণি কিরণে তিমির গেল দূর॥
অপূর্ব্ব কদম্ব বৃক্ষ দেখে সেই খানে।
বৃন্দাবন দেখে নাদ করে পক্ষিগণে॥
গোপ গোপী গাভীগণ চতুর্দ্দিগে দেখে।
যত ধ্যান করে তাই দেখে পরত্তেকে॥ *
অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখি সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈঞা পড়িল তখন॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর॥
শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।
আনন্দে হইল জড় না স্ফুরে বচন॥
পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতল।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে মহা কুতূহল॥
কম্প-স্বেদ-পুলকে শরীর স্থির নহে।
নয়নের জলে যেন গঙ্গানদী বহে॥
ক্ষণেক ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।
করিতে লাগিলা উচ্চ করিয়া ক্রন্দন॥
দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিলা উত্তর॥
প্রভু বোলে "শুন শুন অয়ে বিপ্রবর!
অনেক জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর॥
নিরবধি ভাব তুমি দেখিতে আমারে।
অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে॥
আর জন্মে এইরূপে নন্দগৃহে আমি।
দেখা দিলুঁ তোমারে না স্মর তাহা তুমি॥
যবে আমি অবতীর্ণ হইলাঙ গোকুলে।
সেই জন্মে তুমি তীর্থ কর কুতূহলে॥
দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।
এইমতে তুমি অন্ন নিবেদ' আমারে॥
তাহাতেও এইমত করিয়া কৌতুক।
খাই তোর অন্ন দেখাইনু এই রূপ॥

এতেক আমার তুমি জন্মে জন্মে দাস।
দাস বিনু অন্য মোর না দেখে প্রকাশ॥
কহিলাঙ তোমারে এ সব গোপ্য-কথা।
কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবে সর্ব্বথা॥
যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার।
তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
করাইমু সর্ব্বদেশে কীর্ত্তন-প্রচার॥
ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে।
তাহা বিলাইমু সর্ব্ব প্রতি ঘরে ঘরে॥
কত দিন থাকি তুমি অনেক দেখিবা।
এ সব আখ্যান এবে কারো না কহিবা"।
হেন মতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর।
কৃপা করি আশ্বাসিয়া গেলা নিজ ঘর॥
পূর্ব্ববৎ শুইঞা থাকিলা শিশুভাবে।
যোগ-নিদ্রা প্রভাবে কেহো নাহি জানে॥
অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখি সেই বিপ্রবর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর॥
সর্ব্ব অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া লেপন।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন॥
নাচে গায় হাসে বিপ্র করয়ে হুঙ্কার।
জয় বাল গোপাল বোলয়ে বার বার॥
বিপ্রের হুঙ্কারে সভে পাইলা চেতন।
আপনা সম্বরি বিপ্র কৈলা আচমন॥
নির্ব্বিঘ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর।
দেখি সভে সন্তোষ হইল বহুতর॥
সবাকে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ।
ঈশ্বর চিনিয়া সভে পাউক মোচন॥
ব্রহ্মা শিব যাহার নিমিত্ত কাম্য করে।
হেন প্রভু অবতরি আছে বিপ্র ঘরে॥
সে প্রভুরে লোক সব করে শিশু জ্ঞান।
কথা কহি সভেই পাউক পরিত্রাণ"॥
প্রভু করিয়াছে নিবারণ এই ভয়ে।
আজ্ঞা ভঙ্গ ভয়ে বিপ্র কারো নাহি কহে।
চিনিয়া ঈশ্বর বিপ্র সেই নবদ্বীপে।
রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে॥
ভিক্ষা করি বিপ্রবর প্রতি স্থানে স্থানে।
আসিয়া দেখে প্রতি দিনে দিনে॥

* পরত্তেকে—প্রত্যেক। যাহা যাহা ধ্যান করিলেন, তাহার প্রত্যেকটী দেখিলেন।

বেদ-গোপ্য এ সকল মহাচিত্র * কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্ব্বথা ॥
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যহিঁ শিশু-রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
লক্ষ্মীকান্ত সীতাকান্ত শ্রীগৌরসুন্দর ॥
ত্রেতা যুগে হইয়া যে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানা মত লীলা করি বধিলা রাবণ ॥
হইঞা দ্বাপর যুগে কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ।
নানা মতে করিলেন ভূভার-খণ্ডন ॥
মুকুন্দ অনন্ত যারে সর্ব্ববেদে কয়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই সুনিশ্চয় ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে নামকরণ-চাপল্যবিলাসাদিবর্ণনং
নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

## চতুর্থ অধ্যায়।

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাঙ্গ-গোপাল
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি কাল ॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে মিশ্র পুরন্দর।
হাতে খড়ি পুত্রের দিলেন বিপ্রবর ॥
কিছুশেষে মিলিয়া সকল বন্ধুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ ॥
দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্ব্বজনে চায় ॥
দিন দুই তিনেতে পড়িলা সর্ব্ব ফলা।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা।
রামকৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশি লিখেন পড়েন কুতূহলী ॥
শিশুগণ সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায়।
পরম সুকৃতি দেখে সর্ব্বনদীয়ায় ॥
কি মাধুরী করি প্রভু ক খ গ ঘ বোলে,
তাহা তহ মাত্র সর্ব্ব

অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর।
যখনে যে চাহে সেই পরম দুষ্কর ॥
আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী তাহা চায়।
না পাইলে কান্দিয়া ধূলায় গড়ি যায় ॥
ক্ষণে চাহে আকাশের তারা চন্দ্রগণ।
হাত পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন ॥
সান্ত্বনা করেন সভে করি নিজ কোলে।
স্থির নহে বিশ্বম্ভর দেহ দেহ বলে ॥
সবে এক মাত্র আছে মহা প্রতিকার।
হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥
হাতে তালি দিয়া সবে বলে হরি হরি।
তখন সুস্থির হয় চাঞ্চল্য পাসরি ॥
বালকের প্রীতে সভে বলে হরিনাম।
জগন্নাথ-গৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ ধাম ॥
এক দিন সভে হরি বলে অনুক্ষণ।
তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥
সভেই বলেন শুন বাপারে নিমাঞি।
ভাল করি নাচ এই হরিনাম গাঞি ॥
না শুনে বচন কারো করয়ে ক্রন্দন।
সভে বোলে "বোল বাপ কান্দ কি কারণ?"
সভেই বোলেন "বাপ ইচ্ছা কি তোমার?
সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দহ আর।"
প্রভু বোলে "যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহ।
তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাহ ॥
জগদীশ-পণ্ডিত হিরণ্য-ভাগবত।
এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত ॥
একাদশী উপবাস আজি সে দোঁহার।
বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যত উপহার ॥
সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাঙ।
তবে মুঞি সুস্থ হই হাঁটিয়া বেড়াঙ" ॥
অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ।
"হেন কথা কহে যেই নহে লোক বেদ" ॥
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
সভে বোলে "দিব বাপ সম্বর ক্রন্দন" ॥
শুনিয়া শিশুর বাক্য বিপ্র দুই জন।
জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ জীবন ॥
পরম বৈষ্ণব সেই দুই বিপ্রবর।
সন্তোষে পুলকিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥

* মহাচিত্র— অতি বিচিত্র, অত্যন্ত অদ্ভুত

দুই বিপ্র বোলে "মহা অদ্ভুত কাহিনী।
শিশুর এমত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি॥
কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি-বাসর।
কেমতে জানিল যে নৈবেদ্য বহুতর॥
বুঝিলাও এ শিশু পরম রূপবান।
অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান॥
এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ।
হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন"॥
মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব্ব উপহার।
আনিয়া দিলেন করি হরিষ অপার॥
দুই বিপ্র বোলে "বাপ খাও উপহার।
সকলি কৃষ্ণের সাং হইল আমার॥"
কৃষ্ণ-কৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়।
দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়॥
ভক্তি বিনু চৈতন্য গোসাঞি নাহি জানি
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে গণি॥
হেন প্রভু বিপ্র-শিশুরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি দেখে জন্ম জন্মের কিঙ্করে॥
সন্তোষ হইলা সব পাঞি উপহার।
অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সভার॥
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়॥
'হরি হরি' হরিষে বলয়ে সর্ব্বজনে।
খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্ত্তনে॥
কতক ফেলে ভূমিতে কতক কার গায়।
এই মতে লীলা করে ত্রিদশের রায়॥
হে প্রভুরে সর্ব্ব বেদে পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচী দেবীর অঙ্গনে॥
ডুবিয়া চাঞ্চল্য-রসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সহিত চপল যত দ্বিজের কোঙর॥*
সভার সহিত গিয়া পড়ে নানা স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে॥
অন্য শিশু দেখিলে যে করে কুতূহল।
সেহ পরিহাস করে বাজয়ে † কোন্দল॥

প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু বলে।
অন্য শিশুগণ যত সব হারি চলে॥
ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌর সুন্দর
লিখনকালীর বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব-শিশুগণ সঙ্গে।
গঙ্গা স্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু রঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে॥
কতক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতক শিশু মিলে তাঁহি আসি॥
সভারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর শরীর।
সভাকার গায়ে লাগে চরণের নীর॥
সভে মানা করে তবু নিষেধ না মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক স্থানে॥
পুনঃ পুনঃ সভারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয় কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান॥
না পাইয়া প্রভুর লাগালী বিপ্রগণে।
সভে চলিলেন তার জনকের স্থানে॥
শুন শুন ওহে মিশ্র পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় শুন সব॥*
ভাল মতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।
কেহ বোলে জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান॥
আরো বোলে "কারে ধ্যান কর এই দেখ।
কলিযুগে নারায়ণ মুঞি পরতেখ"॥ †
কেহ বোলে মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি।
কেহ বোলে মোর লয়ে পলায় উত্তরী॥
কেহ বোলে পুষ্প দূর্ব্বা নৈবেদ্য চন্দন।
বিষ্ণু পূজিবার সজ্জা বিষ্ণুর আসন॥
আমি করি স্নান হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই পরি তবে করে পলায়নে॥

* কোঙর—কুমার।
† বাজয়ে—বাধিয়া যায়

* অপন্যায়—অন্যায়।
† পরতেখ—প্রত্যক্ষ।

আরো বোলে তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে।
যার লাগি কৈলে সেই খাইলে আপনে॥
কেহ বোলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া।
ডুব দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া॥
কেহো বোলে আমার না রহে সাজি ধুতি।
কেহো বোলে আমার চোরায় গীতা পুঁথি॥
কেহো বোলে পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥
কেহ বোলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে।
মুঞিরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে॥
কেহ বোলে "বৈসে মোর পূজার আসনে।
নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
স্ত্রী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল।
পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল॥
পরম বান্ধব তুমি মিশ্র-জগন্নাথ।
নিত্য এই মত করে কহিল তোমাত॥
দুই প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে।
দেহ বা তাহার ভাল থাকিব কেমতে"॥
হেনকালে পার্শ্ববর্ত্তী যতেক বালিকা।
কোপ মনে আইলেন শচী দেবী যথা॥
শচী সম্বোধিয়া সভে বলেন বচন।
"শুন ঠাকুরাণী নিজ পুত্রের করম॥
বসন করয়ে চুরি বোলে অতি মন্দ।
উত্তর করিলে জল সহ করে দ্বন্দ্ব॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে॥
অলক্ষিতে আসি কর্ণে বোলে বড় বোল"।
কেহ বোলে "মোর মুখে দিলেক কুল্লোল॥
ওকড়ার ফল দেয় কেশের ভিতরে।"
কেহ বোলে "মোরে চাহে বিভা করিবারে
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাঞি কিবা রাজার কুমার॥
পূর্ব্বে শুনিলাঙ যেন নন্দের কুমার।
সেই মত সব করে নিমাঞি তোমার॥
দুঃখে বাপ মায়েরে বলিব যেই দিনে।
ততক্ষণে কোন্দল হইব তোমা সনে॥
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল"॥
শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী।
সভে কোলে করিয়া বোলেন প্রিয়বাণী॥
"নিমাঞি আইলে আজি এড়িমু বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব নাহি করে গিয়া॥"
শচীর চরণ ধূলি লঞা সবে শিরে।
তবে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে॥
যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে।
পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে॥
কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র স্থানে।
শুনি মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদম্ভ বচনে॥
নিরবধি এ ব্যভার করয়ে সভার।
ভাল মতে গঙ্গা স্নান না দেয় করিবার॥
এ ঝাট যাঞা তার শাস্তি করিবারে।
সভে রাখিলেহ কেহ রাখিতে না পারে॥
ক্রোধ করি যখন চলিলা মিশ্রবর।
জানিলা গৌরাঙ্গ সর্ব্বভূতের ঈশ্বর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর॥
কুমারিকা সভে বোলে শুন বিশ্বম্ভর।
মিশ্র আইসেন এই পলাহ সত্বর॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে।
পলাইলা ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে॥
সভারে শিখায় মিশ্র-স্থানে কহিবার।
স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া॥
শিখাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর।
গঙ্গা ঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর॥
আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারি দিকে চায়।
শিশুগণ মধ্যে পুত্র দেখিতে না পায়॥
মিশ্র জিজ্ঞাসেন বিশ্বম্ভর কতি গেল।
শিশুগণ বোলে আজি স্নানে না আইল॥
সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া।
সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া॥"

চারি দিকে চাহে মিশ্র হাতে বাড়ি লঞা।
তর্জ্জ গর্জ্জ করে বড় লাগ না পাইয়া॥
কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈল গিয়া।
সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলয়ে আসিয়া॥
"ভয় পাই বিশ্বম্ভর পলাইলা ঘরে।
ঘরে চল তুমি কিছু বোল পাছে তারে॥
আরবার আসি যদি চঞ্চলতা করে।
আমরাই ধরি দিব তোমার গোচরে॥
কৌতুকে সে কথা কহিলাঙ তোমা স্থানে।
তোমা বহি ভাগ্যবান নাহি ত্রিভুবনে॥
সে হেন নন্দন যার গৃহ মাঝে থাকে।
কি করিতে পারে তার ক্ষুধা তৃষা শোকে॥
তুমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।
তার মহাভাগ্য যার এ হেন নন্দন॥
কোটি অপরাধ যদি বিশ্বম্ভর করে।
তবু তারে থুইবাঙ হৃদয় উপরে'॥
জন্মে জন্মে কৃষ্ণ-ভক্ত এ সকল জন।
এ সব উত্তম বুদ্ধি ইহার কারণ॥
অতএব প্রভু নিজ সেবক সহিতে।
নানা ক্রীড়া করে কেহ না পারে বুঝিতে॥
মিশ্র বোলে সেই পুত্র তোমা সভাকার।
যদি অপরাধ লহ শপথ আমার॥
তা সভার সঙ্গে মিশ্র করি কোলাকুলি।
গৃহে আইলেন মিশ্র হয়ে কুতূহলী॥
আর পথে ঘরে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর॥
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গে॥
"জননী" বলিয়া প্রভু লাগিল ডাকিতে।
"তৈল দেহ মোরে যাই সিনান করিতে॥"
পুত্রের বচন শুনি শচী হরষিত।
কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের উচিত॥
তৈল দিয়া শচী দেবী মনে মনে গণে।
"বালিকারা কি বলিল কিবা দ্বিজগণে॥"
লিখন কালির বিন্দু আছে সব অঙ্গে।
সেই বস্ত্র পরিধান সেই পুঁথি সঙ্গে॥
ক্ষণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর।
মিশ্র দেখি কোলেতে উঠিলা বিশ্বম্ভর॥
সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহ্য নাহি জানে।
আনন্দে পূর্ণিত হৈলা পুত্র দরশনে॥
মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ব্যাপিত।
স্নান চিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত॥
মিশ্র বোলে "বিশ্বম্ভর কি বুদ্ধি তোমার।
লোকেরে না দেহ কেন স্নান করিবার॥
বিষ্ণুপূজা সজ্জ কেন কর অপহার।
বিষ্ণু করিয়াও ভয় নাহিক তোমার?"
প্রভু বোলে "আজি আমি নাহি যাই স্নানে।
আমার সংহতিগণ গেল আগুয়ানে॥ *
সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার।
না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার॥
না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার।
সত্য তবে সভার করিব অব্যভার" †॥
এত বলি হাসি প্রভু যান গঙ্গাস্নানে।
পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ সনে॥
বিশ্বম্ভরে দেখি সভে আলিঙ্গন করি।
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী॥
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাঞি চতুর।
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর॥
জলকেলি করে প্রভু সব শিশু সনে।
হেথা শচী জগন্নাথ মনে মনে গণে॥
যে যে কহিলেন কথা সেহ মিথ্যা নহে।
তবে কেন স্নান চিহ্ন কিছু নাহি দেহে॥
সেই মত অঙ্গে ধূলা সেই মত বেশ।
সেই পুঁথি সেই বস্ত্র সেই মত কেশ॥
এ বুঝি মনুষ্য নহে শ্রীবিশ্বম্ভর।
মায়ারূপে কৃষ্ণ বা জন্মিল মোর ঘর॥
কোন মহাপুরুষ বা কিছু নাহি জানি।'
হেন মতে চিন্তিতে আইলা দ্বিজমণি॥
পুত্র দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দোঁহে কিছু নাহি আর॥
যে দুই প্রহর প্রভু যায় পড়িবারে।
সেই দুই যুগ হই থাকে সে দোঁহারে॥

* আগুয়ান—অগ্রসর, অগ্রবর্ত্তী। 'অগ্রবান' বা 'অগ্রযান' শব্দ হইতে উৎপন্ন।

† অব্যভার—অপব্যবহার; মন্দ ব্যবহার

কোটি রূপে কোটি মুখে বেদে যদি কয়।
তবু এ দোঁহার ভাগ্য নাহি সমুচ্চয়॥
শচী-জগন্নাথ পায়ে বহুনমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ পুত্ররূপে যার॥
এই মত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায়।
বুঝিতে না পারে কেহ তাহান্ মায়ায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শৈশবক্রীড়া-বর্ণনং নাম চতুর্থোধ্যহায়ঃ।

## পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
জয় জয় বিশ্বম্ভর—প্রিয় ভক্তবৃন্দ॥
জয় জগন্নাথ-শচীপুত্র সর্ব্বপ্রাণ।
কৃপা দৃষ্টে প্রভু সর্ব্বজীবে কর ত্রাণ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর॥
র চপলতা করে সভা সনে।
মায়ে শিখালেও তবু প্রবোধ না মানে॥
শিক্ষাইলে হয় আরোদ্বিগুণ চঞ্চল।
গৃহে যাহা পায় তাহা ভাঙ্গয়ে সকল॥
ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ মায়।
স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায়॥
আদিখণ্ড কথা যেন অমৃতা শ্রবণ।
যাঁহি শিশু রূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ॥
পিতা মাতা কাহারেও না কররে ভয়।
বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নম্র হয়॥
প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ ভগবান।
আজন্ম বিরক্ত সর্ব্ব গুণের নিধান॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সবে বাখানে বিষ্ণু-ভক্তি।
খণ্ডিতে তাহান্ ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি॥
শ্রবণে বদনে মনে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণে।
কৃষ্ণভক্তি বিনু আর না বোলে না শুনে॥
অনুজের দেখি অতি-বিলক্ষণ-রীত।
বিশ্বরূপ মনে গণে হইয়া বিস্মিত॥

এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল। *
রূপে আচরণে যেন শ্রীবাল-গোপাল॥
যত অমানুষি কর্ম্ম নিরবধি করে।
এ বুঝি খেলেন কৃষ্ণ এ শিশুশরীরে॥
এই মতে চিন্তে বিশ্বরূপ মহাশয়।
কাহারে না ভাঙ্গে তত্ত্ব, স্বকর্ম্ম করয়॥
নিরবধি থাকে সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
কৃষ্ণ-কথা কৃষ্ণ-ভক্তি কৃষ্ণ-পূজা রঙ্গে॥
জগত প্রমত্ত, ধন পুত্র-বিদ্যা-রসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সভে উপহাসে॥
আর্য্যাতর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
"যতি সতী তপস্বীও যাইব মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে রড়ে॥ †
এত যে গোসাঞি ভাবে করহ ক্রন্দন।
তবু ত দারিদ্র্য দুঃখ না হয় খণ্ডন॥
ঘন ঘন 'হরি হরি' বলি ছাড় ডাক।
ক্রুদ্ধ হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক॥"
এইমত বোলে কৃষ্ণভক্তিশূন্য জনে।
শুনি মহা দুঃখ পায় ভাগবতগণে॥
কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দগ্ধ দেখে সকল সংসার অনুক্ষণ॥
দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান।
না শুনে অভীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান॥
গীতা ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায়।
কৃষ্ণ-ভক্তি-ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায়॥
কুতর্ক ঘুষিয়া ‡ সব অধ্যাপক মরে।
'ভক্তি' হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
দুঃখে বিশ্বরূপ প্রভু মনে মনে গণে।
না দেখিব লোকমুখ চলি যাব বনে॥

* ছাওয়াল—ছেলে, শিশু।

† রড়ে—দ্রুত গমন করে, ধাবিত হয়।

‡ ঘুষিয়া—ঘোষণা করিয়া, প্রচার করিয়া।

উষাকালে বিশ্বরূপ করি গঙ্গাস্নান।
অদ্বৈত-সভায় আসি হয় উপস্থান॥ *
সর্ব্বশাস্ত্রে বাখানেন কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈত সুখে করেন হুঙ্কার॥
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে ধরি করে কোলে।
আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরি হরি' বোলে॥
কৃষ্ণানন্দে ভক্তগণ করে সিংহনাদ।
কারো চিত্তে আর নাহি স্ফুরয়ে বিষাদ॥
বিশ্বরূপ ছাড়ি কেহো নাহি যায় ঘরে।
বিশ্বরূপ না আইসেন আপন মন্দিরে॥
রন্ধন করিয়া শচী বলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈতসভায়।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে করেন কৃষ্ণ-কথন-মঙ্গল॥
আপন প্রস্তাব শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
সভারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর॥
প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করেন উত্তর॥
"ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।"
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥
দেখি সে মোহনরূপ সর্ব্বভক্তগণ।
স্থগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ॥
সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে।
কৃষ্ণের কথন কারু না আইসে বদনে॥
প্রভু দেখি ভক্ত-মোহ স্বভাবেই হয়।
বিনি অনুভবেও দাসের চিত্ত লয়॥
প্রভু সে আপন ভক্তের চিত্তবৃত্তি হরে।
এ কথা বুঝিতে অন্য জনে নাহি পারে॥
এ রহস্য বিদিত কৈলেন ভাগবতে।
পরীক্ষিত শুনিলেন শুকদেব হৈতে॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
শুক পরীক্ষিতের সংবাদ অনুপাম॥

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশুসঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বলে॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥
যদ্যপি ঈশ্বরবুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে।
স্বভাবেই পুত্র হ'তে বড় স্নেহ করে॥
শুনিয়া বিস্মিত বড় রাজা পরীক্ষিত।
শুক স্থানে জিজ্ঞাসেন হই পুলকিত॥
"পরম অদ্ভুত কথা কহিলে গোসাঞি।
ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই॥
নিজ পুত্র হৈতে পর তনয় কৃষ্ণেরে।
কহ দেখি স্নেহ কৈল কেমন প্রকারে"॥
শ্রীশুক কহেন "শুন রাজা পরীক্ষিত।
পরমাত্মা সর্ব্ব-দেহে বল্লভ বিদিত॥
আত্মা বিনে পুত্র কলত্র বন্ধুগণ।
গৃহ হৈতে বাহির করয়ে ততক্ষণ॥
অতএব পরমাত্মা সভার জীবন।
সেই পরমাত্মা—এই শ্রীনন্দনন্দন॥
অতএব পরমাত্মা-স্বভাব-কারণে।
কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে"॥
এহো কথা ভক্ত প্রতি অন্য প্রতি নহে।
অন্যথা জগতে কেহো স্নেহ না করয়ে॥
কংসাদিরো আত্মা কৃষ্ণ তবে হিংসে কেনে?
পূর্ব্ব-অপরাধ আছে তাহার কারণে॥
সহজে শর্করা মিষ্ট সর্ব্বজনে জানে।
কেহো তিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে॥
জিহ্বার সে দোষ শর্করার দোষ নাই।
অতএব সর্ব্বমিষ্ট চৈতন্যগোসাঞি॥
এই নবদ্বীপেতে দেখিল সর্ব্বজনে।
তথাপি কেহো না জানিল ভক্ত বিনে॥
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্ব্বথায়।
বিহরেন নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়॥
মোহিয়া সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
অগ্রজ লইয়া চলিলেন নিজঘর॥
মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
"প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়"॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রতি বলিলা অদ্বৈত।
'কোন্ বস্তু এ বালক না জানি নিশ্চিত'॥

* উপস্থান—আগমন, উপস্থিত, উপস্থিতি।

প্রশংসিতে লাগিলেন সর্ব্বভক্তগণ
অপূর্ব্ব শিশুর রূপ লাবণ্য-কথন ॥
নাম মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অদ্বৈত মন্দিরে ॥
না ভায় সংসার সুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণআনন্দকীর্ত্তনে ॥
গৃহে আইলেও গৃহব্যাভার না করে।
নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে ॥
বিবাহের উদ্যোগ করয়ে পিতামাতা।
শুনি বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥
'ছাড়িব সংসার' বিশ্বরূপ মনে ভাবে।
'চলিবাঙ বনে' মাত্র এই মনে জাগে ॥
ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিলা কথোদিনে ॥
জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য'।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥
চলিলেন যদি বিশ্বরূপ মহাশয়।
শচী-জগন্নাথের দগ্ধ হইলা হৃদয় ॥
গোষ্ঠীসহ ক্রন্দন করয়ে উর্দ্ধরায়।
ভাইর বিরহে মূর্চ্ছা গেলা গৌর-রায় ॥
সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি।
হইল ক্রন্দনময় জগন্নাথপুরী ॥
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ।
অদ্বৈতাদি সভে বহু করিলা ক্রন্দন ॥
উত্তম মধ্যম যে শুনিল নদীয়ায়।
হেন নাহি যে শুনিয়া দুঃখ নাহি পায় ॥
জগন্নাথ শচীর বিদীর্ণ হয় বুক।
নিরন্তর ডাকে "বিশ্বরূপ বিশ্বরূপ" ॥
পুত্র শোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহ্বল।
প্রবোধ করয়ে বন্ধু বান্ধব সকল ॥
"স্থির হও মিশ্র দুঃখ না ভাবিহ মনে।
সর্ব্ব গোষ্ঠী উদ্ধারিল সেই মহাজনে ॥
গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সন্ন্যাস।
ত্রিকোটি-কুলের হয় শ্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥
হেন কর্ম্ম করিলেন নন্দন তোমার।
সফল হইল বিদ্যা সকল তাহার ॥
আনন্দ বিশেষ আরো করিতে জুয়ায়"।
এত বলি সকলে ধরয়ে হাথে পায় ॥

"এই কুলভূষণ তোমার বিশ্বম্ভর।
এই পুত্র হইব তোমার বংশধর ॥
ইহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিব তোমার।
কোটি পুত্রে কি করিব এ পুত্র যাহার" ॥
এই মত সভে বুঝায়েন বন্ধুগণ।
তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন ॥
যে-তে-মতে ধৈর্য্য ধরে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি ধৈর্য্য পাসরয় ॥
মিশ্র বলে "এই পুত্র রহিবেক ঘরে।
ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে ॥
দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।
যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হইব সেই সে ॥
স্বতন্ত্র জীবের তিলার্দ্ধেকো শক্তি নাঞি।
দেহেন্দ্রিয় কৃষ্ণ সমর্পিল তোমা ঠাঞি" ॥
এইরূপ জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধীর।
অল্পে-অল্পে চিত্তবৃত্তি করিলেন স্থির ॥
হেনমতে বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ-শরীর ॥
যে শুনয়ে বিশ্বরূপ প্রভুর সন্ন্যাস।
কৃষ্ণভক্তি হয় তার খণ্ডে কর্ম্ম-ফাঁস ॥
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিঞা ভক্তগণ।
হরিষ-বিষাদ সভে ভাবে অনুক্ষণ ॥
"যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণ-কথা কহিবার।
তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা সভাকার ॥
আমরাও না রহিব চলি যাঙ বনে।
এ পাপিষ্ঠ-লোক-মুখ না দেখি যেখানে ॥
পাষণ্ডীর বাক্য জ্বালা সহিব বা কত।
নিরন্তর অসৎ পথে সর্ব্ব-লোক রত ॥
কৃষ্ণ হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে।
সকল সংসার ডুবি মরে মিথ্যা-সুখে ॥
বুঝাইলে কেহো কৃষ্ণ পথ নাহি লয়।
উলটিয়া আরো উপহাস সে করয় ॥
"কৃষ্ণ-ভজি তোমার হইল কোন্ সুখ।
মাগিয়া সে খায় আর বাঢ়ে যত দুঃখ ॥
যোগ্য নহে এ সব লোকের সনে বাস।
বনে চলি যাঙ" বলি সভে ছাড়ে শ্বাস ॥
প্রবোধেন সভারে অদ্বৈত মহাশয়।
"পাইবা পরমানন্দ সভেই নিশ্চয় ॥

এবে বড় বাসি মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।
হেন বুঝি কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ ॥
সভে 'কৃষ্ণ' গাও গিয়া পরম হরিষে।
এথাই দেখিবে কৃষ্ণ কথোক দিবসে ॥
তোমা সভা লঞা হইব কৃষ্ণের বিলাস।
তবে সে অদ্বৈত হও শুদ্ধ কৃষ্ণদাস ॥
কদাচিত যাহা না পায় শুক বা প্রহ্লাদ।
তো সভার ভৃত্যেতে সে পাইব প্রসাদ ॥"
শুনি অদ্বৈতের অতি অমৃত-বচন।
পরম আনন্দে 'হরি' বোলে ভক্তগণ ॥
হরি বলি ভক্তগণ করয়ে হুঙ্কার।
সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সভার ॥
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।
হরিধ্বনি শুনি যায় বাড়ীর ভিতর ॥
"কি কার্য্যে আইলা বাপ" বোলে ভক্তগণে।
প্রভু বোলে "তোমরা ডাকিলে মোরে কেনে ॥"
এত বলি প্রভু শিশু-সঙ্গে ধাই যায়।
তথাপি না জানে কেহো প্রভুর মায়ায় ॥
যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।
তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির ॥
নিরবধি থাকে পিতা মাতার সমীপে।
দুঃখ পাসরয় যেন জননী-জনকে ॥
খেলা সম্বরিয়া প্রভু যত্ন করি পড়ে।
তিলার্দ্ধেকো পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥
একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায়।
আর বার উলটিয়া সভারে ঠেকায় ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব বুদ্ধি সভেই প্রশংসে।
সভে বোলে "ধন্য পিতা মাতা হেন বংশে ॥"
সন্তোষে কহেন সভে জগন্নাথ-স্থানে।
"তুমিত কৃতার্থ মিশ্র এ হেন নন্দনে ॥
এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি ত্রিভুবনে।
বৃহস্পতি জিনিয়া হইব অধ্যয়নে ॥
শুনিলেই সর্ব্ব অর্থ আপনে বাখানে।
তান ফাঁকি বাখানিতে নারে কোন জনে ॥"
শুনিয়া পুত্রের গুণ জননী হরিষ।
মিশ্র 'চিত্তে পুনঃ বড় হয় বিমরিষ* ॥

শচী প্রতি বলে জগন্নাথ মিশ্রবর।
"এহো পুত্র না রহিব সংসার-ভিতর ॥
এই মত বিশ্বরূপ পড়ি সর্ব্বশাস্ত্র।
জানিল 'সংসার সত্য নহে তিল মাত্র' ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র-মর্ম্ম জানি বিশ্বরূপ ধীর।
অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির ॥
এহো যদি সর্ব্ব শাস্ত্র হৈব জ্ঞানবান।
ছাড়িয়া সংসারসুখ করিব পয়ান ॥
এই পুত্র সবে দুই জনের জীবন।
ইহা না দেখিলে দুই জনের মরণ ॥
অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাঞি।
মূর্খ হৈয়া ঘরে মোর রহুক নিমাঞি" ॥
শচী বোলে "মূর্খ হইলে জীবেক কেমনে।
মূর্খেরে ত কন্যাও না দিব কোন জনে" ॥
মিশ্র বোলে "তুমিত অবোধ বিপ্রসুতা।
হর্ত্তা কর্ত্তা সেই কৃষ্ণ সভার রক্ষিতা ॥
জগত পোষণ করে জগতের নাথ।
'পাণ্ডিত্যে পোষয়ে' কেবা কহিল তোমাত ॥
কিবা মূর্খ কি পণ্ডিত যাহারে যেখানে।
কন্যা লিখিয়াছে কৃষ্ণ সে হৈব আপনে ॥
কুল বিদ্যা আদি উপলক্ষণ সকল।
সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্ব-বল ॥
সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।
পড়িয়াও আমার কেন ঘরে নাহি ভাত ॥
ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।
সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার দ্বারে ॥
অতএব বিদ্যা আদি না করে পোষণ।
কৃষ্ণ সে সভার করে পোষণ পালন ॥

তথাহি—

অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥

**অন্বয়ঃ**— অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য অনায়াসেন মরণং বিনাদৈন্যেন জীবনং কথং ভবেৎ।

**অনুবাদ**—যে গোবিন্দ চরণ সেবা করে নাই, তাহার বিনা চেষ্টায় জীবনযাপন এবং বিনা দারিদ্র্যে মরণ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

* বিমরিষ—বিমর্ষ, অসন্তুষ্ট, দুঃখিত।

অনায়াসে মরণ জীবন দৈন্য বিনে।
কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥
কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি কোটি ধন॥
যার গৃহে আছয়ে উত্তম উপভোগ।
তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ॥
কিছু বিলসিতে নারে দুঃখে পুড়ি মরে।
যার নাহি, তাহা হৈতে দুঃখী বলি তারে॥
এতেকে জানিহ থাকিলেও কিছু নহে।
যার যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা সেই সত্য হয়ে॥
এতেক না কর চিন্তা পুত্র প্রতি তুমি।
'কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র' কহিলাও আমি॥
যাবৎ শরীরে প্রাণ আছয়ে আমার।
তাবৎ তিলেক দুঃখ নাহিক উহার॥
আমার সভারে কৃষ্ণ আছেন রক্ষিতা।
কিবা চিন্তা তুমি যার মাতা পতিব্রতা॥
'পড়িয়া নাহিক কার্য্য' বলিনু তোমারে।
মূর্খ হই পুত্র মোর রহু মাত্র ঘরে॥"
এত বলি পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।
মিশ্র বলে "শুন বাপ আমার উত্তর॥
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।
ইহাতে অন্যথা কর, শপথ আমার॥
যে তোমার ইচ্ছা বাপ তাই দিব আনি।
গৃহে বসি পরম মঙ্গলে থাক তুমি॥"
এত বলি মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বম্ভর॥
নিত্য ধর্ম্ম সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়।
না লঙ্ঘে জনক-বাক্য পড়িতে না যায়॥
অন্তরে দুঃখিত প্রভু বিদ্যারস-ভঙ্গে।
পুনঃ প্রভু উদ্ধত হইলা শিশু-সঙ্গে॥
কিবা নিজ ঘরে প্রভু, কিবা পর-ঘরে।
যাহা পায় তাহা ভাঙ্গে অপচয় করে॥
নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।
সর্ব্ব রাত্রি শিশু সঙ্গে নানা ক্রীড়া করে॥
কম্বলে ঢাকিয়া অঙ্গ দুই শিশু মেলি।
বৃষ প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী॥
যার বাড়ী কলাবন দেখি থাকে দিনে।
রাত্রি হৈলে বৃষরূপে ভাঙ্গয়ে আপনে?
গরু জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে হায় হায়।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু-সংহতি পলায়॥
কারো ঘরে দ্বার দিয়া বান্ধয়ে বাহিরে।
লঘ্বী গুর্ব্বী গৃহস্থে করিতে নাহি পারে॥ *
কে বান্ধিল দুয়ার করয়ে 'হায় হায়'।
জাগিলে গৃহস্থ শিশু-সংহতি পলায়॥
এই মত রাত্রি দিনে ত্রিদশের রায়।
শিশুগণ-সঙ্গে ক্রীড়া করেন সদায়॥
এতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর॥
একদিন মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।
পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত-অন্তর॥
বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্য-হাণ্ডিগণ।
বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন॥
এ বড় নিগূঢ় কথা শুন একমনে।
কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে॥
বর্জ্য হাঁড়ীগণ সব করি সিংহাসন।
তথি বসি হাসে গৌর সুন্দরবদন॥
লাগিল হাঁড়ীর কালি সর্ব্ব গৌর-অঙ্গে।
কনক-পুতলি যেন লিখিয়াছে অঙ্গে॥
শিশুগণ জানাইল গিয়া শচীস্থানে।
"নিমাঞি বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে।"
মায়ে আসি দেখিয়া করেন 'হায় হায়'।
"এ স্থানেতে বাপ বসিবারে না জুয়ায়॥
বর্জ্য হাঁড়ী ইহা সব পরশিলে স্নান।
এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান?"
প্রভু বোলে "তোরা মোরে না দিস্ পড়িতে।
ভদ্রাভদ্র মূর্খ বিপ্রে জানিব কেমতে?
মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল মন্দ স্থান।
সর্ব্বত্র আমার হয় অদ্বিতীয় জ্ঞান॥"
এত বলি হাসে বর্জ্য-হাঁড়ীর আসনে।
দত্তাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে॥
মা'য়ে বোলে "তুমি যে বসিলা মন্দ স্থানে।
এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে?"

* লঘ্বী ও গুর্ব্বী—লঘ্বীক্রিয়া ক্ষুদ্রকার্য্য অর্থাৎ প্রস্রাব। গুর্ব্বীক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর কার্য্য অর্থাৎ মলত্যাগ।

প্রভু বোলে "মাতা তুমি বড় শিশুমতি।
অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি॥
যথা মোর স্থিতি, সেই সর্ব্ব পুণ্য-স্থান।
গঙ্গা আদি সর্ব্ব তীর্থ তঁহি অধিষ্ঠান॥
আমার সে কাল্পনিক শুচি বা অশুচি।
স্রষ্টার কি দোষ আছে মনে ভাব বুঝি॥
লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয়।
আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয়?
এ সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ।
তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি করিলা রন্ধন॥
বিষ্ণুর রন্ধন-স্থালী কভু দুষ্ট নয়।
এ হাঁড়ী পরশে আরো স্থান শুদ্ধ হয়॥
এতেতে আমার বাস নহে মন্দ স্থানে।
সভার শুদ্ধতা মোর পরশ কারণে"॥
বাল্যভাবে সর্ব্বতত্ত্ব কহি প্রভু হাসে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়াবশে॥
সভেই হাসেন শুনি শিশুর বচন।
"স্নান আসি কর" শচী বোলেন তখন॥
না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি আছে।
শচী বোলে "ঝাট আয় বাপে জানে পাছে"॥
প্রভু বোলে "যদি মোরে না দেহ পড়িতে।
তবে মুঞি না যাইমু কহিলুঁ তোমাতে"॥
সভেই ভৎ সেন ঠাকুরের জননীরে।
সভে বোলে "কেনে নাহি দেহ' পড়িবারে॥
যত্ন করি কেহ নিজ বালক পড়ায়।
কত ভাগ্যে পড়িতে আপনে শিশু চায়॥
কোন শত্রু হেন বুদ্ধি দিল বা তোমারে।
ঘরে মূর্খ করি পুত্র রাখিবার তরে?
ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্দ্ধেকো নাঞি"।
সভেই বোলেন "বাপ আইস নিমাঞি॥
আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।
তবে অপচয় তুমি কর ভালমতে"॥
না আইসে প্রভু সেইখানে বসি হাসে।
সুকৃতি-সকল সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে॥
আপনে ধরিয়া শিশু আনিলা জননী।
হাসে গৌরচন্দ্র যেন ইন্দ্রনীলমণি॥
তত্ত্ব কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।
না বুঝিল কেহো বিষ্ণু-মায়ার প্রভাবে॥
স্নান করাইল লঞা শচী পুণ্যবতী।
হেন কালে আইলেন মিশ্র মহামতি॥
মিশ্র স্থানে শচী সব বলিলেন কথা।
"পড়িতে না পায়ে পুত্র মনে ভাবে ব্যথা"॥
সভেই বোলেন "মিশ্র তুমি ত উদার।
কার বোলে পুত্র নাহি দেহ পড়িবার॥
যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
চিন্তা পরিহরি দেহ' পড়িতে নির্ভয়॥
ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে;
ভাল দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ' ভাল মতে"॥
মিশ্র বোলে "তোমরা পরম বন্ধুগণ।
তোমরা যে বোল সেই আমার বচন"॥
অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সর্ব্বকর্ম্ম।
বিস্ময় ভাবেন কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥
মধ্যে মধ্যে কোন জন বড় ভাগ্যবানে।
পূর্ব্বে কহি রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে॥
"প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।
যত্ন করি এ বালকে রাখহ হৃদয়ে"॥
নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করে
বৈকুণ্ঠনায়ক নিজ অঙ্গনে বিহরে॥
পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশে।
হইলেন মহাপ্রভু আনন্দ বিশেষে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীআদিখণ্ডে শ্রীবিশ্বরূপ সন্ন্যাসাদিবর্ণনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর॥
জয় জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় সংকীর্ত্তন ধর্ম্মের নিধান॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়

হেনমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ ঘরে।
নিগূঢ় আছেন কেহ চিনিতে না পারে॥
বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে।
সকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে॥
বেদ দ্বারে ব্যক্ত হৈব সকল-পুরাণে।
কিছু শেষে শুনিব সকল ভাগ্যবানে॥
এইমতে গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।
যজ্ঞোপবীতের কাল আসিয়া মিলিলা॥
যজ্ঞসূত্র পুত্রেরে দিবারে মিশ্রবর।
বন্ধুবর্গ ডাকিয়া আনিলা নিজ ঘর॥
পরম হরিষে সবে আসিয়া মিলিলা।
যার যেন যোগ্য কার্য্য করিতে লাগিলা॥
স্ত্রীগণেতে 'জয়' দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
নটগণে মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বায়॥
বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার।
শচীগৃহে হইল আনন্দ-অবতার॥
যজ্ঞসূত্র ধরিবেন শ্রীগৌরসুন্দর।
শুভযোগ সকল আইল শচীঘর॥
শুভমাস শুভদিন শুভক্ষণ ধরি।
ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।
সূক্ষ্মরূপে শেষ বা বেড়িলা কলেবর॥
হইলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।
দেখিতে সভার বাড়ে পরম আনন্দ॥
অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য-তেজ দেখি সর্ব্বগণে।
নরজ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে॥
হাতে দণ্ড কান্ধে ঝুলি শ্রীগৌরসুন্দর।
ভিক্ষা করে প্রভু সব সেবকের ঘর॥
যার যথাশক্তি ভিক্ষা সভাই সন্তোষে।
প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে॥
দ্বিজপত্নী রূপ ধরি ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী।
যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী॥
শ্রীবামন রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।
সভেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে॥
প্রভুও করেন শ্রীবামনরূপ লীলা।
জীবের উদ্ধার লাগি এ সকল খেলা॥
জয় জয় শ্রীবামনরূপ গৌরচন্দ্র।
দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥

যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।
সে পায় চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণ॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে।
বেদের নিগূঢ় নানামত ক্রীড়া করে॥
ঘরে সর্ব্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমীহিত।*
গোষ্ঠী-মাঝে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত॥
নবদ্বীপে আছে অধ্যাপকশিরোমণি।
গঙ্গাদাস পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি॥
ব্যাকরণ শাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিত।
তাঁর ঠাঞি পড়িতে প্রভুর হৈল চিত॥
বুঝিলেন পুত্রের ইঙ্গিত মিশ্রবর।
পুত্র সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাস-দ্বিজ-ঘর॥
মিশ্র দেখি গঙ্গাদাস সম্ভ্রমে উঠিলা।
আলিঙ্গন করি এক-আসনে বসিলা॥
মিশ্র বোলে "পুত্র আমি দিলুঁ তোমা'স্থানে।
পড়াইবা জানাইবা সকল আপনে"।
গঙ্গাদাস বোলে "বড় ভাগ্য সে আমার।
পড়াইমু যত শক্তি আছয়ে আমার"॥
শিষ্য দেখি পরম আনন্দ গঙ্গাদাস।
পুত্র প্রায় করিয়া রাখিলা নিজ পাশ॥
যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন।
সকৃৎ শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন॥
গুরুর যতেক ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন।
পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন॥
সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন।
হেন কার শক্তি আছে দিবারে দূষণ?
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব-শিষ্য শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥
যত পড়ে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
সভারেই ঠাকুর চালেন অনুক্ষণে॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত শ্রীকমলাকান্ত নাম।
কৃষ্ণানন্দ আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান॥
সভারে চালায় প্রভু ফাঁকি জিজ্ঞাসিয়া।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া॥
এইমত প্রতিদিন পড়েন আসিয়া।
গঙ্গাস্নানে চলে নিজ-বয়স্য লইয়া॥

* সমীহিত—চেষ্টা, উদ্দেশ্য

পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপপুরে
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গাস্নান করে ॥
এক অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ।
অন্যে অন্যে কলহ করেন অনুক্ষণ ॥
প্রথম বয়স প্রভুর স্বভাব চঞ্চল।
পঢ়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল ॥
কেহ বোলে "তোর গুরু কোন বুদ্ধি তার"?
কেহ বোলে "এই দেখ আমি শিষ্য যার ॥"
এইমত অন্যে অন্যে হয় গালাগালি।
তবে জল ফেলাফেলি তবে দেয় বালি ॥
তবে হয় মারামারি যে যাহারে পারে।
কর্দ্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ মারে ॥
রাজার দোহাই দিয়া কেহ কারে ধরে।
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ওপারে ॥
এত হুড়াহুড়ি করে পঢ়ুয়াসকল।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল ॥
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ।
না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥
পরম চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
এইমত প্রভু প্রতি ঘাটে ঘাটে যায় ॥
প্রতি ঘাটে পঢ়ুয়ার অন্ত নাহি পাই।
ঠাকুর কলহ করে প্রতি ঠাঞি ঠাঞি ॥
প্রতি ঘাটে যায় প্রভু গঙ্গায় সাঁতারি।
এক ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি ॥
যত যত প্রামাণিক পঢ়ুয়ারগণ।
তারা বোলে "কলহ করহ কি কারণ?
জিজ্ঞাসা করহ বুঝি কার কোন বুদ্ধি।
বৃত্তি পাঁজি টীকার যে জানে দেখি শুদ্ধি ॥"
প্রভু বোলে "ভাল ভাল এই কথা হয়।
জিজ্ঞাসুক আমারে যাহার চিত্তে লয় ॥"
কেহ বোলে "এত কেন কর অহঙ্কার?"
প্রভু বোলে "জিজ্ঞাসহ যে চিত্তে তোমার" ॥
"ধাতুসূত্র বাখানহ" বোলে সে পঢ়ুয়া।
প্রভু বোলে "বাখানি যে শুন মন দিয়া" ॥
সর্ব্বশক্তিসমন্বিত প্রভু ভগবান।
করিলেন সূত্র ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ ॥
ব্যাখ্যা শুনি সভে বোলে প্রশংসা বচন।
প্রভু বোলে "এবে শুন করি যে খণ্ডন" ॥
যত ব্যাখ্যা কৈলুঁ তাহা দূষিব সকল"।
প্রভু বোলে "স্থাপ' এবে কার আছে বল" ॥
চমৎকার সভেই ভাবেন মনে মনে।
প্রভু বোলে "শুন এবে করি এ স্থাপনে" ॥
পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র।
সর্ব্ব মতে সুন্দর কোথাও নাহি মন্দ ॥
যত সব প্রামাণিক পঢ়ুয়ারগণ।
সন্তোষে সভেই করিলেন আলিঙ্গন ॥
পঢ়ুয়া সকল বোলে "আজি ঘরে যাও।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাও"
এইমত প্রতি দিন জাহ্নবীর জলে।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যা-রসে খেলা খেলে ॥
এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্ব্বজ্ঞ বৃহস্পতি।
শিষ্য-সহ নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥
জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ সঙ্গে।
ক্ষণে ক্ষণে গঙ্গার ও পার যায় রঙ্গে ॥
বহু-মনোরথ পূর্ব্বে আছিল গঙ্গার।
যমুনার দেখি কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার ॥
"কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য"।
নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য ॥
যদ্যপিও গঙ্গা অজ-ভবাদি-বন্দিতা।
তথাপিও যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জাহ্নবীর বাঞ্ছা পূর্ণ করে নিরন্তর ॥
করি বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে।
গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥
যথাবিধি করি প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন।
তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন ॥
ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নির্জ্জনে ॥
আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিপ্পনী।
ভুলিলা পুস্তক-রসে সব দেব-মণি ॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র মহাশয়।
রাত্রি দিবা হরিষে কিছুই না জানয় ॥
দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্রমুখ।
নিতি নিতি পায় অনির্ব্বচনীয় সুখ ॥
যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান।
সশরীরে সাযুজ্য হইল কিবা তান ॥

সাযুজ্য বা কোন্ উপাধিক সুখ তানে।
সাযুজ্যাদি সুখ মিশ্র অল্প করি মানে॥
জগন্নাথ-মিশ্র পায় বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ পুত্ররূপে যার॥
এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুত্ররে।
নিরবধি ভাসে মিশ্র আনন্দ-সাগরে॥
কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান।
প্রতি অঙ্গে অঙ্গে সে লাবণ্য অনুপাম॥
ইহা দেখি মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে॥
"ডাকিনী দানবে পাছে পুত্রে বল করে"॥
ভয়ে মিশ্র পুত্র সমর্পয়ে কৃষ্ণ-স্থানে।
হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি শুনে॥
মিশ্র বোলে "কৃষ্ণ তুমি রক্ষিতা সভার।
পুত্র প্রতি শুভ-দৃষ্টি করিবে আমার॥
যে তোমার চরণ-কমল স্মৃতি করে।
কভু বিঘ্ন না আইসে তাহার মন্দিরে॥
তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ স্থান।
তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রেত অধিষ্ঠান॥

তথাহি (১০।৬।৩)—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধানাশ্চ তত্রহি॥

**অন্বয়ঃ**।—যত্র সাত্বতাং ভর্ত্তুঃ রক্ষোঘ্নানি শ্রবণাদীনি স্বকর্ম্মসু (জনাঃ) ন কুর্ব্বন্তি যাতুধানাশ্চ তত্রহি (প্রভবন্তি)।

**অনুবাদ**—যে স্থানে জনগণ নিজ নিজ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস-সংহারক কীর্ত্তিকথার শ্রবণাদি না করে তথায় রাক্ষসেরা প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকে॥

"আমি তোর দাস প্রভু যতেক আমার।
রাখিবা আপনে তুমি সকল তোমার॥
অতএব যত আছে বিঘ্ন বা সঙ্কট।
না আসুক কভু মোর পুত্রের নিকট"॥
এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ।
এক চিত্তে বর মাগে তুলি দুই হাথ॥
দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি মিশ্রবর।
হরিষ-বিষাদ বড় হইল অন্তর॥
স্বপ্ন দেখি স্তব পড়ি দণ্ডবত করে।
"হে গোবিন্দ নিমাঞি রহুক মোর ঘরে॥
সবে এই বর কৃষ্ণ মাগি তোর ঠাঞি।
গৃহস্থ হইয়া ঘরে রহুক নিমাঞি"॥
শচী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত।
"এ সকল বর কেনে মাগ' আচম্বিত ?"॥
মিশ্র বোলে "আজি মুঞি দেখিলুঁ স্বপন।
নিমাঞি করেছে যেন শিখার মুণ্ডন॥
অদ্ভুত-সন্ন্যাসীবেশ কহনে না যায়।
হাসে নাচে কান্দে 'কৃষ্ণ' সর্ব্ব গায়॥
অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ।
নিমাই বেড়িয়া সভে করেন কীর্ত্তন॥
কখন নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায়।
চরণ লইয়া দেয় সভার মাথায়॥
চতুর্ম্মুখ পঞ্চমুখ সহস্র-বদন।
সবেই গায়েন 'জয় শ্রীশচীনন্দন'॥
মহানন্দে চতুর্দ্দিকে সভে স্তুতি করে।
দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি স্ফুরে॥
কতক্ষণে দেখি কোটি কোটি লোক লৈয়া॥
নিমাই বুলেন প্রতি নগরে নাচিয়া॥
লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে ধায়।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া সভে হরিধ্বনি গায়॥
চতুর্দ্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি।
নীলাচলে যায় সর্ব্ব ভক্তের সংহতি॥
এই স্বপ্ন দেখি চিন্তা পাঙ সর্ব্বথায়।
বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়"॥
শচী বোলে "স্বপ্ন তুমি দেখিলা গোসাঞি।
চিন্তা না করিহ ঘরে রহিবে নিমাঞি॥
পুঁথি ছাড়ি নিমাঞি না জানে কোন কর্ম্ম।
বিদ্যারস তার হইয়াছে সর্ব্ব ধর্ম্ম"॥
এইমত পরম উদার দুই জন।
নানা কথা কহে পুত্র স্নেহের কারণ॥
হেনমতে কতদিন থাকি মিশ্রবর।
অন্তর্দ্ধান হৈলা নিত্যশুদ্ধ কলেবর॥
মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিলা বিস্তর।
দশরথবিজয়ে যে হেন রঘুবর॥
দুর্নিবার শ্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ।
অতএব রক্ষা হৈল আইর জীবন॥

দুঃখ বড় এ সকল বিস্তার করিতে।
দুঃখ অতএব ইহা কহিল সংক্ষেপে॥
হেনমতে জননীর সঙ্গে গৌরহরি।
আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা' সম্বরি॥
পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই।
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য্য নাই॥
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র।
মূর্চ্ছা পায় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ॥
প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর।
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস-উত্তর॥
"শুন মাতা মনে কিছু না চিন্তহ তুমি।
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি॥
ব্রহ্মা মহেশ্বরে দুর্ল্লভ লোকে বলে।
তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিব হেলে"॥
শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ।
দেহ-স্মৃতিমাত্র নাহি থাকে কিসে দুঃখ॥
যার স্মৃতিমাত্রে সর্ব্ব পূর্ণ হয় কাম।
সে প্রভু যাহার পুত্ররূপে বিদ্যমান॥
তাহার কেমতে দুঃখ রহিব শরীরে।
আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিপ্রশিশুরূপে।
আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বানুভাব-সুখে॥
ঘরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ।
আজ্ঞা যেন মহামহেশ্বরের বিলাস।
কি থাকুক না থাকুক নাহিক বিচার।
কহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলেন সেইক্ষণে।
আপনার অপচয় তাহা নাহি মানে।
তথাপিও শচী, যে চাহেন, সেইক্ষণে।
নানা যত্নে দেন পুত্রস্নেহের কারণে॥
একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গা-স্নানে।
তৈল আমলকি চাহে জননীর স্থানে॥
"দিব্য-মালা সুগন্ধি চন্দন দেহ মোরে।
গঙ্গাস্নান করি চাও গঙ্গা পূজিবারে॥"
জননী কহেন "বাপা শুন মন দিয়া।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর মালা আনোঁ গিয়া"॥
"আনোঁ গিয়া" যেই মাত্র শুনিল বচন।
ক্রোধে রুদ্র হইলেন শচীর নন্দন॥

এখনি যাইবা তুমি মালা আনিবারে।
এত বলি ক্রুদ্ধ হই প্রবেশিলা ঘরে॥
যতেক আছিল গঙ্গাজলের কলস।
আগে সব ভাঙ্গিলেন হই ক্রোধবশ॥
তৈল ঘৃত লবণ আছিল যাতে যাতে।
সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন ঠেঙ্গা লই হাথে॥
ছোট বড় ঘরে যত ছিল 'ঘট' নাম।
সব ভাঙ্গিলেন ইচ্ছাময় ভগবান॥
গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ।
তণ্ডুল, কাপাস, ধান্য, লোণ, বড়ি, মুদ্গ॥
যতেক আছিল সিকা টানিঞা টানিঞা।
ক্রোধাবেগে ফেলে প্রভু ছিণ্ডিঞা ছিণ্ডিঞা॥
বস্ত্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে।
খান খান করি চিরি ফেলে দুই-করে॥
সব ভাঙ্গি আর যদি নাহি অবশেষে।
তবে শেষে গৃহ প্রতি হৈল ক্রোধাবেশে॥
দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে।
হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিষেধ করে॥
ঘর দ্বার ভাঙ্গি শেষে বৃক্ষেরে দেখিয়া।
তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাথিয়া॥
তথাপিও ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয়।
শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয়॥
গৃহের উপান্তে শচী সশঙ্কিত হৈয়া।
মহাভয়ে আছেন যে হেন লুকাইয়া॥
ধর্ম্ম-সংস্থাপক প্রভু ধর্ম্ম-সনাতন।
জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন॥
এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া। *
তথাপিও জননীরে না মারিল গিয়া॥
সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে।
গড়াগড়ি যাইতে লাগিলা ক্রোধ-মনে॥
শ্রীকনক-অঙ্গ হৈলা বালুকা-বেষ্টিত।
সেই হৈলা মহা শোভা অকথ্য-চরিত॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া।
স্থির হই রহিলেন শয়ন করিয়া॥
সেই মতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা প্রতি।
পৃথিবীতে শুই আছে বৈকুণ্ঠের পতি॥

* ব্যঞ্জিয়া—প্রকাশিত হইয়া।

অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাহান শয়ন।
লক্ষ্মী যান পাদ-পদ্ম সেবে অনুক্ষণ ॥
চারিবেদে যে প্রভুরে করে অন্বেষণে।
সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যান লোমকূপে ভাসে।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করয়ে যান দাসে ॥
ব্রহ্মা শিব আদি মত্ত যান গুণ-ধ্যানে।
হেন প্রভু নিদ্রা যান শচীর অঙ্গনে।
এই মত মহাপ্রভু স্বানুভাবে ভাসে।
নিদ্রা যায় দেখি সর্ব্ব দেবে কান্দে হাসে ॥
কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া।
গঙ্গা পূজিবার সজ্জা প্রত্যক্ষ করিয়া ॥
ধীরে ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া।
ধূলা ঝাড়ি তুলিতে লাগিল দেবী গিয়া ॥
"উঠ উঠ বাপ মোর হের মালা ধর।
আপন ইচ্ছায় গিয়া গঙ্গা পূজা কর" ॥
ভাল হৈল বাপ যত ফেলিলা ভাঙ্গিয়া।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া" ॥
জননীর বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত অন্তর ॥
এথা শচী সর্ব্ব গৃহ করি উপস্কার।
রন্ধনের উদ্যোগ লাগিলা করিবার ॥
যদ্যপিও প্রভু এত করে অপচয়।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয় ॥
কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ প্রকারে।
যশোদায় সহিলেন গোকুল নগরে ॥
এই মত গৌরাঙ্গের যত চঞ্চলতা।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্মাতা ॥
ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কতেক।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক ॥
সকল সহেন আই কায়-বাক্য-মনে।
হইলেন আই যেন পৃথিবী আপনে ॥
কতক্ষণে মহাপ্রভু করি গঙ্গাস্নান।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান ॥
বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥
ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন।
দিয়া তাম্বুল প্রভু করেন চর্ব্বণ ॥

ধীরে ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা।
"এত অপচয় বাপ কি কার্য্যে করিলা ? ॥
ঘর দ্বার দ্রব্য যত সকল তোমার।
অপচয় তোমার সে কি দায় আমার ? ॥
পড়িবারে তুমি বোল এখনি যাইবা।
ঘরেতে সম্বল নাহি কালি কি খাইবা।"
হাসে প্রভু জননীর শুনিঞা বচন।
প্রভু বোলে "কৃষ্ণ পোষ্টা করিব পোষণ" ॥
এত বলি পুস্তক লইয়া প্রভু করে।
সরস্বতী-পতি চলিলেন পড়িবারে ॥
কতক্ষণ বিদ্যারস করি কুতূহলে।
জাহ্নবীর কূলে আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু জাহ্নবীর তীরে।
তবে পুনঃ আইলেন আপন মন্দিরে ॥
জননীরে ডাক দিয়া আনিয়া নিভৃতে।
দিব্য স্বর্ণ তোলা দুই দিল তাঁর হাতে ॥
"দেখ মাতা কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল" ॥
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা শয়নে।
পরম বিস্মিত হই আই মনে গণে ॥
"কোথা হৈতে সুবর্ণ আনয়ে বার বার।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি আর ॥
যেই মাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে।
সেই এই মত সোণা আনে বারে বারে ॥
কিবা ধার করে কিবা কোন সিদ্ধি জানে।
কোনরূপে কার সোণা আনে বা কেমনে" ॥
মহা-অকৈতব আই পরম উদার।
ভাঙ্গাইতে দিতেও ডরায় বার বার ॥
দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে।
লোকে দেখাইয়া আই ভাঙ্গায়েন তবে ॥
হেন মতে মহাপ্রভু সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুস্তক এক ক্ষণ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন ॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ-তিলক-সুন্দর।
শিরে শ্রীচাঁচর কেশ সর্ব্ব-মনোহর ॥
স্কন্ধে উপবীত ব্রহ্মতেজ মূর্ত্তিমন্ত।
হাস্যময় শ্রীমুখ প্রসন্ন দিব্য দন্ত ॥

কিবা সে অদ্ভুত দুই কমলনয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন।
যেই দেখে সেই একদৃষ্টে রূপ চায়॥
হেন নাহি 'ধন্য ধন্য' বলি যে না যায়॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥
সকল সভার মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব্ব প্রধান করিয়া॥
গুরু বোলে "বাপ! তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি বলিলাম দড়॥"
প্রভু বোলে "তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে॥"?
যাহারে যে জিজ্ঞাসেন শ্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক উত্তর॥
আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন॥
কেহ যদি কোন মতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সুরীতে॥
কিবা স্নানে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র-বিনে॥
এই মতে আছেন ঠাকুর বিদ্যারসে।
প্রকাশ না করে জগতের দিন-দোষে॥
হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার॥
অসৎ সঙ্গ অসৎ পথ বই নাহি আর॥
নানারূপে পুত্রাদির মহোৎসব করে।
দেহ গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি স্ফুরে॥
মিথ্যা সুখে দেখি সব লোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর॥
'কৃষ্ণ' বলি সর্ব্বগণে করেন ক্রন্দন।
"এ সব জীবেরে কৃপা কর নারায়ণ॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি রতি।
কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি॥
যে নর-শরীর লাগি দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা সুখেতে বিহরে॥
কৃষ্ণ যাত্রা মহোৎসব পর্ব্ব নাহি করে।
বিবাহাদি কর্ম্মে সে আনন্দ করি মরে॥
তোমার সে জীব প্রভো তুমি ত রক্ষিতা।
কি বলিব আমরা তুমি সে সর্ব্ব-পিতা॥"

এইমত ভক্তগণ সভার কুশল।
চিন্তেন গায়েন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল॥
বিদ্যারস করে গৌরচন্দ্র ভগবান।
এখন শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান॥
পূর্ব্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হইয়াছেন লীলায়॥
হাঁড়ো-ওঝা নামে পিতা মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা নামে গ্রাম মৌড়েশ্বর যথি॥
শিশু হৈতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান।
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের ধাম॥
সেই হৈতে রাঢ়ে হইল সর্ব্ব সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল॥
যে দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে;
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল-সংসারে॥
কত লোক বলিলেক 'হইল বজ্রপাত।'
কত লোক মানিলেক পরম উৎপাত॥
কত লোক বলিলেক "জানিলুঁ কারণ।
মৌড়েশ্বর গোসাঞির হইল গর্জ্জন"॥
এইমত সর্ব্ব লোক নানা কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায়॥
হেনমতে আপনা লুকাই নিত্যানন্দ।
শিশুগণ সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ॥
শিশুগণ সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য্য বিনা আর নাহি স্ফুরে॥
দেবসভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহো করে নিবেদনে॥
তবে পৃথ্বী লঞা সবে নদীতীরে যায়।
শিশুগণ মেলি স্তুতি করে উর্দ্ধরায়॥
কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্দ্ধ করি বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা গোকুলে"॥
কোন দিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব দেবকীর করায়েন বিয়া॥
বন্দিঘর করিয়া অনন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ জন্ম করায়েন কেহো নাহি জাগে॥
গোকুল সৃজিয়া তাথে আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লঞা ভাণ্ডিলা কংসেরে॥

কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে ॥
কোন দিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥
নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥
তাঁরে ছাড়ি শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রি দিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥
যাহার বালক তারা কিছু নাহি বোলে।
সভে স্নেহ করিয়া রাখেন লঞা কোলে ॥
সভে বোলে "না দেখি এমত কৃষ্ণ-খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা ? ॥
কোন দিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্ত করায় পাছে আপনি আসিয়া ॥
কোন দিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া।
শিশু সঙ্গে তাল খায় ধেনুক মারিয়া ॥
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে।
বক অঘ বৎসক করিয়া তাহা মারে ॥
বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে* ॥
কোন দিন করে গোবর্দ্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি কোন দিন করে খেলা ॥
কোন দিন করে গোপীর বসন হরণ।
কোন দিন করে যজ্ঞপত্নী দরশন ॥
কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া ॥
কোন দিন কোন শিশু অক্রুরের বেশে।
লঞা যায় রাম-কৃষ্ণ কংসের নিদেশে ॥
আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন সব দেখে শিশুগণ ॥
বিষ্ণু-মায়া মোহে কেহো লখিতে না পারে
নিত্যানন্দ সঙ্গে সব বালক বিহরে।
মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেণ শিশু-সঙ্গে।
কেহ হয় মালী কেহো মালা পরে রঙ্গে ॥

কুব্জা-বেশ করি গন্ধ পরে কারো স্থানে।
ধনুক ধরিয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জ্জনে ॥
কুবলয় চানুর মুষ্টিক মল্ল মারি।
কংস করি কাহারে পাড়েন চুলে ধরি ॥
কংস বধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে।
সর্ব্ব লোক দেখি হাসে বালকের রঙ্গে ॥
এইমত যত যত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ॥
কোন দিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি-রাজা করি চলে তাহার ভবন ॥
বৃদ্ধ কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই চড়ে প্রভু শেষে তার শিরে ॥
কোন দিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে ॥
ভেরাণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে ॥
শ্রীলক্ষ্মণ রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে।
"আরেরে বানরা মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইনু যদি তবে ঝাট আয় ॥
ঋষভ পর্ব্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া বেটা তুমি কর সুখ" ॥
কোন দিন ক্রুদ্ধ হয়ে পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি বিপ্র পলাহ সত্বরে" ॥
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥
পঞ্চ বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্ত্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু লইয়া লক্ষ্মণ ॥
"কে তোরা বানর সব বুল বনে বনে।
আমি রঘুনাথ ভৃত্য বোল মোর স্থানে" ॥
তারা বোলে "আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাও শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলী" ॥
তা সবারে কোলে করি আইসে লইয়া।
শ্রী[illegible]-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
ইন্দ্রজিত বধ-লীলা কোন দিন করে।
কোন দিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে ॥
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম স্থানে।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে ॥

*বাইতে—বাজাইতে।

কোন শিশু বোলে "মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই সম্বর লক্ষ্মণ"॥
এত বলি পদ্ম-পুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায়েন ছাওয়াল সব তবু নাহি জাগে॥
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে॥
শুনি পিতা মাতা ধাই আইলা সত্বরে।
দেখয়ে পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি সর্ব্ব লোক আসি হইলা বিস্মিতে॥
সকল বৃত্তান্তে কহিলেন শিশুগণ।
কেহ বোলে "বুঝিলাঙ ভাবের কারণ॥
পূর্ব্বে দশরথ ভাবে এক নটবর।
রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর"॥
কেহ বলে কাচ কাচিয়াছে এ ছাওয়াল।
হনুমান ঔষধ দিলে হইবেক ভাল॥
পূর্ব্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সভারে।
"পড়িলে তোমরা বেড়ি কান্দিহ আমারে॥
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান।
নাকে দিলে ঔষধ আসিব মোর প্রাণ"॥
ভাবে প্রভু মাত্র হইলা আচতন।
দেখি বড় বিকল হৈলা শিশুগণ॥
ছন্ন হইলেন সভে শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
"উঠ ভাই" বলি মাত্র কান্দে উচ্চস্বরে॥
লোকমুখে শুনি কথা হইল স্মরণ।
হনুমান-কাচে শিশু চলিলা তখন॥
আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশ্বাসে॥
"রহ বাপ ধন্য কর আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি মিলে তোমা হেন জন"॥
হনুমান্ বোলে কার্য্য-গৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব॥
শুনিয়াছ রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ॥
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্চ্ছা করিল রাবণ॥
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহান জীবন"॥

তপস্বী বোলয়ে "যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি কিছু খাই করহ বিজয়"॥
নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কহে।
বিস্মিত হইয়া সর্ব্বলোকে চাহি রহে॥
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি আর শিশু ধরিল চরণে॥
কুম্ভীরের রূপ ধরি যায় জলে লঞা।
হনুমান্ শিশু আনে কূলেতে টানিঞা॥
কতক্ষণে রণ করি জিনিঞা কুম্ভীর।
আসি দেখে হনুমান আর মহাবীর॥
আর এক শিশু ধরি রাক্ষসের কাচ।
হনুমানে খাইবারে যায় তার পাছ॥
"কুম্ভীর জিনিলে মোরে জিনিবা কেমনে।
তোমা খাঙ তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে"॥
হনুমান্ বোলে "তোর রাবণ কুকুর।
তারে নাহি বস্তু বুদ্ধি তুই পালা দূর"॥
এই মত দুই জনে হয় গালাগালি।
শেষে হয় চুলাচুলি তবে কিলাকিলি॥
কতক্ষণ সে কৌতুকে জিনিয়া রাক্ষস।
গন্ধমাদনে আসি হইলা প্রবেশ॥
তহিঁ গন্ধর্ব্বের বেশ ধরি শিশুগণ।
তা সভার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ॥
যুদ্ধে পরাজয় করি গন্ধর্ব্বের গণ।
শিরে করি আনিলেন গন্ধমাদন॥
আর এক শিশু তহিঁ বৈদ্যরূপ ধরি।
ঔষধ দিলেন নাকে শ্রীরাম স্মঙরি॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি পিতা-মাতা-আদি হাসে সর্ব্বজনে॥
কোলে করিলেন লঞা হাড়াই পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত॥
সভে বোলে "বাপ ইহা কোথায় শিখিলা?"।
হাসি বোলে "প্রভু, মোর এ সকল লীলা"॥
প্রথম-বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার॥
সর্ব্বলোক পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণু মায়াবশে॥
হেন মতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ॥

পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি সর্ব্ব শিশুগণ।
নিত্যানন্দ সংহতি বিহরে সর্ব্বক্ষণ ॥
সে সব শিশুর পায়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যার এমত বিহার ॥
এইমত ক্রীড়া করে নিত্যানন্দ রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনু নাহি ভায় ॥
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে।
তাহান কৃপায় যেন মত স্ফুরে যারে ॥
হেনমতে দ্বাদশ বৎসর থাকি ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥
তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্যগোচর ॥
নিত্যানন্দ-তীর্থ-যাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥
যে প্রভু করিলা সর্ব্ব-জগত-উদ্ধার।
করুণা-সমুদ্র যাহা বহি নাহি আর ॥
যাহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ত্ব ॥
শুন শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থ-মণ্ডলী ভ্রমণ ॥
প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর ॥
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর ॥
গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যহিঁ ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী ॥
গঙ্গা দেখি বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায় ॥
স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়।
প্রয়াগে করিলা মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্ব্ব জন্ম-স্থান ॥
যমুনা-বিশ্রাম ঘাটে করি জলকেলি।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত বুলেন কুতূহলী ॥
শ্রীবৃন্দাবন আদি যত দ্বাদশ বন।
একে একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥
গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥
তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর—পাণ্ডবের পুরী ॥
ভক্তস্থান দেখি প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তিশূন্যের কারণ ॥

বলরাম কীর্ত্তি দেখি হস্তিনানগরে।
'ত্রাহি হলধর' বলি নমস্কার করে ॥
তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান হইলা আনন্দ ॥
সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্নদান ॥
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি হাসে দুই গণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব ॥
কুরুক্ষেত্রে পৃথূদক বিন্দু-সরোবর।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন তীর্থবর ॥
ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থে চক্রতীর্থেতে চলিলা ॥
প্রতিস্রোতা গেলা প্রভু প্রাচী সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥
তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি কান্দিলা বিস্তর ॥
তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্চ্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥
গুহক চণ্ডালে মাত্র হইলা স্মরণ।
তিন দিন আছিলা আনন্দে অচেতন ॥
যে যে বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥
তবে গেলা সরযূ কৌশিক-মুনি-স্থান।
তবে গেলা পুলহ আশ্রম পুণ্যস্থান ॥
গোমতী গণ্ডকী শোণ তীর্থে স্নান করি।
তবে গেলা মহেন্দ্র-পর্ব্বত-চূড়োপরি ॥
পরশুরামেরে তথা করি নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার ॥
পম্পা ভীমরথী গেলা সপ্ত গোদাবরী।
বেণ্ণ তীর্থে বিপাশায় মজ্জন আচরি ॥
কার্ত্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্ব্বত গেলা যথা মহেশ-পার্ব্বতী ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীরূপে মহেশ পার্ব্বতী।
সেই শ্রীপর্ব্বতে দোঁহে করেন বসতি ॥
নিজ ইষ্টদেব চিনিলেন দুই জন।
অবধূতরূপে করে তীর্থপর্য্যটন ॥
পরম সন্তোষ দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥

পরম আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি নিত্যানন্দ দোঁহাকারে নমস্করে॥
কি অন্তর-কথা হৈল কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন॥
দেখিয়া বেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠীপুরী।
কাঞ্চী সরিদ্বরা গিয়া গেলেন কাবেরী॥
তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্রেরে পয়ান॥
ঋষভ পর্ব্বতে গেলা দক্ষিণ মথুরা।
কৃতমালা তাম্রপর্ণী যমুনাউত্তরা॥
মলয় পর্ব্বতে গেলা অগস্ত্য-আলয়।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি মহাশয়॥
তা সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ॥
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জ্জনে॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়॥
সাক্ষাত হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ডপ্রণত হইলা॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু বসিয়াছে বৌদ্ধগণ॥
জিজ্ঞাসেন প্রভু কেহো উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে॥
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া॥
তবে প্রভু আইলেন কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি গেলা দক্ষিণ-সাগর॥
তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলা পঞ্চ অপ্সরার সরোবরে॥
গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কুলাচলে ত্রিগর্ত্তকে বুলে ঘরে ঘরে॥
দ্বৈপায়নী আর্য্যা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
নির্ব্বিন্ধ্যা পায়োষ্ণী তাপী ভ্রমেণ লীলায়॥
রেবা মাহিষ্মতী পুরী মল্লতীর্থ গেলা।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চাললা॥
এইমত অভয় পরমানন্দ-রায়।
ভ্রমে নিত্যানন্দ ভয় নাহিক কাহায়॥

নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে কে বুঝে সে রস॥
এইমত নিত্যানন্দ প্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন॥
মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময় কলেবর!
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর॥
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী দেহে কৃষ্ণের বিহার॥
যার শিষ্য মহাপ্রভু-আচার্য্যগোসাঞি।
কি কহিব আর তার প্রেমের বড়াই॥
মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ॥
নিত্যানন্দ দেখি মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা আপনা পাসরি॥
'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার'।
শ্রীগৌরচন্দ্র কহিয়াছেন বার বার॥
দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী আদি-শিষ্যগণে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুই জন।
অন্যোন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন॥
বনে গড়ি যায় দুই প্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের আবেশে॥
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে॥
কম্প অশ্রু পুলক ভাবের অন্ত নাঞি!
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য গোসাঞি॥
নিত্যানন্দ বোলে "যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক তাহার ফল আজি পাইলাঙ॥
নয়নে দেখিলু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন"॥
মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দ করি কোলে।
উত্তর না স্ফুরে রুদ্ধ-কণ্ঠ প্রেম-জলে॥
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দ বাহির না করি॥
ঈশ্বরপুরী ব্রহ্মানন্দপুরী আদি যত।
সর্ব্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত॥
সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণ-প্রেম কাহারো শরীরে না দেখেন॥

সভেই পায়েন দুঃখ জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমে দেখিয়া॥
অন্যোন্যে সে সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোন্যে দেখি কৃষ্ণ প্রেমের প্রকাশ॥
কত দিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণ-কথা-পরানন্দ-রঙ্গে॥
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন॥
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মত্তপের প্রায়।
হাসে কান্দে হৈ হৈ করে হায় হায়॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে॥
দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে কীর্ত্তন॥
রাত্রি দিন কেহ নাহি জানে তত্ত্বরসে।
কত কাল যায় কেহো ক্ষণ নাহি বাসে॥
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ॥
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
মাধবেন্দ্র বোলে "প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্ব্বতীর্থ হেন প্রেম যথা॥
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥
যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ বৈকুণ্ঠাদি-ময়॥
নিত্যানন্দ হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইব কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে"॥
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন করেন রতি মতি॥
মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥
এইমত অন্যোন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণ-প্রেমে না জানেন কোথা দিবা রাতি॥
এতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ।
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ দেহ নাহি স্মরে॥
অতএব জীবনের রক্ষা সে বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে বিচ্ছেদে প্রাণ রহে॥
নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র দুই দরশন।
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে॥
ধনু তীর্থে স্নান করি গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর॥
মায়াপুরী অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়—নৃসিংহদেবপুরী॥
ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্ম্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচল-চন্দ্র দেখিতে পয়ান॥
আইলেন নীলাচল-চন্দ্রের নগরে।
ধ্বজ দেখি মাত্র মূর্চ্ছা হইলা শরীরে।
দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ রূপ-জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি মাত্র হইলেন পুলকে মূর্চ্ছিতে।
পুনঃ বাহ্য হয় পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে॥
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড় হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার?॥
এইমত নিত্যানন্দ থাকি নীলাচলে।
দেখি গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে॥
তান তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে।
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তান কৃপা হৈতে॥
এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়॥
নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবারাতি॥
আহার নাহিক—কদাচিত দুগ্ধ পান।
সেহো অযাচিত যদি কেহো করে দান॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে॥
"আপন ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিব যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে"॥
এই মানসিক করি নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়॥

নিরবধি বিহরয়ে কালিন্দীর জলে।
শিশু সঙ্গে বৃন্দাবনে ধুলা-খেলা খেলে॥
যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব্বশক্তি।
তথাপিহ কারেও না দিলেন বিষ্ণুভক্তি॥
যাব গৌরচন্দ্র প্রভু করিব প্রকাশ।
তাহান্ আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস॥
কেহো কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে অল্পতা নাহি পায় প্রভুগণে॥
কি অনন্ত, কিবা শিব, অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা॥
ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায়॥
সাক্ষাতেই দেখ সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে॥
চৈতন্যের আদি ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়॥
অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তানে ভজিলে সে চৈতন্যে ভক্তি হয়॥
আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য মহিমা স্ফুরে যাহান্ কৃপায়॥
চৈতন্য কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দ জানিলে আপদ নাহি কতি॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিব সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম"॥
কিবা যতি নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে॥
কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ প্রতি।
মন্দবোলে হেন দেখ, সে কেবল স্তুতি॥
নিত্যশুদ্ধজ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল॥
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যে।
অন্য জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সে॥
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তার পথে থাকিলে সে ...

হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ॥
সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তান হঞা ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ এই অভিমত॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
তোমাতে তাহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয়॥
তোমার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিনা তুমি দিলে তানে কেহ নাহি পায়॥
বৃন্দাবন আদি করি ভ্রমে নিত্যানন্দ।
'যাবত না আপনা প্রকাশে' গৌরচন্দ্র॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের তীর্থ-পর্য্যটন।
যেই ইহা শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতিশ্রী আদিখণ্ডে মহাপ্রভোরুপনয়ন পাঠাভ্যাসাদি-বাল্যলীলা বর্ণনং তথা শ্রীনিত্যানন্দ। তীর্থযাত্রাকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

## সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহামহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় শ্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
জয় জয় জগন্নাথপুত্র বিপ্ররাজ।
জয় হউ তোর যত শ্রীভক্তসমাজ॥
জয় জয় কৃপাসিন্ধু কমললোচন।
হেন কৃপা কর তোর যশে রহু মন॥
আদি খণ্ডে শুন ভাই চৈতন্যের কথা।
বিদ্যার বিলাস প্রভু করিলেন যথা॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
রাত্রি দিন বিদ্যারসে নাহি অবসর॥
উষাকাল সন্ধ্যা করি ত্রিদশের নাথ।
পড়িতে চলেন সর্ব্বশিষ্যগণ-সাথ॥
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।
তিপক্ষ প্রভু করেন সদায়॥

প্রভু স্থানে পুথি নাহি চিন্তেযে যে জন।
তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ॥
পড়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।
যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা-ভিতে॥
না চিন্তে মুরারি গুপ্ত পুঁথি প্রভুস্থানে।
অতএব প্রভু কিছু চালয়ে তাহানে॥
যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন॥
চন্দনের শোভে উর্দ্ধ-তিলক সুভাতি।
মুকুতা গঞ্জয়ে শ্রীদশনের জ্যোতি॥
গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদন-মোহন।
ষোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথম যৌবন॥
বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য পরকাশ।
স্বতন্ত্রয়ে পুঁথি চিন্তে তারে করে হাস॥
প্রভু বোলে "ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন?॥
সন্ধি-কার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা'॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয়"॥
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বোলয়ে কিছু, কার্য্য করে আপনার॥
তথাপিও প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায়॥
প্রভু বোলে "বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পঢ়।
লতা পাতা নিঞা গিয়া রোগী কর দঢ়॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম-অবধি।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কি বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া"॥
রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতর।
তথাপি না হৈল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর॥
প্রত্যুত্তর দিল "কেনে বড়ত ঠাকুর।
সভারেই চাল দেখি গর্ব্বহ প্রচুর॥
সূত্র বৃত্তি, পাঁজি, টীকা, যত হের কর।
আমা' জিজ্ঞাসিয়া কিনা পাইলা উত্তর॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল কি জানিস্ তুঞি।
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি"॥
প্রভু বোলে "ব্যাখ্যা কর আজি যে পঢ়িলা॥
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা॥
গুপ্ত বলে এক অর্থ প্রভু বোলে আর।
প্রভু-ভৃত্যে কেহো কারে নারে জিনিবার॥
প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম পণ্ডিত।
মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত॥
সন্তোষে দিলেন তার অঙ্গে পদ্মহস্ত।
মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত॥
চিন্তয়ে মুরারি গুপ্ত আপন হৃদয়ে।
"প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে॥
এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়।
হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময়॥
চিন্তিলে ইহার স্থানে কিছু লাজ নাঞি।
এমত সুবুদ্ধি সর্ব্ব নবদ্বীপে নাঞি"॥
সন্তোষিত হইয়া বোলেন বৈদ্যবর।
"চিন্তিব তোমার স্থানে শুন বিশ্বম্ভর"॥
ঠাকুর সেবকে এই মত করি রঙ্গ।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সঙ্গ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে।
এইমত বিদ্যারসে ঈশ্বর বিহরে॥
মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহা ভাগ্যবান।
যাহার আলয় বিদ্যা বিলাসের স্থান॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পঢ়ায়।
তাহার ও তান প্রতি ভক্তি সর্ব্বথায়॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পঢ়ুয়া তহিঁ ধরে॥
গোষ্ঠি করি তাহাঁই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে গৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ॥
কতরূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু কহে সন্ধি-কার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
হেন জন দেখি ফাকি বলুক আমার।
তবে জানি ভট্ট মিশ্র পদবী সভার॥
এই মত বৈকুণ্ঠনায়ক বিদ্যারসে।
ক্রীড়া করে চিনিতে না পারে কোন দাসে॥
কিছুমাত্র দেখি আই পুত্রের যৌবন।
র কার্য্য মনে চিন্তে

দৈবে সেই নবদ্বীপে এক সুব্রাহ্মণ।
বল্লভ আচার্য্য নাম—জনকের সম॥
তান কন্যা আছে যেন লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
নিরবধি বিপ্র তার চিন্তে যোগ্যপতি॥
দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।
গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেই খানে॥
নিজ-লক্ষ্মী চিনিঞা হাসিলা গৌরচন্দ্র।
লক্ষ্মীও বন্দিলা মনে প্রভু পদদ্বন্দ্ব॥
হেনমতে দোঁহা চিনি দোঁহা ঘরে গেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের খেলা॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র—বনমালী নাম।
সেই দিন গেলা তিঁহো শচীদেবী স্থান॥
নমস্করি আইরে বসিলা দ্বিজবর।
আসন দিলেন আই করিয়া আদর॥
আইরে বলেন তবে বনমালী-আচার্য্য।
"পুত্র-বিবাহের কোন্ না চিন্তহ কার্য্য॥
বল্লভ আচার্য্য কুলে শীলে সদাচারে।
নির্দ্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে॥
তার কন্যা লক্ষ্মী প্রায় রূপে শীলে মানে।
সে সম্বন্ধ কর যদি ইচ্ছা হয় মনে"॥
আই বোলে" পিতৃহীন বালক আমার।
জীউক পঢ়ুক আগে তবে কার্য্য আর"॥
আইর কথায় বিপ্র রস না পাইয়া।
চলিলেন বিপ্র কিছু দুঃখিত হইয়া॥
দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।
তারে দেখি আলিঙ্গন কৈল প্রভু রঙ্গে॥
প্রভু বোলে "কহ গিয়াছিলে কোন ভিতে"।
দ্বিজ বোলে "তোমার জননী সম্ভাষিতে॥
তোমার বিবাহ লাগি বলিলাঙ তানে।
না জানি শুনিঞা, শ্রদ্ধা না করিলা কেনে॥"
শুনি তার বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।
হাসি তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা॥
জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে।
"আচার্য্যের সম্ভাষা না করিলা কেনে"॥
পুত্রের ইঙ্গিত পাই শচী হরষিতা।
আর দিনে বিপ্রে আ.ন কহিলেন কথা॥
শচী বোলে "বিপ্রা কালি যে কহিলা তুমি।
শীঘ্র তাহা করহ, বলিল এই আমি"॥

আইর চরণ-ধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ।
সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন॥
বল্লভ-আচার্য্য দেখি সম্ভ্রমে তাহানে।
বহুমান্যকরি বসাইলেন আসনে॥
আচার্য্যে বোলেন "শুন আমার বচন।
কন্যা বিবাহের এবে কর সুলগন॥
মিশ্র পুরন্দর পুত্র—নাম বিশ্বম্ভর।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের সাগর॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই মহাশয়।
কহিলাঙ এই কর যদি চিত্ত লয়"॥
শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে।
"সে হেন কন্যার পতি মিলে ভাগ্যবশে॥
কৃষ্ণ যদি সুপ্রসন্ন হয়েন আমারে।
অথবা কমলা গৌরী সন্তুষ্টা কন্যারে॥
তবে সে সেহেন আসি মিলিবে জামাতা।
অবিলম্বে তুমি ইহা করাহ সর্ব্বথা॥
সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই।
আমি সে নির্ধন কিছু দিতে শক্তি নাঞি॥
কন্যা মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া।
এই আজ্ঞা সবে তুমি আনিবে মাগিয়া"॥
বল্লভ মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য।
সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি সব কার্য্য॥
সিদ্ধি কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে।
"সফল হইল কার্য্য কর শুভক্ষণে"॥
আপ্ত লোক শুনি সভে হরষিত হৈলা।
সভেই উদ্যোগ আসি করিতে লাগিলা॥
অধিবাস লগ্ন করিলেন শুভ-দিনে।
নৃত্য-গীত নানা বাদ্য গায় নটগণে॥
চতুর্দ্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি।
মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি॥
ঈশ্বরেরে গন্ধমালা দিয়া শুভক্ষণে।
অধিবাস করিলেন আত্মবর্গগণে॥
দিব্য গন্ধ চন্দন তাম্বুল মালা দিয়া।
ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
বল্লভ আচার্য্য আসি যথাবিধি-রূপে।
অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে॥
প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি স্নান-দান।
পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সম্মান॥

নৃত্য-গীতে বাদ্যে মহা উঠিল মঙ্গল॥
চতুর্দ্দিকে 'লেহ দেহ' শুনি কোলাহল॥
কত বা মিলিলা আসি পতিব্রতাগণ।
কতেক বা ইষ্ট মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন॥
খই, কলা, সিন্দুর, তাম্বুল, তৈল দিয়া।
স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হৃষ্ট হঞা॥
দেবগণ দেববধূগণ—নররূপে।
প্রভুর বিবাহে আসি আছেন কৌতুকে।
বল্লভ আচার্য্য এই মত বিধিক্রমে।
করিলেন দেব পিতৃ-কার্য্য হর্ষমনে॥
তবে প্রভু শুভক্ষণে গোধূলি সময়ে।
যাত্রা করি আইলেন মিশ্রের আলয়ে॥
প্রভু আইলেন মাত্র মিশ্র গোষ্ঠী-সনে।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হৈলা সভে মনে॥
সম্ভ্রমে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে।
জামাতারে বসাইলা পরম কৌতুকে॥
শেষে সর্ব্ব অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত।
লক্ষ্মী কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ॥
হরিধ্বনি সর্ব্বলোকে লাগিলা করিতে।
তুলিলেন সবে লক্ষ্মী পৃথিবী হইতে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সপ্তবার।
জোড় হস্তে রহিলেন করি নমস্কার॥
তবে শেষে হৈল পুষ্প মালা ফেলাফেলী।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে মহা কুতূহলী॥
দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে।
নমস্করি করিলেন আত্মসমর্পণে॥
সর্ব্বদিগে মহা-জয়-জয়-হরিধ্বনি।
উঠিল পরমানন্দ আর নাহি শুনি॥
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রসে।
বসিলেন প্রভু লক্ষ্মী করি বাম-পাশে॥
প্রথম বয়স প্রভু জিনিয়া মদন।
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ॥
কি শোভা কি সুখ যে হইল মিশ্রঘরে।
কোন্ জন তাহা বর্ণিবারে শক্তি ধরে?॥
তবে শেষে বল্লভ
বসিলেন যে হেন ভীষ্মক বিদ্যমান॥
যে চরণে পাদ্য দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার।
জগত সৃজিতে শক্তি হইল সভার॥

হেন পাদপদ্মে পাদ্য দিলা বিপ্রবর।
বস্ত্র-মাল্য-চন্দনে ভূষিয়া কলেবর॥
যথাবিধি-রূপে কন্যা করি সমর্পণ।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ॥
তবে যত কিছু কুলব্যবহার আছে।
পতিব্রতাগণ তাহা করিলেন পাছে॥
সে রাত্রি তথায় থাকি তবে আর-দিনে।
নিজ গৃহে আইলা মহাপ্রভু লক্ষ্মী-সনে॥
স্ব সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায়।
দেখিতে সকল লোক ধায়॥
গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন।
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই লক্ষ্মী নারায়ণ॥
সর্ব্ব লোক দেখি মাত্র 'ধন্য ধন্য' বোলে।
বিশেষে স্ত্রীগণ অতি পড়িলেন ভোলে॥
"কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হরগৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কত ভক্তি করি॥
অল্প ভাগ্যে কন্যার কি হেন স্বামী মিলে?।
এই হরগৌরী হেন বুঝি" কেহো বোলে॥
কেহ বোলে "ইন্দ্র শচী রতি বা মদন"।
কোন নারী বোলে "এই লক্ষ্মী নারায়ণ"॥
কোন নারীগণ বোলে "যেন সীতারাম।
দোলাপরি শোভিয়াছে অতি অনুপাম"॥
এই মত নানারূপ বোলে নারীগণে।
শুভ-দৃষ্ট্যে সভে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে॥
হেনমতে নৃত্য-গীতে বাদ্য-কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে॥
তবে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লঞা।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হঞা॥
দ্বিজ আদি যত জাতি নট বাজনিয়া।
সবারে তুষিলা ধন বস্ত্র বাক্য দিয়া॥
যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্যকথা।
তাহার সংসারবন্ধ না হয় সর্ব্বথা॥
প্রভু পার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচীগৃহ হইল পরম জ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি দেখে শচী কি ঘর বাহিরে।
পরম অদ্ভুত রূপ লখিতে না পারে॥
কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে না পায় আর দেখা॥

কমল পুষ্পের গন্ধ ক্ষণে ক্ষণে পায়।
পরম বিস্মিত আই চিন্তেন সদায়॥
আই চিন্তে "বুঝিলাঙ কারণ ইহার।
এ কন্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার॥
অতএব জ্যোতি দেখি পদ্মগন্ধ পাই।
পূর্ব্ব প্রায় দারিদ্র্যের দুঃখ তত
এই লক্ষ্মীবধূ আসি গৃহে প্রবেশিলে।
কোথা হৈতে না জানি আসিয়া সব মিলে"॥
এইরূপ নানামত কথা আই কয়।
ব্যক্ত হইয়াও প্রভু ব্যক্ত নাহি হয়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
ক.রেন কোন্ কালের বিহার॥
রে ও আপনারে না জানায়ে যবে।
ও জানিতে শক্তি না ধরেন তবে॥
এই সব শাস্ত্রে বেদে পুরাণে বাখানে।
'যারে তান কৃপা হয় সেই জানে তানে'॥
এইমতে গুপ্ত ভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ॥
জিনিয়া কন্দর্প-কোটী রূপ মনোহর।
প্রতি-অঙ্গে নিরূপম লাবণ্য সুন্দর॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল-নয়ান।
অধরে তাম্বূল, দিব্য-বাস-পরিধান॥
সর্ব্বদায় পরিহাসমূর্ত্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু চলে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপ ভ্রমে ত্রিভুবনপতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী॥
নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান॥
সবে এক গঙ্গাদাস মহাভাগ্যবান্।
যার ঠাঞি প্রভু করে বিদ্যার আদান॥
সকল সংসার দেখি বোলে "ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাঁহার, তাহার কোন দৈন্য?"॥
যতেক প্রকৃতি দেখে মদন-সমান।
পাষণ্ডী দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান॥
পণ্ডিত সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এই মত দেখে সভে যার যেন মতি॥
দেখি বিশ্বম্ভর রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ-বিষ[illegible] ভাবে মনে সব॥

"হেন [illegible] না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিব বিদ্যায় হইলে কালবশ"॥
মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তত্ত্ব কেহ দেখিতে না পায়॥
সাক্ষাতেও প্রভু দেখি কেহো কেহো বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে?"
শুনিঞা হাসেন প্রভু সেবকের বাক্য।
প্রভু বোলে "তোমরা শিখাও মোর ভাগ্য"॥
হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবকে চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে?॥
চতুর্দ্দিগ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায়॥
চাটীগ্রাম-নিবাসীও অনেক তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়॥
সভেই জন্মিঞাছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সভেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বথায়॥
অন্যোন্যে মিলি সবে পড়িয়া শুনিঞা।
করেন গোবিন্দচর্চ্চা নিভৃতে বসিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে সকল মহান্ত॥
বিকাল হইলে আসি ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন॥
যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি কেবা পড়ে কোন ভিত॥
কেহো কান্দে কেহো হাসে কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি যায় কেহো বস্ত্র না সম্বরে॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো মালসাট মারে।
কেহো গিয়া মুকুন্দের দুই পায়ে ধরে॥
এই মতে উঠয়ে পরমানন্দ সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ॥
প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে॥
প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু বোলে "কিছু নহে" বড় লাগে দ্বন্দ্ব॥
মুকুন্দ পণ্ডিত বড় প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি প্রভু সনে লাগে॥
এইমত প্রভু নিজ সেবক চিনিঞা।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সভে যায়েন হারিয়া॥

শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা বাক্য-ব্যয় ভ'য় সভে পলায়েন॥
সহজে বিরক্ত সভে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে॥
দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহো হাসে উপহাসে॥
যদি কেহো দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ডরে॥
কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সভে ভালবাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে॥
রাজপথে প্রভু আইসেন একদিন।
পঢ়ুয়ার সঙ্গে মহা-উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইলা কতদূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
"এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে?॥"
গোবিন্দ বোলেন "আমি না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কার্য্যে বা চলিল কোনভিত"॥
প্রভু বোলে "জানিলাঙ যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখ-সম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পঢ়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানি যে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন"॥
সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে॥
প্রভু বোলে "আরে বেটা! কত দিন থাক।
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক"॥
হাসি বোলে প্রভু "আগে পঢ়োঁ কত দিন।
তবে সে দেখিবে মোর বৈষ্ণবের চিন॥
এমন বৈষ্ণব মুঞি হইমু সংসারে।
অজ ভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥
শুন ভাইসব এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইব মুঞি সর্ব্ববিলক্ষণ॥
আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্ত্তি গায়"॥
এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে
ঘরে গেলা নিজ শিষ্যগণের সহিতে॥

এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
হেনমতে ভক্তগণে নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে॥
শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বোলে "সব পেট পুষিবার আশ"॥
কেহ বোলে "জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য এ কোন ব্যভার"॥
কেহো বোলে "কতরূপ পঢ়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলুঁ পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত-চারি-ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই! ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাইলে ডাক ছড়িলে কি হয়ে"॥
এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণব—করেন সংকথন॥
শুনিঞা বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়।
'কৃষ্ণ' বলি সভেই কাঁদেন ঊর্দ্ধরায়॥
"কতদিনে এ সব দুঃখের হইব নাশ।
জগতেরে কৃষ্ণচন্দ্র! করহ প্রকাশ"॥
সকল বৈষ্ণব মিলি অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে॥
শুনিয়া অদ্বৈত হয় রুদ্র-অবতার।
"সংহারিমু সব" বলি করয়ে হুঙ্কার॥
"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর॥
করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়নগোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
আর দিন কত গিয়া থাক ভাই সব।
এথাই দেখিয়া সব কৃষ্ণ অনুভব"॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সভে করেন কীর্ত্তন॥
উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।
অদ্বৈত সহিত সভে হইলা বিহ্বল॥
পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এই মত পুলকিত নবদ্বীপপুর॥
অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায়॥

হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি-অলক্ষিত-বেশ ধরি॥
কৃষ্ণ-রসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময়॥
তার বেশে তারে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে॥
যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কোচিত হইয়া॥
বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়।
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চায়॥
অদ্বৈত বোলেন "বাপ! তুমি কোন জন।
বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তুমি হেন লয় মন॥"
বোলেন ঈশ্বরপুরী "আমি ক্ষুদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ॥"
বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি প্রেমের সহিত॥
যেই মাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি পৃথিবীতে॥
নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃপুনঃ বাড়ে প্রেম-ধারার পয়ান॥
আথেব্যথে অদ্বৈত তুলিলা নিজ কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে॥
সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাঢ়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি শ্লোক পঢ়ে॥
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার॥
পাছে সভে জানিলেন শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রেম দেখি সভেই স্মঙরে "হরি হরি॥"
এই মত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে।
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহ নারে॥
দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর॥
পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে।
ভৃত্য দেখি প্রভু নমস্করিলা আপনে॥
অতি অনির্ব্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্ব্বমতে সর্ব্ব-বিলক্ষণ-গুণধর॥
যদ্যপিও তান মর্ম্ম কেহো নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্বজনে॥
চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম-গম্ভীর॥
জিজ্ঞাসেন "তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুঁথি পড়াও পড়" কোন স্থানে ঘর॥
শেষে সভে বলিলেন "নিমাঞি পণ্ডিত।
"তুমি সে" বলিয়া বড় হৈল হরষিত॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।
মহাদরে গৃহে লই চলিলা আপনে॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া॥
কৃষ্ণের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা অবশ হইলা॥
অপূর্ব্ব প্রেমের ধারা প্রভুর সন্তোষ।
না প্রকাশে আপনে লোকের দিন-দোষ॥
মাস কত গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে॥
সভে বড় উল্লাসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে॥
গদাধর পণ্ডিতের দেখি প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে তানে বৈষ্ণব সকল॥
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে॥
গদাধর পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম "কৃষ্ণলীলামৃত॥"
পড়াইয়া পাঢ়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্কারবারে চলে॥
প্রভু দেখি শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত।
প্রভু হেন না জানেন তবু বড় প্রীত॥
হাসিয়া বোলেন "তুমি পরম পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত॥
সকল বলিবা কোথা থাকে কোন দোষ।
ইহাতে আমার বড় পরম সন্তোষ॥
প্রভু বোলে "ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে সেই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্ব যে তে মতে কেনে নয়।
সর্ব্বথা কৃষ্ণের প্রীত তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খে বলে বিষ্ণায় বিষ্ণবে বলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণবীর॥

।২।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥

**অন্বয়।**—মূর্খঃ বিষ্ণায় বদতি, বিষ্ণবে বদতি পুণ্যং তু উভয়োঃ সমং (যতঃ) জনার্দ্দনঃ ভাবগ্রাহী (ভবতি)॥

**অনুবাদ।**—শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিবার সময় মূর্খ ব্যক্তি 'বিষ্ণায়' বলে এবং পণ্ডিত ব্যক্তি 'বিষ্ণবে' বলিয়া থাকে। কিন্তু পুণ্য উভয়ের সমান যেহেতু জনার্দ্দন ভাবই গ্রহণ করিয়া থাকেন ভাষার জ্ঞান পরীক্ষা করেন না।

"ইহাতে যে দোষ দেখে তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥
অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দুষিবে কোন সাহসিক জন॥"
শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত সিঞ্চিত হইল সর্ব্ব কলেবর॥
পুনঃ হাসি বোলেন "তোমার দোষ নাঞি।
অবশ্য বলিবা দোষ থাকে যেই ঠাঞি॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু তান সঙ্গে।
বিচার করেন দুই চারি দণ্ড রঙ্গে॥
একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি দুষিলেন "ধাতু না লাগে" বলিয়া॥
প্রভু বোলে "এ ধাতু আত্মনেপদী নয়।"
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন আলয়॥
ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হরষিত॥
প্রভু গেলে সেই ধাতু করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তহি অশেষ প্রকার॥
সেই ধাতু করেন 'আত্মনেপদী' নাম।
আর দিন প্রভু গেলে করেন ব্যাখ্যান॥
যে 'ধাতু' পরস্মৈপদী বলি গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিল আত্মনেপদী আমি॥
ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ।
ভৃত্য-জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥
সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভৃত্য জয়।
এ তান স্বভাব সকল বেদে কয়॥

এই মত কত দিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে॥
ভক্তি-রসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি।
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥
যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্য-কথা।
তার বাস হয় কৃষ্ণ-পাদপদ্ম যথা॥
যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে॥
পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি নির্ব্বিরোধে॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ঈশ্বরপুরী-মিলনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥৭॥

## অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় হউক প্রভুর যতেক অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর॥
যত অধ্যাপক-প্রভু চালেন সবারে।
প্রবোধিতে শক্তি কোনজন নাহি ধরে॥
ব্যাকরণশাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্যে প্রতিও না হয় তৃণ-জ্ঞান॥
স্বানুভাবানন্দে করে নগর-ভ্রমণ।
সংহতি পরম ভাগ্যবন্ত-শিষ্যগণ॥
দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন।
হস্তে ধরি প্রভু তানে বোলেন বচন॥
"আমারে দেখিয়া তুমি কি কার্য্যে পলাও।
আজি আমা প্রবোধিয়া বিনা দেখি যাও॥"
মনে ভাবে মুকুন্দ "আজি জিনিব কেমনে।
ইহার অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে॥
ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া অলঙ্কার।
মোর সঙ্গে যেন গর্ব্ব না করেন আর॥"
লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভুসনে।
প্রভু খণ্ডে যত অর্থ মুকুন্দ স্থাপয়ে॥

মুকুন্দ বোলেন "ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র।
বালকেতে ইহার বিচার করে মাত্র॥
অলঙ্কার বিচার করিব তোমা সনে।"
প্রভু কহে "বুঝ তোমার যেবা লয় মনে"॥
বিষম বিষম যত কবিত্ব-প্রচার।
পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে অলঙ্কার॥
সর্ব্বশক্তিময় গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি দোষে সব অলঙ্কার॥
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন॥
"আজি ঘরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ॥
কালি বুঝিবাঙ ঝাট আসিবারে চাহ॥"
চলিলা মুকুন্দ লই চরণের ধূলী।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কুতূহলী॥
"মনুষ্যের এমত পাণ্ডিত্য আছে কোথা।
হেন শাস্ত্র নাহি যে অভ্যাস নাহি যথা॥
এমত সুবুদ্ধি—কৃষ্ণভক্ত হয় যবে।
তিলেক ইহার সঙ্গ না ছাড়ি যে তবে"॥
এই মত বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আর দিনে গদাধর॥
হাসি দুই হাতে প্রভু রাখিল ধরিয়া।
"ন্যায় পঢ় তুমি আমা যাও প্রবোধিয়া॥"
"জিজ্ঞাসহ" গদাধর বোলয়ে বচন।
প্রভু বোলে "কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ"॥
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর বাখানিলা।
প্রভু বোলে "ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা"
গদাধর বোলে "আত্যন্তিক-দুঃখ-নাশ।
ইহারেই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ"॥
নানারূপে দোষে প্রভু সরস্বতীপতি।
হেন নাহি তার্কিক যে করিবেক স্থিতি॥
হেন জন নাহিক যে প্রভু সনে বোলে।
গদাধর ভাবে "আজি বর্ত্তি পলাইলে"॥
প্রভু বোলে গদাধর আজি যাহ ঘর।
কালি বুঝিবাঙ তুমি আসিব সত্বর॥
নমস্করি গদাধর চলিলেন ঘরে।
ঠাকুর ভ্রমেন সর্ব্ব নগরে নগরে॥
পরম পণ্ডিত জ্ঞান হইল সভার।
সভেই করেন দেখি সংভ্রম অপার॥

বিকালে ঠাকুর সর্ব্ব পঢ়ুয়ার সঙ্গে।
গঙ্গাতীরে আসিয়া বসেন মহারঙ্গে॥
সিন্ধুসুতা-সেবিত প্রভুর কলেবর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর॥
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ।
মধ্যে শাস্ত্র বাখানেন শ্রীশচীনন্দন॥
বৈষ্ণব সকল তথা সন্ধ্যাকাল হৈলে।
আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতূহলে॥
দূরে থাকি প্রভুর ব্যাখ্যান সব শুনে।
হরিষ-বিষাদ সভে ভাবে মনে মনে॥
কেহ বোলে "হেন রূপ হেন বিদ্যা যার।
না ভজিলে কৃষ্ণ নহে কিছু উপকার॥"
সভেই বোলেন "ভাই ইহানে দেখিয়া।
ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া"॥
কেহ বোলে "দেখা হইলে না দেন এড়িয়া।
মহাদানী প্রায় যেন রাখেন ধরিয়া॥"
কেহ বোলে "ব্রাহ্মণের শক্তি অমানুষী।
কোন মহাপুরুষ বা হয় হেন বাসি॥
যদ্যপিও নিরন্তর বাখানেন ফাঁকি।
তথাপি সন্তোষ বড় পাও ইহা দেখি॥
মনুষ্যের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাহি।
কৃষ্ণ না ভজেন সবে এই দুঃখ পাই"।
অন্যোন্যে সভেই সাধেন সভা প্রতি॥
সভে বোলে "ইহান হউক কৃষ্ণে রতি॥"
দণ্ডবত হই সভে পড়িলা গঙ্গারে।
সর্ব্ব ভাগবত মেলি আশীর্ব্বাদ করে॥
"হেন কর কৃষ্ণ! জগন্নাথের নন্দন।
তোর রসে মত্ত হউ ছাড়ি অন্য-মন॥
নিরবধি প্রেমভাবে ভজুক তোমারে।
হেন সঙ্গ কৃষ্ণ দেহ আমা "সভাকারে"॥
অন্তর্যামী প্রভু—চিত্ত জানেন সভার।
শ্রীবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার॥
ভক্ত-আশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত-আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়।
কেহো কেহো সাক্ষাতেও প্রভু দেখি বোলে।
"কি কার্য্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা ভোলে॥"
কেহ বোলে "হের দেখ নিমাঞি পণ্ডিত।
বিদ্যায় কি লাভ কৃষ্ণ ভজহ ত্বরিত॥

পড়ে কেনে লোক ? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে ? ॥"
হাসি বোলে প্রভু "বড় ভাগ্য সে আমার।
তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি-সার ॥
তুমি সব যার কর শুভানুসন্ধান।
মোর চিত্তে হেন লয় সেই ভাগ্যবান ॥
কত দিন পঢ়াইয়া মোর চিত্ত আছে।
চলিমু বুঝিয়া ভাল-বৈষ্ণবের কাছে ॥"
এত বলি হাসে প্রভু সেবকের সনে।
প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে ॥
এই মত ঠাকুর সভার চিত্ত হরে।
হেন নাহি যে জন, অপেক্ষা নাহি করে ॥
এই মত ক্ষণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।
কখন ভ্রমেণ প্রতি নগরে নগরে ॥
প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরিয়াগণ।
পরম আদর করি বন্দেন চরণ ॥
নারীগণ দেখি বোলে এইত মদন।
স্ত্রীলোকে পাউক জন্মে জন্মে হেন ধন ॥
পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান ॥
বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম ॥
যোগিগণে দেখে যেন সিদ্ধ কলেবর।
দুষ্ট জন দেখে যেন মহা-ভয়ঙ্কর ॥
দিবসেক যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
বন্দি প্রায় হয় যেন পরে প্রেম-ফাঁস ॥
বিদ্যারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।
শুনেন তথাপি প্রীত প্রভুরে সভার ॥
যবনেও প্রভু দেখি করে বড় প্রীত।
সর্ব্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত ॥
পঢ়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নবদ্বীপ-পুরে।
মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবন্তের মন্দিরে ॥
পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন স্থাপন।
বাখানে অশেষরূপে শচীর নন্দন ॥
গোষ্ঠী সহ মুকুন্দ-সঞ্জয় ভাগ্যবান।
ভাসয়ে আনন্দে মর্ম্ম না জানয়ে তান ॥
বিদ্যা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহারে ॥
এক দিন বায়ু পথে মান্দ্য করি ছল।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি বিকার সকল ॥
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে।
গড়াগড়ি যায় হাসে ঘর ভাঙ্গি ফেলে ॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে মালসাট্ পূরে।
সম্মুখে দেখয়ে যারে তাহারেই মারে ॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয়।
হেন মূর্চ্ছা হয় লোকে দেখি পায় ভয় ॥
শুনিলেন বন্ধুগণ বায়ুর বিকার।
ধাইয়া আসিয়া সবে করে প্রতিকার।
বুদ্ধিমন্ত খান আর মুকুন্দ সঞ্জয়।
গোষ্ঠী সহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥
বিষ্ণু তৈল নারায়ণ তৈল দেন শিরে।
সভে করে প্রতিকার যার সেই স্ফুরে।
আপন ইচ্ছায় প্রভু নানা কর্ম্ম করে।
সে কেমনে সুস্থ হইবেক প্রতিকারে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আস্ফালন।
হুঙ্কার শুনিয়ে ভয় পায় সর্ব্বজন ॥
"প্রভু বোলে মুঞি সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর।
মুঞি বিশ্বধরোঁ মোর নাম বিশ্বম্ভর ॥
মুঞি সেই মোরে ত না চিনে কোন জনে।
এত বলি লড় * দেই ধরে সর্ব্ব জনে ॥
আপনা প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে।
তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া বলে ॥
কেহ বোলে "হইল দানব অধিষ্ঠান"।
কেহো বোলে "হেন বুঝি ডাকিনীর কাম" ॥
কেহো বোলে "সদাই করেন বাক্য ব্যয়।
অতএব হৈল বায়ু জানিহ নিশ্চয়" ॥
এই মত সর্ব্ব জনে করেন বিচার।
বিষ্ণুমায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর ॥
বহুবিধ পাক তৈল সভে দেন শিরে।
তৈল দ্রোণে থুই তৈল দেন কলেবরে ॥
তৈল দ্রোণে ভাসে প্রভু হাসে খল খল।
সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল ॥
এই মত আপন ইচ্ছায় লীলা করি।
স্বাভাবিক হইলা প্রভু বায়ু পরিহরি ॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ-হরিধ্বনি।
কেবা কারে বস্ত্র দেই হেন নাহি জানি ॥

* লড়—দৌড়

লোকে শুনিঞা হইলা হরষিত।
সভে বলে "জীউ জীউ এ হেন পণ্ডিত"॥
এই মত রঙ্গ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
প্রভুরে দেখিয়া সর্ব্ব বৈষ্ণবের গণ।
সভে বোলে "ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥
ক্ষণেকে নাহিক বাপ অনিত্য শরীর।
তোমারে কি শিখাইব তুমি মহাধীর॥"
হাসি প্রভু সভারে করিয়া নমস্কার।
পঢ়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার॥
মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্তের মন্দিরে।
পঢ়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে॥
পরম সুগন্ধি পাক তৈল প্রভু-শিরে।
কোন পুণ্যবন্ত দেয় প্রভু ব্যাখ্যা করে॥
চতুর্দ্দিকে শোভে পুণ্যবন্ত শিষ্যগণ।
মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগত জীবন॥
সে শোভার মহিমা কহিতে না পারি॥
উপমা কি দিব কোন না দেখি বিচারি॥
হেন বুঝি যেন সনকাদি শিষ্যগণ।
নারায়ণ বেঢ়ি যেন বদরিকাশ্রম॥
তা সভা লইয়া যেন সে প্রভু পঢ়ায়।
হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌররায়॥
সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন॥
অতএব শিষ্য সঙ্গে সেই লীলা করে।
বিদ্যারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
পঢ়াইয়া প্রভু দুই প্রহর হইলে।
তবে শিষ্যগণ লঞা গঙ্গাস্নানে চলে॥
গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতক্ষণ।
গৃহে আসি করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পূজন॥
তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া বলি 'হরি হরি॥
লক্ষ্মী দেন অন্ন, খান বৈকুণ্ঠের পতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী॥
ভোজন অন্তরে করি তাম্বুল চর্ব্বণ।
শয়ন করেন লক্ষ্মী সেবেন চরণ॥
কতক্ষণ যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি দিয়া।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া॥

নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।
সভার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ॥
যদ্যপি প্রভুর কেহো তত্ত্ব নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি সর্ব্বজনে॥
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন।
দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্ব্বজন॥
উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের দুয়ারে।
দেখিয়া সম্ভ্রমে তন্তুবায় নমস্করে॥
"ভাল বস্ত্র আন" প্রভু বোলয়ে বচন।
তন্তুবায় বস্ত্র আনিলেন সেইক্ষণ॥
প্রভু বোলে "এ বস্ত্রের কি মূল্য লইবা"।
তন্তুবায় বোলে "তুমি আপনে যে দিবা॥
মূল্য করি বোলে প্রভু "এবে কড়ি নাই।"
তাঁতি বোলে দশে পক্ষে দিবা হে গোসাঞি॥
বস্ত্র লইয়া পর তুমি পরম সন্তোষে॥
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে॥"
তন্তুবায়-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়লের পুরী॥
বসিলেন মহা প্রভু গোপের দুয়ারে।
ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে॥
প্রভু বোলে "আরে বেটা দধি দুগ্ধ আন।
আজি তোর ঘরের লইব মহাদান"॥
গোপ-বৃন্দে দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন।
সম্ভ্রমে দিলেন আনি উত্তম-আসন॥
প্রভু সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস।
'মামা মামা' বলি সভে করেন সম্ভাষ॥
কেহ বোলে "চল মামা ভাত খাই গিয়া"।
কোন গোপ কান্ধে করি যায় ঘরে লৈয়া॥
কেহো বলে "আমার ঘরের যত ভাত।
পূর্ব্বে যে খাইলে মনে নাহিক তোমাত"॥
সরস্বতী সত্য কহে গোপ নাহি জানে।
হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে॥
দুগ্ধ ঘৃত দধি সর সুন্দর নবনী।
সন্তোষে প্রভুরে সব গোপে দেয় আনি॥
গোয়ালা-কুলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া।
গন্ধ-বণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া॥
সম্ভ্রমে বণিক করে চরণে প্রণাম।
প্রভু বোলে আরে ভাই ভাল গন্ধ আন"॥

দিব্য গন্ধ-বণিক আনিল ততক্ষণ ।
"কি মূল্য লইবা ?" বোলে শ্রীশচী-নন্দন ॥
বণিক বোলয়ে তুমি জান মহাশয় ।
তোমা স্থানে মূল্য কি বলিতে যুক্ত হয় ॥
আজি গন্ধ পরি ঘরে যাহত ঠাকুর ।
কালি যদি গায়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥
ধুইলেও যদি গায়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে ।
তবে কড়ি দিও মোরে যেই চিত্তে পড়ে ॥"
এত বলি আপনে প্রভুর সর্ব্ব অঙ্গে ।
গন্ধ দেয় বণিক না জানি কোন রঙ্গে ॥
সর্ব্বভূত-হৃদয় আকর্ষে সর্ব্ব-মন ।
সেরূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন জন ॥
বণিকেরে অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর ।
উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকারের ঘর ॥
পরম অদ্ভুত রূপ দেখি মালাকার ।
আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার ॥
প্রভু বোলে "ভাল মালা দেহ মালাকার ॥
কড়ি পাতি লগে কিছু নাহিক আমার ॥*
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় দেখি মালাকার ।
মালী বোলে "কিছু দায় নাহিক তোমার ॥"
এত বলি মালা দিলা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ।
হাসে মহা প্রভু সর্ব্ব পড়ুয়ার সঙ্গে ॥
মালাকার প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি ।
ঠলা তাম্বুলী ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
তাম্বুলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন ।
চরণের ধূলি লই দিলেন আসন ॥
তাম্বুলী বোলয়ে "বড় ভাগ্য সে আমার ।
কোন্ ভাগ্যে তুমি আমা ছারের দুয়ার ॥"
এত বলি আপনে সে পরম সন্তোষে ।
দিলেন তাম্বুল আনি, প্রভু দেখি হাসে ॥
প্রভু বোলে "কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা ।
তাম্বুলী বোলয়ে "চিত্তে হেনই লইলা" ॥
হাসে প্রভু তাম্বুলীর শুনিয়া বচন ।
পরম সন্তোষে করে তাম্বুল চর্ব্বণ ॥
দিব্য চূর্ণ কর্পূরাদি যত অনুকূল ॥
শ্রদ্ধা করি দিল, তার নাহি নিল মূল ॥

তাম্বুলীরে অনুগ্রহ করি গৌররায় ।
হাসিয়া হাসিয়া সর্ব্ব নগরে বেড়ায় ॥
মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপপুরী ।
একোজাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি ॥
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা ।
সকল সংপূর্ণ করি থুইলেন তথা ॥
পূর্ব্বে যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ ।
সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন ॥
তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে ।
দেখি শঙ্খবণিক সম্ভ্রমে নমস্করে ॥
প্রভু বোলে "দিব্য শঙ্খ আন দেখি ভাই ।
কেমনে বা নিব শঙ্খ কড়ি পাতি নাই ॥"
দিব্য শঙ্খ শাখারি আনিঞা সেইক্ষণে ।
প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে ॥
"শঙ্খ লই ঘরে তুমি চলহ গোসাঞি ।
পাছে কড়ি দিহ, না দিলেও দায় নাঞি" ॥
তুষ্ট হইয়া প্রভু শঙ্খবণিক বচনে ।
চলিলেন হাসি শুভ দৃষ্টি করি তানে ॥
এই মত নবদ্বীপে যত নগরিয়া ।
সভার মন্দিরে প্রভু বুলেন ভ্রমিয়া ॥
সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও নাগরিকগণ ।
পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ ॥
তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান ।
সর্ব্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ।
দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্ব্বজ্ঞান ।
বিনয় সম্ভ্রম করি করিলা প্রণাম ॥
প্রভু বোলে "তুমি সর্ব্বজান ভাল শুনি ।
বল দেখি অন্য জন্মে কি ছিলাম আমি ॥
"ভাল" বলি সর্ব্বজ্ঞ সুকৃতি চিন্তে মনে ।
জপিতে গোপাল মন্ত্র দেখে সেইক্ষণে ॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম ।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে মহা জ্যোতির্ধাম ॥
নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দিঘরে ।
পিতা মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে ॥
সেই ক্ষণে দেখে পিতা পুত্র লই কোলে ।
সেই রাত্রে থুইলেন আনিঞা গোকুলে ॥
পুনঃ দেখে মোহন দ্বিভুজ দিগম্বরে ।
কটিতে কিঙ্কিণী নবনীত দুই করে ॥

* রঙ্গে—সঙ্গে ।

নিজ ইষ্ট মন্ত্র যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।
সর্ব্বজ্ঞ দেখয়ে সেই সকল লক্ষণ॥
পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
চতুর্দ্দিকে যন্ত্র গীত গায় গোপীগণ॥
দেখিয়া অদ্ভুত, চক্ষু মেলি সর্ব্বজান।
গৌরাঙ্গে চাহিয়া পুনঃ পুনঃ করে ধ্যান॥
সর্ব্বজ্ঞ কহয়ে "শুন শ্রীবালগোপাল।
কে আছিলা দ্বিজ এই দেখাও সকল॥"
তবে দেখে ধনুর্দ্ধর দুর্ব্বাদলশ্যাম।
বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্ব্বজান॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়-জলমাঝে।
অদ্ভুত বরাহ মূর্ত্তি দন্তে পৃথ্বী সাজে॥
পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ অবতার।
মহা-উগ্ররূপ ভক্তবৎসল অপার॥
পুনঃ দেখে তাঁহারে বামনরূপ ধরি।
বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি॥
পুনঃ দেখে মৎস্যরূপে প্রলয়ের জলে।
করিতে আছেন জলক্রীড়া কুতূহলে॥
সুকৃতি সর্ব্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে।
মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমুষল করে॥
পুনঃ দেখে জগন্নাথ মূর্ত্তি সর্ব্বজান।
মধ্যে শোভে সুভদ্রা, দক্ষিণে বলরাম॥
এইমত ঈশ্বর-তত্ত্ব দেখে সর্ব্বজান।
তথাপি না বুঝে কিছু, হেন মায়া তান॥
চিন্তয়ে সর্ব্বজ্ঞ মনে হইয়া বিস্মিত।
হেন বুঝি এ ব্রাহ্মণ মহা মন্ত্রবিত॥
অথবা দেবতা কোন আসিয়া কৌতুকে।
পরীক্ষিতে আমারে 'বা ছলে, বিপ্ররূপে॥
অমানুষী তেজ দেখি বিপ্রের শরীরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' করিয়া কিবা কদর্থে আমারে'॥
এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া।
"কে আমি কি দেখ কেন না কহ ভাঙ্গিয়া"?॥
সর্ব্বজ্ঞ বোলয়ে "তুমি চলহ এখনে।
বিকালে বলিব মন্ত্র জপি ভাল মনে॥"
"ভাল ভাল" বলি প্রভু হাসিয়া চলিলা।
তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা॥
শ্রীধরেরে বড় প্রভু প্রসন্ন অন্তরে।
নানা ছলে প্রভু আইসেন তান ঘরে॥

বাক্-কাব্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।
দুই চারি দণ্ড প্রভু করি চলি রঙ্গে॥
প্রভু দেখি শ্রীধর করিয়া নমস্কার।
শ্রদ্ধা করি আসন দিলেন বসিবার॥
পরম সুশান্ত শ্রীধরের ব্যবসায়।
প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায়॥
প্রভু বোলে "শ্রীধর তুমি সে অনুক্ষণ।
হরি হরি বোল, তবে দুঃখ কি কারণ,॥
লক্ষ্মীকান্ত সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন বস্ত্রে দুঃখ পাও কহ দেখি শুনি॥
শ্রীধর বোলেন "উপবাস ত না করি।
ছোট হউক বড় হউক বস্ত্র দেখ পরি॥
প্রভু বোলে "দেখিলাও গাঁঠি দশ ঠাঞি।
ঘরে বোল, এই দেখিতেছি খড় নাঞি।
দেখ এই চণ্ডী বিষহরিরে পূজিয়া।
কেনা ঘরে খায় পরে সব নগরিয়া"॥
শ্রীধর বোলেন "বিপ্র বলিলা উত্তম।
তথাপি সভার কাল যায় এক সম॥
রত্ন ঘরে থাকে রাজা দিব্য খায় পরে।
পক্ষিগণ থাকে দেখ বৃক্ষের উপরে॥
কাল পুনঃ সভার সমান এক যায়।
সভে নিজ কর্ম্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর ইচ্ছায়॥"
প্রভু বোলে "তোমার বিস্তর আছে ধন।
তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন॥
তাহা মুঞি বিদিত করিমু কত দিনে।
তবে দেখি তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে॥"
শ্রীধর বোলেন "ঘরে চলহ পণ্ডিত।
তোমায় আমায় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত॥"
প্রভু বোলে "আমি তোমা' না ছাড়ি এমনে।
কি আমারে দিবা তাহা বল এইক্ষণে॥"
শ্রীধর বোলেন "আমি খোলা বেচি খাই।
ইহাতে কি দিব তাহা বোলহ গোসাঞি॥"
প্রভু বোলে "যে তোমার পোঁতা ধন আছে।
সে থাকুক এখন পাইব তাহা পাছে॥
এবে কলা মূলা থোড় দেহো কড়ি বিনে।
দিলে আমি কন্দল না করি তোমা সনে॥"
মনে ভাবে শ্রীধর উদ্ধত বিপ্র বড়।
কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দঢ়॥

মারিলেও ব্রাহ্মণের কি করিতে পারি।
কড়ি বিনা প্রতি দিন দিবারেও নারি॥
তথাপিহ বলে ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।
সে আমার ভাগ্য বটে দিব প্রতি দিনে।
চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে শুনহ গোসাঞি।
কড়ি পাতি তোমার কিছুই দায় নাঞি॥
থোড় কলা মুলা খোলা দিব এই মনে।
সবে আর কন্দল না কর আমা সনে॥
প্রভু বোলে ভাল ভাল আর দ্বন্দ্ব নাঞি।
তবে থোড় কলা মুলা ভাল যেন পাই॥"
যাহার খোলায় নিত্য করেন ভোজন।
যার থোড় কলা মুলা হয় শ্রীব্যঞ্জন।
শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।*
তাহা খায় প্রভু দুগ্ধ মরিচের ঝালে॥
প্রভু বোলে আমারে কি বাসহ শ্রীধর।
তাহা কহিলেই আমি চলি যাই ঘর॥
শ্রীধর বোলেন "তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ।"
প্রভু বোলে "না জানিলা আমি গোপ-বংশ॥
তুমি আমা দেখ যেন ব্রাহ্মণ ছাওয়াল।
আমি আপনারে বাসি যে হেন গোওয়াল॥'
হাসেন শ্রীধর শুনি প্রভুর বচন।
না চিনিল নিজ-প্রভু মায়ার কারণ॥
প্রভু বোলে শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব।
আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মাহাত্ম্য॥
শ্রীধর বোলেন "ওহে পণ্ডিত নিমাঞি।
গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই॥
বয়স বাড়িলে লোক কত স্থির হয়।
তোমার চাপল্য আর দ্বিগুণ বাড়ায়॥
এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি।
আইলেন নিজ গৃহে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
বিষ্ণুদ্বারে বসিলেন গৌরাঙ্গ সুন্দর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর॥
দেখি প্রভু পৌর্ণমাসী চন্দ্রের উদয়।
বৃন্দাবনচন্দ্র ভাব হইল হৃদয়॥
অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি লাগিলা করিতে।
আই বিনা আর কেহো না পায় শুনিতে॥

ত্রিভুবন মোহন মুরলী শুনি আই।
আনন্দে মগন—মূর্চ্ছা গেলা সেই ঠাঞি॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই স্থির করি মন।
অপূর্ব্ব মুরলীধ্বনি করেন শ্রবণ॥
যেখানে বসিয়া আছে গৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই দিকে শুনিলেন বাঁশী মনোহর॥
অদ্ভুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে।
দেখি পুত্র বসিয়াছে বিষ্ণুর দুয়ারে॥
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ।
পুত্রের হৃদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ॥
পুত্র বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে।
বিস্মিত হইয়া আই চাহে চারি ভিতে॥
এই মত কত ভাগ্যবতী শচী আই।
যত দেখে প্রকাশ তাহার অন্ত নাঞি॥
কোন দিন নিশাভাগে শচী আই শুনে।
গীত বাদ্য যন্ত্র বায় কত শত জনে॥
বহুবিধ মুখবাদ্য নৃত্য পদতল।
যেন মহা রাসক্রীড়া শুনেন বিশাল॥
কোন দিন দেখে সর্ব্ব রাত্রি ঘর দ্বার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু না দেখেন আর।
কোন দিন দেখে অতি-দিব্য নারীগণ।
লক্ষ্মী প্রায় সভে হস্তে পদ্ম-বিভূষণ॥
কোন দিন দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ।
দেখি পুনঃ আর নাহি পায় দরশন॥
আইর এ সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।
বিষ্ণুভক্তিস্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে॥
আই যারে সকৃত করেন দৃষ্টিপাতে।
সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে॥
হেন মতে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর বনমালী।
আছে গূঢ়রূপে নিজানন্দে কুতুহলী॥
যদ্যপি এতেক প্রভু আপনা প্রকাশে।
তথাপিও চিনিতে না পারে কোন দাসে॥
হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
তেমত উদ্ধত আর নাহি নবদ্বীপে॥
যখনে যেরূপে লীলা করেন ঈশ্বর।
সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর॥*

* এই চারি পংক্তি কোন কোন পুস্তকে নাই

* সোসর—সদৃশ, তুল্য।

বৃদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।
অস্ত্র শিক্ষা বীর আর না থাকে তেমন॥
কাম লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতা সে করেন বিজয়।
ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয়।
পূজার ঘরেতে হয় নিধিকোটিময়।
এমন উদ্ধত গৌরসুন্দর যখনে।
এই প্রভু বিরক্তি আশ্রয়িবেন যখনে॥
সে বিরক্তি ভক্তিকণা নাহি ত্রিভুবনে।
অন্যে কি সম্ভবে তাহা ব্যক্ত সর্ব্ব জনে॥
এই মত ঈশ্বরের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম্ম॥
এক দিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে।
সাত পাঁচ পড়ুয়া প্রভুর চারি ভিতে॥
ব্যবহারে রাজ-যোগ্য বস্ত্র পরিধান।
অঙ্গে পীত বস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান॥
অধরে তাম্বুল কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন।
লোকে বোলে মূর্ত্তিমন্ত এই কি মদন।
ললাটে তিলক-উর্দ্ধ পুস্তক শ্রীকরে।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্ম-নেত্রে সর্ব্ব পাপ হরে॥
স্বভাবেই চঞ্চল পড়ুয়াবর্গ সঙ্গে।
বাহু দোলাইয়া প্রভু আইসেন রঙ্গে॥
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস।
প্রভু দেখি মাত্র তান হৈল মহা হাস॥
তারে দেখি প্রভু করিলেন নমস্কার।
চিরজীবী হও বোলে শ্রীবাস উদার॥
হাসিয়া শ্রীবাস বোলে "কহ দেখি শুনি।
কতি চলিয়াছ উদ্ধতের চূড়ামণি॥
কৃষ্ণ না ভজিয়ে কাল কি কার্য্যে গোঙাও।
রাত্রি দিন নিরবধি কেনে বা পড়াও॥
পড়ে লোক কেনে? কৃষ্ণ-ভক্তি জানিবারে
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
এতেকে সর্ব্বদা ব্যর্থ না গোঙাও কাল।
পড়িলা ত এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল॥
হাসি বোলে মহাপ্রভু শুনহ পণ্ডিত।
তোমার কৃপায় সেহো হইব নিশ্চিত॥"
এত বলি মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা।
গঙ্গাতীরে আসি শিষ্য সহিতে বসিলা॥
গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশচীনন্দন।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া বসিলা শিষ্যগণ॥
কোটি মুখে সে শোভা ত না পারি কহিতে।
উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে॥
চন্দ্র তারাগণ বা বলিব তাহা নয়।
সকলঙ্ক তার কলা ক্ষয় বৃদ্ধি হয়॥
সর্ব্বকাল পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা।
নিষ্কলঙ্ক তেঞি সে উপমা দূর গেলা॥
বৃহস্পতি উপমাও দিতে না জুয়ায়।
তিঁহো একপক্ষ—দেবগণের সহায়॥
এ প্রভু সভার পক্ষ সহায় সভার।
অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ইঁহার॥
কামদেব উপমা বা দিব সেহো নয়।
তিঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয়॥
এ প্রভু জাগিলে চিত্তে সর্ব্ববন্ধ ক্ষয়।
পরম-নির্ম্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয়॥
এই মত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয়।
সবে এক উপমা দেখি যে চিত্তে লয়॥
কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দ-কুমার।
গোপবৃন্দ মধ্যে বসি করিলা বিহার॥
সেই গোপবৃন্দ লই, সেই কৃষ্ণচন্দ্র।
বুঝি দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রঙ্গ॥
গঙ্গাতীরে যে জন দেখয়ে প্রভুর মুখ।
সেই পায় অতি অনির্ব্বচনীয় সুখ॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি বিলক্ষণ।
গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্ব্বজন॥
কেহ বোলে 'এত তেজ মানুষের নয়।'
কেহ বোলে 'এ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অংশ হয়॥'
কেহ বোলে বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে।
সেই এই হেন বুঝি কখনো না নড়ে॥
রাজশ্রী রাজ-চিহ্ন দেখি এ সকল।"
এইমত বোলে যার যত বুদ্ধি-বল॥
অধ্যাপক প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া।
ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া॥
হয় ব্যাখ্যা 'নয়' করে 'নয়' করে 'হয়'।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥
প্রভু বোলে 'তারে আমি বলি যে পণ্ডিত।
একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত॥

সেই বাক্য ব্যাখ্যান করিয়ে আর বার।
আমা প্রবোধিব হেন দেখি শক্তি কার ?"
এই মত ঈশ্বর ব্যঞ্জেন অহঙ্কার।
সর্ব্ব-গর্ব্ব চূর্ণ হয় শুনিঞা সভার॥

কত বা প্রভুর শিষ্য তার অন্ত নাই।
কত বা মণ্ডলী হই পড়ে ঠাঞি ঠাঞি॥
প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণ কুমার।
আসিয়া প্রভুর পায় করে নমস্কার॥
"পণ্ডিত আমরা পড়িবাঙ তোমা স্থানে।
কিছু জানি হেন কৃপা করিবা আপনে॥"
"ভাল ভাল" হাসি প্রভু বোলেন বচন।
এই মত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ॥
গঙ্গাতীরে শিষ্য সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া।
বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বসিয়া॥
চতুর্দ্দিগে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক।
সর্ব্ব নবদ্বীপে প্রভু প্রভাবে অশোক॥
সে আনন্দ যে যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক।
কোন জন আছে তার ভাগ্য বলিবেক ?
সে আনন্দ দেখিলেক যে সুকৃতি জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসার বন্ধন॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥
তথাপিও এই কৃপা কর গৌরচন্দ্র।
সে লীলা মোহার স্মৃতি হউক জন্ম জন্ম॥
স-পার্ষদে তুমি নিত্যানন্দ যথা যথা।
লীলা কর' মুঞি যেন ভৃত্য হঙ তথা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরাঙ্গনগর ভ্রমণাদি-বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

## নবম অধ্যায়।

জয় জয় দ্বিজকুল-দীপ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় ভক্ত-গোষ্ঠী-হৃদয়-আনন্দ॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ-দৃষ্টিপাত॥
জয় অধ্যাপকশিরোরত্ন বিপ্ররাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ॥
হেন মতে বিদ্যা-রসে শ্রীগৌরাঙ্গনাথ।
বৈসেন সভায় করি বিদ্যা গর্ব্বপাত॥
যদ্যপিও নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজ।
কোট্যর্ব্বুদ অধ্যাপক নানা শাস্ত্ররাজ॥
ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র বা আচার্য্য।
অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য॥
যদ্যপিহ সভেই স্বতন্ত্র, সভে জয়ী।
শাস্ত্র চর্চ্চা হৈলে ব্রহ্মার ও নাহি সহি॥
প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।
পরম্পর সাক্ষাতেও সভেই শুনেন॥
তথাপিও হেন জন নাহি প্রভু প্রতি।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো নাহি শক্তি কতি॥
হেন সে সাধ্বস জন্মে প্রভুরে দেখিয়া।
সভেই যায়েন এক দিগে নম্র হৈয়া॥
যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।
সেই জন হয় যেন অতিবড় দাস॥
প্রভুর পাণ্ডিত্য বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।
সভেই জানেন গঙ্গাতীরে ভাল মতে॥
কোন রূপে কেহো প্রবোধিতে নাহি পারে।
ইহাও সভার চিত্তে জাগয়ে অন্তরে॥
প্রভু দেখি স্বভাবেই জন্ময়ে সাধ্বস।
অতএব প্রভু দেখি সভে হয় বশ॥
তথাপিও হেন তান মায়ার বড়াই।
বুঝিবারে পারে তারে হেন জন নাই॥
তিঁহো যদি না করেন আপনা বিদিত।
তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত॥
তেঁহো পুণ্য নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব্বরীতে।
তাহান মায়ায় পুনী সবে বিমোহিতে॥
হেন মতে সভারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।
বিদ্যা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রঙ্গ॥
হেনকালে তথা এক মহাদিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই॥
সরস্বতী মন্ত্রের একান্ত উপাসক।
মন্ত্র জপি সরস্বতী করিলেক বশ॥
বিষ্ণু-ভক্তি স্বরূপিণী বিষ্ণু-বক্ষ-স্থিতা।
মূর্ত্তি ভেদে রমা—সরস্বতী জগন্মাতা॥

ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণেরে প্রত্যক্ষ হইলা।
'ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী' করি বর দিলা॥
যার দৃষ্টি-পাত মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
দিগ্বিজয়ী বর বা তাহান্ কোন্ শক্তি॥
পাই সরস্বতীর সাক্ষাৎ বর-দান।
সংসার জিনিঞা বিপ্র বুলে স্থানেস্থান॥
সর্ব্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর!
হেন নাহি জগতে যে দিবেক্ উত্তর॥
যার কক্ষা মাত্র নাহি বুলে কোন জনে।
দিগ্বিজয়ী হই বুলে সর্ব্ব স্থানেস্থানে॥
শুনিলেন বড় নবদ্বীপের মহিমা।
পণ্ডিতসমাজ যত তার নাহি সীমা॥
পরম-সমৃদ্ধ অশ্ব-গজ যুক্ত হই।
সভা জিনি নবদ্বীপে গেলা দিগ্বিজয়ী॥
প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি পণ্ডিতসভায়।
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্বনদীয়ায়॥
"সর্ব্ব-রাজ্য দেশ জিনি জয়-পত্র লই।
নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥
সরস্বতীর বর-পুত্র" শুনি সর্ব্বজনে।
পণ্ডিত সভার বড় চিন্তা হৈল মনে॥
"জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থানে।
সভা জিনি নবদ্বীপ জগতে বাখানে॥
হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইব জিনিঞা।
সংসারেই অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিব শুনিঞা॥
যুঝিতে বা কার্ শক্তি আছে তার সনে।
সরস্বতী বর যারে দিলেন আপনে॥
সরস্বতী বক্তা যার জিহ্বায় আপনে।
মনুষ্যে কি বাদে কভু পারে তার সনে"?
সহস্র সহস্র মহা-মহা ভট্টাচার্য্য।
সভেই চিন্তেন মনে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য॥
চতুর্দ্দিগে সভেই করেন কোলাহল।
'বুঝিবাও এই যত যার বিদ্যাবল'॥
এ সব বৃত্তান্ত যত পঢ়ুয়ার-গণে।
কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥
"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিঞা বুলে জয়-পত্র ধরি॥
হস্তী ঘোড়া দোলা লোক অনেক সংহতি
সম্প্রতি আসিয়া হইল নবদ্বীপে স্থিতি॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়-পত্র মাগে সকল সভায়॥"
শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥
"শুন ভাই সব এই কহি তত্ত্ব কথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাবে অনুক্ষণ॥
হৈহয় নহুষ বাণ নরক রাবণ।
মহা দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছ যে যে জন॥
বুঝ দেখি কার গর্ব্ব-চূর্ণ নাহি হয়ে।
সর্ব্বদা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সহে॥
এতেকে তাহার যত বিদ্যা অহঙ্কার।
দেখিবে এথাই সব হইব সংহার॥"
এত বলি হাসি প্রভু শিষ্যগণ সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
গঙ্গাজল স্পর্শ করি গঙ্গা নমস্করি।
বসিলেন শিষ্যসঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব-শিষ্যগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে পরমশোভন॥
ধর্ম্ম-কথা শাস্ত্র-কথা অশেষ কৌতুকে।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে॥
কাহাকে না কহি মনে ভাবেন ঈশ্বরে।
"দিগ্বিজয়ী জিনিবাও কেমন প্রকারে॥
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা অহঙ্কার।
জগতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর॥
সভা মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে।
মৃত্যু তুল্য হইবেক সংসার ভিতরে॥
লাঘবতা বিপ্রের করিবে সর্ব্ব লোকে।
লুটিবে সর্ব্বস্ব বিপ্র মরিবেক শোকে॥
দুঃখ না পাইব বিপ্র গর্ব্ব হৈব ক্ষয়।
বিরলে সে করিবাও দিগ্বিজয়ি-জয়॥"
এই মত ঈশ্বর চিন্তিতে সেই ক্ষণে।
দিগ্বিজয়ী নিশাতে আইলা সেই স্থানে॥
পরম নির্ম্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী॥

ধানশী রাগ

হরিবলি গোরা পঁহু নাচে বাহু তুলি।
জগ-মন বান্ধল করুণ বোল বলি ॥ ধ্রু ॥
শিষ্যসঙ্গে গঙ্গা তীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ সর্ব্ব মনোহর ॥
হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন।
মুক্তা জিনি শ্রীদশন, অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব-কলেবর ॥
সুবলিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তহি অনন্ত-বিজয় ॥
শ্রীললাটে উর্দ্ধসুতিলক মনোহর।
আজানু লম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর।
যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম-উরু-মাঝে থুই দক্ষিণ চরণ ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
হয় নয় করে নয় করেন প্রমাণ ॥
অনেক মণ্ডলী হই সর্ব্ব শিষ্যগণ।
চতুর্দ্দিগে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া দিগ্বিজয়ী সুবিস্মিত।
মনে ভাবে 'এই বুঝি নিমাই পণ্ডিত' ॥
অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি দিগ্বিজয়ী।
প্রভুর সৌন্দর্য্য চাহে এক দৃষ্টি হই ॥
শিষ্য স্থানে জিজ্ঞাসিল "কি নাম ইহান ॥"
শিষ্য বোলে "নিমাঞি পণ্ডিত খ্যাতিমান।"
তবে গঙ্গা নমস্করি সেই বিপ্রবর।
আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥
তারে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া ॥
পরম নিঃশঙ্ক সেহ দিগ্বিজয়ী আর।
তবু প্রভু দেখিয়া সাধ্বস হৈল তার ॥
ঈশ্বর স্বভাব শক্তি সেইমত হয়।
দেখিতেই মাত্র তার সাধ্বস জন্ময় ॥ *

সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি বিপ্রসঙ্গে।
জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরম্ভিলা রঙ্গে ॥
প্রভু কহে "তোমার কবিত্বের নাহি সীমা
হেন নাহি যাহা তুমি না কর বর্ণনা ॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হউ পাপ বিমোচন ॥"
শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥
দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণনা।
কতরূপে বলে তার কে করিবে সীমা ? ॥
শতমেঘে শুনি যেন করয়ে গর্জ্জন।
এই মত কবিত্বের গাম্ভীর্য্য পঠন ॥
জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান।
যে বোলয়ে সেই হয় অত্যন্ত প্রমাণ ॥
মনুষ্যের শক্তি তাহা দূষিবেক কে ?
হেন বিদ্যাবন্ত নাহি বুঝিবেক যে ?
সহস্র সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।
অবাক হইলা সবে শুনিঞা বর্ণন ॥
'রাম রাম' অদ্ভুত স্মরেণ শিষ্যগণ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে কথন ? ॥
জগতে অদ্ভুত যত শব্দ অলঙ্কার।
সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥
সর্ব্ব শাস্ত্রে মহা বিশারদ যে যে জন।
হেন শব্দ তাহারাও বুঝিতে বিষম ॥
এইমত প্রহর খানেক দিগ্বিজয়ী।
অদ্ভুত পড়য়ে তথাপি অন্ত নাই ॥
পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥
"তোমার যে শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়।
তুমি বিনে বুঝাইলে বুঝা নাহি যায় ॥
এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।
যে শব্দে যে বোল তুমি সেই সুপ্রমাণ ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব মনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥
ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে ॥
প্রভু বোলে "এ সকল শব্দ অলঙ্কার।
শাস্ত্রমতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার ॥

* "রঙ্গ দেখিতে কি বাহু কথন উঠয়"—পাঠান্তর।

তুমি বা দিয়াছ কোন অভিপ্রায় করি।
বোল দেখি” কহিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এত বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী।
সিদ্ধান্ত না স্ফুরে কিছু বুদ্ধি গেল কহিঁ॥
সাত পাঁচ বোলে বিপ্র প্রবোধিতে নারে।
যেই বোলে তাই দোষে গৌরাঙ্গ সুন্দরে॥
সকল প্রতিভা পলাইল কোন স্থানে।
আপনে না বুঝে বিপ্র কি বোলে আপনে॥
প্রভু বোলে “এ থাকুক পড় কিছু আর।”
পড়িতেও পূর্ব্বমত শক্তি নাহি আর।
কোন্ চিত্র তাহার সম্মোহন প্রভু স্থানে?
বেদেও পায়েন মোহ যাঁর বিদ্যমানে॥
আপনে অনন্ত চতুর্ম্মুখ পঞ্চানন।
যা সভার দৃষ্ট্যে হয় অনন্ত ভুবন॥
তাহারাও পায়েন মোহ যান বিগুমানে।
কোন চিত্র সে বিপ্রের মোহ প্রভু স্থানে॥
লক্ষ্মী সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে যা সভার ছায়া॥
তাহারা পায়েন মোহ যান্ বিদ্যমানে।
অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
বেদকর্ত্তা, শেষ মোহ পায় যার স্থানে।
কোন চিত্র দিগ্বিজয়ী-মোহ বা তাহানে॥
মনুষ্যে এ কার্য্য সব অসম্ভব বড়।
তেঁঞি বলি তান্ সকল কার্য্য দড়॥
মূলে যত কিছু কর্ম্ম করেন ঈশ্বরে।
সকল নিস্তার হেতু দুঃখিত-জীবেরে॥
দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা॥
সভারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন॥
“আজি চল তুমি শুভ কর” বাসা প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি॥
তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায়, শুইয়া থাক গিয়া॥
এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।
যাহারে জিনেন সেহ দুঃখ নাহি পায়॥
সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে।
জিনিঞাও সভারে তোষে মহাপ্রভু পাছে॥

“চল আজি ঘরে গিয়া বসি পুঁথি চাহ।
কালি যে জিজ্ঞাসি তাহা বলিবারে চাহ॥”
জিনিঞাও কাহার না করে তেজ-ভঙ্গ।
সভেই পায়েন প্রীতি হেন তান সঙ্গ॥
অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।
সভার প্রভুর প্রতি মনে বড় প্রীত॥
শিষ্যগণ-সংহতি চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত অন্তর॥
দুঃখিত হইয়া বিপ্র চিন্তে মনে মনে।
সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে॥
ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা দর্শন।
বৈশেষিক বেদান্তে নিপুণ যত জন॥
হেন জন না দেখিল সংসার ভিতরে।
জিনিতে কি দায় মোর সনে কক্ষা করে॥
শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়ায়ে ব্রাহ্মণ।
সে মোহারে জিনে হেন বিধির ঘটন॥
সরস্বতীর বর অন্যথা দেখি হয়।
এ মোহার চিত্তে বড় লাগিল সংশয়॥
দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ।
অতএব হৈল মোর প্রতিভা সঙ্কোচ॥
অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।”
এতবলি মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ॥
মন্ত্র জপি দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।
স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা॥
কৃপা-দৃষ্ট্যে ভাগ্যবন্ত-ব্রাহ্মণের প্রতি।
কহিতে লাগিলা অতি গোপ্য সরস্বতী॥
সরস্বতী বোলেন “শুনহ বিপ্রবর।
বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর॥
কার স্থানে কহ যদি এ সকল কথা।
তবে তুমি শীঘ্র হৈবা অল্পায়ু সর্ব্বথা॥
যার ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সেহ সুনিশ্চয়॥
আমি যান পাদ-পদ্মে নিরন্তর দাসী।
সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি॥
তথাহি (ভাঃ ২।৫।১৩)
নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

**অন্বয়ঃ।**—যস্য ঈক্ষাপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া অমুয়া বিমোহিতাঃ (সন্তঃ) দুর্দ্ধিয়ঃ মমাহমিতি বিকত্থন্তে॥

**অনুবাদ**—'ইনি আমার কপটতা অবগত আছেন' ভাবিয়া যাঁহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে যিনি বিশেষরূপে লজ্জিতা হন তাঁহার সেই মায়ার প্রভাবে বিমোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধিগণ "আমি ও আমার" এইরূপ আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে।

আমি সে বুলিয়ে বিপ্র তোমার জিহ্বায়।
তাহান্ সম্মুখে শক্তি না বসে আমায়।
আমার কি দায় শেষদেব ভগবান।
সহস্রবদনে বেদ যে করে ব্যাখ্যান॥
অজ ভব আদি যান উপাসনা করে।
হেন শেষ মোহ মানে যাহান গোচরে॥
পরব্রহ্ম নিত্য শুদ্ধ অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণহই বৈসে সভার হৃদয়॥
ভক্তি জ্ঞান বিদ্যা শুভ অশুভাদি যত।
দৃষ্যাদৃষ্য তোমারে বা কহিবাঙ কত॥
সকল প্রলয় হয় শুন যাহা হৈতে।
সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে॥
ব্রহ্মা আদি যত দেখ সুখ দুঃখ পায়।
সকল জানিহ বিপ্র ইহান আজ্ঞায়॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি যত শুন অবতার।
এই প্রভু বিনা বিপ্র কিছু নাহি আর॥
অই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি স্থাপয়িতা।
অই সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা॥
অই সে বামন-রূপী বলির জীবন।
যার পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম॥
অই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়।
বধিল রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায়॥
উহানে সে বসুদেব নন্দ-পুত্র বলি।
এবে বিপ্র-পুত্র বিদ্যা-রসে কুতূহলী॥
বেদেও কি জানেন উহান অবতার?।
জানাইলে জানয়ে অন্যথা শক্তি কার॥
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
জয়িপদ ফল না হয় তাহার॥
মন্ত্র জপের ফল যাহা এবে সে পাইলা।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা॥
যাহ শীঘ্র বিপ্র তুমি ইহান্ চরণে।
দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে॥
স্বপ্ন হেন না মানিহ এসব বচন।
মন্ত্রবশে কহিলাঙ বেদ সঙ্গোপন"॥
এত বলি সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্ধান।
জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান॥
জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।
চলিলেন অতি উষা-কালে প্রভু-স্থানে॥
প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবত হৈলা।
প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া তুলিলা॥
প্রভু বোলে "কেন ভাই একি ব্যবহার?"
বিপ্র বোলে "কৃপা দৃষ্টি যে হেন তোমার॥"
প্রভু বোলে "দিগ্বিজয়ী হইয়া আপনে।
তবে তুমি আমারে এমত কর কেনে॥"
দিগ্বিজয়ী বোলেন "শুনহ বিপ্ররাজ।
তোমা ভজিলে সে সিদ্ধ হয় সর্ব্বকাজ॥
কলি যুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন॥
তখনেই আমার চিত্তে জন্মিল সংশয়।
তুমি জিজ্ঞাসিলে মোর বাক্য না স্ফুরয়॥
তুমি যে অগর্ব্ব ইহা সর্ব্ব বেদে কহে।
তাহা সত্য দেখিল, অন্যথা কভু নহে॥
তিনবার আমারে করিলে পরাভব।
তথাপি আমার তুমি রাখিলে গৌরব॥
এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অন্যে হয়?
অতএব তুমি নারায়ণ সুনিশ্চয়॥
গৌড় তিরহুত দিল্লী কাশী আদি করি।
গুজরাট বিজয়-নগর কাঞ্চীপুরী॥
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ উড্র দেশ আর কত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥
দূষিবে আমার বাক্য সে থাকুক দূরে।
বুঝিতেই কোন জনে শক্তি নাহি ধরে॥
হেন আমি তোমা স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিলু সব বুদ্ধি গেল কোন ভিতে॥
এই কর্ম্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।
সরস্বতী-পতি তুমি দেবী মোরে কহে॥

বড় শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবদ্বীপে।
তোমা দেখিলাঙ ডুবিয়াঙ ভব-কূপে॥
অবিদ্যা বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।
বেড়াঙ পাসরি তত্ত্ব আপনা বঞ্চিয়া॥
দৈব-ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা-দরশনে।
এবে কৃপা-দৃষ্ট্যে মোরে করহ মোচনে॥
পরউপকার-ধর্ম্ম স্বভাব তোমার।
তোমা বিনে শরণ্য দয়ালু নাহি আর॥
হেন উপদেশ মোরে কর মহাশয়।
আর যেন দুর্ব্বাসনা চিত্তে নাহি হয়॥"
এই মত কাকুবাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি নম্র হৈয়া॥
শুনিয়া বিপ্রের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর॥
"শুন দ্বিজবর তুমি মহা ভাগ্যবান।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান।
দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বর ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
মন দিয়া বুঝ দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয়॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥
মহা উপদেশ এই কহিল তোমারে।
সবে বিষ্ণু ভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে"॥
এত বলি মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।
আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।
বিপ্রের হইল সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন॥
প্রভু বোলে "বিপ্র সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ সর্ব্ব-ভূতে দয়া করি॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
সে সকল কিছু না কহিবা কাহা প্রতি
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।
প্রভুরে করিয়া দণ্ড প্রণাম বিস্তর॥
পুনঃ পুনঃ পাদ-পদ্ম করিয়া বন্দন।
মহা-কৃতকৃত্য হই চলিলা ব্রাহ্মণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি বিরক্তি বিজ্ঞান।
সেইক্ষণে বিপ্র-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান॥
কোথা গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী-দম্ভ।
তৃণ হৈতে অধিক হইলা বিপ্র নম্র॥
হস্তী ঘোড়া দোলা ধন যতেক সম্ভার।
পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বস্ব আপনার॥
চলিলেন দিগ্বিজয়ী হইয়া অসঙ্গ।
হেন মত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের রঙ্গ॥
তাহান্ কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম।
রাজ্য-পদ ছাড়ি করে ভিক্ষুকের কর্ম্ম॥
কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্য-সুখ ছাড়ি যার অরণ্যে বিলাস॥
যে বিভব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।
পাইয়াও কৃষ্ণ-দাস তাহা পরিহরে॥
তাবৎ রাজ্যাদি-পদ সুখ করি মানে।
ভক্তি-সুখ মহিমা যাবৎ নাহি জানে॥
রাজ্যাদি সুখের কথা সে থাকুক দূরে।
মোক্ষ সুখ অল্প মানে কৃষ্ণ অনুচরে॥
ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।
অতএব ঈশ্বর ভজন বেদে কহে॥
হেনমতে দিগ্বিজয়ী পাইলা মোচন।
হেন গৌর-সুন্দরের অদ্ভুত কথন॥
দিগ্বিজয়ী জিনিলেন শ্রীগৌর-সুন্দরে।
শুনিলেন ইহা সব নদীয়া নগরে॥
সকল লোকের হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
নিমাঞি পণ্ডিত হয় মহা বিদ্যাবান॥
দিগ্বিজয়ী হারিয়া চলিল যার ঠাঞি।
এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাঞি॥
সার্থক করেন গর্ব্ব নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে তাহান্ বিদ্যা হইল বিদিত॥"
কেহ বোলে "এ ব্রাহ্মণ ন্যায় যদি পড়ে।
ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কথন না নড়ে॥"

কেহ কেহ বোলে ভাই "মিলে সর্ব্ব জনে।
'বাদিসিংহ' বলিয়া পদবী দিব তানে॥"
হেন সে তাহার অতি মায়ার বড়াই।
এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই॥
এইমত সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্বজনে।
প্রভুর সৎকীর্ত্তি সভে ঘোষে সর্ব্বগণে।
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার।
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের দিগ্বিজয়ী জয়।
কোথায় তাহার পরাভব নাহি হয়॥
বিদ্যা-রস গৌরাঙ্গের অতি মনোহর।
ইহা যেই শুনে, হয় তান অনুচর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দিগ্বিজয়ি-বিমোচনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯।

## দশম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় জয় শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্রের জীবন।
জয় শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণধন॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপা-দৃষ্ট্যেকর প্রভু সর্ব্ব জীবে ত্রাণ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন এক মনে।
বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে॥
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক সর্ব্বক্ষণ।
বিদ্যা-রসে বিহরেন লঞা শিষ্যগণ॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে প্রতি নগরে নগরে।
শিষ্যগণ-সঙ্গে বিদ্যা রসে ক্রীড়া করে॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে সর্ব্ব লোকে হৈল ধ্বনি।
নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি॥"
বড় বড় বিষয়ী সকল দোলা হৈতে।
নামিয়া করেন নমস্কার বহুমতে॥
প্রভু দেখি মাত্র জন্মে সভার সাধ্বস॥
নবদ্বীপে হেন নাহি, যে না হয় বশ॥

নবদ্বীপে যারা যত ধর্ম্ম কর্ম্ম করে।
ভোজ্য বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে॥
প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বরব্যাভার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখিত দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কড়ি পাতি দেন গৌর-হরি॥
নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সভাকারে॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সভা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥
ঘরে কিছু নাই আই চিন্তে মনে মনে।
"কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইব কেমনে?"
চিন্তিতেই হেন নাহি জানি কোন জনে।
সকল সম্ভার আনি দেই সেইক্ষণে॥
তবে লক্ষ্মী দেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষ তবে প্রভু আসি বৈসে॥
সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥
এইমত যতেক অতিথি আসি হয়।
সভারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময়॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম॥
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশুপক্ষী হইতে অধম বলি তারে॥
যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥

তথাহি (৩।১০১) মনুসংহিতায়াং।

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহেনোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

**অন্বয়ঃ**।—তৃণানি (শয়নার্থং) ভূমিঃ (আশ্রয়স্থানং) উদকং (পাদপ্রক্ষালনজলং) চতুর্থী সূনৃতা বাক্ এতানি অপি অতিথিসেবার্থং সতাং গেহে ন কদাচ উচ্ছিদ্যন্তে।

**অনুবাদ**।—শয়নীয় তৃণ, বিশ্রামভূমি, পাদ প্রক্ষালনের জল—এই তিন এবং চতুর্থ প্রিয়-বচন অতিথি সেবার জন্য অন্য কিছু না মিলিলেও

এ সকলের উচ্ছেদ বা অভাব কখনও সাধু-লোকদিগের গৃহে হইতে পারে না ॥
সত্য বাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি আতিথ্যশূন্য না হয় তাহার ॥
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি—অতিথিরে ভক্তি ॥
অতএব অতিথিরে আপনে ঈশ্বরে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম আদরে ॥
সেই সব অতিথি পরম ভাগ্যবান।
লক্ষ্মী-নারায়ণে যারে করে অন্নদান ॥
যার অন্নে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ।
হেন সে অদ্ভুত তাহা খায় যে সে জন ॥
কেহো কেহো ইথিমধ্যে কহে অন্য কথা।
"সে অন্নের যোগ্য অন্য না হয় সর্ব্বথা ॥
ব্রহ্মা শিব শুক ব্যাস নারদাদি করি।
সুরসিদ্ধ আদি যত স্বচ্ছন্দ বিহারী ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জানি সবে আইলেন ভিক্ষুকের রূপে ॥
অন্যথা সে স্থানে যাইবার শক্তি কার।
ব্রহ্মাদিও বিনা কি সে অন্ন পায় আর ?"
কেহ বোলে "দুঃখিত তারিতে অবতার।
সর্ব্ব মতে দুঃখিতের করেন নিস্তার ॥
ব্রহ্মা আদি দেবতা তান অঙ্গ প্রতি অঙ্গ।
সর্ব্বদা তাহারা ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গ ॥
তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দিমু সকল জীবেরে ॥
অতএব দুঃখিতেরে ঈশ্বর আপনে।
নিজ গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ॥"
একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রন্ধন।
তথাপিও পরম আনন্দ-যুক্ত মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শচী ভাগ্যবতী।
দণ্ডে দণ্ডে আনন্দ বিশেষ বাঢ়ে অতি ॥
উষা-কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম্ম।
আপনে করেন সব এই তান ধর্ম্ম ॥
দেব-গৃহে করেন যত স্বস্তিক মণ্ডলী।
শঙ্খ চক্র লিখেন হইয়া কুতুহলী ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ সুবাসিত জল।
ঈশ্বর পূজার সজ্জা করেন সকল ॥
নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।
ততোধিক শচীর সেবায় তান মন ॥
লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌর-সুন্দর।
মুখে কিছু না-বলেন সন্তোষ অন্তর ॥
কোন দিন লই লক্ষ্মী প্রভুর চরণ।
বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুক্ষণ ॥
অদ্ভুত দেখেন শচী পুত্র পদতলে।
মহা জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি-পঞ্চ-শিখা জ্বলে ॥
কোন দিন পদ্ম-গন্ধ পায় শচী আই।
ঘর দ্বার সর্ব্বত্র ব্যাপিত অন্ত নাই ॥
হেন মতে লক্ষ্মী-নারায়ণ নবদ্বীপে।
কেহ নাহি চিনেন আছেন গূঢ়রূপে ॥
তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান।
বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥
তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বাণী।
"কত দিন প্রবাস করিব মাতা আমি" ॥
লক্ষ্মী-প্রতি কহিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর।
"মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর" ॥
তবে প্রভু কত আপ্ত শিষ্যবর্গ লৈঞা।
চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈঞা ॥
যে যে জনে দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে।
সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সম্বরিতে ॥
স্ত্রীলোকে দেখিয়া বোলে "এ পুত্র যাহার।
ধন্য তার জন্ম তার পায়ে নমস্কার ॥
যেই ভাগ্যবতী হেন পাইলেক পতি।
স্ত্রী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥"
এই মত পথে যত দেখে স্ত্রী পুরুষে।
পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে ॥
দেবেও করেন কাম্য যে প্রভু দেখিতে।
যেতে জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে ॥
হেন মতে শ্রীগৌর-সুন্দর ধীরে ধীরে।
কত দিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥
পদ্মাবতী নদীর তরঙ্গ শোভা অতি।
উত্তম পুলিন যেন উপবন তথি ॥
দেখি পদ্মাবতী প্রভু মহা কুতূহলে।
গণ সহ স্নান করিলেন সেই জলে ॥
ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে।
যোগ্য হৈলা সর্ব্ব লোক পবিত্র করিতে ॥

পদ্মাবতী নদী অতি দেখিতে সুন্দর।
তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি মনোহর॥
পদ্মাবতী দেখি প্রভু পরম হরিষে।
সেই স্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে॥
যেন ক্রীড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে।
শিষ্যগণ সহিত পরম কুতূহলে॥
সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী।
প্রতি দিন প্রভু জল-ক্রীড়া করে তথি॥
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য বঙ্গদেশ॥
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র।
শুনি সর্ব্বলোকে বড় হইল আনন্দ॥
"নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপকশিরোমণি।
আসিয়া আছেন" সর্ব্ব দিগে হৈল ধ্বনি।
ভাগ্যবন্ত যত আছে সকল ব্রাহ্মণ।
উপায়ন হস্তে আইলেন সেইক্ষণ॥
সভে আসি প্রভুরে করিয়া নমস্কার।
বলিতে লাগিলা অতি করি পরিহার॥
"আমা সভাকার অতি-ভাগ্যোদয় হৈতে
তোমার বিজয় আসি হৈল এ দেশেতে॥
অর্থ-বৃত্তি লই সর্ব্ব গোষ্ঠীর সহিতে।
যার স্থানে নবদ্বীপে যাইব পড়িতে॥
হেন নিধি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।
আনিয়া দিলেন আমা সভার গোচরে॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।
তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর॥
বৃহস্পতি দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।
ঈশ্বরের অংশ তুমি হেন মনে লয়॥
অন্যথা ঈশ্বর বিনে এমত পাণ্ডিত্য।
অন্যের না হয় কভু লয় চিত্ত-বৃত্তি॥
এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমারে।
বিদ্যাদান কর কিছু আমা সভাকারে॥
উদ্দেশে আমরা সভে তোমার টিপ্পনী।
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি॥
সাক্ষাতেও শিষ্য কর আমা সভাকারে!
থাকুক তোমার কীর্ত্তি সকল সংসারে"॥
হাসি প্রভু সভা প্রতি করিয়া আশ্বাস।
কত দিন বঙ্গদেশে করিলা বিলাস॥

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সেই বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্য-সংকীর্ত্তন করে স্ত্রী-পুরুষে॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহো বোলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্ম-দৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তারে সভে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ - গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
যার নাম স্মরণে সমস্ত বন্ধ-ক্ষয়।
যার দাস স্মরণেও সর্ব্বত্রে বিজয়॥
সকল ভুবনে দেখ যার যশ গায়।
বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পায়॥
হেন মতে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ গৌরচন্দ্র।
বিদ্যারসে করে প্রভু বঙ্গদেশে রঙ্গ॥
সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
হেন নাহি জানি কে পড়য়ে কোন ঠাঞি॥
শুনি সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
নিমাঞি পণ্ডিত স্থানে পড়িবাঙ গিয়া॥
হেন কৃপা-দৃষ্ট্যে প্রভু করেন ব্যাখ্যান
দুই মাসে সভেই হইল বিদ্যাবান্॥
কত শত শত জন পদবী লভিয়া।
ঘরে যায় আর কত আইসে শুনিয়া॥
এই মতে বিদ্যা-রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
বিদ্যা-রসে-বঙ্গ দেশে করিলেন স্থিতি॥
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
অন্তরে দুঃখিতা দেবী কাহারে না কহে॥
নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥

নামেতে সে অন্ন মাত্র পরিগ্রহ করে।
ঈশ্বর বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥
একেশ্বর সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন।
চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন-ক্ষণ।
ঈশ্বরবিচ্ছেদ লক্ষ্মী না পারি সহিতে।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে॥
নিজ প্রাকৃত দেহ থুই পৃথিবীতে।
চলিলেন প্রভু পাশে অতি অলক্ষিতে॥
প্রভু-পাদ-পদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয়।
ধ্যানে গঙ্গা-তীরে দেবী করিলা বিজয়॥
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে।
কাঠ দ্রবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে॥
সে সকল দুঃখরস না পারি বর্ণিতে।
অতএব কিছু কহিলাম সূত্রমতে॥
সাধুগণ শুনি বড় হইল দুঃখিত।
সভে আসি কার্য্য করিলেন যথোচিত॥
ঈশ্বর থাকিয়া কতদিন বঙ্গদেশে।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবাসে॥
তবে গৃহে প্রভু আসিবেন হেন শুনি।
যার যত শক্তি সবে ধন দিলা আনি॥
সুবর্ণ রজত জল-পাত্র দিব্যাসন।
সুরঙ্গ-কম্বল বহু প্রকার বসন॥
উত্তম পদার্থ যার যত ছিল ঘরে।
সভেই সন্তোষে আনি দিলেন প্রভুরে॥
প্রভুও সভার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করি।
পরিগ্রহ করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
সন্তোষে সভার স্থানে হইয়া বিদায়।
নিজ গৃহে চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
অনেক পঢ়ুয়া সব প্রভুর সহিতে।
চলিলেন প্রভু স্থানে তথাই পঢ়িতে॥
হেনই সময়ে এক সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
অতি সার-গ্রাহী নাম—মিশ্র তপন।
সাধ্যসাধনতত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিব তারে॥
নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্র-দিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে এক দিন রাত্র-শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥
"শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নর-নারায়ণ॥
নর-রূপে লীলা তান জগত কারণ।
বেদ-গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম জন্মান্তরে"॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা।
অহো ভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌর-সুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড় হস্তে দাণ্ডাইল সভার সদনে॥
বিপ্র বোলে "আমি অতি দীন-হীন জন
কৃপা-দৃষ্ট্যেকর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়"॥
প্রভু বোলে"বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার'॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতি তলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে॥

তথাহি—গীতায়াং—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অ০। সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং বিনাশায় চ ধর্ম্মসংস্থাপনায় যুগে যুগে (অহং) সম্ভবামি॥

**অনুবাদ**—ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য দুস্কৃতগণের বিনাশের জন্য ও ধর্ম্মের সম্যক্‌রূপ স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ॥

তথাহি—ভাগবতে—

আসন্ বর্ণা স্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনুঃ ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীতঃ ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

**অন্বয়ঃ** । অনুযুগং তনুঃ গৃহ্নতঃ অস্য শুক্লঃ রক্তঃ তথা পীতঃ ( ইতি ) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ আসন্ হি, ইদানীং ( অয়ং ) কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

**অনুবাদ**—শ্রীভাগবতে গর্গঋষি শ্রীমন্নারদকে বলিতেছেন। যুগানুরূপ শরীর ধারণকারী ইহাঁর পূর্ব্বে শুক্ল রক্ত ও পীত এই তিন বর্ণ ছিল। অধুনা ইনি কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ ॥

তথাহি—তত্রৈব—

কৃতেযদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যযতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যা য়াং কলৌতদ্ধরি-কীর্ত্তনাং ॥

**অন্বয়ঃ** :—কৃতে বিষ্ণুং ধ্যায়তঃ যৎ ত্রেতায়াং মখৈঃ যজতঃ ( যৎ ), দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং ( যং ) কলৌ হরিকীর্ত্তনাং তৎ ( ভবতি ) ॥

**অনুবাদ**—সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যানকারীর যে ফল-লাভ হয়, ত্রেতাযুগে যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুকে যাজনকারীর যে ফল হয়, দ্বাপরে হরির পরিচর্য্যায় যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে হরিকীর্ত্তনের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে।

অতএব কলিযুগে নাম যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ।।
শুন মিশ্র কলিযুগে নাই তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য ।।
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া ।।

সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সংকীর্ত্তনে মিলিব সকল ॥

তথাহি—বৃহন্নারদীয়ে,

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

**অন্বয়ঃ** ।—হরের্নাম হরের্নাম কেবলং হরের্নামএব, কলৌ অন্যথা গতিঃ নাস্তিএব নাস্তিএব নাস্তিএব ।

**অনুবাদ**—হরিরনাম হরিরনাম কেবলই হরিরনাম, কলিযুগে ইহা ব্যতীত অন্য কোনও গতি নাই, নাই, নাই ।।

অথ মহা-মন্ত্র ।—

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহা-মন্ত্র ॥
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র।
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে ॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে"।
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি বিপ্রবর ॥
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর।
মিশ্র কহে "আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি" ॥
প্রভু কহে "তুমি শীঘ্র যাও বারাণসী।
তথাই আমার সঙ্গে হইব মিলন ।।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্যসাধন"।
এত বলি প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন।
প্রেমে পুলকিতঅঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ ।।
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
পরানন্দসুখ পাইল ব্রাহ্মণ তখন ।।
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া।
সুস্বপ্ন-বৃত্তান্ত কহে গোপনে বসিয়া ।।
শুনি প্রভু কহে "সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ সব চরিত ॥"
পুনঃ নিষেধিল প্রভু সযত্ন করিয়া।
হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ লগ্ন পাঞা ।।
হেন মতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।
নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥

ব্যবহারে অর্থ বিত্ত অনেক লইয়া।
সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জননী-চরণে।
অর্থ-বিত্ত সকল দিলেন তান স্থানে॥
সেইক্ষণে প্রভু শিষ্যগণের সহিতে।
চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জন করিতে॥
সেইক্ষণে গেলা আই করিতে রন্ধন।
অন্তরে দুঃখিতা আছে সর্ব্ব-পরিজন॥
শিক্ষাগুরু প্রভু সর্ব্ব-গণের সহিতে।
গঙ্গারে হইলা দণ্ডবৎ বহু মতে॥
কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি জল খেলা।
স্নান করি গঙ্গা দেখি গৃহেতে আইলা॥
তবে প্রভু যথোচিত নিত্য কর্ম্ম করি।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
সন্তোষে বৈকুণ্ঠ-নাথ ভোজন করিয়া।
বিষ্ণু-গৃহ-দ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া॥
তবে আপ্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে।
সভেই বেড়িয়া বসিলেন চারি ভিতে॥
সভার সহিত প্রভু হাস্যকথারঙ্গে।
কহিলেন যেন মত আছিলেন বঙ্গে॥
বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।
বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া।
দুঃখ-রস হইবেক জানি আপ্তগণ।
লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কথন॥
কতক্ষণ থাকিয়া সকল আপ্তগণ।
বিদায় হইয়া গেলা যার যে ভবন॥
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বুল-চর্ব্বণ।
নানা-হাস্য-পরিহাস্য করেন কথন॥
শচীদেবী অন্তরে দুঃখিতা হই ঘরে।
আছেন না আইসেন পুত্রের গোচরে॥
আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে।
দুঃখিত-বদন প্রভু জননীরে দেখে।
জননীরে বোলে প্রভু মধুর বচন।
"দুঃখিত তোমারে মাতা দেখি কি কারণ॥
কুশলে আইলুঁ আমি দূরদেশ হৈতে।
কোথা তুমি মঙ্গল করিবা ভাল-মতে॥
আরো তোমা দেখি অতি দুঃখিত-বদন।
সত্য কহ দেখি মাতা ইহার কারণ॥

শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অধো-মুখে।
কান্দে মাত্র উত্তর না করে কিছু দুঃখে॥
প্রভু বোলে "মাতা আমি জানিল সকল।
তোমার বধূর কিছু বুঝি অমঙ্গল॥"
তবে সভে কহিলেন "শুনহ পণ্ডিত।
তোমার ব্রাহ্মণী গঙ্গা পাইলা নিশ্চিত॥"
পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
ক্ষণেক রহিলা প্রভু হেট মাথা করি॥
প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।
তুষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ব-বেদ-সার॥
লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া।
কহিতে লাগিলা নিজে ধৈর্য্য-চিত্ত হৈয়া॥
প্রভু বোলে "মাতা দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে তা খণ্ডিব কেমনে॥
এই মত কাল-গতি—কেহ কারো নহে।
অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥
ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায়।
হইল সে আর কোন কার্য্যে দুঃখ তায়?॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তার বড় আর বা কে আছে ভাগ্যবতী?"
এই মত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া।
রহিলেন নিজ-কৃত্যে আপ্তগণ লৈয়া।
শুনিঞা প্রভুর অতি অমৃত-বচন।
সভার হইল সর্ব্ব-দুঃখ বিমোচন।
হেন মতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি।
কৌতুকে আছেন বিদ্যা-রসে ক্রীড়া করি॥
সন্ধ্যাবন্দনাদি প্রভু করি উষাকালে।
নমস্করি জননীরে পড়াইতে চলে॥
অনেক জন্মের ভৃত্য মুকুন্দ সঞ্জয়।
পুরুষোত্তম দাস হন যাহার তনয়॥
প্রতি দিন সেই ভাগ্যবন্তের আলয়।
পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয়॥
চণ্ডী-গৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।
তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে॥
ইথিমধ্যে কদাচিত কেহ কোন দিনে।
কপালে তিলক না করিয়া থাকে ভ্রমে॥

ধর্ম্মসনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব্ব ধর্ম্ম।
লোক-রক্ষা লাগি প্রভু না লঙ্ঘেন কর্ম্ম ॥
হেন লজ্জা তাহারে দেয়েন সেইক্ষণে।
সে আর না আইসে কভু, সন্ধ্যা করি বিনে ॥
প্রভু বোলে "কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার ॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
সে কপালে শ্মশানসদৃশ বেদে বলে ॥
বুঝিলাম আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা।
আজি ভাই তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥
চল সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পঢ়িবার" ॥
এই মত প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
সভেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম্ম-পরায়ণ ॥
এতেক ওদ্ধত্য প্রভু করেন কৌতুকে।
হেন নাহি যারে না চালেন নানারূপে ॥
সবে পরস্ত্রীর প্রতি নাহি পরিহাস।
স্ত্রী দেখি দূরে প্রভু হয়েন এক পাশ ॥
বিশেষে চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।
কদর্থেন সেই মত বচন বলিয়া ॥
ক্রোধে শ্রীহট্টিয়াগণ বোলে "হয় হয়।
তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয় ॥
পিতা মাতা আদি করি যতেক তোমার।
বল দেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার ॥
আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন্ যুক্তি ইথে হয় ? ॥" *
যত তত বোলে প্রভু প্রবোধ না মানে।
নানা মত কদর্থেন সে-দেশী বচনে ॥
তাবৎ চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর।
যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥
মহা-ক্রোধে কেহ লই যায় খেদাড়িয়া।
লাগালি না পায় যায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া ॥
কেহো বা ধরিয়া লয় শিকদার-স্থানে †
লৈয়া যায় মহা ক্রোধে ধরিয়া দেয়ানে ‡

তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে।
সমঞ্জস করাইয়া চলে সেই ক্ষণে ॥
কোন দিন থাকি কোন বাঙ্গালেরে আড়ে।
বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়েন রড়ে * ॥
এই মত চাপল্য করেন সভা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে।
"গৌরাঙ্গ-নাগর" হেন স্তব নাহি বোলে ॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে।
তথাপিও স্বভাবে সে গায় বুধগণে ॥
হেন মতে শ্রীমুকুন্দ-সঞ্জয়-মন্দিরে।
বিদ্যারসে শ্রীবৈকুণ্ঠনায়ক বিহরে ॥
চতুর্দ্দিগে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী।
মধ্যে পঢ়ায়েন প্রভু মহা-কুতূহলী ॥
বিষ্ণু-তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে।
অশেষ প্রকারে ব্যাখ্যা করেন নিজ-রসে ॥
উষা-কালে হৈতে দুই প্রহর-অবধি।
পঢ়াইয়া গঙ্গাস্নানে চলে গুণনিধি ॥
নিশারো অর্দ্ধেক এইমত প্রতি দিনে।
পঢ়ায়েন চিন্তয়েন সভারে আপনে ॥
অতএব প্রভু স্থানে বর্ষেক পঢ়িয়া ॥
পণ্ডিত হয়েন সভে সিদ্ধান্ত জানিয়া।
হেন মতে বিদ্যা-রসে আছেন ঈশ্বর।
বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে শচী নিরবধি মনে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা চাহে অনুক্ষণে ॥
সেই নবদ্বীপে বসে মহা-ভাগ্যবান।
দয়াশীল স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম ॥
অকৈতব উদার পরম বিষ্ণু-ভক্ত।
অতিথি সেবন পর-উপকারে রত ॥
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহা-বংশ-জাত।
পদবী 'রাজ-পণ্ডিত' সর্ব্বত্র বিখ্যাত ॥
ব্যবহারেও পরম সম্পন্ন একজন।
অনায়াসে অনেকের করেন পোষণ ॥

---

* ঢোল—নকল, অনুকরণ।
† শিকদার—শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী।
‡ দেয়ান—ধর্ম্মাধিকরণ।

* বাওয়াস—বাওয়াস বা বস। শুষ্ক অলাবুপাত্র।

তাঁর কন্যা আছেন পরম সু-চরিতা।
মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্মাতা॥
শচী দেবী তানে দেখিলেন যেই ক্ষণে।
এই কন্যা পুত্র-যোগ্যা বুঝিলেন মনে॥
শিশু হইতে দুই তিন বার গঙ্গাস্নান॥
পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন।
আইরে দেখিয়া ঘাটে প্রতি দিনে দিনে॥
নম্র হই নমস্কার করেন চরণে॥
আইও করেন মহাপ্রীতে আশীর্ব্বাদ।
"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ॥"
গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা।
"এ কন্যা আমার পুত্রে হউক ঘটনা"॥
রাজ-পণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব্ব-গোষ্ঠী-সনে।
প্রভুরে করিতে কন্যা-দান নিজ মনে॥
দৈবে শচী কাশীনাথ পণ্ডিতেরে আনি।
বলিলেন তাঁরে "বাপ শুন এক বাণী॥
রাজ-পণ্ডিতেরে কহ, ইচ্ছা থাকে তান।
আমার পুত্রেরে করুন কন্যা-দান॥"
কাশীনাথ পণ্ডিত চলিলা সেইক্ষণে।
'দুর্গা কৃষ্ণ' বলি রাজ-পণ্ডিত ভবনে॥
কাশীনাথ দেখি রাজ-পণ্ডিত আপনে।
বসিতে আসন আনি দিলেন সম্ভ্রমে॥
পরম গৌরবে বিধি করে যথোচিত।
"কি কার্য্যে আইলা ভাই?" জিজ্ঞাসে পণ্ডিত॥
কাশীনাথ বোলেন "আছয়ে এক কথা।
চিত্তে লয় যদি, তবে করহ সর্ব্বথা॥
বিশ্বম্ভর পণ্ডিতেরে তোমার দুহিতা।
দান কর—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা॥
তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি।
তাহান উচিত কন্যা এই মহা-সতী॥
যেন কৃষ্ণ-রুক্মিণীতে অন্যোন্য উচিত।
সেই মত বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাঞি পণ্ডিত॥"
শুনি বিপ্র পত্নী-আদি-আপ্তবর্গ সভে।
লাগিলা করিতে যুক্তি, বুঝি কে কি কহে॥
সভে বলিলেন "আর কি কার্য্য বিচারে।
সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্বরে"॥
তবে রাজ-পণ্ডিত হইয়া হর্ষ-মতি।
বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি॥
"বিশ্বম্ভর পণ্ডিতের করে কন্যা দান।
করিব সর্ব্বথা বিপ্র ইথে নাহি আন॥
ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ববংশের আমার।
তবে হেন সু-সম্বন্ধ হইব কন্যার॥
চল তুমি, তথা যাই কহ সর্ব্ব-কথা।
আমি পুন দঢ়াইলুঁ—করিব সর্ব্বথা"॥
শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ মিশ্রবর।
সকল কহিল আসি শচীর গোচর॥
কার্য্যসিদ্ধি শুনি আই সন্তোষ হইলা।
সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা॥
প্রভুর বিবাহ শুনি সর্ব্ব শিষ্যগণ।
সভেই হইলা অতি পরানন্দ-মন॥
প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত মহাশয়।
"মোর ভার এ বিবাহে যত লাগে ব্যয়॥"
মুকুন্দ সঞ্জয় বোলে "শুন সখা ভাই।
তোমার সকল ভার মোর কিছু নাই?"
বুদ্ধিমন্ত খান বোলে "শুন সর্ব্ব ভাই।
বামনিঞা সজ্জ এ বিবাহে কিছু নাঞি॥
এ বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন।
রাজ-কুমারের মত লোকে দেখে যেন॥"
তবে সভে মিলি শুভ-দিন শুভ-ক্ষণে।
অধিবাস লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে॥
বড় বড় চন্দ্রাতপ সব টাঙ্গাইয়া।
চতুর্দ্দিগে রুইলেন কদলী আনিয়া॥
পূর্ণ-ঘট, দীপ, ধান্য, দধি, আম্র-সার।
যতেক মঙ্গল-দ্রব্য আছয়ে প্রচার॥
সকল একত্রে আনি করি সমুচ্চয়।
সর্ব্বভূমি করিলেন আলিপনা-ময়॥
যতেক বৈষ্ণব আর যতেক ব্রাহ্মণ।
নবদ্বীপে আছয়ে যতেক সুসজ্জন॥
সভারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকালে।
"অধিবাসে গুয়া আসি খাইবা বিকালে॥"
অপরাহ্ন কাল মাত্র হইল আসিয়া।
বাদ্য আসি করিতে লাগিল বাজনিয়া॥
মৃদঙ্গ সানাই জয়ঢাক করতাল।
নানাবিধ বাদ্য-ধ্বনি উঠিল বিশাল॥
ভাটগণে করিতে লাগিলা রায়বার।
পতিব্রতা-গণে করে জয় জয়কার॥

বিপ্রগণে লাগিল করিতে বেদধ্বনি।
মধ্যে আসি বসিলা দ্বিজেন্দ্রকুল-মণি॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী।
সভেই হইলা চিত্তে মহা-কুতুহলী॥
তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, দিব্য মালা।
ব্রাহ্মণগণেরে সভে দিবারে লাগিলা॥
শিরে মালা, সর্ব্ব অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে।
এক বাটা তাম্বুল সে দেন এক জনে॥
বিপ্র-কুল নদীয়া—বিপ্রের অন্ত নাই।
কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই॥
তথি মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে।
একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে॥
আর বার আসি মহা-লোকের গহলে।
চন্দন, গুবাক, মালা, নিঞা নিঞা চলে॥
সভেই আনন্দে মত্ত কে কাহারে চিনে।
প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে॥
'সভারে চন্দন মালা দেহ' তিন বার।
চিন্তা নাহি ব্যয় কর, যে ইচ্ছা যাহার॥
একবার নিয়া যে যে লয় আর বার।
এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার॥
পাছে কেহো চিনিঞা বিপ্রেরে মন্দ বলে।
পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি নিলে॥
বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিত্তের এই কথা।
"তিনবার দিলে পূর্ণ হইব সর্ব্বথা"॥
তিনবার পাইয়া সভে হরষিত মন।
শাঠ্য করি আর নাহি লয় কোন জন॥
এই মত মালায় চন্দনে গুয়া পানে।
হইল অনন্ত, মর্ম্ম কেহ নাহি জানে॥
মনুষ্যে পাইল যত সে থাকুক দূরে।
পৃথিবীতে পড়িল কত দিতে মনুষ্যেরে॥
সেই যদি প্রাকৃত লোকের ঘরে হয়।
তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয়॥
সকল লোকের চিত্তে হইল উল্লাস।
সভে বোলে "ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস॥
লক্ষেশ্বর দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে।
হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে॥
এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া, পান।
অকাতরে কেহো কভু নাহি করে দান"॥

তবে রাজ-পণ্ডিত আনন্দ চিত্ত হইয়া।
আইলেন অধিবাস সামগ্রী লইয়া॥
বিপ্রবর্গ আপ্তবর্গ করি নিজ-সঙ্গে।
বহুবিধ বাদ্য-নৃত্য-গীত মহারঙ্গে॥
বেদবিধিপূর্ব্বকে পরম হর্ষ-মনে।
ঈশ্বরেরে গন্ধ-স্পর্শ কৈলা শুভক্ষণে॥
ততক্ষণে মহা জয় জয় হরি-ধ্বনি।
করিতে লাগিলা সভে মহা-স্তুতি বাণী॥
পতিব্রতাগণে দেই জয় জয়কার।
বাদ্যগীতে হৈল মহানন্দ-অবতার॥
হেনমতে করি অধিবাস শুভ-কাজ।
গৃহে চলিলেন সনাতন বিপ্র-রাজ॥
এই মতে গিয়া ঈশ্বরের আপ্ত-গণে।
লক্ষ্মীর করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে॥
আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বলে।
দোঁহারাই সব করিলেন কুতূহলে॥
তবে সুপ্রভাতে প্রভু করি গঙ্গা-স্নান।
আগে বিষ্ণু পূজি গৌর-চন্দ্র ভগবান॥
তবে শেষে সর্ব্ব আপ্তগণের সহিতে।
বসিলেন নান্দীমুখ-কর্ম্মাদি করিতে॥
বাদ্য-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে জয় জয় উঠিল মঙ্গল॥
পূর্ণ-ঘট, ধান্য, দধি, দীপ, আম্র-সার।
স্থাপিলেন ঘরে দ্বারে অঙ্গনে অপার॥
চতুর্দ্দিগে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা।
কদলক রোপি বান্ধিলেন আম্রশাখা॥
তবে আই পতিব্রতা-গণ লই সঙ্গে।
লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে॥
আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে।
তবে বাদ্যবাজনে গেলেন ষষ্ঠী-স্থানে॥
ষষ্ঠী পূজি তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে।
লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে॥
তবে খই কলা তৈল তাম্বুল সিন্দূরে।
দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে॥
ঈশ্বরের প্রভাবে দ্রব্য হৈল অসংখ্যাত।
শচীও সভারে দেন বার পাঁচ সাত॥
তৈলে স্নান করিলেন সর্ব্ব নারীগণে।
হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে জনে॥

এই মত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে।
লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে॥
শ্রীরাম পণ্ডিত অতি চিত্তের উল্লাসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করি মহানন্দে ভাসে॥
সর্ব্ব-বিধি-কর্ম্ম করি শ্রীগৌর-সুন্দর।
বসিলেন খানিক হইয়া অবসর॥
তবে সব ব্রাহ্মণেরে ভোজ্য বস্ত্র দিয়া।
করিলেন সন্তোষ পরম নম্র হইয়া॥
যে যে মত পাত্র যার যে যে যোগ্য দান।
সেই মত করিলেন সভার সম্মান॥
মহা-প্রীতে আশীর্ব্বাদ করি বিপ্রগণ।
গৃহে চলিলেন সভে করিতে ভোজন॥
অপরাহ্ন বেলা আসি লাগিল হইতে।
প্রভুর সভাই বেশ লাগিলা করিতে॥
চন্দনে লেপিত করি সকল শ্রীঅঙ্গ।
মধ্যে মধ্যে সর্ব্বত্র দিলেন তথি গন্ধ॥
অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি করি ললাটে চন্দন।
তথি মধ্যে গন্ধের তিলক সুশোভন॥
অদ্ভুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর।
সুগন্ধি মালায় পূর্ণ হৈল কলেবর॥
দিব্য সূক্ষ্ম পীত বস্ত্র ত্রিকচ্ছবিধানে।
পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে॥
ধান্য, দূর্ব্বা, সূত্র করে বরিয়া বন্ধন।
ধরিতে দিলেন রম্ভামঞ্জরী দর্পণ॥
সুবর্ণকুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে দোলে।
নানা রত্ন-হার বান্ধিলেন বাহু-মূলে॥
এই মত যে যে শোভা করে যে যে অঙ্গে।
সকল ঘটনা সভে করিলেন রঙ্গে॥
ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখি যত নর নারী।
মুগ্ধ হইলেন সভে আপনা পাসরি॥
প্রহরেক বেলা আছে হেনই সময়।
সভেই বোলেন "শুভ করহ বিজয়॥
প্রহরেক সর্ব্ব নবদ্বীপে বেড়াইয়া।
কন্যা ঘরে যাইবেন গোধূলি করিয়া॥"
তবে দিব্য দোলা সাজি বুদ্ধিমন্ত খান।
হরিষে আনিঞা করিলেন উপস্থান॥
বাদ্য গীতে উঠিল পরম কোলাহল।
করে বেদ-ধ্বনি সুমঙ্গল॥

ভাটগণে পড়িতে লাগিলা রায়বার।
সর্ব্ব দিগে হইল আনন্দ-অবতার॥
তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি।
বিপ্রগণে নমস্করি বহু মান্য করি॥
দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়।
সর্ব্বদিগে উঠিল মঙ্গল জয় জয়॥
নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার।
শুভ-ধ্বনি বিনা কোনদিগে নাহি আর॥
প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে।
পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন শিরের উপরে॥
সহস্র সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে।
নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে॥
আগে যত পদাতিক বুদ্ধিমন্তখাঁর।
চলিল দোসারি হই যত পাটোয়ার॥
নানা বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে।
বিদূষক সকল চলিলা নানা-কাচে॥
নর্ত্তক বা না জানি কতেক সম্প্রদায়।
পরম উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি যায়॥
জয়-ঢাক বীর-ঢাক মৃদঙ্গ কাহাল
পটহ দগড় শঙ্খ বংশী করতাল॥
বরগো শিঙ্গা পঞ্চ-শব্দী বাদ্য যত।
কে লিখিবে বাদ্য ভাণ্ড বাজি যায় কত॥
লক্ষ লক্ষ শিশু বাদ্য-ভাণ্ডের ভিতরে।
রঙ্গে নাচি যায় দেখি হাসেন ঈশ্বরে॥
সে মহা-কৌতুক দেখি শিশুর কি দায়।
জ্ঞানবান সভে লজ্জা ছাড়ি নাচি যায়॥
প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ।
করিলেন নৃত্য গীত আনন্দবাজন॥
তবে পুষ্পবৃষ্টি করি গঙ্গা নমস্করি।
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব্ব নবদ্বীপ-পুরী॥
দেখি অতি অমানুষী সকল সম্ভার।
সর্ব্ব লোক চিত্তে মহা পায় চমৎকার॥
"বড় বড় বিভা দেখিয়াছি" লোকে বোলে
"এমত বিবাহ নাহি দেখি কোনো কালে"॥
এই মত স্ত্রী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া।
আনন্দে ভাসয়ে দেখি সকল নদীয়া॥
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে।
সেই সব বিপ্র সবে বিমরিষ করে॥

"হেন বরে কন্যা নাহি পারিলাম দিতে।
আপনার ভাগ্য নাই হইব কেমতে?"
নবদ্বীপ-বাসীর চরণে নমস্কার।
এ সব আনন্দ দেখিবার শক্তি যার॥
এই মত রঙ্গে প্রভু নগরে নগরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে সর্ব্ব-নবদ্বীপ-পুরে॥
গোধূলী সময় আসি প্রবেশ হইতে।
আইলেন রাজ-পণ্ডিতের মন্দিরেতে॥
মহা জয় জয়কার লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে॥
পরম সম্ভ্রমে রাজ-পণ্ডিত আসিয়া।
দোলা হৈতে কোলে করি বসাইলা লৈয়া॥
পুষ্প-বৃষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে॥
তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া।
জামাতারে দিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনী, বস্ত্র, অলঙ্কার।
যথা বিধি দিয়া কৈল বরণ-ব্যভার॥
তবে তান পত্নী নারীগণের সহিতে।
মঙ্গলবিধান আসি লাগিলা করিতে॥
ধান্য দূর্ব্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমস্তকে।
আরতি করিলা সপ্ত-ঘৃতের প্রদীপে॥
খই কড়ি ফেলি করিলেন জয়কার।
এই মত যত কিছু করি লোকাচার॥
তবে সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া।
লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া॥
তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আপ্তগণে।
প্রভুরেও তুলিলেন ধরিয়া আসনে॥
তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি লোকাচারে।
সপ্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কন্যারে॥
তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি সাত বার।
রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার॥
তবে পুষ্প ফেলাফেলি লাগিল হইতে।
দুই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে॥
চতুর্দ্দিগে স্ত্রী পুরুষে করে জয়ধ্বনি।
আনন্দ আসিয়া অবতরিলা আপনি॥
আগে লক্ষ্মী জগন্মাতা প্রভুর চরণে।
মালা দিয়া করিলেন আত্ম-সমর্পণে॥

তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঈষত হাসিয়া।
লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া॥
তবে লক্ষ্মী-নারায়ণে পুষ্প-ফেলাফেলি।
করিলে লাগিলা দুই মহা-কুতুহলী॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সব অলক্ষিত-রূপে।
পুষ্পবৃষ্টি লাগিলেন করিতে কৌতুকে॥
আনন্দ বিবাদ লক্ষ্মীগণে প্রভুগণে।
উচ্চ করি বর-কন্যা তোলে হর্ষ-মনে॥
ক্ষণে জিনে প্রভু-গণে ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে।
হাসি হাসি প্রভুরে বোলয়ে সর্ব্ব-জনে॥
ঈষৎ হাসিলা প্রভু সুন্দর শ্রীমুখে।
দেখি সর্ব্ব লোক ভাসে পরানন্দ-সুখে॥
সহস্র সহস্র মহাতাপ-দীপ জ্বলে।
কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাদ্য কোলাহলে॥
মুখ-চন্দ্রিকার মহা-বাদ্য জয়-ধ্বনি। *
সকল ব্রহ্মাণ্ড পশিলেক হেন শুনি॥
হেন মতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি রঙ্গ।
বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী সঙ্গে॥
তবে রাজ-পণ্ডিত পরম হর্ষ-মনে।
বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে॥
পাদ্য অর্ঘ আচমনী যথা বিধিমতে।
ক্রিয়া করি লাগিলেন সংকল্প করিতে॥
বিষ্ণু-প্রীতে কাম্য করি শ্রীলক্ষ্মীর পিতা
প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা॥
তবে দিব্য ধেনু ভূমি শয্যা দাসী দাস।
অনেক যৌতুক দিয়া করিলা উল্লাস॥
লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে।
হোম-কর্ম্ম করিতে লাগিল তবে শেষে॥
বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে।
সব করি বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে॥
ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমঙ্গলে।
লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতুহলে॥
সনাতন পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে।
যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে॥
নগ্নজিত জনক ভীষ্মক জাম্ববন্ত।
পূর্ব্বে তানা যে হেন হইল ভাগ্যবন্ত।

* মুখচন্দ্রিকা—বর ও কন্যার শুভদৃষ্টি।

সেই ভাগ্য এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন।
পাইলেন পূর্ব্ব-বিষ্ণু-সেবার কারণ॥
তবে রাত্রি প্রভাতে যে ছিল লোকাচার।
সকল করিলা সর্ব্বভুবনের সার॥
অপরাহ্নে গৃহে আসিবার হৈল কাল।
বাদ্য গীত নৃত্য হইতে লাগিল বিশাল॥
চতুর্দ্দিগে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে।
নারীগণে জয়কার লাগিলেন দিতে॥
বিপ্রগণে আশীর্ব্বাদ লাগিলা করিতে।
যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সভে লাগিলা পড়িতে॥
ঢাক পটহ সানাঞি বরগোঁ করতাল।
অন্যে অন্যে বাদ করি বাজায় বিশাল॥
তবে প্রভু নমস্করি সর্ব্ব মান্য-গণে।
লক্ষ্মীসঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণে॥
'হরি হরি' বলি সভে করি জয়ধ্বনি।
চলিলেন লয়ে তবে দ্বিজ কুলমণি॥
পথে যত লোক দেখে চলিয়া আসিতে।
ধন্য ধন্য সভেই প্রশংসে বহু মতে॥
স্ত্রীগণে দেখিয়া বোলে "এই ভাগ্যবতী।
কত জন্ম সেবিলেন কমলা পার্ব্বতী॥"
কেহ বোলে "এই হেন বুঝি হরগৌরী।"
কেহ বোলে "হেন বুঝি কমলা-শ্রীহরি॥"
কেহ বোলে "হেন বুঝি কামদেব-রতি।"
কেহ বোলে "ইন্দ্র-শচী লয় মোর মতি॥"
কেহ বোলে "হেন বুঝি রামচন্দ্র-সীতা।"
এই মত বোলে যত সুকৃতি-বনিতা॥
হেন ভাগ্যবন্ত স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার।
এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার॥
লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে।
সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নদীয়াতে॥
নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে।
পরম আনন্দে আইলেন সর্ব্ব-পথে॥
তবে শুভক্ষণে প্রভু সকল মঙ্গলে।
আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে॥
তবে আই পতিব্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া।
পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন হৃষ্ট হৈয়া॥
গৃহে আসি বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ।
জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভুবন॥

কি আনন্দ হৈল সেই অকথ্য-কথন।
সে মহিমা কোন জনে করিব বর্ণন॥
যাহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে নয়নে।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হৈয়া যায় বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাত।
তেঞি তার নাম দয়াময় দীননাথ॥
তবে যত নট ভাট ভিক্ষুক সভ রে।
তুষিলেন বস্ত্রে ধনে বচনে প্রকারে॥
বিপ্রগণে আপ্তগণে সভারে প্রত্যেকে।
আপনে ঈশ্বর বস্ত্র দিলেন কৌতুকে॥
বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য-কথন॥
এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই কহে বেদ॥
দণ্ডেকে এ সব লীলা নত্ত হইয়াছে।
শত বর্ষে তাহা কে বর্ণিব হেন আছে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা ধরি শিরে।
সূত্র মাত্র লিখি আমি কৃপা-অনুসারে॥
এ সব ঈশ্বর-লীলা যে পড়ে যে শুনে।
সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীবিষ্ণু-
পরিণয়-বর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

## একাদশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় জয় লক্ষ্মীকান্ত সভার ঈশ্বর॥
জয় জয় ভক্ত-রক্ষা-হেতু অবতার।
জয় সর্ব্ব-কাল-সত্য কীর্ত্তন বিহার॥
ভক্ত-গোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
আদিখণ্ড—কথা অতি অমৃতের ধার।
যঁহি গৌরাঙ্গের সর্ব্ব মোহন বিহার॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠ নায়ক নবদ্বীপে।
গৃহস্থ হইয়া পঢ়ায়েন বিপ্ররূপে।

প্রেম ভক্তি প্রকাশ নিমিত্ত অবতার।
তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার॥
অতি-পরমার্থ-শূন্য সকল-সংসার।
তুচ্ছরস বিষয়ে সে আদর সভার॥
গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে যে জন।
তাহারাও না বোলয়ে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥
হাতে তালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ।
আপনা আপনি মেলি করেন কীর্ত্তন॥
তাহাতেও উপহাস করয়ে সভারে।
"ইহারা কি কার্য্যে ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে॥
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন।
দাস প্রভু ভেদ বা করয়ে কি কারণ?॥"
সংসারী সকল বোলে "মাগিয়া খাইতে।
ডাকিয়া বলেন হরি লোক জানাইতে॥"
"এ গুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।"
এই যুক্তি করে সর্ব্ব নদীয়া মিলিয়া॥
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব্ব ভক্তগণ।
সম্ভাষা করেন হেন নাহি কোন জন॥
শূন্য দেখি ভক্তগণ সকল সংসার।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবে অপার॥
হেন কালে তথায় আইলা হরিদাস।
শুদ্ধ-বিষ্ণু-ভক্তি যার বিগ্রহে প্রকাশ॥
এবে শুন হরিদাস ঠাকুরের কথা।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥
বূঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব-দেশে কীর্ত্তন প্রকাশ॥
কত দিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাতীরে।
আসিয়া রহিলা ফুলিয়ায়—শান্তিপুরে॥
পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি।
হুঙ্কার করেন, আনন্দের অন্ত নাই॥
হরিদাসঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দ-রস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি উচ্চস্বরে॥
বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণ-নামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেকো গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা-মূর্ত্তি॥
কখনো করেন নৃত্য আপনা আপনি।
কখনো করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি॥
কখনো বা উচ্চস্বরে করেন রোদন।
অট্ট অট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন॥
কখনো গর্জ্জেন অতি হুঙ্কার করিয়া।
কখনো মূর্চ্ছিত হই থাকেন পড়িয়া॥
ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বোলেন ডাকিয়া।
ক্ষণে তাহি বাখানেন উত্তম করিয়া॥
অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মূর্চ্ছা, ঘর্ম্ম।
কৃষ্ণভক্তি বিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে।
সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে॥
হেন সে আনন্দধারা—তিতে সর্ব্ব অঙ্গ।
অতি পাষণ্ডীও দেখি পায় মহারঙ্গ॥
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি।
ব্রহ্মাশিবো দেখিয়া হয়েন কুতূহলী॥
ফুলিয়া গ্রামের যত ব্রাহ্মণ সকল।
সভেই তাহানে দেখি হইলা বিহ্বল।
সভার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস।
ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু হরিদাস॥
গঙ্গা-স্নান করি নিরবধি হরিনাম।
উচ্চ করি লইয়া বুলেন সর্ব্ব-স্থান॥
কাজি গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে।
কহিলেক সকল তাহান বিবরণে॥
"যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার।
ভালমতে তারে আনি করহ বিচার॥"
পাপীর বচন শুনি সেঁহ পাপমতি।
ধরিয়া আনিল তানে অতি শীঘ্রগতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয়।
যবনের কি দায় কালেরো নাহি ভয়॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া চলিলা সেই ক্ষণে।
মুলুক-পতির আগে দিলা দরশনে॥
হরিদাস ঠাকুরের শুনি আগমন।
হরিষে-বিষাদ হৈল যত সুসজ্জন॥
বড় বড় লোক যত আছে বন্দি-ঘরে।
তারা সব হৃষ্ট হৈলা শুনিঞা অন্তরে॥
"পরম বৈষ্ণব হরিদাস মহাশয়।
তানে দেখি বন্দী-দুঃখ পাইবেক ক্ষয়॥"

রক্ষক-লোকেরে সভে সাধন করিয়া।
রহিলেন বন্দিগণ এক দৃষ্টি হৈয়া॥
আজানুলম্বিত, ভুজ কমল-নয়ন।
সর্ব্ব মনোহর মুখচন্দ্র অনুপম॥
ভক্তি করি সভে করিলেন নমস্কার।
সভার হইল কৃষ্ণ-ভক্তির বিকার॥
তা সভার ভক্তি দেখি ঠাকুর হরিদাস।
বন্দি-সব দেখিয়া হইল কৃপা-হাস॥
"থাক থাক এখন আছহ যেনরূপে।"
গুপ্ত-আশীর্ব্বাদ করি হাসেন কৌতুকে॥
না বুঝিয়া তাহান সে দুর্জ্ঞেয় বচন।
বন্দি-সব হৈলা কিছু বিষাদিত মন॥
তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই হরিদাস।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ॥
"আমি তোমাসভারে যে কৈল আশীর্ব্বাদ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ॥
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি॥
এবে কৃষ্ণপ্রীতে তোমা সভাঁকার মন।
যেন আছে, এই মত রহু সর্ব্বক্ষণ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণের চিন্তন।
সভে মেলি করিতে আছহ অনুক্ষণ॥
এবে হিংসা নাহি, কিছু প্রজার পীড়ন।
'কৃষ্ণ' বলি কাকুর্ব্বাদে করহ চিন্তন॥
আরবার গিয়া সে বিষয়ে প্রবর্ত্তিলে।
সভে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট মেলে॥
সেই সব অপরাধ হৈব পুনর্ব্বার।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই শুন কথা সার॥
'বন্দি থাক' হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি।
'বিষয় পাসর অহর্নিশ বোল হরি'॥
ছলে করিলাম আমি এই আশীর্ব্বাদ।
তিলার্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ॥
সর্ব্ব জীব প্রতি দয়া-দর্শন আমার।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হউক তোমরা সভার॥
চিন্তা নাহি দিন দুই তিনের ভিতরে।
বন্ধন ঘুচিবে এই কহিল তোমারে॥
বিষয়েতে থাক কিবা থাক যথা তথা।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা॥"

বন্দিসকলের করি শুভানুসন্ধান।
আইলেন মুলুকের অধিপতি-স্থান॥
অতি মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান।
পরম গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান॥
আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের পতি।
"কেনে ভাই তোমার কিরূপ দেখি মতি॥
কত ভাগ্যে দেখ তুমি হঞাছ যবন।
তবে কেন হিন্দুর আচারে দেহ মন॥
আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহা বংশ-জাত॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার॥
না জানিঞা যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কলিমা-উচ্চার॥"
শুনি মায়ামোহিতের বাক্য হরিদাস।
"অহো বিষ্ণুমায়া" বলি হৈল মহা হাস॥
বলিতে লাগিল তারে মধুর উত্তর।
"শুন বাপ সভারই একই ঈশ্বর॥
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দু ও যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরাণে পুরাণে॥
এক শুদ্ধ নিত্য বস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হইয়া বৈসে সভার হৃদয়॥
সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন।
সেই মত কর্ম্ম করে সকল-ভুবন॥
সে প্রভুর নাম-গুণ সকল জগতে।
বলেন সকল মাত্র নিজ শাস্ত্রমতে॥
যে ঈশ্বর সে পুনী সভার ভাব লয়।
হিংসা করিলেও সে তাহার হিংসা হয়॥
এতেকে আমারে সে ঈশ্বরে যে হেন।
লওয়াইয়াছে চিত্তে করি আমি তেন॥
হিন্দুকুলে কেহ হেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন॥
হিন্দু বা কি করে তারে যার যেই কর্ম্ম।
আপনেই মেলে তারে মারিয়া কি ধর্ম্ম॥
সরাসরি এবে তুমি করহ বিচার।
যদি দোষ থাকে শাস্তি করহ আমার"॥
হরিদাস ঠাকুরের সুসত্য-বচন।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন॥

সবে এক পাপী কাজী মুলুকপতিরে।
বলিতে লাগিলা "শাস্তি করহ ইহারে॥
এই দুষ্ট আরো দুষ্ট করিবে অনেক।
যবনকুলের অমহিমা আনিবেক॥
এতেক ইহার শাস্তি কর ভাল-মতে।
নহে বা আপন শাস্ত্র বলুক মুখেতে"॥
পুনঃ বোলে মুলুকের পতি "আরে ভাই।
আপনার শাস্ত্র বোল, তবে চিন্তা নাই॥
অন্যথা করিব শাস্তি সব-কাজীগণে।
বলিলাম পাছে আর লঘু হৈবা কেনে॥"
হরিদাস বোলেন "যে করান ঈশ্বরে।
তাহা বহি আর কেহ করিতে না পারে॥
অপরাধ অনুরূপ যার যেই ফল।
ঈশ্বরে সে করে ইহা জানিহ কেবল॥
খণ্ড খণ্ড হই দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম"॥
শুনিঞা তাহান বাক্য মুলুকের পতি।
জিজ্ঞাসিল "এবে কি করিবা ইহা প্রতি?"॥
কাজী বোলে "বাইশ বাজারে বেঢ়ি মারি।
প্রাণ লহ আর কিছু বিচার না করি॥
বাইশ বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।
তবে জানি, জ্ঞানী সব সাঁচা কথা কহে॥"
পাইক সকলে ডাকি তর্জ্জন করি কহে।
"এমত মারিবি, যেন প্রাণ নাহি রহে॥
যবন হইয়া যেই হিন্দুয়ানি করে।
প্রাণান্ত হইলে শেষে এ পাপেতে তরে॥"
পাপীর বচনে সেই পাপী আজ্ঞা দিল।
দুষ্টগণে আসি হরিদাসেরে ধরিল॥
বাজারে বাজারে সব বেঢ়ি দুষ্টগণে।
মারেন নির্জ্জীব করি মহাক্রোধ-মনে॥
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহে দুঃখ না হয় প্রকাশ॥
দেখি হরিদাস দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজন সকল দুঃখ ভাবেন অপার॥
কেহ বোলে "অনিষ্ট হইব সর্ব্ব রাজ্য।
সে নিমিত্তে সুজনেরে করে হেন কার্য্য॥"
রাজা উজিরেরে কেহ শাপে ক্রোধ মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোনো জনে॥

কেহ গিয়া যবনগণের পায়ে ধরে।
"কিছু দিব অল্প করি মারহ উহারে"॥
তথাপিও দয়া নাহি জন্মে পাপীগণে।
বাজারে বাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে॥
কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।
অল্প দুঃখও না জন্মে এতেক প্রহারে॥
অসুর প্রহারে যেন প্রহ্লাদবিগ্রহে।
কোন দুঃখ না পাইল সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই মত যবনের অশেষ-প্রহারে।
দুঃখ না জন্মায় হরিদাস ঠাকুরেরে॥
হরিদাস স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।
ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা॥
সবে যে সকল পাপীগণে তানে মারে।
তার লাগি দুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে॥
এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥
এই মত পাপীগণ নগরে নগরে।
প্রহার করয়ে হরিদাস ঠাকুরেরে॥
দৃঢ় করি মারে তারা প্রাণ লইবারে।
মনস্পথো নাহি হরিদাসের প্রহারে॥*
বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে।
"মনুষ্যের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে॥
দুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে।
বাইশ বাজারে মারিলাঙ যে ইহারে॥
মরেও না আরো দেখি হাসে ক্ষণে ক্ষণে।
এ পুরুষ পীর বা" সভেই ভাবে মনে॥
যবন সকল বোলে "ওহে হরিদাস।
তোমা হৈতে আমা সভার হইবেক নাশ॥
এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার।
কাজী প্রাণ লইবেক আমা সভাকার"॥
হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয়।
"আমি জীলে তোমাসভার মন্দ যদি হয়॥
তবে আমি মরি এই দেখ বিদ্যমান"।
এত বলি আবিষ্ট হইলা করি ধ্যান॥
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত প্রভু হরিদাস।
হইলেন আবিষ্ট কোথাও নাহি শ্বাস॥

*মনস্পথো—মনের পথে উদয়, মনে

দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইলা।
মুলুক-পতির দ্বারে লইয়া ফেলিলা॥
"মাটি লঞা দেহ" বলে মুলুকের পতি।
কাজী কহে "তবে ত পাইবে ভাল গতি॥
বড় হই যেন করিলেক নীচ কর্ম্ম।
অতএব ইহারে জুয়ায় সেই ধর্ম্ম॥
মাটি দিলে পরকালে হইবেক ভাল।
গাঙ্গে ফেল যেন দুঃখ পায় চিরকাল"॥
কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে।
গাঙ্গে ফেলাইতে সভে তোলে গিয়া তানে॥
গাঙ্গে নিতে তোলে যদি যবন সকল।
বসিলেন হরিদাস পরম নিশ্চল॥
ধ্যানানন্দে বসিলা ঠাকুর হরিদাস।
বিশ্বম্ভর দেহে আসি করিলা প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর অধিষ্ঠান হইল শরীরে।
কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে॥
মহা-বলবন্ত সব চতুর্দ্দিগে ঠেলে।
মহাস্তম্ভ প্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে॥
কৃষ্ণানন্দ-সুধাসিন্ধু মধ্যে হরিদাস।
মগ্ন হৈয়াছেন বাহ্য নাহিক প্রকাশ॥
কিবা অন্তরীক্ষে কিবা পৃথিবী গঙ্গায়।
না জানেন হরিদাস আছেন কোথায়॥
প্রহ্লাদের যে হেন স্মরণ কৃষ্ণ ভক্তি।
সেই মত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের কিছু চিত্র নহে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয়ে॥
রাক্ষসের বন্ধনে যে হেন হনুমান।
ইচ্ছা করি লইলেন ব্রহ্মার শরণ॥
এই মত হরিদাস যবন প্রহার।
জগতের শিক্ষা লাগি করিল স্বীকার॥
"অশেষ দুর্গতি হয় যদি যায় প্রাণ।
তথাপিও বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"
অন্যথা গোবিন্দ হেন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লঙ্ঘিতে॥
হরিদাস স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা॥
খণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা।
সত্য সত্য হরিদাস পূর্ব্ব বিপ্রবর।
চৈতন্য চন্দ্রের মহা মুখ্য অনুচর॥

হেন মতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায়।
ক্ষণেকে হইল বাহ্য ঈশ্বর-ইচ্ছায়॥
চৈতন্য পাইয়া হরিদাস মহাশয়।
তীরে আসি উঠিলেন পরানন্দময়॥
সেইমতে আইলেন ফুলিয়া নগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে॥
দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি সকল যবন।
সবার খণ্ডিল হিংসা ভাল হইল মন॥
পীর জ্ঞান করি সবে কৈল নমস্কার।
সকল যবনগণ পাইল নিস্তার॥
কতক্ষণে বাহ্য পাইলেন হরিদাস।
মুলুক পতিরে চাহি হইল মহা-হাস॥
সম্ভ্রমে মুলুক-পতি যুড়ি দুই কর।
বলিতে লাগিলা কিছু বিনয় উত্তর॥
"সত্য সত্য জানিলাম তুমি মহা-পীর।
এক জ্ঞান তোমার যে হইয়াছে স্থির॥
যোগী জ্ঞানী সব যত মুখে মাত্র বলে।
তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে॥
তোমারে দেখিতে মুঞি আইনু এথারে।
সব দোষ মহাশয় ক্ষমিবে আমারে॥
সকল তোমার সম, শত্রু মিত্র নাই।
তোমা চিনে হেনজন ত্রিভুবনে নাই॥
চল তুমি শুভ কর আপন ইচ্ছায়।
গঙ্গাতীরে থাক গিয়া নির্জ্জন গোফায়॥
আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করহ সর্ব্বথা"॥
হরিদাস ঠাকুরের চরণ দেখিলে।
উত্তমের কি দায়, যবন দেখি ভুলে॥
এত ক্রোধে আনিলেক মারিবার তরে।
পীর জ্ঞান করি যার পায়ে পাছে ধরে॥
যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।
ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর হরিদাস॥
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে॥
হরিদাসে দেখি ফুলিয়ার বিপ্রগণ।
সভেই হইল অতি পরানন্দমন॥
হরিধ্বনি বিপ্রগণ লাগিল করিতে।
হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে॥

অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার॥
আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে॥
স্থির হই ক্ষণেকে বসিয়া হরিদাস।
বিপ্রগণ বসিলেন বেঢ়িয়া চারি পাশ॥
হরিদাস বোলেন "শুনহ বিপ্রগণ।
দুঃখ না ভাবিও কিছু আমার কারণ॥
প্রভুনিন্দা আমি যে শুনিল অপার।
তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার॥
ভাল হৈল ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ।
অল্প শাস্তি করি ক্ষমিলেন বড় দোষ॥
কুম্ভীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দার শ্রবণে।
তাহা আমি বিস্তর শুনিল পাপ-কাণে॥
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্ব্বার"॥
হেন মতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সংকীর্ত্তন মহা-রঙ্গে॥
তাহানেও দুঃখ দিল যে সব যবনে।
সবংশে উচ্ছন্ন তারা হৈল কত দিনে॥
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি।
থাকেন বিরলে অহর্নিশ কৃষ্ণ স্মরি॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন॥
মহা-নাগ বসে সেই গোফার ভিতরে।
তার জ্বালা প্রাণী মাত্র সহিতে না পারে॥
হরিদাস ঠাকুরের সম্ভাষ করিতে।
যতেক আইসে কেহ না পারে রহিতে॥
পরম বিষের জ্বালা সভেই পায়েন।
হরিদাস পুনী ইহা কিছু না জানেন॥
বসিয়া করেন যুক্তি সর্ব্ব-বিপ্রগণে।
"হরিদাস আশ্রমে এতেক জ্বালা কেনে॥"
সেই ফুলিয়ায় বসে মহা বৈদ্যগণ।
তারা আসি জানিলেক সর্পের কারণ॥
বৈদ্য বলিলেক "এই গোফার তলায়।
মহা এক নাগ আছে তাহার জ্বালায়॥
রহিতে না পারে কেহ কহিল নিশ্চয়।
হরিদাস সত্বরে চলুক অন্যাশ্রয়॥
সর্পের সহিত বাস কভু যুক্ত নয়।
চল সবে কহি গিয়া তাহান্ আশ্রয়"॥
তবে সভে আসি হরিদাস ঠাকুরেরে।
কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে॥
"মহা নাগ বসে এই গোফার ভিতরে।
তাহার জ্বালায় কেহ রহিতে না পারে॥
অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।
অন্য স্থানে আসি তুমি করহ আশ্রয়"॥
হরিদাস বোলেন "অনেক দিন আছি।
কোন জ্বালারিষ্ট এ গোফায় নাহি বাসি॥
সবে দুঃখ তোমরা যে না পার সহিতে।
এতেক চলিব কালি আমি যে-সে ভিতে॥
সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।
তিঁহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলয়॥
তবে আমি কালি ছাড়ি যাইব সর্ব্বথা।
চিন্তা নাহি তোমরা বোলহ কৃষ্ণ-গাঁথা"॥
এই মত কৃষ্ণ-কথা মঙ্গলকীর্ত্তনে।
থাকিতে অদ্ভুত অতি হৈল সেইক্ষণে॥
হরিদাস ছাড়িবেন শুনিয়া বচন।
মহানাগ স্থান ছাড়িলেন সেইক্ষণ॥
গর্ত্ত হৈতে উঠি সর্প সন্ধ্যার প্রবেশে।
সভেই দেখেন চলিলেন অন্য দেশে॥
পরম অদ্ভুত সর্প মহা ভয়ঙ্কর।
পীত-নীল-শুক্ল বর্ণ পরম-সুন্দর॥
মহামণি জ্বলিতেছে মস্তক উপরে।
দেখি ভয়ে বিপ্রগণ "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" স্মরে॥
সর্প সে চলিয়া গেল জ্বালা নাহি আর।
বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার॥
দেখি হরিদাস ঠাকুরের মহাশক্তি।
বিপ্রগণের জন্মিল বিশেষ তারে ভক্তি॥
হরিদাস ঠাকুরের এ কোন প্রভাব।
যান বাক্য মাত্র স্থান ছাড়িলেক নাগ॥
যান দৃষ্টি মাত্র ছাড়ে অবিদ্যা বন্ধন।
কৃষ্ণ না লঙ্ঘেন হরিদাসের বচন॥
আর এক শুন তান অদ্ভুত আখ্যান।
নাগরাজে যে মহিমা কহিল তাহান॥
এক দিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
সর্প-ক্ষত-ডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে॥

মৃদঙ্গ-মন্দিরা-গীত তার মন্ত্র-দ্বারে।
ডঙ্ক বেঢ়ি সভেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে॥
দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ॥
মনুষ্য শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র বলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে॥
কালিদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য-উচ্চস্বরে॥
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস॥
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিয়া হুঙ্কার।
আনন্দে লাগিল নৃত্য করিতে অপার॥
হরিদাস ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।
এক ভিত হই ডঙ্ক রহিলেন গিয়া॥
গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর হরিদাস।
অদ্ভুত পুলক অশ্রু কম্পের প্রকাশ॥
রোদন করেন হরিদাস মহাশয়।
শুনিয়া প্রভুর গুণ হইলা তন্ময়॥
হরিদাসে বেঢ়ি সভে গায়েন হরিষে।
যোড় হস্তে রহি ডঙ্ক দেখে এক পাশে॥
ক্ষণেক রহিল হরিদাসের আবেশ।
পুনঃ আসি ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
সভেই হইলা অতি আনন্দ বিশেষ॥
যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি।
সভেই লেপেন অঙ্গে হই কুতূহলী॥
আর এক ঢঙ্গ বিপ্র থাকি সেই ক্ষণে।
"মুঞিও নাচিমু আজি" গণে মনে মনে॥
বুঝিলাম নাচিলেই অবোধ বর্ব্বরে।
অল্প মনুষ্যেরেও পরম ভক্তি করে॥
এত ভাবি সেই ক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥
যেই মাত্র পড়িলা ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিল ডঙ্ক মহা ক্রোধ মনে॥
আশে পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেত্রের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ডঙ্ক রক্ষা নাহি আর॥
বেত্রের প্রহারে দ্বিজ জর্জ্জর হইয়া।
'বাপ বাপ' বলি শেষে গেল পলাইয়া॥

তবে ডঙ্ক নিজ সুখে নাচিলা বিস্তর।
সভার জন্মিল বড় বিস্ময় অন্তর॥
যোড়-হস্তে সভে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক স্থানে।
"কহ দেখি এ বিপ্রেরে মারিলে বা কেনে॥
হরিদাস নাচিতে বা যোড় হস্ত কেনে।
রহিলা, এ সব কথা কহত আপনে॥"
তবে সেই ডঙ্ক মুখে বিষ্ণু-ভক্ত নাগ।
কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রভাব॥
"তোমরা যে জিজ্ঞাসিলে এ বড় রহস্য।
যদ্যপি অকথ্য তভু কহিব অবশ্য॥
হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিয়া বিশেষ॥
তাহা দেখি ও ব্রাহ্মণ রহস্য করিয়া।
পড়িলা আশ্চর্য্য বুদ্ধ্যে আছাড় খাইয়া॥
আমার কি নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।
তাহার আশ্চর্য্য কোন জনে শক্তি ধরে॥
হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে।
অতএব শাস্তি বহু কবিল উহারে॥
বড় লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনার প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥
এই যে দখিলা নাচিলেন হরিদাস।
ও নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব বন্ধ হয় নাশ॥
হরিদাস নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় ও নৃত্য দর্শনে॥
উহান সে যোগ্য পদ হরিদাস নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র হৃদয়ে উহান॥
সর্ব্ব-ভূত বৎসল সভার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি জন্ম অবতরি॥
উঞি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
স্বপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে॥
তিলার্দ্ধ উহান সঙ্গ যে জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মাশ্রয়॥
ব্রহ্মা শিব হরিদাস-হেন-ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ॥
জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচ কুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥

অধম কুলেতে যদি বিষ্ণু-ভক্ত হয়।
তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥
উত্তম কুলেতে জন্ম শ্রীকৃষ্ণ না ভজে।
কুলে তার কি করিবে নরকেতে মজে॥
এই সব বেদবাক্য সাক্ষী দেখাইতে।
জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে॥
প্রহলাদ যে হেন দৈত্য কপি হনুমান।
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥
হরিদাস স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন॥
স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি-কর্ম্ম-পাশ॥
হরিদাস আশ্রয় করিব যেই জন।
তানে দেখিলেও খণ্ডে সংসার-বন্ধন॥
শত-বর্ষে শত-মুখে উহান মহিমা।
কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা॥
ভাগ্যবন্ত তোমরা সে তোমা সভা হৈতে।
উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে॥
সকৃৎ যে বলিবেক হরিদাস নাম।
সত্য সত্য সেই যাইবেক কৃষ্ণ-ধাম"॥
এত বলি মৌন হইলেন নাগরাজ।
তুষ্ট হইলেন শুনি সজ্জন সমাজ॥
হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব।
কহিয়া আছেন পূর্ব্বে শ্রীবৈষ্ণব নাগ॥
সভার পরম প্রীতি হরিদাস প্রতি।
নাগ-মুখে শুনি হরষিত হৈল অতি॥
হেন মতে বৈসেন ঠাকুর হরিদাস।
গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ॥
সর্ব্ব দিকে বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না জানে কেহ কেন সংকীর্ত্তন॥ *
কোথাও নাহিক বিষ্ণু-ভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সভেই করয়ে পরিহাস॥
আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি॥

তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেলি ব্যঙ্গিয়াই মরে॥ †
"এ বামুন গুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সভা হৈতে হৈব দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
এ বামন গুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবক কীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক॥
নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ক্রুদ্ধ হইব গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাঞি"॥
কেহ বোলে "যদি ধান্যে কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ গুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥"
কেহ বোলে "একাদশী-নিশি জাগরণ।
করিব গোবিন্দ নাম করি উচ্চারণ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাজ"।
এইরূপে বোলে যত মধ্যস্থ-সমাজ॥
দুঃখ পায় শুনিয়া সকল-ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরিসংকীর্ত্তন॥
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর॥
তথাপিও হরিদাস উচ্চস্বর করি।
বোলেন প্রভুর সংকীর্ত্তন মুখ ভরি॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপিগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ হরিসংকীর্ত্তন॥
হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি ক্রোধে বোলয়ে বচন॥
"ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত পণ্ডিত সভা বোলহ ইহাতে॥"
হরিদাস বোলেন "ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য॥
তোমরা সভার মুখে শুনিয়া সে আমি।
বলিতে কি বলিবাঙ যেবা কিছু জানি॥

* কেন—কিরূপ কি প্রকার।

† ব্যঙ্গিয়া—ব্যঙ্গ করিয়া, পরিহাস করিয়া।

উচ্চকরি লইলে শতগুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়" ॥

তথাহি—"উচ্চৈঃশতগুণাধিক" ইতি।

অনুবাদ।—উচ্চৈঃস্বরে নাম উচ্চারণ করিলে শতগুণ অধিক ফল হইয়া থাকে ॥

বিপ্র বোলে "উচ্চনাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ ফল হয় কি হেতু ইহার?" ॥
হরিদাস বোলেন "শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহার বেদে ভাগবতে কয় ॥"
সর্ব্ব শাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ সুখে ॥
"শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে—
(৩৪।১৭)—

যন্নাম গৃণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মান মেবচ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদাহি তে ॥

অন্বয়ঃ।—যন্নাম গৃণন্ অখিলান্ শ্রোতৄন আত্মানমেব চ সদ্যঃ পুনাতি, তস্য তে পদা স্পৃষ্টঃ সন্ ভূয়ঃ হি কিং ॥

অনুবাদ।—যাঁহার কোন নাম উচ্চারণ করিতে থাকিলেই জীব আপনাকে এবং অখিল শ্রোতৃবর্গকে সদ্যই পবিত্র করিয়া থাকেন সেই তোমার পদস্পৃষ্ট হইয়া আমি যে নিশ্চয়ই অধিকতররূপে পবিত্র ও পাবনকারী হইব ইহাও কি আর বলিতে হইবে? ॥

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে ॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
উচ্চ সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে ॥
অতএব উচ্চ করি কীর্ত্তন করিলে।
শত গুণ ফল হয় সর্ব্ব শাস্ত্রে বোলে ॥
জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সংকীর্ত্তনকারী।
শত গুণাধিক বলে পুরাণেতে ধরি ॥

শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সভে করয়ে পোষণ ॥

উচ্চ করি করিলে গোবিন্দ সংকীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়াই পায় বিমোচন ॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনু সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণ নাম হেন ধ্বনি ॥
ব্যর্থজন্মা তাহারা নিস্তারে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন দোষ সে কর্ম্ম করিতে?
কেহো আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহো বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে" ॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যং—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতিচ ॥

অন্বয়ঃ।—হরিনামানি জপতঃ উচ্চৈঃ জপন্ শতগুণাধিকঃ (ইতি) স্থানে (যতঃ) (একঃ) আত্মানঞ্চ পুনাতি (অপরঃ) শ্রোতৄন্ চ পুনাতি ॥

অনুবাদ।—হরিনাম জপকারীর অপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে জপকারী অর্থাৎ কীর্ত্তনকারীকে শতগুণে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, ইহা যুক্তই হইয়াছে, যে হেতু একজন আপনাকেই পবিত্র করেন এবং অপরজন আপনাকে ও শ্রোতৃগণকে—সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন ॥

সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন ॥
"দরশন-কর্ত্তা এবে হৈল হরিদাস।
কালে কালে বেদ পথ হয় দেখি নাশ ॥
যুগশেষে শূদ্রে বেদ করিবে ব্যাখ্যানে।
এখনেই তাহা দেখি শেষে আর কেনে ॥
এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া।
ঘরে ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া ॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুঞি এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি তোর আগে ॥"

শুনি বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।
'হরি' বলি ঈষৎ হইল কিছু হাস॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চকরি কীর্ত্তন গাহিয়া॥
যেবা পাপী সভাসদ সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইথি॥
এ সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।
এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে সকল রাক্ষস বিপ্রঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥

তথাহি বরাহপুরাণে—

রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রহ্মকুলেষু বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্॥

**অন্বয়ঃ।**—রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য ব্রহ্মযোনিষু জায়ন্তে। ব্রহ্মকুলেষু উৎপন্না (সন্তঃ তে) শ্রোত্রিয়ান্ কুলান্ বাধন্তে॥

**অনুবাদ।** রাক্ষসগণ কলিযুগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে, ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া তাহারা শ্রোত্রিয়কুলকে কুলোচিত ক্রিয়াদির আচরণে বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

এ সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

তথাহি পদ্মপুরাণে মহাদেববাক্যং—

"কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণাঃ যেহবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥"

**অন্বয়ঃ**—অত্র বহুনা উক্তেন কিং, যে ব্রাহ্মণাঃ হি অবৈষ্ণবাঃ তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেন অপি বর্জ্জয়েৎ॥

**অনুবাদ।**—এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যে ব্রাহ্মণগণ অবৈষ্ণব ভ্রমবশতঃও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শ করিবে॥

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায়

সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥
হরিদাস ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণ সে তাহার শাস্তি করিলেন তেন॥
বিষয়েতে মগ্ন জগত দেখি হরিদাস।
দুঃখে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥
কত দিনে বৈষ্ণব দেখিতে ইচ্ছা করি।
আইলেন হরিদাস নবদ্বীপ-পুরী॥
হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন॥
আচার্য্যগোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রীতি হরিদাস প্রতি।
হরিদাস করেন সভারে ভক্তি অতি॥
পাষণ্ডী সকলে যত দেই বাক্য জ্বালা।
অন্যোন্যে তাহা সব কহিতে লাগিলা॥
গীতা ভাগবত লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
অন্যোন্যেতে বিচারে থাকেন সর্ব্বক্ষণ॥
যে জনে পঢ়য়ে শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস-মহিমাবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

## দ্বাদশ অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ প্রিয় নিত্য-কলেবর॥
জয় জয় সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন প্রাণ।
কৃপাদৃষ্ট্যেকর প্রভু সর্ব্ব জীব-ত্রাণ॥
আদিখণ্ড কথা ভাই শুন সাবধানে।
শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অধ্যাপক শিরোমণি-রূপে করে বাস॥

গে পাষণ্ড বাঢ়য়ে গুরুতর।
ভক্তিযোগ নাম হইল শুনিতে দুষ্কর॥
মিথ্যা-রসে দেখি অতি লোকের আদর।
ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর॥
প্রভু সে আবিষ্ট হই আছেন অধ্যয়নে।
ভক্ত সভে দুঃখ পায় দেখেন আপনে॥
নিরবধি বৈষ্ণবেরে সব দুষ্টগণে।
নিন্দা করি বুলে তাহা শুনেন আপনে॥
চিত্তে ইচ্ছা হৈল আত্ম-প্রকাশ করিতে।
ভাবিলেন 'আগে আসি গিয়া গয়া হৈতে'॥
ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান।
গয়াভূমি দেখিতে ইচ্ছা হইল তাহান॥
শাস্ত্র-বিধিমত শ্রাদ্ধ কর্ম্মাদি করিয়া।
যাত্রা করি চলিলা অনেক শিষ্য লঞা॥
জননীর আজ্ঞা লই মহা-হর্ষ-মনে।
চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে॥
সর্ব্ব-দেশ গ্রাম করি পুণ্য-তীর্থময়।
শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম বাক্য শাস্ত্রকথা কাব্যরসে।
মন্দারে আইলা প্রভু কতক দিবসে॥
দেখিয়া মন্দার-মধুসূদন তথায়।
ভ্রমিলেন সকল পর্ব্বত সুলীলায়॥
এইমত কত পথ আসিতে আসিতে।
আর দিন জ্বর প্রকাশিলেন দেহেতে॥
প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥
মধ্য-পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর হেন ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে'॥
বিপ্র পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥
বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেইক্ষণে সুস্থ হৈলা আর নাহি জ্বর॥

ঈশ্বরে সে করে বিপ্র পাদোদক-পান।
এ তান স্বভাব বেদ-পুরাণ প্রমাণ॥

তথাহি শ্রীগীতায়াং (৪।১১)—

**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।**
**মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥**

**অন্বয়ঃ।**—যে মাং যথা প্রপদ্যন্তে অহমেব তান্ তথা ভজামি। হে পার্থ! মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে॥

**অনুবাদ।**—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, যাঁহারা আমাকে যে প্রকারে ভজনা করেন আমিও তাঁহাদিগকে তদনুরূপ ভজনা করিয়া থাকি। হে অর্জ্জুন! মনুষ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে আমারই নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।

যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারো অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তান সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাঢ়ায়েন ভৃত্য-বল॥
সর্ব্বত্র রক্ষক হেন প্রভুর চরণ।
বোল দেখি কেমতে ছাড়িব ভক্তগণ॥
হেনমতে করি প্রভু জ্বরের বিনাশ।
'পুনপুনা' তীর্থে আসি হইলা প্রকাশ॥
স্নান করি পিতৃদেব করিয়া অর্চ্চন।
গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
গয়া তীর্থ-রাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া।
নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর যুড়িয়া॥
ব্রহ্মকুণ্ডে আসি প্রভু করিলেন স্নান।
যথোচিত কৈলা পিতৃদেবের সম্মান॥
তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে।
পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সত্বরে॥
বিপ্রগণে বেড়িয়াছে শ্রীচরণ-স্থান।
শ্রীচরণে মালা যেন দেউল প্রমাণ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
কত পড়িয়াছে লেখা জোখা নাহি তার॥
চতুর্দ্দিকে দিব্যরূপ ধরি বিপ্রগণ।
করিতেছে পাদপদ্ম-প্রভাব বর্ণন॥

"কাশীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে চরণ।
যে চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন॥
বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥
তিলার্দ্ধেকো যে চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হয়েন অধিকার পাত্র॥
যোগেশ্বর সভার দুর্ল্লভ যে চরণ।
সেই এই দেখ সব ভাগ্যবন্ত জন॥
যে চরণে ভাগীরথী হইল প্রকাশ।
হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস॥
অনন্ত শয্যায় অতি প্রিয় যে চরণ।
সেই এই দেখ যত ভাগ্যবন্ত জন॥"
চরণ প্রভাব শুনি বিপ্রগণ-মুখে।
আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দসুখে॥
অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্ম-নয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হইল চরণ দর্শনে॥
সর্ব্ব জগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।
প্রেম-ভক্তি প্রকাশের করিলা আরম্ভ॥
অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।
পরম অদ্ভুত সব দেখে বিপ্রগণে॥
দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষণে।
আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেই স্থানে॥
ঈশ্বরপুরীরে দেখি শ্রীগৌরসুন্দর।
নমস্করিলেন প্রভু করিয়া আদর॥
ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেরে দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হঞা॥
দোঁহার বিগ্রহ দোঁহাকার প্রেম-জলে।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতূহলে॥
প্রভু বোলে "গয়া-যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ব-বন্ধ হয়
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃতরস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥"
বোলেন ঈশ্বরপুরী "শুনহ পণ্ডিত।
তুমিত ঈশ্বর অংশ জানিনু নিশ্চিত॥
যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত তোমার
এহ কি ঈশ্বর অংশ বহি হয় আর॥
যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাম।
সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাম॥
সত্য কহি পণ্ডিত তোমার দরশনে।
পরানন্দসুখ যেন পাই অনুক্ষণে॥
যদবধি তোমা দেখিয়াছি নদীয়ায়।
তদবধি চিত্তে আর কিছু নাহি ভায়॥
সত্য এই কহি ইথে অন্য কিছু নাই।
কৃষ্ণ-দরশন সুখ তোমা দেখি পাই॥"
শুনি প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।
হাসিয়া বোলেন প্রভু "বড় মোর ভাগ্য॥"
এই মত কত আর কৌতুক সম্ভাষ।
যত হৈল তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস॥
তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লইয়া।
তীর্থ-শ্রাদ্ধ করিবারে বসিলা আসিয়া॥
ফল্গু-তীর্থে করি বালুকার পিণ্ডদান।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেত-গয়া স্থান॥
প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধ করি শ্রীশচীনন্দন।
দক্ষিণায়, বাক্যে তুষিলেন বিপ্রগণ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সম্ভাষিয়া।
দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হইয়া॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরাম-গয়ায়।
রাম অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায়॥
এই অবতারে সেই স্থানে শ্রাদ্ধ করি।
তবে যুধিষ্ঠির-গয়া গেলা গৌরহরি॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায়।
সেই প্রীতে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায়॥
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া সকল বিপ্রগণ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সভে পঢ়ায়ে বচন॥
শ্রাদ্ধ করি প্রভু, পিণ্ড ফেলে যেই জলে।
গয়ালি ব্রাহ্মণ সব ধরি ধরি গিলে॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
সে সব বিপ্রের যত খণ্ডিলা বন্ধন॥

উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি।
ভীম-গয়া করিলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শিব-গয়া ব্রহ্ম-গয়া আদি যত আছে।
সব করি ষোড়শ-গয়ায় গেলা পাছে॥
ষোড়শ-গয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া।
সভারে দিলেন পিণ্ড শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া॥
তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকুণ্ডে করি স্নান।
গয়া-শিরে আসি করিলেন পিণ্ডদান॥
দিব্য মালা চন্দন প্রভু শ্রীহস্তে লইয়া।
বিষ্ণুপদ চিহ্ন পূজিলেন হৃষ্ট হইয়া॥
এইমত সর্ব্ব স্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া।
বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া॥
তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে সুস্থ হৈয়া।
রন্ধন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল হেনই সময়।
আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয়॥
প্রেম-যোগে কৃষ্ণ-নাম বলিতে বলিতে।
আইলেন প্রভু-স্থানে ঢুলিতে ঢুলিতে॥
রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম সম্ভ্রমে।
নমস্করি তানে বসাইলেন আসনে॥
হাসিয়া বোলেন পুরী "শুনহ পণ্ডিত।
ভালই সময় হইলাঙ উপনীত"॥
প্রভু বোলে "যবে হৈল ভাগ্যের উদয়।
এই অন্নভিক্ষা আজি কর মহাশয়"॥
হাসিয়া বোলেন "পুরী তুমি কি খাইবে"।
প্রভু বোলে "আমি অন্ন রান্ধিবাঙ সবে"॥
পুরী বোলে "কি কার্য্যে করিবে আর পাক।
যে অন্ন আছয়ে তাই কর দুই ভাগ॥"
হাসিয়া বোলেন "প্রভু যদি আমা চাও।
যে অন্ন হৈয়াছে তাহা তুমি সব খাও॥
তিলার্দ্ধেকে আর অন্ন রান্ধিবাঙ আমি।
না কর সঙ্কোচ কিছু ভিক্ষা কর তুমি"॥
তবে প্রভু আপনার অন্ন তানে দিয়া।
আর অন্ন রান্ধিতে লাগিলা হৃষ্ট হইয়া॥

হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রতি।
পুরীর নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া অন্য মতি॥
শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন।
পরানন্দ-সুখে পুরী করেন ভোজন॥
সেই ক্ষণে রমাদেবী অতি অলক্ষিতে।
প্রভুর নিমিত্ত অন্ন রান্ধিলা ত্বরিতে॥
তবে প্রভু আগে তারে ভিক্ষা করাইয়া।
আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া॥
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব্ব অঙ্গে।
আপন শ্রীহস্তে লেপিলেন দিব্য গন্ধে॥
যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে।
তাহা বর্ণিবারে কোন জন শক্তি ধরে।
আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান।
দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান॥
প্রভু বোলে "কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরীর যে গ্রামে অবতার"॥
কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেই স্থানে।
আর শব্দ নাহিক ঈশ্বরপুরী বিনে॥
সে স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্ব্বাসে বান্ধি এক ঝুলি॥
প্রভু বোলে "ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এ মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ"॥
হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে।
ভক্তেরে বাড়াতে প্রভু সব শক্তি ধরে॥
প্রভু বোলে "গয়া করিতে যে আইলাঙ।
সত্য হইল ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাঙ"॥
আর দিনে নিভৃতে ঈশ্বরপুরী স্থানে।
মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে॥
পুরী বোলে "মন্ত্র বা বলিয়া কোন কথা।
প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্ব্বথা"॥
তবে তার স্থানে শিক্ষাগুরু নারায়ণ।
দশাক্ষর-মন্ত্রের গ্রহণ॥

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীরে।
প্রভু বোলে "দেহ আমি দিলাঙ তোমারে॥
হেন শুভ দৃষ্টি তুমি করহ আমারে।
যেন আমি ভাসি কৃষ্ণ-প্রেমের সাগরে"॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি॥
দোঁহার নয়ন জলে দোঁহার শরীর।
সিঞ্চিত হইলা প্রেমে কেহ নহে স্থির॥
হেন মতে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি।
কত দিন গয়ায় রহিলা গৌরহরি॥
আত্মপ্রকাশের আসি হইল সময়।
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম-ভক্তির বিজয়॥
এক দিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃতে।
নিজ ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে॥
ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া॥
"কৃষ্ণরে বাপরে মোর জীবন শ্রীহরি॥
কোন্ দিগে গেলা মোর প্রাণ করি চুরি।
পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন দিগে গেলা"॥
শোক পড়ি পড়ি প্রভু কান্দিতে লাগিলা।
প্রেম-ভক্তি-রসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর।
সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল ধূলায় ধূসর॥
আর্ত্তনাদ করি প্রভু ডাকে উচ্চস্বরে।
"কোথা গেলা বাপ কৃষ্ণ ছাড়িয়া মোহারে"॥
যে প্রভু আছিলা অতি-পরম-গম্ভীর।
সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির॥
গড়াগড়ি যায়েন কান্দেন উচ্চস্বরে।
ভাসিলেন নিজ-ভক্তি বিরহ-সাগরে॥
তবে কতক্ষণে আসি সর্ব্ব শিষ্যগণে।
সুস্থ করিলেন আসি অশেষ যতনে॥
প্রভু বোলে "তোমরা সকলে যাহ ঘরে।
মুঞি আর না যাইমু সংসার ভিতরে॥
মথুরা দেখিতে আমি চলিব সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা"॥
নানারূপে সর্ব্ব শিষ্যগণে প্রবোধিয়া।
স্থির করি রাখিলেন সভাই মিলিয়া॥
ভক্তিরসে মগ্ন হই বৈকুণ্ঠের পতি।
চিত্তে সোয়াস্তি না পায়েন, রহিবেন কতি॥

কাহারে না বলি প্রভু কত-রাত্রিশেষে।
মথুরারে চলিলেন প্রেমের আবেশে॥
"কৃষ্ণরে বাপরে মোর পাইমু কোথায়"।
এই মত বলিয়া যায়েন গৌররায়॥
কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী।
"এখনে মথুরা না যাইবা দ্বিজমণি॥
যাইবার কাল আছে যাইবা তখনি।
নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে॥
তুমি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ সভার সহিতে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্ত্তন।
জগতেরে বিলাইবা প্রেম-ভক্তি ধন॥
ব্রহ্মা শিব সনকাদি যে রসে বিহ্বল।
মহাপ্রভু অনন্ত গায়েন যে মঙ্গল॥
তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে।
অবতীর্ণ হইয়াছ জানহ আপনে॥
সেবক আমরা তভু চাহি কহিবার।
অতএব কহিলাম চরণে তোমার॥
আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু।
তোমার যে ইচ্ছা সে লঙ্ঘন নহে কভু॥
অতএব মহাপ্রভু চল তুমি ঘর।
বিলম্বে দেখিবা আসি মথুরা নগর"॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী শ্রীগৌরসুন্দর।
নিবৃত্তিপাইলা হইলা হরিষ-অন্তর॥
বাসায় আসিয়া সর্ব্ব শিষ্যের সহিতে।
নিজ গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে॥
নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়॥
দিনে দিনে বাড়ে প্রেম-ভক্তির উদয়।
আদিখণ্ড কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।
মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভাল মতে॥
যেবা শুনে ঈশ্বরের গয়ার বিজয়।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব হৃদয়॥
কৃষ্ণ-যশ শুনিতে সে কৃষ্ণ-সঙ্গ পাই।
ঈশ্বরের সঙ্গ তার কভু ত্যাগ নাই।
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে
চৈতন্য-চরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে॥
তাহান কৃপায় লিখি চৈতন্যের কথা।
স্বতন্ত্র ইহাতে শক্তি নাহিক সর্ব্বথা॥

কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায়।
এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি যায়॥
এই মত চৈতন্য-যশের অন্ত নাই।
যার যত শক্তি কৃপা সভে তাই গাই॥

তথাহি ( ভাঃ ১।১৮।২৩ )—

নভঃ পতন্ত্যাত্মসমং পতত্রিণ
স্তথা সমং বিষ্ণুর্গতিং বিপশ্চিতঃ॥

**অন্বয়ঃ**।—যথা পতত্রিণঃ আত্মসমং নভঃ পতন্তি তথা বিপশ্চিতঃ বিষ্ণুর্গতিং আত্মসমং (বদন্তি)॥

**অনুবাদ**—যেরূপ পক্ষিগণ নিজ নিজ শক্তির অনুরূপ আকাশমার্গে বিচরণ করিয়া থাকে তদ্রূপ পণ্ডিতগণ স্বীয় শক্তি বা বুদ্ধি অনুসারে সর্ব্বব্যাপী ভগবান বিষ্ণুর গতি নিরূপণ করিয়া থাকেন॥

সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চান্দেরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
কেহ বোলে "প্রভু নিত্যানন্দ বলরাম।"
কেহ বোলে "চৈতন্যের মহা-প্রিয় ধাম॥"
কেহ বোলে "মহা তেজীয়ান অধিকারী"।
কেহো বোলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা যতী নিত্যানন্দ কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
সে চরণ ধন মোর রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন।
তোমার চরণ মোর হউক শরণ॥
তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাঙ।
জন্মে জন্মে যেন তোমার সংহতি বেড়াঙ॥
যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা।
তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিব সর্ব্বথা॥
ঈশ্বরপুরীর স্থানে হইয়া বিদায়।
গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
শুনি সব নবদ্বীপ হৈল আনন্দিত।
প্রাণ আসি দেহে যেন হৈল উপনীত॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

আদিখণ্ড-লীলাবাদান্ যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ।
সর্ব্বাপরাধ-নির্মুক্তাস্তে ভবন্তি সুনিশ্চিতং॥

**অন্বয়ঃ**।—যে মহাত্মানঃ আদিখণ্ড-লীলাবাদান্ শৃণ্বন্তি তে সুনিশ্চিতং সর্ব্বাপরাধ-নির্মুক্তাঃ ভবন্তি॥

**অনুবাদ**—যে মহাত্মা সকল আদি-খণ্ডোক্ত লীলাবিচার শ্রবণ করেন তাঁহারা নিশ্চিত-রূপে সকল অপরাধ হইতে নির্মুক্ত থাকেন॥

যে পঠন্তি মহাত্মানো বিলিখন্তি চ সাদরং।
প্রলয়েঽপি চ তেষাং বৈ তিষ্ঠত্যেষা হরেঃ স্মৃতিঃ॥

**অন্বয়ঃ**।—যে মহাত্মানঃ সাদরং ( ইদং ) পঠন্তি বিলিখন্তি চ প্রলয়েঽপি তেষাং এষা হরেঃ স্মৃতিঃ বৈ তিষ্ঠতি॥

**অনুবাদ**।—যাঁহারা সাদরে ইহা পাঠ করেন ও লিপিবদ্ধ করেন প্রলয়কালেও তাঁহাদের এই হরিস্মৃতি বিদ্যমান থাকে॥

জন্মাবধিগয়াভূমিগমনে যৎ কথোদয়ং।
তৎ কথ্যতে বিজ্ঞজনেনাদিখণ্ডস্য লক্ষণং॥

**অন্বয়ঃ**।—জন্মাবধি গয়াভূমি গমনে যৎ কথোদয়ং ( ভবতি ) বিজ্ঞজনেন তৎ আদিখণ্ডস্য লক্ষণং কথ্যতে॥

অনুবাদ। জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া গয়াভূমি গমন পর্য্যন্ত যে লীলাকথা উক্ত হইয়াছে পণ্ডিতব্যক্তি তাঁহাকেই আদি খণ্ডের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করেন॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আদিখণ্ডে গয়াভূমি-গমনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ॥১৫॥

আদিখণ্ড সমাপ্ত।

# শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত।

## মধ্য খণ্ড।

### প্রথম অধ্যায়

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ।
সংকীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ।
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ।
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥

ইহার অন্বয় ও অনুবাদ আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হইয়াছে।

জয় জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ॥
জয় গৌরচন্দ্র ধর্ম্ম-সেতু মহাধীর।
জয় সংকীর্ত্তন-ময় সুন্দর শরীর॥
জয় নিত্যানন্দের বান্ধব ধন প্রাণ।
জয় গদাধর অদ্বৈতের প্রেমধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অতিশয়।
জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়॥
জয় জয় শ্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গনাথ।
জীবপ্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিত্তে।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল যেন মতে।
গয়া করি আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
পরিপূর্ণ ধ্বনি হৈল নদীয়া নগর॥
ধাইলেন যত সব আপ্তবর্গ আছে।
কেহ আগে কেহ মাঝে কেহ অতি পাছে॥
যথাযোগ্য করে প্রভু সভারে সম্ভাষ।
বিশ্বম্ভরে দেখি সভে হইলা উল্লাস॥
আগুবাড়ি সভে আনিলেন নিজ ঘরে।
তীর্থকথা সভারে কহেন বিশ্বম্ভরে॥
প্রভু বোলে "তোমা সভাকার আশীর্ব্বাদে।
গয়াভূমি দেখিয়া আইনু নির্ব্বিরোধে॥"
পরমসুনম্র হই প্রভু কথা কহে।
সভে তুষ্ট হৈলা দেখি প্রভুর বিনয়ে॥
শিরে হস্ত দিয়া কেহো চিরজীবী করে।
সর্ব্ব অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহো মন্ত্র পড়ে॥
কেহো বক্ষে হস্ত দিয়া করে আশীর্ব্বাদ।
"গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ॥"
হইলা আনন্দময় শচী ভাগ্যবতী।
পুত্র দেখি হরিষে না জানে আছে কতি॥
জনককুলে আনন্দ উঠিল।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল॥
সকল বৈষ্ণবগণ হরিষ হইলা।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহ কেহ গেলা॥
সভাকারে করি প্রভু বিনয় সম্ভাষ।
বিদায় দিলেন সভে গেলা নিজবাস॥
বিষ্ণুভক্ত গুটি দুই চারি প্রভু লইয়া।
রহস্য কথা কহিবারে বসিলেন গিয়া॥
প্রভু বোলে "বন্ধু সব শুন কহি কথা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব দেখিলাও যথা তথা॥

গয়ার ভিতর মাত্র হইলাঙ প্রবেশ।
প্রথমেই শুনিলাম মঙ্গল বিশেষ॥
সহস্র সহস্র বিপ্র পঠে বেদধ্বনি।
"দেখ দেখ বিষ্ণু-পা দাদক-তীর্থ খানি॥
পূর্ব্বে কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়ায় গমন।
সেই স্থানে রহি প্রভু ধুইলা চরণ॥
যার পাদোদক লাগি গঙ্গার মাহাত্ম্য।
শিরে ধরি শিব জানে পাদোদক তত্ত্ব॥
সে চরণ উদক প্রভাব সেই স্থান।
জগতে হইল পাদোদক-তীর্থ নাম॥"
পাদপদ্ম-তীর্থের লইতে প্রভু নাম।
অঝরে ঝরয় দুই কমল-নয়ান॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর।
ভরিল পুষ্পের বন মহাপ্রেম-জলে।
মহাশ্বাস ছাড়ি প্রভু "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বোলে॥
পুলকে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
স্থির নহে প্রভু কম্পভাবে থর থর॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত আদি যত ভক্তগণ।
দেখেন অপূর্ব্ব কৃষ্ণ প্রেমের ক্রন্দন॥
চতুর্দ্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
গঙ্গা যেন আসিয়া করিল অবতার॥
মনে মনে সভেই চিন্তেন চমৎকার।
"এমত ইহানে কভু নাহি দেখি আর॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।
কি বিভব পথে বা হইল দরশনে।"
বাহ্য-দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে॥
শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সভা সনে।
প্রভু কহে "বন্ধু সব আজি ঘরে যাহ।
কালি যথা বলি তথা আসিবারে চাহ॥
তোমা সভা সহিত নিভৃত এক স্থানে।
মোর দুঃখ সকল কারব নিবেদনে॥
কালি সভে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারির ঘরে।
তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে"॥
সম্ভাষ করিয়া সভে করিলা বিদায়।
যথাকার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর রায়॥
নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।
মহা বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে॥

বুঝিতে না পারে আই পুত্রের চরিত।
তথাপিহ পুত্র দেখি মহা-আনন্দিত॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
আই দেখে অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন॥
"কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বোলয়ে ঠাকুর
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে প্রচুর॥
কিছু নাহি বুঝে আই কোন বা কারণ।
করযোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ॥
আরম্ভিলা মহা প্রভু আপন প্রকাশ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস॥
প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ
স্নান ধূলী-যাত্রা যথা ভাগবতবৃন্দ॥
যে সব বৈষ্ণব গেলা প্রভুর দর্শনে।
সম্ভাষা করিল প্রভু তা সভার সনে॥
"কালি শুক্লাম্বর ঘরে মিলিবা আসিয়া।
মোর দুঃখ নিবেদিমু নিভৃতে বসিয়া॥"
হরিষে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান পণ্ডিত॥
দেখিয়া অদ্ভুত প্রেম মহা হরষিত॥
যথাকৃত্য করি উষা-কালে সাজি লৈয়া।
চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া॥
এক কুন্দ গাছ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।
কুন্দরূপে কিবা কল্পতরু অবতারে॥
যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।
অক্ষয় অনন্ত পুষ্প সর্ব্বক্ষণ ধরে॥
উষাকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ।
পুষ্প তুলিবারে আসি হইলা মিলন॥
সভেই তোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথারসে।
গদাধর গোপীনাথ রামাঞি শ্রীবাসে॥
হেনই সময়ে আসি শ্রীমান্ পণ্ডিত।
হাসিতে হাসিতে আসি হইলা বিদিত॥
সভেই বোলেন আজি "বড় দেখি হাস্য"॥
শ্রীমান্ কহেন "আছে কারণ অবশ্য"॥
"কহ দেখি" বলিলেন ভাগবতগণ।
শ্রীমান্ পণ্ডিত বোলে "শুনহ কারণ॥
পরম অদ্ভুত কথা মহা অসম্ভব।
নিমাই পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥
গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে।
শুনি আমি সম্ভাষিতে গেলাম বিকালে॥

পরম বিরক্ত রূপ সকল সম্ভাষ।
তিলার্দ্ধেক উদ্ধতের নাহিক প্রকাশ॥
নিভৃতে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণ-কথা।
যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব্ব যথা॥
পাদপদ্ম তীর্থের লইতে মাত্র নাম।
নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান॥
সর্ব্বঅঙ্গে মহাকম্প পুলকে পূর্ণিত।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মাত্র পড়িল ভূমিত॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধাতু নাহি হইলা মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণে বাহ্য দৃষ্টি হইল চমকিত॥
শেষে যে বলিয়া 'কৃষ্ণ' কান্দিতে লাগিলা।
হেন বুঝি গঙ্গাদেবী আসিয়া মিলিলা॥
যে ভক্তি দেখিল আমি তাহান নয়নে।
তাহানে মনুষ্য বুদ্ধি নাহি আর মনে॥
সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে।
'শুক্লাম্বর ঘরে কালি মিলিবে সকালে॥
তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত মুরারি।
তোমা সভা স্থানে দুঃখ করিব গোহারি॥'
পরম মঙ্গল এই কহিলাঙ কথা।
অবশ্য কারণ ইথে আছয়ে সর্ব্বথা॥"
শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে।
হরি বলি মহাধ্বনি করিলা তখনে॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ আমা-সভাকার॥"
তথাহি—"গোত্রং নো বর্দ্ধতাং" ইতি॥
**অনুবাদ**—আমাদের গোত্রবৃদ্ধি হউক।
আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ-সংকথন।
উঠিল মধুর ধ্বনি শ্রবণ কীর্ত্তন॥
'তথাস্তু তথাস্তু' বোলে ভাগবতগণ।
সভেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ।
হেনমতে পুষ্প তুলি ভাগবতগণ॥
পূজা করিবারে সভে করিলা গমন॥
শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী তাহান মন্দিরে॥
শুনিয়া এ সব কথা প্রভু গদাধর।
শুক্লাম্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সত্বর॥
কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।
থাকিলেন শুক্লাম্বর গৃহে লুকাইয়া।
সদাশিব মুরারি শ্রীমান্ শুক্লাম্বর।
মিলিলা সকল যত প্রেম-অনুচর॥
হেনই সময়ে বিশ্বম্ভর দ্বিজরাজ।
আসিয়া বসিলা যথা বৈষ্ণব-সমাজ॥
পরম আনন্দে সভে করেন সম্ভাষ।
প্রভুর নাহিক বাহ্য দৃষ্টি পরকাশ॥
দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভক্তির লক্ষণ॥
"পাইলু ঈশ্বর মোর কোন দিকে গেলা।"
এত বলি স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা॥
ভাঙ্গিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।
"কৃষ্ণ কোথা" বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে॥
প্রভু পড়িলেন মাত্র হা কৃষ্ণ বলিয়া।
ভক্ত সব পড়িলেন ঢলিয়া ঢলিয়া॥
গৃহের ভিতরে মূর্চ্ছা গেল গদাধর।
কেবা কোন দিকে পড়ে নাহি পরাপর॥
সভেই হইলা প্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
গঙ্গার কুলেতে ঘর, জাহ্নবী বিস্মিত॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
'কৃষ্ণ' বলি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
"কৃষ্ণরে, প্রভুরে, মোর কোনদিকে গেলা।"
এত বলি প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা॥
কৃষ্ণ-প্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন।
চতুর্দ্দিক বেড়ি কান্দে ভাগবতগণ॥
আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে।
না জানে ঠাকুর কিছু নিজ প্রেমরঙ্গে॥
উঠিল মঙ্গল কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন॥
স্থির হউ ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বম্ভর।
তথাপি আনন্দ-ধারা বহে নিরন্তর॥
প্রভু বোলে "কোন জন গৃহের ভিতর।"
ব্রহ্মচারী বোলেন "তোমার গদাধর॥"
হেটমাথা করিয়া কান্দেন গদাধর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বম্ভর॥
প্রভু বোলে "গদাধর তুমি সে সুকৃতি।
শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়মতি॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইনু অমূল্য নিধি গেল দিন দোষে"॥

এত বলি ভূমিতে পড়িলা বিশ্বম্ভর।
ধূলায় লোটায় সর্ব্ব সব্য কলেবর॥
পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য পুনঃ পুনঃ পড়ে।
দৈবে রক্ষা পায় নাক মুখ সে আছাড়ে॥
মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেম-জলে।
সবে এক 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' শ্রীবদনে বোলে।
ধরিয়া সভার গলা কান্দে বিশ্বম্ভর।
"কৃষ্ণ কোথা বন্ধু সব" বোলহ সত্বর॥
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে ভক্তগণ।
কারোমুখে আর কিছু না স্ফুরে বচন॥
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করহ খণ্ডন।
আনি দেহ মোরে নন্দ-গোপেন্দ্র-নন্দন"॥
এত বলি শ্বাস ছাড়ি পুনঃ পুনঃ কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥
এই সুখে সর্ব্বদিন গেল ক্ষণ প্রায়।
কথঞ্চিৎ সভা প্রতি হইলা বিদায়॥
গদাধর সদাশিব শ্রীমান পণ্ডিত।
শুক্লাম্বর আদি যত হইলা বিস্মিত॥
যে যে দেখিলেন প্রেম সভাই অবাক্য।
অপূর্ব্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য।
বৈষ্ণব সমাজ সভে হইলা হরিষে।
সানুপূর্ব্বে কহিলেন অশেষ বিশেষে॥
শুনিয়া সকল মহাভাগবতগণ।
"হরি হরি" বলি সবে করেন ক্রন্দন॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব প্রেম সভেই বিস্মিত।
কেহ বোলে "ঈশ্বর বা হইল বিদিত"॥
কেহ বোলে "নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে।
পাষণ্ডীর মুণ্ড ছিণ্ডিবারে পারি হেলে"॥
কেহ বোলে "হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।
সর্ব্বথা সন্দেহ নাঞি জানিবা অবশ্য"॥
কেহ বোলে "ঈশ্বরপুরীর সঙ্গ হৈতে।
কিবা দেখিলেন কৃষ্ণ-প্রকাশ গয়াতে"॥
এইমতে আনন্দে সকল ভক্তগণ।
নানা জনে নানা কথা করেন কথন॥
সভে মেলি করিতে লাগিলা আশীর্ব্বাদ।
হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ॥
আনন্দে লাগিলা সভে করিতে কীর্ত্তন।
কেহ গায় কেহ নাচে করিয়া ক্রন্দন॥
হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।
ঠাকুর আবিষ্ট হই আছেন নিজ রসে॥
কথঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বম্ভর।
চলিলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিতের ঘর॥
গুরুর করিলা প্রভু চরণ বন্দন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন॥
গুরু বোলে ধন্য বাপ তোমার জীবন।
পিতৃকুল মাতৃকুল করিলা মোচন॥
তোমার পড়ুয়া সব তোমার অবধি।
পুথি কেহ নাহি মেলে ব্রহ্মা বোলে যদি॥
এখনে আইলা তুমি সভার প্রকাশ।
কালি হৈতে পঢ়াইবা আজি চল বাস॥"
গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে পঢ়ুয়া বেষ্টিত শশধর॥
আইলেন শ্রীমুকুন্দ সঞ্জয়ের ঘরে।
আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ ভিতরে॥
গোষ্ঠী সঙ্গে মুকুন্দ সঞ্জয় পুণ্যবন্ত।
যে হইল আনন্দ তাহার নাহি অন্ত।
পুরুষোত্তম সঞ্জয়েরে প্রভু কৈল কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তার নয়নের জলে॥
জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।
পরম-আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন॥
শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি সভাকারে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে॥
আসিয়া বসিলা বিষ্ণুগৃহের দুয়ারে।
প্রীতি করি বিদায় দিলেন সভাকারে॥
যে যে জন আইসেন প্রভু সম্ভাষিতে।
প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে॥
পূর্ব্ব-বিদ্যা-ঔদ্ধত্য না দেখে কোন জন।
পরম বিরক্ত প্রায় থাকে সর্ব্বক্ষণ॥
পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।
পুত্রের মঙ্গল লাগি গঙ্গা বিষ্ণু পূজে॥
"স্বামী নিল কৃষ্ণচন্দ্র নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সবে মাত্র আছে একজন॥
অনাথিনী মোরে কৃষ্ণ এই দেহ বর।
সুস্থ চিত্তে মোর গৃহে রহু বিশ্বম্ভর"॥
লক্ষ্মীরে আনিয়া পুত্র সমীপে বসায়।
দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চায়।

নিরবধি শ্লোক পড়ি করয়ে রোদন।
কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ বোলে অনুক্ষণ॥
কখন কখন যেবা হুঙ্কার করয়।
ডরে পলায়েন লক্ষ্মী শচী পায় ভয়॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি প্রভুর কৃষ্ণানন্দ-রসে।
বিরহে না পায় স্বাস্থ্য উঠে পড়ে বৈসে॥
ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ।
ঊষাকালে গঙ্গাস্নানে করয়ে গমন॥
আইলেন প্রভু মাত্র করি গঙ্গাস্নান।
পঢ়ুয়া বর্গের আসি হৈল উপস্থান॥
কৃষ্ণ বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে।
পঢ়ুয়া সকল ইহা কিছুই না জানে॥
অনুরোধে প্রভু বসিলেন পঢ়াইতে।
পঢ়ুয়া সভার স্থানে প্রকাশ করিতে।
'হরি' বলি পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ।
শুনিয়া আনন্দ হইলা শ্রীশচীনন্দন॥
বাহ্য নাহি প্রভুর শুনিয়া হরিধ্বনি।
শুভ দৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি॥
আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্র বৃত্তি টীকার সকল হরিনাম॥
প্রভু বোলে "সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে কৃষ্ণ বহি না বোলয়ে আন॥
হর্ত্তা কর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ ভব আদি সব কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে।
বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে।
আগম বেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়।
করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন॥
সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন।
হেন কৃষ্ণ-নামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্ব শাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধমে যদি লয় কৃষ্ণ-নাম।
সর্ব্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণ-ধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার সেই দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজনা ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারে-খারে।
কৃষ্ণ মহা-মহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোকে করে অন্য ধ্যান॥
অঘাসুর হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন দুঃখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বোলে দুঃখিত জীব তাহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল
তাহা ছাড়ি নৃত্য গীত করয়ে মঙ্গল॥
অজামিল নিস্তারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে॥
শুন ভাই সব, সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম ধন॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী পরকাশ।
হেন পাদপদ্ম ভাই সভে কর আশ॥
দেখি কার শক্তি আছে এই নবদ্বীপে।
খণ্ডুক্ আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে॥"
পরং ব্রহ্ম বিশ্বম্ভর শব্দ মূর্ত্তিময়।
যে শব্দে যে বাখানেন সেই সত্য হয়॥
মোহিত পঢ়ুয়া সব শুনে এক মনে।
প্রভুও বিহ্বল হই আপনা বাখানে॥
সহজেই শব্দ মাত্র কৃষ্ণ সত্য কহে।
ঈশ্বর যে বাখানিব কিছু চিত্র নহে॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য-দৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর॥
"আজি আমি কেন-মত সূত্র বাখানিল"।
পঢ়ুয়া সকল বোলে "কিছু না বুঝিল॥
যত কিছু শব্দে বাখানহ কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র॥"
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুন সব ভাই।
পুথি বান্ধ আজি সভে গঙ্গাস্নানে যাই"॥

বান্ধিলা পুস্তক সভে প্রভুর বচনে।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন গৌরচন্দ্র সনে॥
গঙ্গা জলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ শশধর॥
গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর রায়।
পরম সুকৃতি সব দেখে নদীয়ায়॥
ব্রহ্মাদির অভিলাষ যে রূপ দেখিতে।
হেন প্রভু বিপ্র রূপে খেলে পৃথিবীতে॥
গঙ্গা-ঘাটে স্নান করে যে সকল জন।
সভাই চাহেন গৌরচন্দ্রের বদন॥
অন্যে অন্যে সর্ব্ব জন করিল কথন।
"ধন্য পিতা মাতা যার এ হেন নন্দন॥"
প্রভুর পরশে গঙ্গার বাঢ়িল উল্লাস।
আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ॥
তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার পদ-যুগ সেবি॥
চতুর্দ্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহ্নুসুতা।
তরঙ্গের ছলে জল দেই অলক্ষিতা॥
বেদে মাত্র এ সব লীলার মর্ম্ম জানে।
কিছু শেষে ব্যক্ত হইব সকল পুরাণে॥
স্নান করি আইলেন গৃহে বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যার ঘর॥
বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন॥
যথাবিধি করি প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন॥
তুলসীর মঞ্জরী সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি সম্মুখে করিলা উপসন্ন॥
বিশ্বকসেনেরে তবে করি নিবেদন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথ করয়ে ভোজন॥
সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা।
ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা॥
মায়ে বোলে "বাপ আজি কি পুঁথি পঢ়িলা।
কাহার সহিত কিবা কোন্দল করিলা॥"
প্রভু বোলে "আজি পঢ়িলাম কৃষ্ণনাম।
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্যথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়"॥

তথাহি জৈমিনিভারতে চাশ্বমেধিক পর্ব্বনি—
যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ॥

**অন্বয়ঃ**—যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তিঃ ন দৃশ্যতে, তৎশাস্ত্রং ব্রহ্মা যদি স্বয়ং বদেৎ ( তথাপি ) ন এব শ্রোতব্যং॥

**অনুবাদ**।—যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তির বিষয় বর্ণিত না হয় সেই শাস্ত্র যদি ব্রহ্মা স্বয়ংও বলিয়া থাকেন তথাপি তাহা শ্রবণ করিবে না॥

"চণ্ডাল চণ্ডাল নহে যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎপথে চলে"॥
কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।
যে কহিল তাহি প্রভু কহয়ে এখানে॥
"শুন শুন মাতা কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।
সর্ব্ব ভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণ সেবকের মাতা কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা জীবের যে গতি॥
না ভজিলে কৃষ্ণ পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব্ব পাপের প্রকাশ॥
কটু অম্ল লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহামোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেঢ়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায়॥
নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।

শুন শুন মাতা জীবতত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখন সে স্মঙরিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
"রক্ষ কৃষ্ণ জগতজীবের প্রাণনাথ।
তোমা বই জীব দুঃখ নিবেদিব কা'ত॥
যে করয়ে বন্দী প্রভু ছাড়ায় সেই সে।
সহজ মৃতেরে প্রভু মায়া কর' কিসে॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে গোঙাইল জনম।
না ভজিলাম তোমার দুই অমূল্য চরণ॥
যে পুত্র কৈলাম পোষণ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥
এখন এ দুঃখে মোর কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
এতেকে জানিলুঁ সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু কৃষ্ণ তোর লইলুঁ শরণ॥
তুমি হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাম অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া॥
উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয়।
করিলাত এবে কৃপা কর মহাশয়॥
এই কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে জন্মিয়া না মরি॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণব জনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—(৫।১৯।২৪)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগা।
ন সাধবো ভাগবতপদাশ্রয়াঃ॥
ন যত্র যজ্ঞেশ-মখা মহোৎসবাঃ।
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাং॥

**অন্বয়ঃ**।—যত্র বৈকুণ্ঠ-কথা-সুধাপগা ন, (যত্র) ভাগবতপদাশ্রয়াঃ সাধবঃ ন, যত্র যজ্ঞেশ-মখাঃ মহোৎসবাঃ ন (ভবন্তি) সঃ সুরেশলোকঃ অপি ন বৈ সেব্যতাং॥

(ক) **অনুবাদ**—যে স্থানে ভগবান বিষ্ণুর কথারূপ সুধানদী বর্ত্তমান নাই— অর্থাৎ যেখানে হরিকথা আলোচিত হয় না; যেখানে ভগবৎপরায়ণ সাধুগণ বাস করেন না, আর যে স্থানে যজ্ঞেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের উপলক্ষে অনুষ্ঠিত যজ্ঞ ও উৎসবাদিও নাই, সেই স্থান সাক্ষাৎ সুরপতি-ভবন হইলেও কাহারও সে লোকের সেবা করা উচিত নহে॥

গর্ভবাস-দুঃখ প্রভু এহ মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্ব কাল॥
তোর পাদ-পদ্ম স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর প্রভু না ফেলিবা তথা॥
এইমত দুঃখ প্রভু কোটি কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর প্রভু সব মোর কর্ম্ম॥
সে দুঃখ বিপদ প্রভু রহু বার বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ব বেদসার।
হেন কর এবে কৃষ্ণ-দাস্য পদ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখেতে পার।
তবে তোমা বই প্রভু না গাইমু আর॥
এই মত গর্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহা ভাল বসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ।
স্তবের প্রভাবে গর্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে পৃথিবীতে আপন ইচ্ছায়।
শুন শুন মাতঃ জীবতত্ত্বের সংস্থাপন।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে দুঃখসাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত দুঃখ পায়॥
কত দিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ দুষ্ট সঙ্গ করে।
পুনঃ সেই মত গর্ভবাসে ডুবি মরে॥

তথাহ শ্রীভাগবতে—(৩।৩১।৩২)—

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতি পূর্ব্ববৎ॥

**অন্বয়ঃ**।—জন্তুঃ যদি শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ অসদ্ভিঃ (তেষাং) পথি আস্থিতঃ (সন্) রমতে (তর্হি) পুনঃ পূর্ব্ববৎ তমো বিশতি॥ খ

**অনুবাদ**—শ্রীমান কপিল স্বীয়মাতা দেবহূতিকে জীবের কর্ম্মবিপাক বলিতেছেন। জীব যদি শিশ্নোদর সেবামাত্রে যত্নশীল অসৎ-স্বভাব জনগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের অবলম্বিত পথে অবস্থিত হইয়া ইন্দ্রিয়ভোগে রত হয়, তবে আবার পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকার বা নরকে প্রবেশ করে॥

অনয়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনং।
অনারাধিতগোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ॥

অন্বয়ানুবাদ আদিখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

"অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণেরে ভজিলে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ 'কৃষ্ণ' সাধু সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা মুখে বল 'হরি'॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন পরহিংসা যায়"॥
কপিলের ভাবে প্রভু মায়েরে শিখায়।
শুনিতে সে বাক্য শচী আনন্দে মিলায়॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
কৃষ্ণ বিনা প্রভু আর কিছু না বাখানে॥
আপ্তমুখে এ কথা শুনিয়া ভক্তগণ।
সর্ব্বগণে বিতর্ক ভাবেন অনুক্ষণ॥
কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে।
কিবা সাধু সঙ্গে কিবা পূর্ব্বসংস্কারে॥
এই মত মনে সভে করেন বিচার।
সুখময় চিত্তবৃত্ত হইল সভার॥
খণ্ডিল ভক্তের দুঃখ পাষণ্ডীর নাশ।
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ॥
বৈষ্ণব আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণময় জগত দেখেন নিরন্তর॥
অহর্নিশ শুনেন শ্রবণে কৃষ্ণ-নাম।
বদনে বোলয় কৃষ্ণচন্দ্র অবিরাম॥
যে প্রভু আছিলা ভোলা মহাবিদ্যা রসে॥
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে॥
পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষা কালে।
পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে॥
পড়াইতে গিয়া বৈসে ত্রিদশের রায়।
কৃষ্ণকথা বিনা কিছু না আইসে জিহ্বায়॥
"সিদ্ধবর্ণ সমাম্নায়" বোলে শিষ্যগণ॥
প্রভু বোলে "সর্ব্ব বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ"।
শিষ্য বলে "বর্ণসিদ্ধ হইল কেমনে?"
প্রভু বোলে "কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতের কারণে"॥
শিষ্য বোলে "পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কয়।"
প্রভু বোলে "সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মর॥
কৃষ্ণের ভজন কহে সম্যক্ আম্নায়।
আদি মধ্য অন্ত্যে কৃষ্ণ ভজন বুঝায়"॥
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হাসে শিষ্যগণ।
কেহ বোলে "হেন বুঝি বায়ুর কারণ"॥
শিষ্যবর্গ বোলে "কর কেমত ব্যাখ্যান"॥
প্রভু বোলে "যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ"।
প্রভু বোলে "যদি নাহি বুঝহ এখনে।
বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে॥
আমিহ বিরলে গিয়া বসি পুঁথি চাই।
বিকালে সকল যেন হই এক ঠাঞি"॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কৌতুকে পুস্তক বান্ধি করিলা গমন॥
সর্ব্ব শিষ্য গঙ্গাদাস পণ্ডিতের স্থানে।
কহিলেন যত সব ঠাকুর বাখানে॥
"এবে যত বাখানেন নিমাঞি পণ্ডিত।
শব্দ সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সমীহিত॥
গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে।
তদবধি কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা, আন নাহি স্ফুরে॥
সর্ব্বদা বোলেন কৃষ্ণ পুলকিতঅঙ্গ।
ক্ষণে হাস হুঙ্কার ক্ষণেক বহু রঙ্গ॥
প্রতি শব্দে ধাতুসূত্র একত্র করিয়া।
প্রতিদিন কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেন বসিয়া॥
এবে তাঁর বুঝিবারে না পারি চরিত।
কি করিব আমি-সব বোলহ পণ্ডিত॥"
উপাধ্যায় শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।
শুনিয়া সভার বাক্য উপজিল হাস॥
ওঝা বোলে "ঘরে যাহ আসিহ সকালে।
আজি আমি শিখাইব তাহারে বিকালে॥
ভাল মত করি যেন পড়ায়েন পুঁথি।
আসিহ বিকালে আজি আমার সংহতি।"

পরম হরিষে সভে বাসায় চলিলা।
বিশ্বম্ভর সঙ্গে সভে বিকালে আইলা॥
গুরুর চরণধুলি প্রভু লয় শিরে।
"বিদ্যালাভ হউক" গুরু আশীর্ব্বাদ করে॥
গুরু বোলে "বাপ বিশ্বম্ভর শুন বাক্য।
ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অল্প ভাগ্য॥
মাতামহ যার চক্রবর্ত্তী নীলাম্বর॥
বাপ যার জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর॥
উভয়কুলেতে মূর্খ নাহিক তোমার।
তুমিও পরমযোগ্য বিখ্যাত টীকার॥
অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
বাপ মাতামহ কি তোমার ভক্ত নয়?
ইহা জানি ভাল মতে কর অধ্যয়ন।
অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ভদ্রাভদ্র মূর্খ দ্বিজ জানিব কেমনে।
ইহা জানি 'কৃষ্ণ বোল' কর অধ্যয়নে॥
ভাল মতে গিয়া শাস্ত্র বসিয়া পড়াও।
ব্যতিরিক্ত অর্থ কর মোর মাথা খাও॥"
প্রভু বোলে "তোমার দুই চরণপ্রসাদে।
নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে।
আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
নবদ্বীপে তাহা স্থাপিবেক কোন জন॥
নগরে বসিয়া এই পড়াইমু গিয়া।
দেখি কার শক্তি আছে দুষুক আসিয়া।"
হরিষ হইলা গুরু শুনিয়া বচন।
চলিলা গুরুর করি চরণ বন্দন॥
গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার।
বেদপতি সরস্বতী-পতি শিষ্য যার॥
আর কিবা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের সাধ্য।
যার শিষ্য চতুর্দ্দশ-ভুবন-আরাধ্য॥
চলিলা পড়ুয়া সঙ্গে প্রভু বিশ্বম্ভর।
তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ শশধর॥
বসিলা আসিয়া নগরিয়ার দুয়ারে।
যাহার চরণ লক্ষ্মী-হৃদয় উপরে॥
যোগপট্ট ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন॥
প্রভু বোলে "সন্ধি কার্য্য জ্ঞান নাহি যার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥
শব্দ জ্ঞান নাহি যার সে তর্ক বাখানে।
আমারেত প্রবোধিতে নারে কোন জনে॥
যে আমি খণ্ডন করি যে করি স্থাপন।
দেখি তাহা অন্যথা করুক্ কোন জন॥"
এই মত বোলে বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ।
প্রত্যুত্তর করিবেক হেন শক্তি কাত॥
গঙ্গা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায়।
শুনিয়া সভার অহঙ্কার চূর্ণ পায়॥
কার শক্তি আছে বিশ্বম্ভরের সমীপে।
সিদ্ধান্ত দিবেক হেন আছে নবদ্বীপে॥
এই মত আবেশে বাখানে বিশ্বম্ভর।
চারি দণ্ড রাত্রি তবু নাহি অবসর॥
দৈবে আর এক নগরিয়ার দুয়ারে।
এক মহাভাগ্যবান আছে বিপ্রবরে॥
রত্নগর্ভ আচার্য্য বিখ্যাত তার নাম।
প্রভুর পিতার সঙ্গে জন্ম এক গ্রাম॥
তিন পুত্র তার কৃষ্ণপদ-মকরন্দ।
কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ কবিচন্দ্র॥
ভাগবত পরম আদরে দ্বিজবর
ভাগবত শ্লোক পড়ে করিয়া আদর॥
তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে (২৩।২২)—

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্॥

**অন্বয়ঃ।**—শ্রীকৃষ্ণং তাঃ দদৃশুঃ কথম্ভুতং? শ্যামং, হিরণ্যপরিধিং, বনমাল্যবর্হ-ধাতু প্রবাল নটবেশং, অনুব্রতাংসে বিন্যস্তহস্তং ইতরেন (হস্তেন) অব্জং ধুনানং কর্ণোৎপলালককপোল-মুখাব্জহাসং॥

**অনুবাদ**—যজ্ঞপত্নীগণ বনে আসিয়া দেখিলেন যে সেই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা শ্যামবর্ণের, তাঁহার পরিধানে স্বুবর্ণবর্ণ পীতাম্বর, বনমালা, ময়ূরের পুচ্ছ, স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রবাল সমূহে সজ্জিত হইয়া তাঁহার বেশ নটের ন্যায় হইয়াছে, তিনি অনুগত সখার স্কন্ধে এক হস্ত ন্যস্ত করিয়া অপর হস্তে একটী লীলাকমল আন্দোলিত করিতেছেন; তাঁহার দুইটীকর্ণে দুইটী নীলপদ্ম শোভা পাইতেছে,

চূর্ণকুন্তলে তাঁহার কপোলযুগ, সুশোভিত এবং তাঁহার মুখপদ্মে মধুর হাসি বিদ্যমান॥

ভক্তিযোগে শ্লোক পড়ে পরম সন্তোষে।
প্রভুর কর্ণেতে আসি করিল প্রবেশে॥
ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিল থাকিয়া।
সেই ক্ষণে পড়িলেন মূর্চ্ছিত হইয়া॥
সকল পঢ়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইলা।
ক্ষণেকে প্রভুর বাহ্য-দৃষ্টিরে আইলা॥
বাহ্য পাই "বোল বোল" বোলে বিশ্বম্ভর।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরণী-উপর॥
প্রভু বোলে "বোল বোল বোল বিপ্রবর।"
উঠিল সমুদ্র-কৃষ্ণ-সুখ মনোহর॥
লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।
অশ্রু কম্প পুলক সকল সুবিদিত॥
দেখে বিপ্রবর তার পরম আনন্দ।
পড়ে-ভক্তি শ্লোক ভক্তিসঙ্গে করি রঙ্গ॥
দেখিয়া তাহার ভক্তি-যোগের পঠন।
তুষ্ট হই প্রভু তারে দিলা আলিঙ্গন॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।
প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইল তখন॥
প্রভুর চরণ ধরি রত্নগর্ভ কান্দে।
বন্দী হইলেন দ্বিজ চৈতন্যের ফান্দে॥
পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া॥
"বোল বোল" বোলে প্রভু হুঙ্কার করিয়া॥
দেখিয়া সভার হৈল অপরূপ জ্ঞান।
নগরিয়া দেখি সভে করে পরণাম॥
"না পঢ়িহ আর" বলিলেন গদাধর।
সভে বেঢ়ি বসিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ক্ষণেকে হইল বাহ্যদৃষ্টি গৌররায়॥
"কি বোল কি বোল" প্রভু জিজ্ঞাসে সদায়॥
প্রভু বোলে কি "চাঞ্চল্য করিলাম আমি।"
পঢ়ুয়া সকল বোলে "কৃতকৃত্য তুমি॥
কি বলিতে পারি আমা সভার শকতি।"
আপ্তগণে নিবারিল "না করিহ স্তুতি॥"
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর আপনা সম্বরে।
সর্ব্বগণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে॥
গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে।
গঙ্গা নমস্করি গঙ্গাজল নিলা শিরে॥
যমুনার তীরে যেন বেঢ়ি গোপীগণ।
নানা রস করিলেন নন্দের নন্দন।
সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে।
ভক্তের সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে॥
কতক্ষণে সভারে বিদায় দিল ঘরে।
বিশ্বম্ভর চলিলেন আপন মন্দিরে॥
ভোজন করিয়া সর্ব্ব ভুবনের নাথ।
যোগনিদ্রা প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত॥
পোহাইল নিশি সর্ব্ব পঢ়ুয়ারগণ।
আসিয়া বসিলা পুথি করিতে চিন্তন॥
ঠাকুর আইলা ঝাট করি গঙ্গাস্নান।
বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান॥
প্রভুর না স্ফুরে কৃষ্ণ ব্যতিরেকে আন।
শব্দ মাত্র কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান॥
পঢ়ুয়া সকলে বোলে "ধাতু সংজ্ঞা কার"?
প্রভু বোলে "শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার॥
ধাতু-সূত্র বাখানি শুনহ ভাই গণ।
দেখি কার শক্তি আছে করুক খণ্ডন॥
যত দেখ রাজা দিব্য দিব্য কলেবর।
কনক ভূষিত গন্ধ চন্দনে সুন্দর॥
যম লক্ষ্মী যাহার বচনে লোকে কয়।
ধাতু বিনে শুন তার যে অবস্থা হয়॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভস্ম হয় কারে এড়েন পুতিয়া॥
সর্ব্ব দেহে ধাতু রূপে বৈসে কৃষ্ণ শক্তি।
তাহা সনে কর স্নেহ তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রম বশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা।
হয় নয় ভাই সব বুঝ মন দিয়া॥
এবে যারে নমস্করি' করি মান্য জ্ঞান।
ধাতু গেলে তারে পরশিলে করি স্নান॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা-সুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥
ধাতুসংজ্ঞা কৃষ্ণ-শক্তি বল্লভ সভার।
দেখি ইহা দুষুক আছয়ে শক্তি কার॥
এমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই সভে কর দৃঢ় ভক্তি॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ-নাম।
অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ কর ধ্যান॥

যাহার চরণে দূর্ব্বা জল দিলে মাত্র।
কভু নহে যম তার অধিকার-পাত্র॥
অঘ বক পুতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন চরণ॥
পুত্রবুদ্ধ্যে অজামিল যাহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে॥
যাহার চরণ সেবি শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণপায়॥
যাবৎ আছয়ে জীব দেহেতে আসক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ প্রাণ ধন।
চরণে ধরিয়া বলি কৃষ্ণে দেহ মন॥"
দাস্যভাবে কহে প্রভু আপন মহিমা।
হইল প্রহর দুই তবু নাহি সীমা॥
মোহিত পঢ়ুয়া সব শুনে এক মনে।
দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পঢ়ায়েন সে কি অন্য হয়॥
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিত বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া সভার মুখ লজ্জিত অন্তর॥
প্রভু বোলে "ধাতু সূত্র বাখানিল কেন"।
পঢ়ুয়া সকল বোলে "সত্য অর্থ যেন॥
যে শব্দে যে অর্থ তুমি করিলে বাখান।
কার বাপে তাহা করিবারে পারে আন॥
যতেক বাখান তুমি সব সত্য হয়।
সবে যে উদ্দেশ্যে পঢ়ি তার অর্থ নয়॥"
প্রভু বোলে "কহ দেখি আমারে সকল।
বায়ু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল॥
সূত্ররূপে কোন বৃত্তি করিয়ে ব্যাখ্যান।"
শিষ্যবর্গ বোলে "সভে এক হরিনাম॥
সূত্র বৃত্তি টীকা যে বাখান কৃষ্ণ মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র
ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি হয়।
তাহাতে তোমারে কভু নর জ্ঞান নয়॥"
প্রভু বোলে "কোন্ রূপ দেখহ আমার।"
পঢ়ুয়া সকলে বোলে "যত চমৎকার॥
যে কম্প যে অশ্রু যে বা পুলক তোমার।
আমরাত কভু কোথা দেখি নাহি আর॥
কালি তুমি পুথি যবে চিন্তহ নগরে।
তখন পঢ়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে॥
ভাগবত শ্লোক শুনি হইলা মূর্চ্ছিত।
সর্ব্ব অঙ্গে নাহি প্রাণ আমরা বিস্মিত॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলে ক্রন্দন।
গঙ্গা যেন আসিয়া হৈল আগমন॥
শেষে বা যে কম্প আসি হইল তোমার।
শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার॥
আপাদ মস্তক হৈল পুলকে উন্নতি।
লালা ঘর্ম্ম ধুলায় ব্যাপিত গৌরমূর্ত্তি॥
অপূর্ব্ব ভাবয়ে যত দেখে সর্ব্ব জন।
সভেই বলেন এ পুরুষ নারায়ণ॥
কেহ বোলে 'ব্যাস শুক নারদ প্রহ্লাদ'।
তা সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ॥
সভে মেলি ধরিলেন করিয়া শকতি।
ক্ষণেকে তোমার আসি বাহ্য হৈল মতি॥
এ সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান।
আর কথা কহি তাহা চিত্ত দিয়া শুন॥
দিন দশ ধরি কর যতেক ব্যাখ্যান।
সর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণ-ভক্তি আর কৃষ্ণ নাম॥
দশ দিন ধরিয়া যে পাঠ বাদ হয়।
কহিতে তোমারে সভে বড় বাসি ভয়॥
শব্দের অশেষ অর্থ তোমার গোচর।
হাসিতে যে বাখান তা কে দিব উত্তর॥"
পঢ়ুয়া সকলে বোলে "বাখান উচিত।
সত্য কৃষ্ণ সকল শাস্ত্রের সমীহিত॥
অধ্যয়ন উক্তি সে সকল শাস্ত্র সার।
তবে যে না লই দোষ আমা সভাকার॥
মূলে যে বাখান তুমি জ্ঞাতব্য সেই সে।
তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ কর্ম্ম দোষে॥"
পঢ়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর।
কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর॥
প্রভু বোলে "ভাই সব কহিলা সুসত্য।
আমার এ সব কথা অন্যত্র অকথ্য॥
কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।
সবে দেখি ভাই সেই বলি সর্ব্বথায়॥

যত শুনি শ্রবণে সকল কৃষ্ণনাম।
সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের ধাম॥
তোমা সভা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সভাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার স্থানে পঢ় আমি দিলাম নির্ভয়॥
কৃষ্ণ বিনে আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥"
এই বোল মহাপ্রভু সভারে কহিয়া।
দিলেন পুস্তকে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া॥
শিষ্যগণ বোলেন করিয়া নমস্কার।
"আমরাও করিলাম সংকল্প তোমার॥
তোমার স্থানেতে যে পঢ়িলাম আমি-সব।
আন স্থানে করিব কি গ্রন্থঅনুভব॥"
গুরুর বিচ্ছেদে দুঃখে সর্ব্ব শিষ্যগণ।
কহিতে লাগিলা সভে করিয়া ক্রন্দন॥
"তোমার মুখেতে যত শুনিল ব্যাখ্যান।
জন্মে জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান॥
কারো স্থানে গিয়া আর কিবা পঢ়িবাঙ।
সেই ভাল তোমা হৈতে যত জানিলাম॥"
এত বলি প্রভুরে করিয়া হাত যোড়।
পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর॥
'হরি' বলি শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি।
সভা কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি॥
শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অধোমুখে।
ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে॥
রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব শিষ্যগণ।
আশীর্ব্বাদ করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
"দিবসেক আমি যদি হই কৃষ্ণদাস।
তবে সিদ্ধ হবে তো সভার অভিলাষ॥
তোমরা সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ।
কৃষ্ণ-নামে পূর্ণ হউক সভার বদন॥
নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ হউক তোমা সভাকার ধন প্রাণ॥
যে পঢ়িলে সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মেলি কৃষ্ণ বলিবাঙ এক ঠাঞি॥
কৃষ্ণের কৃপায় শাস্ত্র স্ফুরুক সভার।
তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আ।

প্রভুর অমৃত বাক্য শুনি শিষ্যগণ।
পরমানন্দময় হইল ততক্ষণ॥
সে সব শিষ্যের পায় মোর নমস্কার।
চৈতন্যের শিষ্যত্বে হইল ভাগ্য যার॥
সে সব কৃষ্ণের দাস জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ যারে পঢ়ায়েন সে কি অন্য হয়॥
সে বিদ্যা-বিলাস দেখিলেন যে যে জন।
তারেও দেখিলে হয় বন্ধবিমোচন॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥
তথাপিও এই কৃপা কর মহাশয়।
সে বিদ্যাবিলাস মোর রহুক হৃদয়॥
পঢ়াইলা নবদ্বীপে বৈকুণ্ঠের রায়।
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
চৈতন্য লীলার আদি অবধি না হয়।
আবির্ভাব তিরোভাব এই বেদে কয়॥
এই মতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস।
সংকীর্ত্তন-আরম্ভ সে করিলা প্রকাশ॥
চতুর্দ্দিগে অশ্রুযুক্ত কান্দে শিষ্যগণ।
সদয় হইয়া প্রভু বোলেন বচন॥
"পঢ়িলাম শুনিলাম যতদিন ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি॥"
শিষ্যগণ বোলেন কেমন সংকীর্ত্তন।
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

কেদার-রাগঃ।

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ-যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
দিশা দেখাইয়া প্রভু হাত তালি দিয়া।
আপনে কীর্ত্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া॥
আপনে কীর্ত্তননাথ করেন কীর্ত্তন।
চৌদিকে বেঢ়িয়া গায় সব শিষ্যগণ॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু নিজ নাম-রসে।
গড়াগড়ি যায় প্রভু ধুলায় আবেশে॥
"বোল বোল" বলি প্রভু চতুর্দ্দিকে পড়ে।
পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে আছাড়ে॥
গণ্ডগোল শুনি সব নদীয়া নগর।
ধাইয়া আইলা সব ঠাকুরের ঘর॥

নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর।
কীর্ত্তন শুনিয়া সভে আইলা সত্বর
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ
পরম অপূর্ব্ব সভে ভাবে মনে মন॥
পরম সন্তোষ সভে হৈলা অন্তরে।
'এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়া-নগরে॥
এমন দুর্ল্লভ ভক্তি আছয়ে জগতে।
নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে॥
যত ঔদ্ধত্যের সীমা এই বিশ্বম্ভর।
প্রেম দেখিলাম নারদাদির দুস্কর॥
হেন উদ্ধতের যদি হেন ভক্তি হয়।
না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা এ বা কিবা লয়'॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্য বিশ্বম্ভর রায়।
সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলয়ে সদায়॥
বাহ্য হইলেও বাহ্য কথা নাহি কয়।
সর্ব্ব বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয়॥
সভে মেলি ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।
চলিলা বৈষ্ণব সব মহানন্দ হৈয়া॥
কোন কোন পঢ়ুয়া সকল প্রভু সঙ্গে।
উদাসীন পথ লইলেন প্রেম রঙ্গে॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসংকীর্ত্তনারম্ভঃ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
ভক্ত-গোষ্ঠী সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
ঠাকুরের প্রেম দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম বিস্মিত হইল সভাকার মন॥
পরম সন্তোষে সভে অদ্বৈতের স্থানে॥
সভে কহিলেন যত হৈল দরশনে॥
ভক্তিযোগ প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
অবতারিয়াছে প্রভু জানেন সকল॥
তথাপি অদ্বৈততত্ত্ব বুঝনে না যায়।
সেই ক্ষণে প্রকাশিয়া তখনি লুকায়॥
শুনিয়া অদ্বৈত বড় হরিষ হইলা।
পরম আবিষ্ট হই কহিতে লাগিলা॥
"মোর আজুকার কথা শুন ভাই সব।
নিশিতে দেখিলুঁ আমি কিছু অনুভব॥
গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া।
থাকিলাম দুঃখ ভাবি উপাস করিয়া॥
কতক রাত্রেতে মোরে বোলে এক জন।
উঠহ আচার্য্য ঝাট করহ ভোজন॥
এই পাঠ এই অর্থ কহিল তোমারে।
উঠিয়া ভোজন কর পূজহ আমারে॥
আর কেন দুঃখ ভাব পাইবা সকল।
যে লাগি সংকল্প কৈলা সে হৈল সফল॥
যত উপবাস কৈলে যত আরাধন।
যতেক করিলা 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন॥
যা' আনিতে ভুজ তুলি প্রতিজ্ঞা করিলা।
সে প্রভু তোমার এবে বিদিত হইলা॥
সর্ব্ব দেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ॥
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ ভক্তি যতেক যতেক।
তোমার প্রসাদে এবে সভে দেখিবেক॥
এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ দেখিবেক অনুভব॥
ভোজন করহ তুমি আমার বিদায়।
আর বার আসিবাঙ ভোজনবেলায়॥"
চক্ষু মেলি চাহি দেখি এই বিশ্বম্ভর।
দেখিতে দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর॥
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু না পারি বুঝিতে।
কোনরূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে॥
ইহার অগ্রজ পূর্ব্বে বিশ্বরূপ নাম।
আমার সঙ্গে গীতা আসি করিত ব্যাখ্যান॥
এই শিশু পরম মধুর রূপবান্।
ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান॥
চিত্ত-বৃত্তি হরে শিশু সুন্দর দেখিয়া।
আশীর্ব্বাদ করি ভক্তি হউক বলিয়া॥

আভিজাত্য আছে বড় মানুষের পুত্র।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাহান্ দৌহিত্র॥
আপনেও সর্ব্বগুণে পরম পণ্ডিত।
উহান কৃষ্ণেতে ভক্তি হইতে উচিত॥
বড় সুখী হইলাম এ কথা শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ কর সভে তথাস্তু বলিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সভারে।
কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউ সকল সংসারে॥
যদি সত্য বস্তু হয় তবে এই খানে।
সভে আসিবেন এই ব্রাহ্মণের স্থানে॥"
আনন্দে অদ্বৈত করে পরম হুঙ্কার।
সকল বৈষ্ণব করে জয় জয় কার॥
'হরি হরি' বলি ডাকে বদন সভার।
উঠিল কীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার॥
কেহ বোলে নিমাঞি পণ্ডিত ভাল হৈলে
তবে সংকীর্ত্তন করি মহাকুতূহলে॥
আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।
আনন্দে চলিলা করি হরি-সংকীর্ত্তন॥
প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।
পরম আদর করি সভে সম্ভাষয়॥
প্রাতঃকালে চলে প্রভু যবে গঙ্গাস্নানে।
বৈষ্ণব সভার সঙ্গে হয় দরশনে॥
শ্রীবাসাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।
প্রীত হঞা ভক্তগণ আশীর্ব্বাদ করে॥
"তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।
মুখে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ শুনহ শ্রবণে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাপ সব সত্য হয়।
কৃষ্ণ না ভজিলে রূপ বিদ্যা কিছু নয়॥
কৃষ্ণ সে জগৎ পিতা কৃষ্ণ সে জীবন।
দৃঢ় করি ভজ বাপ কৃষ্ণের চরণ॥"
আশীর্ব্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।
সভারে চাহেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ॥
"তোমরা সে কহ সত্য করি আশীর্ব্বাদ।
তোমরা বা কেন অন্য করিবে প্রসাদ?
তোমরা সে পার কৃষ্ণভজন দিবারে।
দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অনুগ্রহ করে॥
তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম্ম।
তেঞি বুঝি আমার উত্তম আছে কর্ম্ম।
তোমা-সভা সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"
এত বলি কারু পায়ে ধরে সেই ঠাঞি॥
নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারু করিয়া যতনে।
ধুতি বস্ত্র তুলি কারু দেন ত আপনে॥
কুশ গঙ্গামৃত্তিকা কাহার দেন করে।
ঝারি বহি কোন দিন চলে কারু ঘরে॥
সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে।
"কি কর কি কর" তবু করে বিশ্বম্ভরে॥
এই মত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে?
সেবকের লাগি নিজ ধর্ম্ম পরিহরে॥
সকলসুহৃদ্ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
এতেক কৃষ্ণের কেহ দ্বেষ্য যোগ্য নহে॥
তাহা পরিহরে কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।
তার সাক্ষী দুর্য্যোধন কংসের মরণে॥
কৃষ্ণের করয়ে সেবা ভক্তের স্বভাব।
ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল অনুভাব॥
কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।
তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকানিবাসে॥
সেই প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর বিশ্বম্ভর।
গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর॥
চিনিতে না পারে কেহো প্রভু আপনার।
যা সভার লাগিয়া হইলা অবতার॥
কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সভারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
দেখি বিশ্বম্ভরের বিনয় ভক্তগণ।
অকৈতবে আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বক্ষণ॥
"ভজ কৃষ্ণ স্মর কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥
বোলহ বোলহ কৃষ্ণ হও কৃষ্ণ-দাস।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউন প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বহি আন নাহি স্ফুরুক তোমার।
তোমা হৈতে দুঃখ যাউ আমা সভাকার॥

যে অধম লোক সব কীর্ত্তনেরে হাসে।
তোমা হৈতে তাহারা ডুবুক্ কৃষ্ণরসে॥
যেন তুমি শাস্ত্রে সব জিনিলে সংসার।
তেন কৃষ্ণ ভজ কর পাষণ্ডী সংহার॥
তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল।
সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল"॥
হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ॥
আশীর্ব্বাদ করে দুঃখ করি নিবেদন॥
"এই নবদ্বীপে বাপ যত অধ্যাপক।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় বক॥
কি সন্ন্যাসী কি তপস্বী কিবা জ্ঞানী যত।
বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত॥
কেহ না বাখানে বাপ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
না করুক ব্যাখ্যা আরো নিন্দে সর্ব্বক্ষণ॥
যতেক পাপিষ্ঠ শ্রোতা সেই বাক্য ধরে।
তৃণজ্ঞান কেহ আমা সভারে না করে॥
সন্তাপে পোড়য়ে বাপ দেহ সভাকার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন সঞ্চার॥
এখন প্রসন্ন কৃষ্ণ হইল সভারে।
এ পথে প্রবিষ্ট করি দিলেন তোমারে॥
তোমা হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝিনু নিশ্চয়॥
চিরজীবী হও তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
তোমা হইতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম"॥
ভক্তআশীর্ব্বাদ প্রভু শিরে করি লয়।
ভক্ত আশীর্ব্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বম্ভর॥
প্রকাশ হইতে চিত্ত হইল সত্বর॥
প্রভু কহে "তুমি সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল সেই হইব নিশ্চিত॥
ধন্য মোর জীবন তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল॥
কোন ছার হয় পাপ পাষণ্ডীর গণ।
সুখে গিয়া কর কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্ত্তন॥
ভক্তদুঃখ প্রভু কভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি সর্ব্বত্রে কৃষ্ণের অবতারে॥
তোমরা আনহ কৃষ্ণচন্দ্র।
প করাইবা বৈকুণ্ঠ আনন্দ॥

তোমা সভা হৈতে হইব জগত উদ্ধার।
করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
সেবক করিয়া মোরে সভাই জানিবা।
এই বর মোরে কভু না পরিহরিবা"॥
সভার চরণ ধুলি লয় বিশ্বম্ভর।
আশীর্ব্বাদ সভেই করেন বহুতর॥
গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা সভে ঘরে।
প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তরে॥
আপন ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাঢ়িল প্রচুর॥
"সংহারিমুসব" বলি করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বার বার॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়।
লক্ষ্মীরে দেখিয়া ক্ষণে মারিবারে যায়॥
এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশ।
শচী না বুঝয়ে কোন ব্যাধি বা বিশেষ॥
স্নেহ বিনে শচী কিছু নাহি জানে আর।
সভারে কহেন বিশ্বম্ভরের ব্যভার॥
"বিধাতা যে স্বামী নিল নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন॥
তাহার কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
আপনা আপনি কহে মনে মনে কথা।
ক্ষণে বোলে "ছিণ্ডোঁ ছিণ্ডোঁ পাষণ্ডীর মাথা॥"
ক্ষণে গিয়া গাছের উপর ডালে চঢ়ে।
নামিলে লোচন ক্ষণে পৃথিবীতে পড়ে॥
দন্ত কড়মড়ি করে মালসাট মারে।
গড়াগড়ি যায় কিছু বচন না স্ফুরে"॥
নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার।
বায়ু জ্ঞান করি লোকে বোলে বান্ধিবারে॥
শচি মুখে শুনি যে যে দেখিবারে যায়।
বায়ুজ্ঞান করি লোক হাসিয়া পলায়॥
আস্তেব্যস্তে মায়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।
লোকে বোলে "পূর্ব্ব বায়ু জন্মিল আসিয়া॥"
কেহ বোলে "তুমি ত অবোধ ঠাকুরাণী।
আর বা ইহার বার্ত্তা জিজ্ঞাসহ কেনি॥
পূর্ব্বকার বায়ু আসি জন্মিল অন্তরে।
দুই পায়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে॥

খাইবারে দেহ ডাব নারিকেল জল।
যাবৎ উন্মাদ-বায়ু নাহি করে বল॥"
কেহ বোলে "ইথে অল্প ঔষধে কি করে।
শিবাঘৃত প্রয়োগে সে এ বায়ু নিস্তারে॥
পাক তৈল শিরে দিয়া করাইবা স্নান।
যাবৎ প্রবল নাহি হইয়াছে জ্ঞান"॥
পরম উদার শচী জগতের মাতা।
যার মুখে যেই শুনে কহে সেই কথা॥
চিন্তায় ব্যাকুল আয়ী কিছুই না জানে।
গোবিন্দ-শরণে গেলা কায়-বাক্য-মনে॥
শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবের সভাকার স্থান।
লোক দ্বারা শচী করিলেন নিবেদন॥
একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত।
উঠি নমস্কার প্রভু কৈলা সাবহিত॥
ভক্ত দেখি প্রভুর বাঢ়িল ভক্তি ভাব।
লোম-হর্ষ অশ্রুপাত কম্প অনুরাগ॥
তুলসীরে আছিলা করিতে প্রদক্ষিণে।
ভক্ত দেখি প্রভু মূর্চ্ছা পাইলা তখনে॥
বাহ্য পাই কতক্ষণে লাগিলা কান্দিতে।
মহা-কম্প কভু স্থির না পারে হইতে॥
অদ্ভুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে।
"মহা-ভক্তিযোগ, বায়ু বোলে কোন জনে"?
বাহ্য পাই প্রভু বোলে পণ্ডিতের স্থানে।
"কি বুঝ পণ্ডিত তুমি মোহার বিধানে॥
কেহো বোলে মহা-বায়ু বান্ধিবার তরে।
পণ্ডিত তোমার চিত্তে কি লয় আমারে"?
হাসি বোলে শ্রীবাস-পণ্ডিত "ভাল বাই।
তোমার যেমত বাই তাহা আমি চাই॥
মহা-ভক্তিযোগ দেখি তোমার শরীরে।
শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে"॥
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে॥
"সকলে বোলয়ে বায়ু আশ্বাসিলে তুমি।
আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাঙ আমি॥
যদি তুমি বায়ু হেন বলিতা আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি মুঞি গঙ্গার ভিতরে।"
শ্রীবাস বোলেন "যে তোমার ভক্তিযোগ।
ব্রহ্মা-শিব সনকাদি বাঞ্ছয়ে এ ভোগ॥
সভে মেলি এক ঠাঁই করিব কীর্ত্তন।
যেতে কেনে না বলে পাষণ্ডী পাপীগণ"॥
শচী প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন।
চিত্তের যতেক দুঃখ করহ খণ্ডন॥
বায়ু নহে কৃষ্ণভক্তি বলিল তোমারে।
ইহা বুঝিবারে নাহি অন্য জন পারে॥
ভিন্ন জন স্থানে কিছু কথা না কহিবা।
অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্য দেখিবা"॥
এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর।
বায়ু জ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর॥
তথাপিও অন্তর-দুঃখিতা শচী হয়।
বাহিরায় পুত্র পাছে এই মনে ভয়॥
এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
কে তানে জানিতে পারে যদি না জানায়॥
একদিন প্রভু গদাধর করি সঙ্গে।
অদ্বৈতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে॥
অদ্বৈত দেখিল গিয়া প্রভু-দুই-জন।
বসিয়া করেন জল-তুলসী-সেবন॥
দুই ভুজ আস্ফালিয়া বলে হরি হরি।
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে আপনা পাসরি॥
মহামত্ত সিংহ যেন করয়ে হুঙ্কার।
ক্রোধ দেখি যেন মহারুদ্র-অবতার॥
অদ্বৈত দেখিবা মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই পৃথিবী-উপর॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
'এই মোর প্রাণনাথ' জানিল সকল॥
'কতি যাবে চোর আজি' বোলে মনে মনে।
"এতদিন চুরি করি বুল এই খানে॥
অদ্বৈতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই।
চোরের উপরে চুরি করিব এথাই॥"
চুরির সময় এবে বুঝিয়া আপনে।
সর্ব্ব-পূজার সজ্জ লই নামিলা তখনে॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী লই সেই ঠাঞি।
চৈতন্যচরণ পূজে আচার্য্যগোসাঞি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ চরণ উপরি।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ে নমস্করি॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—(১।১৯।৬৫)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

**অন্বয়ঃ**।—ব্রহ্মণ্যদেবায় নমঃ, গোব্রাহ্মণ হিতায় জগদ্ধিতায় চ নমঃ, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ॥

**অনুবাদ**—প্রহ্লাদ শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন। হে বেদপ্রতিপাদিত সেব্যগণের শ্রেষ্ঠ তোমাকে নমস্কার, তুমি যজ্ঞাদির পরিপুষ্টির জন্য কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গের রক্ষয়িতা গো ও ব্রাহ্মণগণের মঙ্গলসাধক এবং ঐ প্রকারে সমস্ত জগতের ও মঙ্গলসাধক অতএব তোমাকে পুনরায় নমস্কার, তুমি রসজ্ঞ ভক্তগণের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য বৃন্দাবনধামে শ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্যপ্রকাশিত থাকিয়া গোপালনাদি লীলার বিস্তার কর অতএব তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥
পাখালিল দুই পদ নয়নের জলে।
যোড়হস্ত করি দাণ্ডাইল পদতলে॥
হাসি বোলে গদাধর জিহ্বা কামড়ায়।
"বালকেরে গোসাঞি এমত না জুয়ায়॥"
হাসয়ে অদ্বৈত গদাধরের বচনে।
"গদাধর বালক জানিবা কত দিনে॥"
চিত্তে বড় বিস্ময় হইলা গদাধর।
'হেন বুঝি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর॥'
কতক্ষণে বিশ্বম্ভর প্রকাশিয়া বাহ্য।
দেখেন আবেশময় অদ্বৈত-আচার্য্য॥
আপনারে লুকায়েন প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
নমস্কার করি তার পদধূলি লয়।
আপনার দেহ প্রভু তারে নিবেদয়॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
তোমার সে আমি হেন জানিহ নিশ্চয়॥
ধন্য হইলাঙ আমি দেখিল তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্ফুরে॥
তুমি সে করিতে পার ভববন্ধ-নাশ।
তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রকাশ॥"
ভক্তে বাঢ়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
মনে বোলে অদ্বৈত "কি কর ভারি-ভুরি।
চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি॥"
হাসিয়া অদ্বৈত কিছু করিলা উত্তর।
"সভা হৈতে তুমি মোর বড় বিশ্বম্ভর॥
কৃষ্ণ-কথা কৌতুকে থাকিব এই ঠাঞি।
নিরন্তর যেন তোমা দেখিবারে পাই॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
তোমার সহিত কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম হরিষে।
স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ বাসে॥
জানিলা অদ্বৈত হৈল প্রভুর প্রকাশ।
পরীক্ষিতে চলিলেন শান্তিপুর বাস॥
"সত্য যদি প্রভু হয় মুঞি হঙ দাস।
তবে মোরে বান্ধিয়া আনিব নিজ-পাশ॥
অদ্বৈতের চিত্ত বুঝিবার শক্তি কার?
যার শক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অদ্বৈতের সেবা তার নিষ্ফল নিশ্চিত॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর প্রতি দিনে দিনে।
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সনে॥
সভে বড় আনন্দিত দেখি বিশ্বম্ভর।
লখিতে না পারে কেহো আপন ঈশ্বর॥
সর্ব্ব বিলক্ষণ তাঁর পরম আবেশ।
দেখিয়া সভার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ॥
যখন প্রভুর হয় আনন্দ আবেশ।
কি কহিব তাহা সভে পারে প্রভু 'শেষ'॥
শতেক জনেও কম্প ধরিবারে নারে।
নয়নে বহয়ে শত শত নদী ধারে॥
কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ।
খল খল অট্ট অট্ট হাসে বহু রঙ্গ॥
ক্ষণে হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত প্রহরেক।
বাহ্য হৈলে না বোলেন কৃষ্ণ ব্যতিরেক॥
হুঙ্কার শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে।
তাঁর অনুগ্রহে তান ভক্তগণ তরে॥
সর্ব্ব অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি ক্ষণে ক্ষণে হয়।
ক্ষণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময়॥

অপূর্ব্ব দেখিয়া সব ভাগবতগণে।
নরজ্ঞান আর কেহো না করয়ে মনে॥
কেহো বোলে 'এ পুরুষ অংশ-অবতার'।
কেহো বোলে এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার'॥
কেহো বোলে শুক বা প্রহ্লাদ বা নারদ'।
কেহো বোলে 'হেন বুঝি খণ্ডিল আপদ॥'
যত সব ভাগবতবর্গের গৃহিণী।
তারা বোলে 'কৃষ্ণ আসি জন্মিলা আপনি'॥
কেহো বোলে 'এই বুঝি প্রভু অবতারি'॥
এই মত মনে সব করেন বিচার॥
বাহ্য হইলেও প্রভু সভার গলা ধরি।
যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি॥
কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন?
বলিতে ছাড়য়ে শ্বাস করয়ে ক্রন্দন॥
স্থির হই প্রভু সব আপ্তগণ-স্থানে।
প্রভু বোলে "মোর দুঃখ করো নিবেদনে॥"
প্রভু বোলে "মোহার দুঃখের অন্ত নাই॥
পাইয়াও হারাইনু জীবন কানাই॥"
সভার সন্তোষ হৈল রহস্য শুনিতে।
শ্রদ্ধা করি সভে বসিলেন চারি ভিতে॥
"কানাঞির নাট্যশালা নামে এক গ্রাম।
গয়া হৈতে আসিতে দেখিনু সেই স্থান॥
তমাল শ্যামল এক বালক সুন্দর।
নবগুঞ্জা সহিত কুন্তল মনোহর॥
বিচিত্র ময়ূর পুচ্ছ শোভে তদুপরি!
ঝলমল মণিগণ লখিতে না পারি॥
হাতেতে মোহন বাঁশী পরম সুন্দর।
চরণে নুপুর শোভে অতি মনোহর॥
নীলস্তম্ভ জিনি ভুজ রত্ন অলঙ্কার।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভে মণিহার॥
কি কহিব সে পীত ধটির পরিধান।
মকরকুণ্ডল শোভে কমল নয়ান॥
আমার সমীপে আইল হাসিতে হাসিতে।
আমা আলিঙ্গিয়া পলাইলা কোন ভিতে॥"
কি রূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে।
তার কৃপা বিনা কেহ বুঝিতে না পারে॥
কহিতে কহিতে মূর্চ্ছা গেল বিশ্বম্ভর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ' বলি পৃথিবী উপর॥

আথেব্যথে ধরে সভে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি।
স্থির করি ঝাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধুলি॥
স্থির হইলেও প্রভু স্থির নাহি হয়।
"কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া কান্দয়॥
ক্ষণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
স্বভাবে হইলা অতি-নম্র-কলেবর॥
পরম সন্তোষ চিত্ত হইল সভার।
শুনিয়া প্রভুর ভক্তি-কথার প্রচার॥
সভে বোলে "আমরা সভার বড় পুণ্য।
তুমি হেন সঙ্গে সভে হইলাম ধন্য॥
তুমি যার সঙ্গ তার বৈকুণ্ঠে কি করে॥
তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে॥
অনুপাল্য তোমার আমরা সব জন।
সভার নায়ক হই করহ কীর্ত্তন॥
পাষণ্ডীর বাক্যে দগ্ধ শরীর সকল।
এ তোমার প্রেম-জলে করহ শীতল॥"
সন্তোষে সভার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
চলিলেন মত্ত সিংহ প্রায় নিজ বাস॥
গৃহে আইলেও নাহি ব্যভার-প্রস্তাব।
নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব॥
কত বা আনন্দ ধারা বহে শ্রীনয়নে।
চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে॥
'কোথা কৃষ্ণ কোথা কৃষ্ণ' মাত্র প্রভু বোলে।
আর কোন কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে॥
যে বৈষ্ণবে ঠাকুর দেখেন বিদ্যমানে॥
তাহারেই জিজ্ঞাসেন "কৃষ্ণ কোন্ স্থানে?"॥
বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
যে জানে যে মত সেই-মত প্রবোধয়॥
একদিন তাম্বুল লইয়া গদাধর।
হরিষে আইলা তেঁহো প্রভুর গোচর॥
গদাধর দেখি প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
"কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্যামল পীত-বাসা?"॥
সে আর্ত্তি দেখিতে সর্ব্ব-হৃদয় বিদরে॥
কি বলিব গদাধর বচন না স্ফুরে॥
সম্ভ্রমে বোলেন গদাধর মহাশয়।
"নিরবধি থাকে কৃষ্ণ তোমার হৃদয়॥"
'হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ' বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥

আথেব্যথে গদাধর ধরি দুই হাতে।
স্থির করি প্রবোধি রাখিলা নানা মতে॥
"এই আসিবেন কৃষ্ণ স্থির হও খানি।"
গদাধর বোলে আই দেখিল আপনি॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি।
"এমত সুস্থির বুদ্ধি নাহি দেখি কতি॥
মুঞি ভয়ে নাহি পারি সম্মুখ হইতে॥
শিশু হই কেন প্রবোধিল ভালমতে॥"
আই বোলে "বাপ তুমি সর্ব্বদা থাকিবা।
ছাড়িয়া উহার সঙ্গ কোথা না যাইবা॥"
অদ্ভুত প্রভুর প্রেম-যোগ দেখি আই।
পুত্র হেন জ্ঞান আর কিছু মনে নাই॥
মনে ভাবে আই "এ পুরুষ নর নহে।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন মহাশয়।"
ভয়ে আই প্রভুর সম্মুখ নাহি হয়॥
সর্ব্ব ভক্তগণ সন্ধ্যা সময় হইলে।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অল্পে অল্পে মিলে॥
ভক্তিযোগসম্মত যে সব শ্লোক হয়।
পঢ়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয়॥
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধ্বনি॥
শুনিলেই আবিষ্ট হয়েন দ্বিজমণি॥
'হরিবোল' বলি প্রভু লাগিলা গর্জ্জিতে।
চতুর্দ্দিগে পড়ে কেহো না পারে ধরিতে॥
শ্বাস হাস কম্প স্বেদ পুলক গর্জ্জন।
একবারে সর্ব্ব ভাব দিলা দরশন॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সুখে গায় ভক্তগণ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ॥
সর্ব্ব নিশা যায় যেন মুহূর্ত্তেক-প্রায়।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহ্য পায়॥
এই মত নিজগৃহে শ্রীশচীনন্দন।
নিরবধি নিশি দিশি করেন কীর্ত্তন॥
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন-প্রকাশ।
সকল ভক্তের দুঃখ হয় দেখি নাশ॥
'হরিবোল' বলি ডাকে শ্রীশচীনন্দন।
ঘন ঘন পাষণ্ডীর হয় জাগরণ॥
নিদ্রাসুখভঙ্গে বহির্ম্মুখ ক্রুদ্ধ হয়।
যার যেন মত ইচ্ছা বলিয়া মরয়॥

কেহো বোলে 'এ গুলার হইল কি বাই'।
কেহো বোলে 'রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই'॥
কেহো বোলে 'গোসাঞি রুষিব বড় ডাকে।
এ গুলার সর্ব্বনাশ হৈব এই পাকে॥'
কেহ বোলে 'জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার।
পরম উদ্ধত হেন সভার ব্যাভার॥'
কেহো বোলে "কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাসা বামুনে॥
মাগিয়া খাইতে লাগি মিলি চারি ভাই।
কৃষ্ণ বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা-বাই॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয়॥"
কেহো বোলে "আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হৈল দেশের উৎসাদ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিলুঁ সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নৌ আইসে এথা॥
শুনিলেক নদীয়ার কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ॥
যে সে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সভা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনে বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখন না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥"
কেহ বোলে "আমরা সভার কোন দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায়॥"
এই মত কথা হৈল নগরে নগরে।
'রাজনৌকা আসিব বৈষ্ণব ধরিবারে॥'
বৈষ্ণব-সমাজে সব এ কথা শুনিলা।
গোবিন্দ স্মঙরি সভে ভয় নিবারিলা॥
"যে করিব কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
সে প্রভু থাকিতে কোন যমেরে ভয়॥"
শ্রীবাস পণ্ডিত বড় পরম উদার।
যেই কথা শুনে সেই প্রত্যয় তাঁহার॥
যবনের রাজ্য দেখি মনে হৈল ভয়।
জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয়॥
প্রভু অবতীর্ণ নাহি জানে ভক্তগণ।
জানাইতে আরম্ভিলা শ্রীশচীনন্দন॥

নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদনসুন্দর।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন।
অরুণ-অম্বর, শোভে কমল নয়ন॥
চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ।
স্কন্ধে উপবীত শোভে মনোহর রূপ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান, অধরে তাম্বুল।
কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথীকূল॥
সুকৃতি যতেক তারা দেখিতে হরিষ।
যতেক পাষণ্ডী সব তারা বিমরিষ॥
এত ভয় শুনিয়াও না হয় ভয় পায়।
রাজার কুমার হেন নগরে বেড়ায়"॥
আর জন বোলে "ভাই বুঝিলাম থাক।
যতেক দেখায় সব পলাবার পাক"॥
নির্ভয়ে চাহেন চারিদিগে বিশ্বম্ভর।
গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর॥
গাভী এক যূথ দেখে পুলিনেতে চরে।
হাম্বারব করি আইসে জল খাইবারে॥
ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি কেহ চতুর্দ্দিকে ধায়।
কেহ যুঝে কেহ শুয়ে কেহ জল খায়॥
দেখিয়া গর্জ্জয়ে প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বারে বার॥
এই মতে ধাই গেলা শ্রীবাসের ঘরে।
"কি করিস শ্রীবাসিয়া" বোলে অহঙ্কারে॥
নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে।
পুনঃ পুনঃ লাথি মারে তাহার দুয়ারে॥
"কাহারে পূজিস্ করিস কার ধ্যান?
যাহারে পূজহ তারে দেখ বিদ্যমান॥"
জলন্ত-অনল যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
হইল সমাধি ভঙ্গ, চাহে চারি ভিত॥
দেখে বীরাসনে বসিয়াছে বিশ্বম্ভর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র- গদাপদ্মধর॥
গর্জ্জিতে আছয়ে যেন মত্ত-সিংহ-সার।
বাম কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার॥
দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে।
স্তব্ধ হৈল শ্রীবাস কিছুই নাহি স্ফুরে॥
ডাকিয়া বোলয়ে প্রভু "আরে শ্রীনিবাস।
এত দিন না জানিস আমার প্রকাশ?
তোর উচ্চ সংকীর্ত্তনে নাড়ার হুঙ্কারে।
ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ আইনু সর্ব্ব-পরিবারে॥
নিশ্চিন্তে আছহ তুমি আমারে আনিয়া।
শান্তিপুর গেল নাড়া আমারে এড়িয়া॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
তোর কিছু চিন্তা নাই, পঢ় মোর স্তব॥
প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস।
ঘুচিল অন্তর-ভয় পাইয়া আশ্বাস॥
হরিষে পূর্ণিত হৈল সর্ব্ব কলেবর।
দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে যুড়ি দুই কর॥
সহজে পণ্ডিত বড়-মহা-ভাগবত।
আজ্ঞা পাঞা স্তুতি করে যেন অভিমত॥
ভাগবতে আছে ব্রহ্মমোহা পনোদনে।
সেই শ্লোক পঢ়ি স্তুতি করয়ে প্রথমে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে—( ১০।১৪।১ )—

নৌমীড্যতেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥

অন্বয়ঃ।—( হে ) ঈড্য! অভ্রবপুষে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায় বন্য-স্রজে কবলবেত্রবিষাণ-বেণু-লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায় তে নৌমি॥

অনুবাদ—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন। হে স্তুতিযোগ্য পরমবন্দনীয়! নীল-মেঘের ন্যায় আপনার শরীরকান্তি, আপনার পরিধেয় বসন বিদ্যুতের ন্যায় পীতবর্ণ গুঞ্জানির্ম্মিত কর্ণভূষণে ও চূড়াস্থিত শিখিপুচ্ছে আপনার বদন-মণ্ডল নিরতিশয়রূপে শোভমান, আপনার গলদেশে বনমালা শোভা পাইতেছে, আপনার বামহস্তে দধিযুক্ত অন্নগ্রাস, বামকক্ষে বেণু ও শৃঙ্গ এবং দক্ষিণ হস্তে বেত্র থাকায় আপনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। আপনার চরণযুগল অতি কোমল, হে শ্রীনন্দের নন্দন আপনাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য আমি নমস্কার করিতেছি॥

"বিশ্বম্ভর চরণে আমার নমস্কার।
নবঘন জিনি বর্ণ, পীতবাস যার।

শচীর নন্দন পায়ে মোর নমস্কার।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাহার॥
গঙ্গাদাস-শিষ্যপদে মোর নমস্কার॥
কোটিচন্দ্র জিনিরূপ বদন যাহার॥
বনমালা করে দধি ওদন যাহার।
জগন্নাথপুত্র পায়ে মোর নমস্কার॥
শৃঙ্গ বেত্র বেণু চিহ্ন ভূষণ যাহার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥
ব্রহ্মস্তব স্তুতি করে প্রভুর চরণে।
স্বচ্ছন্দে বোলয়ে যত আইসে বদনে॥
"চারি বেদে যারে ঘোষে নন্দের কুমার।
সেই তুমি তোমার চরণে নমস্কার॥"
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি যজ্ঞেশ্বর।
তোমার চরণোদকে গঙ্গা তীর্থবর॥
জানকী জীবন তুমি তুমি নরসিংহ।
অজ-ভব-আদি তব চরণের ভৃঙ্গ॥
তুমি সে বেদান্ত-বেদ্য তুমি নারায়ণ।
তুমি সে ছলিলা বলি—হইয়া বামন॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগত-জীবন।
তুমি নীলাচলচন্দ্র—সভার তারণ॥
তোমার মায়ার কার নাহি হয় ভঙ্গ।
কমলা না জানে যার সনে একসঙ্গ॥
সঙ্গী সখা ভাই সব সর্ব্ব মতে সেবে।
হেন প্রভু মোহ মানে অন্য জনা কে?
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়াছ ভোলে।
তোমা না জানিয়ে মোর জন্ম গেল হেলে॥
নানা মায়া করি তুমি আমারে
সাজি ধুতি আদি করি সকলি বহিলা॥
তাতে মোর ভয় নাহি শুন প্রাণনাথ।
তুমি হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ॥
আজি মোর সকল দুঃখের হৈল নাশ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম—সকল সফল।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল॥
আজি মোর গৃহকুল হইল উদ্ধার।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা।
তাহা দেখি—যাহার চরণ সেবে রমা॥"

বলিতে আবিষ্ট হৈল পণ্ডিত-শ্রীবাস।
ঊর্দ্ধ বাহু করি কান্দে, ছাড়ি ঘন শ্বাস॥
গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস।
দেখিয়া অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্র-পরকাশ॥
কি অদ্ভুত সুখ হৈল শ্রীবাস-শরীরে।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে॥
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি।
সদয় হইয়া বোলে শ্রীবাসের প্রতি॥
"স্ত্রী পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির॥
সস্ত্রীক হইয়া পূজ' চরণ আমার।
বর মাগ যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার॥"
প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাস পণ্ডিত।
সর্ব্ব পরিবার সঙ্গে আইলা ত্বরিত॥
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল।
সকল প্রভুর পায়ে সাক্ষাতেই দিল॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে পূজে শ্রীচরণ।
সস্ত্রীক হইয়া বিপ্র করয়ে ক্রন্দন॥
ভাই পত্নী দাস দাসী সকল লইয়া।
শ্রীবাস করয়ে কাকু চরণে পড়িয়া॥
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ দিলেন সর্ব্ব-শিরের উপর॥
অলক্ষিতে বুলে প্রভু মাথায় সভার।
হাসি বোলে "মোহে চিত্ত হউ সভাকার।"
হুঙ্কার, গর্জ্জন করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীনিবাস সম্বোধিয়া বোলেন উত্তর॥
" অয়ে শ্রীনিবাস কিছু মনে ভয় পাও?
শুনি তোমা' ধরিতে আইসে রাজনাও॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-মাঝে যত জীব বৈসে।
সভার প্রেরক আমি আপনার বশে॥
মুই যদি বোলাও সেই রাজার শরীরে।
তবে সে বলিব সেহ ধরিবার তরে॥
যদি বা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া।
ধরিবারে বোলে তবে মুঞি চাও ইহা॥
মুঞি আগে গিয়া সর্ব্ব নৌকায় চড়িমু।
এইমত গিয়া রাজার গোচর হইমু॥
মোরে দেখি রাজা কি রহিব নৃপাসনে?
বিহ্বল করিয়া না পাড়িমু সেইখানে?

যদিবা এমত নহে স্বতন্ত্র হইয়া।
জিজ্ঞাসিব মোরে তবে মুক্রি চাহোঁ ইহা॥
নতুবা এমত নহ জিজ্ঞাসিব মোরে।
সেহ মোর অভীষ্ট শুনহ কহোঁ তোরে॥
শুন শুন অরে রাজা সত্য মিথ্যা জান'।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন॥
হস্তী ঘোড়া পশু পক্ষী যত তোর আছে।
সকল আনহ রাজা আপনার কাছে॥
এবে হেন আজ্ঞা কর সকল কাজীরে।
আপনার শাস্ত্র কহি কান্দাউ সভারে॥'
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে।
তবে সে আপনা ব্যক্ত করিমু রাজাতে॥
সংকীর্ত্তন মানা কর এ গুলার বোলে।
যত তার শক্তি এই দেখিলি সকলে॥
মোর শক্তি দেখ এবে নয়ন ভরিয়া।
এত বলি মত্ত হস্তী আনিমু ধরিয়া॥
হস্তী ঘোড়া মৃগ পক্ষী একত্র করিয়া।
সেই খানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥
রাজার যতেক গণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু 'কৃষ্ণ' বলি ভাল মতে॥
ইহাতে বা অপ্রত্যয় বাস' তুমি মনে॥
সাক্ষাতেই করোঁ এই দেখ বিদ্যমানে।
সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-সুতা—নাম নারায়ণী॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে যার ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী॥'
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গচান্দ।
আজ্ঞা কৈল "নারায়ণি কৃষ্ণ বলি কান্দ" ॥
চারি বৎসরের সেই উন্মত্ত-চরিত॥
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দে নাহিক সম্বিত॥
অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে॥
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥
হাসিয়া হাসিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর?"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব্ব-তত্ত্ব-জানে।
আস্ফালিয়া দুই ভুজ বোলে প্রভু-স্থানে॥
কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।
যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে॥
তখন না করোঁ ভয় তোর নাম-বলে।
এখন কিসের ভয়, তুমি মোর ঘরে॥"
বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
গোষ্ঠীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ॥
চারি বেদে যারে দেখিবারে অভিলাষ॥
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস॥
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
যাহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র॥
কৃষ্ণ অবতার যেন বসুদেব-ঘরে।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে॥
জগন্নাথঘরে হৈল এই অবতার।
শ্রীবাসপণ্ডিতগৃহে যতেক বিহার॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয়—পণ্ডিত শ্রীবাস।
তার বাড়ী গেলে মাত্র সভার উল্লাস॥
অনুভাবে যারে স্তুতি করে বেদ-মুখে।
শ্রীবাসের দাস দাসী তানে দেখে সুখে॥
এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম-উপায়।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-কৃপায়॥
সেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"না কহ এ সব কথা কাহার গোচর" ॥
বাহ্য পাই বিশ্বম্ভর লজ্জিত-অন্তর।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ ঘর॥
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
পত্নী, বধূ, ভাই, দাস, দাসীর সহিত॥
শ্রীবাস করিলা স্তুতি দেখিয়া প্রকাশ।
ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস॥
অন্তর্যামী রূপ বলরাম ভগবান।
আজ্ঞা কৈল চৈতন্যের গাইতে আখ্যান॥
বৈষ্ণবের পায় মোর এই নমস্কার।
জন্ম জন্ম প্রভু মোর হউ হলধর॥
নরসিংহ যদুসিংহ যেন নাম ভেদ।
এইমত জানি নিত্যানন্দ বলদেব॥
চৈতন্য-চন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই।
এবে অবধূতচন্দ্র করি যারে গাই॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
বৎসরেক কীর্ত্তন করিল যেন মতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসংকীর্ত্তনা-
রম্ভবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

# তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় সর্ব্ব-প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥
জয় জয় অদ্বৈতাদি ভক্তের অধীন।
ভক্তিদান দিয়া প্রভু উদ্ধারহ দীন ॥
এই মত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভক্তিসুখে ভাসে লই সর্ব্ব পরিকর।
প্রাণ হেন সকল সেবক আপনার ॥
'কৃষ্ণ' বলি কান্দে গলা ধরিয়া সভার।
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব্ব-দাসগণ।
চতুর্দ্দিগে প্রভু বেড়ি করয়ে ক্রন্দন ॥
আছুক দাসের কার্য্য সে প্রেম দেখিতে।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি মিলায় ভূমিতে ॥
ছাড় ধন পুত্র গৃহ সর্ব্ব-ভক্তগণ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্ত্তন ॥
হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ-ভক্তিময়।
যখন যে রূপ শুনে সেইমত হয় ॥
দাস্যভাবে প্রভু যবে করেন রোদন।
হইল প্রহর দুই গঙ্গা-আগমন ॥
যবে হাসে তবে প্রভু প্রহরেক হাসে।
মূর্চ্ছিত হইলে প্রহরেক নাহি শ্বাসে ॥
ক্ষণে হয় স্বানুভাব—দম্ভ করি বৈসে ॥
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বলি বলি হাসে ॥
"কোথা গেল নাড়া বুড়া যে আনিল মোরে।
বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি ঘরে ঘরে ॥"
সেইক্ষণে "কৃষ্ণরে বাপরে" বলি কান্দে।
আপনার কেশ আপনার পায়ে বান্ধে ॥
অক্রূর ভাবের শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া।
ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
হইলেন মহাপ্রভু যে হেন অক্রূর।
সেইমত কথা কহে বাহ্য গেল দূর ॥
"মথুরায় চল নন্দ রামকৃষ্ণ লইয়া।
ধনুর্ম্মখ-রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া" ॥
এইমত নানাভাবে নানা কথা কহে।
দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয়ে ॥
একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি।
গর্জ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপনি ॥
অন্তরে মুরারিগুপ্ত প্রতি বড় প্রেম।
হনুমান প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥
মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন।
সম্ভ্রমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥
"শূকর শূকর" বলি প্রভু ঘরে যায়।
স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দ্দিকে চায় ॥
বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে দেখেন জলভাজন সুন্দর ॥
বরাহ আকার প্রভু হৈলা সেইক্ষণে।
স্বানুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে।
গর্জ্জে যজ্ঞ-বরাহ, প্রকাশে খুর চারি।
প্রভু বোলে "মোর স্তুতি কহ মুরারি ॥"
স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূর্ব্ব-দরশনে ॥
কি বলিব মুরারির না আইসে বদনে ॥
প্রভু বোলে "বোল্ বোল্ কিছু ভয় নাঞি।
এতদিন না জানস্ মুঞি এই ঠাঞি" ॥
কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।
"তুমি সে জানহ প্রভু তোমার যে স্তুতি ॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যার এক ফণে ধরে।
সহস্র বদন হই যারে স্তুতি করে ॥
তবু নাহি পায় অন্ত সেই প্রভু কয়।
তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয় ?
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদে সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার ॥
যত দেখি শুনি প্রভু অনন্তভুবনে।
তোমার লোমকূপে গিয়া মিলায় যখনে ॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিব কেমনে ?
অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র ॥
তোমার স্তুতিয়ে মোর কোন অধিকার ?"
এত বলি কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার ॥
গুপ্ত-বাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ-ঈশ্বর।
বেদ প্রতি ক্রোধ করি বোলয়ে উত্তর ॥

"হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানিয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্ব-যজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজ ভব আদি গায় যাহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে?
শুনহ মুরারিগুপ্ত কহি মত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞবরাহ সকল বেদ সার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
সংকীর্ত্তন-আরম্ভে মোহর অবতার।
ভক্ত জন লাগি দুষ্ট করিমু সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপ সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া॥
যে কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার॥
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিলুঁ সকল॥
মহারাজা হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরু-ভক্তি করেন পালন॥
দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহী-রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুই না পারোঁ সহিতে।
কাটিলুঁ আপন পুত্র—সেবক রাখিতে॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥"
শুনিয়া মুরারিগুপ্ত প্রভুর বচন।
বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন॥
মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয়।

* * *

এইমত সর্ব্ব সেবকের ঘরে ঘরে।
কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে॥
চিনিয়া সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার।
পরানন্দময় চিত্ত হইল সভার॥
পাষণ্ডীর ঘার কাহো ভয় নাহি করে।
হাটে-ঘাটে সভে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে॥
প্রভু সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ।
মহানন্দে অনির্নিশ করয়ে কীর্ত্তন॥
মিলিল সকল ভক্ত বহি নিত্যানন্দ।
ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বম্ভর।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত ঈশ্বর॥
প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান।
সূত্ররূপে জন্ম-কর্ম্ম কিছু কহি তান॥
রাঢ়দেশে একচাকা নামে আছে গ্রাম।
যাঁহা জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান॥
মৌড়েশ্বর নামে দেব আছে কত দূরে।
যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে॥
সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত।
মহা বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত॥
তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা।
পরম বৈষ্ণবী শক্তি সেই জগন্মাতা॥
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়॥
তান বাল্যলীলা আদি-খণ্ডেতে বিস্তর।
এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর॥
এইমত কত দিন নিত্যানন্দ রায়।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলায়॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন।
না ছাড়ে জননী-তাত-দুঃখের কারণ॥
তিল মাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগ প্রায় হেন বাসে ততোধিক পাতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষি-কর্ম্মে কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেকবার উলটিয়া চায়॥

ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতলি যেন মিলায় শরীরে॥
এইমত পুত্র সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ শরীর হাড়াই॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে।
পিতৃসুখ ধর্ম্ম পালি আছে পিতাসনে॥
দৈব একদিন এক সন্ন্যাসী সুন্দর।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর॥
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া।
রাখিলেন পরম আনন্দযুক্ত হঞা॥
সর্ব্ব রাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তার সঙ্গে।
আছিলেন কৃষ্ণকথাকথন-প্রসঙ্গে॥
গন্তুকাম সন্ন্যাসী হইলা উষাকালে।
নিত্যানন্দ-পিতা প্রতি ন্যাসীবর বলে॥
ন্যাসী বোলে "এক ভিক্ষা আছয়ে আমার"
নিত্যানন্দ-পিতা বোলে "যে ইচ্ছা তোমার"
ন্যাসী বোলে "করিবাঙ তীর্থ-পর্য্যটন।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ॥
এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ নন্দন-তোমার।
কত দিন লাগি দেহ সংহতি আমার॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে।
সর্ব্ব তীর্থ দেখিবেন বিবিধ বিধানে॥"
শুনিয়া ন্যাসীর বাক্য শুদ্ধ বিপ্রবর।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর॥
"প্রাণ ভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী।
না দিলেও সর্ব্বনাশ হয় হেন বাসি॥
ভিক্ষুকেরে পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণ দান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিল যাচন॥
যদ্যপিও রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপিও দিলেন এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে॥"
দৈবে সেই বস্তু কেনে নহিব সে মতি
অন্যথা লক্ষণ যার গৃহেতে উৎপত্তি॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আনুপূর্ব্ব কহিলেন সব বিবরণে॥

শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
"যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥"
আইলা সন্ন্যাসী স্থানে নিত্যানন্দ-পিতা।
ন্যাসীরে দিলেন পুত্র নোঙাইয়া মাথা॥
নিত্যানন্দ-সঙ্গে চলিলেন ন্যাসিবর।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর॥
নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মূর্চ্ছিত॥
সে বিলাপ ক্রন্দন কহিব কোন জনে।
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে॥
ভক্তিরসে জড়-প্রায় হইয়া বিহ্বল।
লোকে বোলে "হাড়ো ওঝা হইল পাগল"॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন॥
প্রভু কেনে ছাড়ে যার হেন অনুরাগ।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের এই অচিন্ত্য প্রভাব॥
স্বামি-হীনা দেবহূতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণব-জনক ছাড়ি শুক।
চলিলা—উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥
যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে॥
হেনমতে গৃহ ছাড়ি নিত্যানন্দ রায়।
স্বানুভবানন্দে তীর্থ করিয়া বেড়ায়॥
গয়া কাশী প্রয়াগ মথুরা দ্বারাবতী।
নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি॥
বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয়।
রঙ্গনাথ সেতুবন্ধ গেলেন মলয়॥
তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয়।
ভ্রমেন নির্জ্জন-বনে পরম নির্ভয়॥
গোমতী গণ্ডকী গেলা সরযূ কাবেরী।
অযোধ্যা দণ্ডকারণ্যে বুলেন বিহরি॥

ত্রিমল্ল বেঙ্কটনাথ সপ্তগোদাবরী।
মহেশের স্থান গেলা কন্যকা নগরী॥
রেমা মাহিষ্মতী মল্ল তীর্থ হরিদ্বার।
যাহা পূর্ব্বে অবতার হইল গঙ্গাপার॥
এইমত যত তীর্থ নিত্যানন্দ রায়।
সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায়॥
চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম।
হুঙ্কার করয়ে দেখি পূর্ব্বজন্ম-স্থান॥
নিরবধি বাল্যভাব আন নাহি স্ফুরে।
ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে॥
আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায়।
বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায়॥
কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার।
কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার॥
কদাচিত কোনো দিনে করে দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহো করে দান॥
এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র॥
নিরন্তর সংকীর্ত্তন পরম আনন্দ।
দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ॥
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ।
যে অবধি লাগি করে বৃন্দাবনে বাস॥
জানিয়া আইলা ঝাট নবদ্বীপ-পুরে।
আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে॥
নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম।
দেখি মহাতেজোরাশি যেন সূর্য্যসম॥
মহা-অবধূত-বেশ প্রকাণ্ড শরীর।
নিরবধি গম্ভীরতা দেখি মহাধীর॥
অহর্নিশ বদনে বোলয়ে 'কৃষ্ণনাম'।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম॥
নিজানন্দে ক্ষণে ক্ষণে করয়ে হুঙ্কার।
মহামত্ত যেন বলরাম-অবতার॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগত জীবন হাস্য সুন্দর অধর॥
মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
আয়ত অরুণ দুই লোচন-সুভাতি॥
আজানুলম্বিত ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কমলবত পদযুগদক্ষ॥

পূরবকৃপায় করে সভারে সম্ভাষ।
শুনিলে শ্রীমুখ বাক্য কর্ম্মবন্ধ-নাশ॥
আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ রায়।
সকল ভুবনে জয় জয় ধ্বনি গায়॥
সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড
যে প্রভু ভাঙ্গিল গৌরসুন্দরের দণ্ড॥
বণিক অধম মূর্খ যে করিলা পার।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যাঁর॥
পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরষিত হঞা।
রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ-চন্দ্র আগমন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
নিত্যানন্দ আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত-হরিষ প্রভু হইলা অন্তর॥
পূর্ব্ব ব্যপদেশে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
ব্যঞ্জিয়া আছেন কেহো মর্ম্ম নাহি জানে॥
"আরে ভাই দিন দুই তিনের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিব এথারে॥"
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সত্বরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ॥
সভাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
আজি আমি অপরূপ দেখিনু স্বপনে॥
তাল-ধ্বজ এক রথ সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ আমার দুয়ার॥
তার মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড-শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে গতি নহে স্থির॥
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে॥
বামশ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধর ভাব হেন বুঝিয়ে চরিত্র॥
'এই বাড়ি নিমাঞি পণ্ডিতের হয় হয়'।
দশ বার বিশ বার এই কথা কয়॥
মহা-অবধূত বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্দণ্ড॥
দেখিয়া সম্ভ্রম বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি কোন মহাজন তুমি॥
হাসিয়া আমারে বোলে 'এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়'॥

হরিষ বাঢ়িল শুনি তাঁহার বচন।
আপনারে বাসোঁ মুঞি যেন সেই সম॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধর-ভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর॥
"মদ আন মদ আন" বলি প্রভু ডাকে।
হুঙ্কার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে॥
শ্রীবাস পণ্ডিত বোলে "শুনহ গোসাঞি।
যে মদিরা চাহ তুমি সে তোমার ঠাঞি॥
তুমি যারে বিলাও সেই সে তাহা পায়।"
কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি চায়॥
মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ।
অবশ্য ইহার কিছু আছয়ে কারণ॥
আর্জ্জা তর্জ্জা পড়ে প্রভু অরুণ নয়ন।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ যেন সঙ্কর্ষণ॥
ক্ষণেকে হইলা প্রভু স্ব-ভাব চরিত্র।
স্বপ্ন অর্থ আভাষে বাখানে রাম মাত্র॥
"হেন বুঝি মোর চিত্তে লয় এক কথা।
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা॥
পূর্ব্বে আমি বলিয়াছোঁ তোমা সবার স্থানে।
'কোন মহাজন সঙ্গে হৈব দরশনে॥'
চল হরিদাস চল শ্রীবাস পণ্ডিত।
চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন ভিত॥
দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে।
সর্ব্ব-নবদ্বীপে চাহি বুলয়ে হরিষে॥
চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন।
যে বুঝি আইলা কিবা প্রভু সঙ্কর্ষণ॥
আনন্দে বিহ্বল দুই চাহিয়া বেড়ায়।
তিলার্দ্ধেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায়॥
সকল নদীয়া তিন প্রহর চাহিয়া।
আইলা প্রভুর স্থানে কাহোঁ না দেখিয়া॥
নিবেদিল আসি দোঁহে প্রভুর চরণে।
"উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে॥
কি বৈষ্ণব কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ-স্থল।
পাষণ্ডীর ঘর আদি দেখিল সকল॥
চাহিলাম সর্ব্ব নবদ্বীপ যার নাম।
সবে না চাহিল প্রভু গিয়া অন্য গ্রাম"॥
দোঁহার বচন শুনি হাসে গৌরচন্দ্র।
ছলে বুঝাইল বড় গূঢ় নিত্যানন্দ॥

এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায়।
নিত্যানন্দ-নাম শুনি উঠিয়া পলায়॥
পূজয়ে গোবিন্দ যেন না মানে শঙ্কর।
এই পাপে অনেকে যাইব যম ঘর।
বড় গূঢ় নিত্যানন্দ এই অবতারে।
চৈতন্য দেখায় যারে সে দেখিতে পারে॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
সর্ব্বথা শ্রীবাস-আদি তান তত্ত্ব জানে।
না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে॥
ক্ষণেকে ঠাকুর বোলে ঈষৎ হাসিয়া।
"আইস আমার সঙ্গে সভে দেখি গিয়া॥"
উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব্ব ভক্তগণ।
'জয় কৃষ্ণ' বলি সভে করিলা গমন॥
সভা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘর॥
জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥
বসিয়াছে এক মহাপুরুষ রতন।
সভে দেখিলেন যেন কোটী সূর্য্যসম॥
অলক্ষিতে আবেশ বুঝন নাহি যায়।
ধ্যান-সুখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায়॥
মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাহার।
গণসহ বিশ্বম্ভর হৈলা নমস্কার॥
সম্ভ্রমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া।
কেহ কিছু না বোলেন রহিল চাহিয়া॥
সম্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ-প্রাণের ঈশ্বর॥

কেদার-রাগঃ।

বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি যেন মদন সমান।
দিব্যগন্ধমাল্য দিব্যবাস পরিধান॥
কি হয় কনক দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন দেখিতে চান্দের সাধ লাগে॥
মনোহর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
ভকতজন সঙ্গে নগরে বেড়ায়॥ ধ্রু॥
সে দন্ত দেখিতে কোথা মুকুতার দাম।
সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান॥
দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন।
আর কি 'কমল আছে' হেন হয় জ্ঞান॥

সে আজানু দুই ভুজ হৃদয় সুপীন।
তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
ললাটে বিচিত্র ঊর্দ্ধ তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনা সর্ব্ব অঙ্গ মনোহর॥
কিবা হয় কোটিমণি সে নখে চাহিতে।
সে হাস্য দেখিতে কিবা করিব অমৃতে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-
মিলনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

# চতুর্থ অধ্যায়।

নিত্যানন্দ সম্মুখে রহিলা বিশ্বম্ভর।
চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর॥
হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ রায়।
একদৃষ্টি হই বিশ্বম্ভর-রূপ চায়॥
রসনায় লিহে যেন দরশনে পান।
ভুজে যেন আলিঙ্গন নাসিকায়ে ঘ্রাণ॥
এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত।
না বোলে না করে কিছু সভেই বিস্মিত॥
বুঝিলেন সর্ব্বপ্রাণনাথ গৌররায়।
নিত্যানন্দ জানাইতে সৃজিল উপায়॥
ইঙ্গিতে শ্রীবাস প্রতি বলিলেন ঠারে।
ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝি শ্রীবাস পণ্ডিত।
কৃষ্ণধ্যান এক শ্লোক পড়িলা ত্বরিত॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ( ১০।২১।৫ )—
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥

**অন্বয়ঃ**।—বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং কনককপিশং বাসঃ বৈজয়ন্তীং মালাং চ বিভ্রৎ, অধরসুধয়া বেণোঃ রন্ধ্রান্ পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ গীতকীর্ত্তিঃ স্বপদরমণং বৃন্দারণ্যং প্রাবিশৎ॥

**অনুবাদ**—শরৎকালীন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, কর্ণযুগলে পীতবর্ণ উৎপলবৎ পুষ্প, সুবর্ণতুল্য পীতবর্ণ বসন, পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতা বৈজয়ন্তী মালা এবং নটের ন্যায় নবনব সৌন্দর্য্যযুক্ত শ্রেষ্ঠ শরীর-শোভা ধারণ করিয়া, অধরসুধার দ্বারা বেণুর রন্ধ্রসমূহ পূরণ করিতে করিতে স্বীয় অসাধারণ চরণ-চিহ্নাঙ্কিত হইয়া যাহা সর্ব্বভূতের আনন্দদায়ক হইয়াছিল—সেই শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ

শুনি মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোকউচ্চারণ।
পড়িল মূর্চ্ছিত হঞা নাহিক চেতন॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দরায়।
'পঢ় পঢ়' শ্রীবাসেরে গৌরাঙ্গ শিখায়॥
শ্লোক শুনি কতক্ষণে হইলা চেতন।
তবে প্রভু লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি বাঢ়য়ে উন্মাদ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি সিংহনাদ॥
অলক্ষিতে অন্তরীক্ষে পাড়য়ে আছাড়।
সভে মনে ভাবে 'কিবা চূর্ণ হৈল হাড়'॥
অন্যের কি দায় বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
"রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ সভে সঙরয়॥
গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে॥
বিশ্বম্ভর মুখ-চাহি ছাড়ে ঘন শ্বাস।
অন্তরে আনন্দ ক্ষণে ক্ষণে মহাহাস॥
ক্ষণে নৃত্য ক্ষণে নত ক্ষণে বাহু তাল।
ক্ষণে জোড় জোড় লম্ফ দেই দেখি ভাল॥
দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ উন্মাদ-আনন্দ।
সকল বৈষ্ণব সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র॥
পুনঃ পুনঃ বাঢ়ে সুখ অতি অনিবার।
ধরেন সভাই কেহ নারে ধরিবার॥
ধরিতে নারিলা যদি বৈষ্ণবসকলে।
বিশ্বম্ভর লইলেন আপনার কোলে॥
বিশ্বম্ভর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
সমর্পিয়া প্রাণ তানে হইলা নিস্পন্দ॥
যার প্রাণ তানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া॥

ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রেমজলে।
শক্তিহত লক্ষ্মণ যে হেন রাম-কোলে॥
প্রেমভক্তি-বাণে মুর্চ্ছা গেলা নিত্যানন্দ।
নিত্যানন্দ কোলে করি কাঁদে গৌরচন্দ্র॥
কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥
গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে সীমা।
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ বহি নাহিক উপমা।
বাহ্য পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
হরি ধ্বনি জয় ধ্বনি করে সর্ব্বগণে॥
নিত্যানন্দ কোলে করি আছে বিশ্বম্ভর।
বিপরীত দেখি মনে হাসে গদাধর॥
"যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বম্ভর।
আজি তার গর্ব্ব চূর্ণ কোলের ভিতর॥"
নিত্যানন্দপ্রভাবের জ্ঞাতা গদাধর।
নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দময় হৈল সভাকার মন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দোঁহা দেখি।
কেহো কিছু না বোলয়ে ঝরে মাত্র আঁখি॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হরিষ হইলা।
দোঁহার নয়ন জলে পৃথিবী ভাসিলা॥
বোলে "শুভ দিবস আমার।
ভক্তিযোগ—চারিবেদ-সার॥
এ কম্প এ অশ্রু এ গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
এহ কি ঈশ্বরশক্তি বহি হয় আর॥
সকৃত এ ভক্তিযোগ নয়নে দেখিলে।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোন কালে॥
বুঝিলাম ঈশ্বরের তুমি পূর্ণ শক্তি।
তোমা ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি॥
তুমি কর চতুর্দ্দশ ভুবন পবিত্র।
অচিন্ত্য অগম্য গূঢ় তোমার চরিত্র॥
তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন জন।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি-ধন॥
তিলার্দ্ধ তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।
কোটিপাপ থাকিলেও তার মন্দ নয়॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ মোরে করিব উদ্ধার।
তোমা হেন সঙ্গ আনি দিলেন আমার॥
মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ॥
তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণ-প্রেম ধন॥"
আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর।
নিত্যানন্দে স্তুতি করে, নাহি অবসর॥
নিত্যানন্দ চৈতন্যের অনেক আলাপ।
সব কথা ঠারে ঠোরে নাহিক প্রকাশ॥
প্রভু বোলে "জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।
কোন দিগ হইতে শুভ করিলে বিজয়॥"
শিশুমতি নিত্যানন্দ পরম বিহ্বল।
বালকের প্রায় যেন বচন চঞ্চল॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম্ম।
করযোড় করি বোলে হই বড় নম্র॥
প্রভু করে স্তুতি শুনি লজ্জিত হইয়া।
ব্যপদেশে সর্ব্ব কথা কহেন ভাঙ্গিয়া॥
নিত্যানন্দ বোলে "তীর্থ করিল অনেক।
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক॥
স্থান মাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল লোক ঠাঞি।
সিংহাসন সব কেনে দেখি আচ্ছাদিত।
কহ ভাই সব কৃষ্ণ গেলা কোন ভিত॥
তারা বোলে 'কৃষ্ণ গিয়াছেন গৌড়দেশে॥
গয়া করি গিয়াছেন কতেক দিবসে'॥
নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন।
কেহ বোলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ॥
পতিতের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায়।
শুনিয়া আইল মুঞি পাতকী এথায়॥"
প্রভু বোলে "আমরা সকল ভাগ্যবান
তুমি হেন ভক্তের হইল উপস্থান॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারি-ধারা॥"
হাসিয়া মুরারি বোলে "তোমরা তোমরা।
উহাত না বুঝি কিছু আমরা সভারা॥"
শ্রীবাস বোলেন "উহা আমরা কি বুঝি।
মাধব শঙ্কর যেন দোঁহে দোঁহা পূজি॥"
গদাধর বোলে "ভাল বলিলা পণ্ডিত।
সেহ বুঝি যেন রাম-লক্ষ্মণ-চরিত॥"
কেহ বোলে 'দুইজন যেন দুই কাম'।
কেহ বোলে 'দুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম'॥

কেহ বোলে 'আমি কিছু বিশেষ না জানি'।
কেহ বোলে 'যেন শেষ আইলা আপনি'।
কেহ বোলে "দুই সখা যেন কৃষ্ণার্জ্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহ পরিপূর্ণ॥"
কেহ বোলে "দুইজন বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারে ঠোরে কয়॥"
এই মত হরিষে সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দোঁহে দরশন।
ইহার শ্রবণে হয় বন্ধ-বিমোচন॥
সঙ্গী সখা ভাই ছত্র শয়ন বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অন্য নহে কোন জন॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার সেই জন পায়॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব।
না জানিয়া নিন্দে তার চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রাম।
হউ মোর প্রাণনাথ এই মনস্কাম॥
তাহান প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাহান আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি॥
রঘুনাথ যদুনাথ যেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ বলদেব॥
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥
যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর।
গোষ্ঠীসহ তারে বর-দাতা বিশ্বম্ভর॥
জগতে দুর্ল্লভ বড় বিশ্বম্ভর-নাম।
সেই প্রভু চৈতন্য সভার ধনপ্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-
চৈতন্য-মিলনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥৪॥

# পঞ্চম অধ্যায়।

হেন মতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
কৃষ্ণকথা-রসে সভে হইলা বিহ্বলে॥
সভে মহাভাগবত পরম উদার।
কৃষ্ণ রসে মত্ত সভে করেন হুঙ্কার॥
হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিগে দেখি।
বহয়ে আনন্দ-ধারা সভাকার আঁখি॥
দেখিয়া আনন্দ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ প্রতি কিছু করিলা উত্তর॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
ব্যাস-পূজা তোমার হইব কোন ঠাঞি?
কালি হৈব পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজন।
আপনে বুঝিয়া বোল যারে লয়মন॥"
নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইঙ্গিত।
হাতে ধরি আনিলেন শ্রীবাস পণ্ডিত॥
হাসিবোলে নিত্যানন্দ "শুন বিশ্বম্ভর।
ব্যাস-পূজা এই মোর বামনার ঘর॥"
শ্রীবাসের প্রতি বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর॥"
পণ্ডিত বোলেন "প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব ঘরেই আমার॥
বস্ত্র মুদগ যজ্ঞসূত্র ঘৃত গুয়া পান।
বিধি যোগ্য যত সজ্জ সব বিদ্যমান॥
পদ্ধতি-পুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য ব্যাসপূজন দেখিব॥"
প্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
'হরি হরি' ধ্বনি করে বৈষ্ণব সকলে॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
শুভ কর সভে পণ্ডিতের ঘর যাই॥"
আনন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বচনে।
সেই ক্ষণে আজ্ঞা লই করিলা গমনে॥
সর্ব্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
রামকৃষ্ণ বেঢ়ি যেন গোকুলকিঙ্কর॥
প্রবিষ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাস-মন্দিরে।
বড় কৃষ্ণানন্দ হৈল সভার শরীরে॥
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আপ্তগণ বিনা আর যাইতে না পায়॥

কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি বাহ্য গেল দূর॥
ব্যাস-পূজা অধিবাস উল্লাস কীর্ত্তন।
দুই প্রভু নাচে বেড়ি গায় ভক্তগণ॥
চিরদিবসের প্রেমে চৈতন্য নিতাই।
দোঁহে দোঁহা ধ্যান করি নাচে এক ঠাঞি॥
হুঙ্কার করয়ে কেহো কেহো বা গর্জ্জন।
কেহো মূর্চ্ছা যায় কেহো করয়ে ক্রন্দন॥
কম্প স্বেদ পুলক আনন্দ মূর্চ্ছা যত।
ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত॥
স্বানুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুই জন।
ক্ষণে কোলাকোলি করি করয়ে ক্রন্দন॥
দোঁহার চরণ দোঁহে ধরিবারে চায়।
পরম চতুর দোঁহে কেহ নাহি পায়॥
পরম আনন্দে দোঁহে গড়াগড়ি যায়।
আপনা না জানে দোঁহে আপনলীলায়॥
বাহ্য দূর হইল বসন নাহি রয়।
ধরয়ে বৈষ্ণবগণ ধরন না যায়॥
যে ধরয়ে ত্রিভুবন কে ধরিব তারে ?
মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
"বোল বোল" বলি ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর।
সিঞ্চিত আনন্দ-জলে সর্ব্ব কলেবর॥
চির দিনে নিত্যানন্দ পাই অভিলাষে।
বাহ্য নাহি আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসে॥
বিশ্বম্ভর নৃত্য করে অতি মনোহর।
নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর॥
টলমল ভূমি নিত্যানন্দ-পদতলে।
ভূমিকম্প হেন মানে বৈষ্ণব সকলে॥
এই মত আনন্দে নাচেন দুই নাথ।
সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত॥
নিত্যানন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বলরাম-ভাবে উঠে খট্টার উপর॥
মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে।
"মদ আন মদ আন" বলি ঘন ডাকে॥
নিত্যানন্দ প্রতি বোলে শ্রীগৌরসুন্দর।
ঝাট দেহ মোরে হল-মুষল সত্বর॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ।
করে দিলা কর পাতি নিলা গৌরচন্দ্র॥
কর দেখে কেহ আর কিছুই না দেখে।
কেহ বা দেখিল হল-মুষল প্রত্যক্ষে॥
যারে কৃপা করে সেই ঠাকুরে সে জানে।
দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথনে॥
এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে।
নিত্যানন্দ ব্যক্ত সেই-সর্ব্ব-জন-স্থানে॥
নিত্যানন্দ-স্থানে হল-মুষল লইয়া।
"বারুণী বারুণী" প্রভু ডাকে মত্ত হঞা॥
কারো বুদ্ধি নাহি স্ফুরে না বুঝি উপায়।
অন্যোন্যে সভার বদন সভে চায়॥
যুকতি করয়ে সভে মনেতে ভাবিয়া।
ঘট ভরি গঙ্গা জল সভে দিল নিয়া॥
সর্ব্বগণে দেই জল প্রভু করে পান।
সত্য যেন কাদম্বরী পীয়ে হেন জ্ঞান॥
চতুর্দ্দিগে রামস্তুতি পড়ে ভক্তগণ।
"নাড়া নাড়া নাড়া" প্রভু বোলে অনুক্ষণ॥
সঘনে ঢুলায় শির "নাড়া নাড়া" বোলে।
নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুঝে সকলে॥
সভে বলিলেন "প্রভু নাড়া বল কারে।"
প্রভু বলে "আইলু মুঞি যাহার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈত আচার্য্য বলি কথা কহ যার।
সেই নাড়া লাগি মোর এই অবতার॥
মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া।
নিশ্চিন্তে থাকিল গিয়া হরিদাস লঞা॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার॥
বিদ্যা ধন কুল জ্ঞান তপস্যার মদে।
মোর ভক্ত স্থানে যার আছে অপরাধে॥
সে অধম-সভারে না দিব প্রেমযোগ।
নাগরিক প্রতি দিমু ব্রহ্মাদির ভোগ॥"
শুনিয়া আনন্দে ভাসে সর্ব্ব ভক্তগণ।
ক্ষনেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন॥
"কি চাঞ্চল্য করিলাঙ ?" প্রভু জিজ্ঞাসয়।
ভক্ত সব বোলে "কিছু উপাধিক নয়॥"
সভারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
"অপরাধ মোর না লইবা সর্ব্বক্ষণ॥"
হাসে সব ভক্তগণ প্রভুর কথায়।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায়॥

সম্বরণ নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেষ' ॥
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে ক্ষণে দিগম্বর।
বাল্য-ভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব্ব-কলেবর ॥
কোথায় থাকিল দণ্ড কোথা কমণ্ডুল।
কোথা বা বসন গেল নাহি আদি মূল ॥
চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাধীর।
আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥
চৈতন্যের বচন অঙ্কুশ সবে মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে ॥
"স্থির হও কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজবাস ॥
ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাস-মন্দিরে ॥
কত রাত্রে নিত্যানন্দ হুঙ্কার করিয়া।
নিজ দণ্ড কমণ্ডলু ফেলিলা ভাঙ্গিয়া ॥
কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
কেনে ভাঙ্গিলেন নিজ কমণ্ডলু দণ্ড ॥
প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
ভাঙ্গা দণ্ড কমণ্ডলু দেখিয়া বিস্মিত ॥
পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ততক্ষণে।
শ্রীবাস বোলেন "যাও ঠাকুরের স্থানে ॥"
রামাইর মুখে শুনি আইলা ঠাকুর।
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥
দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহস্তে তুলিয়া।
করিলেন গঙ্গা স্নান নিত্যানন্দ লৈয়া ॥
শ্রীবাসাদি সভাই চলিলা গঙ্গা-স্নানে।
দণ্ড থুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥
চঞ্চল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে বচন।
তবে একবার প্রভু করয়ে তর্জ্জন ॥
কুম্ভীর দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়।
গদাধর শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়' ॥
সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয় শরীর।
চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় স্থির ॥
নিত্যানন্দ প্রতি ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাস-পূজা আসি তুমি করহ সত্বর ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিলা তখনে।
স্নান করি গৃহে আইলেন প্রভু-সনে ॥

আসিয়া মিলিলা সব ভাগবতগণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীর্ত্তন ॥
শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাস-পূজার আচার্য্য।
চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সর্ব্ব কার্য্য ॥
মধুর মধুর সবে করেন কীর্ত্তন।
শ্রীবাস মন্দির হৈল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্র জ্ঞাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।
করিলা সকল কার্য্য যে বিধিবোধিত ॥
দিব্যগন্ধ-সহিত সুন্দর বনমালা।
নিত্যানন্দ-হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ এই মালা ধর।
বচন পড়িয়া ব্যাস দেবে নমস্কর ॥
শাস্ত্র বিধি আছে মালা আপনে সে দিবা
ব্যাস তুষ্ট হৈলে সর্ব্ব-অভীষ্ট পাইবা ॥"
যত শুনে নিত্যানন্দ করে 'হয় হয়'।
কিসের বচনপাঠ প্রবোধ না লয়।
কিবা বোলে ধীরে ধীরে বুঝন না যায়।
মালা হাতে করি পুনঃ চারিদিগে চায় ॥
প্রভুরে ডাকিয়া বোলে শ্রীবাস উদার।
"না পূজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥"
শ্রীবাসের বাক্য শুনি শ্রীগৌরসুন্দর।
ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সত্বর ॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ শুনহ বচন।
মালা দিয়া করঝাট ব্যাসের পূজন ॥"
দেখিলেন নিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বম্ভর।
মালা তুলি দিল তাঁর মস্তক উপর ॥
চাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।
ছয়-ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলা নিতাই বিহ্বল ॥
ষড়্ভুজ দেখি মূর্চ্ছা পাইল নিতাই।
পড়িলা পৃথিবী তলে ধাতু মাত্র নাই ॥
ভয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।
"রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ" করেন স্মরণ ॥
হুঙ্কার করেন জগন্নাথের নন্দন।
কক্ষে তালি দিয়া ঘন বিশাল গর্জ্জন ॥
মূর্চ্ছা গেল নিত্যানন্দ ষড়্ভুজ দেখিয়া।
আপনে চৈতন্য তোলে গায় হাত দিয়া

"উঠ উঠ নিত্যানন্দ স্থির কর চিত।
সংকীর্ত্তন শুনহ তোমার সমীহিত॥
যে কীর্ত্তন নিমিত্ত তোমার অবতার।
সে তোমার সিদ্ধ হৈল কিবা চাহ আর॥
তোমার সে প্রেম-ভক্তি তুমি ভক্তিময়।
বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয়॥
আপনা সম্বরি উঠ নিজজন চাহ।
যাহারে তোমার ইচ্ছা তাহারে বিলাহ॥
তিলার্দ্ধেক তোমারে যাহার দ্বেষ রহে।
ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে॥"
পাইলা চৈতন্য নিতাই প্রভুর বচনে।
হইলা আনন্দময় ষড়্ভুজ দর্শনে॥
যে অনন্ত হৃদয়ে বৈসেন গৌরচন্দ্র।
সেই প্রভু অবিস্ময় জান' নিত্যানন্দ॥
ছয়-ভুজ দৃষ্টি তানে কোন্ অদভুত।
অবতার-অনুরূপ এ সব কৌতুক॥
রঘুনাথ প্রভু যেন পিণ্ড দান কৈল।
প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইল॥
সে যদি অদ্ভুত তবে এ হয় অদ্ভুত।
নিশ্চয় যে এ সকল কৃষ্ণের কৌতুক॥
নিত্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্ব্বথা।
তিলার্দ্ধেকো দাস্য ভাবে নাহিক অন্যথা॥
লক্ষ্মণের স্বভাব যে হেন অনুক্ষণ।
সীতা-বল্লভের দাস্যে মন প্রাণ ধন॥
এই মত নিত্যানন্দ-স্বরূপের মন।
চৈতন্যচন্দ্রের দাস্যে প্রীত অনুক্ষণ॥
যদ্যপিও অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের হেতু জগন্ময়॥
সর্ব্বসৃষ্টি তিরোভাব যে সময়ে হয়।
তখন অনন্তরূপ সত্য বেদে কয়॥
তথাপিও শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।
নিরবধি প্রেমদাস্যভাবে অনুরাগ॥
যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।
স্বভাব তাহার দাস্য বুঝহ বিচারে॥
শ্রীলক্ষ্মণ অবতারে অনুজ হইয়া।
নিরবধি সেবেন অনন্ত দাস্য পাইয়া॥
অন্নপানি নিদ্রা ছাড়ি [illegible]-চরণ।
সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না [illegible]র অনুক্ষণ॥

জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম অবতারে।
দাস্যযোগ কভু না ছাড়িলেন অন্তরে॥
'স্বামী' করি শব্দে সে বোলেন কৃষ্ণ প্রতি।
ভক্তি বিনা কখন না হয় অন্য মতি॥

তথাহি ভাগবতে (১০।১৩।৩৭)—

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবীনার্য্যুত বাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যামেঽপি বিমোহিনী॥

**অন্বয়ঃ।**—ইয়ং কা, কুতঃ আয়াতা নারী বা? উত আসুরী? প্রায়ঃ মে ভর্ত্তুঃ মায়া অস্তু (যতঃ) অন্যা মে অপি বিমোহিনী ন॥

**অনুবাদ**—বৎসহরণ লীলা দেখিয়া শ্রীবলরাম বলিতেছেন। এই মায়া কি প্রকার? ইহা কোথা হইতে আসিল? ইহা কি দৈবীমায়া না অসুরগণের বা ঋষিগণের মায়া? ইহা আমার প্রভুরই মায়া, কারণ অন্য কাহারও মায়া হইলে আমাকে ত' মুগ্ধ করিতে পারিত না॥

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাশয়।
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু জানহ নিশ্চয়।
ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি।
ভেদ-দৃষ্টি হেন সেই মূঢ়মতি॥
সেবা-বিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।
বিষ্ণু-স্থানে অপরাধ সর্ব্বথা তাহার॥
ব্রহ্মা-মহেশ্বর-বন্দ্য যদ্যপি কমলা।
তবু তাঁর স্বভাব চরণ-সেবা-খেলা॥
সর্ব্ব শক্তি সমন্বিত 'শেষ' ভগবান।
তথাপি স্বভাব-ধর্ম্ম সেবা সে তাহান॥
অতএব তাহান্ যে স্বভাব কহিতে।
সন্তোষ পায়েন প্রভু সকল হইতে॥
ঈশ্বরের স্বভাব সে কেবল ভক্ত-বশ।
বিশেষে প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ॥
স্বভাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রীত।
অতএব বেদে কহে স্বভাব-চরিত॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তত্ত্ব যে কহে পুরাণে।
সেই মত লিখি আমি পুরাণ-প্রমাণে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের এই বাক্য মন।
'চৈতন্য ঈশ্বর মুঞি তাঁর একজন'॥

অহর্নিশ শ্রীমুখে নাহিক অন্য কথা।
"মুঞি তাঁর মোর তেঁহ ঈশ্বর সর্ব্বথা।
চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহার স্তুতি করে।
সেই সে মোহার ভৃত্য পাইবেক মোরে॥"
আপনে করিয়াছেন ষড়্‌ভুজ দর্শন।
তান প্রীতে কহি তান এ সব কথন॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ তাহান হৃদয়ে।
দোঁহে দোঁহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয়ে॥
তথাপিহ অবতার-অনুরূপ খেলা।
করেন ঈশ্বর-সেবা কে বুঝিবে লীলা?
সেহা যে স্বীকার প্রভু করয়ে আপনে।
তাহা গায় বর্ণে বেদে ভারত-পুরাণে॥
যে কর্ম্ম করয়ে প্রভু সেই হয় বেদ।
তাই গায় সর্ব্ব-বেদে ছাড়ি সর্ব্ব-ভেদ॥
ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।
জানে জন কত গৌরচন্দ্রের কৃপায়॥
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণব-সকল।
তবে যে কলহ দেখ সব কুতূহল॥
ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধি-নাশ।
এক বন্দে আর নিন্দে যাইবেক নাশ॥

তথাহি নারদীয়ে—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা প্রতিমাসু বিষ্ণুং
নিন্দন্‌জনে সর্ব্বগতং তমেব।
অভ্যর্চ্চ্যপাদৌ হি দ্বিজস্য মূর্দ্ধ্নি
দ্রুহ্যন্নিবাজ্ঞো নরকং প্রযাতি॥

**অন্বয়ঃ**।—অজ্ঞঃ জনঃ প্রতিমাসু বিষ্ণুং অভ্যর্চ্চয়িত্বা সর্ব্বগতং তং এব জনে নিন্দন্, দ্বিজস্য পাদৌ অভ্যর্চ্চ্য মূর্দ্ধ্নি দ্রুহ্যন্ ইব নরকং প্রযাতি॥

**অনুবাদ**—অজ্ঞজন প্রতিমাতে সর্ব্বব্যাপী ভগবানের পূজা করিয়া লোকনিন্দার দ্বারা সর্ব্বগত তাঁহার প্রতি অপরাধ করিয়া, ব্রাহ্মণের চরণপূজা করিয়া তাঁহার মস্তকে আঘাতকারী ব্যক্তির ন্যায় নিরয়গামী হইয়া থাকে॥

বৈষ্ণব-হিংসার কথা সে থাকুক দূরে।
সহজ-জীবের যে অধমে পীড়া করে॥
বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার দ্রোহ করে।
পূজাও নিস্ফলে যায় আর দুঃখে মরে॥
সর্ব্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু না জানিয়া।
বিষ্ণু-পূজা করে অতিপ্রাকৃত হইয়া॥
এক হস্তে যেন বিপ্র চরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥
এ সব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে॥
যত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে।
তার শত গুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে।
শ্রদ্ধা করি মূর্ত্তি পূজে ভক্ত না আদরে।
মূর্খ-নীচ-পতিতেরে দয়া নাহি করে॥
এক অবতার ভজে না ভজয়ে আর।
কৃষ্ণ-রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার॥
বলরাম-শিব প্রতি প্রীত নাহি করে।
"ভক্তাধম" শাস্ত্রে কহে এ সব জনেরে॥

তথাহি (ভাঃ ১১।২।৪৭)—

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
নতদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

**অন্বয়ঃ**—যঃ হরয়ে অর্চ্চায়াং এব শ্রদ্ধয়া পূজাং ঈহতে, ন তদ্ভক্তেষু, অন্যেষু চ (ন), সঃ ভক্ত প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

**অনুবাদ**।—যিনি শ্রীহরির প্রাপ্তির জন্য প্রতিমাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তের এবং অন্যান্য জীবের আদর করেন না, সেই ভক্তকে "প্রাকৃত" ভক্ত বলা যায়। (ইহারও কালক্রমে উত্তমা ভক্তি জন্মিবে। ইতি শ্রী )

প্রসঙ্গে কহি যে ভক্তাধমের লক্ষণে।
পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ষড়্‌ভুজ-দর্শনে॥
এই নিত্যানন্দের ষড়্‌ভুজ-দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তার বন্ধ-বিমোচন॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে।
মহানদী বহে দুই কমলনয়নে॥
সভা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা করহ কীর্ত্তন॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সভে আনন্দিত।
চৌদিগে উঠিল কৃষ্ণধ্বনি আচম্বিত॥
নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে এক ঠাঞি।
মহামত্ত দুই ভাই কারো বাহ্য নাই॥

সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
ব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাকুতূহল॥
কেহো নাচে কেহো গায় কেহো গড়ি যায়।
সভাই চরণ ধরে যে যাহার পায়॥
চৈতন্যপ্রভুর মাতা জগতের আই।
নিভৃতে বসিয়া রঙ্গ দেখেন তথাই।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ দেখেন যখনে।
"দুই জন মোর পুত্র" হেন বাসে মনে॥
ব্যাস-পূজা-মহোৎসব পরম উদার।
অনন্ত-প্রভু সে পায়ে ইহা বর্ণিবার॥
সূত্র করি কহি কিছু চৈতন্যচরিত।
যে তে মতে কৃষ্ণ পাইলেই হয় হিত॥
দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজা-রঙ্গে।
নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বম্ভর-সঙ্গে॥
পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ।
"হা কৃষ্ণ" বলিয়া সভে করেন ক্রন্দন॥
এই মতে নিজ ভক্তিযোগ প্রকাশিয়া।
স্থির হৈলা বিশ্বম্ভর সর্ব্বগণ লঞা॥
ঠাকুর পণ্ডিত প্রতি বোলে বিশ্বম্ভর।
"ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্বর॥"
ততক্ষণে আনিলেন সর্ব্ব উপহার।
আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সভার॥
প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই ততক্ষণ।
আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ॥
যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে।
সভারে ডাকিয়া প্রভু দিল নিজ করে।
ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য হেন মানে।
তাহা পায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে॥
এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে।
এতেকে শ্রীবাস ভাগ্য কে বলিতে পারে॥
এই মত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে।
নবদ্বীপে হয় নাহি জানে সর্ব্ব-লোকে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যখণ্ডে ব্যাসপূজা বর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ, হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় জগৎ-মঙ্গল বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণধন॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
হেনমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে গৌরচন্দ্র।
ভক্তগণ লৈয়া করে সংকীর্ত্তন-রঙ্গ॥
এখন শুনহ অদ্বৈতের আগমন।
মধ্যখণ্ডে যে মতে হইল দরশন॥
একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
রামাইরে আজ্ঞা করিলেন পূর্ণ-রসে॥
"চলহ রামাই তুমি অদ্বৈতের বাস।
তার স্থানে কহ গিয়া আমার প্রকাশ॥
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন।
যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তান্ আগমন।
আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবর্ত্তন॥
নির্জ্জনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন॥
যে কিছু দেখিলা তারে কহিও কথন॥
আমার পূজার সর্ব্ব উপহার লঞা।
ঝাট আসিবারে বল সস্ত্রীক হইয়া॥"
শ্রীবাস-অনুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি।
সেইক্ষণে চলিলা স্মঙরি 'হরি হরি'॥
আনন্দে বিহ্বল পথ না জানে রামাই।
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই গেলা সেই ঠাঞি॥
আচার্য্যেরে নমস্করি রামাইপণ্ডিত।
কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত॥
সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত ভক্তিযোগের প্রভাবে।
"আইল প্রভুর আজ্ঞা" জানিয়াছে আগে॥

রামাই দেখিয়া হাসি বোলেন বচন।
"বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ"?॥
করযোড় করি বোলে রামাই পণ্ডিত।
"সকল জানিয়া আছ চলহ ত্বরিত॥"
আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য্য গোসাঞি।
হেন নাহি জানে আছে দেহ কোন ঠাঞি॥
কে বুঝয়ে অদ্বৈতের চরিত্র গহন।
জানিয়াও নানামত করয়ে কথন॥
"কোথা বা গোসাঞি আইল মানুষ ভিতরে।
কোন শাস্ত্রে বলে নদীয়ার অবতারে॥
মোর ভক্তি অধ্যাত্ম বৈরাগ্য জ্ঞান মোর।
সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর"॥
অদ্বৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে।
উত্তর না করে কিছু হাসে মনে মনে॥
এইমত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল, দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ॥
পুনঃ বোলে "কহ কহ রামাই পণ্ডিত।
কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত॥
বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শান্তচিত।
তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত॥
"যার লাগি করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন।
যার লাগি করিলা বিস্তর আরাধন॥
যার লাগি করিলা বিস্তর উপবাস।
সে প্রভু তোমার আসি হইলা প্রকাশ॥
ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।
তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্ত্তন॥
ষড়ঙ্গ পূজার বিধি যোগ্য সজ্জ লঞা।
প্রভুর আজ্ঞায় চল সস্ত্রীক হইয়া॥
নিত্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন।
প্রভুর দ্বিতীয় দেহ তোমার জীবন॥
তুমি সে জানহ তারে মুঞি কি কহিমু।
ভাগ্য থাকে মোর তবে একত্র দেখিমু॥"
রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা।
তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা॥
কান্দিয়া হইলা মূর্চ্ছা আনন্দ-সহিত।
দেখিয়া সকল গণ হইলা বিস্মিত॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য করয়ে হুঙ্কার।
"আনিলোঁ আনিলোঁ" বলি প্রভু আপনার॥
মোর লাগি প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া।"
এত বলি কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া॥
অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
প্রভুর প্রকাশ শুনি কান্দে আনন্দিতা॥
অদ্বৈতের তনয় অচ্যুতানন্দ নাম।
পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম॥
কান্দেন অদ্বৈতপত্নী পুত্রের সহিত।
অনুচর সব বেড়ি কাঁদে চারি ভিত॥
কেবা কোন দিকে কাঁদে নারী পরাপর।
কৃষ্ণ-প্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর॥
স্থির হয় অদ্বৈত হইতে নারে স্থির।
ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর॥
রামাইয়েরে বোলে "প্রভু কি বলিলা মোরে।"
রামাই বলেন, "ঝাট চলিবার তরে॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "শুন রামাই পণ্ডিত।
মোর প্রভু হয় তবে মোহার প্রতীত॥
আপন ঐশ্বর্য্য যদি মোহারে দেখায়।
শ্রীচরণ তুলি দেই মোহার মাথায়॥
তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ।
সত্য সত্য এই মুঞি কহিল তোমাত॥"
রামাই বোলেন "প্রভু মুঞি কি কহিমু।
যদি মোর ভাগ্য থাকে নয়নে দেখিমু॥
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে তাঁহার।
তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার॥"
হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে।
শুভ-যাত্রা উদ্যোগ করিলা ততক্ষণে॥
পত্নীরে বলিলা "ঝাট হও সাবধান।
লইয়া পূজার সজ্জ চল আগুয়ান॥"
পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে।
গন্ধ মাল্য ধূপ বস্ত্র অশেষ বিধানে॥
ক্ষীর দধি সর ননী কর্পূর তাম্বুল।
লইয়া চলিলা যত সব অনুকূল॥
সপত্নীক চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু।
রামাইয়ে নিষেধে "ইহা না কহিবা কভু॥
"না আইলা আচার্য্য" তুমি বলিবা বচন।
দেখ মোরে প্রভু তবে কি বোলে তখন॥
গুপ্তে থাকোঁ মুঞি নন্দন আচার্য্যের ঘরে।
না আইল বলি তুমি কহিবা গোচরে॥"

সভার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্কল্প চিত্তে হইল গোচর॥
আচার্য্যের আগমন জানিঞা আপনে।
ঠাকুর-পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে॥
প্রিয় যত চৈতন্যের নিজ ভক্তগণ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন॥
আবেশিত চিত্ত প্রভুর সভাই বুঝিয়া।
সশঙ্কে আছেন সভে নীরব হইয়া॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু ত্রিদশের রায়।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টায়॥
"নাড়া আইসে নাড়া আইসে" বলে বার বার।
"নাড়া চাহে মোর ঠাকুরালি দেখিবার॥"
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইঙ্গিত।
বুঝিয়া মস্তকে ছত্র ধরিলা ত্বরিত॥
গদাধর বুঝি দেয় কর্পূর তাম্বূল।
সর্ব্বজনে করে সেবা যেন অনুকূল॥
কেহ পড়ে স্তুতি কেহ কোন সেবা করে।
হেনই সময়ে আসি রামাই গোচরে॥
নাহি কহিতেই প্রভু বোলে রামাইরে।
"মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে॥
নাড়া আইসে" বলি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
"জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায়॥
এথাই রহিলা নন্দনাচার্য্যের ঘরে।
মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল তোরে॥
আন গিয়া শীঘ্র তুমি হেথাই তাহানে।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে॥"
আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত।
সকল অদ্বৈত-স্থানে করিলা বিদিত॥
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অদ্বৈত আচার্য্য।
আইলা প্রভুর স্থানে সিদ্ধ হইল কার্য্য॥
দূরে থাকি দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সস্ত্রীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে॥
পাইয়া নির্ভয় পদ আইলা সম্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে॥

শ্রীরাগঃ।

জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক সুন্দর কলেবর॥
প্রসন্ন বদনে কোটী চন্দ্রের ঠাকুর।
অদ্বৈতের প্রতি যেন সদয় প্রচুর॥
দুই বাহু কোটি কনকের স্তম্ভ জিনি।
তহিঁ দিব্য আভরণ রত্নের খেঁচনি॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর-কুণ্ডল বৈজয়ন্তী-মালা দেখে॥
কোটি মহাসূর্য্য যিনি তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা ছত্র ধরয়ে অনন্ত॥
কিবা নখ কিবা মণি না পারি চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে॥
কিবা প্রভু কিবা গণ কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ম্ময় বহি কিছু নাহি দেখে আর॥
দেখে পড়িয়াছে চারি পঞ্চ ছয় মুখ।
মহা ভয়ে স্তুতি করে নারদাদি শুক॥
মকরবাহন রথে এক বরাঙ্গনা।
দণ্ড পরণামে আছে যেন গঙ্গাসমা॥
তবে দেখে স্তুতি করে সহস্র বদন।
চারিদিগে দেখে জ্যোতির্ম্ময় দেবগণ॥
উলটিয়া চাহে নিজ চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি কৃষ্ণ বলে॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাই দেখে চারিদিগে চরণের তলে॥
দেখিয়া সম্ভ্রমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি।
উঠিলা অদ্বৈত অদ্ভুত দেখি বড়ি॥
দেখে সহস্র ফণাধর মহা নাগগণ।
ঊর্দ্ধবাহু স্তুতি করে তুলি সব ফণ॥
অন্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ।
গজ-হংস-অশ্বে নিরোধিল বায়ুপথ॥
কোটি কোটি নাগ-বধূ সজল নয়নে।
"কৃষ্ণ" বলি স্তুতি করে দেখে বিদ্যমানে॥
ক্ষিতি অন্তরীক্ষ স্থান নাহি অবকাশে।
দেখে পড়িয়াছে মহা-ঋষিগণ পাশে॥
মহা ঠাকুরাল দেখি পাইল সংভ্রম।
পতি-পত্নী কিছু বলিবারে নহে ক্ষম॥
পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বম্ভর।
চাহিয়া অদ্বৈত প্রতি করিলা উত্তর॥
"তোমার সংকল্প লাগি অবতীর্ণ আমি।
বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি॥

শুইয়া আছিনু ক্ষীরসাগর ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হইল মোর তোমার হুঙ্কারে॥
দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে॥
আমারে আনিলে সব-জীব উদ্ধারিতে॥
যতেক দেখিলে চতুর্দ্দিগে মোর গণ।
সভার হইল জন্ম তোমার কারণ॥
যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে।
তোমা হতে তাহা দেখিবেক সর্ব্ব জনে॥"

রামকিরি রাগঃ।

এতেক প্রশ্রয় বাক্য প্রভুর শুনিয়া।
ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে সম্ভ্রাক হইয়া॥
"আজি সে সফল মোর দিন পরকাশ।
আজি সে সফল কৈনু যত অভিলাষ॥
আজি মোর জন্ম কর্ম্ম সকল সফল।
সাক্ষাতে দেখিনু তোর চরণ যুগল।
ঘোষে মাত্র চারি বেদে যারে নাহি দেখে॥
হেন তুমি মোর লাগি হৈলা পরতেকে॥
মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা।
তোমা বহি জীব উদ্ধারিবে কোন জনা?"
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন আচার্য্য॥
প্রভু বোলে "আমার পূজার কর কার্য্য॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম-হরিষে॥
চৈতন্য চরণ পূজে অশেষ বিশেষে॥
প্রথমে চরণ ধুই সুবাসিত জলে।
শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে॥
চন্দনে ডুবাই দিব্য তুলসী মঞ্জরী।
অর্ঘের সহিত দিল মস্তক উপরি॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ পঞ্চ উপচার।
পূজা করে প্রেম জলে বহে মহাধার॥
পঞ্চশিখা জ্বালি পুনঃ করয়ে বন্দনা।
শেষে জয় জয় ধ্বনি করয়ে ঘোষণা॥
করিয়া চরণ-পূজা ষোড়শোপচারে।
আর বার বস্ত্র দিল মাল্য অলঙ্কারে॥
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে পূজা করি পটল-বিধানে।
এই শ্লোক পড়ি করে দণ্ড-পরিণামে॥

তথাহি।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

(শ্লোকের ব্যাখ্যাদি পূর্ব্বঅধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।)

এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি।
শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্র অনুসারি॥
"জয় জয় সর্ব্ব প্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।
জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর॥
জয় জয় ভকত-বচন-সত্যকারী।
জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী॥
জয় জয় সিন্ধুসুতা-রূপ-মনোরম।
জয় জয় শ্রীবৎস-কৌস্তুভ-বিভূষণ॥
জয় জয় হরে-কৃষ্ণ-মন্ত্রের প্রকাশ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস।
জয় জয় মহাপ্রভুঅনন্তশয়ন।
জয় জয় জয় সর্ব্ব-জীবেরশরণ॥
তুমি বিষ্ণু তুমি কৃষ্ণ তুমি নারায়ণ।
তুমি মৎস্য তুমি কূর্ম্ম তুমি সনাতন॥
তুমি সে বরাহ প্রভু তুমি সে বামন।
তুমি কর যুগে যুগে দেবের পালন॥
তুমি রক্ষকুল-হন্তা জানকী-জীবন।
তুমি প্রভু বরদাতা অহল্যা-মোচন॥
তুমি সে প্রহ্লাদ লাগি কৈলে অবতার।
হিরণ্য বধিয়া নরসিংহ নাম যার॥
সর্ব্বদেব-চূড়ামণি তুমি দ্বিজরাজ।
তুমি সে ভজন কর নীলাচল-মাঝ॥
তোমারে সে চারি বেদে বুলে অন্বেষিয়া
তুমি এথা আসি রহিয়াছ লুকাইয়া॥
লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাধীর।
ভক্তজনে তোমা ধরি করয়ে বাহির॥
সংকীর্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর॥
এই তোর দুইখানি চরণ কমল।
ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল॥
এই সে চরণ রমা সেবে এক মনে।
ইহার সে যশ গায় সহস্র বদনে॥
এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায়।
শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায়॥
সত্য লোক আক্রামিল এই সে চরণে।
বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে॥

এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার।
শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার॥"
কোটি বৃহস্পতি জিনি অদ্বৈতের বুদ্ধি।
ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি।
বর্ণিতে চরণ; ভাসে নয়নের জলে॥
পড়িলা দীঘল হই চরণের তলে॥
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
চরণ তুলিয়া দিলা অদ্বৈত-মাথায়॥
চরণ অর্পণ শিরে করিল যখন।
'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন।
অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হইলা বিহ্বল॥
'হরি হরি' বলি সভে করে কোলাহল॥
গড়াগড়ি যায় কেহো মালসাট মারে।
কারো গলা ধরি কেহো কান্দে উচ্চস্বরে॥
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণ-মনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব অভিমত॥
অদ্বৈতেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আরে নাড়া আমার কীর্ত্তনে নৃত্য কর॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত গোসাঞি।
নানা ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি॥
উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥
ক্ষণে বা বিশাল নাচে ক্ষণে বা মধুর।
ক্ষণে বা দশনে তৃণ করয়ে প্রচুর॥
ক্ষণে ঘুরে উঠে ক্ষণে পড়ি গড়ি যায়।
ক্ষণে ঘনশ্বাস ছাড়ি ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
যে কীর্ত্তন যখন শুনয়ে সেই হয়।
এক ভাবে স্থির নহে আনন্দে নাচয়॥
অবশেষে আসি সভে রহে দাস্যভাবে।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য-প্রভাবে॥
ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে।
নিত্যানন্দ দেখিয়া ভ্রুকুটি করি হাসে॥
হাসি বোলে "ভাল হৈল আইলা নিতাই
এতদিন তোমার লাগালি নাহি পাই॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বান্ধিয়া।"
ক্ষণে বোলে "প্রভু" ক্ষণে বোলে "মাতালিয়া॥"
অদ্বৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক মূর্ত্তি দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে॥
কোন রূপে কহে, কোন রূপে করে ধ্যান।
কোন রূপে ছত্র-শয্যা কোন রূপে গান॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈত অভেদ করি জ্ঞান।
এই অবতারে জানে যত ভাগ্যবান॥
যে কিছু কলহ-লীলা দেখহ দোঁহার।
সে-সব অচিন্ত্য-রঙ্গ ঈশ্বর-ব্যভার॥
যে না বুঝি দোঁহের কলহ, এক পক্ষ ধরে।
এক বন্দে আর নিন্দে সেই জন মরে॥
অদ্বৈতের নৃত্য দেখি বৈষ্ণব সকল।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা বিহ্বল॥
হইল প্রভুর আজ্ঞা রহিবার তরে।
ততক্ষণে রহিলেন আজ্ঞা করি শিরে॥
আপন গলার মালা অদ্বৈতেরে দিয়া।
"বর মাগ বর মাগ" বোলেন হাসিয়া॥
শুনিয়া অদ্বৈত কিছু না করে উত্তর।
"মাগ মাগ" পুনঃ পুনঃ বোলে বিশ্বম্ভর॥
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি মাগিমু বর।
যে বর চাহিলুঁ তাহা পাইলুঁ সকল॥
তোমারে সাক্ষাৎ করি আপনে নাচিলোঁ।
চিত্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলোঁ॥
কি চাহিমু প্রভু কিবা শেষ আছে আর।
সাক্ষাতে দেখিনু প্রভু তোর অবতার॥
কি চাহিমু কিবা নাহি জানহ আপনে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্য-দরশনে॥"
মাথা ঢুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"তোমার নিমিত্তে এই হইল গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মা শিব নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা ধন কুল আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত তোর ভক্তি যে যে জনে বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ লৈয়া॥"

অদ্বৈতের বাক্য শুনি করিলা হুঙ্কার।
প্রভু বোলে "সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥"
এই সব বাক্যে সাক্ষী সকল সংসার।
মূর্খ নীচ প্রতি কৃপা হইলা তাঁহার ॥
চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে।
ভট্ট মিশ্র চক্রবর্ত্তী সবে নিন্দা জানে ॥
গ্রন্থ পঢ়ি মুখ মুড়ি কারো বুদ্ধিনাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥
অদ্বৈতের বোলে প্রেম পাইল জগতে।
এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥
চৈতন্য-অদ্বৈতে যত হৈল প্রেমকথা।
সকল জানেন সরস্বতী জগন্মাতা ॥
সেই ভগবতী সর্ব্ব-জনের জিহ্বায়।
অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশ গায় ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার ॥
সস্ত্রীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য গোসাঞি।
অভিমত পাই রহিলেন সেই ঠাঞি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দ চান্দজান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীঅদ্বৈত-মিলনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

## সপ্তম অধ্যায়।

নাচেরে চৈতন্য গুণনিধি।
অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি ॥ ধ্রু ॥
জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি প্রাণধন ॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউক যত গৌরচন্দ্র-অনুচর ॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥
অদ্বৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে ॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্রপ্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায় ॥
এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।
পুণ্ডরীক নাম শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥
প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।
তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥
নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।
বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে প্রভু শ্বাস ॥
নৃত্য করি উঠিয়া বসিলা গৌররায়।
"পুণ্ডরীক বাপ" বলি কান্দে উর্দ্ধরায়।
"পুণ্ডরীক আরে মোর বাপরে বন্ধুরে।
কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে ॥"
হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
হেন সব ভক্ত প্রকাশিল গৌরনিধি ॥
প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লইয়া।
ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা ॥
সভে বোলে 'পুণ্ডরীক' বোলেন কৃষ্ণেরে।
বিদ্যানিধি-নাম শুনি সভেই বিচারে ॥
কোন্ প্রিয় ভক্ত ইহা সভে বুঝিলেন।
বাহ্য হৈলে প্রভু-স্থানে সভে বলিলেন ॥
কোন ভক্ত লাগি প্রভু করহ ক্রন্দন।
সত্য আমা সভা-প্রতি করহ কথন ॥
আমা সভার ভাগ্য হউক তানে জানি।
তার জন্ম কর্ম্ম কোথা কহ প্রভু শুনি ॥
প্রভু বোলে "তোমরা সকলে ভাগ্যবান।
শুনিতে হইল ইচ্ছা তাহান্ আখ্যান ॥
পরম অদ্ভুত তান সকল চরিত্র।
তান নাম শ্রবণেও সংসার পবিত্র ॥
বিষয়ীর প্রায় তান পরিচ্ছদ সব।
চিনিতে না পারে কেহ তিঁহো যে বৈষ্ণব
চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
পরম স্বধর্ম্ম সর্ব্ব লোক অপেক্ষিত ॥
কৃষ্ণভক্তিসিন্ধু মাঝে ভাসে নিরন্তর।
অশ্রুকম্পপুলকবেষ্টিত কলেবর ॥
গঙ্গাস্নান না করেন পদস্পর্শ-ভয়ে।
গঙ্গা-দরশন করে নিশার সময়ে ॥

গঙ্গাতে যে সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল-দন্তধাবন-কেশ সংস্কার॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্ব্বথা॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চ্চন-পূর্ব্বে করে গঙ্গাজল-পান॥
তবে সে করেন পূজা-আদি নিত্যকর্ম্ম।
ইহাঁ সর্ব্বপণ্ডিতেরে বুঝায়েন ধর্ম্ম॥
চাটিগ্রামে আছেন, এথায়ও বাড়ী আছে।
আসিবেন সংপ্রতি দেখিবা কিছু পাছে॥
তানে শীঘ্র কেহই চিনিতে না পারিবা।
দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান মাত্র সে করিবা॥
তানে না দেখিয়া আমি স্বস্তি নাহি পাই।
সভে তানে আকর্ষিয়া আনহ এথাই॥"
কহি তান কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
"পুণ্ডরীক বাপ" বলি কান্দিতে লাগিলা॥
মহা-উচ্চস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তির তত্ত্ব তিনি সে জানেন॥
ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে যারে কহেন আপনে॥
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তান প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাহার হৈল মতি॥
অনেক সেবক সঙ্গে অনেক সম্ভার।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে শিষ্য ভক্ত তার॥
আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গূঢ়রূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্ব্বলোকে দেখে॥
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইক্ষণে॥
শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তান তত্ত্ব জানে।
এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে॥
বিদ্যানিধি আগমন জানিয়া গোসাঞি।
যে আনন্দ হইল তাহার অন্ত নাই॥
কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাঙ্গিয়া।
পুণ্ডরীক আছেন বিষয়ী প্রায় হৈয়া॥
যত কিছু তান প্রেম-ভক্তির মহত্ত্ব।
মুকুন্দ জানেন আর বাসুদেব দত্ত॥
মুকুন্দের বড় প্রিয় শ্রীগদাধর।
একান্ত মুকুন্দ তান সঙ্গে অনুচর॥
যথাকার যে বার্ত্তা কহেন আসি সব।
"আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব॥
গদাধর পণ্ডিত শুনহ সাবধানে।
বৈষ্ণব দেখিতে যে বাঞ্ছহ তুমি মনে॥
অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব তোমারে।
সেবক করিয়া যেন স্মরহ আমারে॥"
শুনি গদাধর বড় হরিষ হইলা।
সেইক্ষণে 'কৃষ্ণ' বলি দেখিতে চলিলা॥
বসিয়া আছেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয়॥
গদাধরপণ্ডিত করিলা নমস্কার।
বসাইলা আসনে করিয়া পুরস্কার॥
জিজ্ঞাসিলা বিদ্যানিধি মুকুন্দের স্থানে।
"কিবা নাম ইহান থাকেন কোন স্থানে॥
বিষ্ণুভক্তি তেজোময় দেখি কলেবর।
আকৃতি-প্রকৃতি দুই পরম সুন্দর॥
মুকুন্দ বোলেন শ্রীগদাধর নাম।
শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান॥
'মাধব মিশ্রের পুত্র' কহি ব্যবহারে।
সকল বৈষ্ণব-প্রীতি বাসেন ইহারে॥
ভক্তি-পথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে।
শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে॥"
শুনি বিদ্যানিধি বড় সন্তোষিত হৈলা।
পরম গৌরবে সম্ভাষিবারে লাগিলা॥
বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয়।
রাজপুত্র যেন করিয়াছেন বিজয়॥
দিব্যখট্টা হিঙ্গুলে পিত্তলে শোভা করে।
দিব্য চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে।
তহি দিব্য শয্যা শোভে অতি সূক্ষ্মবাসে।
পট্ট নেত বালিশ শোভয়ে চারি পাশে॥
বড় ঝারি ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত।
দিব্য পিতলের বাটা পাকা পাণ তাত॥
দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে।
পাণ খায় গদাধর দেখি দেখি হাসে॥
দিব্য ময়ূরের পাখা লই দুই জনে।
বাতাস করিতে আছে দেহে সর্ব্বক্ষণে॥
চন্দনের উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক কপালে।
গন্ধের সহিত তথি ফাগুবিন্দু মিলে॥

কি কহিব সে কেশ-ভারের সংস্কার।
দিব্য গন্ধ আমলকি বহি নাহি আর॥
ভক্তির প্রভাবে দেহ মদন সমান।
যে না চিনে তার হয় রাজপুত্র জ্ঞান॥
সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সায়বান্।
বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান॥
দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর।
সন্দেহ বিস্ময় কিছু জন্মিল অন্তর॥
আজন্ম বিরক্ত গদাধর-মহাশয়।
বিদ্যানিধি-প্রতি কিছু জন্মিল সংশয়॥
"ভালত বৈষ্ণব সব বিষয়ীর বেশ।
দিব্য ভোগ দিব্য বাস দিব্য গন্ধ কেশ॥"
শুনিয়া ত তান ভক্তি আছিল ইহানে।
আছিল যে ভক্তি সেহ গেল দরশনে॥
বুঝি গদাধর চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ।
বিদ্যানিধি প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ॥
কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।
কিছু নাহি অবেদ্য কৃষ্ণ সে মায়াধর॥
মুকুন্দ সুস্বর বড় কৃষ্ণের গায়ন।
পড়িলেন শ্লোক ভক্তি-মহিমা বর্ণন॥
"রাক্ষসী পূতনা শিশু খাইতে নির্দ্দয়া।
ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া॥
তাহারেও মাতৃ-পদ দিলেন ঈশ্বরে।
না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেরে॥"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে (৩।২।২৩)—

অহো বকীযং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াহপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥

অন্বয়ঃ।—অহোবকী যং জিঘাংসয়া স্তনকালকূটং অপায়য়ং (এবম্ভূতা) অসাধ্বী অপি ধাত্র্যুচিতাং গতিং লেভে। ততঃ অন্যং দয়ালুং কং বা শরণং ব্রজেম॥

অনুবাদ—উদ্ধব বিদুরকে হরিগুণ বলিতেছেন—অহো বকাসুরভগিনী পূতনা যাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য স্তনলিপ্ত হলাহল বিষ পান করাইয়াছিল; এই প্রকার অসতী হইয়াও যাঁহার কৃপায় মাতার ন্যায় দিব্যগতি—প্রাপ্ত হইয়াছিল; এইরূপ দয়ালু ভিন্ন আর কাহার শরণ গ্রহণ করিব?॥

তথাহি (১০।৮।৩৫)—

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনংদত্ত্বাপ সদ্গতিম্॥

অন্বয়ঃ।—লোকবালঘ্নী রুধিরাশনা রাক্ষসী পূতনা জিঘাংসয়া অপি, হরয়ে স্তনং দত্ত্বা সদ্গতিং আপ॥

অনুবাদ—শুকদেব পরীক্ষিৎকে ভক্তির বৈভব প্রদর্শন করিতেছেন। জনগণের শিশু-সন্তান বিনাশকারিনী, রুধিরাশনা রাক্ষসী পূতনা ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্তন পান করাইয়াও সদ্গতি লাভ করিল॥

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।
বিদ্যানিধি লাগলেন করিতে ক্রন্দন॥
নয়নে অপূর্ব্ব বহে শ্রীআনন্দধার।
যেন গঙ্গা দবীর হইল অবতার॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
এককালে হইল সভার অবতার॥
"বোল বোল" বলি মহা লাগিল গর্জ্জিতে।
স্থির হইতে না পারিল পড়িলা ভূমিতে॥
লাথি-আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।
ভাঙ্গিল সকল রক্ষা নাহি কারো আর॥
কোথা গেল দিব্য বাটা দিব্য গুয়া পাণ।
কোথা গেল ঝারি যাতে করে জল পাণ॥
কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে দুই হাতে॥
কোথা গেল বা সে দিব্য কেশের সংস্কার।
ধূলায় লোটায় করে ক্রন্দন অপার।
"শ্রীকৃষ্ণ ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ॥
মোরে সে কারলে কাষ্ঠ-পাষাণ-সমান।"
অনুতাপ করিয়া কান্দেন উচ্চস্বরে।
"মুই সে বঞ্চিত হেন হেন অবতারে॥"
মহা গড়াগড়ি দিয়া যে পড়ে আছাড়।
সবে মনে জানে যেন চূর্ণ হইল হাড়॥

হেন সে হইল কম্প ভাবের বিকারে।
দশ জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
বস্ত্র-শয্যা-ঝারি বাটা সকল সম্ভার।
পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর॥
সেবক-সকল যে করিল সম্বরণ।
সকলে রহিল সেই ব্যবহার-ধন॥
এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই থাকিলা পড়িয়া॥
তিল মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
ডুবিলেন বিদ্যানিধি আনন্দ-সাগরে॥
দেখি গদাধর মহা হইলা বিস্মিত।
তখন সে মনে বড় হইল চিন্তিত॥
"হেন মহাশয়ে আমি অবজ্ঞা করিলুঁ।
কোন বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ॥"
মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ জলে॥
"মুকুন্দ আমার তুমি কৈলে বন্ধু-কার্য্য।
দেখাইলে ভক্তি, বিদ্যানিধি-ভট্টাচার্য্য॥
এমত বৈষ্ণব কি আছেন ত্রিভুবনে।
ত্রিলোক পবিত্র হয় এ ভক্ত-দরশনে॥
আজি আমি এড়াইলুঁ পরম-সঙ্কট।
সেহো যে কারণ তুমি আছিলা নিকট॥
বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
বিষয়ী বৈষ্ণব মোর চিত্তে হৈল জ্ঞান।
বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
প্রকাশিলা পুণ্ডরীকে ভক্তির উদয়॥
যত খানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
ততখানি করাইব চিত্তের প্রসাদ॥
এ পথে প্রবিষ্ট যত সব ভক্তগণে।
উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জনে॥
এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
ইহা স্থানেই মন্ত্র উপদেশ ধরি॥
ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিব আপনে।"
এই ভাবি গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে॥
শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
ভাল ভাল বলি বড় শ্লাঘিতে লাগিলা।

প্রহর দুইতে বিদ্যানিধি মহাধীর।
বাহ্য পাই বসিলেন হইয়া সুস্থির॥
গদাধর পণ্ডিতের নয়নের জল।
অন্ত নাহি—ধারা অঙ্গ তিতিল সকল॥
দেখিয়া সন্তোষ বিদ্যানিধি-মহাশয়।
কোলে করি থুইলেন আপন হৃদয়॥
পরম সম্ভ্রমে রহিলেন গদাধর।
মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর॥
"ব্যবহারে ঠাকুরাল দেখিয়া তোমার।
পূর্ব্বে কিছু চিত্ত-দোষ জন্মিল উহার॥
এবে তার প্রায়শ্চিত্ত চিন্তিলা আপনে।
মন্ত্রদীক্ষা করিবেন তোমারই স্থানে॥
বিষ্ণু-ভক্ত বিরক্ত শৈশবে বৃদ্ধরীত।
মাধব-মিশ্রের কুল-নন্দন-উচিত॥
শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।
গুরু শিষ্য যোগ্য—পুণ্ডরীক গদাধর॥
আপনে বুঝিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।
নিজ ইষ্ট-মন্ত্র-দীক্ষা করাহ ইহানে॥"
শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
"আমারেত মহারত্ন মিলাইলা বিধি॥
করাইমু ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।
বহু জন্ম ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই॥
এই যে আইসে শুক্লপক্ষের দ্বাদশী।
সর্ব্ব শুভ লগ্ন ইথি মিলিবেক আসি॥
ইহাতে সংকল্প সিদ্ধি হইব তোমার।"
শুনি গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার॥
সে-দিন মুকুন্দ-সঙ্গে করিয়া বিদায়।
আইলেন গদাধর—যথা গৌররায়॥
বিদ্যানিধি-আগমন শুনি বিশ্বম্ভর।
অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর॥
বিদ্যানিধি মহাশয় অলক্ষিতরূপে।
রাত্রি করি আইলেন প্রভুর সমীপে॥
সর্ব্ব-সঙ্গ ছাড়ি একেশ্বর মাত্র হৈয়া।
প্রভু দেখিমাত্র পড়িলেন মূর্চ্ছা পাঞা॥
দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে॥
আনন্দে মূর্চ্ছিতা হঞা পড়িলা ভুমিতে।
ক্ষণেকে চৈতন্য পাই করিলা হুঙ্কার।
কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়া ধিক্কার॥

"কৃষ্ণরে পরাণ মোর কৃষ্ণ মোর বাপ।
মুঞি অপরাধীরে কতেক দেহ তাপ॥
সর্ব্ব জগতেরে বাপ উদ্ধার করিলে।
সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলে॥"
বিদ্যানিধি হেন কোন বৈষ্ণব না চিনে।
সভেই কান্দেন মাত্র তাহার ক্রন্দনে॥
নিজ প্রিয়তম জানি শ্রীভক্তবৎসল।
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বম্ভর॥
"পুণ্ডরীক বাপ" বলি কান্দেন ঈশ্বর।
"বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর॥"
তখনে সে জানিলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
"বিদ্যানিধি গোসাঞিঁর হৈল আগমন॥
তখন সে হৈল সব বৈষ্ণব-রোদন।
পরম অদ্ভুত-তাহা না যায় বর্ণন॥
বিদ্যানিধি বক্ষে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তার কলেবর॥
প্রিয়তম প্রভুর জানিয়া ভক্তগণে।
প্রীতি ভয় আপ্ততা সভার হইল তানে॥
বক্ষ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।
লীন হৈলা প্রভু যেন তাহার শরীরে॥
প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।
তবে প্রভু বাহ্য পাই ডাকি 'হরি' বোলে॥
"আজি কৃষ্ণ বাঞ্ছাসিদ্ধি করিলা আমার।
আজি পাইলাঙ সর্ব্বমনোরথ-পার॥"
সকল-বৈষ্ণব সঙ্গে করিলা মিলন॥
পুণ্ডরীক লইয়া সভে করেন কীর্ত্তন॥
"ইহান পদবী পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি।
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি॥"
এইমত তার গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
উচ্চস্বরে হরি বোলে শ্রীভুজ তুলিয়া॥
প্রভু বোলে "আজি শুভ প্রভাত আমার।
আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার।
নিদ্রা হৈতে আজি উঠিলাঙ শুভক্ষণে।
দেখিলাম প্রেমনিধি সাক্ষাৎ নয়নে॥
শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল বাহ্যজ্ঞান।"
তখন সে প্রভু চিনি করিলা প্রণাম॥
অদ্বৈত-দেবেরে আগে করি নমস্কারে।
যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি করিলা সভারে॥

পরম সন্তোষ হৈল সর্ব্বভক্তগণে।
হেন প্রেমনিধি পুণ্ডরীক-দরশনে॥
ক্ষণেকে যে হৈল প্রেম-ভক্তি-আবির্ভাব।
তাহা বর্ণিবার পাত্র ব্যাস মহাভাগ॥
গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্থানে।
পুণ্ডরীক—মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে॥
"না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার।
চিত্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার॥
এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য।
শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিব অবশ্য॥"
গদাধর বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
"শীঘ্র কর শীঘ্র কর" বলিতে লাগিলা॥
তবে গদাধর দেব প্রেমনিধি স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে॥
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য যাঁর ভক্তির এই সীমা॥
কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান।
এই মোর কাম্য যেন দেখা পাঙ তান॥
যোগ্য গুরু-শিষ্য পুণ্ডরীক-গদাধর।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর॥
পুণ্ডরীক গদাধর দুইর মিলন।
যে পড়ে যে শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
পুণ্ডরীক-গদাধর-মিলনং নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

## অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেম-ধাম॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।
জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন॥
জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।
জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অনুচর॥
হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌররায়।
নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায়॥

অদ্বৈত লইয়া-সর্ব্ব বৈষ্ণবমণ্ডল।
মহা নৃত্য গীত করে কৃষ্ণ কোলাহল॥
নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।
নিরন্তর বাল্যভাব আর নাহি স্ফুরে॥
আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ অনুভাব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
বসিয়া কহেন কথা কৃষ্ণের চরিত॥
পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"এই অবধূত কেন রাখ নিরন্তর?
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি
পরম উদার তুমি বলিলাম আমি॥
আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও॥"
ঈষৎ হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।
"আমারে পরীক্ষা প্রভু এ নহে উচিত॥
দিনেক যে তোমা' ভজে সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ—মো'হতে প্রমাণ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥"
এতেক শুনিল যদি শ্রীবাসের মুখে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বুকে॥
প্রভু বোলে "কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস?"
মোর গোপ্য নিত্যানন্দ জানিলা সে তুমি।
তোমারে সন্তুষ্ট হঞা বর দিব আমি॥
যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে।
তথাপি দারিদ্র তোর নহিবেক ঘরে॥
বিড়াল-কুকর আদি তোমার বাড়ীর।
সভার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির॥
নিত্যানন্দ সমর্পিল আমি তোমার স্থানে।
সর্ব্বমতে সংবরণ করিবা আপনে॥"
শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর।
নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়ানগর॥

ক্ষণেকে গঙ্গায় মাঝে এড়েন সাঁতার।
মহাস্রোতে লই যায়—সন্তোষ অপার॥
বালক সভার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে।
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে॥
প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যায়েন ধাইয়া।
বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া॥
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায় আই করে পলায়ন॥
একদিন আই কিছু দেখিল স্বপনে।
নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বম্ভর স্থানে॥
"নিশি অবশেষে মুঞি দেখিনু স্বপন।
তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন॥
বৎসর পাঁচের দুই ছাওয়াল হইয়া।
মারামারি করি দোঁহে বেড়াও ধাইয়া॥
দুইজনে সাম্ভাইলা গোসাঞির ঘরে।
রাম-কৃষ্ণ লই দোঁহে হইলা বাহিরে॥
তার হাতে কৃষ্ণ তুমি লই বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর বিদ্যমান॥
রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর বোলয়ে ক্রুদ্ধ হৈয়া।
"কে তোরা ঢাঙ্গাতি দুই বাহিরাও গিয়া॥
এ বাড়ী এ ঘর সব আমা দোঁহাকার।
এ সন্দেশ দধি দুগ্ধ যত উপহার॥"
নিত্যানন্দ বোলয়ে "সে কাল গেল বয়ে।
যে কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়ে॥
ঘুচিল গোয়ালা—হৈল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিয়া সব ছাড় উপহার॥
প্রীতে যদি না ছাড়িবা খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন্ জন?"
রাম কৃষ্ণ বোলে 'আজি তোর দোষ নাই।
বান্ধিয়া এড়িমু দুই ঢঙ্গ এই ঠাঞি' ॥
'দোহাই কৃষ্ণের যদি আজি কারো আন'।
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ্জ গর্জ্জ করে রাম॥
নিত্যানন্দ বোলে "তোর কৃষ্ণের কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বম্ভর আমার ঈশ্বর॥"
এইমতে কলহ করহ চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি সব করয়ে ভোজন॥
কাহার হাতের কেহ কাড়ি লই খায়।
কাহারো মুখেতে কেহো মুখ দিয়া খায়॥

"জননি" বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
"অন্ন দেহ মাতা মোরে ক্ষুধা বড় করে॥"
এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইলুঁ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি তোমারে কহিলুঁ॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন।
জননীর প্রতি বোলে মধুর বচন॥
"বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা।
আর কার ঠাঞি পাছে কহ এই কথা॥
তোমার ঘরের মূর্ত্তি পরতেখ বড়।
মোর চিত্তে তোমার স্বপ্নেতে হৈল দঢ়॥
মুঞি দেখো বারে বারে নৈবেদ্যের সাজে।
আধাআধি না থাকে, না কহো কারে লাজে॥
তোমার বধূরে মোর সন্দেহ আছিল।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল॥"
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা—স্বামীর বচনে।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্ন-কথা শুনে॥
বিশ্বম্ভর বোলে "মাতা শুনহ বচন।
নিত্যানন্দ আনি শীঘ্র করাহ ভোজন॥"
পুত্রের বচনে শচী হরিষ হইলা।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা॥
নিত্যানন্দ-স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর।
নিমন্ত্রণ গিয়া তানে করিলা সত্বর॥
"আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা।
চঞ্চলতা না করিবা করাইল শিক্ষা॥"
কর্ণ ধরি নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বোলে।
"চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে॥
এ বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল॥"
এত বলি দুইজনে হাসিতে হাসিতে।
কৃষ্ণ-কথা কহি কহি আইলা বাড়ীতে॥
হাসিয়া বসিল এক ঠাঁই দুই জন।
গদাধর-আদি আর পরমাপ্তগণ॥
ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন।
কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন।
সেই ভাব সেই প্রেম সেই দুই জন॥
পরিবেষন করে আই মনের সন্তোষে।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা—দুই জন হাসে।
আবার আসিয়া আই দুই জনে দেখে॥
বৎসর-পাঁচের শিশু দেখে পরতেখে॥
কৃষ্ণ-শুক্ল বর্ণ-দেখে দুই মনোহর।
দুই জন চতুর্ভুজ দুই দিগম্বর॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শ্রীহল মুষল।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ দেখে মকরকুণ্ডল॥
আপনার বধূ দেখে পুত্রের হৃদয়ে।
সকৃত দেখিয়া আর দেখিতে না পায়ে॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে।
তিতিল বসন সব নয়নের জলে॥
অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে।
অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহ্য নাহি জানে॥
আথে-ব্যথে মহাপ্রভু আচমন করি।
গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি।
"উঠ উঠ মাতা তুমি স্থির কর চিত।
কেন বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত?"
বাহ্য পাই আই আথেব্যথে কেশ বান্ধে।
না বোলয়ে কিছু, আই গৃহমধ্যে কান্দে॥
মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে কম্প সর্ব্ব-গায়।
প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায়॥
ঈশান করিলা সব-গৃহ-উপস্কার।
যত ছিল অবশেষে—সকল তাহার॥
সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ-লোক-মধ্যে মহা ভাগ্যবান্॥
এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে।
মর্ম্মী ভৃত্য বহি ইহা কেহো নাহি জানে॥
এইমত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাঝে।
কীর্ত্তন করেন সব ভকত-সমাজে॥
যত যত স্থানে সব পার্ষদ জন্মিলা।
অল্পে অল্পে সভে নবদ্বীপেরে আইলা॥
সভে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার।
আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সভার॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি বৈষ্ণব সকল।
অভয় পরমানন্দে হইল বিহ্বল॥
প্রভুও সভারে দেখে প্রাণের সমান।
সভাই প্রভুর পারিষদের প্রধান॥

বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু সভারে করে প্রেম আলিঙ্গন॥
নিরন্তর সভার মন্দিরে প্রভু যায়।
চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায়॥
ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে।
আচার্য্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে॥
নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি।
প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাল্য নিরন্তর।
সর্ব্বভাবে আবেশিত প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ বামন নরসিংহ।
ভাগ্য অনুরূপ দেখে চরণের ভৃঙ্গ॥
কোন দিন গোপীভাবে করেন রোদন।
কারে বলি রাত্রিদিন, নাহিক স্মরণ॥
কোন দিন উদ্ধব-অক্রুর ভাব হয়।
কোন দিন রাম-ভাবে মদিরা যাচয়॥
কোন দিন চতুর্মুখ-ভাবে বিশ্বম্ভর।
ব্রহ্মস্তব পড়ি পড়ে পৃথিবী উপর॥
কোন দিন প্রভু দিভাবেতে স্তুতি করে।
এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে॥
দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী জগন্মাতা।
বাহিরায় পুত্র পাছে—এই মনঃকথা॥
আই বোলে "বাপ গিয়া কর গঙ্গাস্নান।"
প্রভু বোলে "বল মাতা জয় কৃষ্ণ রাম।"
যত কিছু করে শচী পুত্রেরে উত্তর।
'কৃষ্ণ' বহি কিছু নাহি বোলে বিশ্বম্ভর॥
অচিন্ত্য-আবেশ সেই বুঝন না যায়॥
যখন যে হয় সেই অপূর্ব্ব দেখায়॥
একদিন আসে এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাহয়ে শিবের গান বেঢ়ি নৃত্য করে॥
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্ত্তি দিব্য-জটাধর॥
এক লম্ফে উঠি তার স্কন্ধের উপর।
হুঙ্কার করিয়া বোলে "মুঞি সে শঙ্কর।"
কেহ দেখে জটা শিঙ্গা ডমরু বাজায়॥
"বোল বোল" মহাপ্রভু বোলয়ে সদায়॥

সে মহাপুরুষ যত শিবগীত গাইল।
পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল॥
সেই সে গাইল শিব নির-অপরাধে।
গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈল তার কান্ধে॥
বাহ্য পাই নাম্বিলেন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপনে দিলেন ভিক্ষা ঝুলির ভিতর॥
কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
হরিধ্বনি সর্ব্বগণে মঙ্গল উঠিল॥
জয় পাই উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
ঈশ্বর সহিত সর্ব্ব-দাসের বিলাস॥
প্রভু বোলে "ভাই সব শুন মন্ত্র-সার।
রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আমা' সভাকার॥
আজি হৈতে নির্দ্ধারিত করহ সকল।
নিশায় করিব সভে কীর্ত্তন মঙ্গল॥
সংকীর্ত্তন করিয়া সকল-গণ-সনে।
ভক্তিস্বরূপিনী গঙ্গা করিব মজ্জনে॥
জগত উদ্ধার হউ শুনি কৃষ্ণনাম।
পরমার্থে তোমরা সভার ধন-প্রাণ॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্ত্তন বিলাস॥
শ্রীবাসমন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্ত্তন।
কোন দিন হয় চন্দ্রশেখর-ভবন॥
নিত্যানন্দ গদাধর অদ্বৈত শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি মুরারি হিরণ্য হরিদাস॥
গঙ্গাদাস বনমালী বিজয় নন্দন।
জগদানন্দ বুদ্ধিমন্ত খান নারায়ণ॥
কাশীশ্বর বাসুদেব রাম গরুড়াই।
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ সকল তথাই॥
গোপীনাথ জগদীশ শ্রীমান শ্রীধর।
সদাশিব বক্রেশ্বর শ্রীগর্ভ শুক্লাম্বর॥
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত।
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য নাম জানি কত॥
সভাই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি।
পারিষদ বহি আর কেহ নাহি তথি॥
প্রভুর হুঙ্কার-আর নিশা-হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
শুনিয়া পাষণ্ড সব মরয়ে বল্‌গিয়া।
"নিশায় এগুলা খায় মদিরা আনিয়া॥

এগুলা সকলে মধুমতী সিদ্ধি জানে।
রাত্রি করি মন্ত্র জপি পঞ্চ কন্যা আনে॥
চারি প্রহর নিশা নিদ্রা যাইতে না পাই॥
"বোল বোল" হুহুঙ্কার শুনিয়ে সভাই॥"
বল্‌গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ।
আনন্দে কীর্ত্তন করে শ্রীশচীনন্দন॥
শুনিলে কীর্ত্তন মাত্র প্রভুর শরীরে।
বাহ্য নাহি থাকে পড়ে পৃথিবী-উপরে॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন নির্ভর।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড সভে পায় ডর॥
সে কোমল শরীরে আছাড় বড় দেখি।
গোবিন্দ স্মরয়ে আই মুদি দুই আঁখি॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার।
এই বোল বোলে কাকু করিয়া অপার॥
"কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দেহ এই বর।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশ্বম্ভর॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানোঁ সে সময়
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
যদ্যপি পরমানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় সুখ॥"
আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি গৌরচন্দ্র।
সেই মত তাহান দিলেন পরানন্দ॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সংকীর্ত্তন।
আইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ॥
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর।
রাত্রি দিনে বেড়ি গায় সব অনুচর॥
কোন দিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ।
সভেই গায়েন নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কখন ঈশ্বরভাবে প্রভুর প্রকাশ।
কখন রোদন করে বোলে 'মুঞি দাস'॥
চিত্ত দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার॥
সেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র।
তেমতে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীহরিবাসরে হরি কীর্ত্তনবিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
পুণ্যবন্ত-শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি "গোপাল গোবিন্দ॥"
উষাকাল হইতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর।
যুথে যুথে হৈব যত গায়ন সুন্দর॥
শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায়॥
মুকুন্দ লইয়া আর জন কত গায়॥
লইয়া গোবিন্দ দত্ত আর কত জন।
গৌরচন্দ্র নৃত্যে সভে করেন কীর্ত্তন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলি॥
গদাধর আদি যত সজল-নয়নে।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে॥
শুনহ চল্লিশ-পদ প্রভুর কীর্ত্তন।
যে বিকারে নাচে প্রভু জগত জীবন॥

ভাটিয়ারী রাগঃ।

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি শচীরনন্দন নাচে রঙ্গে।
বিহ্বল হইয়া সব পারিষদ সঙ্গে॥

হরি ও রাম। ধ্রু।

যখন কান্দয়ে প্রভু প্রহরেক কান্দে।
লোটায় ভূমিতে কেশ তাহা নাহি বান্ধে॥
সে ক্রন্দন দেখি হেন কোন কাষ্ঠ আছে।
না পড়ে বিহ্বল হয়ে সে প্রভুর পাছে॥
যখন হাসয়ে প্রভু মহা অট্টহাস।
সেই হয় প্রহরেক আনন্দ বিলাস॥
দাস্যভাবে প্রভু নিজ মহিমা না জানে।
"জিনিলুঁ জিনিলুঁ" বলি উঠে ঘনে ঘনে॥

তথাহি।

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষেণ কদাচিদ্বুক্তো।
বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি॥

**অনুবাদ।**—কখনও বা অতি হৃষ্ট হইয়া 'জয় করিয়াছি জয় করিয়াছি' এবং সেই শব্দের ( বাদ্যের শব্দের ) অনুকরণে জিতং জিতং বলিয়া থাকেন॥

ক্ষণে ক্ষণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় অজ ব্রহ্মাণ্ডের ভয়।
ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর॥

ক্ষণে হয় তুলা হৈতে অত্যন্ত পাতল।
হরিষে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল॥
প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ।
পূর্ণানন্দ হই করে অঙ্গনে ভ্রমণ॥
যখনই হয় প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কর্ণমূলে সভে হরি বলে অতি ভীত॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব-অঙ্গে হয় মহাকম্প।
মহা শীতে বাজে যেন বালকের দন্ত॥
ক্ষণে ক্ষণে মহাস্বেদ হয় কলেবরে।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন আইলা শরীরে॥
কখন বা দেখি অঙ্গ জ্বলন্ত অনল।
দিতে মাত্র মলয়জ শুকায় সকল॥
ক্ষণে ক্ষণে অদ্ভুত বহয়ে মহাশ্বাস।
সম্মুখে ছাড়িয়া সভে হয় একপাশ॥
ক্ষণে যায় সভার চরণ ধরিবারে।
পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিগে ডরে॥
ক্ষণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে।
চরণ তুলিয়া সভাকারে চাহি হাসে॥
বুঝিয়া ইঙ্গিত সব ভাগবতগণ।
লুটয়ে চরণ-ধূলি অপূর্ব্ব রতন॥
আচার্য্য গোসাঞি বোলে "আরে আরে চোরা।
ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভূরি মোরা॥"
মহানন্দে বিশ্বম্ভর গড়াগড়ি যায়।
চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায়॥
যখন উদ্দণ্ড প্রভু নাচে বিশ্বম্ভর॥
পৃথিবী কম্পিত হয় সভে পায় ডর॥
কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
যেন দেখি নন্দের নন্দন নটবর॥
কখনো বা করে কোটিসিংহের হুঙ্কার।
কর্ণরক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তার॥
পৃথিবী আলগ হইয়া ক্ষণে যায়।
কেহ বা দেখয়ে কেহ দেখিতে না পায়॥
ভাবাবেশে পাকললোচনে যারে চায়।
মহাত্রাস পায় সেই হাসিয়া পলায়॥
কৃষ্ণাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বম্ভর।
নাচেন বিহ্বল হঞা নাহি পরাপর।
ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায়।
আর বার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায়॥

ক্ষণে যার গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন।
ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ॥
ক্ষণে হয় বাল্যভাবে পরম চঞ্চল।
মুখ বাদ্য বায় যেন ছাওয়াল সকল॥
চরণ নাচায় ক্ষণে খল খল হাসে।
জানুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে॥
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব ত্রিভঙ্গসুন্দর।
প্রহরেক সেইমতে আছে বিশ্বম্ভর॥
ক্ষণে ধ্যান করে ক্ষণে মুরলীর ছন্দ।
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র॥
বাহ্য পাই দাস্যভাবে করয়ে ক্রন্দন।
দন্তে তৃণ করি চাহে চরণ সেবন॥
চক্রাকৃতি হই ক্ষণে প্রহরেক ফিরে।
আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ শিরে॥
যখন যে ভাব হয় সেই অদভুত।
নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথসুত॥
ঘন ঘন হিক্কা হয় সর্ব্ব অঙ্গ নড়ে।
না পারে হইতে স্থির পৃথিবীতে পড়ে॥
গৌরবর্ণ দেহ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি।
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি॥
অলৌকিক হঞা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে।
যে বলিতে যোগ্য নহে তাও প্রভু ভাষে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি 'প্রভু' করি বোলে।
'এ বেটা আমার দাস' ধরে তার চুলে॥
পূর্ব্বে যে বৈষ্ণব দেখি ধরয়ে চরণ।
তার বক্ষে উঠি করে চরণ-অর্পণ॥
প্রভুর আনন্দ দেখি ভাগবতগণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি করয়ে ক্রন্দন॥
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দনমালা।
আনন্দে গায়েন 'কৃষ্ণ' সভে হই ভোলা।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বায় শঙ্খ করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে সব হইলা মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ।
চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ॥
এ কোন অদ্ভুত—যার সেবকের নৃত্য।
সর্ব্ববিঘ্ন নাশ হয় জগত পবিত্র॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে।
ইহার কি ফল কিবা বলিব পুরাণে॥

চতুর্দ্দিগে শ্রীহরি-মঙ্গল-সংকীর্ত্তন।
মাঝে নাচে জগন্নাথমিশ্রের নন্দন॥
যার নামানন্দে শিব বসন না জানে।
যার যশে নাচে শিব সে নাচে আপনে॥
যার নামে বাল্মীকি হইলা তপোধন॥
যার নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যার নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে॥
যার নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যার গুণ গায়॥
সর্ব্ব মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান॥
হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হইল।
হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল॥
কলিযুগ প্রশংসল শ্রীভাগবতে।
এই অভিপ্রায় তার জানি ব্যাসসুতে॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর॥
ভাবভরে মালা নাহি রহয়ে গলায়।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের পায়॥
কতি গেলা গরুড়ের আরোহণ-সুখ।
কতি গেলা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ॥
কোথায় রহিল সুখ অনন্ত-শয়ন।
দাস্যভাবে ধূলি লুটি করয়ে রোদন॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার।
দাস্যসুখে সব সুখ পাসরিল আর॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ।
বিরহী হইয়া কান্দে তুলি বাহু মুখ॥
শঙ্কর-নারদ-আদি যার দাস্য পাঞা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি ভ্রমে দাস হঞা॥
সেই প্রভু আপনার দন্তে তৃণ করি।
দাস্যযোগ মাগে সব সুখ পরিহরি॥
হেন দাস্যযোগ ছাড়ি আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ লাগি ধায়॥
সে বা কেন ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়?
শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি মরে॥
এই মত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে।
অধম-সভায়, অর্থ অধম বাখানে॥
বেদে ভাগবতে কহে 'দাস্য বড় ধন'।
দাস্য লাগি রমা-অজ-ভবের যতন॥
চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
চৈতন্য নাহিক তার কি বলিব আন॥
দাস্যভাবে নাচে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চৌদিগে কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর॥
শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মুরছিত।
তৃণ করে তখনে অদ্বৈত উপনীত॥
আপাদ মস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া।
নিজশিরে থুই নাচে ভ্রূকুটি করিয়া॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি সভার তরাস।
নিত্যানন্দ গদাধরে দুই জনে হাস॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগত-জীবন।
আবেশের অন্ত নাহি, হয় ঘনেঘন॥
যাহা নাহি দেখি, শুনি শ্রীভাগবতে।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি।
তিলার্দ্ধেকো নোঙাইতে নাহিক শকতি॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেন মত হয়।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীত-ময়॥
কখন দেখি যে অঙ্গ গুণ দুই তিন।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ॥
কখন বা মত্ত-যেন ঢুলি ঢুলি যায়।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, আনন্দ সদায়॥
সকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্ব-নাম ধরি ধরি ডাকে॥
হলধর শিব শুক নারদ প্রহ্লাদ।
রমা অজ উদ্ধব বলিয়া করে নাদ॥
এই মত সভা দেখি নানামতে বোলে।
যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥
পূর্ব্বে যেই সাম্ভাইল বাড়ীর ভিতরে।
সেই মাত্র দেখে অন্যে প্রবেশিতে নারে॥
প্রভুর আজ্ঞায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার।
প্রবেশিতে নারে অন্য লোক নদীয়ার॥

ধাইয়া আইসে লোক কীর্ত্তন শুনিয়া।
প্রবেশিতে নারে কহে দ্বারেতে রহিয়া॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে।
"কীর্ত্তন দেখিব ঝাট ঘুচাহ দুয়ারে॥"
যতেক বৈষ্ণব সব কীর্ত্তনের রসে।
না জানে আপন দেহ অন্য জন কিসে॥
না জানে পাষণ্ডী সব না পাইয়া দ্বার।
বাহিরে থাকিয়া মন্দ বোলয়ে অপার॥
কেহ বোলে "এ গুলা সকল মাগি খায়।
চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায়॥"
কেহ বোলে "সত্য সত্য এই সে উত্তর।
নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর॥"
কেহ বোলে "আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥"
কেহ বোলে "ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত॥"
কেহ বোলে "হেন বুঝি পূর্ব্ব অসংস্কার।"
কেহ বোলে "সঙ্গদোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাঞি॥"
কেহ বোলে "পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥"
কেহ বোলে "আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চ কন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা সভার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধ মাল্য বিবিধ বসন।
খাইয়া তা সভা সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেক দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥"
কেহ বোলে "কালি হউক যাইব দেয়ানে।
কাঁকালে বান্ধিয়া সব নিব জনে জনে॥
যে না ছিল রাজ্য দেশে আনিয়া কীর্ত্তন।
দুর্ভিক্ষ হইল সব গেল চিরন্তন॥
দেবে হরিলেক বৃষ্টি জানিহ নিশ্চয়।
ধান্য মরি গেল কড়ি উৎপন্ন না হয়॥
খানি থাক শ্রীবাসের কালি করোঁ কার্য্য।
কালি বা কি করে দেখো অদ্বৈত আচার্য্য॥
কোথা হৈতে আসি নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি করে এত রূপ॥"
এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব সব কিছু না শুনয়॥
কেহ বোলে "ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য ধর্ম্ম।
পঢ়িয়াও এ গুলা করয়ে হেন কর্ম্ম॥"
কেহ বোলে "এ গুলা দেখিতে না জুয়ায়।
এ গুলার সম্ভাষে সকল কীর্ত্তি যায়॥
ও নৃত্য কীর্ত্তন যদি ভাল লোক দেখে।
সেহ এই মত হয় দেখ পরতেখে॥
পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত॥"
কেহ বোলে "আত্মা বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয় না জানিলা ইহা।
আপন শরীর মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন॥"
কেহ বোলে "কোন্ কার্য্য পরেরে চর্চ্চিয়া।
চল সভে ঘর যাই কি কার্য্য দেখিয়া॥"
কেহ বোলে "না দেখিল নিজ কর্ম্ম দোষে।
সে সব সুকৃতি তা সভারে বলি কিসে॥
সকল পাষণ্ডী তারা এক চাপ হঞা।
এহো সেই গণ হেন বুঝি যায় ধাঞা॥
ও কীর্ত্তন না দেখিলে কি হইব মন্দ।
শত শত বেঢ়ি যেন করে মহাদ্বন্দ্ব॥
কোন জপ কোন তপ কোন তত্ত্বজ্ঞান।
তাহা না দেখিয়ে করি নিজ কর্ম্মধ্যান॥
চাল কলা দধি দুগ্ধ একত্র করিয়া।
জাতি নাশ করি খায় একত্র হইয়া॥
পরিহাসে আসি সভে দেখিবার তরে।
দেখি ও পাগল গুলা কোন্ কর্ম্ম করে॥"
এতেক বলিয়া সভে চলিলেন ঘরে।
এক যায় আর আসি বাজার দুয়ারে॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি সব হাসিয়া পড়য়॥
পুনঃ ধরি লই যায় যেবা নাহি দেখে।
কেহ বা নিবৃত্ত হয় কার অনুরোধে॥
কেহ বোলে "ভাই এই দেখিল শুনিল।
নিমাঞি লইয়া সব পাগল হইল॥

দুর্দ্দরি উঠিয়াছে শ্রীবাসের বাড়ি।
দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই হুড়াহুড়ি॥
'হই হই হায় হায়' এই মাত্র শুনি।
ইহা সভা হৈতে হৈল অযশকাহিনী॥
মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য সহস্র যেথায়।
হেন ডাকাইত গুলা বসে নদীয়ায়॥
শ্রীবাস বাঁমনারে এ নদীয়া হইতে।
ঘর ভাঙ্গি কালি নিয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুশল।
অন্যথা যবনে গ্রামে করিবেক বল॥"
এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল।
তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল॥
প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিলা একগ্রামে।
দেখিলেক শুনিলেক সে সব বিধানে॥
চৈতন্যের গণ সব মত্ত কৃষ্ণ-রসে।
বহির্ম্মুখ বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে॥
'জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।'
অহর্নিশ গায় সভে হই কুতূহলী॥
অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বম্ভর।
শ্রান্তি নাহি কারো সব নিত্য-কলেবর॥
বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল॥
যেন মহা রাস-ক্রীড়া কত যুগ গেল।
তিলার্দ্ধেক হেন সব গোপিকা মানিল॥
এইমত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ।
ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস॥
এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
নিশি অবশেষে মাত্র এ এক প্রহর॥
শালগ্রাম শিলা সব নিজ কোলে করি।
উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি॥
মড় মড় করে খট্টা বিশ্বম্ভর-ভরে।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে॥
অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায়।
না ভাঙ্গিল খট্টা দোলে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্ত্তন।
কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গর্জ্জন॥
"কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি সেই ভগবান দৈবকী নন্দন॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি মাঝে মুঞি নাথ।
যত গাও সেই মুঞি তোরা মোর দাস॥
তো সভার লাগিয়া আমার অবতার।
আমারে সে দিয়াছ সকল উপহার।
তোরা যেই দেহ সেই আমার আহার॥
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু সকল তোমার॥"
প্রভু বোলে "মুঞি ইহা খাইমু সকল।"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু বড়ই মঙ্গল॥"
করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে।
আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে॥
দধি খায় দুগ্ধ খায় নবনীত খায়।
"আর কি আছয়ে আন "বোলয়ে সদায়॥
বিবিধ সন্দেশ খায় শর্করাভ্রক্ষিত।
শুদ্ধ নারিকেল জল শস্যের সহিত॥
কদলক চিপিটক ভর্জ্জিত তণ্ডুল।
"আর আন" পুনঃ বোলে খাইয়া সকল॥
ব্যবহারে দুই শত জনের আহার।
নিমিষে খাইয়া বোলে "কি আছয়ে আর?॥"
প্রভু বোলে"আন আন এথা কিছু নাঞি।"
ভক্ত সব ত্রাস পাই স্মঙরে গোসাঞি॥
করযোড়ে করি সব কয় ভয়বাণী।
"তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে।
তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে?"
প্রভু বোলে "ক্ষুদ্র নহে ভক্ত-উপহার।
ঝাট আন ঝাট আন কি আছয়ে আর॥"
"কর্পূর তাম্বুল আছে শুনহ গোসাঞি।"
প্রভু বোলে "তাই দেহ কিছু চিন্তা নাঞি॥"
আনন্দ হইল ভয় গেল সভাকার।
যোগায় তাম্বুল সভে যার অধিকার॥
হরিষে তাম্বুল যোগায়েন সর্ব্বদাসে।
হস্ত পাতি লয় প্রভু সভা চাহি হাসে॥
দুই চক্ষু পাক দিয়া করয়ে হুঙ্কার।
"নাড়া নাড়া নাড়া" প্রভু বোলে বারবার॥
মহাশক্তি-কর্ত্তা হেন ভক্ত সব দেখে।
হেন শক্তি নাহি কার হইব সম্মুখে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শিরে ধরে ছাতি।
যোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি॥

মহাভয়ে যোড়হাতে সব ভক্তগণ।
হেট মাথা করি চিন্তে চৈতন্যচরণ॥
এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ॥
যেখানে যে আছে সে আছয়ে সেইখানে।
তদূর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা বিনে॥
"বর মাগ" বোলে অদ্বৈতের মুখ চাহি।
"তোর লাগি অবতার মোর এই ঠাঞি!"
এই মত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া।
"মাগ মাগ" বোলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
দেখি ভক্তগণ সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
অচিন্ত্যচৈতন্যরঙ্গ—বুঝনে না যায়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি পুনঃ মূর্চ্ছা পায়॥
বাহ্য প্রকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্রন্দন।
দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ॥
গলা ধরি কান্দে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
সভারে সন্তোষে 'ভাই বান্ধব' বলিয়া॥
লখিতে না পারে কেহ হেন মায়া করে।
'ভৃত্য' বিনা তাঁর তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে॥
প্রভুর চরিত্র দেখি হাসে ভক্তগণ।
সভাই বোলেন অবতীর্ণ নারায়ণ॥
কতক্ষণ থাকি প্রভু খট্টার উপর।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর॥
ধাতুমাত্র নাহি পড়িলেন পৃথিবীতে।
দেখি সব পারিষদ লাগিল কান্দিতে॥
সর্ব্বভক্তগণে যুক্তি করিতে লাগিলা।
আমা সভা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিলা॥
যদি প্রভু এমত নিষ্ঠুর ভাব করে।
আমরাও এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে॥
এতেক চিন্তিতে সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি॥
বাহ্য প্রকাশিয়া করে মহা হরিধ্বনি॥
সর্ব্বগণে উঠিল আনন্দ কোলাহল।
না জানি কে কোনদিগে হইল বিহ্বল॥
এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপপুরে।
প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে॥
এ সকল পুণ্য কথা যে করে শ্রবণ।
ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র রহে তার মন॥
কৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
তদৈশ্বর্য্যপ্রকাশাদিবর্ণনং নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

## নবম অধ্যায়।

গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসীবেশ ধারী।
অখিল ভুবন অধিকারী॥ ধ্রু॥
জয় জগন্নাথ শচীনন্দন-চৈতন্য।
জয় গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন ধন্য॥
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রাণধন॥
জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।
জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম॥
জয় বাসুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন এক চিত্তে।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যেমতে॥
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ।
যাহি সর্ব্ববৈষ্ণবের সিদ্ধ অভিলাষ॥
সাত প্রহরিয়া ভাব লোকে খ্যাতি যার।
যাহি প্রভু হইলেন সর্ব্বঅবতার॥
অদ্ভুত ভোজন যহি অদ্ভুত প্রকাশ।
জনে জনে বিষ্ণুভক্তি দানের বিলাস॥
রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে॥
একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
আইলেন শ্রীনিবাস-পণ্ডিতের ঘর॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহ্বল।
অল্পে অল্পে ভক্তগণ মিলিলা সকল॥
আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌররায়।
পরম ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিগে চায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
উচ্চস্বরে চতুর্দ্দিগে করেন কী

অন্য অন্য দিন প্রভু নাচে দাস্যভাবে।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভাঙ্গে।
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া॥
সাতপ্রহরিয়া ভাবে ছাড়ি সর্ব্ব মায়া।
বসিলা প্রহর সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া॥
যোড়হস্তে সমুখে সকল ভক্তগণ।
রহিলেন পরম আনন্দযুক্ত মন॥
কি অদ্ভুত সন্তোষের হইল প্রকাশ।
সভাই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ বিলাস॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
তিলার্দ্ধেক মায়া মাত্র নাহিক কোথাত॥
আজ্ঞা হৈল "বোল মোর অভিষেক গীত।"
শুনি গায় ভক্তগণ হই হরষিত॥
অভিষেক শুনি প্রভু মস্তক ঢুলায়।
সভারে করেন কৃপাদৃষ্টি অমায়ায়॥
প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিলেন ভক্তগণ।
অভিষেক করিতে সভার হৈল মন॥
সর্ব্বভক্তগণে বহি আনে গঙ্গাজল।
আগে ছাকিলেন দিব্য বসনে সকল॥
শেষে শ্রীকর্পূর চতুঃসম আদি দিয়া।
সজ্জ করিলেন সভে প্রেমযুক্ত হৈয়া॥
মহা 'জয়-জয়ধ্বনি' শুনি চারিভিতে।
অভিষেক-মন্ত্র সভে লাগিলা পড়িতে॥
সর্ব্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি।
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী॥
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি যতেক প্রধান।
পড়িয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র করায়েন স্নান॥
গৌরাঙ্গের ভক্ত সব মহামন্ত্রবিত।
মন্ত্রপড়ি জল ঢালে হই হরষিত॥
মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল।
কেহ কান্দে কেহ নাচে হইয়া বিহ্বল॥
পতিব্রতাগণ করে জয় জয়কার।
আনন্দ স্বরূপ চিত্ত হইল সভার॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
ভৃত্যগণ জল ঢালে শিরের উপর॥

নাম মাত্র অষ্টোত্তর শত ঘট জল।
সহস্র ঘটেও অন্ত না পাই সকল॥
দেবতা সকলে ধরি নরের আকৃতি।
গুপ্তে অভিষেক করে হইয়ে সুকৃতি॥
যাঁর পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র।
সেই ধ্যানে সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র॥
তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয়।
হেন প্রভু সাক্ষাতে সভার জল লয়॥
শ্রীবাসের দাসদাসীগণে আনে জল।
প্রভু স্নান করে ভক্তসেবার এই ফল॥
জল আনে এক ভাগ্যবতী দুঃখী নাম।
আপনে ঠাকুর দেখি বোলে "আন আন॥"
আপনে ঠাকুর তার ভক্তিযোগ দেখি।
দুঃখী নাম ঘুচাইয়া থুইলেন সুখী॥
নানা বেদ মন্ত্র পড়ি সর্ব্বভক্তগণ।
স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন॥
পরিধান করাইল নূতন বসন।
শ্রীঅঙ্গে লেপিয়া দিব্য সুগন্ধিচন্দন॥
বিষ্ণু খট্টা পাড়িলেন উপস্কার করি।
বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি॥
ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায়।
কোন ভাগ্যবন্ত রহি চামর ঢুলায়॥
পূজার সামগ্রী লই সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পূজিতে লাগিলা নিজ প্রভুর চরণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী গন্ধপুষ্প ধূপ।
প্রদীপ নৈবেদ্য বস্ত্র যথা অনুরূপ॥
যজ্ঞ-সূত্র যথাশক্তি বস্ত্রঅলঙ্কার॥
পূজিলেন করিয়া ষোড়শউপচার॥
চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী।
পুনঃ পুনঃ দেন সভে চরণ উপরি॥
দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে।
পূজা করি সভে স্তব লাগিলা পড়িতে॥
অদ্বৈতাদি আদি যত পার্ষদপ্রধান।
পড়িলা চরণে করি দণ্ড পরণাম॥
প্রেমনদী বহে সর্ব্বগণের নয়নে।
স্তুতি করে সভে প্রভু অমায়ায় শুনে॥
"জয় জয় জয় সর্ব্ব জগতের নাথ।
তপ্ত-জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত॥

জয় আদিহেতু জয় জনক সভার।
জয় জয় সংকীর্ত্তনারম্ভ-অবতার॥
জয় জয় বেদ-ধর্ম্ম সাধুজন-ত্রাণ।
জয় জয় আব্রহ্মস্তম্বের মূল প্রাণ॥
জয় জয় পতিতপাবন গুণসিন্ধু।
জয় জয় পরম-শরণ দীনবন্ধু॥
জয় জয় ক্ষীরসিন্ধু-মধ্যে গুপ্তবাসী।
জয় জয় ভক্তহেতু প্রকট বিলাসী॥
জয় জয় অচিন্ত্য অগম্য আদি-তত্ত্ব।
জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব॥
জয় জয় বিপ্রকুল-পাবন-ভূষণ।
জয় বেদ-ধর্ম্ম আদি সভার জীবন॥
জয় জয় অজামিল-পতিতপাবন।
জয় জয় পুতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন॥
জয় জয় অদোষ-দরশী রমাকান্ত।"
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
পরম প্রকট রূপ প্রভুর প্রকাশ।
দেখি পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব্ব দাস॥
সর্ব্বমায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র।
শ্রীচরণ দিলেন পূজয়ে ভক্তবৃন্দ॥
দিব্য গন্ধ আনি কেহ লেপে শ্রীচরণে।
তুলসী-কমলে মেলি পূজে কোন জনে॥
কেহ রত্ন সুবর্ণ রজত অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া করে নমস্কার॥
পট্ট নেত শুক্ল নীল সুপীত-বসন।
পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্ব্বজন॥
নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্ব্বজনে।
না জানি কতেক আসি পড়ে শ্রীচরণে॥
যে চরণ পূজিবারে সভার ভাবনা।
অজ-রমা-শিবে করে যে লাগি কামনা॥
বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে তাহা পূজে।
এই মত ফল হয় বৈষ্ণব যে ভজে॥
দুর্ব্বাধান্য তুলসী লইয়া সর্ব্বজনে।
পাইয়া অভয় সভে দেন শ্রীচরণে॥
নানাবিধ ফল আনি দেন শ্রীচরণে।
গন্ধপুষ্প চন্দন কেহ ঢালে শ্রীচরণে॥
কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে।
কেহ বা ষড়ঙ্গমতে যেন স্ফুরে যারে॥

কস্তুরী কুঙ্কুম শ্রীকর্পূর ফাগু ধূলী।
সভে শ্রীচরণে দেই হই কুতূহলী॥
চম্পক-মল্লিকা-কুন্দ-কদম্ব মালতী।
নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ নখ পাঁতি॥
পরম প্রকাশ বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
"কিছু দেহ খাই" প্রভু চাহেন আপনি॥
হস্ত পাতে প্রভু দেখে সর্ব্বভক্তগণ।
যে যে মতে দেয় সব করেন ভোজন॥
কেহ দেই কদলক কেহ দিব্য মুদ্গ।
কেহ দধি ক্ষীর বা নবনী কেহ দুগ্ধ॥
প্রভুর শ্রীহস্তে দেই সব ভক্তগণ।
অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন॥
ধাইল সকল গণ নগরে নগরে।
কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সত্বরে॥
কেহ দিব্য নারিকেল উপস্কার করি।
শর্করা সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি॥
নানাবিধ প্রকার সন্দেশ দেই আনি।
শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি॥
কেহ দেয় জম্বু বা কর্কটিকা ফল।
কেহ দেয় ইক্ষু কেহ দেয় গঙ্গাজল॥
দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।
দশবার পাঁচবার দেয় এক দাস॥
শত শত জনে বা কতেক দেয় জল।
মহা-যোগেশ্বর পান করেন সকল॥
সহস্র সহস্র ভাণ্ডে দধি ক্ষীর দুগ্ধ।
সহস্র সহস্র কান্দি কলা কত মুদ্গ॥
কতেক বা সন্দেশ কতেক ফল মূল।
কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাম্বুল॥
কি অপূর্ব্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।
কেমতে খায়েন নাহি জানে ভক্তবৃন্দ॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।
খাইয়া সভার জন্মকর্ম্ম কহে শেষে॥
ততক্ষণে সে ভক্তের হয় যে স্মরণ।
সন্তোষে আছাড় খায় করিয়া ক্রন্দন॥
শ্রীবাসেরে বোলে "আরে পড়ে তোর মনে।
ভাগবত শুনিলা যে দেবানন্দ-স্থানে॥
পদে পদে ভাগবত প্রেম-রসময়।
শুনিয়া দ্রবিল অতি তোমার হৃদয়॥

উচ্চস্বর করি তুমি লাগিলা কান্দিতে।
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে॥
অবোধ পঢ়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।
বল্গয়ে কান্দয়ে কেন না বুঝিল ইহা॥
বাহ্য নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।
পঢ়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে॥
দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।
গুরু যথা অজ্ঞ সেই মত শিষ্যগণ॥
বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।
তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা॥
দুঃখ পাই মনে তুমি বিরলে বসিলা।
আর বার ভাগবত চাহিতে লাগিলা॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে॥
তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া।
কাঁদাইনু সে আমার প্রেম-যোগ দিয়া॥
আনন্দ হইল দেহ শুনি ভাগবত।
সব তিতি স্থান হৈল বরিষার মত॥”
অনুভব পাইয়া বিহ্বল শ্রীনিবাস।
গড়াগড়ি যায় কান্দে বহে ঘনশ্বাস॥
এই মত অদ্বৈতাদি যতেক বৈষ্ণব।
সভারে দেখিয়া করায়েন অনুভব॥
আনন্দসাগরে মগ্ন সব ভক্তগণ।
বসিয়া করেন প্রভু তাম্বূলভোজন॥
কোন ভক্ত নাচে কেহ করে সংকীর্ত্তন।
“কেহ বোলে জয় জয় শ্রীশচীনন্দন॥”
কদাচিত যে ভক্ত না থাকে সেই স্থানে।
আজ্ঞা করি প্রভু তারে আনায় আপনে॥
“কিছু দেহ খাই” বলি পাতেন শ্রীহস্ত।
স্নেহে যাহা দেন তাহা খায়েন সমস্ত॥
খাইয়া বোলেন প্রভু “তোর মনে আছে।
অমুক নিশায় আমি বসি তোর কাছে॥
বৈদ্যরূপে তোর জ্বর করিলাম নাশ।”
শুনিয়া বিহ্বল হঞা পড়ে সেই দাস॥
গঙ্গাদাসে দেখি বোলে “তোর মনে জাগে।
রাজভয়ে পলাইল যবে নিশাভাগে॥
সর্ব্বপরিবার সনে আসি খেয়াঘাটে।
কোথাও নাহিক নৌকা পড়িলা সঙ্কটে॥
রাত্রি শেষ হৈল তুমি নৌকা না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া॥
‘মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার।’
গঙ্গাপ্রবেশিতে মন হইল তোমার॥
তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে।
গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে॥
তবে তুমি নৌকা দেখি সন্তোষ হইলা॥
অতিশয় প্রীত করি কহিতে লাগিলা॥
‘আরে ভাই আমারে রাখহ এইবার।
জাতি প্রাণ ধন দেহ সকল তোমার।
রক্ষা কর পরিকর সঙ্গে কর পার।
এত তঙ্কা এক জোড় বস্ত্র সে তোমার॥’
তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি পার।
তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাম আর বার॥
শুনি ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দ-সাগরে।
হেন লীলা করে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
“গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে।
মনে পড়ে পার আমি করিল তোমারে॥”
শুনিয়া মূর্চ্ছিত দাস গড়াগড়ি যায়।
এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায়॥
বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
চন্দনমালায় পরিপূর্ণকলেবর॥
কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন।
শ্রীকেশসংস্কার করে অতি প্রিয়তম।
তাম্বূল যোগায় কোন অতিপ্রিয় ভৃত্য।
কেহ বামে কেহ বা সমুখে করে নৃত্য॥
এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল।
সন্ধ্যা আসি পরম কৌতুকে প্রবেশিল॥
ধূপ দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ।
অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ॥
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মন্দিরা মৃদঙ্গ।
বাজায়েন বহুবিধ উঠিল আনন্দ॥
অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র।
কিছু নাহি বোলে যত করে ভক্তবৃন্দ॥
নানাবিধ পুষ্প সভে পাদপদ্মে দিয়া।
“ত্রাহি প্রভু” বলি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা॥
কেহ কাকু করে কেহ করে জয়ধ্বনি।
চতুর্দ্দিগে আনন্দ-ক্রন্দন মাত্র শুনি॥

কি অদ্ভুত সুখ হৈল নিশার প্রবেশে।
যে আইসে সেই যেন বৈকুণ্ঠ প্রবেশে॥
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য্য প্রকাশ॥
যোড়হস্তে সমুখে রহিল সর্ব্বদাস॥
ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী॥
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
যোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর॥
সাতপ্রহরিয়া ভাবে সর্ব্ব জনে জনে।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে॥
আজ্ঞা হৈল "শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশবিধান॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া॥
নগরের অন্তে গিয়া থাকহ বসিয়া।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনহ ধরিয়া॥"
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে।
আজ্ঞা লই গেলা সেই শ্রীধর-ভবনে॥
সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান।
খোলার পসরা করে রাখে নিজ প্রাণ॥
একবার খোলাপাতি কিনিয়া আনয়।
খানে খানে করি তাহা কাটিয়া বেচয়॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্যে লাগি যায়॥
অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণরক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণু-ভক্তের পরীক্ষা॥
মহা সত্যবাদী তিহোঁ যেন যুধিষ্ঠির।
যার যেই মূল্য বোলে না হয় বাহির॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তার তত্ত্ব জানে।
তাহার বচনে মাত্র দ্রব্যখানি কিনে॥
এই মত নবদ্বীপে আছে মহাশয়।
খোলা-বেচা জ্ঞান করি কেহ না চিনয়॥
চারি প্রহর রাত্রি নাহি নিদ্রা কৃষ্ণনামে।
সর্ব্ব রাত্রি হরি বোলে দীর্ঘল আহ্বানে॥
যতেক পাষণ্ডী বোলে "শ্রীধরের ডাকে।
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই দুই কর্ণে ফাটে।
মহাচাষা বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে।
ক্ষুধায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি মরে॥"
এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্দ বলি।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর কুতূহলী॥
হরি বলি ডাকিতে যে আছয়ে শ্রীধরে।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চস্বরে॥
অর্দ্ধপথ ভক্তগণ গেল মাত্র ধাঞা।
শ্রীধরের ডাক শুনে তথাই থাকিয়া॥
ডাক অনুসারে গেলা ভাগবতগণ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ॥
"চল চল মহাশয় প্রভু দেখসিয়া।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া॥"
শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
আনন্দে বিহ্বল হই পড়িলা ভূমিত॥
আথেব্যথে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া।
বিশ্বম্ভর আগে নিল আলগ করিয়া॥
শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা।
"আয় আয় শ্রীধর" বোলে ডাকিতে লাগিলা॥
"বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন।
বহু জন্মে মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন॥
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরন্তর॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলুঁ বিস্তর।
পাসরিলা আমা সঙ্গে যে কৈলা উত্তর॥"
যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস।
পরম উদ্ধত হেন যখন প্রকাশ॥
সেই কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে।
খোলা কেনা বেচা ছলে কৈল বহু রঙ্গে॥
প্রতিদিন শ্রীধরের পসরাতে গিয়া।
থোড় কলা মূল খোলা আনেন কিনিয়া॥
প্রতিদিন চারি দণ্ড কলহ করিয়া।
তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া॥
সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বোলে।
অর্দ্ধ মূল্য দিয়া প্রভু নিজহস্তে তোলে॥
উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি।
এই মত শ্রীধরে ঠাকুরে হুড়াহুড়ি॥
প্রভু বোলে "কেন ভাই শ্রীধর তপস্বী।
অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি॥
আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া।
এতদিন কি আমি না জানিল ইহা॥"

পরম ব্রহ্মণ্য যে শ্রীধর ক্রুদ্ধ নয়।
বদন দেখিয়া সর্ব্ব দ্রব্য কাড়ি লয়॥
মদনমোহন রূপ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ললাটে তিলক শোভে ঊর্দ্ধ মনোহর।
ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল।
প্রকৃতে নয়ন দুই পরম চঞ্চল॥
শুক্ল যজ্ঞ-সূত্রে শোভে বেড়িয়া শরীরে।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে হেন কলেবরে॥
অধরে তাম্বূল হাসে শ্রীধরে চাহিয়া॥
আর বার খোলা লয় আপনে তু লয়া॥
শ্রীধর বোলেন "শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
ক্ষমা কর মোরে মুঞি তোমার কুক্কুর॥"
প্রভু "বোলে জানি তুমি পরম চতুর।
খোলা বেচা অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর॥"
"আর কি পসরা নাহি?" শ্রীধর যে বোলে।
"অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন পাত-খোলে।"
প্রভু বোলে "যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি।
থোড় কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি॥"
রূপ দেখি মুগ্ধ হই শ্রীধর যে হাসে।
গালি পাড়ে বিশ্বম্ভর পরম-সন্তোষে॥
"প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য দেহত কিনিয়া।
আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া
যে গঙ্গা পূজহ তুমি আমি তার পিতা।॥
সত্য সত্য তোমারে কহিলুঁ এই কথা॥"
কর্ণে হস্ত দেই শ্রীধর 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বোলে।
উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোল॥
এই মত প্রতি দিনে করেন কন্দল।
শ্রীধরের জ্ঞানে বিপ্র পরম চঞ্চল॥
শ্রীধর বোলেন "মুঞি হারিলুঁ তোমারে।
কড়ি বিনু কিছু দিমু ক্ষমা কর মোরে॥
একখণ্ড খোলা দিমু একখণ্ড থোড়।
একখণ্ড কলা মূল আর দোষ মোর?"
প্রভু বোলে "ভাল ভাল আর নাহি দায়।"
শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অন্ন খায়॥
ভক্তের পদার্থ প্রভু হেন মতে খায়।
কোটি হৈলে অভক্তের উলটি না চায়॥
এই লীলা করিব চৈতন্য প্রভু পাছে।
ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে॥

এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।
কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা॥
বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহ জানে।
সেই কথা প্রভু করাইলা স্মঙরণে॥
প্রভু বোলে "শ্রীধর দেখহ রূপ মোর।
অষ্টসিদ্ধি দাস আজি করি দেও তোর॥"
মাথা তুলি চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।
তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বম্ভর॥
হাতেতে মোহনবংশী দক্ষিণে বলরাম।
মহা জ্যোতির্ম্ময় সব দেখে বিদ্যমান॥
কমলা তাম্বূল দেই হাতের উপরে।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ আগে স্তুতি করে॥
মহাফণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।
সনক নারদ শুক দেখে স্তুতি করে॥
প্রকৃতি স্বরূপ সব যোড়হস্ত করি।
স্তুতি করে চতুর্দ্দিগে পরম সুন্দরী॥
দেখি মাত্র শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত।
সেই মত ঢুলিয়া পড়িলা পৃথিবীত॥
"উঠ উঠ শ্রীধর প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধর চৈতন্য পাইল॥"
প্রভু বোলে "শ্রীধর আমারে কর স্তুতি।
শ্রীধর বোলয়ে "প্রভু মুঞি মূঢ়মতি॥
কোন স্তুতি জানোঁ মুঞি কি মোর শকতি।"
প্রভু বোলে "তোর বাক্যমাত্র মোর স্তুতি॥"
প্রভুর আজ্ঞায় জগন্মাতা সরস্বতী।
প্রবেশিলা জিহ্বায় শ্রীধর করে স্তুতি॥
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুরন্দর।
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি-নাথ।
জয় জয় শচীপুণ্যবতী-গর্ভজাত॥
জয় জয় বেদগোপ্য জয় দ্বিজরাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল করি নানা সাজ॥
গূঢ়রূপে সাঙ্গাইলা নগরে নগরে।
বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র তুমি বেদ তুমি সর্ব্ব ধ্যান॥
তুমি সিদ্ধি তুমি বুদ্ধি তুমি ভোগ যোগ।
তুমি শ্রদ্ধা তুমি দয়া তুমি মোহ লোভ॥

তুমি ইন্দ্র তুমি চন্দ্র তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য তুমি বায়ু তুমি ধন বল॥
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি তুমি অজ ভব।
তুমি বা হইবে কেন তোমারই যে সব॥
পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
"তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণসলিলা॥"
তবু মোর পাপ চিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুই তোমার অমূল্যচরণ॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগর।
এখন হইলা নবদ্বীপপুরন্দর॥
রাখিয়া বেঢ়াও ভক্তি শরীর ভিতরে।
হেন ভক্ত নবদ্বীপে হইল বাহিরে॥
ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বান্ধিল তোমারে॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটি বহে যার মনে।
সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে॥
যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয়।
সেই বড় গোপ্য লোকে কাহারো না কয়॥
ভক্ত লাগি সর্ব্ব স্থানে পরাভব পাঞা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্ত লুকাইয়া॥
সে মায়া হইল চূর্ণ আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে॥
সে কালে হারিলা জন দুই তিন স্থানে।
এ কালে বান্ধিব তোমা সর্ব্বজনেজনে॥"
মহাশুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শুনি।
বিস্ময় পাইলা সর্ব্ব বৈষ্ণবাগ্রগণী॥
প্রভু বোলে "শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর।
অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর॥"
শ্রীধর বোলেন "প্রভু আর ভাণ্ডাইবা।
থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি আর না পারিবা॥"
প্রভু বোলে "দরশন মোর ব্যর্থ নয়।
অবশ্য পাইবে বর যেই চিত্তে লয়॥"
"মাগ মাগ" পুনঃ পুনঃ বোলে বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর বোলয়ে "প্রভু দেহ এই বর॥
যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলা পাত।
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ॥
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল॥"
বলিতে বলিতে প্রেম বাঢ়য়ে শ্রীধরে।
দুই বাহু তুলি কান্দে মহা উচ্চস্বরে॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি বৈষ্ণব সকল।
অন্যোন্যে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল॥
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "শুনহ শ্রীধর।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর॥"
শ্রীধর বোলয়ে "মুঞি কিছুই না চাও।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাও॥"
প্রভু বোলে "শ্রীধর আমার তুমি দাস।
এতেকে দেখিলে তুমি আমার প্রকাশ॥
এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল॥"
'জয় জয়' ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে।
শ্রীধর পাইল বর শুনিল সকলে॥
ধন নাহি জন নাহি নাহিক পাণ্ডিত্য।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভৃত্য॥
কি করিবে বিদ্যা, ধন, রূপ, যশ-কুলে।
অহঙ্কার বাঢ়ি সব পড়য়ে নির্ম্মূলে॥
কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইল যাহা।
কোটিকল্পে কোটীশ্বরে না দেখিবে তাহা॥
অহঙ্কার দ্রোহ মাত্র বিষয়েতে আছে।
অধঃপাত ফল তার না জানয়ে পাছে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র সে সুজনেরে হাসে।
কুম্ভীপাকে যায় সেই নিজ কর্ম্মদোষে॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।
আছয়ে সকল সিদ্ধি দেখয়ে দুর্গতি॥
খোলা-বেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।
ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট সিদ্ধিকে উপেক্ষি॥
যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ-সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যামদে ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে॥
ভাগবত পড়িয়াও কার বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ।
শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন॥

প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু চরণারবিন্দে।
সেই কৃষ্ণ পায় যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে॥
নিন্দার নাহিক কার্য্য সবে পাপ লাভ।
এতেক না করে নিন্দা মহা মহা ভাগ॥
অনিন্দুক হই যেই সকৃত কৃষ্ণ বোলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ হউক মোর প্রাণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীধর-বরলাভ-বর্ণনং নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

## দশম অধ্যায়।

মোর বঁধুয়া। গৌরগুণ নিধিয়া॥ ধ্রু॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি-ঈশ্বর॥
হেনমতে প্রভু শ্রীধরেরে বর দিয়া।
"নাড়া নাড়া নাড়া" বোলে মস্তক ঢুলাইয়া॥
প্রভু বোলে "আচার্য্য মাগহ নিজ কার্য্য।"
"যে মাগিলুঁ তাহা পাইলুঁ" বোলয়ে আচার্য্য॥
হুঙ্কার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।
হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন॥
মহা পরকাশ প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
গদাধর যোগায় তাম্বুল প্রভু খায়॥
ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।
সমুখে অদ্বৈত-আদি সব মহাপাত্র॥
মুরারির আজ্ঞা হৈল "মোর রূপ দেখ।"
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেখ॥
দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর॥
জানকী লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃত দেখিয়া মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর॥
মূর্চ্ছিত হইয়া বৈদ্য মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি বান্ধিলা॥
ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর "আরেরে বানরা।
পাসরিলা তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা॥
তুমি তার পুরী পুড়ি কৈলে বংশক্ষয়।
সেই প্রভু আমি তোরে দিল পরিচয়॥
উঠ উঠ মুরারি আমার তুমি প্রাণ।
আমি সেই রাঘবেন্দ্র তুমি হনুমান॥
সুমিত্রা-নন্দন দেখ তোমার জীবন।
যারে জীয়াইলে আনি গন্ধমাদন॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার।
যার দুঃখ দেখি তুমি কান্দিলা অপার॥"
চৈতন্যের বাক্যে গুপ্ত চৈতন্য পাইলা।
দেখিয়া সকলে প্রেমে কান্দিতে লাগিলা॥
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে শুনি গুপ্তের ক্রন্দন।
বিশেষে দ্রবিলা সব ভাগবতগণ॥
পুনরপি মুরারিরে বোলে বিশ্বম্ভর।
"যে তোমার অভিমত মাগি লহ বর॥"
মুরারি বোলয়ে "প্রভু আর নাহি চাও॥
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাও॥
যে তে ঠাঁই প্রভু কেনে জন্ম নহে মোর।
তথাই তথাই যেন স্মৃতি হয় তোর॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু দাস।
তা সভার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস॥
তুমি প্রভু মুই দাস ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু না ফেলিহ তথা॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥"
প্রভু বোলে "সত্য সত্য এই বর দিল।"
মহা মহা-জয়ধ্বনি ততক্ষণে হইল॥
মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা মুরারি-চরিত॥
যেতে স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্ব তীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারির বল্লভ সকল অবতার॥
ঠাকুর চৈতন্য বোলে শুন সর্ব্বজন।
নিন্দা করে যেইজন॥
কোটিগঙ্গাস্নানে তার নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা হরি নামে তারে করিব সংহার॥

মুরারি বসয়ে গুপ্তে উহার হৃদয়ে।
এতেকে মুরারিগুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে॥"
মুরারিরে কৃপা দেখি ভাগবতগণ।
প্রেমযোগে কৃষ্ণ বলি করেন রোদন॥
মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্যরায়।
ইহা যেই শুনে সেই প্রেমভক্তি পায়॥
মুরারি শ্রীধর কান্দে সমুখে পড়িয়া।
প্রভুও তাম্বুল খায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া।
"মোরে দেখ হরিদাস" বোলে ডাক দিয়া॥
"এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড়।
তোমার যে জাতি সেই জাতি মোর দঢ়॥
পাপিষ্ঠযবনে তোমা বড় দিল দুঃখ।
তাহা স্মঙরিতে মোর বিদরয়ে বুক॥
শুন শুন হরিদাস তোমারে যখনে।
নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে॥
দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি করে।
নামিলুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সভা কাটিবারে॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারয়ে সকল।
তুমি মনে চিন্ত তাহে সভার কুশল॥
আপনে মারণ খাও তাহা নাহি লেখ।
তখনও তা সভারে ভাল মনে দেখ॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করেঁ। মুঞি বল।
মোর চক্র তোমা লাগি হইল বিকল॥
কাটিতে না পাড়োঁ। তোর সঙ্কল্প লাগিয়া॥
তোর পৃষ্ঠে পড়োঁ। তোর মারণ দেখিয়া।
তোমার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।
এই তার সাক্ষী আছে মিছা নাহি কঙ॥
যেবা গৌণ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।
শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারোঁ সহিতে
তোমারে চিনিল মোর নাড়া ভালমতে।
সর্ব্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অদ্বৈতে॥"
ভক্ত বাড়াইতে নিজ ঠাকুর সে জানে।
কি না বলে কি না করে ভক্তের কারণে॥
জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায়॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে॥

হেন কৃষ্ণ ভক্ত-দুঃখে না পায় সন্তোষ।
সেই সব পাপীরে লাগিল দৈব দোষ॥
ভক্তের মহিমা ভাই দেখ চক্ষু ভরি।
কি বলিল হরিদাস-প্রীতে গৌরহরি॥
প্রভু-মুখে শুনি মহা করুণবচন।
মূর্চ্ছিত পড়িলা হরিদাস ততক্ষণ॥
বাহ্য দূর গেল ভূমিতলে হরিদাস।
আনন্দে ডুবিল তিলার্দ্ধেক নাহি শ্বাস॥
প্রভু বোলে "উঠ উঠ মোর হরিদাস।
মনোরথ ভরি দেখ আমার প্রকাশ॥"
বাহ্য পাই হরিদাস প্রভুর বচনে।
কোথা রূপদরশন করয়ে ক্রন্দনে॥
সকল অঙ্গনে পাড় গড়াগড়ি যায়।
মহাশ্বাস বহে ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥
মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
চৈতন্য করয়ে স্থির তবু নহে স্থিরে॥
"বাপ বিশ্বম্ভর প্রভু জগতের নাথ।
পাতকীরে কর কৃপা পড়িল তোমাত॥
নিগুর্ণ অধম সর্ব্ব-জাতি-বহিষ্কৃত।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত॥
দেখিলে পাতক মোরে পরশিলে স্নান।
মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান॥
এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে॥
কীট তুল্য হয় যদি তারে নাহি ছাড়।
ইহাতে অন্যথা হৈলে নরেন্দ্রেরে পাড়॥
এহ বল নাহি মোর স্মরণবিহীন।
স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন॥
সভামধ্যে দ্রৌপদী করিতে বিবসন॥
আনিল পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন॥
সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা স্মঙরিলা।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা॥
স্মরণ-প্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
তথাপিহ না জানিল সে সব দুরন্ত।
কোনকালে পার্ব্বতীরে ডাকিনীর গণে।
বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে॥
স্মরণ-প্রভাবে তুমি আবির্ভূত হঞা।
করিলা সভার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া॥

হেন তোমা স্মরণবিহীন মুঞি পাপ।
মোরে তোর চরণে শরণ দেহ বাপ॥
বিষ সর্প অগ্নি জলে পাথরে বান্ধিয়া।
ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া॥
প্রহ্লাদ করিল তোমার চরণ-স্মরণ।
স্মরণ-প্রভাবে সর্ব্ব কৃত্যা-বিমোচন॥
কার বা ভাঙ্গিল দন্ত কার তেজ-নাশ।
স্মরণ-প্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ॥
পাণ্ডুপুত্র স্মঙরি" দুর্ব্বাসার ভয়ে।
অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে॥
'চিন্তা নাহি যুধিষ্ঠির হের দেখ আমি।
আমি দিব মুনিভিক্ষা বসি থাক তুমি॥'
অবশেষে এক শাক আছিল হাণ্ডীতে।
সন্তোষে খাইল নিজ সেবক রাখিতে।
স্নানে সব ঋষির উদর মহা ফুলে।
সেই মতে ঋষি সব পলাইলা ডরে॥
স্মরণ-প্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন।
এ সব কৌতুক তোর স্মরণ-কারণ॥
অখণ্ড স্মরণধর্ম্ম এই সভাকার।
তেঞি চিত্র নহে ইহা সভার উদ্ধার॥
অজামিল স্মরণেরমহিমা অপার।
সর্ব্বধর্ম্ম-হীন তাহা বহি নাহি আর॥
দূত-ভয়ে পুত্রস্নেহে দেখে পুত্র-মুখ।
স্মঙরিল পুত্র নাম নারায়ণ-রূপ॥
সেই-স্মঙরণে সব খণ্ডিল আপদ।
তেঞি চিত্র নহে ভক্ত স্মরণ-সম্পদ॥
হেন তোর চরণ স্মরণহীন মুঞি।
তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িল তুঞি॥
তোমা দেখিবারে মোর কোন অধিকার।
এক বহি প্রভু কিছু না চাহিমু আর॥"
প্রভু বোলে "বোল বোল সকল তোমার।
তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥"
করযোড় করি বোলে প্রভু হরিদাস।
"মুঞি অল্প ভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ॥
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস॥
সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম্ম॥
তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর॥
এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহাপদ চাহঁয় যে যাহার যোগ্য নয়।
প্রভুরে নাথরে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর॥
শচীরনন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত-ঘরে॥"
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু না পূরয়ে আশ॥
প্রভু বোলে "শুন শুন মোর হরিদাস।
দিবসেক যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস॥
তিলার্দ্ধেকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা।
সে অবশ্য আমা পাবে নাহিক অন্যথা॥
তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা আমাকে সে করে॥
নিরবধি আছি আমি তোমার শরীরে॥
তুমি হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল।
তুমি আমা হৃদয়ে বান্ধিলা সর্ব্বকাল॥
মোর স্থানে মোর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের স্থানে।
বিনা-অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে॥"
হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি উঠিল তখন॥
জাতি-কুল-ক্রিয়া-ধনে কিছু নাহি করে।
প্রেমধন-আর্ত্তি বিনা না পায় কৃষ্ণেরে॥
যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে॥
এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ দেখিল পরকাশ॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে।
জন্ম জন্ম অধমযোনিতে ডুবি মরে॥
হরিদাস-স্তুতি বর শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলব তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন।
এ বচন মোর নহে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ভক্ত্যাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
মহাভক্ত হরিদাস জয় জয় জয়।
হরিদাস-স্মরণেও সর্ব্ব পাপক্ষয়॥
কেহ বোলে "চতুর্ম্মুখ যেন হরিদাস।"
কেহ বোলে "যেন প্রহ্লাদের পরকাশ॥"

সর্ব্বমতে মহাভাগবত হরিদাস
চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গ যাহার বিলাস ॥
ব্রহ্মা শিব বাঞ্ছে হরিদাস হন সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥
হরিদাস-স্পর্শ বাঞ্ছা করে দেবগণ।
গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন।
স্পর্শের কি দায় দেখিলেই হরিদাস।
ছিণ্ডে সর্ব্ব জীবের অনাদি কর্ম্মপাশ ॥
প্রহ্লাদ যে হেন দৈত্য, কপি হনুমান ॥
এই মত হরিদাস নীচ জাতি নাম॥
হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি শ্রীধর।
হাসিয়া তাম্বুল খায় প্রভু বিশ্বম্ভর ॥
বসে আছে মহাজ্যোতি খট্টার উপরে।
মহাজ্যোতি নিত্যানন্দ ছত্র ধরে শিরে ॥
অদ্বৈতের ভীতে চাহি হাসিয়া হাসিয়া।
মনের বৃত্তান্ত তার কহে প্রকাশিয়া ॥
"শুন শুন আচার্য্য তোমার নিশাভাগে।
ভোজন করাইল আমি তাহা মনে জাগে ॥
যখন আমার নাহি হয় অবতার।
আমারে আনিতে শ্রম করিলা অপার।
গীতাশাস্ত্র পড়াও বাখান ভক্তি মাত্র।
বুঝিতে তোমার ব্যাখ্য কেবা আছে পাত্র
যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।
শ্লোকেরে না দেহ দোষ ছাড় সর্ব্বভোগ ॥
দুঃখ পাই শুতি থাক করি উপবাস।
তবে আমি তোমা স্থানে হই পরকাশ ॥
তোমার উপাসে হয় মোর উপবাস।
তুমি মোরে যেই দেহ সেই মোর গ্রাস ॥
তিলার্দ্ধ তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।
স্বপ্নে আমি তোমার সহিত কথা কহি ॥
'উঠ উঠ আচার্য্য শ্লোকের অর্থশুন।
এই অর্থ এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান ॥'
উঠিয়া ভোজন কর না কর উপাস।
তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ ॥
সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।
আমি বলি তুমি যেন মানহ স্বপন ॥"
এই মত যেই যেই পাঠে দ্বিধা হয়।
স্বপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ কহয় ॥

যত রাত্রি স্বপ্ন হয় যে দিনে যে ক্ষণে।
যত শ্লোক সব প্রভু কহিলা আপনে ॥
ধন্য ধন্য অদ্বৈতের ভক্তির মহিমা!
ভক্তি-শক্তি কি বলিব এই তার সীমা ॥
প্রভু বোলে "সর্ব্বপাঠ কহিল তোমারে।
এক পাঠ নাহি কহি আজি কহি তোরে।
সম্প্রদায় অনুরোধে সভে মন্দ পড়ে।
'সর্ব্বতঃ পাণি পাদান্ত' এই পাঠ নড়ে ॥
আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।
'সর্ব্বতঃ পাণি পাদন্তৎ' এই সত্য পাঠ ॥

তথাহি গীতায়াং (১৩।১৪)—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

**অন্বয়ঃ**।—তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ সর্ব্বমাবৃত্য লোকে তিষ্ঠতি ॥

**অনুবাদ**—সেই ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই হস্ত ও চরণ সর্ব্বদিকেই চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয় তিনি এইভাবে সমস্ত আবৃত করিয়া এই চেতন ও অচেতনপদার্থাত্মক ভুবনে প্রকাশিত রহিয়াছেন ॥

"অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমারে।
তোমা বহি পাত্র কেবা আছে কহিবারে ॥"
চৈতন্যের গুপ্ত-শিষ্য আচার্য্য-গোসাঞি।
চৈতন্যের সর্ব্ব-ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি ॥
শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিলা।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি বলিব মুঞি।
এই মোর মহত্ত্ব যে মোর নাথ তুঞি ॥"
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি ॥
প্রভুর প্রকাশ দেখি বাহ্য কিছু নাঞি ॥
এ সব কথায় যার নাহিক প্রতীত।
অধঃপাত হয় তার জানিহ নিশ্চিত ॥
মহাভাগবতে বুঝে অদ্বৈতের ব্যাখ্যা।
আপনে চৈতন্য যারে করাইল শিক্ষা ॥
বেদে যেন নানামত করয়ে কথন।
এইমত আচার্য্যের দুর্জ্ঞেয় বচন ॥

অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি যার।
জানিহ ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি তার॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে॥
সর্ব্বত্র না করে বৃষ্টি নাহি তার দোষে।

তথাহি (ভা: ১০।২০।৩৬)—

গিরয়ো মুমুচুস্তোয়ং ক্বচিন্ন মুমুচুঃ শিবং।
যথা জ্ঞানামৃতং কালে জ্ঞানিনো দদতে নবা॥

অন্বয়।—যথা জ্ঞানিনঃ জ্ঞানামৃতং কালে দদতে ন বা (তথা) গিরয়ঃ শিবং তোয়ং ক্বচিৎ মুমুচুঃ (ক্বচিৎ) ন।

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ যথাকালে যেমন উপযুক্ত অধিকারিগণকে জ্ঞান দান করেন এবং কখনও আবার করেনও না, যেহেতু এ ব্যাপার গুরুকৃপাসাপেক্ষ সেইরূপ শরৎকালে গিরিরাজি কোথাও বা বারিমোচন করিয়াছিলেন এবং কোথাও বা তাহা করেন নাই॥

এই মত অদ্বৈতের কিছু দোষ নাঞি।
ভাগ্যাভাগ্য বুঝি ব্যাখ্যা করে সেই ঠাঞি॥
চৈতন্য-চরণ-সেবা অদ্বৈতের কাজ।
ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণবসমাজ॥
সর্ব্ব ভাগবতের বচন অনাদরি।
অদ্বৈতের সেবা করে নহে প্রিয়ঙ্করী॥
চৈতন্যেতে মহা-মহেশ্বর বুদ্ধি যার।
সেই সে অদ্বৈত-ভক্ত অদ্বৈত তাহার॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র ইহা যে না লয়।
অক্ষয়-অদ্বৈত-সেবা ব্যর্থ তার হয়॥
শিরচ্ছেদি ভক্তি যেন করে দশানন।
না মানয়ে রঘুনাথ শিবের কারণ॥
অন্তরে ছাড়িল শিব সে না জানে ইহা।
সেবা ব্যর্থ হৈল মৈল সবংশে পুড়িয়া॥
ভাল মন্দ শিবে কিছু ভাঙ্গিয়া না কয়।
যার বুদ্ধি থাকে সেই চিত্তে বুঝি লয়॥
এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুঝিয়া।
বোলয়ে অদ্বৈত-ভক্ত—চৈতন্য নিন্দিয়া॥
না বোলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব-কারণে।
না ধরে বৈষ্ণব বাক্য মরে ভাল-মনে॥

যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্ব-সিদ্ধি।
হেন চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি॥
ইহা বলিতেই আইসে ধাঞা মারিবারে।
মহামায়া বলবতী—কি বলিব তারে॥
প্রভুর যে অলঙ্কার ইহা নাহি জানে।
অদ্বৈতের প্রভু গৌরচন্দ্র নাহি মানে॥
পূর্ব্বে যে আখ্যান হৈল সেই সত্য হয়।
তাহাতে প্রতীত যার নাহি তার ক্ষয়॥
যত যত শুন যার যতেক বড়াঞি।
চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে কৃপা করে।
যার যেন যোগ্য ভক্তি সেই সে আদরে॥
অহর্নিশ লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ।
"বোল ভাই সব মোর প্রভু গৌরচন্দ্র॥"
চৈতন্য-স্মরণ করি আচার্য্য গোসাঞি।
নিরবধি কান্দে আর কিছু স্মৃতি নাই॥
ইহা দেখি চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয়।
তাহার আলাপে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বুদ্ধে যে অদ্বৈত গায়।
সেই সে বৈষ্ণব জন্ম জন্ম কৃষ্ণ পায়॥
অদ্বৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়ঙ্কর।
এ মর্ম্ম না জানে যত অধম কিঙ্কর॥
'সভার ঈশ্বর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।'
এ কথায় অদ্বৈতেরে প্রীতি বহুতর॥
অদ্বৈতেরে শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সর্ব্বথা॥
মধ্যখণ্ড কথা বড় অমৃতের খণ্ড।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব খণ্ডয়ে পাষণ্ড॥
অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট॥
শ্রীভুজ তুলিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"সভে মোরে দেখ মাগ যার যেই বর"॥
আনন্দিত হইলা সভে প্রভুর বচনে।
যার যেই ইচ্ছা মাগে' তাহার কারণে॥
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু মোর এইবর।
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে অনুগ্রহ কর"॥
কেহ বোলে "মোর বাপে না দেয় আসিবারে।
তার চিত্ত ভাল হউক দেহ এই বরে॥

"কেহ বোলে শিষ্য প্রতি কেহ পুত্র প্রতি।
কেহ ভার্য্যা কেহ ভৃত্য যার যথা রতি॥"
কেহ বোলে "আমার হউক গুরু-ভক্তি।"
এই মত বর মাগে যার যেই মুক্তি॥
ভক্ত্য-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া হাসিয়া সভাকারে দেন বর॥
মুকুন্দ আছেন অন্তঃপটের বাহিরে।
সন্মুখ হইতে শক্তি মুকুন্দ না ধরে॥
মুকুন্দ সভার প্রিয় পরম-মহান্ত।
ভালমতে জানে সেই সভার বৃত্তান্ত॥
নিরবধি কীর্ত্তন করয়ে প্রভু শুনে।
কোন জন না বুঝে তথাপি দণ্ড কেনে॥
ঠাকুর নাহিক ডাকে আসিতে না পারে।
দেখিয়া জন্মিল দুঃখ সভার অন্তরে॥
শ্রীবাস বোলেন "শুন জগতের নাথ।
মুকুন্দ কি অপরাধ করিল তোমাত॥
মুকুন্দ তোমার প্রিয় আমা' সভার প্রাণ।
কেবা নাহি দ্রবে শুনি মুকুন্দের গান॥
ভক্তি-পরায়ণ সর্ব্বদিগে সাবধান।
অপরাধ না দেখিয়া কর অপমান॥
যদি অপরাধ থাকে তার শাস্তি কর'।
আপনার দাসে কেনে দূরে পরিহর॥
তুমি না ডাকিলে নারে সমুখ হইতে।
দেখুক তোমারে প্রভু বোল ভাল মতে॥"
প্রভু বোলে "হেন বাক্য কভু না বলিবা।
ও বেটার লাগি মোরে কভু না সাধিবা॥
খড় লয় জাঠি লয় পুর্ব্বে যে শুনিলা।
এই বেটা সেই হয় কেহ না চিনিলা॥
ক্ষণে দন্তে তৃণ লয় ক্ষণে জাঠি মারে।
খড় ও জাঠিয়া বেটা না দেখিবে মোরে॥"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলে আর বার।
"বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার॥
আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাহি দেখি।
তোমার অভয়-পাদপদ্ম তার সাক্ষী॥"
প্রভু বোলে "ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি তথাই মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে' ভক্তি জাঠি মারয়ে সদায়॥
'ভক্তি হইতে বড় আছে' যে ইহা বাখানে।
নিরন্তর জাঠি মোরে মারে সেই জনে॥
ভক্তি-স্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশন-বাধ॥"
মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া।
না পাইব দরশন শুনিলেন ইহা॥
'গুরু-উপরোধে পূর্ব্বে না মানিমু ভক্তি।
সব জানে মহাপ্রভু চৈতন্যের শক্তি॥'
মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত।
"এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুকত॥
অপরাধী শরীর ছাড়িব আজি আমি।
দেখিব কতেক কালে ইহা নাহি জানি॥"
মুকুন্দ বোলেন "শুন ঠাকুর শ্রীবাস।
কভু কি দেখিমু মুঞি বোল প্রভু-পাশ॥"
কান্দয়ে মুকুন্দ দুই অঝর-নয়নে।
মুকুন্দের দুঃখে কান্দে ভাগবত-গণে॥
প্রভু বোলে "আর যদি কোটি জন্ম হয়।
তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয়॥"
শুনিল নিশ্চয়-প্রাপ্ত প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হেলা পরানন্দ-সুখে॥
"পাইব পাইব" বলি করে মহা-নৃত্য।
প্রেমেতে বিহ্বল হইলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।
দেখিবেন হেন বাক্য শুনিয়া শ্রবণে॥
মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বম্ভর।
আজ্ঞা হৈল "মুকুন্দেরে আনহ সত্বর॥"
সকল বৈষ্ণব ডাকে আইসহ মুকুন্দ।
না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ॥
প্রভু বোলে "মুকুন্দ ঘুচিল অপরাধ।
আইস আমারে দেখ ধরহ প্রসাদ॥"
প্রভুর আজ্ঞাতে সভে আনিল ধরিয়া।
পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া॥
প্রভু বোলে "উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।
তিলার্দ্ধেকো অপরাধ নাহিক তোমার॥
সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।

কোটি জন্মে পাবে হেন বলিলাম আমি।
তিলার্দ্ধেকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি॥
অব্যর্থ আমার বাক্য, তুমি সে জানিলা।
তুমি আমা, সর্ব্বকাল হৃদয়ে বান্ধিলা॥
আমার গায়ন তুমি, থাক আমা সঙ্গে।
পরিহাস-পাত্র-সঙ্গে আমি কৈল রঙ্গে॥
সত্য যদি তুমি কোটী অপরাধ কর।
সে সকল মিথ্যা তুমি মোর প্রিয় দঢ়॥
ভক্তিময় তোমার শরীর—মোর দাস।
তোমার জিহ্বায় মোর নিরন্তর বাস॥"
প্রভুর আশ্বাস শুনি কান্দয়ে মুকুন্দ।
ধিক্কার করিয়া আপনারে বোলে মন্দ॥
"ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি এই ছার মুখে।
দেখিলেই ভক্তিশূন্য কি পাইব সুখে॥
বিশ্বরূপ তোমার দেখিল দুর্য্যোধন।
যাহা দেখিবারে বেদে করে অন্বেষণ॥
দেখিয়াও সবংশে মরিল দুর্য্যোধন।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
হেন ভক্তি না মানিল আমি ছার মুখে॥
দেখিলে কি হইব আর মোর প্রেমসুখে॥
যখনে চলিলা তুমি রুক্মিণী-হরণে।
দেখিল নরেন্দ্র তোমা গরুড়-বাহনে॥
মহা-অভিষেক রাজরাজেশ্বর নাম।
দেখিল নরেন্দ্র সব জ্যোতির্ম্ময়ধাম॥
ব্রহ্মাদি দেখিতে যাহা করে অভিলাষ।
বিদর্ভনগরে তাহা করিলা প্রকাশ॥
তাহা দেখি মরে সব নরেন্দ্রের গণ।
না পাইল সুখ ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
সর্ব্বযজ্ঞময়রূপ কারুণ্য-শূকর।
আবির্ভাব হেলা তুমি জলের ভিতর॥
অনন্ত পৃথিবী লাগি আছয়ে দশনে।
যে প্রকাশ দেখিতে বেদের অন্বেষণে॥
দেখিলেক হিরণ্য অপূর্ব্ব দরশন।
না পাইল সুখ ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
আর মহাপ্রকাশ দেখিল তার ভাই।
মহা-গোপ্য হৃদয়ে শ্রীকমলার ঠাঞি॥
অপূর্ব্ব নৃসিংহরূপ কহে ত্রিভুবনে।
তাহা দেখি মরে ভক্তি-শূন্যের কারণে॥

হেন ভক্তি মোর ছারমুখে না মানিল।
এ বড় অদ্ভুত—মুখ খসি না পড়িল॥
কুব্জা যজ্ঞপত্নী পুরনারী মালাকার।
কোথায় দেখিল তারা প্রকাশ তোমার॥
ভক্তিযোগে তোমারে পাইল তারা সব।
সেইখানে মরে কংস দেখি অনুভব॥
হেন ভক্তি মোর ছার মুখে না মানিল।
এই বড় কৃপা তোর তথাপি রহিল॥
যে ভক্তি প্রভাবে শ্রীঅনন্ত মহাবলী।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে হই কুতূহলী॥
সহস্র-ফণার এক ফণে বিন্দু যেন।
যশে মত্ত প্রভু নাহি জানে আছে হেন॥
নিরাশ্রয়ে পালন করেন সভাকার।
ভক্তিযোগ প্রভাবে এ সব অধিকার॥
হেন ভক্তি না মানিলুঁ মুঞি পাপমতি।
অশেষ জন্মেও মোর নাহি ভাল গতি॥
ভক্তিযোগে গৌরীপতি হইলা শঙ্কর।
ভক্তিযোগে নারদ হইল মুনিবর॥
বেদ-ধর্ম্ম যোগে নানাশাস্ত্র করি ব্যাস।
তিলার্দ্ধেকো চিত্তে নাহি বাসয়ে প্রকাশ।
মহা-গোপ্য-ভক্তিযোগ বলিলা সংক্ষেপে।
সবে এই অপরাধ—চিত্তের বিক্ষেপে॥
নারদের বাক্যে ভক্তি করিল বিস্তার।
তবে মনোদুঃখ গেল তারিল সংসার॥
কীট হয়ে না মানিলুঁ মুঞি হেন ভক্তি।
আর তোমা দেখিবারে আছে মোর শক্তি?"
বাহু তুলি কান্দয়ে মুকুন্দ মহাদাস।
শরীর চলয়ে যেন বহে মহাশ্বাস॥
সহজ একান্ত ভক্তি কি কহিব সীমা।
চৈতন্য-প্রিয়ের মাঝে যাহার গণনা॥
মুকুন্দের খেদ দেখি প্রভুর বিশ্বম্ভর।
লজ্জিত হইয়া কিছু করেন উত্তর॥
"মুকুন্দের ভক্তি মোর বড় প্রিয়ঙ্করী।
যথা যথা গায় তথা আমি অবতরি॥
তুমি যত কহিলে সকল সত্য হয়।
ভক্তি বিনা আমারে দেখিলে কিছু নয়॥
এই তোরে সত্য কহোঁ বড় প্রিয় তুমি।
বেদ-মুখে বলিয়াছি যেই কিছু আমি॥

যে যে কর্ম্ম কৈলে হয় যে যে দিব্যগতি।
তাহা ঘুচাইতে পারে কাহার শকতি॥
মুঞি পারোঁ সকল অন্যথা করিবারে।
সর্ব্ববিধি উপরে মোহার অধিকারে॥
মুঞি সত্য করিয়াছোঁ আপনার মুখে।
মোর ভক্তি বিনা কারো কর্ম্ম নহে সুখে॥
ভক্তি না মানিলে হয় মোর মর্ম্ম-দুঃখ।
মোর দুঃখে ঘুচে তার দরশন-সুখ॥
রজকেও দেখিল মাগিল তার ঠাঞি।
তথাপি বঞ্চিত হৈল যাতে প্রেম নাঞি॥
আমা দেখিবারে সেই কত তপ কৈল।
কত কোটী দেহ সেই রজক ছাড়িল॥
পাইলেক মহা ভাগ্যে মোর দরশন।
না পাইল সুখ—ভক্তি-শূন্যের কারণ॥
ভক্তি-শূন্য জনে মুঞি না করি প্রসাদ।
মোর দরশন-সুখ তার হয় বাধ॥
ভক্তি-স্থানে অপরাধ কৈলে ঘুচে ভক্তি।
ভক্তির অভাবে ঘুচে দরশন-শক্তি॥
যতেক কহিলা তুমি সব মোর কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিব অন্যথা॥
ভক্তি বিলাইমু মুঞি বলিল তোমারে।
আগে প্রেম-ভক্তি দিল তোর কণ্ঠস্বরে॥
যত দেখ আছে মোর বৈষ্ণব-মণ্ডল।
শুনিলে তোমার গান দ্রবয়ে সকল॥
আমার যেমন তুমি বল্লভ একান্ত।
এই মত হউক তোরে সকল মহান্ত॥
যেখানে যেখানে হয় মোর অবতার।
তথায় গায়ন তুমি হইব আমার॥"
মুকুন্দেরে এত যদি বর দান কৈল।
মহা-জয় জয়ধ্বনি তখনি হইল॥
"হরিবোল হরিবোল জয় জগন্নাথ।"
হরিবলি নিবেদয় যুড়ি দুই হাত॥
মুকুন্দের স্তুতি বর শুনে যেই জন।
সেই মুকুন্দের সনে হইব গায়ন।
এ সব চৈতন্য-কথা বেদের নিগূঢ়।
সুবুদ্ধি মানয়ে ইহা নামানয়ে মূঢ়॥
শুনিলে এ সব কথা যার হয় সুখ।
অবশ্য দেখিব সেই চৈতন্যের মুখ॥

এই মত যত যত ভক্তের মণ্ডল।
যেই কৈল স্তুতি বর পাইল সকল॥
শ্রীবাস পণ্ডিত অতি মহা-মহোদার।
অতএব তান গৃহে এ সব বিহার॥
যার যেন মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
যেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার।
মহা-মহা-পরকাশ ইহারে সে বলি।
এই মত করে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
এই মত দিনে দিনে প্রভুর প্রকাশ।
সপত্নীকে দেখে সব চৈতন্যের দাস॥
দেহ সনে নির্ব্বিশেষে যে হয়েন দাস।
সেই সে দেখিতে পায় এ সব বিলাস॥
সেই নবদ্বীপে আর কত কত আছে।
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী মাঝে মাঝে॥
যাবৎকাল গীতা ভাগবত সভে পড়ে।
কেহ বা পড়ায় কারো ধর্ম্ম নাহি নড়ে॥
কেহ কেহ বিগ্রহ কিছুই নাহি লয়।
বৃথা আকুমার ধর্ম্মে শরীর শোষয়॥
সেইখানে হেন বৈকুণ্ঠের সুখ হৈল।
বৃথা-অভিমানী একজন না দেখিল॥
শ্রীবাসের দাস দাসী যাহারে দেখিল।
শাস্ত্র পড়িয়াও কেহ তাহা না জানিল॥
মুরারিগুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
কেহ মাথা মুড়াইয়া তাহা না দেখিল॥
ধনে কুলে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি॥
সেই নবদ্বীপে হেন প্রকাশ হইল।
যত ভট্টাচার্য্য একজনে না জানিল॥
দুষ্কৃতির সরোবরে কভু জল নহে।
এমন প্রকাশে কি বঞ্চিত জীব হয়ে॥
অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যখনে যাহারে করে দৃষ্টি-অধিকারে॥
সেই দেখে আর দেখিবারে শক্তি নাই।
নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি॥
যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।
সেই মত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে॥
দেখাইয়া আপনে শিখায় সভাকারে।
এ সকল কথা ভাই শুনে পাছে আরে॥

জন্ম জন্ম তোমরা পাইবে মোর সঙ্গ।
তোমা সভার ভৃত্যেও দেখিব মোর রঙ্গ॥
আপন গলার মাল দিলা সভাকারে।
চর্ব্বিত-তাম্বুল আজ্ঞা হইল সভারে॥
মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈয়া।
কোটিচন্দ্রশারদমুখের দ্রব্য পাঞা॥
ভোজনের অবশেষ যতেক আছিল।
নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান।
পরম-আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।
সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।
বালিকা স্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥"
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় "নারায়ণী।
"কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি॥"
হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।
কৃষ্ণ বলি কান্দে অতি বালিকা-স্বভাব॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী।
যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য॥
সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন॥
এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত॥
অদ্বৈতের প্রিয়প্রভু চৈতন্যঠাকুর।
ইথে অদ্বৈতের বড় মহিমা প্রচুর॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ ঠাকুর নিতাই।
এই সে মহিমা জান চারি-বেদে গাই॥
চৈতন্যের ভক্ত বলি নাহি যার নাম।
যদি বা সে বস্তু তবে তৃণের সমান॥
নিত্যানন্দ কহে "মুঞি চৈতন্যের দাস॥"
অহর্নিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ॥
তাহান কৃপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।
নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
ধরণী-ধরেন্দ্র-নিত্যানন্দের চরণ।
দেহ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ।

বলরাম প্রীতে গাই চৈতন্য-চরিত।
কর বলরাম প্রভু জগতের হিত॥
চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে।
চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে॥
নিত্যানন্দ-কৃপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দরায়।
সভে নিত্যানন্দ-স্থানে ভক্তি-পদ পায়॥
কোন পাকে যদি করে নিত্যানন্দে হেলা।
আপনে চৈতন্য বোলে সেই জন গেলা॥
আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈষ্ণব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব॥
কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বোলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে॥
'নিন্দায় নাহিক লভ্য' সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
সভার সম্মান ভাগবত-ধর্ম্ম হয়॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
মহা-নিম্ব হেন বাসে যতেক পাষণ্ড॥
কেহ যেন শর্করায় নিম্ব স্বাদু পায়।
তার দৈব—শর্করার স্বাদু নাহি যায়॥
এই মত চৈতন্যের পরানন্দ-যশ।
শুনিতে না পায় সুখ হই দৈব-বশ॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ॥
পক্ষি-মাত্র যদি বোলে চৈতন্যের নাম।
সেহ সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥
জয় গৌরচন্দ্র! নিত্যানন্দের জীবন।
তোর নিত্যানন্দ মোর হউক প্রাণধন॥
যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার।
সে সব গোষ্ঠীর পায়ে মোর নমস্কার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
মহা-মহাপ্রকাশবর্ণনং নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ॥১০॥

# একাদশ অধ্যায়।

রাগ-মল্লার।

নিধি গৌরাঙ্গ-কোথা হৈতে আইলা প্রেমসিন্ধু।
অনাথের নাথ প্রভু পতিত-জনের বন্ধু॥ ধ্রু॥
জয় জয় বিশ্বম্ভর দ্বিজকুল-সিংহ।
জয় হউ তোর যত চরণের ভৃঙ্গ॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন॥
জয় রূপ-সনাতন-প্রিয় মহাশয়।
জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয়॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব নয়ন-গোচর॥
নবদ্বীপে মধ্যখণ্ডে কৌতুক অনন্ত।
ঘরে বসি দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত॥
নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিল শ্রীনিবাস।
গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখে প্রভুর মহা-পরকাশ।
শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
"বাপ" বলি শ্রীবাসেরে করয়ে পীরিতি॥
অহর্নিশ বাল্য-ভাব বাহ্য নাহি জানে।
নিরবধি মালিনীর করে স্তনপানে॥
কভু নাহি দুগ্ধ, পরশিলে মাত্র হয়।
এ সব অচিন্ত্য শক্তি মালিনী দেখয়॥
চৈতন্যের নিবারণে কারে নাহি কহে।
নিরবধি শিশু-রূপ মালিনী দেখয়ে॥
প্রভু বিশ্বম্ভর বোলে "শুন নিত্যানন্দ॥
কাহার সহিত পাছে কর তুমি দ্বন্দ্ব॥
চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে।"
শুনিয়া নিত্যানন্দ "শ্রীকৃষ্ণ" স্মঙরে॥
"আমার চাঞ্চল্য তুমি কভু না পাইবা।
আপনার মত তুমি কারো না বাসিবা॥"
বিশ্বম্ভর বোলে "আমি তোমা ভাল জানি।"
নিত্যানন্দ বোলে "দোষ কহ দেখি শুনি॥
হাসি বোলে "গৌরচন্দ্র কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্ন বৃষ্টি কর অবতার॥"
নিত্যানন্দ "বোলে ইহা পাগলে সে করে।
এ ছলার ঘরে ভাত না দিবে আমারে॥
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও॥
অপকীর্ত্তি আর কেনে বলিয়া বেড়াও॥"
প্রভু বোলে "তোমার অপকীর্ত্তো লাজ পাই।
সেই সে কারণে আমি তোমারে শিখাই॥"
হাসি বোলে "নিত্যানন্দ বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্ব্বকাল॥
নিশ্চয় বুঝিলা তুমি আমি সে চঞ্চল।"
এত বলি প্রভু চাহি হাসে খল খল॥
আনন্দে না জানে বাহ্য কোন্ কর্ম্ম করে।
দিগম্বর হই বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে॥
যোড়ে যোড়ে লম্ফ দিয়া হাসিয়া হাসিয়া।
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া॥
গদাধর শ্রীনিবাস আর হরিদাস।
শিক্ষার প্রসাদে সভে দেখে দিগ্‌বাস॥
ডাকি বোলে বিশ্বম্ভর "এ কি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এমন নহে ধর্ম্ম॥"
এখনি বলিলা "তুমি আমি কি পাগল?"
এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল॥
যার বাহ্য নাহি, তার বচনে কি লাজ।
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দ-সিন্ধু মাঝ॥
আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন।
এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন॥
চৈতন্যের বচন-অঙ্কুশ সভে মানে।
নিত্যানন্দ মত্তসিংহ আর নাহি জানে॥
আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়॥
নিত্যানন্দ অনুভব জানে পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবা করে যেন পুত্র মাতা॥
একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে।
উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে॥
অদৃশ্য হইল কাক কোন রাজ্যে গেল।
মহাচিন্তা মালিনীর চিত্তেতে জন্মিল॥
বাটী থুই সেই কাক আইল আর বার।
মালিনী দেখয়ে শূন্য বদন তাহার॥
"মহা তীব্র ঠাকুর পণ্ডিত ব্যবহার।
'শ্রীকৃষ্ণের ঘৃত পাত্র হইল অপহার'॥
শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি।
নাহিক উপায় কিছু কান্দয়ে মালিনী॥

হেন কালে নিত্যানন্দ আইলা সেইস্থানে।
দেখয়ে মালিনী কান্দে নাহিক কারণে॥
হাসি বোলে নিত্যানন্দ "কান্দ কি কারণ।
কোন দুঃখ বল সব করিব খণ্ডন"॥
মালিনী বোলয়ে "শুন শ্রীপাদ গোসাঞি।
ঘৃতপাত্র কাকে লই গেল কোন ঠাঞি"॥
নিত্যানন্দ বোলে "মাতা চিন্তা পরিহর।
আমি দিব বাটী তুমি ক্রন্দন সম্বর॥"
কাক প্রতি হাসি প্রভু বোলয়ে বচন।
"কাক তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন॥"
সভার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি।
তার আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কাহার শকতি?
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি যায়।
শোকাকুলা মালিনী কাকের দিকে চায়॥
ক্ষণেকে উঠিয়া কাক অদৃশ্য হইল।
বাটী মুখে করি পুনঃ সেই খানে আইলা॥
আনিয়া থুইল বাটী মালিনীর স্থানে।
নিত্যানন্দ-প্রভাব মালিনী ভাল জানে॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
"যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন।
যে জন পালন করে সকল ভুবন॥
যমের ঘরেতে হৈতে যে আনিতে পারে।
কাক-স্থানে বাটী আনে কি মহত্ত্ব তারে॥
যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত-ভুবন।
লীলায় না জানে ভর করয়ে পালন॥
অনাদি-অবিদ্যা-ধ্বংস হয় যাঁর নামে।
কি মহত্ত্ব বাটী সে আনিল কাক-স্থানে॥
যে তুমি লক্ষ্মণ-রূপে পূর্ব্বে বনবাসে।
নিরন্তর রক্ষক আছিলা সীতা-পাশে॥
তথাপিও মাত্র তুমি সীতার চরণ।
ইহা বই সীতা নাহি দেখিল কেমন॥
তোমার সেবনে রাবণের বংশ-নাশ।
সে তুমি যে বাটী আন, এ কোন প্রকাশ
যাহার চরণে পূর্ব্বে কালিন্দী আসিয়া।
স্তবন করিল মহা প্রভাব জানিয়া॥
চতুর্দ্দশ ভুবন পালন শক্তি যার।
কাক-স্থানে বাটী আনি কি মহত্ত্ব তার॥
তথাপি তোমার কার্য্য অল্প নাহি হয়।
যেই কর সেই সত্য চারি বেদে কয়॥"
হাসে নিত্যানন্দ তান শুনিয়া স্তবন।
বাল্য ভাবে বোলে "মুঞি করিব ভোজন॥"
নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন ঝরে।
বাল্য ভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে॥
এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত।
আমি কি বলিব সব জগতে বিদিত॥
করয়ে দুর্জ্জেয় কর্ম্ম অলৌকিক যেন।
যে জানয়ে তত্ত্ব সে মানয়ে সত্য হেন॥
অহর্নিশ ভাবাবেশ পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ম্ময় ধাম॥
কিবা যোগী নিত্যানন্দ কিবা তত্ত্বজ্ঞানী।
যাহার যেমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে।
তবু সে চরণধন রহুক হৃদয়ে॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
নিরবধি আপনে গৌরাঙ্গ রক্ষা করে॥
একদিন নিজগৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসি আছে লক্ষ্মী-সঙ্গে পরম সুন্দর॥
যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে।
প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিসে॥
যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বম্ভর।
শচীর চিত্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর॥
মায়ের চিত্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া।
লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া॥
হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল।
আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল॥
বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া।
কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ কেনে দিগম্বর?"
নিত্যানন্দ "হয় হয়" করয়ে উত্তর॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বোলে "আজি আমার গমন॥"
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ ইহা কেনে করি?"
নিতাই বোলেন "আর খাইতে না পারি॥"

প্রভু বোলে "এক কহি কহ কেনে আর।"
নিতাই বোলেন "আমি গেলুঁ দশবার॥"
ক্রুদ্ধ হঞা বোলে "প্রভু মোর দোষ নাঞি।"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু এথা নাহি আই॥"
প্রভু কহে "কৃপা করি পরহ বসন।"
নিত্যানন্দ বোলে "আমি করিব ভোজন॥"
চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
এক শুনে আর বোলে হাসিয়া বেড়ায়॥
আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।
বাহ্য নাহি, হাসে পদ্মাবতীর নন্দন॥
নিত্যানন্দ-চরিত্র দেখিয়া আই হাসে।
বিশ্বরূপ পুত্র হেন মনে মনে বাসে॥
সেইমত বচন শুনয়ে সব মুখে।
মাঝে মাঝে সেইরূপ আই মাত্র দেখে॥
কাহারে না কহে আই পুত্র-স্নেহ করে।
সম স্নেহ করে নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভরে॥
বাহ্য পাই নিত্যানন্দ পরিল বসন।
সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন॥
আই স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।
এক খায় আর চারি ফেলে ছড়াইয়া॥
"হায় হায়" বোলে আই কেন ফেলাইলা?"
নিত্যানন্দ বোলে "কেনে এক ঠাঞি দিলা"
আই বোলে "আর নাহি তবে কি খাইবা॥"
নিত্যানন্দ বোলে "চাহ অবশ্য পাইবা।"
ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে॥
সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেখে।
আই বোলে "সে সন্দেশ কোথায় পড়িল?
ঘরের ভিতরে কোন প্রকারে আইল?"
ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।
হরিষে আইলা আই অপূর্ব্ব দেখিয়া॥
হাসি দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।
আই বোলে "বাপ ইহা পাইলা কোথায়?"
নিত্যানন্দ বোলে "যাহা ছড়াঞা ফেলিলুঁ।
তোর দুঃখ দেখি তাই চাহিয়া আনিলুঁ॥"
অদ্ভুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।
"নিত্যানন্দ-মহিমা না জানে কোন জনে॥"
আই বোলে "নিত্যানন্দ কেন মোরে ভাঁড়।
জানিল ঈশ্বর তুমি মোরে মায়া ছাড়।"
বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।
ধরিবারে যায় আই করে পলায়ন॥
এই মত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্য-বাধ॥
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন।
গঙ্গাও তাহারে দেখি করে পলায়ন॥
বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু 'শেষ' মহীধর।
যেতে কেন নিত্যানন্দ চৈতন্যের নহে॥
তবুও সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম।
মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে
নিত্যানন্দচরিত্রবর্ণনং নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥১১॥

## দ্বাদশ অধ্যায়

হেন লীলা নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর সঙ্গে।
নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু-রঙ্গে॥
কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দ রায়।
নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায়॥
সভারে দেখিয়া প্রীত মধুর সম্ভাষ।
আপনা আপনি নৃত্য বাদ্য গীত হাস॥
স্বানুভাবানন্দে ক্ষণে করেন হুঙ্কার।
শুনিলে অপূর্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সভার॥
বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুম্ভীরে বেষ্টিত।
তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্ধেক নাহি ভীত।
সর্ব্বলোক দেখি তবে করে 'হায় হায়'॥
তথাপি ভাসেন হাসি নিত্যানন্দ রায়॥
অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায়।
না বুঝিয়া সর্ব্বলোক করে 'হায় হায়'॥
আনন্দে মূর্চ্ছিত বা হয়েন কোন-ক্ষণ।
তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন॥
এই মত আর কত অচিন্ত্য-কথন।
অনন্ত মুখেও নারি করিতে বর্ণন॥

দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি আছে।
আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে॥
বাল্যভাবে দিগম্বর হাস্য শ্রীবদনে।
সর্ব্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে॥
নিরবধি এই বলি করেন হুঙ্কার।
"মোর প্রভু নিমাঞি পণ্ডিত নদীয়ার।।"
হাসে প্রভু দেখি তান মূর্ত্তি দিগম্বর।
মহা-জ্যোতির্ম্ময় তনু দেখিতে সুন্দর॥
আথেব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস।
পরাইয়া থুইলেন তথাপিও হাস॥
আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য-গন্ধে॥
শেষে মাল্য পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে॥
বসিতে দিলেন নিজ-সম্মুখে আসন।
স্তুতি করে প্রভু শুনে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
নামে নিত্যানন্দ তুমি রূপে নিত্যানন্দ।
এই তুমি নিত্যানন্দ রাম মূর্ত্তিমন্ত॥
নিত্যানন্দ-পর্য্যটন-ভোজন-বেভার।
নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার॥
তোমারে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা।
পরম সুসভ্য তুমি যথা কৃষ্ণ তথা।"
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি।
যে বোলেন যে করেন সর্ব্বত্র সম্মতি॥
প্রভু বোলে "এক খানি কৌপীন তোমার।
দেহ' ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার।।"
এত বলি প্রভু তার কৌপীন আনিয়া।
ছোট করি চিরিলেন অনেক করিয়া॥
সকল বৈষ্ণব-মণ্ডলীরে জনে জনে।
খানি খানি করি প্রভু দিলেন আপনে॥
প্রভু বোলে "এ বস্ত্র বান্ধহ সভে শিরে।
অন্যের কি দায় ইহা বাঞ্ছে যোগেশ্বরে।।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে হয় বিষ্ণু-ভক্তি।
জানিহ কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণ-শক্তি॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় নিত্যানন্দ বহি নাই।
সঙ্গী সখা শয়ন ভূষণ বন্ধু ভাই॥
বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র।
সর্ব্বজীব জনক-রক্ষক সর্ব্ব-মিত্র॥
ইহান্ ব্যভার-সব কৃষ্ণ রসময়।
ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ প্রেমভক্তি হয়॥
ভক্তি করি ইহান কৌপীন বান্ধ শিরে।
মহা-যত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে॥"
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্ব্ব ভক্তগণ।
পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন॥
প্রভু বোলে শুনহ সকল ভক্তগণ।
নিত্যানন্দপাদোদক করহ গ্রহণ॥
করিলেই-মাত্র এই পাদোদক পান।
"কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয় ইথে নাহি আন॥"
আজ্ঞা পাই সভে নিত্যানন্দের চরণ।
পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ॥
পাঁচবার সাতবার একজনে খায়॥
বাহ্য নাহি নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায়॥
আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌররায়।
নিত্যানন্দপাদোদক কৌতুকে লোটায়॥
সভে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি পান।
মত্তপ্রায় 'হরি' বলি করয়ে আহ্বান॥
কেহ বোলে "আজি ধন্য হইল জীবন।"
কেহ বোলে "আজি সব খণ্ডিল বন্ধন।"
কেহ বোলে "আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।"
কেহ বোলে "আজি ধন্য দিবস প্রকাশ।"
কেহ বোলে "পাদোদক বড় স্বাদু লাগে।
এখনও মুখের মিষ্টতা নাহি ভাঙ্গে॥"
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব।
পান মাত্রে সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব।
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ গড়ি যায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন কেহ করয়ে সদায়॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া হুঙ্কার।
উঠিয়া লাগিল নৃত্য করিতে অপার॥
নিত্যানন্দস্বরূপ উঠিলা ততক্ষণে।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি ভক্তগণে॥
কার গায়ে কেবা পড়ে কেবা কারে ধরে।
কেহ কার চরণের ধূলি লয় শিরে॥
কেবা কার গলা ধরি করয়ে রোদন।
কেবা কোন রূপ করে না যায় বর্ণন॥
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি।
প্রভু ভৃত্য সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি॥

নিত্যানন্দ-চৈতন্য করিয়া কোলাকোলি।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদতালে।
দেখিয়া আনন্দে সর্ব্বগণে 'হরি' বোলে॥
প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠঈশ্বর।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অনুচর॥
এই মত সর্ব্বদিন প্রভু নৃত্য করি।
বসিলেন সর্ব্বগণ-সঙ্গে গৌরহরি॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
সভারে কহেন অতি অমায়া-উত্তর॥
প্রভু বোলে "এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে।
যে করয়ে ভক্তি শ্রদ্ধা সে করে আমারে॥
ইহান চরণ শিব-ব্রহ্মার বন্দিত।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত॥
তিলার্দ্ধেক ইহানে যাহার দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায়।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্ব্বথায়॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব-ভক্তগণ।
মহা জয়-জয় ধ্বনি করিল তখন॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল সে তাহানে জানয়ে সর্ব্বথা॥
এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
নিত্যানন্দপ্রভাববর্ণনং নাম
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

# ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রী
জয় নিত্যানন্দ সর্ব্ব-সেব্য-কলেবর॥
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
লোকে দেখে পূর্ব্বে যেন নিমাঞি পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত॥
যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে।
তখন ভাসেন সেই মত কুতূহলে॥
যার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায়।
বাহির হইলে সব আপনা লুকায়॥
একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি।
আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ হরিদাস প্রতি॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
ইহা বহি আর না বলিবা বোলাইবা।
দিন-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥"
আজ্ঞা শুনি হাসে, সব বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যথা করিতে আজ্ঞা কার আছে বল?
হেন আজ্ঞা যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।
ইথে অপ্রতীত যার সে সুবুদ্ধি নহে॥
করয়ে অদ্বৈত সেবা চৈতন্য না মানে।
অদ্বৈত তাহারে সংহারিবে ভাল-মনে॥
আজ্ঞা শিরে করি নিত্যানন্দ হরিদাস।
ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি হাস॥
আজ্ঞা পাই দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে॥
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই একমন॥"
এই মত নদীয়ার প্রতি ঘরেঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত-ঈশ্বরে।
দোহান সন্ন্যাসি-বেশ যান যার ঘরে॥
আথেব্যথে আসি ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস বোলে "এই ভিক্ষা।
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥"
এই বোল বলি দুইজন চলি যায়।
যে হয় সুজন সেই বড় সুখ পায়॥
অপরূপ শুনি লোক দুজনার মুখে।
নানাজনে নানাকথা কহে নানামুখে॥

"করিব করিব" কেহ বোলয়ে সন্তোষে।
কেহ বোলে "ক্ষিপ্ত দুইজন মন্ত্রদোষে॥"
যে গুলা চৈতন্যনৃত্যে না পাইল দ্বার।
তার বাড়ী গেলে মাত্র বোলে "মার মার"॥
তোমরা পাগল হৈলা দুষ্ট সঙ্গ দোষে।
আমা সভা পাগল করিতে আইস কিসে॥
ভব্য সভ্য লোকসব হইল পাগল।
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল॥"
কেহ বোলে "এ দুজন কিবা চোর-চর।
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর॥
এমত প্রকট কেন করিব সুজনে।
আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে॥"
শুনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে।
চৈতন্যের আজ্ঞা-বলে না পায় তরাসে॥
এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া।
প্রতিদিন বিশ্বম্ভর-স্থানে কহে গিয়া॥
একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যুপ্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥
সে দুই জনার কথা শুনিতে অপার।
তারা নাহি করে, হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য-গোমাংস-ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ॥
দেয়ানে না দেয় দেখা বোলায় কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল॥
দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যাহারেই পায় সেই তাহারে কিলায়॥
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ।
সেইখানে নিত্যানন্দ হরিদাস-সঙ্গ॥
ক্ষণে দুইজনে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে।
'চকার বকার' শব্দ উচ্চ করি বোলে॥
"নদীয়ার বিপ্রের করিমু জাতি নাশ।"
মদ্যের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস॥
সর্ব্বপাপ সেই দুই শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা পাপ সবে না হইল॥
অহর্নিশ মদ্যপের সঙ্গে রঙ্গে থাকে।
নহিল বৈষ্ণবনিন্দা এই সব পাকে॥
যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয়।
থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসিসভায় যদি হয় নিন্দাকর্ম্ম।
মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
মদ্যপের নিস্কৃতি আছয়ে কোন কালে।
পর-চর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥
দুইজনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে॥
লোকস্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে।
"কোন জাতি দুই জন এ মত বা কেনে?"
লোকে বোলে "গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুই জন।
দিব্য পিতা মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন॥
সর্ব্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে।
তিলার্দ্ধেকো দোষ নাহি এ-দোঁহার বংশে॥
এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম্ম।
জন্ম হইতে করয়ে এমত পাপকর্ম্ম॥
ছাড়িল গোষ্ঠিয়া বড় দুর্জ্জন দেখিয়া।
মদ্যপের সঙ্গে বুলে স্বতন্ত্র হইয়া॥
এই দুই দেখি সব নদীয়া ডরায়।
পাছে কারো কোন দিন বসতি পোড়ায়॥
হেন পাপ নাহি, যাহা না করে দুইজন।
ডাকা, চুরি, মদ্য, মাংস করয়ে ভোজন॥"
শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য-হৃদয়।
দুইয়ের উদ্ধার চিন্ত হইয়া সদয়॥
"পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।
প্রভাব না দেখে লোকে করে উপহাস॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হঙ নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ের করেঁ যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
মোর প্রভু বলি যদি কান্দে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লেখি"॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার।
পতিতের ত্রাণ লাগি যার অবতার॥
এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস প্রতি।
বোলে "হরিদাস দেখ দোঁহার দুর্গতি॥
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার।
এ দোঁহার যম-ঘরে নাহিক নিস্তার॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যবনের গণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর মনে।
তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে॥
তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অন্যথা।
আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব-কথা॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার।
চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার॥
যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুক এবে এ তিনভুবনে॥"
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে।
পাইল উদ্ধার দুই জানিলেন মনে॥
হরিদাস প্রভু বোলে "শুন মহাশয়।
তোমার যে ইচ্ছা সেই প্রভুর নিশ্চয়॥
আমারে ভাণ্ডাও যেন পশুরে ভাণ্ডাও।
আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও॥
হাসি নিত্যানন্দ তানে করি আলিঙ্গন।
অত্যন্ত কোমল হই বোলেন বচন॥
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই।
তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঞি॥
সভারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমা দোহাকার।
বলিলে না লয় যবে সেই ভার তার॥"
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুয়ের স্থানে।
নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে॥
সাধু লোকে মানা করে নিকটে না যাও।
লাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরাণ-তরাসে।
তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥
কিসের 'সন্ন্যাসী' জ্ঞান ও দুএর ঠাঞি।
ব্রহ্মবধ গোবধ তাহার অন্ত নাই॥
তথাপিও দুইজন "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" বলি।
নিকটে চলিলা দুই মহা-কুতূহলী॥
শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া।
কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সভা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥"
ডাক শুনি মাথা তুলি চাহে দুই জন।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন॥
সন্ন্যাসী আকার দেখি মাথা তুলি চায়।
"ধর ধর ধর" বলি ধরিবারে যায়॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়।
"রহ রহ" বলি দুই দস্যু পাছে ধায়॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জ গর্জ্জ করে।
মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥
লোকে বোলে তখনই সে নিষেধ করিল।
দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল॥
যতেক পাষণ্ডী সব হাসে মনে মনে।
"ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥"
"রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ" সুব্রাহ্মণ বোলে।
সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥
দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়।
"ধরিলুঁ ধরিলুঁ বলি" লাগালি না পায়॥
নিত্যানন্দ বোলে "ভাল হইল বৈষ্ণব।
আজি যদি প্রাণ বাঁচে তবে পাই সব॥"
হরিদাস বোলে "ঠাকুর আর কেনে বল।
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল॥
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।
উচিত তাহার শাস্তি, প্রাণ অবশেষ॥"
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।
দুই দস্যু পাছে ধায় গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
দোঁহার শরীর স্থূল না পারে চলিতে।
তথাপিহ ধায় দুই মদ্যপ ত্বরিতে॥
দুই দস্যু বোলে "ভাই কোথারে যাইবা।
জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমতে এড়াইবা?
তোমরা না জান এথা জগা-মাধা আছে।
খানি রহ উলটিয়া হের দেখ পাছে॥"

ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া।
"রক্ষ কৃষ্ণ রক্ষ কৃষ্ণ গোবিন্দ" বলিয়া॥
হরিদাস বোলে "আমি না পারি চলিতে।
জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণ কাল যবনের ঠাঞি।
চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি পরাণ হারাই॥"
নিত্যানন্দ বোলে "আমি নহি যে চঞ্চল।
মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু যে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হইয়া য়েন রাজ-আজ্ঞা করে।
তান বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি সেই আজ্ঞা তান।
চোর ঢঙ্গ বলি লোকে নাহি বোলে আন॥
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে।
করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি।
দুই জনে বলিলাঙ দোষ ভাগী আমি॥"
হেন মতে দুইজনে আনন্দকন্দল!
দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি॥
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল।
শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল॥
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল।
আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল॥
কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায়॥
কতি গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়॥
স্থির হই দুই জনে কোলাকোলি করে।
হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমল লোচন।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ মদন-মোহন॥
চতুর্দ্দিগে রহিয়াছে বৈষ্ণব মণ্ডল।
অন্যোন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল॥
কহেন আপন তত্ত্ব সভা' মধ্যে রঙ্গে।
শ্বেত-দ্বীপপতি যেন সনকাদি-সঙ্গে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।
দিবস-বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়॥
"অপরূপ দেখিলাঙ আজি দুই জন।
পরম মদ্যপ পুনঃ বোলায় ব্রাহ্মণ॥
ভালরে বলিল তারে বোল কৃষ্ণ নাম।
খেদাড়িয়া আনিলেক ভাগ্যে রহে প্রাণ॥"
প্রভু বোলে "কে সে দুই কিবা তার নাম।
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?"
সম্মুখে আছিল গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস।
কহয়ে যতেক তার বিকর্ম্ম-প্রকাশ॥
"সে দুইর নাম প্রভু জগাই মাধাই।
সুব্রাহ্মণ-পুত্রদুই জন্ম এই ঠাঞি॥
সঙ্গ-দোষে সে দোঁহার হেন হৈল মতি।
আজন্ম মদিরা বহি আর নাহি গতি॥
সে দুইয়ের ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
হেন নাহি যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাঞি ঠাঞি।
আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি॥"
প্রভু বোলে "জানোঁ জানোঁ সেই দুই বেটা।
খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা॥"
নিত্যানন্দ বোলে "খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথা না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াঞি।
আগে সেই দুইজনে গোবিন্দ বোলাই॥
স্বভাবেতো ধার্ম্মিকে বোলয়ে কৃষ্ণনাম।
এই দুই বিকর্ম্ম বহি নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার, যদি দিয়া ভক্তি-দান।
তবে জানি "পাতকিপাবন" হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥"
হাসি বোলে "বিশ্বম্ভর হইব উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥"
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।
জয় জয় হরি-ধ্বনি করিল তখন॥
হইল উদ্ধার সভে মানিল হৃদয়ে।
অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে॥
"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।
আমি থাকি কোথা সেবা কোনদিগে যায়॥
বর্ষাতে জাহ্নবীজলে কুম্ভীর বেড়ায়।
সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥

কূলে থাকি ডাক পাড়ি করি 'হায় হায়'
সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥
যদি বা কূলেতে উঠে বালক দেখিয়া।
মারিবার তরে শিশু যায় খেদাইয়া ॥
তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লইয়া।
তা সভা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়।
আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায় ॥
সেই সে করয়ে কর্ম্ম যেই যুক্ত নহে।
কুমারী দেখিয়া বোলে 'করিব বিবাহে' ॥
চড়িয়া ষাঁড়ের পিঠে মহেশ বোলায়।
পরের গাভীর দুগ্ধ তাহা দুহি খায় ॥
আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে।
"কি করিতে পারে তোর অদ্বৈত আমারে ॥
চৈতন্য বলিস যারে ঠাকুর করিয়া।
সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া' ॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে।
দৈব-যোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়িয়াছে।
কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥
মহাক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার।
জীবন রক্ষার হেতু প্রসাদ তোমার ॥"
হাসিয়া অদ্বৈত বোলে "কোন চিন্তা নয়।
মদ্যপের উচিত মদ্যপ-সঙ্গ হয় ॥
তিনমাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত।
নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত ॥"
নিত্যানন্দ করিব সকল মাতোয়াল ॥
উহান চরিত্র মুঞি জানি ভালে ভাল ॥
এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে।
সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠী-মাঝে ॥"
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ।
দিগম্বর হই বলে অশেষ-বিশেষ ॥
শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি।
কেমনে নাচয়ে গায় দেখোঁ তান শক্তি ॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া।
নিমাই নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া ॥
একাকার করিবেক এই দুই জনে।
জাতি লয়ে তুমি আমি পলাই যতনে ॥"

অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস।
মদ্যপ-উদ্ধার-চিত্তে হইল প্রকাশ ॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝে কাহার শকতি।
বুঝে হরিদাস প্রভু যার যেন মতি ॥
এবে পাপী সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া।
গদাধর-নিন্দা করে মরয়ে পুড়িয়া ॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্যবৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে।
আইল যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে।
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা।
বেড়াইয়া বুলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা ॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক।
কিবা বড় কিবা ধনী কিবা মহারঙ্গ ॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা-স্নানে।
যদি যায় তবে দশবিশের গমনে ॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে।
সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনি জাগে ॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে।
মদের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে ॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায় ॥
যখন কীর্ত্তন করে দুই জন রয়।
শুনিয়া কীর্ত্তন পুনঃ উঠিয়া নাচয় ॥
মদ্যপানে বিহ্বল কিছুই নাহি জানে।
আছিল বা কোথায় আছয়ে কোন স্থানে ॥
প্রভুরে দেখিয়া বোলে "নিমাই পণ্ডিত।
করাইবা সংপূর্ণ মঙ্গল চণ্ডীর গীত ॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ।
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাঙ ॥"
দুর্জ্জন দেখিয়া, প্রভু দূরে দূরে যায়।
আর পথ দিয়া লোক সভাই পলায় ॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া।
নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া ॥
'কেরে কেরে' বলি ডাকে জগাই মাধাই।
নিত্যানন্দ বোলেন "প্রভুর বাড়ী যাই ॥"
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে "কিবা নাম তোর।"
নিত্যানন্দ বোলে "অবধূত নাম মোর ॥"

বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়।
মণ্ডপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে।
অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে॥
"অবধূত" নাম শুনি মাধাই কুপিয়া।
মারিল প্রভুর শিরে মুটকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ স্মঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে।
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে॥
"কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তুমি বড়॥
এড় এড় অবধূত না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালাই বা তোমার॥"
আথেব্যথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা।
সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥
নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে।
হাসে নিত্যানন্দ সেই দুয়ের ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
"চক্র, চক্র চক্র" প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথেব্যথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল।
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল॥
প্রমাদ গণিল সব ভাগবতগণ।
আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
"মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই॥
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এই দুই শরীর।
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির॥"
জগাই রাখিল হেন বচন শুনিয়া।
জগায়েরে আলিঙ্গন কৈল সুখী হইয়া॥
জগাইরে বোলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তি-লাভ॥"
জগাইয়ের বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
জয় জয় হরিধ্বনি করিলা সকল॥
"প্রেম-ভক্তি হউ" করি যখন বলিলা।
তখন জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হৈ

প্রভু বোলে "জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে॥"
চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন।
ধরিল জগাই সেই অমূল্য রতন॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই।
এমন অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ গোসাঞি॥
এক জীব দুই দেহ জগাই মাধাই।
এক পুণ্য এক পাপ বৈসে এক ঠাঞি॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল।
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া।
পড়িল চরণে ধরি দণ্ডবৎ হৈয়া॥
"দুইজনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ।
অনুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ?
মোরে অনুগ্রহ কর লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন॥"
প্রভু বোলে "তোর ত্রাণ নাহি দেখি মুঞি।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্তপাত কৈলি তুঞি॥"
মাধাই বোলয়ে "ইহা বলিতে না পার।
আপনার ধর্ম্ম সে আপনি কেনে ছাড়?
বাণে বিন্ধিলেক তোমা অসুরের গণে।
নিজ পদ তা সভারে তবে দিলে কেনে?"
প্রভু বোলে "তাহা হৈতে তোর অপরাধ।
নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত॥
আমা হৈতে এই নিত্যানন্দদেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য করিলাম দড়॥"
"সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে।
বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে॥
সর্ব্ব-রোগ নাশ" বৈদ্য চূড়ামণি তুমি।
তুমি রোগ চিকিৎসিলে সুস্থ হই আমি॥
না কর কপট প্রভু সংসারের নাথ।
বিদিত হইলা আর লুকাইবা কাত॥"
প্রভু বোলে "অপরাধ কৈলে তুমি বড়।
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া গিয়া পড়॥"

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্যধন নিতাই-চরণ॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন সেই চরণ-প্রকাশ॥
বিশ্বম্ভর বোলে "শুন নিত্যানন্দরায়।
পড়িল চরণে কৃপা করিতে জুয়ায়॥
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত।
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত॥"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু কি বলিব মুঞি।
বৃক্ষ-দ্বারে কৃপা কর সেহ শক্তি তুঞি।
কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত।
সব দিলুঁ মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত॥
মোর যত অপরাধ—কিছু দায় নাই।
মায়া ছাড়, কৃপা কর, তোমার মাধাই॥"
বিশ্বম্ভর বোলে "যদি ক্ষমিলা সকল।
মাধাইরে কোল দেহ, হউক সফল॥"
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।
মাধাইর হৈল সর্ব্ব-বন্ধ-বিমোচন॥
মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।
সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত মাধাই হইলা॥
হেন মতে দু জনেতে পাইল মোচনে।
দুই জনে স্তুতি করে দুয়ের চরণে॥
প্রভু বোলে "তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বোলে "আর নারে বাপ॥"
প্রভু বোলে "শুন শুন তোরা দুই জন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিব মোচন॥
কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর॥
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই মাধাই।
আনন্দে মুর্চ্ছিত হই পড়িল তথাই॥
মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দসাগরে।
বুঝি আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
"দুই জনে তুলি লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্ত্তন করিব দুই জনের সহিতে॥
ব্রহ্মার দুর্লভ আজি এ দোঁহারে দিব।
এ দোঁহারে জগতের উত্তম করিব॥
এ দুই পরশে যে করিল গঙ্গাস্নান।
এ দোঁহারে বলিবে সে গঙ্গার সমান॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অন্যথা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয়॥"
জগাই মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা॥
আপ্তগণ সান্ধাইলা প্রভুর সহিতে।
পড়িল কপাট কারো শক্তি নাহি যাইতে॥
বসিলা আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর॥
সম্মুখে অদ্বৈত বৈসে মহাপাত্র-রাজ।
চারিদিকে বৈসে সব বৈষ্ণব-সমাজ॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি প্রভু হরিদাস।
গরুড় রামাই শ্রীনিবাস গঙ্গাদাস॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিত চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
এ সব জানেন চৈতন্যের সব কার্য্য॥
অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া।
আনন্দে ভাসিল জগাই মাধাই লইয়া॥
লোম হর্ষ মহা-অশ্রু কম্প সর্ব্বগায়।
জগাই মাধাই দোঁহে গড়াগড়ি যায়॥
কার শক্তি বুঝে চৈতন্যের অভিমত।
দুই দস্যুকে করে দুই মহা-ভাগবত॥
তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড।
এই মত লীলা তান অমৃতের খণ্ড॥
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই কৃষ্ণ পায়।
ইথে যার সন্দেহ সে অধঃপাতে যায়॥
জগাই মাধাই দুই জনে স্তুতি করে।
সভার সহিত শুনে গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
শুদ্ধা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায়।
বসিলা চৈতন্যচন্দ্রপ্রভুর আজ্ঞায়॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র।
দেখিলেন দুই জনে যার যেই তত্ত্ব॥
এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয়।
যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয়
"জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বম্ভর।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বিশ্বম্ভর-ধর॥
জয় জয় নিজ নাম-বিনোদ-আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥

জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য-শরণ॥
জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের বন্ধু॥
জয় রাজপণ্ডিত-দুহিতা-প্রাণেশ্বর।
জয় নিত্যানন্দ কৃপাময় কলেবর॥
সেই জয় জয় তুমি কর যত কাজ।
জয় নিত্যানন্দ-চন্দ্র বৈষ্ণবাধিরাজ॥
জয় জয় শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
প্রভুর বিগ্রহ জয় অবধূত-বর॥
জয় জয় অদ্বৈতজীবন গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সহস্রবদন নিত্যানন্দ॥
জয় গদাধর-প্রাণ মুরারি-ঈশ্বর।
জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর॥
পাপী উদ্ধারিলে যত নানা-অবতারে।
পরম অদ্ভুত তাহা ঘোষয়ে সংসারে॥
আমা-দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার।
অল্পত্ব পাইল পূর্ব্ব-মহিমা তোমার॥
অজামিল উদ্ধারের যতেক মহত্ব।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অল্পত্ব॥
সত্য কহি আমি কিছু স্তুতি নাহি করি।
উচিতেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী॥
কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তব নাম লয়।
সত্য মোক্ষ পদ তার বেদে সত্য কয়॥
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ।
তেঞি চিত্র নহে অজামিলের মোচন॥
বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার।
মিথ্যা হয় বেদ তবে না কৈলে উদ্ধার॥
মোরা দ্রোহ কৈল প্রিয়-শরীরে তোমার।
তথাপিও আমা দুই করিলে উদ্ধার॥
এবে বুঝি দেখ প্রভু! আপনার মনে।
কত কোটি অন্তর আমরা দুইজনে॥
'নারায়ণ' নাম শুনি অজামিল-মুখে।
চারি মহাজন আইল সেই জন দেখে॥
আমি দেখিলাঙ তোমা' রক্ত পাড়ি অঙ্গে।
সাঙ্গোপাঙ্গ, অস্ত্র, পারিষদ সব সঙ্গে॥
গোপ্য করি রাখিছিলা এ সব মহিমা।
এবে ব্যক্ত হৈল প্রভু মহিমার সীমা॥
এবে সে হইল বেদ মহাবলবন্ত।
এবে সে বড়াঞি করি গাইব অনন্ত॥
এবে সে বিদিত হইল গোপ্য-গুণগ্রাম।
'নির্লক্ষ্য উদ্ধার' প্রভু! ইহার সে নাম।
যদি বল কংস আদি যত দৈত্যগণ।
তাহারাও দ্রোহ করি পাইল মোচন॥
কত লক্ষ্য আছে তথি দেখ নিজমনে।
নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে॥
তোমা' সনে যুঝিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে।
ভয়ে তোমা' নিরবধি চিন্তিলেক মর্ম্মে॥
তথাপি নারিল দ্রোহ-পাপ এড়াইতে।
পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে॥
তোমারে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িলা।
তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিলা?
আমারে পরশে' এবে ভাগবতগণে।
ছায়া ছুঞি যে জন করিলা গঙ্গাস্নানে॥
সর্ব্বমতে প্রভু তোর এ মহিমা বড়।
কাহারে ভাণ্ডবে সভে জানিলেক দঢ়॥
মহাভক্ত গজ-রাজ করিল স্তবন।
একান্তশরণ দেখি করিলা মোচন॥
দেবে সে উপমা নহে অসুরা পুতনা।
অঘ বক আদি যত, কেহ নহে সীমা॥
ছাড়িয়া সে দেহ তারা গেল দিব্যগতি।
বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শকতি॥
যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে।
সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে॥
যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার।
কারো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সুভাকার॥
নির্লক্ষ্যে তারিলা ব্রহ্মদৈত্য দুইজন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ॥"
বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই মাধাই।
এমত অপূর্ব্ব করে চৈতন্যগোসাঞি॥
যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব্ব দেখিয়া।
যোড় হস্তে সভে স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া॥
"যে স্তুতি করিল প্রভু এ দুহ মগুপে।
তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে॥
তোমার অচিন্ত্য শক্তি কে বুঝিতে পারে।
যখন যেরূপে কৃপা করহ যাহারে॥"

প্রভু বোলে "এ দুই মত্তপ নহে আর।
আজি হইতে এই দুই সেবক আমার॥
সভে মিলি অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে॥
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ।
ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
সভার চরণ ধরি পড়িলা তথাই॥
সর্ব্ব মহা-ভাগবত কৈল আশীর্ব্বাদ।
জগাই-মাধাই হইল নির অপরাধ॥
প্রভু বোলে "উঠ উঠ জগাই মাধাই।
হইলা আমার দাস আর চিন্তা নাই॥
তুমি দুই যত কিছু করিলে স্তবন।
পরম সুসত্য কিছু না হয় খণ্ডন॥
এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয়।
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয়॥
তো সভার যত পাপ মুঞি নিল সব।
সাক্ষাতে দেখহ ভাই! এই অনুভব।"
দুই জনের শরীরে পাতক নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়-আকার॥
প্রভু বোলে "তোমরা আমারে দেখ কেন?"
অদ্বৈত বোলয়ে "শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন॥"
অদ্বৈত-প্রতিভা শুনি হাসে বিশ্বম্ভর।
"হরি" বলি ধ্বনি করে সব অনুচর॥
প্রভু বোলে "কাল দেখ এ দুইর পাতকে।
কীর্ত্তন করহ সব যাউক নিন্দকে॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সভার উল্লাস।
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন পরকাশ॥
নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
বেড়িয়া বৈষ্ণব সব যশ গায় রঙ্গে॥
নাচয়ে অদ্বৈত, যার লাগি অবতার।
যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার॥
কীর্ত্তন করয়ে সভে দিয়া করতালি।
সভাই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী॥
প্রভু প্রতি মহানন্দে কারো নাহি ভয়।
প্রভু সঙ্গে কত লক্ষ ঠেলা ঠেলি হয়॥
বধূ-সঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে।
বাসয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে॥

সভেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ।
কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস॥
যার অঙ্গ পরশিতে রমা পায় ভয়।
সেপ্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মত্তপে নাচয়॥
মত্তপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভী পাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপ-লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥
এই দস্যু দুই মহা-ভাগবত করি।
গণের সহিত নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
বসিলা চৌদিকে বেড়ি বৈষ্ণব-মণ্ডল॥
সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ।
তথাপি সভার অঙ্গ নির্ম্মল-গেয়ান॥
পূর্ব্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
হাসিয়া সভারে বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
"এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুয়ের পাপ মুঞি লইলুঁ আপনে॥
সর্ব্ব দেহে মুঞি করোঁ বোলোঁ চলোঁ খাঙ।
তবে দেহ পাত যবে মুঞি চলি যাঙ॥
যে দেহেতে অল্প-দুঃখে জীব ডাক ছাড়ে।
মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে॥
তবে যে জীবের দুঃখ— করে অহঙ্কার।
'মুঞি করোঁ বোলোঁ' বলি পায় মহামার॥
এতেক যতেক কৈল এই দুই জন।
করিলাঙ আমি ঘুচাইলাঙ আপনে॥
ইহা জানি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদদৃষ্ট্যে যেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর যে হয় আমার।
এ দুয়েরে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু আছে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুয়েরে বট মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥"
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই মাধাই প্রতি করে প্রণামে॥

প্রভু বোলে "শুন সব ভাগবতগণে।
চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণে॥
সর্ব্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালা-ধর।
কীর্ত্তন-আনন্দে যত ভাগবতগণ।
শিশুপ্রায় চঞ্চলচরিত্র সর্ব্বক্ষণ॥
মহাভব্য বৃদ্ধ সব সেহ শিশুমতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥
গঙ্গাস্নান-মহোৎসব কীর্ত্তনের শেষে।
প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে॥
জল দেয় প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবের গায়।
কেহ নাহি পারে সভে হারিয়া পলায়॥
জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে।
কতক্ষণ যুদ্ধ করি সভে দেয় ভঙ্গে॥
ক্ষণে কেলি অদ্বৈতগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দে।
ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে॥
শ্রীগর্ভ সদাশিব মুরারি শ্রীমান।
পুরুষোত্তম মুকুন্দ সঞ্জয় বুদ্ধিমন্তখান॥
বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস জগদীশ নাম।
গোপীনাথ হরিদাস গরুড় শ্রীমান্॥
গোবিন্দ শ্রীধর কৃষ্ণানন্দ কাশীশ্বর।
জগদানন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীশুক্লাম্বর॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ।
অন্যোন্যে সর্ব্বজন জলকেলি করে॥
পরানন্দরসে কেহ জিনে কেহ হারে।
গদাধর-গৌরাঙ্গে মিলিয়া জলকেলি।
নিত্যানন্দে-অদ্বৈতে খেলয়ে দোঁহে মিলি॥
অদ্বৈত-নয়নে নিত্যানন্দ কুতুহলী॥
নির্ঘাত করিয়া জল দিল মহাবলী॥
দুই চক্ষু অদ্বৈত মিলিতে নাহি পারে।
মহাক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে।
নিত্যানন্দ-মদ্যপে করিল চক্ষু কাণ।
কোথা হইতে মদ্যপেয় হইল উপস্থান॥
শ্রীনিবাসপণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূতে আনি দিল ঠাঞি॥
শচীর নন্দন চোরা এত কর্ম্ম করে।
নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে॥"

নিত্যানন্দ বোলে "মুখে নাহি বাস লাজ।
হারিলে আপনে আর কন্দলে কি কাজ॥"
গৌরচন্দ্র বোলে 'একবারে নাহি জানি।
তিনবার হইলে সে হারজিত মানি॥"
আর বার জলযুদ্ধ অদ্বৈত নিতাই।
কৌতুক লাগিয়া এক দেহ দুই ঠাঞি॥
দুই জনে জলযুদ্ধ কেহ নাহি পারে।
এক বার জিনে কেহ আর বার হারে॥
আর বার নিত্যানন্দ সংভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু ব্রাহ্মণ-বধিয়া॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খায় বুলে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহ না জানে কোথাত॥
পিতামাতা গুরু নাহি জানি যে কিরূপ।
খায় পরে সকল বোলায় অবধূত॥"
নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু গণসহ হাসে॥
"সংহারিমু সকল মোহার দোষ নাই।"
এত বলি ক্রোধে জলে আচার্য্যগোসাঞি॥
আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।
ক্রোধে তত্ত্ব কহে হেন শুনি কুবচন॥
হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।
ভিন্ন জ্ঞানে নিন্দে বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥
নিত্যানন্দ গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।
সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে॥
সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতুহলী।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলাকোলী॥
মহা-মত্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র-রসে।
সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে॥
হেন মতে জলকেলী কীর্ত্তনের শেষে।
প্রতি রাত্রি সভা লঞা করে প্রভু রসে॥
এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।
সবে দেখে দেবগণ সঙ্গোপে তথাই॥
সর্ব্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গাস্নান করি।
কূলে উঠি উচ্চ করি বোলে "হরি হরি"॥
সভারে দিলেন মালা প্রসাদ চন্দন।
বিদায় হইলা সভে করিতে ভোজন॥

জগাই মাধাই সমর্পিল সভাস্থানে।
আপন গলার মালা দিল দুইজনে॥
গৃহে আসি প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।
তুলসীর করিলেন চরণ বন্দন॥
ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।
নৈবেদ্যান্ন আনি মায়ে করিলা গোচর॥
সর্ব্ব ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন॥
পরম-সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।
মুখ শুদ্ধি করি দ্বারে বসিলা আসিয়া॥
বধূ-সঙ্গে দেখে আই নয়ন ভরিয়া।
মহানন্দ-সাগরে শরীর ডুবাইয়া॥
আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে।
সহস্র-বদন প্রভু যদি শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যেই বলিবেক আই।
আই-শব্দ প্রভাবেও তার দুঃখ নাই॥
পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্মাতা।
নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা॥
বিশ্বম্ভর চলিলেন করিতে শয়ন।
তখন বিদায় হন গুপ্ত-দেবগণ॥
চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে।
সেই প্রভু অনুগ্রহে বোলে কারো স্থানে॥
কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বম্ভর।
সম্মুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর॥
"ওই খানে থাক" প্রভু বোলয়ে আপনে।
"চারি পাঁচ মুখ গুলা লোটায় অঙ্গনে॥
পাড়িয়া আছয়ে যত নাহি লেখা-জোখা।
তোমরা কি এ গুলার সভে পাও দেখা?"
করযোড় করি বোলে সব ভক্তগণ।
"ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন॥
আমরা সভার কোন শক্তি দেখিবার।
বিনে প্রভু তুমি দিলে দৃষ্টি-অধিকার॥"
এসব অদ্ভুত চৈতন্যের গুপ্তকথা।
সর্ব্ব-সিদ্ধি হয় ইহা শুনিলে সর্ব্বথা॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাঙ্গের স্থানে॥

হেন মতে জগাই-মাধাই-পরিত্রাণ।
করিল শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ॥
সভার করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার।
শূলপাণি-সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
ভাগবত প্রমাণ—তথাপি শীঘ্র মরে॥

তথাহি (ভাঃ ৫।১০।২৫)—

মহদ্বিমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্যদূরাদপি শূলপাণিঃ॥

**অন্বয়ঃ**—স্বকৃতাৎ মহতাং বিমানাৎ মাদৃশঃ শূলপাণিঃ অপি অদূরাৎ হি নঙ্ক্ষ্যতি॥

**অনুবাদ**—সিন্ধুসৌবীরপতি রহূগণ জড়ভরতকে বলিতেছেন—আপনারা ক্রুদ্ধ না হইলেও নিজকৃত মহদবমাননার ফলে মাদৃশ ব্যক্তি শূলপাণির ন্যায় শক্তিশালী হইলেও নিশ্চয় অচিরে বিনষ্ট হয়॥

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
সে জনের অধঃপাত সর্ব্ব-শাস্ত্রে কই॥
সর্ব্ব মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না দিলয়ে ত্রাণ॥
পদ্মপুরাণের এই পরম বচন।
প্রেমভক্তি হয় ইহা করিলে পালন॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে ২৫।১৪)—

সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্॥

**অন্বয়ঃ**—সতাং নিন্দানাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে; যতঃ খ্যাতিং যাতং নাম উ তদ্-বিগর্হাং কথং সহতে?

**অনুবাদ**—সাধুগণের নিন্দা নামের নিকট পরমাপরাধ বিস্তার করে। যে সাধুগণ হইতে (শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা) নাম নিজেই প্রকাশিত হইয়াছেন বা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন হায়! তিনি কেমন করিয়া তাঁহাদিগের নিন্দা সহ্য করিবেন?

যেই শুনে এই দুই দস্যুর উদ্ধার।
তারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র-অবতার

ব্রহ্মদৈত্য-তারণ গৌরাঙ্গ জয় জয়।
করুণা-সাগর প্রভু পরম-সদয়॥
সহজে করুণাসিন্ধু মহা-কৃপাময়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু গুণ মাত্র লয়॥
হেন প্রভু-বিরহে যে পাপীর প্রাণ রহে।
সবে পরমায়ু-গুণ আর কিছু নহে॥
তথাপিহ এই কৃপা কর মহাশয়!
শ্রবণে বদনে যেন তোর যশ লয়॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যথা বৈসে তথা যেন হঙ অনুচর॥
চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে-তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
গণ-সহ প্রভুপাদপদ্মে নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥১৩॥

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়

হেম কিরণিয়া।

গৌরাঙ্গসুন্দর তনু প্রেমভরে ভেল ডগমগিয়া
নাচত ভালি গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥
চতুর্ম্মুখ-পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ।
নিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন॥
আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে।
তানা পুনি ঠাকুরের সভে সেবা করে॥
সর্ব্বদিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।
শয়ন করিলে প্রভু সভে চলে ঘরে॥
ব্রহ্মদৈত্য-দুয়ের সে দেখিয়া উদ্ধার।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার।
"এমত কারুণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে।
এমত জনেরে প্রভু করয়ে উদ্ধারে॥
আজি বড় চিত্তে প্রভু দিলেন ভরসা।
অবশ্য পাইব পার, ধরিলাঙ আশা॥"
এই মত অন্যোন্যে করি কৃষ্ণ-সংকথন।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ॥
প্রভু-স্থানে নিত্য আইসে যম ধর্ম্মরাজ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ॥
চিত্রগুপ্ত স্থানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম।
"কিবা এ দুয়ের পাপ কিবা উপশম?"
চিত্রগুপ্ত বোলে "শুন প্রভু ধর্ম্মরাজ।
এ বিফল পরিশ্রমে কিবা আর কাজ॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি।
তথাপি পাইতে অন্ত শীঘ্র হয় বড়ি॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ।
তথাপি সে শুনিবারে তুমি সে ভাজন॥
এ দুয়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে।
লিখিতে কায়স্থ সব উৎপাত গণয়ে॥
এ দুয়ের পাপ দূত কহে অনুক্ষণ।
তাহা লাগি দূত কত খাইল মারণ।
দূত বোলে 'পাপ করে সেই দুই জনে।
লেখাইতে ভার মোর মোরে মার কেনে?
না লিখিলে শাস্তি হয় হেন লাগি লিখি।
পর্ব্বতপ্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও দুই লাগিয়া।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া॥
তিল মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈল দূর।
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর॥"
কভু নাহি দেখে যম এমত মহিমা।
পাতকি-উদ্ধার যত এই তার সীমা॥
স্বভাব-বৈষ্ণব যম— মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম।
ভাগবত ধর্ম্মের জানয়ে সব মর্ম্ম॥
যখন শুনিলা চিত্রগুপ্তের বচন।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাসরিলা ততক্ষণ॥
পড়িলা মূর্চ্ছিত হৈয়া রথের উপরে।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে॥
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত-আদি যত গণ।
ধরিয়া লাগিলা সভে করিতে ক্রন্দন॥
সর্ব্বদেব রথে যান কীর্ত্তন করিয়া।
রহিল যমের রথ শোকাকুল হৈয়া॥
দুই ব্রহ্ম-অসুরের মোচন দেখিয়া।
সেই গুণ কর্ম্ম সভে চলিলা গাইয়া॥

শঙ্কর-বিরিঞ্চি-শেষ আদি দেবগণ।
নারদাদি গায় সেই দুয়ের মোচন॥
কেহ কারো না জানয়ে আনন্দ-কীর্ত্তনে।
কারুণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দনে॥
রহিয়াছে যম রথে দেখে দেবগণে॥
রহিল সকল রথ যম-রথ স্থানে।
শেষ-অজ-ভব নারদাদি-ঋষিগণে।
দেখে পড়ি আছে যমদেব অচেতনে॥
বিস্মিত হইলা সভে না জানি কারণ।
চিত্রগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ॥
'কৃষ্ণাবেশ' হেন জানি অজ-পঞ্চানন।
কর্ণমূলে সভে মিলি করয়ে কীর্ত্তন॥
উঠিলেন যমদেব কীর্ত্তন শুনিয়া।
চৈতন্য পাইয়া নাচে মহামত্ত হৈয়া॥
উঠিল পরমানন্দ দেব-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন॥
যম-নৃত্য দেখি নাচে সর্ব্ব-দেবগণ।
নারদাদি-সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন॥
দেবগণ-নৃত্য শুন সাবধান হইয়া।
অতি গুহ্য, বেদ ব্যক্ত করিবেন ইহা॥

শ্রীরাগঃ।

নাচই ধর্ম্মরাজ ছাড়িয়া সকল কাজ,
কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।
স্মঙরিয়া শ্রীচৈতন্য, বোলেন ধন্য ধন্য,
পতিত পাবন ধন্যবাণা॥
হুঙ্কার গরজন, মহা পুলকিত প্রেম,
যমের ভাবের অন্ত নাই।
বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,
স্মঙরিয়া গৌরাঙ্গগোসাঞি॥
যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,
আনন্দে পড়িয়া গড়ি যায়।
চিত্রগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,
মালসাট পূরি পূরি ধায়॥
নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,
কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,
কহিয়া তারক-রাম-নামে॥
আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক বান্ধে,
দেখি নিজ প্রভুর মহিমা।
কার্ত্তিক গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,
স্মঙরিয়া কারুণ্যের সীমা॥
নাচয়ে চতুরানন, ভক্তি যার প্রাণধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ ভার্গব দক্ষ, মনু ভৃগু মহা মুখ্য
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার॥
সভে মহা ভাগবত, কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সভে করে ভক্তি-অধ্যাপনা।
বেঢ়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে,
স্মঙরিয়া প্রভুর করুণা॥
দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রহ্মার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধূলি, জগাই মাধাই বলি,
করে বহু দণ্ড পরণামে॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে ধার, অবিরত বহে যার,
সফল হইল ব্রহ্মশাপ॥
প্রভুর মহিমা দেখি, ইন্দ্রদেব বড়
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীট হার,
সুখে পান করি কৃষ্ণ-রস।
চন্দ্র সূর্য্য পবন, কুবের বাহ্নি বরুণ
নাচে সব যত লোকপাল।
সভেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল॥
নাচে সব দেবর্ষে, উলসিত মন-হর্ষে,
ছোট বড় না জানে হরিষে।
কত হয় ঠেলাঠেলী, তবু সভে কুতূহলী,
নৃত্য-সুখ কৃষ্ণের আবেশে॥
নাচে প্রভু ভগবান, অনন্ত যাহার নাম,
বিনতানন্দন করি সঙ্গে।
সকল বৈষ্ণবরাজ, পালন যাঁহার কাজ,
আদিদেব সেহ নাচে রঙ্গে॥
অজ ভব নারদ, শুক-আদি যত দেব,
অনন্ত বেঢ়িয়া সভে নাচে।

গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্রবদন গায় মাঝে ॥
কেহ কান্দে কেহ হাসে, দেখি মহাপরকাশে
কেহ মূর্চ্ছা পায় সেই ঠাঞিরে।
কেহ বোলে "ভাল ভাল, গৌরচন্দ্র-ঠাকুরাল,
ধন্য ধন্য জগাই মাধাইরে॥"
নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশ সুমঙ্গলে,
পূর্ণ হৈল সকল আকাশরে।
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে শুনি,
অমঙ্গল সব গেল নাশরে॥
সত্যলোক আদি জিনি, উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পূরিল পাতালরে।
ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার, বহি নাহি শুনি আর,
প্রকট গৌরাঙ্গ ঠাকুরালরে॥
হেন মহা ভাগবত, সব দেবগণ যত,
কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরেরে।
গৌরাঙ্গ চাঁদের যশ, বিনে আর কোন রস,
কাহারো বদনে নাহি স্ফুরেরে॥
জয় জগতমঙ্গল, প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র
জয় সর্ব্ব-জীবলোকনাথরে।
উদ্ধারিলা করুণাতে ব্রহ্মদৈত্য যেন মতে,
সভা প্রতি কর দৃষ্টিপাতরে॥
জয় দয়ার অবধি, করুণার বারিধি,
প্রেমপূর্ণ কৈল সর্ব্বজনরে।
জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার কর ধন্য,
পতিতপাবন ধন্যবাণারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ প্রভু,
বৃন্দাবন দাস রস গানারে॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে।
যমরাজ-সংকীর্ত্তনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

---

# পঞ্চদশ অধ্যায়।

দেখ গোরাচাঁদের কত ভাতি।
শিব শুক নারদ, ধেয়ানে না পাওত,
সোপহু অকিঞ্চনসঙ্গে দিনরাতি॥ ধ্রু॥

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
অনন্ত অচিন্ত্য লীলা করয়ে সদায়॥
এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।
সিন্ধুমধ্যে চন্দ্র যেন না জানিল মীনে॥
জগাই মাধাই দুই—চৈতন্য কৃপায়।
পরম ধার্ম্মিক রূপে বৈসে নদীয়ায়॥
উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে॥
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ।
নিরবধি 'কৃষ্ণ' বলি করয়ে ক্রন্দন॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার।
কৃষ্ণের সহিত দেখে সকল সংসার॥
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা, তাহা স্মঙরিয়া।
কান্দিয়া ভূমিতে পড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া॥
"গৌরচন্দ্র আরে বাপ পাতিত পাবন।"
স্মঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে।
স্মঙরি চৈতন্য-কৃপা দুই জনে কান্দে॥
সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর॥
আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায়।
তথাপিহ দোঁহে চিত্তে সোয়াস্তি না পায়॥
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দেরে লঙ্ঘিয়া।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা স্মঙরিয়া॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ।
তথাপি মাধাই চিত্তে না পায় প্রসাদ॥
"নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুঞি কৈলুঁ রক্তপাত।"
ইহা বলি নিরন্তর করে আত্মঘাত॥
"যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার।
হেন অঙ্গে মুঞি পাপী করিনু প্রহার॥"
মূর্চ্ছাগত হয় ইহা স্মঙরি মাধাই।
অহর্নিশ কান্দে আর কিছু চিন্তা নাই॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে।
অহর্নিশ নদীয়ায় বুলেন হরিষে॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায়।
অভিমান নাহি সর্ব্ব নগরে বেড়ায়॥
একদিন নিত্যানন্দে নিভৃতে পাইয়া।
পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া॥

প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ।
দন্তে তৃণ ধরি করে প্রভুর স্তবন॥
"বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন।
তুমি সে ফণায় ধর অনন্তভুবন॥
ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর।
তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্ব্বতী-শঙ্কর॥
তোমার সে ভক্তিযোগ তুমি কর দান।
তোমা বহি চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন॥
তোমার সে প্রসাদে গরুড় মহাবলী।
লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই কুতূহলী॥
তুমি সে অনন্ত মুখে কৃষ্ণ-গুণ গাও।
সর্ব্ব ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ভক্তি তুমি সে বুঝাও॥
তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ।
তোমার সে যত কিছু চৈতন্য সম্পদ॥
তোমার সে "কালিন্দী-ভেদন" করি নাম।
তোমা সেবি জনক পাইল দিব্যজ্ঞান॥
সর্ব্ব ধর্ম্মময় তুমি পুরুষ পুরাণ।
তোমারে সে বেদে বলে আদিদেব নাম॥
তুমি সে জগতপিতা মহা-যোগেশ্বর।
তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা-ধনুর্দ্ধর॥
তুমি সে পাষণ্ডক্ষয় রসিক-আচার্য্য।
তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব্ব কার্য্য॥
তোমারে সে সেবি পূজ্যা হইলা মহামায়া।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা' পদছায়া॥
তুমি চৈতন্যের ভক্ত তুমি মহা-ভক্তি।
যত কিছু চৈতন্যের তুমি সর্ব্ব-শক্তি॥
তুমি সঙ্গী তুমি সখা তুমি সে শয়ন।
তুমি চৈতন্যের ছত্র তুমি প্রাণধন॥
তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর।
তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার॥
তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ।
তুমি সে সংহার সর্ব্ব-পাষণ্ডের প্রাণ॥
তুমি সে করহ সর্ব্ব-বৈষ্ণবের রক্ষা।
তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম করাহ যে শিক্ষা॥
তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজদেবে।
তোমারে সে রেবতী বারুণী সদা সেবে॥
তোমার সে ক্রোধে মহারুদ্র-অবতার।
সেই দ্বারে কর সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (২।৫।১৯—
"সঙ্কর্ষণাত্মকো রুদ্রোনিষ্ক্রম্যাত্তি জগত্রয়ং॥"

**অন্বয়ঃ।**—সঙ্কর্ষণাত্মকঃ রুদ্রঃ (যস্য বক্ত্রাৎ) নিষ্ক্রম্য জগত্রয়ং অত্তি॥

**অনুবাদ।**—কল্পান্তে ইহাঁরই মুখ হইতে সঙ্কর্ষণাত্মক রুদ্র নির্গত হইয়া ত্রিগজৎ গ্রাস করেন॥

সকল করিয়া তুমি কিছু নহি কর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ! তুমি বক্ষে ধর॥
পরম কোমল সুখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ-যশের বিহার॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুঞি করিলু প্রহার।
মুঞি হেন দারুণ পাতকী নাহি আর॥
পার্ব্বতী-প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পূজয়ে শিব জীবন করিয়া॥
যে অঙ্গ পূজনে সর্ব্ব-বন্ধবিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ॥
চিত্রকেতু মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
সুখে-বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য হইয়া॥
হেন অঙ্গ মুঞি পাপী করিলুঁ লঙ্ঘন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ॥
সেবিয়া যে অঙ্গ শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ হয়॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
আর মোর কুশল নাহি সে অঙ্গ লঙ্ঘিল॥
লঙ্ঘনের কি দায় যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের-শ্যালক রুক্মা ত্যজিল জীবনে॥
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসন পাইয়াও সূত।
তোমা দেখি না উঠিল হেল ভস্মীভূত॥
যার অপমান করি রাজা দুর্য্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল নহিল রক্ষণ॥
যার অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
মুঞি দারুণের কোন লোকে হৈব বাস॥"
বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
বক্ষে দিয়া শ্রীচরণ পড়িল তথাই॥

"যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
পতিতের ত্রাণ লাগি যাহার প্রকাশ॥
শরণাগতেরে বাপ কর পরিত্রাণ।
মাধাইর তুমি সে জীবন ধন প্রাণ॥
জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
জয় নিত্যানন্দ—সর্ব্ব বৈষ্ণবের ধন॥
জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে জুয়ায়॥
দারুণ চণ্ডাল মুঞি কৃতঘ্ন গো-খর।
সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর॥"
মাধাইর কাকু প্রেম শুনিয়া স্তবন।
হাসি নিত্যানন্দ রায় বলিলা বচন॥
"উঠ উঠ মাধাই আমার তুমি দাস।
তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ॥
শিশু পুত্র মারিলে কি বাপ দুঃখ পায়।
এই মত তোমার প্রহার মোর গায়॥
তুমি যে করিলা স্তুতি ইহা যেই শুনে।
সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে॥
আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহ পাত্র।
আমাতে তোমার দোষ নাহি তিল মাত্র॥
যে জন চৈতন্য ভজে সে আমার প্রাণ।
যুগে যুগে তার আমি করি পরিত্রাণ॥
না ভজে চৈতন্য যবে মোরে ভজে গায়।
মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায়॥"
এত বলি তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
সর্ব্ব দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন॥
পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
"আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন॥
সর্ব্ব-জীব হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
সেই সব জীব হিংসা করিয়াছি আমি॥
কায় বা করিলু হিংসা কারো নাহি চিনি॥
চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি॥
যা সভার স্থানে করিলাম অপরাধ।
কোনরূপে তারা মোরে করিব প্রসাদ॥
যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয়॥"
প্রভু বোলে "শুন কহি তোমার উপায়।
গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায়॥
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
তখন তোমারে সভে করিবে কল্যাণ॥
অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা কার্য্য।
ইহাতে অধিক বা তোমার কোন ভাগ্য॥
কাকু করি সভারে করিহ নমস্কার।
তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার॥"
উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে।
চলিলা প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে॥
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিতে নয়নে পড়ে জল।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে দেখয়ে সকল॥
লোক দেখি করে দণ্ড অপূর্ব্ব গেয়ান।
সভারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম॥
"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলুঁ অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥"
মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে 'গোবিন্দ' সভে করেন স্মরণ।
শুনিল সকল লোকে নিমাই-পণ্ডিত।
জগাই মাধাইর কৈল উত্তম চরিত॥
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
সভে বোলে "নর নহে নিমাই পণ্ডিত।
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন।
নিমাঞি পণ্ডিত সত্য করেন কীর্ত্তন।
নিমাঞি পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
নষ্ট হৈব যে তারে করিব পরিহাস॥
এ দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে॥
প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাঞি পণ্ডিত।
এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত॥"
এই মত নদীয়ার লোকে কহে কথা।
আর লোক না মিশায় নিন্দা হয় যথা॥
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই।
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই॥
নিরবধি গঙ্গা দেখি থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনেই খাটে॥
অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায়।
মাধাইর ঘাট বলি সর্ব্ব লোকে গায়॥
এই মত কত কীর্ত্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্যপ্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার॥

মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
যাহাতে উদ্ধার হুই পরম পাষণ্ড॥
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সভার কারণ।
ইহা শুনি পায় দুঃখ খল সেই জন॥
চারিবেদ-গুপ্ত-ধন চৈতন্যের কথা।
মন দিয়া শুন যে করিল যথা-যথা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
জগাইমাধাই-চরিত্রবর্ণনং নাম
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ॥১৫॥

## ষোড়শ অধ্যায়।

হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
ভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন করেন সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোক জন॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাশুড়ী॥
ঠাকুর-পণ্ডিত-আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে॥
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্পভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই।
নাচিতে নাচিতে প্রভু বোলে ঘনে ঘনে।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে?॥"
সর্ব্বভূত-অন্তর্য্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন করে কুতূহল॥
পুনঃপুনঃ নাচি বোলে "সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঞি?"
সর্ব্ব বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে।
শ্রীবাস চাহিল ঘর সকল আপনে॥
"ভিন্ন কেহ নাহি" বলি করয়ে কীর্ত্তন।
উল্লাস না বাড়ে, প্রভু শ্রীশচী-নন্দন॥
আর বার রহি বোলে "সুখ নাহি পাই।
আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই॥"
মহাত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
'আমা সভা বিনা আর নাহি কোন জন॥
আমরাই কোন বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভু চিত্তে না পায় প্রসাদ॥'
আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘর গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া।
কৃষ্ণাবেশে মহা-মত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি তার কিসের গর্ব্বিত॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিল বাহির॥
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লাসিত বিশ্বম্ভর নাচে তত ক্ষণে॥
প্রভু বোলে "এবে চিত্তে বাসি যে উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্ত্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
মহানন্দে হইল কীর্ত্তন কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহাকুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী॥
চৈতন্যের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে যারে প্রভু দেন অধিকারে॥
এই মত প্রতিদিন হরিসংকীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্র করে নাহি দেখে সর্ব্বজন॥
আর একদিন প্রভু নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস প্রভু চাহে চারি ভিতে॥
প্রভু বোলে "আজি কোন সুখ নাহি পাই
কিবা অপরাধ হইয়াছে কার ঠাঞি॥"
স্বভাব চৈতন্য-ভক্ত আচার্য্য গোসাঞি।
চৈতন্যের দাস্য বই আর ভাব নাই॥
যখন খট্টায় উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চরণ অর্পয়ে সর্ব্বশিরের উপর॥
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
তখন অদ্বৈত সুখ-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
প্রভু বোলে "আর নাড়া তুই মোর দাস।"
তখন অদ্বৈত পায় অনন্ত উল্লাস॥
অনন্ত গৌরাঙ্গতত্ত্ব বুঝনে না যায়।
সেই ক্ষণে ধরে সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায়॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
"কৃষ্ণরে বাপরে তুই মোহার জীবন।"

এমন ক্রন্দন করে পাষাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্যভাবে প্রভু কেলি করে॥
খণ্ডিলে ঈশ্বর-ভাব সভাকার স্থানে।
অসর্ব্বজ্ঞ এ হেন প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে॥
"কিছুনি চাঞ্চল্য মুঞি উপাধিক করোঁ।
বলিহ মোহারে যেন সেইক্ষণে মরোঁ॥
কৃষ্ণ মোর প্রাণধন কৃষ্ণ মোর ধর্ম্ম।
তোমরা মোহার ভাই বন্ধু জন্ম জন্ম॥
কৃষ্ণদাস্য বহি মোর আর নাহি গতি।
বুঝাহ মোহার পাছে হয় আর মতি॥"
ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্গোপন।
হেন প্রাণ নাহি কারো করিব কথন॥
এই মত যখন আপনে আজ্ঞা করে।
তখন সে চরণ স্পর্শিতে সভে পারে॥
নিরন্তর দাস্যভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
চরণের রেণু লয় সম্ভ্রমে উঠিয়া॥
ইহাতে বৈষ্ণব সব দুঃখ পায় মনে।
অতএব সভারে করয়ে আলিঙ্গনে॥
গুরুবুদ্ধি অদ্বৈতেরে করে নিরন্তর।
এতেকে অদ্বৈত দুঃখ পায় বহুতর॥
আপনেও সেবিতে সাক্ষাতে নাহি পায়।
উলটীয়া আরো প্রভু ধরে দুই পায়॥
যে চরণ মনে চিন্তে সে হইল সাক্ষাতে।
অদ্বৈতের ইচ্ছা থাকে সদাই তাহাতে॥
সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ।
তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ॥
ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মূর্চ্ছা পায়।
তখনে অদ্বৈত চরণের পাছে যায়॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে।
পাখালে চরণ দুই নয়নের জলে॥
কখনো বা মুছিয়া পুছিয়া লয় শিরে।
কখন বা ষড়ঙ্গ বিহিত পূজা করে॥
এহো কর্ম্ম অদ্বৈত করিতে পারে মাত্র।
প্রভু করিয়াছে যারে মহা মহা-পাত্র॥
অতএব অদ্বৈত সভার অগ্রগণ্য।
সকল বৈষ্ণব বোলে "অদ্বৈত সে ধন্য॥"
অদ্বৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা।
এ রহস্য নাহি জানে দুষ্ট যত জনা॥

একদিন মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর নাচে।
আনন্দে অদ্বৈত তান বুলে পাছে পাছে॥
হইল প্রভুর মূর্চ্ছা অদ্বৈত দেখিয়া।
লেপিল চরণ-ধূলা অঙ্গে লুকাইয়া॥
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌররায়।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায়॥
প্রভু কহে "চিত্তে কেন না বাসোঁ প্রকাশ।
কার অপরাধে মোর না হয় উল্লাস॥
কোন চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি॥
কেহ নাকি লইয়াছে মোর পদধূলী।
সভে সত্য কহ চিন্তা নাহি আমি বলি॥"
অন্তর্য্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ।
ভয়ে মৌন সভে কিছু না বলে বচন॥
বলিলে অদ্বৈত-ভয় না বলিলে মরি।
বুঝিয়া অদ্বৈত বোলে যোড়হস্ত করি॥
"শুন বাপ চোরে যদি সাক্ষাতে না পায়।
তবে তার অগোচরে লইতে জুয়ায়॥
মুঞি চুরি করিয়াছোঁ মোরে ক্ষম' দোষ।
আর না করিব যদি তোর অসন্তোষ॥"
অদ্বৈতের বাক্যে মহাক্রুদ্ধ বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত মহিমা ক্রোধে বোলয়ে বিস্তর॥
"সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার॥
তথাপিও চিত্তে নাহি বাস প্রতিকার॥
সংহারের অবশেষে সভে আছি আমি।
মোরে সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি॥
তপস্বী সন্ন্যাসী যোগী জ্ঞানী খ্যাতি যার।
কাহারে না কর তুমি শূলেতে সংহার?
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা স্থানে।
তাহার সংহার কর ধরিয়া চরণে॥
মথুরানিবাসী এক পরম বৈষ্ণব।
তোমার দেখিতে আইল চরণবৈভব॥
তোমা দেখি কোথা সে পাইবে বিষ্ণুভক্তি
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন শক্তি॥
লইয়া চরণধূলি তারে কৈলে ক্ষয়।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দ্দয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত আছে ভক্তিযোগ।
সকল তোমারে কৃষ্ণ দিল উপভোগ॥

তথাপিও তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-স্থানে।
ক্ষুদ্র-সংহারিতে কৃপা নাহি বাস' মনে॥
মহা ডাকাইত তুমি চোরে মহা-চোর।
তুমি সে করিলা চুরি প্রেম-সুখ মোর॥"
এইমত ছলে কহে সুসত্য বচন।
শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ॥
"তুমি সে করিলা চুরি আমি কি-না পারি।
হের দেখ চোরের উপরে করোঁ চুরি॥"
এত বলি অদ্বৈতেরে আপনে ধরিয়া।
লোটয়ে চরণ-ধুলি হাসিয়া হাসিয়া॥
মহাবলী গৌরসিংহ অদ্বৈত না পারে।
অদ্বৈত-চরণ প্রভু ঘসে নিজ শিরে॥
চরণ ধরিয়া বক্ষে অদ্বৈতেরে বোলে।
"হের দেখ চোর বান্ধিলাঙ নিজ কোলে॥
করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার।
বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "সত্য কহিলা আপনি।
তুমি সে গৃহস্থ আমি কিছুই না জানি॥
প্রাণ বুদ্ধি মন দেহ সকল তোমার।
কে রাখিবে প্রভু তুমি করিলে সংহার॥
হরিষের দাতা তুমি তুমি দেহ তাপ।
তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ॥
নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা নগরে।
তোমার-চরণধন প্রাণ দেখিবারে॥
তুমি তা সভার লও চরণের ধূলি।
সে সব কি করে প্রভু সেই আমি বলি॥
কি দায় চরণ-ধূলী সে রহুক পাছে।
কাটিলে তোমার শাস্তা কোন জন আছে॥
আপনার সেবক আপনে যবে খাও।
কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি চাও॥
কি দায় চরণধূলী সে রহুক পাছে।
কাটিতে তোমার শাস্তা কোন জন আছে॥
তবে যে এমত কর নহে ঠাকুরালী।
আমার সংহার হয়, তুমি কুতুহলী॥
তোমার সে দেহ তুমি রাখ বা সংহার।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু তাই তুমি কর॥"
বিশ্বম্ভর বোলে "তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী।
এতেকে তোমার চরণের সেবা করি॥
তোমার চরণধূলী সর্ব্বাঙ্গে লেপিলে।
ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণ-প্রেমরস-জলে॥
বিনা তুমি দিলে ভক্তি কেহ নাহি পায়।
তোমার সে আমি হেন জান সর্ব্বথায়॥
তুমি আমা যথা বেচ তথাই বিকাই।
এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঞি॥
অদ্বৈতের প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
অপূর্ব্ব চিন্তয়ে মনে সকল বৈষ্ণব॥
সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহাপুরুষে।
কোটী মোক্ষ তুল্য নহে এ কৃপার লেশে॥
কদাচিৎ এ প্রসাদ শঙ্করে সে পায়।
যাহা করে অদ্বৈতেরে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
আমারাও ভাগ্যবন্ত হেন ভক্ত-সঙ্গে।
এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব্ব অঙ্গে
হেন 'ভক্ত' অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ম্ম-দোষে॥
সে কালে যে হৈল কথা সেই সত্য হয়।
না মানে বৈষ্ণব-বাক্য সেই যায় ক্ষয়॥
"হরিবোল" বলি উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়ি সব গায় অনুচর॥
অদ্বৈত আচার্য্য মহা আনন্দে বিহ্বল।
মহা-মত্ত হই নাচে পাসরি সকল॥
তর্জ্জে গর্জ্জে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত।
ভ্রুকুটি করিয়া নাচে শান্তিপুর নাথ॥
"জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী।"
অহর্নিশ গায় সভে হই কুতুহলী॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-বিহ্বল।
তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে সকল কুশল॥
সাবধানে চতুর্দ্দিগে দুই হস্ত তুলি।
পড়িতে চৈতন্য ধরি রহে মহাবলী॥
অশেষ-আবেশে নাচে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
তাহা বর্ণিবার শক্তি কে ধরে জিহ্বায়?
সরস্বতী-সহিতে আপনে বলরাম।
সেই সে ঠাকুর গায় পূরি মনস্কাম॥
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা হয় ক্ষণে মহাকম্প।
ক্ষণে তৃণ লয় করে, ক্ষণে মহা-দম্ভ॥
ক্ষণে হাস ক্ষণে শ্বাস ক্ষণে যা বিলাস।
এইমত প্রভুর ভাবের পরকাশ॥

বীরাসন করিয়া ঠাকুর ক্ষণে বৈসে।
মহা-অট্ট-অট্ট করি মাঝে প্রভু হাসে॥
ভাগ্যঅনুরূপ কৃপা করয়ে সভারে।
ডুবিলা বৈষ্ণব সব আনন্দসাগরে॥
সম্মুখে দেখয়ে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
অনুগ্রহ করে তারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
সেই শুক্লাম্বরের শুনহ কিছু কথা।
নবদ্বীপে বসতি প্রভুর জন্ম যথা॥
পরম স্বধর্ম্মরত পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত॥
নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা করি অহর্নিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে॥
ভিখারী করিয়া জ্ঞান লোকে নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি করয়ে ভিক্ষাটনে॥
ভিক্ষা করি দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তবে খায়॥
কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে।
বেড়ায় বলিয়া কৃষ্ণ সকল ভবনে॥
চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে?
যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে॥
পূর্ব্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
সেই মত শুক্লাম্বর বিষ্ণু-ভক্তি-ধর॥
সেই মত কৃপাও করিলা বিশ্বম্ভর।
যে রহে চৈতন্যনৃত্যে বাড়ীর ভিতর॥
বসিয়া আছয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে।
ঝুলি কান্ধে শুক্লাম্বর নাচে কান্দে হাসে॥
শুক্লাম্বর দেখিয়া গৌরাঙ্গ কৃপাময়।
"আইস আইস" করি প্রভু বোলয়ে সদায়॥
"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষুধর্ম্ম॥
আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি খাই॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি খাই তোর।
পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর॥"
এত বলি হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর।
মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায় বিশ্বম্ভর॥
শুক্লাম্বর বোল "প্রভু কৈলা সর্ব্বনাশ।
এ তণ্ডুলে ক্ষুদকণ বহুত প্রকাশ॥

প্রভু বোলে "তোর ক্ষুদ কণ মুঞি খাঙ।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাঙ॥"
স্বতন্ত্র পরমানন্দ ভক্তের জীবন।
চিবায় তণ্ডুল কে করিবে নিবারণ॥
প্রভুর কারুণ্য দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিরে হাত দিয়া সভে করেন ক্রন্দন॥
না জানি কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া
সভেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের ক্রন্দন।
শিশু-বৃদ্ধ আদি করি কান্দে সর্ব্বজন॥
দন্তে তৃণ করে কেহ, কেহ নমস্করে।
কেহ বোলে "প্রভু কভু না ছাড়িবা মোরে
গড়াগড়ি যায়েন সুকৃতি শুক্লাম্বর।
তণ্ডুল খায়েন সুখে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥
প্রভু বোলে "শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেমসেবক আমার॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেম-ভক্তি দান।
নিশ্চয় জানহ প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ॥"
শুক্লাম্বরে বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল।
"জয় জয় হরিধ্বনি" করিল সকল॥
কমলানাথের ভৃত্য ঘরে ঘরে মাগে।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোন্ মহাভাগে॥
দশ ঘরে মাগিয়া তণ্ডুল বিপ্র পায়।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায়॥
মুদ্রার সহিত নৈবেদ্যের যেন বিধি।
বেদরূপে আপনে বলিল গুণনিধি॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে॥
শুক্লাম্বর তণ্ডুল ইহার পরমাণ।
অতএব সকল বিধির 'ভক্তি' প্রাণ॥
যত বিধিনিষেধ সকলি ভক্তি-দাস।
ইহাতে যাহার দুঃখ সেই যায় নাশ॥
ভক্তি বিধি-মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥

স্তুতি নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে।
তথাপি তণ্ডুল প্রভু খাইলা যতনে॥
বিষয়মদান্ধ-সব এ মর্ম্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল মদে বৈষ্ণব না চিনে॥
দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে।
তার পূজা বিত্ত কভু কৃষ্ণেরে না বাসে॥

তথাহি ( ভাং ৪।৩১।২১ )—

নভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু॥

অন্বয়ঃ।—শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈঃ যে অকিঞ্চনেষু সৎসু পাপং বিদধতি, অধনাত্মধনপ্রিয়ঃ রসজ্ঞঃ সঃ হরিঃ ( তেষাং ) কুমনীষিণাং ইজ্যাং ন ভজতি॥

অনুবাদ।—মহর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে উপদেশ দিতেছেন। যাহারা বেদবিদ্যা সম্পত্তি বংশগৌরব ও সৎকর্ম্মাদির অভিমানরূপ-মত্ততাহেতু অকিঞ্চন সাধুগণের প্রতি পাপাচরণ করে ভক্তবশীভূত প্রেমরসজ্ঞ শ্রীহরি সেই দুষ্টবুদ্ধিগণের পূজা গ্রহণ করেন না। যেহেতু যাঁহারা নির্দ্ধন হইলেও আত্মরূপী ভগবানকেই একমাত্র ধনরূপে বিবেচনা করেন শ্রীহরির তাঁহারা অতিশয় প্রিয়॥

"অকিঞ্চন-প্রাণ-কৃষ্ণ" সর্ব্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই তাহারে দেখায়
শুক্লাম্বর-তণ্ডুলভোজন যেই শুনে।
সেহ প্রেম-ভক্তি পায় চৈতন্যচরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শুক্লাম্বর-তণ্ডুলভোজনং নাম
যোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

# সপ্তদশ অধ্যায়।

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর॥
গূঢ়রূপে সংকীর্ত্তন করে নিরন্তর॥
যখন করেন প্রভু নগর ভ্রমণ।
সর্ব্বলোক দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন॥
ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময়!
বিদ্যা-বল দেখি পাষণ্ডীও করে ভয়॥
ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিদ্যার আদান।
ভট্টাচার্য্য-প্রতিও নাহিক তৃণ জ্ঞান॥
নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে।
গূঢ়রূপে থাকয়ে সেবক সব সঙ্গে॥
পাষণ্ডী সকল বোলে "নিমাঞি পণ্ডিত
তোমারে৭ রাজ-আজ্ঞা আইসে ত্বরিত॥
লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীর্ত্তন।
দেখিতে না পায় লোক শাপে অনুক্ষণ॥
মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল।
সুহৃদ্ জ্ঞানে সেই কথা তোমারে কহিল॥"
প্রভু বোলে "অস্তু অস্তু এ সব বচন।
মোর ইচ্ছা আছে করোঁ রাজ দরশন॥
পঢ়িলুঁ সকল শাস্ত্র অল্পপ-বয়সে।
শিশুজ্ঞান করি মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে॥
মোরে খোঁজে হেন জন কোথাও না পাঙ।
যেবা জন মোরে খোঁজে মুঞি তাহা চাঙ॥"
পাষণ্ডী বোলয়ে "রাজা চাহে কীর্ত্তন।
না করে পণ্ডিত-চর্চ্চা রাজা সে যবন॥"
তৃণ জ্ঞান পাষণ্ডীরে ঠাকুর না করে।
আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে॥
প্রভু বোলে "হেল আজি পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
সংকীর্ত্তন কর সভে দুঃখ যাউ নাশ॥"
নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
চতুর্দ্দিকে বেঢ়ি গায় সব অনুচর॥
রহিয়া রহিয়া বোলে "আরে ভাই সব।
আজি মোর নহে কেনে প্রেম-অনুভব॥
নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ।
এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ॥
তোমা সভা স্থানে বা হইল অবমান।
অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ॥"

মহাপাত্র অদ্বৈত ভ্রূকুটি করি নাচে।
"কেমতে হইবে প্রেম নাড়া শুষিয়াছে॥
মুঞি নাহি পাঙ প্রেম না পায় শ্রীবাস।
তিলি মালি সনে কর প্রেমের বিলাস॥
অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস।
আমি সে বাহির আর পণ্ডিত শ্রীবাস॥
আমি সব নহিলাম প্রেম-অধিকারী।
অবধুত আজি আসি হইল ভাণ্ডারী॥
যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ গোসাঞি।
শুষিব সকল প্রেম মোর দোষ নাই॥"
চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞি।
কি বোলয়ে কি করয়ে কিছু স্মৃতি নাই॥
সর্ব্ব-মতে কৃষ্ণ ভক্তমহিমা বাড়ায়।
ভক্তগণে যথা বেচে তথায় বিকায়॥
যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে।
সে যে বাক্য বলিবেক কি বিচিত্র তারে॥
নানারূপে ভক্তি বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র।
কে বুঝিতে পারে তান অনুগ্রহ দণ্ড॥
ঠাকুর-বিষাদে না পাইয়া প্রেম-সুখ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অদ্বৈত কৌতুক॥
অদ্বৈতের বাক্য শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আর কিছু না করিল তার প্রত্যুত্তর॥
সেই মতে রড় দিয়া ঘুচাইলা দ্বার।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ হরিদাস তার॥
'প্রেমশূন্য শরীর থুইয়া কিবা কাজ।'
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ॥
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিল পাছে॥
আথেব্যাথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে॥
দুইজনে ধরিয়া তুলিয়া লঞা তারে।
প্রভু বোলে "তোমরা ধরিলে কিসের তরে॥
কি কাজে রাখিব প্রেমরহিত জীবন।
কি জন্য বা তোমরা ধরিলে দুইজন?"
দুই জনে মহা কম্প—'আজি কিবা ফলে'।
নিত্যানন্দ-দিগ চাহি গৌরচন্দ্র বোলে॥
"তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভার?"
নিত্যানন্দ বোলে "কেনে যাহ মরিবার॥"
প্রভু বোলে "জানি তুমি পরম বিহ্বল।"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু ক্ষমহ সকল॥
যার শাস্তি করিবারে পার সর্ব্বমতে।
তার লাগি চল নিজ শরীর ছাড়িতে॥
অভিমানে সেবকেরা বলিল বচন।
প্রভু তা লইবে কি ভৃত্যের জীবন॥"
প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল।
যার প্রাণধন বন্ধু চৈতন্য সকল॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ হরিদাস।
কার স্থানে কর পাছে আমার প্রকাশ॥
আমা' না দেখিলা বলি বলিবা বচন॥
আমার আজ্ঞা এই করিবা পালন॥
মুঞি আজি সঙ্গোপে থাকিব এক ঠাঞি।
কারো পাছে কহ যদি মোর দোষ নাই॥"
এই বলি প্রভু নন্দনের ঘরে যায়।
এই দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজ্ঞায়॥
ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ।
দুঃখময় হৈল সভে শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ॥
পরম-বিরহে সভে করেন ক্রন্দন।
কেহ কিছু না বোলয়ে পোড়ে সর্ব্বমন॥
সভার উপর যেন হৈল বজ্রপাত।
মহা-অপরুদ্ধ হৈল শান্তিপুর-নাথ॥
অপরুদ্ধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে।
উপবাস করি গিয়া থাকিলেন গৃহে॥
সভেই চলিলা ঘরে শোকাকুল হৈয়া।
গৌরাঙ্গ চরণ-ধন হৃদয়ে বান্ধিয়া॥
ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে।
বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখট্টার উপরে॥
নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল॥
সত্বরে দিলেন আনি নূতন বসন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচীনন্দন॥
প্রসাদ চন্দন মালা দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ।
চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ॥
কর্পূর-তাম্বূল আনি দিলেন শ্রীমুখে।
ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ সুখে॥
পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায়।
সুকৃতি নন্দন বসি তাম্বূল যোগায়॥

প্রভু বোলে "মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গোপন।"
নন্দন বোলয়ে "প্রভু এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার ভিতর॥
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে॥
যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু মাঝে।
সে কেমনে লুকাইব বাহির সমাজে॥
নন্দন-আচার্য্য বাক্য শুনি প্রভু হাসে।
বঞ্চিলেন নিশি প্রভু নন্দন-আবাসে॥
ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ কথা-রঙ্গে।
সর্ব্ব রাত্রি গোঙাইলা ঠাকুরের সঙ্গে॥
ক্ষণ প্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথারঙ্গে।
প্রভু দেখে দিবস হইল পরকাশে॥
অদ্বৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর।
শেষে অনুগ্রহ মনে বাঢ়িল প্রচুর॥
আজ্ঞা কৈল প্রভু, নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া।
"একেশ্বর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া॥"
সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের স্থানে।
আইলা শ্রীবাসে লঞা প্রভু যেই খানে॥
প্রভু দেখি ঠাকুর পণ্ডিত কাঁদে প্রেমে।
প্রভু বোলে "চিন্তা কিছু না করিহ মনে॥"
সদয় হইয়া তারে জিজ্ঞাসে আপনে।
"আচার্য্যের বার্ত্তা কহ আছেন কেমনে॥"
"আরো বার্ত্তা লও" বোলে পণ্ডিত শ্রীবাস।
"আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস॥
আছিবারে আছে প্রভু সবে দেহ মাত্র।
দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ॥
অন্য জন হইলে কি আমরাই সহি।
তোমার সে সভেই জীবন প্রভু বহি॥
তোমা বিনা কালি প্রভু সভার জীবন।
মহাশোচ্য বাসিলাঙ আছে কি কারণ॥
যেন দণ্ড করিলা বচন অনুরূপ।
এখনে আসিয়া হও প্রসন্ন-শ্রীমুখ॥"
শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময়।
চলিলা আচার্য্য প্রতি হইয়া সদয়॥
মূর্চ্ছাগত আসি প্রভু দেখে দেখে আচার্য্যেরে
মহা-অপরাধী হেন মানে আপনারে॥

প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহঙ্কারে।
পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে॥
দেখিয়া সদয় প্রভু বোলয়ে উত্তর।
"উঠহ আচার্য্য হের, আমি বিশ্বম্ভর॥"
লজ্জায় অদ্বৈত কিছু না বোলে বচন।
প্রেমযোগে মনে চিন্তে' প্রভুর চরণ॥
আর বার বোলে প্রভু "উঠহ আচার্য্য।
চিন্তা নাহি, উঠি কর আপনার কার্য্য॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু করাইলা কার্য্য।
যত কিছু বোল মোরে সব প্রভু বাহ্য।
মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি।
অহঙ্কার দিয়া মোরে করাহ দুর্গতি॥
সভাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্য ভাব।
আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ॥
লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে।
মুখে এক বোল তুমি কর আর মনে॥
প্রাণ ধন দেহ মন সব তুমি মোর।
তবে মোরে দুঃখ দাও ঠাকুরালি তোর॥
হেন কর প্রভু মোরে দাস্যভাব দিয়া।
চরণে রাখহ দাস-নন্দন করিয়া॥"
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
অদ্বৈতকে কহে সর্ব্ব বৈষ্ণব গোচর॥
"শুন শুন আচার্য্য তোমারে তত্ত্ব কহি।
ব্যবহারদৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই॥
রাজপাত্র রাজ-স্থানে চলয়ে যখনে।
দ্বার প্রহরীরা সব করে নিবেদনে॥
মহাপাত্র যদি গোচরিয়া রাজস্থানে।
জীব্য লই দিলে রহে গোষ্ঠীর জীবনে॥
যেই মহাপাত্র-স্থানে করে নিবেদন।
রাজআজ্ঞা হেলে কাটে সেই সব জন॥
সব রাজ্যভার দেয় যে মহাপাত্রেরে।
অপরাধে তার শাস্তি সব্য হাতে করে॥
এই মতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর।
কর্ত্তা হর্ত্তা ব্রহ্মা শিব যাহার কিঙ্কর॥
সৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি।
শাস্ত করিলেও কেহ না করে বিরক্তি॥
রমাআদি ভবাদি যে কৃষ্ণের দণ্ড পায়।
প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায়॥

অপরাধ দেখি কৃষ্ণ যার শাস্তি করে।
জন্মে জন্মে দাস সেই বলিল তোমারে॥
উঠিয়া করহ স্নান কর' আরাধন।
নাহিক তোমার চিন্তা করহ ভোজন॥"
প্রভুর বচন শুনি অদ্বৈত-উল্লাস।
দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈলা বড় হাস॥
"এখনে সে বলি নাথ তোর ঠাকুরালি।"
নাচেন অদ্বৈত রঙ্গে দিয়া করতালী॥
প্রভুর আশ্বাস শুনি আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব্ব যত বিরহ সকল॥
সকল বৈষ্ণব হৈল পরম আনন্দ।
তখনে হাসেন হরিদাস নিত্যানন্দ॥
এ সব পরমানন্দ লীলা-কথা-রসে।
কেহ কেহ বঞ্চিত পরম দৈবদোষে॥
চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅদ্বৈত-রায়।
এ সম্পত্তি অল্প হেন বুঝয়ে মায়ায়॥
অল্প করি না মানিহ 'দাস' হেন নাম।
অল্পভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান॥
অগ্রে হয় মুক্তি তবে সর্ব্ববন্ধ নাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলাতনু করি 'কৃষ্ণ' ভজে॥

তথাহ্যুক্তং ভাষ্যকারৈঃ—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইতি॥

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা—মুক্তগণও অর্থাৎ কর্ম্মবশে বাধ্য না হইয়া স্বেচ্ছায় 'বিগ্রহ করিয়া' অর্থাৎ ভজনোপযোগী শরীর গ্রহণ করিয়া "ভগবানের" অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদি গুণবিশিষ্ট রসময় বিগ্রহের "ভজনা" অর্থাৎ তৎ-প্রীতিমূলক সেবাদর আচরণ করিয়া থাকেন॥

কৃষ্ণের সেবক সব কৃষ্ণ-শক্তি ধরে।
অপরাধী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে॥
হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে কোন শিষ্যগণ।
অল্প হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অনুক্ষণ॥
সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয়।
যাতে সর্ব্ববৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয়॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র ইথে দ্বিধা যার।
তার "শুদ্ধ ভক্তি" নহে,—সেই দুরাচার॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বোলে "আমি রঘুনাথ ভার গিয়া।"
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে শক্তি যার।
চৈতন্য-দাসত্ব বহি বড় নাহি আর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
সেহ প্রভু দাস্য করে কেবা হয় আন॥
জয় জয় হলধর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাহান কৃপায়॥
তাহান প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
যত কিছু বলি সব তাহান্ শকতি॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

# অষ্টাদশ অধ্যায়।

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।
জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিতে গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
সংকীর্ত্তন-রস প্রভু করয়ে সদায়॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একমনে।
লক্ষ্মী-কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে॥
একদিন প্রভু বলিলেন সভা স্থানে।
"আজি নৃত্য করিবাঙ অঙ্কের বন্ধনে॥"
সদাশিব বুদ্ধিমন্তখানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু "কাচ সজ্জ কর গিয়া।
শঙ্খ কাঁচুলী পাটসাড়ী অলঙ্কার।
যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সভাকার॥

গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তারবুড়ী—সখী সুপ্রভাত॥
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার॥
শ্রীবাস নারদ কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।"
"দেউটিয়া আজি মুঞি" বোলয়ে শ্রীমান॥
অদ্বৈত বোলয়ে "কে করিবে পাত্র কাচ?"
প্রভু বোলে "পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ॥
সত্বরে চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।
কাচ সজ্জ কর গিয়া নাচিবাঙ আমি॥"
আজ্ঞা শিরে করি সদাশিব, বুদ্ধিমন্ত।
গৃহে চলিলেন আনন্দের নাহি অন্ত॥
সেইক্ষণে কথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া।
কাচ সজ্জ করিলেন সুছন্দ করিয়া॥
লইয়া সকল কাচ বুদ্ধিমন্ত খান।
থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিদ্যমান॥
দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত-মন।
সকল-বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন॥
"প্রকৃতি-স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার।
দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয়—তার অধিকার॥
সেই সে যাইব আজি বাড়ীর ভিতরে।
যে যে জন ইন্দ্রিয় ধরিতে শক্তি ধরে॥"
লক্ষ্মীবেশে অঙ্গনৃত্য করিব ঠাকুর।
সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাঢ়িল প্রচুর॥
শেষে প্রভু কথা খানি করিলেন দঢ়।
শুনিয়া হইল সভে বিষাদিত বড়॥
সর্ব্বাগ্রে ভূমিতে অঙ্ক দিলেন আচার্য্য।
"আজি নৃত্য-দরশনে মোর নাহি কার্য্য॥
আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।"
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে "মোর ওই কথা॥"
শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া।
"তোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া?"
সর্ব্বরঙ্গ-চূড়ামণি চৈতন্যগোসাঞি॥
পুনঃ আজ্ঞা করিলেন "কারো চিন্তা নাই।
মহাযোগেশ্বর আজ্ঞ তোমরা হইবা।
দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা॥"
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অদ্বৈত শ্রীবাস।
সভার সহিতে মহা পাইল উল্লাস॥

সর্ব্বগণ-সহিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চলিলা আচার্য্য-চন্দ্রশেখরের ঘর॥
আই চলিলেন নিজবধূর সহিতে।
লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে॥
যত আপ্ত-বৈষ্ণবগণের পরিবার।
চলিলা আইর সঙ্গে নৃত্য দেখিবার॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য—তার এই সীমা।
যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা॥
বসিলা ঠাকুর সর্ব্ব-বৈষ্ণব-সহিতে।
সভারে হইল আজ্ঞা স্বকাচ কাচিতে॥
করযোড়ে অদ্বৈত বলিলা বার বার—
"মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ্ কাচিবার?"
প্রভু বোলে "যত কাচ সকলি তোমার।
ইচ্ছা অনুরূপে কাচ কাচ আপনার॥"
বাহ্য নাহি অদ্বৈতের কি করিব কাচ।
ভ্রূকুটি করিয়া বোলে শান্তিপুর-নাথ॥
সর্ব্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক প্রায়।
আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।
আনন্দে বৈষ্ণব সব হইলা বিহ্বল॥
কীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।
"রামকৃষ্ণ নরহরি গোপাল গোবিন্দ॥"
প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ করি বদন-বিলাস॥
মহাপাগ শিরে শোভে, ধটি পরিধান।
দণ্ডহস্তে সভারে করয়ে সাবধান।
"আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।
নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ॥"
হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক 'কৃষ্ণ' সভারে জাগায়॥
"কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ সেব বোল কৃষ্ণনাম।"
দন্ত করি হরিদাস করয়ে আহ্বান॥
হরিদাস দেখিয়া সকলগণ হাসে।
"কে তুমি এথায় কেনে" সভেই জিজ্ঞাসে॥
হরিদাস বোলে "আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল।
'কৃষ্ণ' জাগাইয়া আমি বুলি সর্ব্বকাল॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা।
প্রেমভক্তি লোটাইব ঠাকুর সর্ব্বথা॥

লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে।
প্রেমভক্তি লুটি আজি হও সাবধানে॥”
এত বলি দুই গোঁফ মুচড়িয়া হাতে।
নড় দিয়া বুলে গুপ্ত-মুরারির সাথে॥
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয় দাস।
দুয়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাচিয়া শ্রীবাস।
প্রবেশিলা সভা মাঝে করিয়া উল্লাস॥
মহা দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্ব্ব গায়।
বীণা কান্ধে, কুশহস্তে চারিদিগে চায়॥
রামাঞি পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন।
হাতে কমণ্ডলু-পাছে করিলা গমন॥
বসিতে দিলেন রাম-পণ্ডিত আসন।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিলা দরশন॥
শ্রীবাসের বেশ দেখি সর্ব্বগণ হাসে।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে,॥
“কে তুমি আইলা এথা কোন বা কারণ।”
শ্রীবাস বোলেন “শুন কহি যে বচন॥
নারদ আমার নাম কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-ভিতরে॥
শূন্য দেখিলাঙ বৈকুণ্ঠের ঘর দ্বার।
গৃহিণী গৃহস্থ নাহি নাহি পরিবার॥
না পারি রহিতে—শূন্য বৈকুণ্ঠ দেখিয়া।
আইলাঙ আপন ঠাকুর স্মঙরিয়া॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ।
অতএব এ সভায় আমার প্রবেশ॥”
শ্রীবাস-নারদ; তার নিষ্ঠাবাক্য শুনি।
হাসিয়া বৈষ্ণব সব করে জয়ধ্বনি॥
অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
সেইরূপ সেই বাক্য সেই সে চরিত॥
যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া।
আই দেখে কৃষ্ণসুধা-রসে মগ্ন হৈয়া॥
মালিনীরে বোলে আই “ইনি কি পণ্ডিত
মালিনী বোলয়ে “শুনি ঐ সুনিশ্চিত॥”
পরমবৈষ্ণবী আই সর্ব্বলোকের মাতা।
মূর্ত্তি দেখি হইলা বিস্মিতা॥

আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মুর্চ্ছিতা।
কোথাও নাহিক ধাতু সভে চমকিতা॥
সত্বরে সকল পতিব্রতা নারীগণ।
কর্ণমূলে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” করে স্মঙরণ॥
সম্বিত পাইয়া আই “গোবিন্দ” স্মঙরে।
পতিব্রতাগণে ধরে ধরিতে না পারে॥
এই মত কি ঘর বাহিরে সর্ব্বজন।
বাহ্য নাহি স্ফুরে, সভে করেন ক্রন্দন॥
গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর॥
আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনাকে বাসে॥
নয়নের জলে পত্র লিখেন আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র অঙ্গুলী কলমে॥
রুক্মিণীর পত্র “সপ্ত শ্লোক” ভাগবতে।
যে আছে পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে॥
গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকর ব্যাখ্যান।
যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থ-লাভম্
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপংমে॥

অন্বয়ঃ।—হে অচ্যুত! হে ভুবন-সুন্দর! হে অঙ্গ! তে শৃণ্বতাং কর্ণবিবরৈ নির্ব্বিশ্য তাপং হরতঃ গুণান্ (তথা) দৃশিমতাং দৃশাং অখিলার্থলাভং রূপং শ্রুত্বা মে চিত্রং অপত্রপং ত্বয়ি আবিশতি॥

অনুবাদ।—হে অচ্যুত! হে ভুবন-সুন্দর। হে! অঙ্গ শ্রোতৃগণের কর্ণবিবর-পথে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বতাপহারী তোমার গুণপ্রবাহ এবং চক্ষুষ্মান্ জনগণের সর্ব্বাভীষ্টপূরক তোমার রূপের কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমাতেই আসক্ত হইয়াছে॥

(কারুণ্য-সারঙ্গা-রাগেন গীয়তে।)

শুনিয়া তোমার গুণ ভুবন সুন্দর।
দূর ভেল অঙ্গতাপ ত্রিবিধ দুষ্কর॥

সর্ব্ব-নিধি-লভি তব রূপদরশন।
সুখে দেখে বিধি যারে দিলেক লোচন॥
শুনি ষড়্সিংহ তোর যশের বাখান।
নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান॥
কোন কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।
কাল পাই তোমার চরণ নাহি ভজে॥
বিদ্যা-কুল-শীল-ধন-রূপ-বেশ-ধামে।
সকল বিফল হয়, তোমার বিহনে॥
মোর ধার্ষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।
না পারি রাখিতে চিত্ত তোমায় মিশায়॥
এতেকে বরিল তোমার চরণ-যুগল।
মন প্রাণ বুদ্ধি তোঁহে অর্পিল সকল॥
পত্নী-পদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী।
তোর ভাগে শিশুপাল নহুক বিলাসী॥
কৃপা করি মোরে পরিগ্রহ কর' নাথ।
যেন সিংহ-ভাগ নহে শৃগালের সাথ॥
ব্রত দান গুরু-দ্বিজ-দেবের অর্চ্চন।
সত্য যদি সেবিয়াছোঁ অচ্যুত-চরণ॥
তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
দূর হউ শিশুপাল এই মোর বর॥
কালি মোর বিবাহ হইবে হেন আছে।
আজি ঝাট আইসহ বিলম্ব কর পাছে॥
গুপ্তে আসি রহিবে বিদর্ভপুর কাছে।
শেষে সর্ব্বসৈন্য সঙ্গে আসিবে সমাজে॥
চৈদ্য সৈন্য জরাসন্ধ মথিয়া সকল।
হার লেহ মোরে দেখাইয়া বাহুবল॥
দর্প প্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
তোমার বনিতা—শিশুপাল-যোগ্য নয়॥
বিনিবন্ধু বধি, মোরে হরিবা আপনে।
তাহার উপায় বলোঁ তোমার চরণে॥
বিবাহের পূর্ব্ব-দিনে কুল-ধর্ম্ম আছে।
নব-বধূ চলি যায় ভবানীর কাছে॥
সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে।
না মারিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা সভারে॥
যাহার চরণধূলি সর্ব্ব-অঙ্গে স্নান।
উমাপতি চাহে, চাহে যতেক প্রধান॥
হেন ধূলি-প্রসাদ না কর যদি মোরে।
মরিব করিয়া ব্রত বলিল তোমারে॥
যত জন্মে পাঙ তোমার অমূল্য চরণ।
তাবত মরিব শুন কমল-লোচন॥
চল চল ব্রাহ্মণ সত্বর কৃষ্ণ-স্থানে।
কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে॥"
এইমত বোলে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হাসে॥
হেন রঙ্গ হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি শুনি উচ্চস্বরে॥
"জাগ জাগ জাগ" ডাকে প্রভু হরিদাস।
নারদের কাচে নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস॥
প্রথম প্রহরে এই কৌতুক বিশেষ।
দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর-পরবেশ॥
সুপ্রভা তাহার সখী করি নিজ সঙ্গে।
ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বুলে রঙ্গে॥
হাতে নড়ি কাঁখে ডালী নেত-পরিধান।
ব্রহ্মানন্দ যে হেন বড়াই বিদ্যমান॥
ডাকি বোলে হরিদাস "কে সব তোমরা?
ব্রহ্মানন্দ বোলে "যাই মথুরা আমরা॥"
শ্রীবাস বোলয়ে "দুই কাহার বনিতা?"
ব্রহ্মানন্দ বোলে "কেন জিজ্ঞাস বারতা?"
শ্রীবাস বোলয়ে "জানিবারে না জুয়ায়?"
'হয়' বলি ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায়॥
গঙ্গাদাস বোলে "আজি কোথা এড়াইবা।"
ব্রহ্মানন্দ বোলে "তুমি স্থান খানি দিবা॥"
গঙ্গাদাস বোলে "তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
জিজ্ঞাসিয়া কার্য্য নাহি ঝাট তুমি নড়॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "এত বিচারে কি কাজ।
মাতৃ-সম পর-নারী কেনে দেহ লাজ॥
নৃত্যগীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথায় নাচাহ—ধন পাইবা প্রচুর॥"
অদ্বৈতের বাক্য শুনি পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম-পরকাশে॥
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
গদাধর-নৃত্য দেখি আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন॥
প্রেম-নদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইলা সিক্ত ধন্য করি মানে॥

গদাধর হৈল যেন গঙ্গা মুর্ত্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
"গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার॥"
যে গায় যে দেখে সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্যপ্রসাদে কেহ বাহ্য নাহি জানে॥
"হরি হরি" বলি কান্দে বৈষ্ণব-মণ্ডল।
সর্ব্বগণে হইল আনন্দ কোলাহল॥
চৌদিকে শুনিয়া কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন।
গোপীকার বেশে নাচে মাধবনন্দন॥
হেনই সময়ে সর্ব্বপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশধর॥
আগে নিত্যানন্দ বুড়ী বড়াইর বেশে।
বঙ্ক বঙ্ক করি হাঁটে প্রেমরসে-ভাসে॥
মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিলা।
জয় জয় মহাধ্বনি করিতে লাগিলা॥
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
হেন অলক্ষিত বেশ অতি মনোহর॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু প্রভুর বড়াই।
তার পাছে প্রভু আর কিছু চিহ্ন নাই॥
অতএব সভে চিনিলেন প্রভু এই।
বেশে কেহ লখিতে না পারে প্রভু সেই॥
সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জানকী আইলা॥
কি বা মহালক্ষ্মী কি বা আইলা পার্ব্বতী।
কিম্বা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মুর্ত্তিমতী।
কি বা ভাগীরথী কি বা রূপবতী দয়া॥
কি বা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া।
এই মতে অন্যোন্যে সর্ব্ব জনে জনে।
না চিনিয়ে প্রভুরে আপনে মোহ মানে॥
আজন্ম ভরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলার্দ্ধেক তারা॥
অন্যের কি দায় আই না পারে চিনিতে।
আই বোলে "লক্ষ্মী কি বা আইলা নাচিতে?"
অচিন্ত্য অব্যক্ত কি বা মহাযোগেশ্বরী।
ভক্তির স্বরূপা হৈল আপনি শ্রীহরি॥
মহামহেশ্বর হয় যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্ব্বতী লইয়া॥

তবে যে নহিল মোহ বৈষ্ণবসভার।
পূর্ব্ব অনুগ্রহ আছে এই হেতু তার॥
কৃপাজলনিধি প্রভু হইলা সভারে।
সভার জননী ভাব হইল অন্তরে॥
পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী।
আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি॥
এই মত অদ্বৈতাদি প্রভুরে দেখিয়া।
কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধু মাঝে বুলেন ভাসিয়া॥
জগত জননী ভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময় উচিত গীত গায় অনুচর॥
হেন দড়াইতে কেহ নারে কোন জন।
কোন প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ।
কখন বোলয়ে "দ্বিজ কৃষ্ণ কি আইলা?"
তখন বুঝয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥
নয়নে আনন্দ ধারা দেখিয়ে যখন।
মুর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝেন প্রকাশে॥
ঢলিয়া ঢলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে॥
ক্ষণে বোলে "চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুল-সুন্দরী ভাব বুঝিয়া তখনে॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে' ধ্যান করি।
সবে দেখে যেন মহা-কোটি-যোগেশ্বরী॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে।
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাছে॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সভারে।
"পাছে মোর শক্তি কোন জনে নিন্দা করে?
লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণ-শক্তি।
সভার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি॥
দেব-দ্রোহ করিলে কৃষ্ণের বড় দুঃখ।
গণসহ কৃষ্ণপূজা করিলে সে সুখ॥
যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র সেই সত্য হয়।
অভাগ্য পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয়॥
সর্ব্ব-শক্তি-স্বরূপ নাচয়ে বিশ্বম্ভর।
কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর॥
যে দেখে যে শুনে যে বা গায় প্রভু-সঙ্গে।
সভেই ভাসেন প্রেম-সাগরতরঙ্গে॥

এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল।
সেই যেন মহাবন্যা ব্যাপিল সকল॥
আদ্যাশক্তি বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তার যত চরণের ভৃঙ্গ॥
কম্প স্বেদ পুলক অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্যগোসাঞি॥
নাচেন ঠাকুর ধরি নিত্যানন্দ-হাত।
সে কটাক্ষ স্বভাব বলিতে শক্তি কাত।
সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান।
চতুর্দ্দিকে হরিদাস করে সাবধান॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হঞা পৃথিবী উপর॥
কোথায় বা গেল বুড়ি বড়াইর সাজ।
কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ॥
যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।
সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারি ভিতে॥
কি অদ্ভুত হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
কারো গলা ধরি কেহ কান্দে উর্দ্ধরায়।
কাহার চরণ ধরি কেহ গড়ি যায়॥
ক্ষণেক ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি।
মহালক্ষ্মী ভাবে উঠে খট্টার উপরি॥
সম্মুখে রহিলা সভে যোড়হস্ত করি।
"মোর স্তব পড়" বোলে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
জননী-আবেশ বুঝিলেন সর্ব্বগণে।
সেইরূপে পড়ে স্তুতি মহাপ্রভু শুনে॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মী স্তব কেহ চণ্ডী-স্তুতি।
সভে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি॥
"জয় জয় জগত-জননী মহামায়া।
দুঃখিত জীবেরে দেহ' রাঙ্গা-পদছায়া॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরী।
তুমি যুগে যুগে ধর্ম্ম রাখ অবতরি॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—তোমার মহিমা।
বলিতে না পারে অন্যে কিবা দিবে সীমা॥
জগতস্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব্বশক্তি।
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা তুমি বিষ্ণুভক্তি॥
যত বিদ্যা সকল তোমার মূর্ত্তিভেদ।
সর্ব্ব প্রকৃতির শক্তি তুমি কহে বেদ॥
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি সর্ব্বমাতা।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কোথা?
ত্রিজগত হেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহ জানে এই কহি॥
সর্ব্বাশ্রয়া তুমি সর্ব্বজীবের বসতি।
তুমি আদ্যা অবিকারা পরম প্রকৃতি॥
জগত-জননী তুমি দ্বিতীয়-রহিতা।
মহীরূপে তুমি সর্ব্বজীবপাল' মাতা॥
জলরূপে তুমি সর্ব্বজীবের জীবন।
তোমায় স্মরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন॥
সাধুজন-গৃহে তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী।
অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি॥
তুমি সে করাহ ত্রিজগতে সৃষ্টি-স্থিতি।
তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি॥
তুমি শ্রদ্ধা বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র উদয়া।
রাখহ জননী চরণের দিয়া ছায়া॥
সংসার-মায়ায় মগ্ন জগত তোমার।
তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর॥
সভার উদ্ধার লাগি তোমার প্রকাশ।
দুঃখিত জীবেরে মাতা কর' নিজ দাস॥
ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্ব্ব-ভূত-বুদ্ধি।
তোমা স্মঙরিলে সর্ব্বমন্ত্রাদির শুদ্ধি॥"
এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত।
বরোন্মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত॥
পুনঃ পুনঃ সভে দণ্ড প্রণাম করিয়া।
পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া॥
"সভেই লইল মাতা তোমার শরণ।
শুভদৃষ্টি কর তোর পদে রহু মন॥"
এই মত সভেই করেন নিবেদন।
উর্দ্ধ বাহু করি সভে করেন ক্রন্দন॥
গৃহমাঝে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন॥
আনন্দে সকল লোক বাহ্য নাহি জানে।
হেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে॥
আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥
পোহাইল নিশি সভে কাঁদে উভরায়।
কোটি-পুত্র শোকেও এতেক দুঃখ নয়॥

যে দুঃখ জন্মিল সব বৈষ্ণব-হৃদয়ে।
সে দুঃখে বৈষ্ণব সব অরুণেরে চাহে॥
কান্দে সব ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥
যত নারায়ণী শক্তি জগত-জননী।
সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণবগৃহিণী॥
অন্যোন্যে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
সভেই ধরেন শচীদেবীর চরণ॥
চৌদিকে উঠিল বিষ্ণুভক্তির ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন॥
সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত।
জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত॥
কেহ বোলে "আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে।
হেন রসে কেনে কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে॥"
চৌদিকে দেখিয়ে সব বৈষ্ণব রোদন।
অনুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন॥
মাতা পুত্রে যেন হয় স্নেহ অনুরাগ।
এই মত সভারে দিলেন পুত্র ভাব॥
মাতৃভাবে বিশ্বম্ভর সভারে ধরিয়া।
স্তন পান করায়েন পরম স্নিগ্ধ হৈয়া॥
কমলা পার্ব্বতী দয়া মহানারায়ণী।
আপনে হইলা প্রভু জগত-জননী॥
সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।
"আমি পিতা পিতামহ আমি ধাতা মাতা॥"

তথাহি (গীতা ৯।১৭)—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।

**অন্বয়ঃ** -অহং অস্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহশ্চ॥

**অনুবাদ**।—আমি এই মাতা, বিধাতা এবং পিতামহ॥

আনন্দে বৈষ্ণব সব করে স্তনপান।
কোটী কোটী জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান॥
স্তনপানে সভারে বিরহ গেল দূর।
প্রেমরসে সভে মত্ত হইলা প্রচুর॥
মহারাজ-রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বম্ভর।
এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া ভিতর॥

নিখিলব্রহ্মাণ্ডে যত স্থূল সূক্ষ্ম আছে।
সব চৈতন্যের রূপ ভেদ করে পাছে॥
করয়ে মিলায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টি করয়ে লীলায়॥
ইচ্ছাময়-মহেশ্বর ইচ্ছা কাচ কাচে।
তান ইচ্ছা নাহি করে হেন কোন্ আছে?
তথাপি তাঁহান কাচ সকলি সুসত্য।
জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ত্ব॥
ইহা না বুঝিয়া কোন পাপী জনা জনা।
প্রভুরে বোলয়ে "গোপী" খাই আপনা॥
অদ্ভুত গোপিকা-নৃত্য চারি-বেদ-ধন।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ॥
হইলা বড়াই-বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।
সে লীলায় হেন লক্ষ্মী-কাচে গৌরচন্দ্র॥
যখন যেরূপে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।
সেই-অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে॥
প্রভু হইলেন গোপী নিত্যানন্দ বড়াই।
কি বুঝিবে ইহা যার অনুভব নাই॥
কৃষ্ণ-অনুগ্রহ যারে সে এ মর্ম্ম জানে।
অল্পভাগ্যে নিত্যানন্দ-স্বরূপ না চিনে॥
মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।
যহিঁ লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ॥
নাচিল জননীভাবে ভক্তি শিখাইয়া।
সভার পূরিলা আশা স্তন পিয়াইয়া॥
সপ্তদিন শ্রীআচার্য্যরত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ একত্র যেন জলে।
দেখয়ে সুকৃতি সব মহা কুতূহলে॥
যতেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।
চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে॥
লোকে বোলে "কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।
দুই চক্ষু মিলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে॥"
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।
কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে॥
হেন সে চৈতন্য-মায়া পরম গহন।
তথাপিহ কেহ কিছু না বুঝে কারণ॥
এমত অচিন্ত্য লীলা গৌরচন্দ্র করে।
সব ভক্ত সহিতে বিহরে॥

শুন শুন আরে ভাই চৈতন্যের কথা।
মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম্ম কৈল যথা যথা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
গৌরাঙ্গস্য গোপিকানৃত্যবর্ণনং নাম
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

জয় বিশ্বম্ভর সর্ব্ব-বৈষ্ণবের নাথ।
ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাত॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
আপনে ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।
নিত্যানন্দ গদাধর-সংহতি বিহরে॥
প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।
কৃষ্ণ-পরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন॥
নিরবধি সভার আবেশে নাহি বাহ্য।
সংকীর্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য॥
সভা হৈতে মত্ত বড় আচার্য্য গোসাঞি।
অগাধ চরিত্র বুঝে হেন কেহ নাই॥
জানে জন কতক শ্রীচৈতন্যকৃপায়।
চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুররায়॥
বাহ্য হৈলে বিশ্বম্ভর সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
মহাভক্তি করেন বিশেষ অদ্বৈতেরে॥
ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপুর নাথ।
মনে মনে গর্জ্জে চিত্তে না পায় সোয়াথ॥
"নিরবধি চোরা মোরে বিড়ম্বনা করে।
প্রভুত্ব ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে॥
বলে নাহি পারি আমি প্রভু মহাবলী।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি॥
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায়।
ভক্তি বিনা বিশ্বম্ভরে জিনন না যায়॥
তবে সে অদ্বৈত সিংহ নাম লোকে ঘোষে।
চূর্ণ করোঁ মায়া তার অশেষবিশেষে॥
ভৃগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর।
ভৃগু হেন শত শত শিষ্য আছে মোর॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে।
স্বহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে॥
ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার।
হেন ভক্তি না মানিব এই মন্ত্র সার॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেক চুলে ধরি॥"
এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহারঙ্গে।
বিদায় হইল প্রভু হরিদাস-সঙ্গে॥
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি গৃহেতে আইলা।
আসিয়া মানস মন্ত্র পড়িতে লাগিলা॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া।
বাখানে বাশিষ্ঠশাস্ত্র জ্ঞান প্রকাশিয়া॥
"জ্ঞান বিনে কিবা শক্তি ধরে বিষ্ণুভক্তি।
অতএব সভার প্রাণ "জ্ঞান" সর্ব্বশক্তি॥
হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
ঘরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন॥
বিষ্ণু-ভক্তি দর্পণ লোচন হয় জ্ঞান।
চক্ষু হীন জনের দর্পণে কোন কাম॥
আদি অন্ত আমি পড়িলাঙ সর্ব্ব শাস্ত্র।
বুঝিলাঙ সর্ব্ব-অভিপ্রায় জ্ঞান মাত্র॥"
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা-অট্ট-অট্ট-হাস॥
এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাধ।
সুকৃতির ভাল দুষ্কৃতির কার্য্যবাধ॥
সর্ব্ববাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সংকল্প চিত্তে হইল গোচর॥
একদিন নগর ভ্রময়ে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন সৃষ্টি নিত্যানন্দ-সঙ্গে॥
আপনারে 'সুকৃতি' করিয়া বিধি মানে।
'মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে॥'
দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায়।
মতি-অনুরূপ সভে দরশন পায়॥
অন্তরীক্ষে থাকি সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি সব গণে মনে মন॥
আপন লোকেরে হৈলা বসুমতী-জ্ঞান।
চান্দে দেখি পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ ভাণ॥

নরজ্ঞান আপনারে সভার জন্মিল।
চন্দ্রের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল॥
দুই চন্দ্র দেখি সভে করেন বিচার।
"কভু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্রের অধিকার॥"
কোন দেব বোলে "শুন বচন আমার।
মূল চন্দ্র এক, এ প্রতিবিম্ব আর॥"
কোন দেব বোলে "হেন বুঝি নারায়ণ।
ভাগে চন্দ্র বিধি কি বা করিল যোজন॥"
কেহো বোলে "পিতা পুত্র একরূপ হয়।
হেন বুঝি এক বুধ চন্দ্রের তনয়॥"
বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ।
তাহাতে যে দেব মোহে, এ নহে কৌতুক॥
হেন মতে নগর ভ্রময়ে দুই জন।
নিত্যানন্দ, জগন্নাথমিশ্রের নন্দন॥
নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বম্ভর।
"চল যাই শান্তিপুর আচার্য্যের ঘর॥"
মহারঙ্গী দুই প্রভু—পরম চঞ্চল।
সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর॥
মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম।
মল্লুকের কাছে সে ললিতপুর নাম॥
সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে।
পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে॥
নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা।
"কাহার মণ্ডপ এ জানহ কার বাসা?"
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু সন্ন্যাসি-আলয়।"
প্রভু বোলে "তারে দেখি যদি ভাগ্য হয়॥"
হাসি গেলা দুই প্রভু সন্ন্যাসীর স্থানে।
বিশ্বম্ভর করিলা সন্ন্যাসী পরণামে॥
দেখিয়া মোহন মূর্ত্তি দ্বিজের নন্দন।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ প্রফুল্লবদন॥
সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্ব্বাদ।
"ধন বংশ সুবিবাহ হউ বিদ্যালাভ॥"
প্রভু বোলে "গোসাঞি এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বোল 'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ'॥
বিষ্ণু-ভক্তি আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি তোমার যোগ্য নয়॥"
হাসিয়া সন্ন্যাসী বোলে "পূর্ব্বে যে শুনিলা।
সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইলা॥

ভালরে বলিতে লোক ঠেঙ্গা লঞা ধায়।
এবিপ্র পুত্রের সেইমত ব্যবসায়॥
'ধন-বর' দিল আমি পরম-সন্তোষে।
কোথা গেল উপকার আরো আমা দোষে॥"
সন্ন্যাসী বোলয়ে "শুন ব্রাহ্মণ কুমার।
কোন আশীর্ব্বাদ তুমি নিন্দিলে আমার॥
পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস।
উত্তম কামিনী যার না হইল পাশ॥
যার ধন নাহি তার জীবনে কি কায।
হেন 'ধন বর' দিতে পাও তুমি লাজ॥
হইল বা বিষ্ণুভক্তি তোমার শরীরে।
ধন বিনা কি খাইবা তাহা কহ মোরে॥"
হাসে প্রভু সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া।
শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভারে শিখায়।
'ভক্তি বিনা কেহু যেন কিছুই না চায়॥'
"শুন শুন সন্ন্যাসী গোসাঞি যে খাইব।
নিজ কর্ম্মে যে আছে সে আপনে মিলিব॥
ধন-বংশ নিমিত্ত সংসার কাম্য করে।
বোল তার ধন বংশ তবে কেন মরে॥
জ্বরের নিমিত্ত কেহ কামনা না করে।
তবে কেন জ্বর আসি পীড়য়ে শরীরে॥
শুন শুন গোসাঞি ইহার হেতু—'কর্ম্ম'।
কোন মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম্ম॥
বেদেও বোলয়ে স্বর্গ, বোলে জনা জনা।
মূর্খ প্রতি সেহ হয় বেদের করুণা॥
বিষয়সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি কহে বেদ বেদের কি দোষ॥
'ধন পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে'।
শুনিয়া চলয়ে সব বেদের কারণে॥
যে—তে মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে ভক্তি হইবেক হেলে॥
এই বেদ অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়সুখে মজে॥
ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই॥"
সার।
ভক্তিযোগ কহে বেদ করিয়া প্রমাণ॥

যে কহে চৈতন্যচন্দ্র সেই সত্য হয়।
পরনিন্দে পাপী জীব তাহা নাহি লয়॥
হাসয়ে সন্ন্যাসী শুনি প্রভুর বচন।
"এ বুঝি পাগল দ্বিজ-মন্ত্রের কারণ॥
হেন বুঝি এই সন্ন্যাসী বুদ্ধি দিয়া।
লই যায় ব্রাহ্মণকুমার ভুলাইয়া॥
সন্ন্যাসী বোলয়ে "হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল॥
আমি করিলাম পৃথিবীর পর্য্যটন।
অযোধ্যা মথুরা মায়া বদরিকাশ্রম॥
গুজরাট কাশী গয়া বিজয়-নগরী।
সিংহলে গেলাঙ আমি যত আছে পুরী॥
আমি না জানিল ভাল মন্দ হয় কায়।
দুধের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায়॥"
হাসি বোলে "নিত্যানন্দ শুনহ গোসাঞি।
শিশু সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য্য নাঞি॥
আমি সে জানিল ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা॥
আপনার শ্লাঘা শুনি সন্ন্যাসী সন্তোষে।
ভিক্ষা করিবার লাগি বোলয়ে হরিষে॥
নিত্যানন্দ বোলে "কার্য্যগৌরবে চলিব।
কিছু দেহ স্নান করি পথেতে খাইব॥"
সন্ন্যাসী বোলয়ে "স্নান কর এইখানে।
কিছু খাই স্নিগ্ধ হই করহ গমনে॥"
পাতকী তারিতে দুই প্রভু অবতার।
রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘর॥
জাহ্নবীর মজ্জনে ঘুচিল দুঃখ শ্রম।
ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন॥
দুগ্ধ আম্র পনসাদি করি কৃষ্ণসাৎ।
সব খায় দুই প্রভু সন্ন্যাসী সাক্ষাত॥
বামাপথি-সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।
নিত্যানন্দ প্রতি তাহা কহে ঠারে ঠোরে॥
"শুনহ শ্রীপাদ কিছু আনন্দ আনিব।
তোমা হেন অতিথি বা কোথায় পাইব?"
দেশান্তর ফিরি নিত্যানন্দ সব জানে।
মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মনে॥
আনন্দ আনিব ন্যাসী বোলে বার বার।
নিত্যানন্দ বোলে "তবে লড় সে আমার॥"
দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।
সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধেয়ান॥
সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তার নারী।
'ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ-আচারী?"
প্রভু বোলে "কি আনন্দ বোলয়ে সন্ন্যাসী?
নিত্যানন্দ বোলয়ে "মদিরা হেন বাসি॥
"বিষ্ণু বিষ্ণু" স্মরণ করয়ে বিশ্বম্ভর॥
আচমন করি প্রভু চলিলা সত্বর॥
দুই প্রভু চঞ্চল গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া।
চলিলা আচার্য্যগৃহে গঙ্গায় ভাসিয়া॥
স্ত্রৈণ ও মদ্যপে প্রভু অনুগ্রহ করে।
নিন্দুক বেদান্তী যদি তথাপি সংহারে।
সন্ন্যাসী হৈয়া মদ্য পিয়ে, স্ত্রী সঙ্গ আচরে।
তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে॥
বাক্যাবাক্য কৈল প্রভু শিখাইল ধর্ম্ম।
বিশ্রাম করিয়া কৈল ভোজনের কর্ম্ম॥
না হয় এ জন্মে ভাল হৈব আর জন্মে।
সবে নিন্দুকের নাহি বাসে ভাল মর্ম্মে॥
দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।
তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী॥
শেষখণ্ডে যখন চলিলা প্রভু কাশী।
শুনিলেন কাশীবাসী যতেক সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া আনন্দ হৈলা সন্ন্যাসীর গণ।
দেখিব চৈতন্য বড় শুনি মহাজন॥
সভেই বেদান্তী জ্ঞানী সভেই তপস্বী।
আজন্ম কাশীতে বাস সভেই যশস্বী।
এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।
পড়ায় বেদান্ত না বাখানে বিষ্ণুভক্তি॥
অন্তর্যামী গৌরসিংহ সব ইহা জানে।
গিয়াও কাশীতে নাহি দিলা দরশনে॥
রামচন্দ্র পুরীর মঠেতে লুকাইয়া।
রহিলেন দুই মাস বারাণসী গিয়া॥
বিশ্বরূপ-ক্ষৌরের দিবস-দুই আছে।
লুকাইয়া চলিলা দেখয়ে কেহ পাছে॥
পাছে শুনিলেন সব সন্ন্যাসীর গণ।
চলিলেন চৈতন্য, নহিল দরশন॥
সর্ব্ব বুদ্ধি হরিলেক এক নিন্দা পাপ।
পাছেও কাহার চিত্তে না জন্মিল তাপ॥

আরো বোলে "আমরা সকল পূর্ব্বাশ্রমী।
আমা সভা সম্ভাষিয়া বিনা গেল কেনী॥
দুই দিন লাগি কেন স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া।
কেনে গেলা বিশ্বরূপ-ক্ষৌর সে লজ্জিয়া॥"
ভক্তিহীন হইলে এমত বুদ্ধি হয়।
নিন্দুকের পূজা শিব কভু নাহি লয়॥
কাশীতে যে পর নিন্দে' সে শিবের দণ্ড্য।
শিব-অপরাধে বিষ্ণু নহে তার বন্দ্য॥
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দুক দুরাচার॥
মণ্ডপের ঘরে কৈলা স্নান সে ভোজন।
নিন্দুক বেদান্তী না পাইল দরশন॥
চৈতন্যের দণ্ডে যার না জন্মিল ভয়।
জন্মে জন্মে সেই জীব যমদণ্ড্য হয়॥
অজ ভব অনন্ত কমলা সর্ব্বমাতা।
সভার শ্রীমুখে নিরন্তর যার কথা॥
হেন গৌরচন্দ্র-যশে যার নহে রতি।
ব্যর্থ তার সন্ন্যাস, বেদান্ত পাঠে মতি॥
হেন মতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে।
সুখে ভাসি চলিলেন জাহ্নবী-তরঙ্গে॥
মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর করয়ে হুঙ্কার।
"মুঞি সেই মুঞি সেই" বোলে বার বার॥
"মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভাঙ্গিয়া।
এখনে বাখানে জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥
তার শাস্তি করোঁ আজি দেখ পরতেখে।
কেমতে দেখুক আজি জ্ঞানযোগ রাখে?"
তর্জ্জে গর্জ্জে মহাপ্রভু গঙ্গাস্রোতে ভাসে।
মৌন হই নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে॥
দুই প্রভু ভাসি যায় গঙ্গার উপরে।
অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদ-সাগরে॥
ভক্তিযোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল।
বুঝিলেন চিত্তে "মোর হইবেক ফল॥'
'আইসে ঠাকুর ক্রোধে' অদ্বৈত জানিয়া।
জ্ঞানযোগ বাখানে' অধিক মত্ত হইয়া॥
চৈতন্যভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা।
গঙ্গাপথে দুই প্রভু আসিয়া মিলিলা॥
ক্রোধমুখ বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
দেখয়ে অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে॥

প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবৎ হয়।
অচ্যুত প্রণাম করে—অদ্বৈততনয়॥
অদ্বৈত গৃহিণী মনে মনে নমস্করে।
দেখিয়া প্রভুর মূর্ত্তি চিন্তিত-অন্তরে॥
বিশ্বম্ভরতেজ যেন কোটি-সূর্য্যময়।
দেখিয়া সভার চিত্তে উপজিল ভয়॥
ক্রোধমুখে বোলে "প্রভু আরে আরে নাড়া
বল দেখি জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বাড়া॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "সর্ব্বকাল বড় জ্ঞান।
যার নাহি জ্ঞান তার ভক্তিতে কি কাম?
"জ্ঞান বড়" অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
ক্রোধে বাহ্য পাসরিল শচীর নন্দন॥
পীড়া হইতে অদ্বৈতেরে ধরিয়া আনিয়া।
স্বহস্তে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া॥
অদ্বৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্মাতা।
সর্ব্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা॥
"বুড়া বিপ্র বুড়া বিপ্র রাখ রাখ প্রাণ।
কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান॥
এত বুড়া বামনেরে আর কি করিবা।
কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা॥"
পতিব্রতা-বাক্য শুনি নিত্যানন্দ হাসে।
ভয়ে কৃষ্ণ স্মঙরয়ে প্রভু হরিদাসে॥
ক্রোধে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে।
তর্জ্জে গর্জ্জে অদ্বৈতেরে সদম্ভ বচনে॥
"শুনিয়া আছিনু ক্ষীরসাগরের মাঝে।
আরে নাড়া নিদ্রা ভঙ্গ মোর তোর কাজে
ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া।
এবে বাখানিস্ জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া॥
যদি লুকাইবি ভক্তি তোর চিত্তে আছে।
তবে মোরে প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে
তোমার সংকল্প মুঞি না করি অন্যথা।'
তুমি মোরে বিড়ম্বনা করহ সর্ব্বথা॥"
অদ্বৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে।
প্রকাশে আপন তত্ত্ব করিয়া হুঙ্কারে॥
"আরে আরে কংসে যে মারিল সেই মুঞি
আরে নাড়া সকল জানিস্ দেখ তুই॥
অজ ভব শেষ রমা করে মোর সেবা॥
মোর চক্রে মরিল শৃগাল বাসুদেবা॥

মোর চক্রে বারাণসী দহিল সকল।
মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল॥
মোর চক্রে কাটিল বাণের বাহুগণ।
মোর চক্রে নরকের হইল মরণ॥
মুঞি সে ধরিনু গিরি দিয়া বাম হাত।
মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত॥
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি, করিলুঁ প্রসাদ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি রাখিলুঁ প্রহ্লাদ॥"
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে।
শুনিয়া অদ্বৈত প্রেমসিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
শাস্তি পাই অদ্বৈত পরমানন্দময়।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয়॥
"যেন অপরাধ কৈলুঁ তেন শাস্তি পাইলুঁ।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইলুঁ॥
এখন সে ঠাকুরালি বুঝিলুঁ তোমার।
দোষ-অনুরূপ শাস্তি করিলে আমার॥
ইহাতে সে প্রভু! ভৃত্যে চিত্তে বল পায়।"
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপুর-রায়॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে সকল অঙ্গনে।
ভ্রূকুটি করিয়া বোলে প্রভুর চরণে॥
কোথা গেল এবে তোমার সে স্তুতি।
"কোথা গেল এবে তোমার সে সব ঢাঙ্গাতি?
দুর্ব্বাসা না হও মুঞি যারে কদর্থিবে।
যার অবশেষ অন্ন সর্ব্বাঙ্গে লেপিবে॥
ভৃগু মুনি না হও মুঞি যার পদধূলী।
বক্ষে দিয়া হইবা শ্রীবৎস কুতূহলী॥
মোর নাম অদ্বৈত তোমার শুদ্ধ দাস।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ॥
উচ্ছিষ্ট প্রভাবে নাহি গণোঁ তোর মায়া।
করিলা ত শাস্তি এবে দেহ পদ-ছায়া॥"
এত বলি ভক্তি করি শান্তিপুরনাথ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাত॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতেরে কোলে করি কান্দয়ে নির্ভর॥
অদ্বৈতের ভক্তি দেখি নিত্যানন্দ-রায়।
ক্রন্দন করয়ে যেন নদী বহি যায়॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে প্রভু হরিদাস।
অদ্বৈতগৃহিণী কান্দে কান্দে যত দাস॥

কান্দয়ে অচ্যুতানন্দ-অদ্বৈততনয়।
অদ্বৈত-ভবন হৈল কৃষ্ণ-প্রেমময়॥
অদ্বৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বম্ভর।
সন্তোষে আপনে দেন অদ্বৈতেরে বর॥
"তিলার্দ্ধেকো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।
সে কেনে পতঙ্গ কীট পশু পক্ষী নয়।
যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।
তথাপি তাহারে মুঞি করিমু প্রসাদ॥"
বর শুনি কান্দয়ে অদ্বৈতমহাশয়।
চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয়॥
"যে তুমি বলিলা প্রভু কভু মিথ্যা নয়।
মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয়॥
যদি তোরে না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।
সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহরে॥
যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।
তোরে না মানিলে কভু নহে মোর জন॥
যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।
না পারোঁ সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন॥
যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিঙ্কর।
বৈষ্ণবাপরাধী মুঞি না দেখোঁ গোচর॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি দেব ভজে।
সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে॥
মুঞি নাহি বলোঁ এই বেদের বাখান।
সুদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ॥
সুদক্ষিণ নাম কাশীরাজের নন্দন।
মহা সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন॥
পরমসন্তোষে শিব বোলে "মাগ বর।
পাইবে অভীষ্ট অভিচার যজ্ঞ কর॥
বিষ্ণুভক্ত প্রতি যদি কর অপমান।
তবে তোর যজ্ঞে সেই লইব পরাণ॥"
শিব কহিলেন ব্যাজে সে ইহা না বুঝে।
শিবাজ্ঞায় অবিলম্বে যজ্ঞ গিয়া ভজে॥
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা ভয়ঙ্কর।
তিন কর চরণ—ত্রিশির-রূপ-ধর॥
তালজঙ্ঘ পরিমাণে বোলে "বর মাগ।"
রাজা বোলে "দ্বারকা পোড়াও মহাভাগ॥"
শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহাশৈবমূর্ত্তি।
বুঝিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পূর্ত্তি॥

অনুরোধে গেলা মাত্র দ্বারকার পাশে।
দ্বারকারক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আইসে।
পলাইলে না এড়াই সুদর্শন-স্থানে।
মহা-শৈব পড়ি বোলে চক্রের চরণে॥
"যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্ব্বাসা।
নারিল রাখিতে অজ বিষ্ণু দিগবাসা॥
হেন মহা বৈষ্ণবতেজের স্থানে মুঞি।
কোথা পলাইব প্রভু যে করিস তুই॥
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম।
দ্বিতীয়শঙ্করতেজ জয় কৃষ্ণধাম॥
জয় মহাচক্র জয় বৈষ্ণব-প্রধান।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ॥"
স্তুতি শুনি সন্তোষে বলিল সুদর্শন।
"পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন॥"
পুনঃ সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাহুড়িয়া।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল।
অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল॥
তেঞি সে বলিলুঁ প্রভু তোমারে লঙ্ঘিয়া।
মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া॥
তুমি মোর প্রাণনাথ তুমি মোর ধন।
তুমি মোর পিতা মাতা তুমি বন্ধু-জন॥
যে তোরে লঙ্ঘিয়া করে মোরে নমস্কার।
সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার॥
সূর্য্য সাক্ষাৎ করিয়া রাজা সত্রাজিত।
ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত॥
লঙ্ঘিয়া তোমার আজ্ঞা আজ্ঞা-ভঙ্গ-দুঃখে।
দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে সুখে॥
বলদেব-শিষ্যত্ব পাইয়া দুর্য্যোধন।
তোমারে লঙ্ঘিয়া তার সবংশে মরণ॥
হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ব্রহ্মার।
লঙ্ঘিয়া তোমারে গেল সবংশে সংহার॥
শিরচ্ছেদে শিব পুজিয়াও দশানন।
'তোমা' লঙ্ঘি পাইলেক সবংশে মরণ॥
সর্ব্ব-দেব-মূল তুমি সভার ঈশ্বর।
দৃশ্যাদৃশ্য যত সব তোমার কিঙ্কর॥
প্রভুরে লঙ্ঘিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।
পূজা খাই সেই দাস তাহারে সংহরে॥
তোমারে লঙ্ঘিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।
বৃক্ষমূল কাটি যেন পল্লবেরে পূজে॥
দেববিপ্রযজ্ঞধর্ম্মসর্ব্ব-মূল তুমি।
যে তোমা না ভজে তার পূজ্য নহি আমি॥"
মহাতত্ত্ব অদ্বৈতের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া বোলে শ্রীশচী-নন্দন॥
"মোর এই সত্য শুন সভে মন দিয়া।
যে আমারে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধমজনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি হেন পড়ে॥
আমার দাসের যে সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম-কল্পতরু তাহারে সংহরে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত সব মোর দাস।
এতেকে যে পর হিংসে, সেই যায় নাশ॥
তুমি ত আমার নিজদেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিলে দৈবে না সহয়ে দঢ়॥
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দুক-নিন্দা করে।
অধঃপাত যায় সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥"
বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম।
"অনিন্দুক হই সভে বোল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দুক হইয়ে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে॥"
এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।
"জয় জয় জয়" বোলে সর্ব্ব ভক্তগণ॥
অদ্বৈত কান্দয়ে দুই চরণ ধরিয়া।
প্রভু কান্দে অদ্বৈতেরে কোলেতে করিয়া॥
অদ্বৈতের প্রেমে কান্দে সকল মেদিনী।
এইমত মহাচিন্ত্য অদ্বৈত-কাহিনী॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি তার।
জানিহ ঈশ্বরসনে ভেদ নাহি যার॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে যে গালাগালী বাজে।
সেই সে পরমানন্দ—যদি জনে বুঝে॥
দুর্ব্বিজ্ঞেয় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্য-কর্ম্ম।
তান অনুগ্রহে সে বুঝিয়ে তার মর্ম্ম॥
এই মত যত আর হইল কথন।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতপ্রভু আর যত গণ।
ইহা কহিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম॥

ক্ষণেকেই বাহ্য-দৃষ্টি দিয়া বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া অদ্বৈত প্রতি বোলয়ে উত্তর॥
"কিছু চাঞ্চল্য মুঞি করিয়াছোঁ শিশু?"
অদ্বৈত বোলয়ে "উপাধিক নহে কিছু"॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
ক্ষমিবা-চাঞ্চল্য যদি মোর কিছু হয়॥"
নিত্যানন্দ চৈতন্য অদ্বৈত হরিদাস।
পরস্পর সভা সভে চাহি হৈল হাস॥
অদ্বৈতগৃহিনী মহাসতী পতিব্রতা।
বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু যারে বোলে মাতা॥
প্রভু বোলে "শীঘ্র গিয়া করহ রন্ধন।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর করিব ভোজন॥"
নিত্যানন্দ-হরিদাস-অদ্বৈতাদি সঙ্গে।
গঙ্গা-স্নানে বিশ্বম্ভর চলিলেন রঙ্গে॥
সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিব বিস্তর।
স্নান করি প্রভু সবে আইলেন ঘর॥
চরণ পাখালি মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
কৃষ্ণেরে করয়ে দণ্ড প্রণাম বিস্তর॥
অদ্বৈত পড়িলা বিশ্বম্ভর-পদতলে।
হরিদাস পড়িলা অদ্বৈত পদমূলে॥
অপূর্ব্ব কৌতুক দেখি নিত্যানন্দ হাসে।
ধর্ম্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে॥
উঠি দেখি ঠাকুর অদ্বৈতে পদমূলে।
আথে ব্যথে উঠি প্রভু "বিষ্ণু বিষ্ণু" বোলে॥
অদ্বৈতের হাতে ধরি নিত্যানন্দসঙ্গে।
চলিলা ভোজনগৃহে বিশ্বম্ভর রঙ্গে॥
ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক-ঠাঞি।
বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ আচার্য্যগোসাঞি॥
স্বভাবচঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে॥
উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যাবেশে॥
দ্বারে বসি ভোজন করেন হরিদাস।
যার দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ॥
অদ্বৈতগৃহিনী মহা-সতী যোগেশ্বরী।
পরিবেশন করেন স্মঙরি 'হরি হরি'॥
ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল।
দিব্য অন্ন ঘৃত দুগ্ধ পায়স সকল॥
অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ-রায়।
এক বৃন্ত দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায়॥

ভোজন হইল পূর্ণ কিছু মাত্র শেষ।
নিত্যানন্দ হইলা পরম-বাল্যাবেশ॥
সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস।
প্রভু বোলে "হায় হায়" হাসে হরিদাস॥
দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশছলে॥
"জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ।
কোথা হইতে আসি হৈল মদ্যপের সঙ্গ॥
গুরু নাহি, বোলয়ে "সন্ন্যাসী" করি নাম।
জন্ম বা না জানিয়ে নিশ্চয় কোন গ্রাম॥
কেহত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি?
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে যেন মত্ত-হাতী॥
ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত।
এখনে হইল আসি ব্রাহ্মণের সাথ॥
নিত্যানন্দ মদ্যপে করিল! সর্ব্বনাশ।
সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস॥"
ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগবাস।
হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস॥
অদ্বৈত-চরিত্র দেখি হাসে গৌর-রায়।
হাসি নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলী দেখায়॥
শুদ্ধ হাস্যময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে।
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে॥
ক্ষণেকে পাইয়া বাহ্য, কৈল আচমন।
পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন॥
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতে হইল কোলা-কোলী।
প্রেম রসে দুই প্রভু মহা কুতূহলী॥
প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুইজন।
প্রীতি বহি অপ্রীত নাহিক কোন ক্ষণ॥
তবে যে কলহ দেখ সে কৃষ্ণের লীলা।
বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা॥
হেন মতে মহাপ্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে।
স্বানুভাবানন্দে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে বিহরে॥
ইহা বলিবার শক্তি প্রভু বলরাম।
অন্যে নাহি জানয়ে এ সব গুণগ্রাম॥
সরস্বতী জানে বলরামের কৃপায়।
সভার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায়॥
এ সব কথার নাহি জানি অনুক্রম।
যে তে মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম॥

চৈতন্যপ্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
ইহাতে যে অপরাধ—ক্ষমিহ আমার॥
অদ্বৈতের গৃহে প্রভু বঞ্চি কত দিন।
নবদ্বীপে আইলা—সংহতি করি তিন॥
নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তৃতীয় হরিদাস।
এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস॥
শুনিল বৈষ্ণব সব "আইলা ঠাকুর।"
ধাইয়া আইলা সব—আনন্দ প্রচুর॥
দেখি সর্ব্ব তাপ হরে' সে চন্দ্রবদন।
ধরিয়া চরণে সভে করয়ে রোদন॥
গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সভার জীবন।
সভারে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন॥
সভেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ সমান।
সভেই উদার—ভাগবতের প্রধান॥
সভে করিলেন অদ্বৈতেরে নমস্কার।
যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য অবতার॥
আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব সকল।
সভে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণকোলাহল॥
পুত্র দেখি আই হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
বধূ-সঙ্গে গৃহে করে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন।
যে প্রভু আমার জন্মজন্মের জীবন॥
দ্বিজ বিপ্র ব্রাহ্মণ যে হেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ নিত্যানন্দ বলদেব॥
অদ্বৈত গৃহেতে প্রভু কৈল যত কেলি।
ইহা যেই শুনে সেই পায় সেই মেলি॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডেঅদ্বৈত-গৃহবিলাসবর্ণনং নাম উনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥১৯॥

## বিংশ অধ্যায়।

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।
জয় সর্ব্বতাপহর চরণ তোমার॥
জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয়॥
হেন মতে ভক্তগোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।
নাচে গায় কান্দে হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
এই মতে প্রতিদিন অশেষ কৌতুক।
ভক্ত সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ॥
একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
শ্রীনিবাস-গৃহে বসি আছে নানা রঙ্গে॥
আইল মুরারি গুপ্ত হেনই সময়।
প্রভুর চরণে দণ্ড পরণাম হয়॥
শেষে নিত্যানন্দেরে করিয়া পরণাম।
সম্মুখে রহিল গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু বড় সুখী মনে।
অকপটে মুরারিরে কহেন আপনে॥
"যে করিলা মুরারি না হয় ব্যবহার।
ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার॥
কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।
ব্যবহারে হেন ধর্ম্ম তুমি লঙ্ঘ কেনে?"
মুরারি বোলয়ে "প্রভু জানে। কেন মতে।
চিত্ত তুমি লওয়াইয়া আছ যেন মতে॥"
প্রভু বোলে "ভাল ভাল আজি যাহ ঘরে।
সকল জানিবা কালি বলিল তোমারে॥"
সংভ্রমে চলিলা গুপ্ত সত্বর হরিষে।
শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে॥
স্বপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধান।
মল্ল বেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান॥
নিত্যানন্দশিরে দেখে মহানাগফণা।
করে দেখে শ্রীহল মুষল তান বাণা॥
নিত্যানন্দ-মূর্ত্তি দেখে যেন হলধর।
শিরে পাখা ধরি পাছে যায় বিশ্বম্ভর॥
স্বপ্নে প্রভু হাসি কহে ডাকিয়া "মুরারি।
আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝহ বিচারি॥"
স্বপ্নে দুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।
দুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া॥
চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।
'নিত্যানন্দ' বলি শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন॥
মহাসতী মুরারিগুপ্তের পতিব্রতা।
"কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বোলে হই সচকিতা॥
"বড় ভাই নিত্যানন্দ" মুরারি জানিয়া।
চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হৈয়া॥

বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্নবদন॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ-মাধুরী॥
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "মুরারি এ কেন?"
মুরারি বোলয়ে "প্রভু লওয়াইলে যেন॥
পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।
জীবের সকল কর্ম্ম তোর শক্তি বলে॥"
প্রভু বোলে "মুরারি আমার প্রিয় তুমি।
অতএব তোমারে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি॥"
কহে প্রভু নিজতত্ত্ব মুরারির স্থানে।
যোগায় তাম্বুল প্রিয় গদাধর বামে।
প্রভু বোলে "মোর দাস মুরারি প্রধান।"
এত বলি চর্ব্বিত তাম্বূল কৈলা দান॥
সংভ্রমে মুরারি যোড় হস্ত করি লয়।
খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয়॥
প্রভু বোলে "মুরারি সকালে ধোও হাত।"
মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাত॥
প্রভু বোলে "আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥"
বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।
দন্ত কড় মড় করে বোলয়ে বিশেষ॥
"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড করে বেটা ভাল মতে॥
পঢ়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বসে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য কহি মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ সে যায় বিনাশ॥
অজ ভবানন্দ মোর বিগ্রহ সে সেবে।
যে বিগ্রহ প্রাণ করি পূজে সর্ব্ব-দেবে॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বোলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য সত্য করোঁ তোরে এই পরকাশ।
সত্য মুঞি সত্য মোর দাস, তার দাস॥
সত্য মোর লীলা কর্ম্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বোলে মোরে করে খান খান॥
যে যশ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা-বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বোলে 'মিথ্যা সে বিলাস'॥
যে যশ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় অনন্ত আপনে মহীধর॥
যে যশ-শ্রবণে-শুক নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব॥
হেন পুণ্য-কীর্ত্তি-প্রতি অনাদর যার।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥"
গুপ্ত-লক্ষ্যে সভারে শিখায় ভগবান।
"সত্য মোর বিগ্রহ-সেবক লীলা-স্থান॥"
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিখায়।
ইহা যে না মানে সে আপনে নাশ যায়॥
ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি বিশ্বম্ভর।
পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর॥
"ভাই" বলি মুরারিরে কৈল আলিঙ্গন।
বড় স্নেহ করি বোলে সদয় বচন॥
"সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সে মোর প্রিয় নহে॥
ঘরে যাও গুপ্ত তুমি আমারে কিনিলা।
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গুপ্ত তুমি সে জানিলা॥"
হেনমতে মুরারি প্রভুর কৃপা পাত্র।
এ কৃপার পাত্র সবে হনুমান মাত্র॥
আনন্দে মুরারিগুপ্ত ঘরেতে চলিলা।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা॥
অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজবাসে।
এক বোলে আর করে খলখলী হাসে॥
পরম হরিষে বোলে "করিব ভোজন।"
পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন॥
বিহ্বল মুরারিগুপ্ত চৈতন্যের রসে।
"খাও খাও" বলি অন্ন ফেলি গ্রাসে গ্রাসে॥
ঘৃত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে।
"খাও খাও খাও কৃষ্ণ" এই বোল বোলে॥
হাসে' পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যাভার।
পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি দেই বারে বার॥
মহা ভাগবত গুপ্ত-পতিব্রতা জানে।
'কৃষ্ণ' বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে॥

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন।
কভু না লঙ্ঘয়ে প্রভু গুপ্তের বচন॥
যত অন্ন দেয় গুপ্ত তাই প্রভু খায়।
বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায়॥
বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে।
হেন কালে প্রভু আইলা দেখি গুপ্ত বন্দে॥
পরম-আনন্দে গুপ্ত দিলেন আসন।
বসিলেন জগন্নাথমিশ্রের নন্দন॥
গুপ্ত বোলে "প্রভু কেনে হৈল আগমন?"
প্রভু বোলে "আইলাম চিকিৎসা কারণ॥"
গুপ্ত বোলে "কহিবে কি অজীর্ণ কারণ?
কোন কোন দ্রব্য কালি করিলা ভোজন?"
প্রভু বোলে "আরে বেটা জানিবি কেমনে।
'খাও খাও' বলি অন্ন ফেলিলি যখনে॥
তুই পাসরিলি তোর পত্নী সব জানে।
তুই দিলি মুঞি বা না খাইমু কেমনে?
কি লাগি চিকিৎসা কর অন্য বা পাচন।
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ॥
জলপানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ তোর জল॥"
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণ মাত্র॥
কৃপা দেখি মুরারি হইলা অচেতন।
মহাপ্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন॥
হেন প্রভু হেন ভক্তি যোগ্য হেন দাস।
চৈতন্যপ্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ॥
মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥
বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তি-ফল ধরে॥
যে সে কেন নহে বৈষ্ণবের দাসী দাস।
সর্ব্বোত্তম সেই—এই বেদের প্রকাশ॥
এই মত মুরারিরে প্রতি দিনে দিনে।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা আপনে॥
শুন শুন মুরারির অদ্ভুত আখ্যান।
শুনিলে মুরারিকথা ভক্তি পাই দান॥
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের মন্দিরে।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ-মূর্ত্তি ধরে॥

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি কর।
গরুড় গরুড়' বলি ডাকে বিশ্বম্ভর॥
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া॥
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈনতেয় ভাব।
গুপ্ত বোলে "সেই মুঞি গরুড় মহাভাগ॥"
"গরুড় গরুড়" বলি ডাকে বিশ্বম্ভর।
গুপ্ত বোলে "এই মুঞি তোমার কিঙ্কর॥"
প্রভু বোলে "বেটা তুই আমার বাহন।"
"হয় হয়" হেন গুপ্ত বোলয়ে বচন॥
গুপ্ত বোলে "পাসরিলা তোমারে লইয়া।
স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিলুঁ বহিয়া॥
পাসরিলা তোমা লঞা গেলুঁ বাণপুর।
খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্কন্দের ময়ূর॥
এই মোর স্কন্ধে প্রভু আরোহণ কর।
আজ্ঞা কর নিব কোন ব্রহ্মাণ্ডভিতর॥"
গুপ্ত-স্কন্ধে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
"জয় জয়" ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন॥
স্কন্ধে কমলার নাথ গুপ্তের নন্দন।
নড় দিয়া পাক ফিরে সকল অঙ্গন॥
জয় হুলাহুলি দেয় পতিব্রতাগণ।
মহাপ্রেমে ভক্ত সব করয়ে ক্রন্দন॥
কেহ বোলে "জয় জয়" কেহ বোলে "হরি"।
কেহ বোলে "এই রূপ যেন না পাসরি॥"
কেহ মালসাট মারে পরম উল্লাসে।
"ভালিরে ঠাকুর" বলি কেহ কেহ হাসে॥
"জয় জয় মুরারিবাহন বিশ্বম্ভর।"
বাহু তুলি কেহ ডাকে করি উচ্চস্বর॥
মুরারির স্কন্ধে দোলে গৌরাঙ্গসুন্দর।
উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর॥
সেই নবদ্বীপে হয় এ সব প্রকাশ।
দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস॥
ধন কুল প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥
জন্মে জন্মে যে সব করিল আরাধন।
সুখে দেখে এবে তার দাস-দাসীগণ॥
যেবা দেখিলেক সে বা কৃপা করি কয়।
তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্ত নাহি লয়॥

মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্কন্ধে প্রভুর উত্থান।
সব অবতারে গুপ্ত সেবকপ্রধান॥
এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' এই বেদে কয়
বাহ্য পাই নাম্বিলা গৌরাঙ্গ মহাধীর।
গুপ্তের গরুড়ভাব হইল সুস্থির॥
বড়ই নিগূঢ় কথা কেহ কেহ জানে।
গুপ্তস্কন্ধে মহাপ্রভু কৈল আরোহণে॥
মুরারিরে কৃপা দেখি বৈষ্ণব মণ্ডল।
"ধন্য ধন্য ধন্য" বলি প্রশংসে সকল॥
ধন্য ভক্ত মুরারি সফল বিষ্ণু-ভক্তি।
বিশ্বম্ভরলীলায় বহনে যার শক্তি॥
এই মত মুরারিগুপ্তের পুণ্য কথা।
আর কত আছে যে কৈলা যথা যথা॥
একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি।
নিজ মনে মনে গণে অবতার স্থিতি॥
"সাঙ্গোপাঙ্গে আছয়ে যাবৎ অবতার।
তাবত চিন্তিয়ে আমি নিজ প্রতিকার॥
না বুঝি কৃষ্ণের লীলা কখন কি করে।
তখনি সৃজিয়া লীলা তখনি সংহরে॥
যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ।
আনিয়া ছাড়িল সীতা কেমন কারণ॥
যে যাদবগণ নিজ প্রাণের সমান।
সাক্ষাতে দেখয়ে—তারা হারায় পরাণ॥
অতএব যাবত আছয়ে অবতার॥
তাবত আমার দেহত্যাগ প্রতিকার॥
দেহ এড়িবার মোর এই সে সময়।
পৃথিবীতে যাবত আছয়ে মহাশয়॥"
এতেক নির্ব্বেদ গুপ্ত চিন্তি মনে মনে।
খরসান কাতি এক আনিল যতনে॥
আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে।
"নিশায় এড়িব দেহ হরিষ অন্তরে॥"
সর্ব্বভূত-হৃদয়-ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
মুরারির চিত্ত বৃত্তি হইল গোচর॥
সত্বরে আইল প্রভু মুরারিভবন।
সংভ্রমে করিল গুপ্ত চরণবন্দন॥
...নে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণ কথা কয়।
মুরারিগুপ্তেরে হই পরম সদয়॥

প্রভু বোলে "গুপ্ত বাক্য ধরিব আমার।"
গুপ্ত বোলে "প্রভু মোর শরীর তোমার॥"
প্রভু বোলে "এই সত্য" গুপ্ত বোলে "হয়।"
"কাতি খানি মোরে দেহ" প্রভু কাণে কয়॥
"যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে।
তাহা আনি দেহ আছে ঘরের ভিতরে॥"
'হায় হায়' করে গুপ্ত মহা-দুঃখ মনে।
"মিথ্যা কথা কহিল তোমারে কোন্ জনে?"
প্রভু বোলে "মুরারি বড় ত দেখি ভোল।
পরে কহিলেক আমি জানি হেন বোল॥
যে গড়িয়া দিল কাতি, তাহা জানি আমি।
তাহা জানি—যথা কাতি থুইয়াছ তুমি॥"
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী প্রভু, জানে সর্ব্ব-স্থান।
ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিদ্যমান॥
প্রভু বোলে "গুপ্ত এ তোমার ব্যবহার।
কোন দোষে আমা ছাড়ি চাহ যাইবার?
তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা।
হেন বুদ্ধি তুমি কার স্থানে বা শিখিলা?
এখানে মুরারি মোরে দেহ এই ভিক্ষা।
আর কভু হেন বুদ্ধি না করিবা শিক্ষা॥"
কোলে করি মুরারিরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হস্ত তুলি দিল নিজ শিরের উপর॥
"মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও।
যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও॥"
আথেব্যথে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে।
পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে॥
সুকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়া চরণ।
গুপ্ত কোলে করি কান্দে শ্রীশচীনন্দন॥
যে প্রসাদ মুরারি-গুপ্তেরে প্রভু করে।
তাহা বাঞ্ছে রমা-অজ-অনন্ত-শঙ্করে॥
এ সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে॥
ইহারা অভিন্ন-কৃষ্ণ বেদে এই কহে॥
সেই গৌরচন্দ্র প্রভু শেষ-রূপ ধরে।
চতুর্ম্মুখরূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে॥
সংহারেও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচন-রূপে।
আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে॥
ভিন্ন নাহি ভেদ নাহি এ সকল দেবে।
এ সকল দেব চৈতন্যের পদ সেবে॥

পক্ষী মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।
সেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম॥
সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র।
জানিহ সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ॥
যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।
এই মত নিন্দকসন্ন্যাসী দুরাচার॥
নিন্দক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী কহে বেদ॥

তথাহি শ্রীনারদীয়ে—

প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ং।
বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়ত্যপরানপি॥
হরন্তি দস্যবোঽকুট্যাং বিমোহ্যাস্ত্রৈ র্নৃণাং ধনং।
পাবিত্রৈরতিতীক্ষ্ণাগ্রৈ র্বাণৈরেবং বকব্রতাঃ॥

অন্বয়ঃ।—প্রকটং পতিতঃ যঃ স্বয়ং একঃ অধঃ যাতি শ্রেয়ান্ (ভবতি)। বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ (তু) অপরানপি পাতয়তি। দস্যবঃ অকুট্যাং অস্ত্রৈঃ বিমোহ্য নৃণাং ধনং হরন্তি, বকব্রতাঃ পাবিত্রৈঃ তীক্ষ্ণাগ্রৈঃ বাণৈঃ এবং (কুর্ব্বন্তি)।

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পাপাচরণে পতিত সে মাত্র নিজেই অধোগামী হয় এই হেতু সে বরং মঙ্গলদায়ক, বকের ন্যায় কপটাচারী নিজে সাক্ষাৎ পাপস্বরূপ হইয়াও কপটাচারের দ্বারা অন্যান্য সকলকেও পাতিত করিয়া থাকে। দস্যুগণ বিজন প্রদেশে অস্ত্রের দ্বারা বিমুগ্ধ করিয়া জনগণের ধন হরণ করে, তদ্রূপ বকব্রতগণও পবিত্রতাচরণের ভাণরূপ সুতীক্ষ্ণ বাণের দ্বারা নরগণকে মুগ্ধ ও প্রতারিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব হরণ করে॥

ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।
সাধু নিন্দা শুনি মরি যায় ভালমতে॥
সাধুনিন্দা শুনিলে সুকৃত হয় ক্ষয়।
জন্ম জন্ম অধঃপাত বেদে এই কয়॥
বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মরে।
জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিন্দক সংহরে॥
অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত-দুরাচার॥

আব্রহ্মস্তম্বাদি সব কৃষ্ণের বৈভব।
"নিন্দা মাত্র কৃষ্ণ রুষ্ট" কহে শাস্ত্র সব॥
অনিন্দক হয়ে যে সকৃৎ 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উদ্ধারিব হেলে॥
চারি বেদ পড়িয়াও যদি নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম কুম্ভীপাকে ডুবিয়া সে মরে॥
ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ-নিন্দা করে হৈব সর্ব্বনাশ॥
এই নবদ্বীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
না মানে নিন্দক-সব সে সব বিলাস।
চৈতন্যচরণে যার আছে রতি মতি।
জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি॥
অষ্ট-সিদ্ধি-যুক্ত চৈতন্যেতে ভক্তিশূন্য।
কভু যেন না দেখোঁ সে পাপী হীন পুণ্য॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সান্ত্বনা করিয়া।
চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া॥
হেন মতে মুরারিগুপ্তের অনুভাব।
আমি কি বলিব—ব্যক্ত তাহার প্রভাব॥
নিত্যানন্দ-প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাঙ সভার মাহাত্ম্য।
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি।
যাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি॥
জয় জয় জগন্নাথমিশ্রের নন্দন।
তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন॥
যার প্রাণনাথের জীবন বিশ্বম্ভর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারি-
গুপ্তপ্রভাববর্ণনং নাম
বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২০॥

## একবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় নিত্যানন্দপ্রাণ বিশ্বম্ভর।
জয় গদাধরপতি অদ্বৈত-ঈশ্বর॥

জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়কর।
জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ।
চারিদিগে যত আপ্ত ভাগবতগণ॥
সার্ব্বভৌম পিতা বিশারদ মহেশ্বর।
তাহার জাঙ্গালে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
সেইখানে দেবানন্দপণ্ডিতের বাস।
পরম সুশান্ত বিপ্র মোক্ষ অভিলাষ॥
জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজন্ম-উদাসীন।
ভাগবত পঢ়ায়—তথাপি ভক্তিহীন॥
'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোষে।
মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীনদোষে॥
জানিবার যোগ্যতা আছয়ে কিছু তান।
কোন অপরাধ নাহি কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
দৈব প্রভু ভক্তসঙ্গে সেই পথে যায়।
যেখানে তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিবারে পায়॥
সর্ব্বভূত হৃদয়—জানয়ে সর্ব্বতত্ত্ব।
না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ত্ব॥
কোপে বোলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারি বেদে কয়॥
চারি বেদ দধি—ভাগবত নবনীত।
মথিলেন শুকে খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥
মুঞি মোর দাস আর গ্রন্থ ভাগবতে।
যার ভেদ আছে, তার নাশ ভাল মতে॥"
ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
"ভক্তি বিনু ভাগবত যে আর বাখানে।"
~~[illegible]~~ বোলে "সে অধম কিছুই না জানে॥
মুরারি

নিরবধি ভক্তিহীন এ বেটা ব্যাখানে।
আজি পুথি চিরি এই দেখ বিদ্যমানে॥"
পুথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায়।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়া রহায়॥
মহা-চিন্ত্য ভাগবত সর্ব্ব-শাস্ত্র-রায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা-তপ প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবত বুঝি, হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বর-বুঝি যাঁর।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তি যার॥
সর্ব্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান॥
সে সব লোকের যাতে ভাগবতে ভ্রম।
তাতে যে অন্যের গর্ব্ব, তার শাস্তা যম॥
এই মত প্রতি দিনে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভ্রময়ে নগর সর্ব্ব সঙ্গে অনুচর॥
একদিন ঠাকুর পণ্ডিত সঙ্গে করি।
নগর ভ্রময়ে বিশ্বম্ভর গৌর হরি॥
নগরের অন্তে আছে মদ্যপের ঘর।
যাইতে পাইল গন্ধ প্রভু বিশ্বম্ভর॥
মদ্য-গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ।
বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন॥
বাহ্য পাসরিয়া প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
"উঠোঁ গিয়া" শ্রীবাসেরে বোলে বার বার॥
প্রভু বোলে "শ্রীনিবাস এই উঠোঁ গিয়া"
মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া॥
প্রভু বোলে "মোরেও কি বিধি প্রতিষেধ?"
তথাপিও শ্রীনিবাস করয়ে নিষেধ॥
শ্রীবাস বোলয়ে "তুমি জগতের পিতা।
তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা॥
না বুঝি তোমার লীলা নিন্দিবে যে জন।
জন্মে জন্মে দুঃখে তার হইব মরণ॥
নিত্যধর্ম্মময় তুমি প্রভু সনাতন।
এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন জন?
যদি তুমি উঠ গিয়া মদ্যপের ঘরে।
প্রবিষ্ট হইব মুঞি গঙ্গার ভিতরে॥"
ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু না করে লঙ্ঘন।
হাসে, প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন॥

প্রভু বোলে "তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা।
না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা" ॥
শ্রীবাস-বচনে সম্বরিয়া রাম ভাব।
ধীরে-ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ ॥
মদ্য-পানে মত্ত সব ঠাকুর দেখিয়া।
"হরি হরি" বোলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
কেহ বোলে "ভাল ভাল নিমাঞি পণ্ডিত।
ভাল ভাল লাগে তোর তান নাট গীত ॥"
"হরি" বলি হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে।
উল্লাসে মদ্যপ কেহ যায় তান পাছে ॥
'মহা-হরি-ধ্বনি' করে মদ্যপের গণে।
এই মত হয় বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শনে ॥
মদ্যপের চেষ্টা দেখি বিশ্বম্ভর হাসে।
আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি পরকাশে ॥
মদ্যপেও সুখ পায় চৈতন্য দেখিয়া।
একেসে নিন্দয়ে পাপী সন্ন্যাসী হইয়া ॥
চৈতন্যচন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে আশ্রমে নাহিক তার সুখ ॥
যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ তবু তারে নমস্কার ॥
মদ্যপেরে শুভ-দৃষ্টি করি বিশ্বম্ভরে।
নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগরে ॥
কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত দেবানন্দ।
মহাক্রোধে কিছু তারে বোলে গৌরচন্দ্র ॥
দেবানন্দ-পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে।
পূর্ব্ব-অপরাধ আছে তাহা হৈল মনে ॥
যে সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ।
প্রেম শূন্য জগত দুঃখিত সব দাস ॥
যদি বা পড়ায় এক গীতা ভাগবত।
তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি অভিমত ॥
সে সময়ে দেবানন্দ পরম মহান্ত।
লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সুশান্ত ॥
ভাগবত-অধ্যাপনা করে নিরন্তর।
আকুমার সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রত-ধর ॥
দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস।
ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ ॥
অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেম-ময়।
শুনিয়া দ্রবিল শ্রীনিবাসের হৃদয় ॥

ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস।
মহাভাগবতে বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥
পাপীষ্ঠ পঢ়ুয়া বোলে "হইল জঞ্জাল।
পঢ়িতে না পাই ভাই ব্যর্থ যায় কাল ॥"
সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের রোদন।
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ জগতপাবন ॥
পাপীষ্ঠ পঢ়ুয়া সব যুকতি করিয়া।
বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া ॥
দেবানন্দপণ্ডিতো না কৈল নিবারণ।
গুরু যথা ভক্তি-শূন্য, তথা শিষ্যগণ ॥
বাহ্য পাই দুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর।
তাহা সব জানে অন্তর্যামি-বিশ্বম্ভর ॥
দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।
ক্রোধমুখে বোলে প্রভু শচীর নন্দন ॥
"অহে অহে দেবানন্দ বলি যে তোমারে।
তুমি এবে ভাগবত পঢ়াও সভারে ॥
যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।
হেন জন শুনিবারে গেলা ভাগবত ॥
কোন অপরাধে তানে শিষ্য হাতাইয়া।
বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া ॥
ভাগবত শুনিতে যে কান্দে কৃষ্ণ-রসে।
টানিয়া ফেলিতে সে তাহার যোগ্য আইসে?
বুঝিলাম তুমি সে পঢ়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত ॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥
প্রেম-ময় ভাগবত পঢ়াইয়া তুমি।
তত সুখ না পাইলা কহিলাঙ আমি ॥"
শুনিয়া বচন দেবানন্দ দ্বিজবর।
লজ্জায় রহিলা কিছু না করে উত্তর ॥
ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বম্ভর।
দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর ॥
তথাপিও দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।
বচনেও প্রভু যারে করিলেন দণ্ড ॥
চৈতন্যের দণ্ড মহা সুকৃতি সে পায়।
যান দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥
চৈতন্যের দণ্ড যে মস্তকে করি লয়।
সেই দণ্ডে তারে প্রেম-ভক্তি-যোগ হয় ॥

চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।
জন্মে জন্মে সে পাপীর যমদণ্ড হয়॥
ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায় ভক্ত-জনে।
চতুর্দ্ধা-বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি-সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥
চৈতন্য কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
যে তে মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
চৈতন্যদাসের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দ-
বাক্যদণ্ডো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১॥

---

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শচী-সুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ নাম দিয়া প্রভু জগৎ কেল ধন্য॥
জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।
জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বিহরে সংহতি নিত্যানন্দ গদাধর॥
বাক্যদণ্ড দেবানন্দ পণ্ডিতেরে করি।
আইলা আপন-ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ-বাসে।
দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট-সঙ্গ-দোষে॥
দেবানন্দ হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞি।
সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই॥
বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বম্ভর।
ভক্তি-বিনা জপ তপ অকিঞ্চিৎকর॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি যার হয় অপরাধ।
কৃষ্ণ-কৃপা হইলেও তার প্রেম-বাধ॥
আমি নাহি বলি, এই বেদের বচন।
সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন॥
যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।
বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব্বে আছিল তাহার॥
আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া।
মায়েরে দিলেন প্রেম সভা শিখাইয়া॥
এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে।
বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার শ্রবণে॥
এক দিন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
উঠিয়া বসিল বিষ্ণু-খট্টার উপর॥
নিজ-মূর্ত্তি-শিলা-সব করি নিজ কোলে।
আপনা' প্রকাশে গৌরচন্দ্র কুতূহলে॥
"মুঞি কলি যুগে কৃষ্ণ মুঞি নারায়ণ।
মুঞি রাম-রূপে কৈলুঁ সাগরবন্ধন॥
শুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
মোর নিদ্রা ভাঙ্গিল সে নাড়ার হুঙ্কারে॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ।
মাগ মাগ আরে নাড়া মাগ শ্রীনিবাস॥"
দেখি মহাপরকাশ নিত্যানন্দরায়।
তত ক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায়॥
বাম দিকে গদাধর তাম্বুল যোগায়।
চারি দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায়॥
ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরাঙ্গ মহেশ্বর।
যাহাতে যাহার প্রীত লয় সেই বর॥
কেহ বোলে "মোর বাপ বড় দুষ্টমতি॥
তার চিত্ত ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি॥
কেহ মাগে গুরু প্রতি কেহ পুত্র প্রতি
কেহ শিষ্য কেহ পত্নী যার যথা রতি॥
ভক্ত-বাক্য-সত্য-কারী প্রভু বিশ্বম্ভর।
হাসিয়া সভারে দিলা প্রেম-ভক্তি-বর॥
মহাশয় শ্রীনিবাস বোলেন "গোসাঞি।
আইরে দেয়াও প্রেম এই সভে চাই॥"
প্রভু বোলে "ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস।
তানে নাহি দিব প্রেম-ভক্তির বিলাস॥
বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ।
অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তিবাধ॥"
মহা বক্তা শ্রীনিবাস বোলে আর বার।
"এ কথায় প্রভু দেহত্যাগ সে সভার॥
তুমি হেন প্রভু যাঁর গর্ভে অবতার।
তার কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার?

মুরারি

সভার জীবন আই জগতের মাতা।
মায়া ছাড়ি প্রভু তানে হও ভক্তি-দাতা॥
তুমি যান পুত্র প্রভু সে সর্ব্ব-জননী।
পুত্র স্থানে মায়ের কি অপরাধ গণি॥
যদি বা বৈষ্ণবস্থানে থাকে অপরাধ।
তথাপিও খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ॥"
প্রভু বোলে "উপদেশ করিতে সে পারি।
বৈষ্ণবাপরাধ আমি খণ্ডাইতে নারি॥
যে বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে নহে আর॥
দুর্ব্বাসার অপরাধ অম্বরীষ-স্থানে।
তুমি জান দেখ ক্ষয় হইল কেমনে॥
নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ।
নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ॥
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি লইলে মাথায়।
হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজ্ঞায়॥"
তখনে চলিলা সভে অদ্বৈতের স্থানে।
অদ্বৈতেরে কহিলেক সব বিবরণে॥
শুনিয়া অদ্বৈত করে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণ।
"তোমরা লইতে চাহ আমার জীবন॥
যান গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার।
সে মোর জননী মুঞি পুত্র সে তাহার॥
যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র।
সে আইর প্রভাব না জানি তিল মাত্র॥
বিষ্ণু-ভক্তি-স্বরূপিণী আই পতিব্রতা।
তোমরা বা মুখে কেন আন হেন কথা॥
প্রাকৃত শব্দেও যেবা বলিবেক আই।
আই শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
যেই গঙ্গা সেই আই কিছু ভেদ নাই।
দেবকী যশোদা যেই সেই বস্তু আই॥"
কহিতে আইর তত্ত্ব আচার্য্যগোসাঞি।
পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া বাহ্য কিছু নাই॥
বুঝিয়া সময় আই আইল বাহিরে।
আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে॥
পরম বৈষ্ণবী আই মূর্ত্তিমতী ভক্তি।
বিশ্বম্ভর গর্ভে ধরিলেন যার শক্তি॥
আচার্য্য চরণধূলি লইলা যখনে।
বিহ্বলে পড়িলা আই বাহ্য নাহি জানে॥

"জয় জয় হরি" বোলে বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে করয়ে শ্রীচৈতন্যকোলাহল॥
অদ্বৈতের বাহ্য নাহি আইর প্রভাবে।
আইর নাহিক বাহ্য অদ্বৈতানুভাবে॥
দোঁহার প্রভাবে দোঁহে হইল বিহ্বল।
"হরি-হরি-ধ্বনি" করে বৈষ্ণবসকল॥
হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর খট্টার উপরে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বোলে জননীরে॥
"এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল তোমার।
অদ্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর॥"
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন।
জয় জয়-হরিধ্বনি হইল তখন॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ-সাবধান॥
শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ পায়—কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে (২৫।১৪)—

মহাদমানাৎ স্বকৃতাদ্ধি মাদৃঙ্
নঙ্ক্ষ্যত্য দূরাদপি শূলপাণিঃ॥

ইহার ব্যাখ্যাদি মধ্য ১৩শ অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে।

ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে সে পাপীষ্ঠ দৈব-দোষে মরে॥
অন্যের কি দায় গৌর-সিংহের জননী।
তাহানেও বৈষ্ণবাপরাধ করি গণি॥
বস্তু-বিচারেতে সেহ অপরাধ নহে।
তথাপিও অপরাধ করি প্রভু কহে॥
"ইহানে অদ্বৈত নাম কেন লোকে ঘোষে?
'দ্বৈত' বোলেন আই কোন অসন্তোষে॥
সেই কথা কহি শুন হই সাবধান।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান॥
প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ মহাশয়।
ভুবন দুর্ল্লভ-রূপ মহাতেজোময়॥
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর।
নিত্যানন্দ স্বরূপের অভেদ শরীর॥
তান ব্যাখ্যা বুঝে হেন নাহি নবদ্বীপে।
শিশু-ভাবে থাকে প্রভু বালকসমীপে॥

এক দিন সভায় চলিলা মিশ্রবর।
পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুন্দর॥
ভট্টাচার্য্য সভায় চলিলা জগন্নাথ।
বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভাত॥
নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম সুন্দর।
হরিলেন সর্ব্বচিত্ত সর্ব্ব-শক্তি-ধর॥
এক ভট্টাচার্য্য বোলে "কি পড় ছাওয়াল?"
বিশ্বরূপ বোলে "কিছু কিছু সভাকার॥"
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর।
মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি অহঙ্কার॥
নিজ কার্য্য করি মিশ্র চলিলেন ঘর।
পথে বিশ্বরূপেরে মারিলা এক চড়॥
"যে পুঁথি পড়িস্ বেটা তাহা না বলিয়া।
কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া॥
তোমারে ত সভার হইল মূর্খ-জ্ঞান।
আমারেও দিলে লাজ করি অপমান॥"
পরম-উদার জগন্নাথ মহাভাগ।
ঘরে গেলা পুত্রেরে করিয়া বড় রাগ॥
পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভা মাঝে গিয়া।
ভট্টাচার্য্য সব প্রতি বোলেন হাসিয়া॥
"তোমরা ত আমারে জিজ্ঞাসা না করিলা।
বাপের স্থানেতে আমা শাস্তি করাইলা॥
জিজ্ঞাসা করিতে যাহা লয় কারো মনে।
সভে মেলি তাহা জিজ্ঞাসহ আমা' স্থানে॥"
হাসি বোলে এক ভট্টাচার্য্য "শুন শিশু।
আজি যে পড়িলে তাহা বাখানহ কিছু॥"
বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ ভগবান।
সভার চিত্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ॥
সভেই বলেন সূত্র ভাল বাখানিলা।
প্রভু বোলে "ভাণ্ডাইলুঁ কিছু না বুঝিলা"॥
যত বাখানিল সব করিল খণ্ডন।
বিস্ময় সভার চিত্তে হইল তখন॥
এই মতে তিন বার করিয়া খণ্ডন।
পুনঃ সেই তিন বার করিলা স্থাপন॥
পরম সুবুদ্ধি করি সভে বাখানিল।
বিষ্ণুমায়ামোহে কেহ তত্ত্ব না জানিল॥
হেন মতে নবদ্বীপে বৈসে বিশ্বরূপ।
ভক্তি-শূন্য লোক দেখি না পায় কৌতুক॥
ব্যবহার-মদে মত্ত সকল সংসার।
না করে বৈষ্ণব-যশ-মঙ্গল-বিচার॥
পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন-ব্যয়।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণধর্ম্ম কেহ না জানয়॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণপূজা কিছুই না জানে॥
যদি বা পড়য়ে কেহ ভাগবত-গীতা।
কেহ না বাখানে ভক্তি করে শুষ্ক-চিন্তা॥
সর্ব্ব স্থানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায়।
ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায়॥
সকলে অদ্বৈত-সিংহ পূর্ণ কৃষ্ণ-শক্তি।
পড়াইয়া বাশিষ্ঠ, বাখানে 'কৃষ্ণ-ভক্তি॥
অদ্বৈতের ব্যাখ্যা, বুঝে, হেন কোন্ আছে।
বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য পৃথিবীর মাঝে॥
চতুর্দ্দিগে বিশ্বরূপ পায় মনোদুঃখ।
অদ্বৈতের স্থানে সবে পায় প্রেমসুখ।
নিরবধি থাকে প্রভু অদ্বৈতের সঙ্গে।
বিশ্বরূপ সহিত অদ্বৈত রস-রঙ্গে॥
পরম-বালক প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
কুটিল-কুন্তল বেশ অতি মনোহর॥
মায়ে বোলে "বিশ্বম্ভর যাহ নড় দিয়া।
তোমার ভাইরে ঝাট ডাকি আন গিয়া॥"
মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বম্ভর।
সত্বরে আইলা যথা অদ্বৈতের ঘর॥
বসিয়াছে অদ্বৈত বেড়িয়া ভক্তগণ।
শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন॥
বিশ্বম্ভর বোলে "ভাই ভাত খাওসিয়া।
বিলম্ব না কর" বোলে হাসিয়া হাসিয়া॥
হরিল সভার চিত্ত প্রভু বিশ্বম্ভর।
সভে দেখে শিশু-রূপ পরম সুন্দর॥
মোহিত হইয়া চাহে অদ্বৈত-আচার্য্য।
সেই মুখ চাহে সব পরিহরি কার্য্য॥
এই মত প্রতিদিন মায়ের আদেশে।
বিশ্বরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে॥
চিন্তয়ে অদ্বৈত চিত্তে দেখি বিশ্বম্ভর।
"মোর চিত্ত হরে শিশু পরম-সুন্দর॥
মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অন্য জন।
এই বা মোহার প্রভু মোহে মোর মন॥"

মুরারি

সর্ব্ব-ভূত-হৃদয় ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
চিন্তিতে অদ্বৈত শীঘ্র চলি যায় ঘর॥
নিরবধি বিশ্বরূপ অদ্বৈতের সঙ্গে।
ছাড়িয়া সংসার সুখ গোঙায়েন রঙ্গে॥
বিশ্বরূপ কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার।
অনন্তচরিত্র নিত্যানন্দকলেবর॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা সব ঈশ্বর সে জানে।
বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস করিল কত দিনে॥
জগতে বিদিত নাম শ্রীশঙ্করারণ্য।
চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য॥
করি দণ্ডগ্রহণ চলিলা বিশ্বরূপ।
আইর বিদরে নিরবধি শোকে বুক॥
মনে মনে গণে আই হইয়া সুস্থির।
"অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির॥"
তথাপিও আই বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে।
কিছু না বোলয়ে মনে মহা দুঃখ পায়ে॥
বিশ্বম্ভর দেখি সব পাসরিল দুঃখ।
প্রভুও মায়ের বড় বাড়ায়েন সুখ॥
দৈবে কত দিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
নিরবধি অদ্বৈতের সংহতি বিলাস॥
ছাড়িয়া সংসার সুখ প্রভু বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অদ্বৈতের ঘর॥
না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি আই।
"এহো পুত্র নিল মোর আচার্য্য গোসাঞি॥"
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
"কে বলে অদ্বৈত, দ্বৈত এ বড় গোসাঞি॥
চন্দ্র সম এক পুত্র করিয়া বাহির।
এহ পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥
অনাথিনী মোরে ত কাহার নাহি দয়া।
জগতেরে অদ্বৈত, মোরে দ্বৈত-মায়া॥"
সবে এই অপরাধ আর কিছু নাই।
ইহা লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঞি॥
এ কালে যে বৈষ্ণবেরে 'বড়' 'ছোট' বোলে।
নিশ্চিন্তে থাকুক সে জানিব কতকালে॥
জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান।
বৈষ্ণবাপরাধে করায়েন সাবধান॥
চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন।
না বুঝি বৈষ্ণব নিন্দে পাইব বন্ধন॥
এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
যে নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা॥
ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
জানেন সেবিবে অদ্বৈতেরে দুষ্টগণ॥
অদ্বৈতেরে গাইবেক "শ্রীকৃষ্ণ" বলিয়া।
যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিন্দিয়া॥
যে বলিবে অদ্বৈতেরে পরম বৈষ্ণব।
তাহারেই বেড়িয়া লজ্ঘিবে পাপী সব॥
সে সব গণের পক্ষ অদ্বৈত ধরিতে।
এত বড় শক্তি নাহি—এ দণ্ড দেখিতে॥
সকল-সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি বিশ্বম্ভর।
জানেন "বিলম্বে হইবেক বহুতর॥"
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে।
সাক্ষী করিলেন অদ্বৈতাদি-বৈষ্ণবেরে॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যার গণ।
তার রক্ষা-সমর্থ নহিব, কোন জন॥
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয়।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয়॥
বড় অধিকারী হয়—আপনে এড়ায়।
ক্ষুদ্র হৈলে—গণ সহ অধঃপাত যায়॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবার শক্তি কার।
জননীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সভার॥
যেবা জন অদ্বৈতেরে বৈষ্ণব বলিতে।
নিন্দা করে, দ্বন্দ্ব করে, মরে ভাল মতে॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর মহেশ্বর।
এই বড় স্তুতি—যে তাহান অনুচর॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে নিষ্কপট হঞা।
কহিলেন গৌরচন্দ্র ঈশ্বর করিয়া॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিষ্ণুভক্তি হয়॥
নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় সুখে॥
নিত্যানন্দ-ভক্ত সবদিগে সাবধান।
নিত্যানন্দ-ভৃত্যের 'চৈতন্য' ধন প্রাণ॥
অল্প ভাগ্যে নাহি হই নিত্যানন্দ-দাস।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥

যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান।
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দের প্রাণ॥
নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ অভেদ-শরীর।
আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর॥
জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের শয়ন।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন॥
গৌড়দেশ-ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায়।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায়॥
নিত্যানন্দ হেন প্রভু হারায় যাহার।
কোথাও জীবনে সুখ নাহিক তাহার॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিতাই।
দেখিব কি পারিষদ সঙ্গে এক ঠাঁই॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরিয়ে অন্তর॥
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শচীদেব্যাঃ
বৈষ্ণবাপরাধ-খণ্ডনং নাম
দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণনিধি।
জয় বিশ্বম্ভর জয় ভবাদির বিধি॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় দ্বিজরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের ভকতসমাজ॥
হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে, নহে সর্ব্ব-নয়ন-গোচর॥
দিনে দিনে মহানন্দ নবদ্বীপপুরী।
বৈকুণ্ঠনায়ক বিশ্বম্ভর অবতরি॥
প্রিয়তম নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতূহলে।
ভকতসমাজে নিজ-নাম-রসে খেলে॥
প্রতিদিন নিশাভাগে করয়ে কীর্ত্তন।
ভক্ত-বিনু থাকিতে না পায় অন্য জন॥
মুরারি

এত বড় বিশ্বম্ভর শক্তির মহিমা।
ত্রিভুবনে লঙ্ঘিতে না পারে কেহ সীমা॥
অগোচরে দূরে থাকি মিলে দশে পাঁচে।
মন্দ মাত্র বোলে যম-ঘরে যায় পাছে॥
কেহ বোলে "কলিকালে কিসের বৈষ্ণব।
যত দেখ হের পেট-পোষা গুলা সব॥"
কেহ বোলে "এ গুলারে বান্ধি হাত পায়।
জলে ফেলি জীয়ে যদি তবে ধন্য গায়॥"
কেহ বোলে "আরে ভাই জানিহ নিশ্চিত।
গ্রাম খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত॥"
ভয় দেখায়েন সভে দেখিবার তরে।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য চাতুর্য্যে কি করে॥
সংকীর্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন॥
দেখিতে না পায় লোক করে অনুতাপ।
সভেই অভাগ্য বলি ছাড়েন নিশ্বাস॥
কেহবা কাহার ঠাঞি পরিহার করে।
সংগোপে কীর্ত্তন গিয়া দেখিবার তরে॥
প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ ইহা সর্ব্ব-দাসে জানে।
এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সে-স্থানে॥
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দ্দোষে॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান অন্ন নাহি খায়।
শুনিয়ে কীর্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায়॥
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীর্ত্তন।
প্রবেশিতে নারে ভক্ত বিনা অন্য জন॥
সেই বিপ্র প্রতি দিন শ্রীবাসের স্থানে।
নৃত্য দেখিবার তরে সাধয়ে আপনে॥
"তুমি যদি এক দিন কৃপা কর মোরে।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে॥
তবে সে দেখিতে পাঙ পণ্ডিতের নৃত্য।
লোচন সফল করোঁ হও কৃতকৃত্য॥"
এই মত প্রতিদিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ।
আর দিনে শ্রীনিবাস বোলেন বচন॥
"তোমারে ত জানি সর্ব্ব কাল বড় ভাল।
ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোঙাইলে কাল॥
কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে।
দেখিবার তোমার ত আছে অধিকারে॥

প্রভুর সে আজ্ঞা নাহি কেহ যাইবারে।
সংগোপে থাকিবা এই বলিল তোমারে॥
এত বলি ব্রাহ্মণেরে লইয়া চলিল।
এক দিকে আড় হই সংগোপে রহিল॥
নৃত্য করে চতুর্দ্দশ ভুবনের নাথ।
চতুর্দ্দিকে মহা ভাগ্যবন্তবর্গ সাথ॥
'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।'
সভে মিলি গায় হই মহা কুতুহলী॥
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ চারিদিগে ধায়॥
পরানন্দসুখে কেহ বাহ্য নাহি জানে।
বৈকুণ্ঠনায়ক নৃত্য করয়ে আপনে॥
"হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই।"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥
অশ্রু কম্প লোমহর্ষ সঘন হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে বিশ্বম্ভরের বিকার॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বম্ভর রায়।
জানে দ্বিজ লুকাইয়া আছয়ে এথায়॥
রহিয়া রহিয়া বোলে প্রভু বিশ্বম্ভর।
"আজি কেন প্রেমযোগ না পাও নির্ভর॥
কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে।
কিছু নাহি বুঝি সত্য কহ দেখি মোরে॥"
ভয় পাই শ্রীনিবাস বোলয়ে বচন।
"পাষণ্ডের ইথে প্রভু নাহি আগমন॥
সবে এক ব্রহ্মচারী বড় সুব্রাহ্মণ।
সর্ব্বকাল পয়ঃপান নিষ্পাপ জীবন॥
দেখিতে তোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তার বড়।
নিভৃতে আছয়ে প্রভু জানিয়াছ দড়॥"
শুনি ক্রোধাবেশে কবে বোলে বিশ্বম্ভর।
"ঝাট ঝাট বাড়ীর বাহির লঞা কর॥
মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন শক্তি।
পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি?"
দুই ভুজ তুলি প্রভু অঙ্গুলি দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহ নাহি পায়॥
চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয়।
সেহ মোর মুঞি তার জানিহ নিশ্চয়॥
সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ।
সেহ মোর নহে সত্য বলিল বচন॥

গজেন্দ্র বানর গোপে কি তপ করিল।
বল দেখি তারা মোরে কি তপে পাইল॥
অসুরেও তপ করে কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ নহিলে নাহি পার॥"
প্রভু বোলে "পয়ঃপানে মোরে নাহি পাই।
সকল করিব চূর্ণ দেখিবে এথাই॥"
মহাভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির।
মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ মহাধীর॥
"এই বড় ভাগ্য মুঞি যে কিছু দেখিনু।
অপরাধ অনুরূপ শাস্তিও পাইনু॥
অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ অনুরূপ পাইনু তর্জ্জন॥"
সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয়।
সেবক সে প্রভুর সকল দণ্ড সয়॥
এই মত চিন্তিয়া চলিতে দ্বিজবর।
জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর॥
ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
প্রভু বোলে "তপ করি না করিহ বল।
বিষ্ণু-ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল॥"
আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর।
প্রভুর করুণাগুণ স্মরে নিরন্তর॥
"হরি" বলি সন্তোষে সকল ভক্তগণ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ॥
শ্রদ্ধা করি শুনয়ে যে জন এ রহস্য।
গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব অবশ্য॥
ব্রহ্মচারী প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর।
আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর॥
সই দ্বিজচরণে আমার নমস্কার।
চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি যার॥
এই মত প্রতি নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্য জন॥
অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার।
সভে পাষণ্ডীতে মন্দ বোলয়ে অপার॥
"পাপিষ্ঠ নিন্দক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া।
হেন মহোৎসব দেখিবারে নারেঁ গিয়া॥
পাপিষ্ঠ পাষণ্ডি সব সবে নিন্দা জানে।
বঞ্চিত হইয়া মরে এ হেন কীর্ত্তনে॥

পাপিষ্ঠ পাষণ্ডী লাগি নিমাঞি পণ্ডিত।
ভালয়েও দ্বার নাহি দেন কদাচিত॥
তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত, জানেন সকল।
তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্ম্মল॥
আমরা সভার যদি তাঁতে ভক্তি থাকে।
তবে নৃত্য অবশ্য দেখিব কোন পাকে॥”
কোন নগরিয়া বোলে “বসি থাক ভাই।
নয়ন ভরিয়া দেখিবাঙ এই ঠাঞি॥
সংসার উদ্ধার লাগি নিমাঞি পণ্ডিত।
নদীয়ার মাঝে আসি হইলা বিদিত॥
ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি দ্বারে।
করিবেন সংকীর্ত্তন বলিল তোমারে॥”
ভাগ্যবন্ত নগরিয়া সর্ব্ব অবতারে।
পণ্ডিতের গণ সব নিন্দা করি মরে॥
দিবস হইলে সব নগরিয়া-গণ।
প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন।
কেহ বা নূতন দ্রব্য কার হাতে কলা।
কেহ ঘৃত কেহ দধি কেহ দিব্য মালা॥
লইয়া চলেন সভে প্রভু দেখিবারে।
প্রভু দেখি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করে॥
প্রভু বোলে “কৃষ্ণভক্তি হউক সভার।
কৃষ্ণনাম গুণ বহি না বলিহ আর॥”
আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণ-নাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥”
প্রভু বোলে “কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্ব-সিদ্ধি হইব সভার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া॥
“হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥”
সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সভাকারে।
স্ত্রী পুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥”
প্রভু মুখে মন্ত্র পাই সভার উল্লাস।
দণ্ডবৎ করি সভে চলে নিজ বাস॥

নিরবধি সভেই জপেন কৃষ্ণ নাম।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি ধ্যান॥
সন্ধ্যা হইলে আপনার দ্বারে সভে মেলি।
কীর্ত্তন করেন সভে দিয়া করতালী॥
এই মত নগরে নগরে সংকীর্ত্তন।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন॥
সভারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে।
আপন গলার মালা দেয় সভাকারে॥
দন্তে তৃণ করি প্রভু পরিহার করে।
“অহর্নিশ ভাই সব ভজহ কৃষ্ণেরে॥”
প্রভুর দেখিয়া আর্ত্তি কান্দে সর্ব্ব-জন।
কায়-মনো-বাক্যে লইলেন সংকীর্ত্তন॥
পরম আহ্লাদে সব নগরিয়া-গণ।
হাতে তালি দিয়া বোলে “রাম নারায়ণ॥”
মৃদঙ্গ-মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্ব ঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে॥
সেই সব বাদ্য এবে কীর্ত্তনসময়ে।
গায়েন বায়েন সবে সন্তোষ হৃদয়ে॥
“হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।”
এই মত নগরে উঠিল ব্রহ্ম নাম॥
খোলা বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে।
দীর্ঘ করি হরিনাম বলিতে বলিতে॥
শুনিয়া কীর্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য।
আনন্দে বিহ্বল হইলা চৈতন্যের ভৃত্য॥
দেখিয়া তাঁহার সুখ নগরিয়াগণ।
বেঢ়িয়া চৌদিকে সভে করেন কীর্ত্তন॥
গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
বহির্মুখ সকল দূরেতে থাকি হাসে॥
কোন পাপী বোলে “হের দেখ ভাই সব।
খোলা বেচা মিন্‌সাও হইল বৈষ্ণব॥
পরিধান বস্ত্র নাহি পেটে নাহি ভাত।
লোকেরে জানায় ভাব হইল আমাত॥”
নগরিয়াগুলা বোলে “মাগি খাই মরে।
অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে॥”
এই মত পাষণ্ডীরা বলয়ে সদায়।
প্রতিদিন নগরিয়া-গণে কৃষ্ণ গায়॥
একদিন দেবে কাজি সেই পথে যায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ শুনিবারে পায়॥

হরিনাম কোলাহল চতুর্দ্দিগে মাত্র।
শুনিয়া স্মঙরে কাজি আপনার শাস্ত্র॥
কাজি বোলে "ধর ধর আজি করোঁ কার্য্য।
আজি বা কি করে তোর নিমাই আচার্য্য॥"
আথেব্যথে পলাইল নগরিয়া-গণ।
মহাত্রাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন॥
যাহারে পাইল কাজি মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে॥
কাজি বোলে "হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
করিব ইহার শাস্তি লাগালি পাইয়া॥
ক্ষমা করি যাও আজি দৈবে হৈল রাতি।
আর দিন লাগালি পাইলে লইব জাতি॥"
এই মত প্রতিদিন দুষ্টগণ লৈয়া।
নগর ভ্রময়ে কাজি কীর্ত্তন চাহিয়া॥
দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
হিন্দুগণে কাজি সব মারে কদর্থিয়া॥
কেহ বোলে "হরিনাম লৈব মনে মনে।
হুড়াহুড় বলিয়াছে কোন বা পুরাণে॥
লঙ্ঘিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
জাতি করিয়াও এ গুলার নাহি ভয়॥
নিমাঞি পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে।
সব চূর্ণ হইবেক কাজির দুয়ারে॥
নগরে নগরে যে বুলেন নিত্যানন্দ।
দেখ তার কোন দিন বাহিরায় রঙ্গ॥
উচিত বলিতে হই আমরা পাষণ্ড।
ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড॥"
ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রত্যুত্তর।
প্রভু স্থানে গিয়া সভে করেন গোচর॥
"কাজির ভয়েতে আর না করি কীর্ত্তন॥
প্রতিদিন বুলে লই সহস্রেক জন॥
নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অন্য স্থানে।
গোচরিল এই দুই তোমার চরণে॥"
কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র-মূর্ত্তিধর॥
হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন।
কর্ণ ধরি 'হরি' বোলে নগরিয়া গণ॥
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ হও সাবধান।
এইক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান॥
সর্ব্বনবদ্বীপে আজি করিমু কীর্ত্তন।
দেখি মোরে কোন কর্ম্ম করে কোন্ জন॥
দেখ আজি কাজির পোড়াও ঘর দ্বার।
কোন কর্ম্ম করে দেখি রাজা বা তাহার॥
প্রেম-ভক্তি বৃষ্টি আজি করিব বিশাল।
পাষণ্ডীগণের সে হইব আজি কাল।
চল চল ভাই সব নগরিয়া-গণ।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কথন॥
কৃষ্ণের রহস্য আজি দেখিবেক যে।
এক মহাদীপ লঞা আসিবেক সে॥
ভাঙ্গিব কাজির ঘর কাজির দুয়ারে।
কীর্ত্তন করিব দেখি কোন কর্ম্ম করে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর সেবকের দাস।
মুঞি বিদ্যমানেও কি ভয়ের প্রকাশ॥
তিলার্দ্ধেক ভয় কেহ না করিহ মনে।
বিকালে আসিব ঝাট করিয়া ভোজনে॥"
তৎক্ষণে চলিলেন নগরিয়া-গণ।
পুলকে পূর্ণিত সভে কিসের ভোজন॥
"নিমাই পণ্ডিত আজি নগরে নগরে।
নাচিবেন" ধ্বনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে॥
যার নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক।
কত কোটি সহস্র করিয়া আছে শোক॥
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে।
আনন্দে দেউটি বান্ধে প্রতি ঘরে ঘরে॥
বাপে বান্ধিলেও পুত্র বান্ধে আপনার।
কেহ কারে হরিষে না পারে রাখিবার॥
তার বড় তার বড় সবেই বান্ধেন॥
বড় বড় ভাণ্ডে তেল করিয়া লয়েন॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লক্ষ লোক নদীয়ার।
দেউটির সংখ্যা করিবারে শক্তি কার॥
ইথি মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয়।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয়॥
হইল দেউটি-ময় নবদ্বীপ-পুর।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর॥
এহ শক্তি অন্যের কি হয় কৃষ্ণ বিনে।
তবু পাপী লোক না জানিল এতদিনে॥
ঈষৎ-আজ্ঞায় মাত্র সর্ব্ব নবদ্বীপ।
চলিল দেউটি লই প্রভুর সমীপ॥

শুনি সর্ব্ব-বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ।
সভারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন॥
"আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য গোসাঞি।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান ঠাঞি॥
মধ্যে নৃত্য করি যাইবেন হরিদাস।
এক সম্প্রদায় গাইবেন তান পাশ॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত।
এক সম্প্রদায় গাইবেক তান ভিত॥"
নিত্যানন্দ দিকে চাহিলেন মাত্র প্রভু।
নিত্যানন্দ বোলে "তোমা না ছাড়িব কভু॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর।
তিলেক হৃদয়ে পদ না ছাড়িব তোর॥
স্বতন্ত্র নাচিতে প্রভু মোর কোন শক্তি।
যথা তুমি তথা আমি এই মোর ভক্তি॥'
নিত্যানন্দ-ধারা দেখি নিত্যানন্দ-অঙ্গে।
আলিঙ্গন করি রাখিলেন নিজ সঙ্গে॥
এই মত যার যেন চিত্তের উল্লাস।
কেহ বা স্বতন্ত্র নাচে কেহ প্রভুপাশ॥
মন দিয়া শুন ভাই নগরকীর্ত্তন।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধের মোচন॥
গদাধর বক্রেশ্বর মুরারি শ্রীবাস।
গোপীনাথ জগদাশ বিপ্র গঙ্গাদাস॥'
রামাই গোবিন্দানন্দ শ্রীচন্দ্রশেখর।
বাসুদেব শ্রীগর্ভ মুকুন্দ শ্রীধর॥
গোবিন্দ জগদানন্দ নন্দন আচার্য্য।
শুক্লাম্বর আদি যে যে জানে এই কার্য্য॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কেবা জানে নাম।
বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ-অস্ত্র-পারিষদে প্রভু নাচে।
ইহা বলিবারে কি নরের শক্তি আছে॥
অবতারো এমত কি আছে অদভুত।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীসুত॥
তিলে তিলে বাঢ়ে বিশ্বম্ভরের উল্লাস।
অপরাহ্ণ আসিয়া হইল পরকাশ॥
ভকত-গণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ।
সুখসিন্ধু মাঝে ভাসে সব ভক্ত-বৃন্দ॥
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব একান্ত॥

-বাল-বৃদ্ধ কিবা স্থাবর-জঙ্গম।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব্ব-বন্ধ বিমোচন॥
কাহার নাহিক বাহ্য আনন্দ আবেশে।
গোধূলি সময় আসি হইল প্রবেশে॥
কোটি কোটি লোক আসে আচার্য্যে দুয়ারে।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে॥
হুঙ্কার করেন প্রভু শচীর নন্দন।
শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সভার শ্রবণ॥
হুঙ্কারের শব্দে সভে হইলা বিহ্বল।
হরি বোল সভে দীপ জ্বালিল সকল॥
লক্ষ কোটি দীপ সব চতুর্দ্দিগে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে হরি বোলে॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কার।
কি সুখের না জানি হইল অবতার॥
কিবা চন্দ্র শোভা করে কিবা দিনমণি।
কিবা তারাগণ জ্বলে কিছুই না জানি॥
সভে জ্যোতির্ম্ময় দেখে সকল আকাশ।
জ্যোতি-রূপ কৃষ্ণ কিবা করিল প্রকাশ॥
হরি বলি ডাকিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্বর॥
করিতে লাগিলা প্রভু বেঢ়িয়া কীর্ত্তন।
সভার অঙ্গেতে মালা শ্রীফাগু-চন্দন॥
করতাল মন্দিরা সভার শোভে করে।
কোটী সিংহ জিনি রব সভেই শক্তি ধরে॥
চতুর্দ্দিগে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্যরসে।
হরি বলি সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোক হরি বোলে আনন্দ হইয়া॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কাহবারে কেবা পারে॥
জ্যোতির্ম্ময় কনক বিগ্রহ বেদসার।
চন্দন ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুর মধুর হাস জিনি সর্ব্বকলা॥

ললাটে চন্দন শোভে ফাগুবিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বোলে শ্রীচন্দ্র-বদনে॥
আজানু-লম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের
পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব॥
সুন্দর অধর অতি সুন্দর দর্শন।
শ্রুতি মূলে শোভা করে ভ্রূযুগ পত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহিঁ শোভে শুক্ল-যজ্ঞ-সূত্র অতি ক্ষীণ॥
চরণারবিন্দে রম্য তুলসীর স্থান।
পরম নির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা সিংহ-গ্রীব মনোহর।
সভা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥
যে যে স্থানে থাকিয়া সকল লোক বোলে।
"দেখ ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে"॥
এতেকে সে লোকের হইল সমুচ্চয়।
সরিষাও পড়িলে তল নাহি হয়॥
তথাপিও হেন কৃপা হইল তখন।
সভেই দেখেন সুখে প্রভুর বদন॥
প্রভুর শ্রীমুখ দেখি সব নারীগণ।
হুলাহুলি দিয়া হরি বোলে অনুক্ষণ॥
কান্দির সহিত কলা সকল দুয়ারে।
পূর্ণ ঘট শোভে নারিকেল আম্রসারে॥
ঘৃতের প্রদীপ জ্বলে পরম সুন্দর।
দধি দুর্ব্বা ধান্য দিব্য-বাটার উপর॥
এই মত নদীয়ার প্রতি দ্বারে দ্বারে।
হেন নাহি জানি ইহা কোন্ জনে করে॥
বুলে স্ত্রী-পুরুষ সব লোক প্রভু সঙ্গে।
কহো কারো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে॥
চোরের আছিল চিত্ত এই অবসরে।
আজি চুরি করিবাও প্রতি ঘরে ঘরে॥
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার।
'হরি' বহি মুখে কারো না আইসে আর॥
হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময়।
কেবা করে কেবা ফেলে হেন রঙ্গ হয়॥
স্মৃতি-- হেন না মানিহ এ সকল কথা।
এই মত হয় কৃষ্ণ বিহরেন যথা॥

নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা-রত্নময়।
নিমেষে হইল এই ভাগবতে কয়॥
যে কালে যাদব সঙ্গে সেই দ্বারকায়।
জয় কেলি করিলেন এই ব্রজরায়॥
জগতে বিদিত হয় লবণসাগর।
ইচ্ছা মাত্র হইল অমৃত-জলধর॥
হরিবংশে কহেন সে সব গোপ্য-কথা।
এতেকে সন্দেহ কিছু না করিহ এথা॥
সেই প্রভু নাচে নিজ-কীর্ত্তনে বিহ্বল।
আপনেই উপসন্ন সকল মঙ্গল॥
ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পাছে হরি বলি সর্ব্ব লোকে ধায়॥
আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা।
নৃত্য করি চলিলেন পরানন্দ হঞা॥
তবে হরিদাস কৃষ্ণ-সুখের সাগর।
আজ্ঞায় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর॥
তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস।
কৃষ্ণ সুখে পরিপূর্ণ যাহার বিলাস॥
এই মত ভক্তগণ আগে নাচি যায়।
সবারে বেড়িয়া গায় এক সম্প্রদায়॥
সকল পশ্চাতে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
যায়েন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর॥
মধুকণ্ঠ হইলেন সর্ব্ব ভক্তগণ।
কভু নাহি গায় সেহ হইল গায়ন॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত রামাই গোবিন্দ।
বক্রেশ্বর বাসুদেব আদি ভক্তবৃন্দ॥
সভেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন।
আনন্দে পূর্ণিত প্রভু সংহতি যায়েন॥
নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে।
প্রেম-সুধা-সিন্ধু মাঝে দুই জন ভাসে॥
চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
লক্ষ কোটী লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে॥
কোটী কোটী মহা-তাপ জ্বলিতে লাগিল।
চন্দ্রের কিরণ সর্ব্ব শরীরে হইল॥
চতুর্দ্দিগে কোটী কোটী মহা-দীপ জ্বলে।
কোটী কোটী লোক চতুর্দ্দিগে হরি বোলে॥
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব্ব বিকার।
আনন্দে বিহ্বল সব লোক নদীয়ার॥

ক্ষণে হয় প্রভু অঙ্গ ধূলা সর্ব্বময়।
নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয়॥
সে কম্প সে ঘর্ম্ম সে বা পুলক দেখিতে।
পাষণ্ডীর চিত্ত-বৃত্তি লাগয়ে নাচিতে॥
নগরে উঠিল মহা কৃষ্ণ-কোলাহল।
হরি বলি ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল॥
'হরি ও রাম রাম হরি ও রাম।'
হরি বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান্॥
ঠাঞি ঠাঞি এই মতে মেলি দশ পাঁচে।
কেহ গায় কেহ বায় কেহ মাঝে নাচে॥
লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী হৈল সম্প্রদায়।
আনন্দে নাচিয়া সর্ব্ব-নবদ্বীপ বায়॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণযাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি।
দশে পাঁচে নাচে কাঁশা দিয়া করতালি॥
দুই হাত যোড়া দীপে তলের ভাজনে।
এ বড় অদ্ভুত তালি দিলেন কেমনে॥
হেন বুঝি বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে।
বৈকুণ্ঠ স্বভাব ধর্ম্ম পাইলেক লোকে॥
হস্ত যে হইল চারি কেহ নাহি জানে।
আপনার স্মৃতি গেল তবে তালি কেনে॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠের সুখে নবদ্বীপ।
নাচিয়া যায়েন সভে গঙ্গার সমীপ॥
বিজয় করিলা যেন নন্দ ঘোষেরবালা।
হাতে মোহন-বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥
এই মত কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বলোক।
পাসরিলা দেহ-ধর্ম্ম যত দুঃখ-শোক॥
গড়াগড়ি যায় কেহ মালসাট মারে।
কাহার জিহ্বায় নানা মত বাক্য স্ফুরে॥
কেহ বোলে "এবে কাজি বেটা গেল কোথা
লাগ পাও এখনে ছিণ্ডিয়া ফেলি মাথা॥"
দড় দিয়া যায় কেহ পাষণ্ডী ধরিতে।
কেহ পাষণ্ডীর নামে কিলায় মাটিতে॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায়।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায়॥
হেন প্রেম-বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব-নদীয়ায়।
বৈকুণ্ঠ সেবক যাহা চাহে সর্ব্বথায়॥

যে সুখে বিহ্বল অজ অনন্ত শঙ্কর।
হেন রসে ভাসে সর্ব্ব নদীয়ানগর॥
গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায়।
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র-পারিষদে নাচি যায়॥
পৃথিবীর আনন্দের নাহি সমুচ্চয়।
আনন্দে হইলা সর্ব্বদিগ পথ ময়॥
তিলমাত্র অনাচার হেন ভূমি নাই।
পরম উত্তম হল সর্ব্ব ঠাঞি ঠাঞি॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দ্দিকে অনুচর॥

অথ পদ।

তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে।
সারঙ্গ-ধর! তুয়া চরণে মন লাগুহুঁ রে॥ ধ্রু॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন।
ভক্তগণ গায় নাচে শ্রীশচীনন্দন॥
কীর্ত্তন করেন সভে ঠাকুরের সনে।
কোনদিগে যাই ইহ কেহ নাহি জানে॥
লক্ষ কোটী লোকে যে করয় হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি।
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত।
কৃষ্ণ-সুখে পূর্ণ হেলা নাহি তার অন্ত।
সপার্ষদে সদেব আইল দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হেলা সভার সহিতে॥
চৈতন্য পাইয়া ক্ষণে সর্ব্বদেবগণ।
নররূপে মিশাইয়া করেন কীর্ত্তন॥
অজ ভব বরুণ কুবের দেবরাজ।
যম সোম আদি যত দেবের সমাজ॥
ব্রহ্মের স্বরূপ অর্ব্বুদ দেখি রঙ্গ।
সভে হেলা নর-রূপ চন্দ্রের সঙ্গ॥
দেবে নরে একত্র হইয়া হরি বোলে।
আকাশ পূরিয়া সব মহাদীপ জলে॥
কদলির বৃক্ষ প্রতি দুয়ারে দুয়ারে।
পূর্ণঘট ধান্য দূর্ব্বা দীপ আম্রসারে॥
নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কার।
অসংখ্য নগর ঘর চত্বর যাহার॥
একজাতি লোক যাতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ।
ইহা সংখ্যা করিবেক কোন বা অবুধ॥

অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা।
সকল একত্র করি থুইলেন তথা॥
স্ত্রীয়ে যত জয়কার দিয়া বোলে হরি।
তাহা লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি॥
যে সব দেখায় প্রভু নাচিয়া যাইতে।
তারা আর চিত্ত-বৃত্তি না পারে ধরিতে॥
সে কারুণ্য দেখিতে সে ক্রন্দন শুনিতে।
পরম লম্পটি পড়ে কান্দিয়া ভূমিতে॥
"বোল বোল বলি নাচ গৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সর্ব্ব অঙ্গে শোভা করে মালা মনোহর॥
যজ্ঞ-সূত্র ত্রিকচ্ছ বসন পরিধান।
ধূলায় ধূসর প্রভু কমল নয়ন॥
মন্দাকিনী হেন প্রেম ধারার গমন।
চাঁদেরে না লয় মন দেখি সে বদন॥
সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার।
অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার॥
সুন্দর চাঁচর কেশ বিচিত্র বন্ধন।
তহিঁ মালতীর মালা অতি সুশোভন॥
"জনমে জনমে প্রভু দেহ এই দান।
হৃদয়ে রহুক এই কেলি অবিরাম॥"
এই মত বর মাগে সকল ভুবন।
নাচিয়া যায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রিয়তম সব আগে নাচি নাচি যায়।
আপনে নাচয়ে পিছে বৈকুণ্ঠের রায়॥
চৈতন্য প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে॥
এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে।
সভার সহিতে আইসেন গঙ্গা-পথে॥
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর নাচে সর্ব্ব-নদীয়ায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ পুণ্য-কীর্ত্তি গায়॥
"হরি বলো মুগ্ধ লোক হরি হরি বল রে।
যাহা হৈতে নাহি হয় শমন ভয় রে॥ ধ্রু॥"
এই সব কীর্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র।
ব্রহ্মাদি সেবয়ে যার পাদপদ্ম দ্বন্দ্ব॥

পাহিড়া রাগঃ।

নাচে বিশ্বম্ভর সভার ঈশ্বর
ভাগীরথী-তীরে তীরে।
যার পদধূলী, হই কুতূহলী
সভেই ধরই শিরে॥
অপূর্ব্ব বিকার, নয়নে সু-ধার,
হুঙ্কার গর্জ্জন শুনি॥
হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বোলে 'হরি হরি' বাণী॥
মদন-সুন্দর, গৌর কলেবর,
দিব্য বাস পরিধান।
চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচ বাণ॥
চন্দন-চর্চ্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা।
ঢুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে স্থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা॥
কাম-শরাসন, ভ্রূযুগ-পত্তন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু।
মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি-করুণা সিন্ধু॥
ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয়।
অশ্রু কম্প ঘর্ম্ম, পুলক বৈবর্ণ,
না জানি কতেক হয়॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া,
অঙ্গুলী মুরলী বায়।
জিনি মত্ত গজ, চলই সহজ,
দেখিয়া নয়ন জুড়ায়॥
অতি মনোহর, যজ্ঞ-সূত্র-ধর,
সদয়হৃদয়ে শোভে।
যে বুঝি অনন্ত, হই গুণ-বন্ত,
রহিলা পরশ লোভে॥
নিত্যানন্দ চাঁদ, মাধব নন্দন,
শোভা করে দুই পাশে।
যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্ত্তন,
সভা চাহি চাহি হাসে॥
যাহার কীর্ত্তন, করি অনুক্ষণ,
শিব দিগম্বর ভোলা।
সে প্রভু বিহারে নগরে নগরে,
করিয়া কীর্ত্তন খেলা॥
যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ যে কেশ,
কমলা লালসা করে।

সে প্রভু ধূলায়, গড়া গড়ি যায়,
প্রতি নগরে নগরে ॥
লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল সুখে।
সকল সংসার, হরি বহি আর,
না বোলাই কারো মুখে ॥
অপূর্ব্ব কৌতুক, দেখি সর্ব্ব লোক,
আনন্দে হইল ভোর।
সভেই সভার, চাহিয়া বদন,
বোলে ভাই হরি বোল ॥
প্রভুর আনন্দ, জানে নিত্যানন্দ,
যখন যেরূপ হয়।
পড়িবার বেলে, দুই বাহু মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥
নিত্যানন্দ ধরি, বীরাসন করি,
ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
বাম কক্ষে তালী, দিয়া কুতূহলী,
হরি হরি বলি হাসে ॥
অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
মুঞি দেব নারায়ণ।
কংসাসুর মারি, মুঞি সে কংসারি,
বলি ছলিয়া বামন ॥
সেতু বন্ধ করি, রাবণ সংহারি,
মুঞি সে রাঘব রায়।
করিয়া হুঙ্কার, তত্ত্ব আপনার,
কহে চারি দিগে চায় ॥
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ত্ব,
সেই ক্ষণে কহে আন।
দন্তে তৃণ ধরি, প্রভু প্রভু করি,
মাগয়ে ভকতি দান ॥
যখন যে করে, গৌরাঙ্গসুন্দরে,
সব মনোহর লীলা।
আপন বদনে, আপন চরণে,
অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর
সব নবদ্বীপে নাচে।
শ্বেতদ্বীপ নাম, নবদ্বীপ গ্রাম,
বেদে প্রকাশিব পাছে ॥

মন্দিরা মৃদঙ্গ, শঙ্খ করতাল,
না জানি কতেক বাজে।
মহা হরিধ্বনি, চতুর্দ্দিগে শুনি,
মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥
জয় জয় জয়, নগর কীর্ত্তন,
জয় বিশ্বম্ভর নৃত্য।
বিংশতি-পদ-গীত, চৈতন্য-চরিত,
জয় চৈতন্যের ভৃত্য ॥
যেই দিগে চায়, বিশ্বম্ভর রায়,
সেই দিক প্রেমে ভাসে।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গায় বৃন্দাবন দাসে ॥

হেন মহারঙ্গে প্রতি নগরে নগর।
কীর্ত্তন করয়ে সর্ব্ব লোকের ঈশ্বর ॥
অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্ব্ব লোকে করে।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥
শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্রীগৌরসুন্দর।
উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ উপর ॥
মত্ত সিংহ জিনি এক তরঙ্গ প্রভুর।
দেখিতে সভার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥
গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায় ॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি।
তবে মাধায়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি ॥
বারকোনা ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমলিয়া ॥
লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দ্দিগে জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক চতুর্দ্দিগে হরি বোলে ॥
চন্দ্রের আলোকে অতি অপূর্ব্ব দেখিতে।
দিবা নিশি এক কেহ নারে নিশ্চয়িতে ॥
সকল দুয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।
রম্ভাপূর্ণ ঘট আম্রসার দীপ জ্বলে ॥
অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গ দেবগণ।
চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ ॥
পুষ্প বৃষ্টি হৈল নবদ্বীপ বসুমতী।
পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥
সুকুমার পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া।
জিহ্বা প্রকাশিল দেবী পুষ্পরূপ হঞা ॥

আগে শ্রীবাস অদ্বৈত নাচে হরিদাস।
পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল প্রকাশ॥
যে নগরে প্রকাশ করয়ে গৌর-রায়।
গৃহ বিত্ত পরিহরি সর্ব্ব-লোক ধায়॥
দেখিয়া সে চাঁদমুখ জগত জীবন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্ব জন॥
নারীগণ হুলাহুলি দিয়া বোলে হরি।
স্বামী পুত্র গৃহ বিত্ত সকল পাসরি॥
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বোলে হরি।
কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা পাসরি॥
কেহ কেহ নানা মত বাদ্য বায় মুখে।
কেহ কারো কান্ধে উঠে পরানন্দ সুখে॥
কেহ কারো চরণ ধরিয়া পড়ি কান্দে।
কেহ কারো চরণ আপন কেশে বান্ধে॥
কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহার চরণে।
কেহ কোলাকোলি বা করয়ে কারো সনে॥
কেহ বোলে "মুঞি এই নিমাই পণ্ডিত।
জগত উদ্ধার লাগি হইনু বিদিত॥"
কেহ বোলে "আমি শ্রুতপের বৈষ্ণব।"
কেহ বোলে "আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ॥"
কেহ বোলে "এবে কাজি বেটা গেল কোথা॥
লাগালি পাইলে তার ভাঙ্গি চূর্ণ করোঁ মাথা॥"
পাষণ্ডী মারিতে কেহ নড় দিয়া যায়।
"ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায়॥"
বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে।
সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে॥
পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি কেহ ভাঙ্গে ডাল।
কেহ বোলে "এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল॥"
অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি বলে।
যম রাজা বান্ধিয়া আনিতে কেহ চলে॥
সেই খানে থাকি বোলে "আরে যমদূত।
বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্য-সুত॥
বৈকুণ্ঠ-নায়ক অবতরি শচী-ঘরে।
আপনি কীর্ত্তন করে নগরে নগরে॥
যে নাম প্রভাবে তোর কিঙ্করা ও যম।
যে নামে তরিল অজামিল প্রাচীন॥
হেন নাম সর্ব্ব-মুখে প্রভু বোলাইলা।
উচ্চারিতে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিলা॥
প্রাণী মাত্র কেহ যদি কর অধিকার।
মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার॥
ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্রগুপ্ত।
পাপীর লিখন সব ঝাট কর লুপ্ত॥
যে নাম প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাণসী।
যাহা গায় শুদ্ধসত্ত্ব শ্বেতদ্বীপ বাসী॥
সর্ব্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে নাম প্রভাবে।
হেন নাম সর্ব্ব লোকে শুনে বলে এবে॥
হেন নাম লও ছাড় সর্ব্ব অপকার।
ভজ বিশ্বম্ভর নহে করিব সংহার।"
আর জন দশ বিশে নড় দিয়া যায়।
"ধর ধর কোথা কাজি ভাঙ্গিয়া পলায়॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন যে যে পাপী নাহি মানে।
কোথা গেল সে সকল পাষণ্ডী এখনে॥"
মাটিতে কিলায় কেহ পাষণ্ডী বলিয়া।
হরি হরি বুলে পুনঃ হুঙ্কার করিয়া॥
এই মত কৃষ্ণের উন্মাদে সর্ব্ব জন।
কিবা বোলে কেবা করে নাহিক স্মরণ॥
নগরিয়া সকলের উন্মাদ দেখিয়া।
মরয়ে পাষণ্ডী সব জ্বলিয়া পুড়িয়া॥
সকল পাষণ্ডী মিলি গণে মনে মনে।
"গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে॥
কোথা যাবে রঙ্গ ঢঙ্গ কোথা বা ডাক।
কোথা যায় নাট গীত কোথা যায় জাক॥
কোথা যায় কলাপোতা ঘট আম্রসার।
এ সকল বচনের শোধ হবে ধার॥
যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল।
যত দেখ হের সব ভাবক মণ্ডল॥
গণ্ডগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে।
সভার গঙ্গায় ঝাপ দেখি বল তবে॥"
কেহ বোলে "মুঞি তবে খুজিতে থাকিয়া।
নগরিয়া সব দেও গলায় বান্ধিয়া॥"
কেহ বোলে "চল যাই কাজিরে কহিতে।
কেহ বলে যুক্তি নহে এমত করিতে॥"
কেহ বোলে "ভাই সব এক যুক্তি আছে।
সবে নড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে॥
আইসে কাজি করিয়া এ বচন তোলাই।
তবে এক জনা না রহিবে এই ঠাঞি॥"

এই মত পাষণ্ডী আপনা খাই মরে।
চৈতন্যের গণ মত্ত শ্রীহরি-কীর্ত্তনে॥
সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
আনন্দে গায়েন কৃষ্ণ সভে হই ভোলা॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরিলা গিয়া॥
অনন্ত অর্ব্বুদ মুখে হরি-ধ্বনি শুনি।
হুঙ্কার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি॥
সে কমল নয়নে বা কত আছে জল।
কতেক বা ধারা বহে পরম নির্ম্মল॥
কম্প ভাবে উঠি পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে।
কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে॥
যে বা যে হয় মূর্চ্ছা আনন্দ সহিত।
প্রহরেকো প্রভু নাহি সভে চমকিত॥
এই মত অপূর্ব্ব দেখয়ে সর্ব্বজন।
সভেই বোলেন "এ পুরুষ নারায়ণ॥"
কেহ বোলে "নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন।"
কেহ বোলে "যে সে হউ মনুষ্য নহেন॥"
এই মত বোলে যেন যার অনুভব।
অত্যন্ত তার্কিক বোলে "পরম-বৈষ্ণব॥"
বাহ্য নাহি প্রভুর পরম ভক্তি-রসে।
বাহু তুলি 'হরিবোল' 'হরিবোল' ঘোষে॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে।
সর্ব্বলোকে হরি হরি বোলে উচ্চ-স্বরে॥
গৌরাঙ্গ-সুন্দর যায় যে দিগে নাচিয়া।
সেই দিগে সর্ব্বলোক চলয়ে ধাইয়া॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর॥
কাজি বোলে "শুনি ভাই কি গীত বাদন।
কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্ত্তন॥
মোর বোল লঙ্ঘিয়া কে করে হিন্দুয়ানি।
ঝাট জান তত্ত্ব তবে চলিব আপনি॥"
কাজির আদেশে সভে অনুচর ধায়।
সংঘট দেখিয়া আপনার শাস্ত্র গায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোকে বলে কাজি মার।
ডরে পলাইল তবে কাজির কিঙ্কর॥
নড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া।
"কি কর চলহ ঝাটি যাই পলাইয়া॥

কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই আচার্য্য।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য্য॥
লাখে লাখে মহাতাপ দেউটি সব জ্বলে।
লক্ষ কোটি লোক মেলি হিন্দুয়ানি বোলে॥
দুয়ারে দুয়ারে কলা ঘট আম্রসার।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে॥
এই মত নদীয়ার নগরে নগরে।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে॥
সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত।
সভে চলে সে নাচিয়া যায় যেই ভীত॥
যে সকল নগরিয়া মারিল আমরা।
আজি 'কাজি মার' বলি আইসে তাহারা॥
এক যে হুঙ্কার করে নিমাই আচার্য্য।
সেই সে হিন্দুর ভূপ যে তাহার কার্য্য॥"
কেহ বোলে "এ বামনা এত কান্দে কেন।
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন॥"
কেহ বোলে "বামনের কি আছে কোথায়।
সেই দুঃখে কাঁদে হেন বুঝি যে সদায়॥"
কেহ বোলে বামন দেখিতে লাগে ভয়।
গিলিতে আইসে যেন দেখি কম্প হয়॥
কাজি বোলে "হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত।
বিবাহ করিতে বা চলিলা কোন ভিত॥
এবা নহে মোরে লঙ্ঘি হিন্দুয়ানি করে।
তবে জাতি নিমু আজি সভার নগরে॥"
সর্ব্ব লোক চূড়ামণি প্রভু-বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর॥
কোটি কোটি হরি-ধ্বনি মহাকোলাহল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি পূরিল সকল॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি-গণ সবে ধায়।
সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায়॥
পূরিল সকল স্থান বিশ্বম্ভর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ নাহি জানে॥
মাথায় বান্ধিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে অন্তরে প্রাণ হালে॥
যার দাড়ি আছে সেই ডরে অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে ডরে হালে বুক।

অনন্ত অর্ব্বুদ লোক কেবা কারে চিনে।
আপনার দেহ মাত্র কেহ নাহি জানে॥
সভেই নাচেন সভে গায়েন কৌতুকে।
ব্রহ্মাণ্ড পূরিয়া হরি বোলে সর্ব্ব লোকে॥
আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর॥
ক্রোধে বোলে প্রভু "আরে কাজি বেটা কোথা।
ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা॥"
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
"ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ" প্রভু বোলে বার বার॥
সর্ব্ব-ভূত অন্তর্য্যামী শ্রীশচী-নন্দন।
আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক হেন আছে কোন জন॥
মহা-মত্ত সর্ব্বলোক চৈতন্যের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙ্গেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার॥
আম্র পনসের ডাল ভাঙ্গি কেহ ফেলে।
কেহ কদলির বন ভাঙ্গি হরি বোলে॥
পুষ্পের উদ্যানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হুঙ্কার করিয়া॥
পুষ্পের সহিত ডাল ছিণ্ডিয়া ছিণ্ডিয়া।
হরি বলি নাচে সব শ্রুতি-মূলে দিয়া॥
একটি করিয়া পত্র সর্ব্ব লোকে নিতে।
কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে॥
ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে "অগ্নি দেহ বাড়ীর ভিতর॥
পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।
সর্ব্ব বাড়ী বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥
দেখি মোরে কি করে উহার নর-পতি।
দেখি আজি কোন জনে করে অব্যাহতি॥
যম কাল মৃত্যু মোর সেবকের দাস।
মোর দৃষ্টি-পাতে হয় সভার প্রকাশ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
কীর্ত্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সর্ব্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু স্মরণ॥
তপস্বী সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব যদি সব না করে কীর্ত্তন॥
অগ্নি দেহ ঘরে সব না করিহ ভয়।
আজি সব যবনের করিব প্রলয়॥"
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রভুর চরণ ধরি করে নিবেদন॥
"তোমার প্রধান অংশ প্রভু সঙ্কর্ষণ।
তাহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন॥
যে কালে হইবে সর্ব্ব সৃষ্টির সংহার।
সঙ্কর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র অবতার॥
যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্ষণেকে সংহারে।
শেষে তিহোঁ আসি মিলে তোমার শরীরে॥
অংশাংশের ক্রোধে যায় সকল সংহারে।
সে তুমি করিলে ক্রোধ কোন জনে তরে॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি বেদে গায়।
বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না জুয়ায়॥
ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় তোমার লীলা মাত্র॥
করিলাও কাজির অনেক অপমান॥
আর যদি ঘটে তবে সংহারিব প্রাণ॥
জয় বিশ্বম্ভর মহা-রাজ রাজেশ্বর।
জয় সর্ব্ব লোকনাথ শ্রীগৌরসুন্দর॥
জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমা-কান্ত।"
বাহু তুলি স্তুতি করে সকল মহান্ত॥
হাসে মহা-প্রভু সর্ব্ব দাসের বচনে।
হরি বলি নৃত্য রসে চলিলা তখনে॥
কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব্বলোকরায়।
সংকীর্ত্তন রসে সর্ব্ব-গণ নাচি যায়॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শঙ্খ করতাল।
রাম কৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল॥
কাজির ভাঙ্গিয়া ঘর সর্ব্ব নগরিয়া।
মহানন্দে হরি বলি যায়েন নাচিয়া॥
"জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী।"
গায় সব নগরিয়া দিয়া হাত তালি॥
জয় কোলাহল প্রতি নগরে নগরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ সাগরে॥
কেবা কোন দিগে নাচে কেবা গায় বায়।
হেন নাহি জানি কেবা কোন দিগে ধায়॥
আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে ভক্তগণ।
শেষে চলে মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দন॥

কীর্ত্তনীয়া ব্রহ্মা শিব অনন্ত আপনি।
নৃত্য করে সর্ব্ব বৈষ্ণবের চূড়ামণি॥
ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে।
সেই প্রভু কহিয়াছে কৃপায় আপনে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা শঙ্খ-বণিক নগর॥
শঙ্খ-বণিকের ঘরে উঠিল আনন্দ।
হরি বলি বাজায় মৃদঙ্গ ঘণ্টা শঙ্খ॥
পুষ্পময় পথে নাচি চলে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে জ্বলে দীপ পরম সুন্দর॥
সে চন্দ্রের শোভা কিবা কহিবারে পারি।
যাহাতে কীর্ত্তন করে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রতিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রসার।
নারীগণে হরি বলি দেয় জয়কার॥
এই মত সকল নগরে শোভা করে।
আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে॥
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি জয় কোলাহল।
তন্তুবায় সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল॥
নাচে সব নগরিয়া দিয়া করতালি।
হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী॥
সর্ব্বমুখে হরিনাম শুনি প্রভু হাসে।
নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে॥
ভাঙ্গা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস।
উঠিলা গিয়া প্রভু তাহার আবাস॥
সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে দুয়ারে।
কত ঠাঁই তালি তাহা চোরেও না হরে॥
নৃত্য করে মহা-প্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে।
জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে॥
ভক্ত-প্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।
লৌহ পাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ॥
জল পিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার।
কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার॥
"মরিলুঁ মরিলুঁ" বলি ডাকয়ে শ্রীধর।
"মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর॥"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হৈলা সুকৃতি শ্রীধর।
প্রভু বোলে "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥
আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিল যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণু-ভক্তি হইল আমার।"
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার॥
বৈষ্ণবের জল পানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।
সভারে বুঝায় প্রভু হইয়া সদয়॥
তথাহি পদ্মপুরাণে আদিখণ্ডে (৩১।১১২)—

প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥

অন্বয়ঃ।—বিচক্ষণঃ প্রযত্নেন সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধ্যর্থং বৈষ্ণবস্য অন্নং প্রার্থয়েৎ; তদভাবে (তস্য) জলং পিবেৎ॥

অনুবাদ।—বিচক্ষণ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি সর্ব্বপাপ হইতে শুদ্ধ হইবার অভিলাষে বিশেষ যত্নের সহিত বৈষ্ণবের নিকট অন্ন (খাদ্যবস্তু) প্রার্থনা করিবেন কোনও কারণে তাহার অভাব হইলে বৈষ্ণবের জল পান করিবে।

ভক্ত বাৎসল্য দেখি সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
সভার উঠিল মহা আনন্দ-ক্রন্দন॥
নিত্যানন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
অদ্বৈত শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া॥
কান্দে হরিদাস গঙ্গাদাস বক্রেশ্বর।
মুরারি মুকুন্দ কান্দে শ্রীচন্দ্র-শেখর॥
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান।
কান্দে কাশীশ্বর শ্রীজগদানন্দ রাম॥
জগদীশ গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
শুক্লাম্বর গরুড় কান্দয়ে সর্ব্ব-জন॥
লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত।
"কৃষ্ণ হে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ॥"
কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাস।
সর্ব্ব ভাবে প্রেম ভক্তি হইল প্রকাশ॥
কৃষ্ণ বলি কান্দে সর্ব্ব জগত হরিষে।
সংকল্প হইল সিদ্ধি গৌরচন্দ্র হাসে॥
দেখ ভাই এহ সব ভক্তের মহিমা।
ভক্ত বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা॥
লৌহ জল পাত্র তাতে বাহিরের জল।
পরম আদরে পান করিল সকল॥
পরমার্থে পান ইচ্ছা হইল যখনে।
শুদ্ধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে॥

ভক্তি বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
পরমার্থে বঞ্চনের সকল নির্ম্মল॥
দাম্ভিকের রত্ন-পাত্রে দিবা জলাসনে।
আছুক পিবার কার্য্য না দেখে নয়নে॥
যে সে দ্রব্য সেবকের সর্ব্ব ভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধির অপেক্ষা নাহি চায়॥
অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ দ্বারকায়॥
অবশেষে সেবকের করে আত্মসাৎ।
তার সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির শাক॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা মাতা পত্নী ভাই।
দাস বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই॥
যেরূপ চিন্তয়ে দাসে সেই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয়॥
সেবকবৎসল প্রভু চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায়॥
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেন দাস্য-ভাবে কৃষ্ণে কর অনুরাগ॥
অল্প হেন না মানিহ 'কৃষ্ণ-দাস' নাম।
অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান॥
বহু কোটী জন্মে যে করিল নিজ ধর্ম্ম।
অহিংসায় আশ্রয়ায় করে সর্ব্বকর্ম্ম॥
অহর্নিশ দাস্য ভাবে যে করে প্রার্থনা।
গঙ্গা লভ্য হয় কালে বলে 'নারায়ণ'॥
তবে হয় মুক্ত সর্ব্ব বন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয় সেই গোবিন্দের দাস॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত সব লীলা তত্ত্ব করি কৃষ্ণ ভজে॥

তথাহ্যাক্তং সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—
মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে॥
অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর সমান।
ভক্ত স্থানে পরাভব মানে ভগবান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে কতিমান।
ভক্ত হেন স্তুতির না ধরে কেহ কলা॥
দাস নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সম্ভার।
ধরণী-ধরেন্দ্র চাহে দাস অধিকার॥

এ সব ঈশ্বর তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত॥
হেন ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে হরিষে।
পাপী সব দুঃখ পায় নিজ কর্ম্ম-দোষে॥
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় ভক্ত কেন নামে।
কৃষ্ণ-চন্দ্র বিনে ভক্ত আর কেবা জানে॥
উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি—মূলে জরদগব॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্য-গণ লইয়া।
কেহ বোলে "আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া॥"
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ—ইহারে লইয়া।
বোলয়ে 'ঈশ্বর' বিষ্ণু মায়া-মুগ্ধ হইয়া॥
সর্ব্ব-প্রভু গৌর-চন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
দেখ তান শক্তি এই ভরিয়া নয়ন॥
ইচ্ছা মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
কত কোটি মহাদীপ জ্বলিতে লাগিল॥
কেবা রোপিলেক কলা প্রতি ঘরে ঘরে।
কেবা গায় বায় কেবা পুষ্প বৃষ্টি করে॥
করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল পান।
কি হইল না জানি প্রেমের আখ্যান॥
ভকত বাৎসল্য দেখি ত্রিভুবন কান্দে।
ভূমিতে লোটায় কেহ কেশ নাহি বান্ধে॥
শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
উচ্চ করি করি বোলে সজল নয়নে॥
কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।
নাচয়ে শ্রীধর কান্দে করে "হায় হায়"॥
ভক্ত-জল পান করি প্রভু বিশ্বম্ভর।
শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর॥
প্রিয়গণে চতুর্দ্দিগে গায় মহা-রসে।
নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে॥
খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
ব্রহ্মা শিব কান্দে যার দেখিয়া মহিমা॥
ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণের নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি॥
জল পানে শ্রীধরেরে অনুগ্রহ করি।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্ত-গণের ঠাকুর।
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি আনন্দে প্রচুর॥

সর্ব্ব-দেশ জিনি নবদ্বীপের শোভায়।
হরি-বোল শুনি মাত্র সভার জিহ্বায়॥
যে সুখে বিহ্বল শুক নারদ শঙ্কর।
যে সুখে বিহ্বল সর্ব্ব নদীয়া-নগর॥
সর্ব্ব-নবদ্বীপে নাচে ত্রিভুবন-রায়।
গাদি-গাছা পার-ডাঙ্গা মাজিদা দিয়া যায়॥
'এক নিশা' হেন জ্ঞান না করিহ মনে।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ত্তনে॥
চৈতন্য-চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয়।
ভ্রূ-ভঙ্গে যাহার হয় ব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়॥
মহা-ভাগ্যবানে সে এ সব তত্ত্ব জানে।
শুষ্ক তর্কবাদী পাপী কিছুই না মানে॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ।
তাহারাও ভাসয়ে আনন্দসিন্ধু মাঝ॥
সে হুঙ্কার সে গর্জ্জন সে প্রেমের ধার।
দেখিয়া কান্দয়ে স্ত্রী পুরুষ নদীয়ার॥
কেহ বোলে "শচীর চরণে নমস্কার।
হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ভে যার॥"
কেহ বোলে "জগন্নাথ মিশ্র পুণ্যবন্ত।
কেহ বোলে "নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত॥"
এই মত লীলা প্রভু কত কল্প কৈল।
সভে বোলে আজ রাত্রি প্রভাত না হৈলা।
এই মত বলি সভে দেই জয়কার।
সর্ব্ব লোক হরি বিনা নাহি বোলে আর॥
প্রভু দেখি সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা।
পড়য়ে পুরুষ নারী বালক লইয়া॥
শুভ দৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি সভাকারে।
স্বানুভাবানন্দে প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে॥
যেখানে যেরূপে ভক্ত-গণে করে ধ্যান।
সেই রূপে সেই খানে প্রভু বিদ্যমান॥
অদ্যাপিও চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে॥
ভক্ত-লাগি প্রভুর সকল অবতার।
ভক্ত বই কৃষ্ণ কর্ম্ম না জানয়ে আর॥
কোটী জন্ম যদি যাগ যজ্ঞ তপ করে।
ভক্তি বিনা কোন কর্ম্মে ফল নাহি ধরে॥
হেন ভক্তি না জানে ভক্ত সেবিলে পাইয়া।
ভক্ত-সেবা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্য-কীর্ত্তন স্ফুরে যাহার কৃপায়॥
কেহো বোলে "নিত্যানন্দ বলরাম-সম"।
কেহো বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়তম॥"
কেহো বোলে "মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহো বোলে "কোনরূপে বুঝিতে না পারি॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা বোলয়ে তেমনি॥"
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সে চরণ-ধন রহুক হৃদয়ে॥
চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
অবধূত-চন্দ্র প্রভু হউক আমার॥
চৈতন্যের কৃপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ সঙ্কর্ষণ॥
নিত্যানন্দ স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
সর্ব্ব ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি॥
চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক প্রধান।
তাহারা সে জানে নিত্যানন্দের আখ্যান॥
তবে যে দেখহ অন্যোন্যে দ্বন্দ্ব বাজে।
রঙ্গ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
আর বৈষ্ণবের নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
সর্ব্ব-ভাবে ভজে কৃষ্ণ কারে নাহি নিন্দে।
সেই সব-গণ পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে॥
অদ্বৈত-চরণে মোর এই নমস্কার।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার॥
অদ্বৈতের পক্ষ লঞা নিন্দে গদাধরে।
সে পাপিষ্ঠ কভু নহে অদ্বৈত কিঙ্কর॥
চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর।
সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর॥
শুনিলে চৈতন্য কথা যার হয় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য শ্রীমুখ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধর-জল-পানাদি-বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ॥২৩॥

# চতুর্বিংশতি অধ্যায়।

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাধীর।
জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় যদুবীর ॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন।
জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ কীর্ত্তন ॥
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন।
জয় হরিদাস কাশীশ্বর প্রাণধন ॥
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু সর্ব্ব-তাত।
যে বোলে তোমারে প্রভু তার হও নাথ ॥
হেন মতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
বিবিধ কীর্ত্তন প্রভু করয়ে সদায় ॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি সংকীর্ত্তনে।
'কৃষ্ণ' নাম শ্রুতি মাত্র পড়ে যে সে স্থানে ॥
কি নগরে কি চত্বরে কি জলে বা বনে।
নিরবধি অশ্রু ধারা বহে শ্রীনয়নে ॥
আপ্ত-গণ রাখিয়া রহেন নিরন্তর।
ভক্তি রসময় হইলেন বিশ্বম্ভর ॥
কেহ মাত্র কোন রূপ যদি বলে হরি।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা পাসরি ॥
মহা-কম্প অশ্রু হয় পুলক সর্ব্বাঙ্গে।
গড়াগড়ি যায়েন নগরে মহা-রঙ্গে ॥
সে আবেশ দেখিলে ব্রহ্মাদি ধন্য হয়।
তাহা দেখে নদীয়ার লোক সমুচ্চয় ॥
শেষে অতি মূর্চ্ছা দেখি মিলি সর্ব্ব-দাসে।
আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে ॥
তবে দ্বার দিয়া সে করেন সংকীর্ত্তন।
সে সুখে পূর্ণিত হয় অনন্ত ভুবন ॥
যত সব ভাব হয় অকথ্য সকল।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল ॥
ক্ষণে বোলে "মুঞি সেই মদন-গোপাল।"
ক্ষণে বোলে "মুঞি কৃষ্ণ-দাস সর্ব্ব কাল ॥"
"গোপী গোপী গোপী" মাত্র কোন দিন জপে।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জলে মহা-কোপে ॥
"কোথাকার কৃষ্ণ তার মহা-দস্যু সে।
শঠ ধৃষ্ট কৈতব ভজে বা তারে কে ?
স্ত্রী-জিত হইয়া স্ত্রীর কাটে নাক কাণ।
কেহ প্রায় ফেলে বান্ধিয়া পরাণ ॥
কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায় ?"
যে কৃষ্ণ বোলয়ে তারে খেদাড়িয়া যায় ॥
'গোকুল গোকুল' মাত্র বোলে ক্ষণে ক্ষণে।
'বৃন্দাবন বৃন্দাবন' বোলে কোন দিনে ॥
'মথুরা মথুরা' কোন দিন বোলে সুখে।
কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥
ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রি-ভঙ্গ আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে ভাসে সব ক্ষিতি ॥
ক্ষণে বোলে "ভাই সব বড় দেখি বন।
পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের-গণ ॥
দিবসেরে বলে রাতি রাত্রিরে দিবস।
এই মত প্রভু হইলেন ভক্তি-বশ ॥
প্রভুর আবেশ দেখি সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
অন্যোন্যে গলা ধরি করেন ক্রন্দন ॥
যে আবেশ দেখিতে ব্রহ্মার অভিলাষ।
সুখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥
ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু বিশ্বম্ভর।
বৈষ্ণব সভের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥
বাহ্যচেষ্টা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে।
সে কেবল জননীর সন্তোষ কারণে ॥
সুখ-ময় হইলেন সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
আনন্দে করেন সভে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব্ব নদীয়ায়।
ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত লীলায় ॥
প্রভুসঙ্গে গদাধর থাকেন সর্ব্বথা।
অদ্বৈত লইয়া সর্ব্ববৈষ্ণবের কথা ॥
এক দিন অদ্বৈত নাচেন গোপী ভাবে।
কীর্ত্তন করেন সভে মহা অনুরাগে ॥
আর্ত্তি করি নাচয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
পুনঃ পুনঃ দন্তে তৃণ করিয়া পড়য় ॥
গড়াগড়ি যায়েন অদ্বৈত প্রেম-রসে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ গায়েন উল্লাসে ॥
দুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ।
শ্রান্ত হইলেন সব ভাগবত-গণ ॥
সভে মেলি আচার্য্যের স্থির করাইয়া।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে আচার্য্য বেড়িয়া ॥
কিছু স্থির হইলা যদি আচার্য্য বসিলা।
শ্রীবাস রামাই আদি তবে নাচে ভোলা ॥

আর্ত্তি-যোগ অদ্বৈতের পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পড়ে॥
কার্য্যান্তরে নিজগৃহে ছিলা বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি চিত্তে হইল গোচর॥
ভক্ত-আর্ত্তি-পূর্ণকারী সদানন্দ-রায়।
আইলা অদ্বৈত যথা গড়া-গড়ি যায়॥
অদ্বৈতের আর্ত্তি দেখি ধরি তার করে।
দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে॥
হাসিয়া ঠাকুর বোলে "শুনহ আচার্য্য।
কি তোমার ইচ্ছা বল কিবা চাহ কার্য্য॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "তুমি সর্ব্ব বেদ সার।
তোমারেই চাহি প্রভু কি চাহিব আর॥"
হাসি বোলে প্রভু "আমি এই ত সাক্ষাতে।
আর কি আমারে চাহ বল ত আমাতে॥"
অদ্বৈত বোলয়ে প্রভু "কহিলা সু-সত্য।
এই তুমি সর্ব্ব-বেদ বেদান্তের তত্ত্ব॥
তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই।"
প্রভু বোলে "কিবা ইচ্ছা বোল মোর ঠাঁই॥"
অদ্বৈত বোলয়ে "প্রভু পূর্ব্বে অর্জ্জুনেরে।
যাহা দেখাইলে তাহে ইচ্ছা বড় ধরে॥"
বলিতে অদ্বৈত মাত্র দেখে এক রথ।
চতুর্দ্দিগে সৈন্য-দলে মহাযুদ্ধপথ॥
রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম-ধর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে।
চন্দ্র-সূর্য্য-সিন্ধু-গিরি-নদী উপবনে॥
কোটি চক্ষু বহু মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ।
সম্মুখে দেখেন স্তুতি করয়ে অর্জ্জুন॥
মহা অগ্নি যেন জ্বলে সকল বদন।
পোড়য়ে পাষণ্ড-পতঙ্গ দুষ্টগণ॥
যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে' পরদ্রোহ করে।
চৈতন্যের মুখাগ্নিতে সেই পুড়ি মরে॥
এই রূপ দেখিতে অন্যের শক্তি নাই।
প্রভুর কৃপাতে দেখে আচার্য্য গোসাঞি॥
প্রেম সুখে অদ্বৈত কান্দেন অনুরাগে।
দন্তে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্য মাগে॥
পরম-আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
পর্য্যটন-সুখে ভ্রমে সর্ব্ব নদীয়ায়॥
প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ।
জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ॥
সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর।
বিষ্ণু-গৃহ-দ্বারে গিয়া গর্জ্জেন প্রচুর॥
নিত্যানন্দ-আগমন জানি বিশ্বম্ভর।
দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু আইলা সত্বর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রূপ নিত্যানন্দ দেখি।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি॥
প্রভু বোলে "উঠ নিত্যানন্দ মোর প্রাণ।
তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান॥
যে তোমারে প্রীত করে মুঞি সত্য তার।
তোমা বই প্রিয়তম নাহিক আমার॥
তুমি আর অদ্বৈতে যে করে ভেদ-বুদ্ধি।
ভাল মতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি॥"
নিত্যানন্দ অদ্বৈত দেখিয়া বিশ্বম্ভর।
আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু-গৃহের ভিতর॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে শ্রীশচী নন্দন।
"দেখ দেখ" করি প্রভু ডাকে ঘন ঘন।
"প্রভু প্রভু" করি স্তুতি করে দুই জন।
বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন॥
এ সব কৌতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে।
তথাপি দেখিতে শক্তি অন্য নাহি ধরে॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
ইহা যে না মানয়ে সে দুষ্কৃতি সর্ব্বথা॥
সর্ব্বমহেশ্বর-গৌরচন্দ্র যে না বোলে।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্ব-কালে॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥
নবদ্বীপ হেন সব প্রকাশের স্থান।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আন॥
ভক্তি-যোগ ভক্তি-যোগ ভক্তি-প্রেম-ধন।
ভক্তি সেই—কৃষ্ণ নাম স্মরণ ক্রন্দন॥
কৃষ্ণ বলি কান্দিলে সে কৃষ্ণ-নাথ মিলে।
ধনে কুলে কিছু নহে কৃষ্ণ না ভজিলে॥
দুই ঠাকুরের বিশ্বরূপ দরশন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণধন॥
ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়া গৌরচন্দ্র।
চলিলেন নিজ গৃহে লই ভক্তবৃন্দ॥

বিশ্বরূপ দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দ।
কাহার নাহিক বাহ্য পরম আনন্দ॥
বৈভব দর্শন সুখে মত্ত দুই জন।
ধুলায় যায়েন গড়ি সকল অঙ্গন॥
কেহ নাচে কেহ গায় দিয়া করতালি।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া বুলে দুই মহাবলী॥
এই মতে দুই জনে মহা কুতূহলী।
শেষে দুই জনেতে বাজিল গালাগালি॥
অদ্বৈত বোলয়ে "অবধূত মাতালিয়া।
এথা কোন জন তোকে আনিল ডাকিয়া॥
দুয়ার ভাঙ্গিয়া আসি সান্ধাইলে কেনে।
সন্ন্যাসী করিয়া তোরে বোলে কোন্ জনে॥
হেন জাতি নাহি না খাইলা যার ঘরে।
'জাতি' আছে হেন কোনজনে বলে তোরে॥
বৈষ্ণব সভায় কেনে মহা মাতোয়াল।
ঝাট নাহি পালাইলে নহিবেক ভাল॥"
নিত্যানন্দ বোলে "আরে নাড়া বসি থাক।
কিলাইয়া পাড়ি পাছে দেখাই প্রতাপ॥
আরো বুড়া বামন তোমার ভয় নাই।
আমি অবধূত-মত্ত ঠাকুরের ভাই॥
স্ত্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী।
পরম হংসের পথে আমি অধিকারী॥
আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার।
আমা সনে তুমি অকারণে গর্ব্ব কর॥"
শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে॥
"মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাঙ আমি এই দিগবাসী॥
কোথা মাতা পিতা কোন দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে আসিয়া বলুক দেখি ইথি॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক॥
তারে বলি 'সন্ন্যাসী' যে কিছু নাহি চায়।
বোলায় 'সন্ন্যাসী' দিনে তিনবার খায়॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই।
কোথাকার অবধূত আনি দিলা ঠাঞি॥
অবধূত করিল সকল জাতি নাশ।
কোথা হৈতে মদ্যপের হৈল পরকাশ॥"

কৃষ্ণ-প্রেম সুধা-রসে মত্ত দুই জন।
অন্যোন্যে কলহ করয়ে সর্ব্ব-ক্ষণ॥
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ করে যে।
অন্য জনে নিন্দা করে ক্ষয় যায় সে॥
হেন প্রেম কলহের মর্ম্ম না জানিয়া।
একে নিন্দে আরে বন্দে সে মরে পুড়িয়া॥
অদ্বৈতের পক্ষ হঞা নিন্দে গদাধর।
সে অধম কভু নহে অদ্বৈতকিঙ্কর॥
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরে কলহের পাত্র।
কে বুঝিব বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র॥
বিষ্ণু আর বৈষ্ণব সমান দুই হয়।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্য্যয়॥
সকল বৈষ্ণব প্রতি অভেদ দেখিয়া।
যে কৃষ্ণ চরণ ভজে সে যায় তরিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥২৪॥

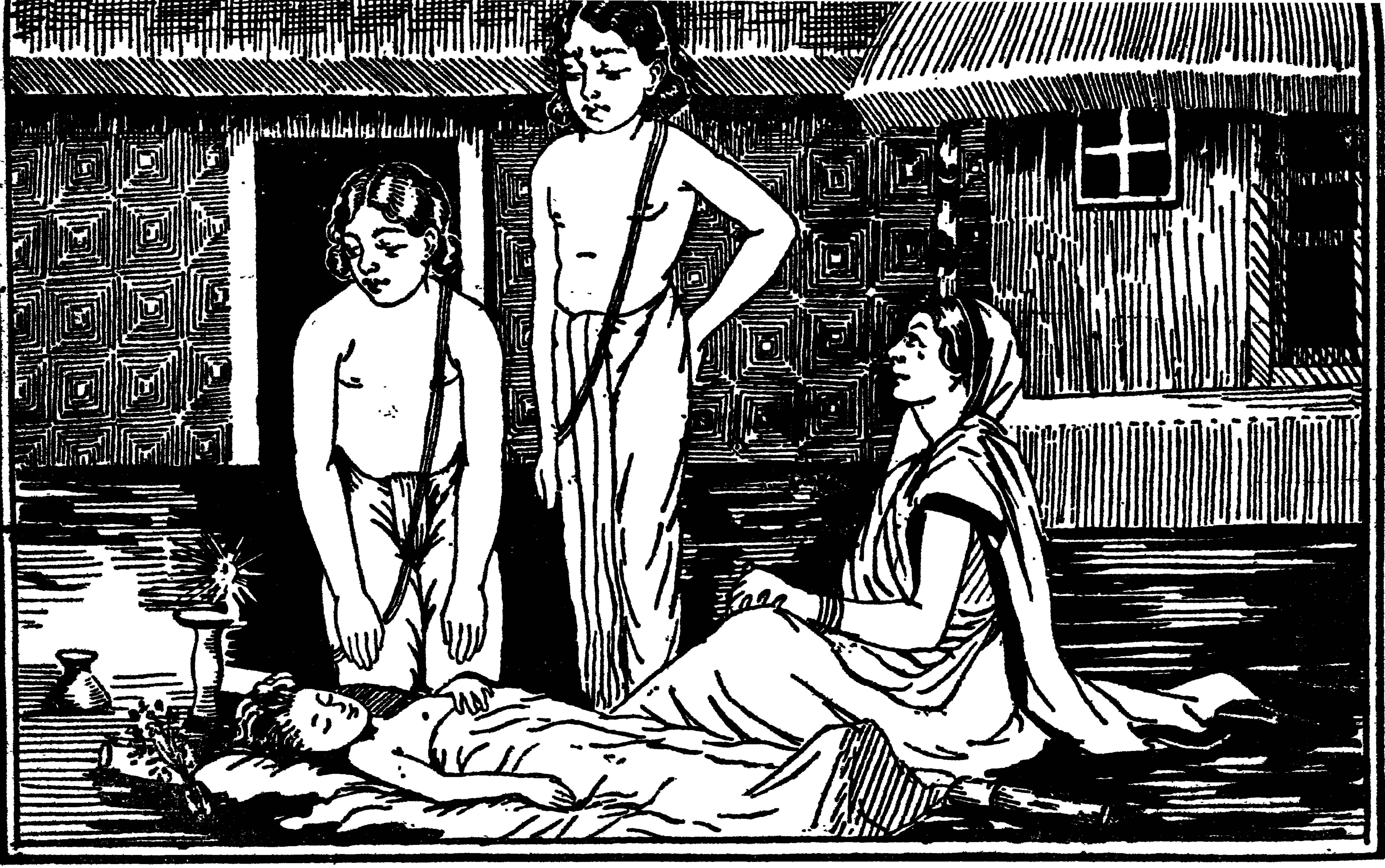
## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

জয় জয় সর্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় বেদধর্ম্মবিপ্রন্যাসীর মহেন্দ্র॥
জয় শচীগর্ভ-রত্ন কারুণ্যসাগর।
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় বিশ্বম্ভর॥
ভক্তগোষ্ঠি সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়॥
মধ্যখণ্ড কথা ভক্তি-রসের নিধান।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্ব্বপ্রাণ
নিরবধি করে প্রভু হরিসংকীর্ত্তন।
আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশয়ে সর্ব্বক্ষণ॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ নানাবেশে।
হুঙ্কার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে॥
প্রেম-রসে নিরবধি গড়াগড়ি যায়।
ব্রহ্মার বান্দিত অঙ্গ পূর্ণিত ধুলায়॥
প্রভুর আনন্দ আবেশের নাহি অন্ত।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত॥

বাহ্য হৈলে বৈসে প্রভু সর্ব্বগণ লঞা।
কোন দিন গঙ্গাজলে বিহরয়ে গিয়া॥
কোন দিন নৃত্য করি বসেন অঙ্গনে।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব্বভক্তগণে॥
যতক্ষণ প্রভুর আনন্দনৃত্য হয়।
ততক্ষণ দুঃখী পুণ্যবতী জল বয়॥
ক্ষণেকে দেখয়ে নৃত্য সজল নয়নে।
পুনঃ পুনঃ গঙ্গাজল বহি বহি আনে॥
সারি করি চতুর্দ্দিগে এড়ে কুম্ভগণ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচীনন্দন॥
শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
প্রতি দিন গঙ্গাজল আনে কোন জনে?
শ্রীবাস বোলয়ে "প্রভু দুঃখী বহি আনে।"
প্রভু বোলে "সুখী করি বোল সর্ব্ব-জনে॥
এ জনের দুঃখী নাম কভু যোগ্য নয়।
সর্ব্বকাল সুখী হেন মোর চিত্তে লয়॥"
এতেক কারুণ্য শুনি প্রভুর শ্রীমুখে।
কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে॥
সবে 'সুখী' বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায়॥
দাসীবুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্ব্বথায়॥
প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই।
মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই॥
কুলে রূপে ধনে বা বিদ্যায় কিছু নয়।
প্রেমযোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয়॥
যতেক কহেন তত্ত্ব বেদে ভাগবতে।
সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে॥
দাসী হই যে প্রসাদ দুঃখীরে হইল।
বৃথা অভিমানী সব তাহা না দেখিল॥
কি কহিব শ্রীবাসের ভাগ্যের মহিমা।
যার দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা॥
এক দিন নাচে প্রভু শ্রীবাসমন্দিরে।
সুখেতে শ্রীবাস-আদি সংকীর্ত্তন করে॥
দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাসনন্দন।
পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ॥
আনন্দে করেন নৃত্য শ্রীশচী-নন্দন।
আচম্বিতে শ্রীবাসগৃহে উঠিল ক্রন্দন॥
সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস।
দেখে পুত্র হইয়াছে পরলোক বাস॥
পরম গম্ভীর ভক্ত মহা তত্ত্ব-জ্ঞানী।
স্ত্রীগণেরে প্রবোধিতে লাগিলা আপনি॥
"তোমরা তো সব জান কৃষ্ণের মহিমা।
সম্বর রোদন সবে চিত্তে দেহ' ক্ষমা॥
অন্তকালে সকৃত শুনিলে যার নাম।
অতিমহাপাতকী ও যায় কৃষ্ণধাম॥
হেন প্রভু আপনে সাক্ষাৎ করে নৃত্য।
গুণ গায় যত তার ব্রহ্মাদিক ভৃত্য॥
এ সময়ে যাহার হইল পরলোক।
ইহাতে কি জুয়ায় করিতে আর শোক॥
কোনকালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে।
'কৃতার্থ' করিয়া আপনারে মানি তবে॥
যদি বা সংসার-ধর্ম্মে নার' সম্বরিতে।
বিলম্বে কান্দিহ যার যেই লয় চিত্তে॥
অন্য যেন কেহ এ আখ্যান না শুনয়।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখ ভঙ্গ হয়॥
কলরব শুনি যদি প্রভু বাহ্য পায়।
তবে আজি গঙ্গায় প্রবেশমু সর্ব্বথায়॥"
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাসবচনে।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীর্ত্তনে॥
পরানন্দে সংকীর্ত্তন করয়ে শ্রীবাস।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস॥
শ্রীনিবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা।
চৈতন্যের পার্ষদের এই গুণ-সীমা॥
স্বানুভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র।
কতক্ষণ রহিলেন লই ভক্ত-বৃন্দ॥
পরস্পর শুনিলেন সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠগমন॥
তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে।
দুঃখ বড় পাইলেন সভেই অন্তরে॥
সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সর্ব্বজনের অন্তর॥
প্রভু বোলে "আজি মোর চিত্ত কেমন করে।
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে॥"
পণ্ডিত বোলেন "প্রভু মোর কোন্ দুঃখ?
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ॥"
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত॥

সম্ভ্রমে বোলয়ে প্রভু "কহ কতক্ষণ ?"
শুনিলেন "চারি দণ্ড রজনী যখন॥
তোমার আনন্দভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর।
এবে আজ্ঞা দেহ' কার্য্য করিতে সত্বর॥"
শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন।
'গোবিন্দ গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ॥
প্রভু বোলে "হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে ?"
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে॥
"পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে ?"
এত বলি মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর।
ত্যাগবাক্য শুনি সবে চিন্তেন অন্তর॥
নাহি জানি কি প্রমাদ পড়য়ে কখন।
অন্যোন্যে চিন্তয়ে সকল ভক্ত-গণ॥
গৃহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিব সন্ন্যাস।
তার ধ্বনি করি কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস॥
স্থির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া।
সংকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া॥
মৃত শিশু প্রতি প্রভু বোলেন বচন।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাও কি কারণ ?"
শিশু বোলে "প্রভু যেন নির্ব্বন্ধ তোমার।
অন্যথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার ?"
মৃত শিশু উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে॥
শিশু বোলে "এ দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই সব॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাম আর নির্ব্বন্ধিত পুরী॥
এ দেহের নির্ব্বন্ধ গেল রহিতে না পারি।
হেন কৃপা কর যেন তোমা না পাসরি॥
কে কাহার বাপ প্রভু কে কার নন্দন।
সবে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে।
আছিলাম এবে চলিলাম অন্য পুরে॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ বিদায় আমার॥"

এত বলি নীরব হইলা শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
মৃতপুত্রমুখে শুনি অপূর্ব্ব কথন।
আনন্দ-সাগরে ভাসে সব ভক্ত-গণ॥
পুত্র শোক দুঃখ গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দসুখে হইলা অস্থির॥
কৃষ্ণ-প্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।
প্রভুর চরণ ধরি লাগিলা কান্দিতে॥
"জন্ম জন্ম তুমি পিতা মাতা পুত্র প্রভু।
তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু॥
যেখানে সেখানে প্রভু কেনে জন্ম নহে।
তোমার চরণে যেন প্রেম ভক্তি রহে॥"
চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।
চতুর্দ্দিগে ভক্ত-গণ কান্দে উচ্চস্বরে॥
কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দ্দিগে উঠিল ক্রন্দন।
কৃষ্ণ-প্রেম-মগ্ন হৈল শ্রীবাসভাবন॥
প্রভু বোলে "শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত।
তুমি ত সকল জান সংসারের রীত॥
এ সব সংসার দুঃখ তোমার কি দায়।
যে তোমারে দেখে সেহ কভু নাহি পায়॥
আমি-নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার।
চিত্তে তুমি ব্যথা কিছু না ভাবিহ আর॥"
শ্রীমুখের পরমকারুণ্য বাক্য শুনি।
চতুর্দ্দিগে ভক্ত-গণ করে জয়-ধ্বনি॥
সর্ব্বগণ সহ প্রভু বালক লইয়া।
চলিলেন গঙ্গাতীরে কীর্ত্তন করিয়া॥
যথোচিত ক্রিয়া করি কৈলা গঙ্গা-স্নান।
কৃষ্ণ বলি সভে গৃহে করিলা পয়ান॥
প্রভু ভক্ত-গণ সভে গেলা নিজ ঘর।
শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল॥
এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।
অবশ্য মিলিব তারে কৃষ্ণ-প্রেম-ধন॥
শ্রীবাসের চরণে রহুক নমস্কার।
গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ নন্দন যাহার॥
এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয়।
ভক্তের প্রতীত হয় অভক্তের নয়॥
মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব্ব সব কথা।
মৃতশিশু তত্ত্ব-জ্ঞান কহিলেন যথা॥



শ্রীবাসের মৃত পুত্রের সহিত কথোপকথন।

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর।
বিহরয়ে সংকীর্ত্তনসুখে নিরন্তর॥
প্রেম-রসে প্রভুর সংসার নাহি স্ফুরে।
অন্যের কি দায় বিষ্ণুপূজিতে না পারে॥
স্নান করি বসে প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজিতে।
প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে॥
বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া।
পুনঃ অন্য বস্ত্র পরি বিষ্ণুপূজে গিয়া।
পুনঃ প্রেমানন্দ জলে তিতে সে বসন।
পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন॥
এই মত বস্ত্র পরিবর্ত্ত করে মাত্র।
প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র॥
শেষে গদাধর প্রতি বলিলেন বাক্য।
তুমি কৃষ্ণ পূজ মোর নাহিক সে ভাগ্য॥
এই মত বৈকুণ্ঠ-নায়ক ভক্তি-রসে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রি ও দিবসে॥
এক দিন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী-স্থানে।
কৃপায় তাহার অন্ন মাগিল আপনে॥
"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দঢ়॥"
এই মত মহাপ্রভু বোলে বার বার।
শুনি শুক্লাম্বর কাকু করেন অপার॥
"ভিক্ষুক অধম মুঞি পাপিষ্ঠ গর্হিত।
তুমি ধর্ম্ম সনাতন মুঞি সে পতিত॥
মোরে কোথা দিবে প্রভু চরণের ছায়া।
কীটতুল্য নহি প্রভু মোরে এত মায়া॥"
প্রভু বোলে "মায়া হেন না বাসিহ মনে।
বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রন্ধনে॥
সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায়।
আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায়॥"
তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্ত-গণে॥
সভে বলিলেন "তুমি কেনে কর ভয়?
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়॥
বিশেষ যে জন তানে সর্ব্ব-ভাবে ভজে।
সর্ব্ব-কাল তান অন্ন আপনেই খোজে॥
দেখ না শূদ্রার পুত্র বিদুরের স্থানে।
অন্ন মাগি খাইলেন ভক্তির কারণে॥
ভক্ত স্থানে মাগি খায় প্রভুর স্বভাব।
দেহ গিয়া তুমি বড় করি অনুরাগ॥
তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে।
আলগোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে॥
বড় ভাগ্য তোমার এমত কৃপা যারে।"
শুনি দ্বিজ হরিষে আইলা নিজ ঘরে॥
স্নান করি শুক্লাম্বর অতি সাবধানে।
সুবাসিত জল তপ্ত করিলা আপনে॥
তণ্ডুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ থোড়।
আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈল করযোড়॥
"জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ বনমালী।"
বলিতে লাগিল শুক্লাম্বর কুতুহলী॥
সেই ক্ষণে ভক্ত-অন্নে রমা জগন্মাতা।
দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা।
ততক্ষণে সর্ব্বামৃত হইল সে অন্ন।
স্নান করি প্রভু আসি হৈল উপসন্ন॥
সঙ্গে নিত্যানন্দ আদি আপ্ত কতজন।
তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশচী-নন্দন॥
আপনে লইয়া অন্ন তান ইচ্ছা পালি।
শুক্লাম্বর দেখিয়া হাসেন কুতুহলী॥
গঙ্গার অগ্রেতে ঘর গঙ্গার সমীপে।
বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় সুখে॥
হাসি বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্য-গণে॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞ-ভোক্তা শ্রীগৌর-সুন্দর।
শুক্লাম্বরের অন্ন খায় এ বড় দুষ্কর॥
হেন প্রভু বোলে "জন্ম যাবৎ আমার।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর॥
কি গর্ভ-থোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে।
আলগোছে এমত রান্ধিল কোন্ মতে॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধুকুল।
তোমা সব লাগি সে আমার আদি মূল॥"
শুক্লাম্বর প্রতি দেখি কৃপার বৈভব।
কান্দিতে লাগিলা অন্যান্য ভক্ত সব॥
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আস্বাদিয়া।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া।
যে প্রসাদ পারেন ভিক্ষুক শুক্লাম্বর।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর॥

ধনে জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই।
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে গাই॥
বসিলেন প্রভু প্রেমভোজন করিয়া।
তাম্বুল খায়েন কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
পত্র লই ভক্তগণ ভুলিলা আনন্দে।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পত্র শিরে বন্দে॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষুকের ঘরে।
এমত কৌতুক করে প্রভু বিশ্বম্ভরে॥
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গ কহিয়া কত ক্ষণ।
সেই খানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন॥
ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে এক জন॥
ঠাকুরের এক শিষ্য শ্রীবিজয় দাস।
সে মহাপুরুষ কিছু দেখিলা প্রকাশ॥
নবদ্বীপে এমত নাহিক আঁখরিয়া।
প্রভুরে অনেক পুঁথি দিয়াছে লিখিয়া॥
আঁখরিয়া বিজয় করিয়া সবে ঘোষে।
মর্ম্ম নাহি জানে লোক ভক্তিহীন দোষে॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব্ব সমস্ত॥
হেমস্তম্ভ প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন।
পরিপূর্ণ দেখে তথি রত্ন-আভরণ॥
শ্রীরত্নমুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে।
না জানি কি কোটি সূর্য্য চন্দ্র মণি জ্বলে॥
আব্রহ্ম পর্য্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ম্ময়।
হস্ত দেখি পরানন্দ হইলা বিজয়॥
বিজয় উদ্‌যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে।
শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাহার মুখেতে॥
প্রভু বোলে "যত দিন মুঞি থাকি এথা।
তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা॥"
এত বলি হাসে প্রভু বিজয়ে চাহিয়া।
বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া॥
বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ।
ধরেন বিজয়ে তবু না যায় ধরণ॥
কতক্ষণ উন্মাদ করিলা মহাশয়।
শেষে হৈলা পরানন্দে মূর্চ্ছিত তন্ময়॥
ভক্ত সব বুঝিলেন বিভব দর্শন।
সর্ব্বগণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
সভারে জিজ্ঞাসে প্রভু "কি বোল ইহার।
আচম্বিতে বিজয়ের বড় ত হুঙ্কার॥"
প্রভু বোলে "জানিলাম গঙ্গার প্রভাব।
বিজয়ের বিশেষে গঙ্গার অনুরাগ॥
নহে শুক্লাম্বরগৃহে দেব অধিষ্ঠান।
কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥"
এত বলি বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত।
চেতন করিল, হাসে বৈষ্ণব সমস্ত॥
উঠিয়াও বিজয় হইল জড় প্রায়।
সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব্বনদীয়ায়॥
না আহার না নিদ্রা রহিত দেহধর্ম্ম।
ভ্রমেণ বিজয় কেহ নাহি জানে মর্ম্ম॥
কত দিনে বাহ্যচেষ্টা জানিলা বিজয়।
শুক্লাম্বর গৃহে হেন সব রঙ্গ হয়॥
শুক্লাম্বর ভাগ্য বলিবার শক্তি কার।
গৌরচন্দ্র অন্নপরিগ্রহ কৈল যার॥
এই মত ভাগ্যবন্ত-শুক্লাম্বর-ঘরে।
গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহারে॥
বিজয়েরে কৃপা, শুক্লাম্বরান্ন-ভোজন।
ইহার শ্রবণ মাত্র মিলে ভক্তিধন॥
হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব-দেব-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর॥
এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে।
প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে॥
নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহ্বল।
ভাবধর্ম্ম যত তাহা প্রকাশে সকল॥
মৎস্য কূর্ম্ম নরসিংহ বরাহ বামন।
রঘুসিংহ বৌদ্ধ কল্কি শ্রীনন্দনন্দন॥
এই মত যতেক অবতার সকল।
সব রূপ হয় প্রভু করি ভাব ছল॥
এ সকল ভাব হই লুকায় তখনে।
সবে না ঘুচিল রামভাব চির দিনে॥
মহা মত্ত হৈল প্রভু হলধরভাবে।
'মদ আন মদ আন' ডাকে উচ্চরবে॥
নিত্যানন্দ জানেন প্রভুর সমীহিত।
ঘট ভরি গঙ্গাজল দেন সাবহিত॥
হেন সে হুঙ্কার করে হেন সে গর্জ্জন।
নবদ্বীপ-আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন॥

হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড।
পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড॥
টলমল করে ভূমি ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
ভয় পায় ভৃত্য সব সে নৃত্য দেখিতে॥
বলরাম-বর্ণনা গায়েন সব গীত।
শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মূর্চ্ছিত॥
আর্জ্জাতর্জ্জা পড়েন পরমমত্ত-প্রায়।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া সব অঙ্গনে বেড়ায়॥
কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইল রাম-ভাবে।
দেখিতে দেখিতে কারো আর্ত্তি নাহি ভাঙ্গে
অতি অনির্ব্বচনীয় দেখি মুখচন্দ্র।
ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ'॥
কদাচিৎ কখন প্রভুর বাহ্য হয়।
"প্রাণ যায় মোর" সবে এই কথা কয়॥
প্রভু বোলে "বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ।
মারিলেন দেখি হেন জ্যেঠা বলরাম॥"
এতেক বলিয়া প্রভু হেন মূর্চ্ছা যায়।
দেখি ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চরায়॥
যে ক্রীড়া করেন প্রভু সেই মহাদ্ভুত।
নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ সুত॥
কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয়।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিন্ধু যেন বয়॥
হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন।
শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত ভুবন॥
আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল।
আপনা পাসরি যেন কহেন সকল॥
পূর্ব্বে যেন গোপী সব কৃষ্ণের বিরহে।
পায়েন মরণভয় চন্দ্রের উদয়ে॥
সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার।
কান্দেন সভার গলা ধরিয়া অপার॥
ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা।
রোদন করেন গৃহে শচী জগন্মাতা॥
এই মত প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি।
মনুষ্য কে তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি॥
নানা রূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে।
যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে॥
এক দিন গোপী ভাবে জগত ঈশ্বর।
"বৃন্দাবন গোপী গোপী" বোলে নিরন্তর॥

কোন যোগে তথা এক পঢ়ুয়া আইল।
ভাবমর্ম্ম না জানিয়া সে উত্তর দিল॥
"গোপী গোপী কেন বোল নিমাঞি পণ্ডিত?
'গোপী' 'গোপী' ছাড়ি কৃষ্ণ বলহ ত্বরিত॥
কি পুণ্য জন্মিবে 'গোপী' গোপী নাম লৈলে।
কৃষ্ণনাম লইলে সে পুণ্য বেদে বোলে॥"
ভিন্ন ভাব প্রভুর সে অজ্ঞে নাহি বুঝে।
প্রভু বোলে "দস্যু কৃষ্ণ কোন্ জন ভজে?
কৃতঘ্ন হইয়া বালি মারে দোষ বিনে?
স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক কানে॥
সর্ব্বস্ব লইয়া বলি পাঠায় পাতালে।
কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে?"
এত বলি মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া।
পঢ়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥
আথে ব্যথে পঢ়ুয়া উঠিয়া দিল নড়।
পাছে ধায় মহাপ্রভু বোলে "ধর ধর।"
দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ ঠেঙ্গা হাতে ধায়।
সত্বরে সংশয় মানি পঢ়ুয়া পলায়॥
ভিন্ন ভাবে যায় প্রভু না জানি পঢ়ুয়া।
প্রাণ লইয়া মহা-ত্রাসে যায় পলাইয়া॥
আথে ব্যথে আসিয়া প্রভুর ভক্তগণ।
আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ॥
সভে মেলি স্থির করাইলেন প্রভুরে।
মহা ভয়ে পঢ়ুয়া পলায়ে গেল দূরে॥
সত্বরে চলিলা যথা পঢ়ুয়ার গণ।
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম শ্বাস বহে ঘনে ঘন॥
সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসে সভে ভয়ের কারণ।
"কি জিজ্ঞাস আজ ভাগ্যে রহিল জীবন॥
সভে বোলে বড় সাধু নিমাঞি পণ্ডিতে।
দেখিতে গেলাম আমি তাহার বাড়ীতে॥
দেখিলাম বসিয়া জপেন এই নাম।
অহর্নিশ 'গোপী গোপী' না বোলয়ে আন॥
তাহে আমি বলিলাম "কি কর পণ্ডিত?
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বল যেন শাস্ত্রের বিহিত॥
এই বাক্য শুনি মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া॥
ঠেঙ্গা হাতে আমারে আইল খেদাড়িয়া॥
কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালা-গালি।
তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি।

রক্ষা পাইলাম আজি পরমায়ু-গুণে।
কহিলাম এই আজিকার বিবরণে॥"
শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খ গণে।
বলিতে লাগিলা যার যেই লয় মনে॥
কেহ বোলে "ভাল ত বৈষ্ণব বোধে লোকে।
ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা কোপে॥"
কেহ বোলে "বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে।
'কৃষ্ণ' হেন নাম যদি না বোলে বদনে?"
কেহ বোলে "শুনিলাম অদ্ভুত আখ্যান।
বৈষ্ণবে জপয়ে মাত্র 'গোপী' 'গোপী' নাম॥"
কেহ বোলে "এত বা সম্ভ্রম কেন করি।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি॥
তিঁহ সে ব্রাহ্মণ আমরা কি বিপ্র নহি।
তিঁহ মারিবেন আমরা কেনেই বা সহি॥
রাজা ত নহেন তিনি মারিবেন কেনে।
আমরাও তাহারে মারিব সর্ব্ব জনে॥
যদি তেঁহ মারিতে ধায়েন পুনর্ব্বার।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর॥
তিঁহো নবদ্বীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত্র।
আমরাও নহি অল্প মানুষের সুত॥
হের সবে পঢ়িলাম কালি তার সনে।
আজি তিঁহো গোসাঞি বা হইল কেমনে?"
এই মত যুক্তি করিলেন পাপিগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচী-নন্দন॥
এক দিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া।
চতুর্দ্দিকে সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিতে।
কেহ না বুঝিল অর্থ সবে চমকিতে॥
"করিল পিপ্পলিখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আর কফ বাড়িল দেহেতে॥"
বলি অট্ট অট্ট হাসে সর্ব্ব লোক-নাথ।
কারণ না বুঝি ভয় জন্মিল সবাত॥
নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
জানিলেন প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ রায়।
হইবে সন্ন্যাসী রূপ প্রভু সর্ব্বথায়॥
এ সুন্দর কেশের হইব অন্তর্দ্ধান।
দুঃখে নিত্যানন্দ বিকল হৈল প্রাণ॥

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ হস্তে ধার।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহাশয়।
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয়॥
ভাল আমি আইলাঙ জগত তারিতে।
তারণ নহিল আমি আইলুঁ সংহারিতে॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধ-নাশ।
এক গুণ বন্ধ ছিল হৈল কোটী-পাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে।
ভাল লোক তারিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলুঁ সব জীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥
যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।
ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে॥
তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।
এই মতে উদ্ধারিব সকল ভুবন॥
সন্ন্যাসীরে সর্ব্ব লোক করে নমস্কার।
সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার।
সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।
ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখি কে আমারে মারে
তোমারে কহিনু এই আপন হৃদয়।
গারিহস্থ সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয়॥
ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে।
বিধি দেহ তুমি মোরে সন্ন্যাস-কারণে॥
যেরূপ করাহ তুমি সেই হইব আমি।
এতেকে বিধান দেহ অবতার জানি॥
জগত উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।
ইহাতে নিষেধ নাহি করিবে আমারে॥
ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন ক্ষণ।
তুমি ত জানহ অবতারের কারণ॥"
শুনি নিত্যানন্দ শ্রীশিখার খণ্ডন।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল দেহ প্রাণ মন॥
কোন বিধি দিব হেন না আইসে বদনে
অবশ্য করিবে প্রভু জানিলেন মনে॥
নিত্যানন্দ বোলে "প্রভু তুমি ইচ্ছাময়।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয়

বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে।
সেই সত্য যে তোমার আছয়ে অন্তরে॥
সর্ব্বলোকপাল তুমি সর্ব্বলোক-নাথ।
ভাল হয় যে মতে সে বিদিত তোমাত॥
যেরূপে করিবা প্রভু জগত-উদ্ধার।
তুমি সে জানহ তাহা কে জানয়ে আর॥
স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত।
তুমি যে করিব সেই হইব নিশ্চিত॥
তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে।
কেবা কি বোলয় তাহা শুনহ আপনে॥
তবে যা তোমার ইচ্ছা কহিবে যাহারে।
কে তোমার ইচ্ছা প্রভু বিরোধিতে পারে?"
নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা॥
এই মত নিত্যানন্দ-সনে যুক্তি করি।
চলিলা বৈষ্ণব-মাঝে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু জ্ঞান নিত্যানন্দ।
বাহ্য নাহি স্ফুরে দেহ হইল নিষ্পন্দ॥
স্থির হই নিত্যানন্দ মনে মনে গণে।
প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিবে কেমনে॥
কেমতে বঞ্চিব আই কাল দিবা রাতি।
এতেক চিন্তিতে মূর্চ্ছা পায় মহা-মতি॥
ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায়॥
মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র।
দেখিয়া মুকুন্দ হৈল পরম আনন্দ॥
প্রভু বোলে "গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল।"
মুকুন্দ গায়েন প্রভু শুনিয়া বিহ্বল॥
"বোল বোল" হুঙ্কার করয়ে দ্বিজ-মণি।
পুণ্যবন্ত মুকুন্দের হেন দিব্য-ধ্বনি॥
ক্ষণেকে কান্দিলা প্রভু ভাবসম্বরণ।
মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন॥
প্রভু বোলে "মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা।
বাহির হইব আমি না রহিব হেথা॥
গার্হস্থ্য আমি ছাড়িবাঙ সুনিশ্চিত।
শিখা সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে সে ভিত॥"
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িলা বিরহে সব ঘুচিল আনন্দ॥

কাকুতি করিয়া বোলে মুকুন্দ মহাশয়।
"যদি প্রভু এমত সে করিবা নিশ্চয়॥
দিন কত এইরূপে করহ কীর্ত্তন।
তবে প্রভু করিবা সে যে তোমার মন॥"
মুকুন্দের বাক্য শুনি শ্রীগৌর-সুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর॥
সম্ভ্রমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বোলে "শুন কিছু আমার উত্তর॥
না রহিব গদাধর আমি গৃহ-বাসে।
যে সে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে॥
শিখা-সূত্র আমি সর্ব্বথায় না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে সে দেশেরে চলিব॥"
শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান শুনি গদাধর।
বজ্রপাত হৈল যেন শিরের উপর॥
অন্তরে দুঃখিত হই বোলে গদাধর।
যতেক অদ্ভুত প্রভু তোমার উত্তর॥
"শিখা সূত্র ঘুচাইলে সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থে তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই॥
মাথা মুড়াইলে প্রভু কিবা কার্য্য হয়।
তোমার যে মত এ বেদের মত নয়॥
অনাথিনী মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে॥
তুমি গেলে সর্ব্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁর প্রাণ॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরে প্রীত নয়।
গৃহস্থে সে সভার প্রীতের স্থলা হয়॥
তথাপিও মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করি চলি যাও॥"
এই মত আপ্ত বৈষ্ণবের স্থানে স্থানে।
শিখা-সূত্র ঘুচাইব বলিলা আপনে॥
সভেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছিতে পড়য়ে কারু নাহি রহে জ্ঞান॥

রামকেলি রাগ।

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন।
শিখা সাঙরিয়া কান্দে ভাগবত-গণ॥ ধ্রু॥
কেহ কহে "সে সুন্দর চাঁচর চিকুরে।
আর মালা গাঁথিয়া কি দিব তা উপরে॥"

কেহ বোলে "না দেখিয়া সে কেশবন্ধন।
কেমতে রহিবে এই পাপিষ্ঠ জীবন॥
সে কেশের দিব্য গন্ধ না লইব আর।
এত বলি শিরে কর হানয়ে অপার॥
কেহ বোলে সে সুন্দর কেশে আর বার।
আমলকি দিয়া কিবা করিব সংস্কার॥
হরি হরি বলি কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
ডুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনিত্যানন্দচাঁন্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তদুঃখ বর্ণনং
নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৫॥

# ষড়বিংশ অধ্যায়

জয় জয় বিশ্বম্ভর শ্রীশচী-নন্দন।
জয় জয় গৌর-সিংহ পতিত পাবন॥
এই মত অন্যোন্যে সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
প্রভুর বিরহে সভে করেন ক্রন্দন॥
কোথা যাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
কোথা বা আমরা সব দেখিবাঙ গিয়া॥
সন্ন্যাস করিলে গ্রামে না আসিব আর।
কোন দিকে য়ায়েন বা করিয়া বিচার॥
এই মত ভক্তগণ ভাবে নিরন্তরে।
অন্ন পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে॥
সেবকের দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে সভারে॥
প্রভু বোলে "তোমরা চিন্তহ কি কারণ।
তুমি সব যথা তথা আমি সর্ব্ব-ক্ষণ॥
তোমরা বা ভাব আমি সন্ন্যাস করিয়া।
চলিবাঙ আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া॥
সর্ব্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে।
তোমা সভা আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে॥
সর্ব্ব কাল তোমরা সকলে মোর সঙ্গ।
এই জন্ম হেন না জানিও জন্ম জন্ম॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা সঙ্গে।
নিরবধি আছ সংকীর্ত্তন সুখ-রঙ্গে॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার।
সে সকলে সঙ্গী সভে হয়েছ আমার॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন আনন্দ-রূপ হইবে আমার॥
তাহাতে ও তুমি সব এই মত রঙ্গে।
কীর্ত্তন করিবা মহা-সুখে আমা সঙ্গে॥
লোক-শিক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর নাশ॥"
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সভারে।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে॥
প্রভু বাক্যে ভক্ত সব কিছু স্থির হৈলা।
সভা প্রবোধিয়া প্রভু নিজ গৃহে গেলা॥
পরস্পর সকল এ যতেক আখ্যান।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে প্রাণ॥
প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ক্ষণে পড়ে পৃথিবীতে।
নিরবধি ধারা বহে না পারে রাখিতে॥
বসিয়াছে বিশ্বম্ভর কমল-লোচন।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন।

ভাটিয়ারি রাগ।

"না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া।
পাপিনী জীউ আছে তোর মুখ চাইয়া॥
কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন।
অধর সুরঙ্গ কুন্দ মুকুতা দশন॥
অমিয়া বরিখে যেন সুন্দর বচন।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র-গমন॥
অদ্বৈত শ্রীবাসাদি তোমার অনুচর।
নিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর॥
পরম বান্ধব গদাধর আদি সঙ্গে।
গৃহে রহি সংকীর্ত্তন কর তুমি রঙ্গে॥
ধর্ম্ম বুঝাইতে বাপ তোর অবতার।
জননী ছাড়িবা এ কোন ধর্ম্মের বিচার॥
তুমি ধর্ম্ম-ময় যদি জননী ছাড়িবা॥
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম্ম বুঝাইবা॥
প্রেম-শোকে কহে শচী শুনে বিশ্বম্ভর।
প্রেমেতে রোধিত কণ্ঠ না করে উত্তর॥

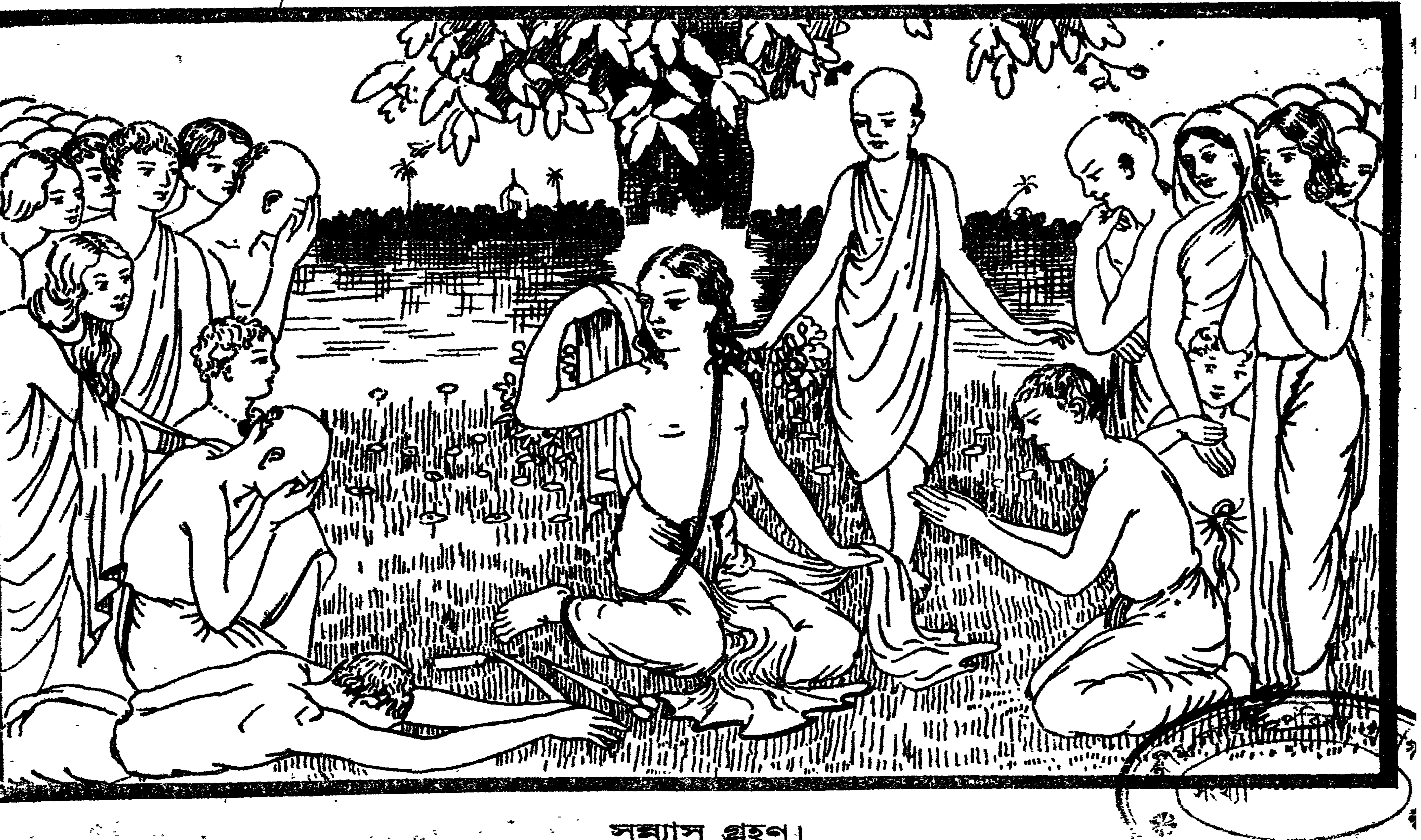
"তোমার অগ্রজ আমা" ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা॥
তোমা দেখি সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে ত্যজিব জীবন, তোমা বিনু॥
প্রাণের গৌরাঙ্গ হের বাপ।
অনাথিনী মায়ের ছাড়িতে না জুয়ায়॥
সভা লঞা কর নিজ অঙ্গনে কীর্ত্তন।
তোমার নিত্যানন্দ আছয়ে সহায়॥ ধ্রু॥
তোমার প্রেম-ময় দুই আঁখি,
দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অমিয়া বরিষে।
বিনা দীপে ঘর মোর, তোর অঙ্গে উজোর,
রাঙ্গা পায়ে কত মধু বরিষে॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বম্ভর শুনে বসি,
যেন রঘুনাথে কৌশল্যা বুঝায়।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সুখ দাতা সদানন্দ,
বৃন্দাবনদাস রস গায়॥
এই মত বিলাপ করেন শচী-মাতা।
মুখ তুলি ঠাকুর না কহে কোন কথা॥
বিবর্ণ হইলা শচী অস্থিচর্ম্ম সার।
শোকা-কুলী দেবী কিছু না করে আহার॥
প্রভু দেখ জননীর জীবন না রহে।
নিভৃতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে॥
প্রভু বোলে "মাতা তুমি স্থির কর মন।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন॥
চিত্ত দিয়া শুনহ আপন গুণ-গ্রাম।
কোন কালে আছিল তোমার পৃশ্নি নাম॥
তথায় আছিলা তুমি আমার জননী।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে অদিতি আপনি॥
তবে আমি হইলুঁ বামন-অবতার।
তথাও আছিলা তুমি জননী আমার॥
তবে তুমি দেবহূতি হৈলা আর বার।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার॥
তবে ত কৌশল্যা আর বার হৈলে তুমি।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি॥
তবে তুমি মথুরায় দেবকী হইলা।
কংসাসুর অন্তঃপুরে বন্ধনে আছিলা॥
তথাও আমার তুমি আছিলা জননী।
তুমি সেই দেবকী তোমার পুত্র আমি॥
আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥
আমায় এই সব কহিলাম কথা।
আর তুমি মনোদুঃখ না কর সর্ব্বথা॥"
কহিলেন প্রভু অতি রহস্যকথন।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন॥
এই মতে আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সংকীর্ত্তন আনন্দ করেন নিরন্তর॥
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখন কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে॥
নিরবধি পরানন্দ সংকীর্ত্তন রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে।
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি রহিলা সভে প্রভুর গমন॥
সর্ব্ব বেদে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে প্রভু সহিতে॥
যে দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দস্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে॥
"শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।
এ কথা কহিবা সবে পঞ্চ জন ঠাঞি॥
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে॥
ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঞা নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশবভারতী শুদ্ধ নাম॥
তাঁর স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র কহিবা বিদিত॥
আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ॥"
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু ইহা কেহ নাহি জানে॥
পঞ্চ-জন স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন॥
সেই দিন প্রভু সর্ব্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব্ব দিন গোঙাইলা সংকীর্ত্তন-রঙ্গে॥

পরম আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে॥
আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌর-সুন্দর।
চতুর্দ্দিকে বসিলেন সব অনুচর॥
সে দিন চলিব প্রভু কেহ না হি জানে।
কৌতুকে আছেন সভে ঠাকুরের সনে॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন॥
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সভেই চন্দন মালা লই দুই করে॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করলা আপনি।
কেবা কোন দিকে আইসে কিছুই না জানি॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে॥
দণ্ড পরণাম হঞা পড়ে সর্ব্বজন।
একদৃষ্ট্যে সভেই চাহে শ্রীচরণ॥
আপন গলার মালা সভারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সভে "কৃষ্ণ গাও গিয়া॥
বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা প্রতি স্নেহ থাকয়ে সভার।
তবে কৃষ্ণ ব্যাতরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে!
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে॥"
এই মত শুভদৃষ্টি করি সভাকারে।
উপদেশ কহি সভে বোলে "যাও ঘরে॥"
এই মত কত যায় কত বা আইসে।
কেহ কারে না চিনে আনন্দে সভে ভাসে॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায়॥
প্রসাদ পাইয়া সভে হরষিত হঞা।
উচ্চ হরি-ধ্বনি সভে যায়েন করিয়া॥
এক লাউ হাতে করি সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি হইল গোচর॥
লাউ ভেট দেখি হাসে শ্রীগৌর-সুন্দরে।
কোথায় পাইলা প্রভু জিজ্ঞাসে তাহারে॥
নিজ মনে জানে প্রভু কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ॥
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা॥
এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে॥
হেনই সময় আর কোন ভাগ্যবান্।
দুগ্ধ ভেট রাখিয়া দিলেক বিদ্যমান॥
হাসিয়া ঠাকুর বোলে "বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ লাউ পাক গিয়া করহ সকাল॥"
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্ত-বৎসল্য শ্রীশচীর নন্দন॥
এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর॥
সভারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসলা আসি ত্রিদশ-ঈশ্বর॥
ভোজন করিয়া প্রভু মুখ শুদ্ধি করি।
চলিলা শয়ন ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
যোগ নিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইল হরিদাস গদাধর॥
আই জানে প্রাতে প্রভু করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা কান্দে অনুক্ষণ॥
দণ্ড চারি রাত্রি আছে ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে নাসাঘ্রাণ লইয়া॥
গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি।
গদাধর বোলেন "চলিব সঙ্গে আমি॥"
প্রভু বোলে "আমার নাহিক কারু সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ॥
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ উত্তর॥
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ শুনিলাঙ তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাঢ়াইলে ভোগ॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমার।
আমি কোটী-কল্পেও নারিব শোধিবার॥

তোমার প্রসাদে মা তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥"
বুকে হাত দিয়া প্রভু বোলে বার বার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার॥"
যত কিছু বোলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে॥
পৃথিবী স্বরূপা হৈল শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য লীলা-কথা॥
জননীর পদ-ধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তানে চলিলা সত্বরে॥
চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সব জীব উদ্ধারিতে॥
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে সর্ব্ব-বন্ধ হয় নাশ॥
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড় প্রায় রহিলেন নাহি স্ফুরে কথা॥
ভক্ত সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষা-কালে স্নান করে যতেক মহান্ত॥
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু ঘরে।
আসি সবে দেখে আই বাহিরে দুয়ারে॥
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।
"আই কেনে রহিয়াছে বাহির দুয়ার॥
জড়প্রায় আই কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর"॥
ক্ষণেকে বলিলা আই "শুন বাপ সব।
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব॥
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহার।
তোমা সবাকার হয় শাস্ত্র পরচার॥
এতেকে তোমরা সভে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর মুঞি যাঙ চলিয়া॥"

শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সভে হই অচেতন॥
কি হইল সে বৈষ্ণব-গণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সভে করি আর্ত্তনাদ॥
অন্যোন্যে সভেই সভার ধরি গলা।
বিবিধ বিলাপ সব করিতে লাগিলা॥
"কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপী-নাথ।
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত॥
না দেখি সে চাঁদ-মুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে॥
আচম্বিতে কেন হইল হেন বজ্র-পাত।"
গড়াগড়ি যায় কেহ করে আত্ম-ঘাত॥
সম্বরণ নহে ভক্ত-গণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দন-ময় প্রভুর ভবন॥
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সেই আসি ডুবে মহা-বিরহ সাগরে॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা সভে বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া॥
কাঁদে সব ভক্তগণ হইয়া অচেতন,
হরি হরি বলি উচ্চস্বরে।
কিবা মোর ধন জন, কিবা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি গেলা সভাকারে॥
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত
"হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সভা না বলিলা"
কান্দে ভক্ত ধূলায় ধুসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কাঁদে মুকুন্দ মুরারি,
শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তারা কান্দে অবিরত
শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দন-রব নদীয়ার লোক সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক
কান্দে সভে মাথে হাত দিয়া॥
নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত
বাল বৃদ্ধ নাহিক বিচার।

কাঁদে সব স্ত্রী পুরুষে পাষণ্ডী-গণ হাসে,
নিমাইরে না দেখিমু আর॥
কতক্ষণে ভক্তগণ হই কিছু শান্ত।
শচী-দেবী বেড়ি সব বসিলা মহান্ত॥
কতক্ষণে সর্ব্ব নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
"সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজ-মণি॥"
শুনি সর্ব্ব লোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইসে সর্ব্ব লোক নদীয়ার॥
আসি সর্ব্ব লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী সভে লাগিয়াছেন কান্দিতে॥
তখনে সে হায় হায় করে সর্ব্বলোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক॥
পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।
অনুতাপ করি সভে করেন রোদন॥
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
"আর না দেখিব তাঁর সে চন্দ্রবদন॥"
কেহ বোলে "চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কানে পরি কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা॥
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা সভার জীবন॥"
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সভেই বিষাদ বহি না ভাবয়ে আর॥
প্রভু সে জানয়ে যারে তারিবে যে মতে।
সর্ব্ব জীব উদ্ধার করিব হেন মতে॥
নিন্দা দ্বেষ আদি যার মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল॥
সর্ব্বজীব নাথ গৌর-চন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সভে উদ্ধারিলা দয়াময়॥
শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্ম-বন্ধ যায় নাশ॥
গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর॥
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করি ছিলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥
শ্রীঅবধূত চন্দ্র গদাধর মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী।
মত্ত-সিংহ প্রায় প্রিয়-বর্গের সংহতি॥
অদ্ভুত দেহের জ্যোতি দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া প্রভু তানে॥
করযোড় করি স্তুতি করেন আপনে॥
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিত পাবন তুমি মহা কৃপাময়॥
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমাত॥
কৃষ্ণ-দাস্য বিনু মোর নহে কিছু আন।
হেন উপদেশ তুমি মোর দেহ দান॥"
প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে॥
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্ত-গণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচী-নন্দন॥
অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ লোক শুনি সেই ক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোন জনে॥
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম-সুন্দর।
একদৃষ্টে পান সভে করেন নির্ভর॥
অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা না কহিতে পারে অনন্ত-বদনে॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥
সর্ব্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষ বাল-বৃদ্ধ 'হরি হরি' বোলে॥
ক্ষণে কম্প ক্ষণে স্বেদ ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব্ব লোকে ভয় পায়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ জীব-দাস্য ভাবে।
দন্তে তৃণ করি সভা-স্থানে দাস্য মাগে॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্বলোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা-শোক॥
"কেমনে ধরিবে প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল রজনী॥
কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি॥
আমা সভাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে।
ভার্য্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে॥"
এই মত নারী-গণ দুঃখ ভাবি কান্দে।
পড়ি কান্দে সর্ব্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে॥



সন্ন্যাস গ্রহণ।

ক্ষণেক সম্বরি নৃত্য প্রভু বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দ্দিকে সব অনুচর॥
দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই করে স্তুতি॥
"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিলুঁ নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে॥
তুমি সে জগত-গুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়॥
তবে তুমি লোক শিক্ষা নিমিত্ত কারণে।
করিবে আমারে গুরু হেন লয় মনে॥
প্রভু বোলে "মায়া মোরে না কর প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ যেন হও কৃষ্ণদাস॥"
এই মত কৃষ্ণ-কথা আনন্দ প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সভা সঙ্গে॥
প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি॥
"বিধি যোগ্য যত কর্ম্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাও আমি।"
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
করিতে লাগিলা সর্ব্ব বিধি-যোগ্য কার্য্য॥
নানা গ্রাম হইতে সব নানা উপায়ন॥
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য কথন।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মুদ্গ তাম্বুল চন্দন।
পুষ্প যজ্ঞ-সূত্র বস্ত্র আনে সর্ব্বজন॥
নানাবিধ ভক্ষ দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জান কে আনয়ে কোন ভিতে॥
পরম আনন্দে সভে করে হরি-ধ্বনি।
হরি বিনা লোকমুখে আন নাহি শুনি॥
তবে মহাপ্রভু সর্ব্বজগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্দ্ধান॥
নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখন।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখন॥
খুর দিতে নাপিত সে চাঁচর চিকুরে।
মাথে হাত না দেয় ক্রন্দন মাত্র করে॥
নিত্যানন্দ আদি করি যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন॥
ভক্তের কি দায় যত ব্যবহারি-লোক।
তাহরাও কান্দিতে লাগিলা করি শোক॥

কেহ বোলে "কোন বিধি সৃজিল সন্ন্যাস।"
এত বলি নারীগণ ছাড়ে মহা-শ্বাস॥
অগোচরে থাকি সব কান্দে দেবগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ময় হইল ক্রন্দন।
হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে॥
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণ।
এই তার সাক্ষী দেখ কান্দে সর্ব্বজন॥
প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প।
"বোল বোল" করি প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ প্রভু নাচে নিরন্তর॥
বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহা কম্প বহে অশ্রু ধারে॥
"বোল বোল" করি প্রভু করেন হুঙ্কার।
ক্ষৌর-কর্ম্ম নাপিত না পারে করিবার॥
কথং কথমপি সর্ব্ব দিন অবশেষে।
ক্ষৌর-কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইল প্রেম-রসে॥
তবে সর্ব্ব-লোক তথা কার গঙ্গা-স্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান॥
সর্ব্ব শিক্ষা-গুরু গৌর চন্দ্র বেদে বলে।
কেশব ভারতী স্থানে তাহা কহে ছলে॥
প্রভু কহে "স্বপ্নে মোরে কোন মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন॥"
বুঝ দেখি তাহা তুমি হয় কিম্বা নহে।"
এত বলি প্রভু তার কর্ণে মন্ত্র কহে॥
ছলে প্রভু কৃপা করি তারে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা- বিস্ময় জন্মিল॥
ভারতী বোলেন "এই মহা-মন্ত্র বর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর?"
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব ভারতী।
মন্ত্রে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহা-মতি॥
চতুর্দ্দিকে হরি-নাম সুমঙ্গল-ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি॥
পরিলেন অরুণবসন মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি কন্দর্প-সুন্দর॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত॥

দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ প্রেম আনন্দে বিহ্বল॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন॥
কিবা সে সন্ন্যাসী-রূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস।
সহস্রনামেতে যে কহিল বেদব্যাস।
"কোনো অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস॥"
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজ-রাজ।
এ মর্ম্ম জানয়ে সব বৈষ্ণব-সমাজ॥
তথাহি মহাভারতে দান ধর্ম্ম সহস্র নাম স্তোত্রে
(৬৩)—

সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ॥

অন্বয়ঃ — সঃ (প্রভু) সন্ন্যাসকৃৎ (সন্) শমঃ শান্তঃ নিষ্ঠাশান্তি পরায়ণঃ (ভবেৎ)।

অনুবাদ।— সেই ভগবান্ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীহরিলীলার আলোচনা করিবেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণেও একান্ত অনুরক্ত, ভক্তের আশ্রয়ী-ভূত অবিদ্যার নিরাকরণ করিয়া সমস্ত ভাবসকলের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্থান হইবেন।

তবে নাম থুইবারে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহা-মতি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম।
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম॥
মূলে ভারতীর শিষ্য ভারতী সে হয়।
ইহার সে নাম থুইবারে যোগ্য নয়॥
ভাগ্যবান্ ন্যাসীবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে॥
পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী।
প্রভু বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ-মতি॥
"যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইল।
করাইল চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিল॥
এতেকে তোমার নাম [illegible]।
সর্ব্বলোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য॥"
এত যদি ন্যাসীবর বলিলা বচন।
জয়-ধ্বনি পুষ্প-বৃষ্টি হইল তখন॥

চতুর্দ্দিকে মহা হরি-ধ্বনি কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব সকল॥
ভারতীরে সর্ব্ব ভক্ত করেন প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট শুনি নিজ নাম॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস॥
হেন মতে সন্ন্যাস করিলা প্রভু ধন্য।
প্রকাশিল আত্ম নাম 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য'॥
সর্ব্ব-কাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
যাহারে যখন কৃপা দেখায়েন তারে॥
আর কত লীলা-রস হইল যে স্থানে।
নিত্যানন্দ স্বরূপ সে সব তত্ত্ব জানে॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা অনুরূপে।
কিছু মাত্র সূত্র লিখিলাম এ পুস্তকে॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার॥
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাস।
বর্ণিবেন নানা মত করিয়া প্রকাশ॥
এই মতে মধ্য-খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস।
মধ্য-খণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-করণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু॥
হেন দিন হইব চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ॥
মুখেও যে জন বোলে "নিত্যানন্দ-দাস"।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য প্রকাশ॥
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু ভৃত্য সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায়॥
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হঞা যেন ভজোঁ প্রভু গৌরচন্দ্র
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে
শ্রীচৈতন্য-সন্ন্যাসবর্ণনং নাম
ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬।
সমাপ্তশ্চায়ং মধ্যখণ্ডঃ।

# শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত

## অন্ত্যখণ্ড।

### প্রথম অধ্যায়।

অবতীর্ণৌ স্বকারুণ্যে পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥
নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য লক্ষ্মী-কান্ত।
জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ একান্ত॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ন্যাসিরাজ।
জয় জয় জয় শ্রীভকত-সমাজ॥
জয় জয় পতিত-পাবন গৌরচন্দ্র।
দান দেহ হৃদয়ে তোমার পদ-দ্বন্দ্ব॥
শেষখণ্ড কথা ভাই শুন এক-চিত্তে।
নীলাচলে গৌর-চন্দ্র আইলা যেমতে॥
করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর॥
করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ।
মুকুন্দকে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন॥
"বোল বোল" বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য॥
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প পুলক হুঙ্কার।
না জানি কতেক হয় অনন্ত বিকার॥
কোটী-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জ্জন।
আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্ব্বজন॥
কোন দিকে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িল।
নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈল॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেম-ভক্তি হইল তখন॥
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে 'হরি হরি' বলি॥
বাহ্য দূরে গেল ভারতীর প্রেম-রসে।
গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে॥
ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া।
সর্ব্বগণ 'হরি' বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া॥
সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য।
দেখিয়া পরমসুখে গায় সব ভৃত্য॥
চারি বেদে ধ্যানে যারে দেখিতে দুষ্কর।
তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে ন্যাসিবর॥
কেশব ভারতী পদে বহু নমস্কার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ শিষ্যরূপে যার॥
এই মত সর্ব্বরাত্রি গুরুর সংহতি।
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
চলিলেন গুরুস্থানে বিদায় লইয়া॥
"অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণ-নাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাঙ যথা॥"
গুরু বোলে "আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে॥"

কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তাঁনে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু ভজে॥
তবে চন্দ্রশেখর-আচার্য্য কোলে করি।
উচ্চস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি॥
"গৃহে চল তুমি সর্ব্ব-বন্ধুবের স্থানে।
কহিও সভারে আমি চলিলাঙ বনে॥
গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে।
তোমার হৃদয়ে আমি বন্দী সর্ব্ব-ক্ষণে॥
তুমি মোর পিতা, মুঞি নন্দন তোমার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার॥"
এতেক বলিয়া তাঁনে ঠাকুর চলিলা।
মূর্চ্ছাগত হই চন্দ্র-শেখর পড়িলা॥
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝনে না যায়।
অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায়॥
ক্ষণেক চৈতন্য পাই শ্রীচন্দ্র-শেখর।
নবদ্বীপ প্রতি তিঁহো গেলেন সত্বর॥
তবে নবদ্বীপে চন্দ্র-শেখর আইলা।
সভা স্থানে কহিলেন প্রভু বনে গেলা॥
শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি ভক্তগণ।
আর্ত্তনাদ করি সভে করেন ক্রন্দন॥
কোটী মুখ হইলেও সে সব বিলাপ।
বর্ণিতে না পারি সে সভার অনুতাপ॥
অদ্বৈত বোলয়ে "মোর না রহে জীবন।"
বিদরে পাষাণ কাষ্ঠ শুনি সে ক্রন্দন॥
অদ্বৈত শুনিবা মাত্র হইলা মূর্চ্ছিত।
প্রাণ নাহি দেহে প্রভু পড়িলা ভূমিত॥
শচী দেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া।
কৃত্রিম পুত্তলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া॥
ভক্ত-পত্নী আর যত পতিব্রতাগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সভে করেন ক্রন্দন॥
অদ্বৈত বোলয়ে "আর কি কার্য্য জীবনে।
সে হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখনে॥
প্রবিষ্ট হইমু আজি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
দিনে লোকে ধরিবেক চলিমু নিশায়॥"
এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ।
সভার হইল বড় চিত্ত উচাটন॥
কোন মতে চিত্তে কেহ স্বাস্থ্য নাহি পায়।
দেহ এড়িবারে সভে চাহেন সদায়॥

যদ্যপিও সভেই পরমমহা-ধীর।
তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির॥
ভক্তগণে দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয়।
জানি সভা প্রবোধি আকাশ-বাণী হয়॥
"দুঃখ না ভাবিহ অদ্বৈতাদি ভক্তগণ।
সভে সুখে কর কৃষ্ণ-চন্দ্র আরাধন॥
সেই প্রভু এই দিন দুই চারি ব্যাজে।
আসিয়া মিলিব তোমা সভার সমাজে॥
দেহ-ত্যাগ কেহ কিছু না ভাবিহ মনে।
পূর্ব্ববৎ সভে বিহরিবে প্রভুসনে॥"
শুনিয়া আকাশ-বাণী সর্ব্ব ভক্তগণ।
দেহ-ত্যাগ প্রতি সভে ছাড়িলেন মন॥
করি অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম।
শচী বেড়ি ভক্তগণ থাকে অবিরাম॥
তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি।
চলিলা পশ্চিম মুখে করি হরি-ধ্বনি॥
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশব ভারতী॥
চলিলেন মাত্র প্রভু মত্ত সিংহ প্রায়।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি পাছে পাছে ধায়॥
চতুর্দ্দিগে লোক কান্দি বন ভাঙ্গি যায়।
সভারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায়॥
"সভে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ নাম।
সভার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ॥
ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউক তোমা সভার শরীরে॥"
বর শুনি সর্ব্ব লোক কান্দে উচ্চস্বরে।
পরবশ প্রায় সবে আইলেন ঘরে॥
রাঢ়ে আসি গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ।
অদ্যাপিও সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ় দেশ॥
রাঢ়দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর।
চতুর্দ্দিগে অশ্বত্থমণ্ডলী মনোহর॥
স্বভাব সুন্দর স্থান শোভে গাভী-গণে।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেইক্ষণে॥
'হরি হরি' বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিগে সংকীর্ত্তন করে সব ভৃত্য॥
হুঙ্কার গর্জ্জন করে বৈকুণ্ঠের রায়।
জগতের চিত্ত বৃত্তি শুনি শোধ পায়॥

এই মত প্রভু ধন্য কারি রাঢ়দেশ।
সর্ব্বপথে চলিলেন করি নৃত্যাবেশ॥
প্রভু বোলে "বক্রেশ্বর আছেন যে বনে।
তথায় যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জ্জনে।"
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি যায়।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছে পাছে ধায়॥
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য, অদ্ভুত কীর্ত্তন।
শুনি মাত্র ধাইয়া আইসে সর্ব্বজন॥
অদ্যপিও কোন দেশে নাহি সংকীর্ত্তন।
কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্ভুত ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব্বজন॥
তথি মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর।
তারা বোলে "এত কেনে কান্দেন বিস্তর॥"
সেই সব জন এবে প্রভুর কৃপায়।
সেই প্রেম স্মঙরিয়া কান্দি গড়ি যায়॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌর-চন্দ্র।
তথাপিও সভে নাহি গায় ভূত-বৃন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুখ যে জন।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ॥
হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ।
নাচিয়া যায়েন সব ভক্ত-গণ সাথ॥
দিন অবশেষে প্রভু এক ধন্য গ্রামে।
রহিলেন পুণ্যবন্ত ব্রাহ্মণ-আশ্রমে॥
ভিক্ষা করি মহা-প্রভু করিলা শয়ন।
চতুর্দ্দিগে বেঢ়িয়া শুইলা ভক্তগণ॥
প্রহর খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর।
সভা ছাড়ি পলাইয়া গেল কতদূর॥
শেষে সভে উঠিয়া চলেন ভক্তগণ।
না দেখিয়া প্রভু সভে করেন ক্রন্দন॥
সর্ব্বগ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ।
প্রান্তর-ভূমিতে তবে করিলা গমন॥
নিজ প্রেম রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
প্রান্তরে রোদন করে করি উচ্চস্বর॥
"কৃষ্ণরে প্রভুরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ।"
বলিয়া রোদন করে সর্ব্ব-জীব-নাথ॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে ন্যাসি-চূড়ামণি
ক্রোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি॥
কত দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অদ্ভুত রোদন॥
চলিলেন সভে রোদনের অনুসারে।
দেখিলেন সভে প্রভু কান্দে উচ্চস্বরে॥
প্রভুর রোদনে কান্দে সর্ব্বভক্ত-গণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্ত্তন॥
শুনিয়া কীর্ত্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সভে বেঢ়ি চারি ভিতে॥
এই মতে সর্ব্ব পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম মুখে আনন্দিত হঞা॥
ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেশ্বর।
সেই স্থানে ফিরিলেন গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব্ব-মুখ হইলেন প্রভু নিজসুখে॥
পূর্ব্বমুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অনন্ত আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে॥
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু নিজ কুতূহলে।
বলিলেন "আমি চলিলাঙ নীলাচলে॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
'নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সত্বরে'॥"
এত বলি চলিলেন হই পূর্ব্ব-মুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ সুখ॥
তান ইচ্ছা তিঁহো সে জানেন সব মাত্র।
তান অনুগ্রহে জানে তান কৃপা-পাত্র॥
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেশ্বর প্রতি।
কেনে বা না গেলা বুঝে কাহার শকতি॥
হেন বুঝি করি প্রভু বক্রেশ্বর ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সর্ব্ব রাঢ়ের সমাজ॥
গঙ্গামুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ-প্রেমের আনন্দ॥
ভক্তিশূন্য সর্ব্ব-দেশ না জানে কীর্ত্তন।
কার মুখে নাহি কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ॥
প্রভু বোলে "হেন দেশে আইলাম কেনে?
কৃষ্ণ হেন নাম কার না শুনি বদনে॥
কেন হেন দেশে মুঞি করিনু পয়ান।
না রাখিব দেহ মুঞি ছাড়োঁ এই প্রাণ॥"
হেনই সময়ে ধেনু রাখে শিশু-গণ।
তার মধ্যে সুকৃতি আছয়ে একজন॥

হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলা আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত॥
"হরিবোল" বাক্য প্রভু শুনি শিশু মুখে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহা-সুখে॥
"দিন দুই চারি যত দেখিলাম গ্রাম।
কাহার মুখেতে না শুনিনু হরি নাম॥
আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি 'হরিধ্বনি'।
কি হেতু ইহার সভে কহ দেখি শুনি॥"
প্রভু বোলে "গঙ্গা কত দূর এথা হইতে।
সভে বলিলেন এক প্রহরের পথে॥"
প্রভু বোলে "এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলাম হরিগুণ-গাথা॥"
গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা প্রতি অনুরাগ বাড়িলা প্রচুর॥
প্রভু বোলে "আজি আমি সর্ব্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব এত বলি চলি যায়॥
মত্ত-সিংহ প্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ।
পাছে ধাইলেন সব চরণের ভৃঙ্গ॥
গঙ্গা দরশনাবেশে প্রভুর গমন।
নাগাড়ি না পায় কেহ যত ভক্তগণ॥
সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি সঙ্গে।
সন্ধ্যা-কালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন।
"গঙ্গা গঙ্গা" বলি বহু করিলা স্তবন॥
পূর্ণ করি করিলেন গঙ্গাজল পান।
পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি করেন প্রণাম॥
"প্রেম-রস স্বরূপ তোমার দিব্য জল।
শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল॥
সকৃত তোমার নাম করিলে শ্রবণ।
তার বিষ্ণু-ভক্তি হয় কি পুনঃ ভক্ষণ॥
তোমার সে প্রসাদে শ্রীকৃষ্ণ হেন নাম।
স্ফুরয়ে জীবের মুখে ইথে নাহি আন॥
কীট পক্ষী কুকুর শৃগাল যদি হয়।
তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয়॥
তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা।
অন্যত্রের কোটীশ্বর নহে তার সমা॥
পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
তোমার সমান তুমি বহি নাহি আর॥"
এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।
শুনিয়া জাহ্নবীদেবী লজ্জিত অন্তর॥
যে প্রভু পাদ-পদ্মে বসতি গঙ্গার।
সে প্রভু করয়ে স্তুতি হেন অবতার॥
যে শুনয়ে গৌরাঙ্গের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি।
তার হয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যে রতি মতি॥
নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই গ্রামে।
আছিলেন কোন পুণ্যবন্তের আশ্রমে॥
তবে আর দিনে কত-ক্ষণে ভক্ত-গণ।
আসিয়া পাইল সভে প্রভুর দর্শন॥
তবে প্রভু সর্ব্ব ভক্ত-গণ করি সঙ্গে।
নীলাচল প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
শ্রীবাসাদি করি যত সব ভক্ত-গণ।
সভার করহ গিয়া দুঃখবিমোচন॥
এই কথা গিয়া তুমি কহিও সভারে।
আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে॥
সভার অপেক্ষা আমি করি শান্তিপুরে।
রহিবাঙ শ্রীঅদ্বৈতআচর্য্যের ঘরে॥
তা সভা লইয়া তুমি আসিবা সত্বর।
আমি যাই হরি-দাসের ফুলিয়া নগর॥"
নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌর-সুন্দর।
চলিলেন মহা-প্রভু ফুলিয়া নগর॥
প্রভুর আজ্ঞায় মহামত্ত নিত্যানন্দ।
নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ॥
প্রেম-রসে মহা-মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
মত্ত-সিংহ প্রায় প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
বিধি নিষেধের পার বিহার সকল॥
ক্ষণেকে কদম্ব বৃক্ষে করি আরোহণ।
বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ মোহন॥
ক্ষণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায়।
বৎস প্রায় হইয়া গাভীর দুগ্ধ খায়॥
আপনা আপনি সর্ব্ব-পথে নৃত্য করে।
বাহ্য নাহি জানে ডুবি আনন্দ-সাগরে॥

কখন বা পথে বসি করে রোদন।
হৃদয় বিদরে তাহা করিতে শ্রবণ॥
কখন হাসেন অতি মহা অট্ট হাস।
কখন বা শিরে বস্ত্র বান্ধি দিগ্‌বাস॥
কখন বা স্বানুভাবে অনন্ত আবেশে।
সর্প প্রায় হইয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসে॥
অনন্তের ভাবে প্রভু গঙ্গার ভিতর।
ভাসিয়া যায়েন অতি দেখি মনোহর।
অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা।
ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় কারুণ্যের সীমা॥
এই মত গঙ্গা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া।
নবদ্বীপে প্রভুর ঘাটে উঠিল আসিয়া॥
আপনা সম্বরি নিত্যানন্দ মহাশয়।
প্রথমে উঠিলা আসি প্রভুর আলয়॥
আসিয়া দেখয়ে আই দ্বাদশ উপাস।
সবে কৃষ্ণ-ভক্তিবলে দেহে আছে শ্বাস॥
যশোদার ভাবে আই পরম বিহ্বল।
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেম-জল॥
যারে দেখে আই তাহারেই বার্ত্তা কহে।
"মথুরার লোক কি তোমরা সব হবে॥
কহ কহ রাম কৃষ্ণ আছয়ে কেমনে।"
বলিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা তখনে॥
ক্ষণে বোলে আই "ওই বেণু শিঙ্গা বাজে।
অক্রূর আইলা কি বা পুনঃ গোষ্ঠ মাঝে"॥
এই মত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে।
ডুবিয়া আছেন বাহ্য নাহিক শরীরে॥
নিত্যানন্দ মহা-প্রভু হেনই সময়।
আইর চরণে আসি দণ্ডবৎ হয়॥
নিত্যানন্দ দেখি সব ভাগবত-গণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
"বাপ বাপ" বলি আই হইলা মূর্চ্ছিতে।
না জানি যে কেবা কান্দে পড়ে কোন ভীত॥
নিত্যানন্দ মহা-প্রভু সভা করি কোলে।
সিঞ্চিলেন সভার শরীর প্রেম-জলে॥
শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সভারে।
"সত্বরে চলহ সভে প্রভু দেখিবারে।
শান্তিপুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে।
আমি আইলাম তোমা সভার নিবারে॥"

চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব্ব-ভক্তগণ।
পূর্ণ হইলা শুনি নিত্যানন্দের বচন॥
সভেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল।
উঠিল পরমানন্দে কৃষ্ণ-কোলাহল।
যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস।
সে দিবস হইতে আইর উপবাস॥
দ্বাদশ উপাস তান—নাহিক ভোজন।
চৈতন্যপ্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন॥
দেখি নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত অন্তর।
আইরে প্রবোধি কহে মধুর উত্তর॥
"কৃষ্ণের রহস্য কোন না জান বা তুমি।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি॥
তিলার্দ্ধেকে চিত্তে নাহি করিহ বিষাদ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ॥
বেদে যারে নিরবধি করে অন্বেষণ।
সে প্রভু তোমার পুত্র সভার জীবন॥
হেন প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার।
আপনে সকল ভার লইল তোমার॥
ব্যবহার পরমার্থ যতেক তোমার।
'মোর দায়' প্রভু বলিয়াছে বার বার॥
ভাল হয় যেমতে প্রভু সে ভাল জানে।
সুখে থাক তুমি দেহ সমর্পিয়া তানে॥
শীঘ্র গিয়া কর' মাতা কৃষ্ণের রন্ধন।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব্ব ভক্ত-গণ॥
তোমার হস্তের অন্ন সভাকার আশ।
তোমার উপাসে সে কৃষ্ণের উপবাস॥
তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রন্ধন।
মোহার একান্ত তারে খাইবারে মন॥"
তবে আই শুনি নিত্যানন্দের বচন।
পাসরি বিরহ গেলা করিতে রন্ধন॥
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি আই পুণ্যবতী।
অগ্রে দিলা নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রতি॥
তবে আই সর্ব্ব বৈষ্ণবের অগ্রে দিয়া।
করিলেন ভোজন সভারে সন্তোষিয়া॥
পরম সন্তোষ হইলেন ভক্ত-গণ।
দ্বাদশ উপাসে আই করিলা ভোজন॥
তবে সর্ব্ব-ভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে॥

এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপ বাসী।
শুনিলেন গৌর-চন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী॥
শুনিয়া অদ্ভুত নাম শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
সর্ব্ব লোকে 'হরি' বলি বোলে "ধন্য ধন্য"॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হঞা॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু কি পুরুষ নারী।
আনন্দে চলিলা সভে বলি হরি হরি॥
পূর্ব্বে যে পাষণ্ডী সব করিলা নিন্দন।
তাহারা সপরিবারে করিলা গমন॥
"গূঢ়-রূপে নবদ্বীপে লভিলেন জন্ম।
না বুঝিয়া নিন্দা করিতাম তান ধর্ম্ম॥
এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ।
তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন॥"
এই মত বলি লোক মহানন্দে যায়।
হেন নাহি জানি লোক কত পথে ধায়॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হৈল খেয়া ঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
কেহ বান্ধে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে।
কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাঁতারে॥
কত বা হইল লোক নাহি সমুচ্চয়।
যে যে মতে পারে সেই মতে পার হয়॥
গর্ভবতী নারী চলে ঘন শ্বাস বয়।
চৈতন্যের নাম করি সেহ পার হয়॥
অন্ধ খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে।
চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায় চড়ে।
কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে।
তথাপিহ চিত্তে কেহ বিষাদ না করে।
ভাসে সর্ব্ব লোক হরি বোলে উচ্চস্বরে॥
হেন সে আনন্দ জন্মিয়াছে যে অন্তরে।
সর্ব্ব লোক ভাসে মহা আনন্দ সাগরে॥
যে না জানে সাঁতারিতে সেও ভাসে সুখে।
ঈশ্বর প্রভাবে কূল পায় বিনা দুঃখে॥
কত দিকে লোক পার হয় নাহি জানি।
সবে মাত্র চতুর্দ্দিগে শুনি হরি-ধ্বনি॥
এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক।
পাসরিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা গৃহ-ধর্ম্ম শোক॥

আইলা সকল লোক ফুলিয়া নগরে।
ব্রহ্মাণ্ড স্পর্শিয়া হরি বোলে উচ্চস্বরে॥
শুনিয়া অপূর্ব্ব অতি উচ্চ হরি-ধ্বনি।
বাহির হইলা তবে ন্যাসি শিরোমণি॥
কি অপূর্ব্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয়।
কোটী চন্দ্র যেন আসি করিল উদয়॥
সর্ব্বদা শ্রীমুখে "হরে কৃষ্ণ হরে হরে"।
বলিতে আনন্দ ধরা নিরবধি ঝরে॥
চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হয়।
কে কার উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয়॥
কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয়।
আনন্দিত সর্ব্ব লোক দণ্ডবৎ হয়॥
সর্ব্ব লোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বোলে হাত তুলি।
এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক একত্র হইল।
কি প্রান্তর কিবা গ্রাম সকল পূরিল।
নানা গ্রাম হইতে লোক লাগিল আসিতে।
কেহ নাহি যায় ঘর সে মুখ দেখিতে॥
হইতে লাগিল বড় লোকের গহন।
পূরিল ফুলিয়া সব নগর কানন॥
দেখি গৌর-চন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর।
সর্ব্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর॥
তবে প্রভু কৃপা-দৃষ্টি করিয়া সভারে।
চলিলেন শান্তিপুরে আচার্য্যের ঘরে॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পাদ-পদ্মে পড়িলেন হই দণ্ডবত॥
আর্ত্তনাদে লাগিলেন ক্রন্দন করিতে।
না ছাড়েন পাদ-পদ্ম দুই বাহু হৈতে॥
শ্রীচরণ অভিষেক করি প্রেম-জলে।
দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে॥
আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেম-জলে।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হই পড়ে পদ-তলে॥
স্থির হই ঠাকুর বসিলা কত-ক্ষণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে॥
দিগম্বর শিশু রূপ অদ্বৈত-তনয়।
নাম শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহা-জ্যোতির্ম্ময়॥
পরম সর্ব্বজ্ঞ তিঁহো অচিন্ত্যপ্রভাব।
যোগ্য অদ্বৈতের পুত্র সেই মহাভাগ॥

ধূলাময় সর্ব্ব অঙ্গ হাসিতে হাসিতে।
জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে॥
আসিয়া পড়িলা গৌর-চন্দ্র পদ-তলে।
ধূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে॥
প্রভু বোলে "অচ্যুত আচার্য্য মোর পিতা।
সে সম্বন্ধে তোমায় আমায় দুই ভ্রাতা॥"
অচ্যুত বলেন "তুমি দেবে জীব-সখা।
সবেকে তোমার বাপ নাহি বেদে লেখা॥"
হাসে প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে।
বিস্ময় সভার বড় উপজিল মনে॥
'এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয়।
না জানি বা জন্মিয়াছে কোন মহাশয়॥'
হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত-নিত্যানন্দ।
আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্ত-বৃন্দ॥
শ্রীবাসাদি ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর।
লাগিলেন 'হরি ধ্বনি' করিতে প্রচুর॥
দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ।
ক্রন্দন করেন সভে ধরি শ্রীচরণ॥
সভারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন দান।
সভেই প্রভুর নিজ প্রাণের সমান॥
আর্ত্তনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন॥
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে যে সুকৃতি জন।
সে ধ্বনি শ্রবণে সর্ব্ব-বন্ধ-বমোচন॥
চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন ধন।
ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ রস ভুঞ্জে যে তে জন॥
ভক্ত-গণ দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ প্রেম-রসে॥
সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ।
"বোল বোল" বলি প্রভু গর্জ্জে ঘনে ঘন॥
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদধূলী॥
অশ্রু কম্প পুলক হুঙ্কার অট্ট-হাস।
কিবা সে অদ্ভুত অঙ্গ-ভঙ্গির প্রকাশ॥
কিবা সে মধুর পদ-চালন ভঙ্গিমা।
কিবা সে শ্রীহস্ত চালনাদির মহিমা॥
কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাধুরী।
আনন্দে ভুলিয়া বাহু বোলে "হরি হরি"।
রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত কথন।
দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ॥
হারাইয়াছিল প্রভু সর্ব্ব ভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্বার দিলা দরশন॥
আনন্দে নাহিক বাহু কাহারো শরীরে।
প্রভু বেঢ়ি সভেই উল্লাসে নৃত্য করে॥
কেবা কার গায়ে পড়ে কে কাহারে ধরে॥
কেবা কার চরণ ধরিয়া বক্ষে করে॥
কারে কেবা ধরি কান্দে কেবা কিবা বোলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
এমত অপূর্ব্ব হয় পৃথিবী-ভিতর॥
"হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই।"
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই॥
কি আনন্দ হইল সে অদ্বৈত-ভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্রবদনে॥
আপনে ঠাকুর সভা ধরি জনে জনে।
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ।
হরি বলি সর্ব্ব-গণে করে সিংহ-নাদ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো সভার উন্মাদ॥
সঙ্গোপাঙ্গে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদ-ভরে টল মল করে বসুমতী॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম-উদ্দাম।
চৈতন্য বেড়িয়া নাচে মহা-জ্যোতির্ধাম।
উল্লাসে অদ্বৈত নাচে করিয়া হুঙ্কার।
সভেই চরণ ধরে যে পায় যাহার॥
নবদ্বীপে যেন হৈল আনন্দ প্রকাশ।
সেই মত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস॥
কত-ক্ষণে মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
স্বানুভাবে বেসে বিষ্ণু-খট্টার উপর।
যোড় হস্তে সভে রহিলেন চারি-ভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ তত্ত্ব প্রকাশিতে॥
"মুঞি কৃষ্ণ মুঞি রাম মুঞি নারায়ণ।
মুঞি মৎস্য মুঞি কূর্ম্ম বরাহ বামন॥
মুঞি পৃশ্নিগর্ভ হয়গ্রীব মহেশ্বর।
মুঞি বৌদ্ধ কল্কি হংস মুঞি হলধর॥

মুঞি নীলাচল-চন্দ্র কপিল নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভৃঙ্গ॥
মোহার সে গুণ-গ্রাম বোলে সর্ব্ব বেদে।
মোহারে সে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটী সেবে॥
মুঞি সর্ব্ব-কালরূপী ভক্তজন বিনে।
সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে॥
দ্রৌপদীরে লজ্জা হৈতে মুঞি উদ্ধারিলুঁ।
জউ-গৃহে মুঞি পঞ্চ পাণ্ডবে রক্ষিলুঁ॥
বৃকাসুর বধি মুঞি রাখিলুঁ শঙ্কর।
মুঞি উদ্ধারিলুঁ মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর॥
মুঞি সে করিলুঁ প্রহ্লাদের বিমোচন।
মুঞি সে করিলুঁ গোপ-বৃন্দেরে রক্ষণ॥
মুঞি সে করিলুঁ পূর্ব্বে অমৃত বণ্টন।
বঞ্চিয়া অসুর রক্ষা কৈলুঁ দেবগণ॥
মুঞি সে বধিলুঁ মোর ভক্তদ্রোহী কংস।
মুঞি সে করিলুঁ দুষ্ট রাবণ নির্ব্বংশ॥
মুঞি সে ধরিলুঁ বামহস্তে গোবর্দ্ধন।
মুঞি সে করিলু কালিনাগের দমন॥
মুঞি করে। সত্যযুগে তপস্যা প্রচার।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ লাগি মোর অবতার॥
এই মুঞি অবতীর্ণ হইয়া দ্বাপরে।
পূজা ধর্ম্ম শিখাইলুঁ সকল লোকেরে॥
কত মোর অবতার বেদেও না জানে।
সম্প্রতি আইলুঁ মুঞি কীর্ত্তন-কারণে॥
কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেম-ভক্তির বিলাস।
অতএব কলিযুগে মোর পরকাশ॥
সর্ব্ব বেদে পুরাণে আশ্রমে মোরে চায়।
ভক্তের আশ্রমে মুঞি থাকি সর্ব্বদায়॥
ভক্ত বহি আমার দ্বিতীয় আর নাই।
ভক্ত মোর পিতা মাতা বন্ধু পুত্র ভাই॥
যদ্যপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার।
তথাপিও ভক্তবশ স্বভাব আমার॥
তোমরা সে জন্ম জন্ম সংহতি আমার।
তোমা সভা লাগি মোর সর্ব্বঅবতার॥
তিলার্দ্ধেক আমি তোমা সভারে ছাড়িয়া।
কোথাহ না থাকি সভে সত্য জান ইহা॥
এই মত প্রভু তত্ত্ব কহে করুণায়।
শুনি সব ভক্তগণ কান্দে উভরায়॥
পুনঃ পুনঃ সভে দণ্ড প্রণাম করিয়া।
উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া॥
কি আনন্দ হইল সেই অদ্বৈতের ঘরে।
যে রস হইল পূর্ব্বে নদীয়া-নগরে॥
পূর্ণমনোরথ হইলেন ভক্তগণ।
যতেক পূর্ব্বের দুঃখ হইল খণ্ডন॥
প্রভু সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে।
হেন প্রভু দুঃখি-জীব না ভজে কেমতে॥
করুণা-সাগর গৌরচন্দ্র মহাশয়।
দোষ নাহি দেখে প্রভু, গুণ মাত্র লয়।
ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া মহাধীর।
বাহ্য প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন স্থির॥
ভক্ত সব লই প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা।
বহুবিধ জাহ্নবীতে ক্রীড়ন করিলা॥
সভার সহিত আইলেন করি স্নান।
তুলসীরে প্রদক্ষিণ করি জল দান॥
বিষ্ণু-গৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি।
সভা লয়ে ভোজনে বসিলা গৌরহরি॥
মধ্যে বসিলেন প্রভু নিত্যানন্দসঙ্গে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ বসিলেক রঙ্গে॥
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন—প্রভুর প্রসন্ন বদন।
ভোজন করেন চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ॥
বৃন্দাবন মধ্যে যেন গোপগণসঙ্গে।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন যেন রঙ্গে॥
সেই সব কথা প্রভু সভারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া॥
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে।
তাঁহার কৃপায় যেই বোলান যাহারে॥
ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র।
ভক্তগণে লুট করিলেন শেষ পাত্র॥
ভব্য ভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশু-মতি।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির শকতি॥
যে সুকৃতি জনে শুনে এ সব আখ্যান।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

পুনঃ প্রভু সঙ্গে ভক্তগণ-দরশন।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সংকীর্ত্তন ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন।
ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
আচার্য্য গৃহে ভক্তসম্মেলনং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব্ব-প্রাণ।
জয় দুষ্ট ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-ত্রাণ ॥
জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।
জয় কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ন্যাসিবর ॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
কৃপা কর প্রভু যেন তোঁহে মন রয় ॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
করিলা অশেষ রঙ্গ অদ্বৈতের ঘরে ॥
বহুবিধ আপন-রহস্য-কথা রঙ্গে।
সুখে রাত্রি গোঙাইলা ভক্তগণ-সঙ্গে ॥
পোহাইল নিশা প্রভু করি নিজ কৃত্য।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে বেড়ি সব ভৃত্য ॥
প্রভু বোলে "আমি চলিলাঙ নীলাচলে।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা সকলে ॥
নীলাচল-চন্দ্র দেখি আমি পুনর্ব্বার।
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা সভাকার ॥
সভে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্ত্তন।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন ॥"
ভক্তগণে বোলে "প্রভু যে তোমার ইচ্ছা।
কার শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা ॥
তথাপিহ হইয়াছে দুর্ঘট সময়।
সে রাজ্যে এখন কেহো পথ নাহি বয় ॥
দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ।
মহা-দস্যু স্থানে স্থানে পরম প্রমাদ ॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয়।
তাবৎ বিশ্রাম কর যদি চিত্তে লয় ॥"
প্রভু বোলে "যে সে কেনে উৎপাত না হয় ॥
অবশ্য চলিব মুঞি করিল নিশ্চয় ॥"
বুঝিলেন অদ্বৈত প্রভুর চিত্তবৃত্ত।
চলিবেন নীলাচলে না হৈব নিবৃত্ত ॥
যোড়হস্তে সত্যকথা লাগিল কহিতে।
"কে পারে তোমার পথ-নিরোধ করিতে ॥
যত বিঘ্ন আছে সর্ব্ব কিঙ্কর তোমার।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার?
যখনে করিয়াছ চিত্তে যাব নীলাচলে।
তখনে চলিবা প্রভু মহা কুতুহলে ॥
শুনিয়া অদ্বৈত-বাক্য প্রভু সুখী হৈলা।
পরম সন্তোষে 'হরি' বলিতে লাগিলা ॥
সেই ক্ষণে মহাপ্রভু মত্ত সিংহ গতি।
চলিলেন শুভ করি নীলাচল-প্রতি ॥
ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ।
কেহ নাহি পারে সম্বরিবারে ক্রন্দন ॥
কতদূর গিয়া প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
সভা প্রবোধেন বলি মধুর উত্তর ॥
"চিত্তে কেহ কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা।
তোমা সভা আমি নাহি ছাড়িব সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণ নাম সভে বসি লহ গিয়া ঘরে।
আমিহ আসিব দিন কতক ভিতরে ॥"
এত বলি মহাপ্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি আলিঙ্গন করে ॥
প্রভুর নয়ন জলে সর্ব্ব ভক্তগণ।
সিঞ্চিত হইয়া অঙ্গ করেন ক্রন্দন ॥
এই মত নানারূপে সভা প্রবোধিয়া।
চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হঞা ॥
কান্দিতে কান্দিতে সব প্রিয় ভক্তগণ।
উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুক্ষণ ॥
যেন গোপীগণ কৃষ্ণ মথুরা চলিলে।
ডুবিলেন মহাশোক-সমুদ্রের জলে ॥
যেরূপে রহিল তাঁহা সভার জীবন।
সেই মত বিরহে রহিল ভক্তগণ ॥
দৈবে সেই প্রভু ভক্তগণ সেই সব।
উপমাও সেই সব সেই অনুভব ॥

জীবন মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয়।
বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয়॥
যেমতে যাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে।
তাহা বহি আর কেহো করিতে না পারে॥
হেন মতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে।
আইলেন চলিয়া আপন কুতূহলে॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ॥
পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সভা প্রতি।
"কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল॥"
সভে বোলে "প্রভু বিনা আজ্ঞায় তোমার।
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার॥"
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বোলে "কাহার যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজ-পুত্র হউ তবু উপবাস তার।
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কন্দল করয়ে কারো সনে॥
ক্রোধ করি বোলে 'মুঞি না খাইব ভাত।'
দিব্য করিলেক নিজশিরে দিয়ে হাত॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈলে বিদ্যমান।
আচম্বিতে জ্বর দেহে হৈল অধিষ্ঠান॥
জ্বরবেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন-ছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥"
আপনে ঈশ্বর সর্ব্ব জনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায়॥
যেতে মতে কেনে কোটি যত্ন নাহি করে।
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সেই ফল ধরে॥
হেনমতে প্রভু তত্ত্ব কহিতে কহিতে।
আসিয়া আঠিসারা নগরেতে॥
সেই আঠিসারা গ্রামে মহা ভাগ্যবান।
আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম॥
রহিলেন প্রভু আসি তাহার আলয়ে।
কি কহিব আর তার ভাগ্য সমুচ্চয়ে॥
অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার।
পাইয়া পরমানন্দ বাহ্য নাহি আর॥
বৈকুণ্ঠের পতি আসি অতিথি হইলা।
সন্তোষে ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
সর্ব্ব-গণ সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।
সন্ন্যাসীরে ভিক্ষা ধর্ম্ম করায়েন শিক্ষা॥
সর্ব্ব রাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে।
আছিলেন অনন্ত পণ্ডিত-গৃহে রঙ্গে॥
শুভ-দৃষ্টি অনন্ত পণ্ডিত প্রতি করি।
প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি॥'
দেখি সর্ব্ব তাপহর শ্রীচন্দ্র-বদন।
হরি বলি সর্ব্বলোকে ডাকে অনুক্ষণ॥
যোগেন্দ্র হৃদয়ে অতি দুর্ল্লভ চরণ।
হেন প্রভু চলি যায় দেখে সর্ব্বজন॥
এই মত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।
আইলেন ছত্রভোগ মহা কুতূহলে॥
সেই ছত্রভোগে গঙ্গা হই শতমুখী।
বহিতে আছেন সর্ব্বজনে করি সুখী॥
জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ ঘাট' করি বোলে সর্ব্বজনে॥
অম্বুলিঙ্গ শঙ্কর হইল যে নিমিত্ত।
সেই কথা কহি শুন হঞা এক চিত্ত॥
পূর্ব্বে ভগীরথ করি গঙ্গা আরাধন।
গঙ্গা আনিলেন বংশ উদ্ধার কারণ॥
গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।
শিব আইলেন শেষে গঙ্গা সঙরিয়া॥
গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্র-ভোগে।
বিহ্বল হইল অতি গঙ্গাঅনুরাগে॥
গঙ্গা দেখি মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।
জল-রূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা॥
জগন্মাতা জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।
পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর॥
শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।
গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা॥

গঙ্গাজল স্পর্শি শিব হৈল জলময়।
গঙ্গাও পূজিল' অতি করিয়া বিনয়॥
জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে।
'অম্বুলিঙ্গ' ঘাট করি ঘোষে সর্ব্বজনে॥
গঙ্গা-শিবপ্রভাবে সে ছত্র ভোগ গ্রাম।
হইল পরম ধন্য মহা-তীর্থ নাম॥
তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।
পাইয়ে চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার॥
ছত্রভোগ গেল প্রভু অম্বুলিঙ্গঘাটে।
শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে॥
দেখিয়ে হইল প্রভু আনন্দে বিহ্বল।
হরি বলি হুঙ্কার করেন কোলাহল॥
আছাড় খায়েন নিত্যানন্দ কোলে করি।
সর্ব্বগণে জয় দিয়া বলে হরি হরি॥
আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব্ব-গণে লৈয়া।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন সুখী হঞা॥
অনেক কৌতুকে প্রভু করিলেন স্নানে।
বেদব্যাস তাহা সব লিখিব পুরাণে॥
স্নান করি মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।
যেই বস্ত্র পরে সেই তিতে প্রেম-জলে॥
পৃথিবীতে রহে এক শতমুখী ধার।
প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া সভে হাসে ভক্তগণ।
হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন॥
সেই গ্রামঅধিকারী রামচন্দ্র খান।
যদ্যপি বিষয়ী তবু মহা-ভাগ্যবান্॥
অন্যথা প্রভুর সঙ্গে দেখা তান কেনে।
দৈব গতি আসিয়া মিলিল সেই স্থানে॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হইতে সত্বরে নামিলা সেইক্ষণে॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল পদতলে।
প্রভুর নাহিক বাহ্য প্রেমানন্দ জলে॥
"হাহা জগন্নাথ" প্রভু বোলে ঘনে ঘন।
পৃথিবীতে পড়ি ক্ষণে করয়ে ক্রন্দন॥
দেখিয়া প্রভুর আর্ত্তি রামচন্দ্র খান্।
অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সজ্জনের প্রাণ॥
"কোন মতে এ আর্ত্তির হয়ে সম্বরণ।
কানে আর এই মত চিন্তে মনে মন॥

ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।
বিদীর্ণ না হয় কাষ্ঠ পাষাণের মন॥
কিছু স্থির হই বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।
জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র খানেরে "কে তুমি?"
সংভ্রমে করিয়া দণ্ডবৎ কর-যোড়।
বোলে "প্রভু দাস অনু-দাস মুঞি তোর॥"
তবে শেষে সর্ব্বলোক লাগিল কহিতে।
"এই অধিকারী প্রভু দক্ষিণ রাজ্যেতে॥"
প্রভু বোলে "তুমি অধিকারী বড় ভাল।
নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল॥"
বহয়ে আনন্দ ধারা কহিতে কহিতে।
"নীলাচল-চন্দ্র" বলি পড়িল ভূমিতে॥
রামচন্দ্র খা'ন বোলে শুন মহাশয়।
যে আজ্ঞা তোমার সেই কর্ত্তব্য নিশ্চয়॥
সবে প্রভু হইয়াছে বিষম সময়।
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়॥
রাজারা ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে।
পথিক পাইলে জাশু বলি লয় প্রাণে॥
কোন দিগ দিয়া বা পাঠাঙ লুকাইয়া।
তাহাতে ডরাঙ প্রভু শুন মন দিয়া॥
মুঞি সে রক্ষক এথা সব মোর ভার।
নাগালি পাইলে আগে সংশয় আমার॥
তথাপিহ যেতে কেন প্রভু মোর নয়।
যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয়॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
তবে আজি ভিক্ষা হেথা কর সর্ব্বজনে॥
জতি প্রাণ ধন কেনে আমার না যায়।
রাত্রে আজি তোমা পাঠাইমু সর্ব্বথায়" ॥
শুনিয়া হইল সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ।
হাসি তানে করিলেন শুভ দৃষ্টিপাত॥
দৃষ্টিপাতে তাঁর সর্ব্ব বন্ধ ক্ষয় করি।
ব্রাহ্মণ আশ্রমে রহিলেন গৌর-হরি॥
ব্রাহ্মণমন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল।
প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব্ব সুকৃতির ফল॥
নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তি-যোগ-চিত্ত হঞা।
প্রভুর রন্ধন বিপ্র করিলেন গিয়া॥
নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন।
নিজাবেশে অবকাশ নাহি একক্ষণ॥

ভিক্ষা করে প্রভু প্রিয়-বর্গ সন্তোষার্থ।
নিরবধি প্রভুর ভোজন—পরমার্থ॥
বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে।
নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে॥
নিরবধি জগন্নাথ প্রতি আর্ত্তি করি।
আইসেন সব পথ আপনা' পাসরি॥
কারে বলি রাত্র দিন পথের সঞ্চার।
কিবা জল কিবা স্থল কিবা পরাপর॥
কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি প্রেম-রসে।
প্রিয়-বর্গ রাখে নিরবধি রহি পাশে॥
যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।
তাহা কে কহিতে পারে বিনা বেদব্যাস॥
ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার॥
কারে বা করেন আর্ত্তি কান্দেন বা কারে।
এ মর্ম্ম জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে॥
নিজ ভক্তি-রসে ডুবি বৈকুণ্ঠের রায়।
আপনা না জানে প্রভু আপন লীলায়॥
আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।
আপনে করিয়া আর্ত্তি লওয়ায়েন জনে॥
যদি কৃপাদৃষ্টি না করেন জীব প্রতি।
তবে কার আছে তানে জানিতে শকতি॥
নিত্যানন্দ আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া॥
কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি।
উঠিলেন হুঙ্কার করিয়া গৌর-হরি॥
আবিষ্ট হইলা প্রভু করি আচমন।
"কত দূর জগন্নাথ" বোলে ঘনে ঘন॥
মুকুন্দ লাগিল মাত্র কীর্ত্তন করিতে।
আরম্ভিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে॥
পুণ্যবন্ত যত যত ছত্রভোগ-বাসী।
সব দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী॥
অশ্রু কম্প হুঙ্কার পুলক স্তম্ভ ঘর্ম্ম।
কত হয় কে জানে সে বিকারের মর্ম্ম॥
কিবা সে অদ্ভুত নয়নের প্রেম-ধার।
ভাদ্র মাসে যে হেন গঙ্গার অবতার॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে নয়নে যেবা ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল॥

ইহারে সে কহি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বহি নাহি আর॥
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
স্থির হইলেন প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
সকল লোকের চিত্তে যেন ক্ষণপ্রায়।
সভার নিস্তার হৈল চৈতন্যকৃপায়॥
হেনই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
"নৌকা আসি ঘাটে প্রভু হৈল বিদ্যমান"॥
ততক্ষণে 'হরি' বলি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর॥
শুভ দৃষ্টে লোকেরে বিদায় দিয়া ঘরে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল নিজ পুরে॥
প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়॥
অবোধ নাবিক বোলে "হইল সংশয়।
বুঝিলাম আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পলায়।
জলেতে পড়িলে কুম্ভীরেতে ধরি খায়॥
নিরন্তর এ পানিতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন প্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেকে যাবৎ উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবৎ নীরব হও সকল গোসাঞি"॥
সঙ্কোচ হইলা সভে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
সভারে বোলেন "কেনে ভয় কর কার?
এই না সমুখে সুদর্শন চক্র ফিরে।
বৈষ্ণব জনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥
কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
তোরা কি না দেখ হের ফিরে সুদর্শন"॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্ব ভক্তগণ।
আনন্দে লাগিল সভে করিতে কীর্ত্তন॥
ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সভারে।
"নিরবধি সুদর্শন ভক্ত-রক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি মরে॥
বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কার শক্তি আছে ভক্ত জনেরে লঙ্ঘিতে॥

এই মত শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর-গোপ্য কথা।
তান কৃপা যারে সেই বুঝয়ে সর্ব্বথা॥
হেন মতে মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন-রসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকল দেশে॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে।
নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলন তটে॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র উড্রদেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসে প্রেম-রসে॥
আনন্দে ঠাকুর উড্রদেশ হই পার।
সর্ব্বগণ সহিত হইলা নমস্কার॥
সেই স্থানে আছে তার গঙ্গা-ঘাট নাম।
তহিঁ গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান॥
যুধিষ্ঠির স্থাপিত মহেশ তথি আছে।
স্নান করি তারে নমস্করিলেন পাছে॥
উড্রদেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র।
গণ সহ হইলেন পরম আনন্দ॥
এক দেব স্থানেতে থুইয়া সভাকারে।
আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
ঘরে ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয়।
সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয়॥
আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভেই তণ্ডুল আনি দেয়েন সত্বর॥
ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যার ঘরে।
সন্তোষে সভেই আনি দেয়েন প্রভুরে॥
জগতের অন্নপূর্ণা যে লক্ষ্মীর নাম।
সে লক্ষ্মী মাগয়ে যে পাদ-পদ্মে স্থান॥
হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে।
নাসীরূপে ভিক্ষাছলে জীব ধন্য করে॥
ভিক্ষা করি প্রভু হই হরষিত মন।
আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ॥
ভিক্ষা দ্রব্য দেখি সভে লাগিলা হাসিতে।
সভেই বোলেন প্রভু পারিবা পোষিতে॥
সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন।
সভার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন॥
সর্ব্ব রাত্রি সেই গ্রামে করি সংকীর্ত্তন।
উষাকালে মহাপ্রভু করিলা গমন॥
কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার॥
দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিস্ময়।
জিজ্ঞাসিল "কতেক তোমার লোক হয়"?
প্রভু কহে "জগতে আমার কেহ নয়।
আমিও কাহার নহি কহিল নিশ্চয়॥
এক আমি দুই নাহি সর্ব্বথা আমার"।
কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার॥
দানী বোলে "গোসাঞি করহ শুভ তুমি।
এ সভার দান পাইলে ছাড়ি দিব আমি"॥
শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া।
কতদূর সভা ছাড়ি বসিলেন গিয়া॥
সভা পরিহরি প্রভু করিলা গমন।
হরিষে বিষাদ হইলেন ভক্তগণ॥
দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা।
অন্যোন্যে সর্ব্বগণে হাসিতে লাগিলা॥
পাছে প্রভু সভা ছাড়ি করেন গমন।
এতেক বিষাদ আসি ধরিলেক মন॥
নিত্যানন্দ সভা প্রবোধনে চিন্তা নাই।
"আমা সভা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি"॥
দানী বোলে "তোমারা ত সন্ন্যাসীর নহ।
এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ"॥
কতদূরে প্রভু সব পার্ষদ ছাড়িয়া।
হেট মাথা করি মাত্র কান্দেন বসিয়া॥
কাষ্ঠ পাষানাদ দ্রবে শুনি সে ক্রন্দন।
অদ্ভুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন॥
দানী বোল "এ পুরুষ নর কভু নহে।
মানুষের নয়নে কি এত ধারা বহে"॥
সভারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া।
"কে তোমরা কার লোক কহ ত ভাঙ্গিয়া"॥
সভে বলিলেন "অই ঠাকুর সভার।
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নাম শুনিয়াছ যাঁর॥
সভেই উহার ভৃত্য আমারা সকল"।
কহিতে সভার আঁখি বহি পড়ে জল॥
দেখিয়া সভার প্রেম মুগ্ধ হইলা দানী।
দানীর নয়ন দুই বহি পড়ে পানী॥
আস্তে ব্যস্তে দানী গিয়া প্রভুর চরণে।
দণ্ডবৎ হই বলে বিনম্র বচনে॥
"কোটি কোটি জন্ম যত আছিল মঙ্গল।
তোমা দেখে আজি পূর্ণ হইল সকল॥

অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর।
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্বর" ॥
দানী প্রতি করি প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত।
হরি বলি চলিলেন সর্ব্ব জীব-নাথ ॥
সভার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার ॥
অসুর দ্রবিল চৈতন্যের গুণ নামে।
অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী সেই নাহি মানে ॥
হেন মতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ।
আইসেন সভারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥
নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জানে।
অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে ॥
এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে।
কতদিনে উত্তরিলা সুবর্ণ-রেখাতে ॥
সুবর্ণ রেখার জল পরম নির্ম্মল।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব সকল ॥
দান করি স্বর্ণ-রেখা নদী ধন্য করি।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥
রহিলা অনেকে পাছে নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
সংহতি তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥
কতদূরে গৌরচন্দ্র বসিলেন গিয়া।
নিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥
চৈতন্য আবেশে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্ব্বথায় ॥
কখন হুঙ্কার করে কখন রোদন।
ক্ষণে মহা অট্ট হাস্য ক্ষণে বা গর্জ্জন ॥
ক্ষণে বা নদীর মাঝে এড়েন সাঁতার।
ক্ষণে সর্ব্ব অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥
ক্ষণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্ব্বলোক বাসে ॥
আপনা আপনি নৃত্য করেন কখন।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ ॥
এ সকল কথা তান কিছু চিত্র নয়।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥
নিত্যানন্দ কৃপায় এ সব শক্তি হয়।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাহার হৃদয় ॥
নিত্যানন্দস্বরূপে থুইয়া এক স্থানে।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা অন্বেষণে ॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ স্বরূপেরে কহে ॥
"ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে।
ভিক্ষা করি আমিহ আসিব এইক্ষণে ॥"
আস্তে ব্যস্তে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল অন্তরে ॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥
"অহে দণ্ড আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এত যুক্তি নহে ॥"
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিন খণ্ড ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন ঈশ্বর সে জানে।
কেন ভাঙ্গিলেন দণ্ড জানিব কেমনে ॥
নিত্যানন্দ জ্ঞাত গৌরচন্দ্রের অন্তর।
নিত্যানন্দেরে জানে শ্রীগৌরসুন্দর ॥
যুগে যুগে দুই ভাই শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দোঁহার অন্তর দোঁহে জানে অনুক্ষণ ॥
এক বস্তু দুই ভাগ ভক্তি বুঝাইতে।
গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥
বলরাম বিনা অন্য চৈতন্যের দণ্ড।
ভাঙ্গিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ॥
সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌর-সুন্দরে।
যে জানে এ মর্ম্ম সেই জন সুখে তরে ॥
দণ্ড ভাঙ্গি নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।
ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া ॥
ভগ্ন দণ্ড দেখি মহা হইলা বিস্মিত।
অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত ॥
বার্ত্ত জিজ্ঞাসেন "দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে?"
নিত্যানন্দ বোলে "দণ্ড ধরিলেক যে ॥
আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে।
তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে ॥"
শুনি বিপ্র আর না করিলা প্রত্যুত্তর।
ভাঙ্গা দণ্ড লই মাত্র চলিলা সত্বর।
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি দিল প্রভুর গোচর ॥
প্রভু বোলে "কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে।
পথে কি কন্দল করিলা কারো সনে ॥"

কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।
ভাঙ্গিলেক নিত্যানন্দ দণ্ড সুবিহ্বল ॥
নিত্যানন্দ প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
"কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ?"
নিত্যানন্দ বোলে "ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ খান ॥
না পার ক্ষমিতে কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥"
প্রভু বোলে "যঁহি সর্ব্ব দেব অধিষ্ঠান।
সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান ?"
কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।
মনে করে এক মুখে করে আর খেলা ॥
এতেক যে বোলে বুঝি কৃষ্ণের হৃদয়।
সেই সে অবোধ ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
মারিবেন যারে হেন আছয়ে অন্তরে।
তাহারেও দেখি যেন মহা প্রীতি করে ॥
প্রাণ সম অধিক সে সব ভক্তগণ।
তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ মন ॥
এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র।
তান অনুগ্রহে বুঝে তান কৃপা-পাত্র ॥
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনেই ইচ্ছা করি।
ক্রোধে লাগিলেন ব্যঞ্জিবারে গৌর-হরি ॥
প্রভু বোলে "সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহা আজি কৃষ্ণের প্রসাদে হৈল ভঙ্গ ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল কিবা আমি যাই ॥"
দ্বিরুক্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার।
সভেই হইলা যেন চিন্তিত অপার ॥
মুকুন্দ বোলেন "তবে তুমি চল আগে।
আমরা সভার কিছু পাছে কৃত্য আছে ॥"
'ভাল' বলি চলিলেন শ্রীগৌর-সুন্দর।
মত্ত সিংহ প্রায় গতি লখিতে দুষ্কর ॥
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেশ্বর গ্রামে।
বরাবর গেলা জলেশ্বরদেব-স্থানে ॥
জলেশ্বর পুজিতে আছেন বিপ্রগণ।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ মাল্য বিভূষণ ॥
বহুবিধ বাদ্য উঠিয়াছে কোলাহল।
চতুর্দ্দিগে নৃত্য গীত পরম মঙ্গল ॥
দেখি প্রভু ক্রোধ পাসরিলেন সন্তোষে।
সেই বাদ্যে প্রভু মিশাইলা প্রেম রসে ॥

নিজ প্রিয় শঙ্করের বিভব দেখিয়া।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরানন্দ হঞা ॥
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র।
এতেকে শঙ্করপ্রিয় সর্ব্ব ভক্ত-বৃন্দ ॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় বৈষ্ণব।
শিবেরে অমান্য করে ব্যর্থ তার সব ॥
করিতে আছেন নৃত্য জগত-জীবন।
পর্ব্বত বিদরে হেন হুঙ্কার গর্জ্জন ॥
দেখি শিবদাস সব হইলা বিস্মিত।
সভেই বোলেন শিব হইলা বিদিত ॥
আনন্দে অধিক সভে করে গীত বাদ্য।
প্রভুও নাচেন তিলার্দ্ধেক নাহি বাহ্য ॥
কতক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা ॥
প্রিয়গণ দেখি প্রভু অধিক আনন্দে।
নাচিতে লাগিলা বেড়ি গায় ভক্ত-বৃন্দে ॥
সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কার।
নয়নে বহয়ে সুরধুনী শত ধার ॥
এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
যঁহি নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥
কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
স্থির হইলেন তবে প্রিয়গোষ্ঠী লঞা ॥
সভা প্রতি করিলেন প্রেম আলিঙ্গন।
সবে হেলা নির্ভর পরমানন্দ মন ॥
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু লইলেন কোলে।
বলিতে লাগিলা তাঁরে কিছু কুতূহলে ॥
"কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার রহে সন্ন্যাস গ্রহণ ॥
আরো আমা পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর তবে মোর মাথা খাও ॥
যেন কর তুমি আমা তেন আমি হই।
সত্য সত্য এই আমি সভা স্থানে কই ॥"
সভারে শিখায় গৌর-চন্দ্র ভগবান।
নিত্যানন্দ প্রতি সভে হও সাবধান ॥
"মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
সত্য সত্য সবারে কহিলু এই দঢ় ॥
নিত্যানন্দ স্থানে যার হয় অপরাধ।
মোর দোষ নাহি তার প্রেম-ভক্তি বাধ ॥

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে॥"
আত্মস্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
পরম-আনন্দ হইলেন ভক্তগণ।
হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচী-নন্দন॥
এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া।
উষা-কালে চলিলা সকল ভক্ত লঞা॥
বাঁশদহ পথে এক শাক্ত ন্যাসি বেশ।
আসিয়া প্রভুরে পথে করিলা আদেশ॥
'শাক্ত' হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
সম্ভাষিতে লাগিলেন মধুর বচনে॥
প্রভু বোলে "কহ কহ কোথা তুমি সব।
চির-দিনে আজি সবে দেখিলুঁ বান্ধব॥"
প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা॥
যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
সব কহে একে একে শুনি প্রভু হাসে॥
শাক্ত বোলে "চল ঝাট মঠেতে আমার।
সভেই আনন্দ আজি করিব অপার॥"
পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে আনন্দ।
বুঝিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ॥
প্রভু বোলে "আমি আসি আনন্দ করিতে।
আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ ত্বরিতে॥"
শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই হরষিত।
এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
পতিত-পাবন কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে কহে।
অতএব শাক্ত সনে প্রভু কথা কহে॥
লোকে বোলে "এ শাক্তের হইল উদ্ধার।
এ শাক্ত পরশে অন্য শাক্তের নিস্তার॥"
এই মত শ্রীগৌর-সুন্দর ভগবান।
নানা মতে করিলেন সর্ব্ব জীবত্রাণ॥
হেন মতে শাক্তের সহিত রস করি।
আইলা রেমুণা গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রেমুণায় দেখি নিজ-মূর্ত্তি গোপীনাথ।
বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্ত-বর্গ সাথ॥
আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি আপনা।
রোদন করেন অতি করিয়া করুণা॥
সে করুণা শুনিতে পাষাণ কাষ্ঠ দ্রবে।
এবে না দ্রবিলা ধর্ম্মধ্বজিগণ সবে॥
কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।
আইলেন জাজপুর ব্রাহ্মণ নগর॥
যঁহি আদি-বরাহের অদ্ভুত প্রকাশ।
যাঁর দরশনে হয় সর্ব্ব-বন্ধ-নাশ॥
মহা-তীর্থ বহে যথা নদী বৈতরণী।
যাঁর দরশনে পাপ পলায় আপনি॥
জন্তু মাত্র যে নদীর হইলেই পার।
দেব-গণে দেখে চতুর্ভুজের আকার॥
নাভী-গয়া—বিরজা দেবীর যথা স্থান।
যথা হৈতে ক্ষেত্র দশ যোজন প্রমাণ॥
জাজ-পুরে আছয়ে যতেক দেব-স্থান।
লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারি নাম॥
দেবালয় নাহি হেন নাহি তথা স্থান।
কেবল দেবের বাস জাজপুর গ্রাম॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে ন্যাসি-মণি।
স্নান করিলেন ভক্ত সংহতি আপনি॥
তবে প্রভু গেলা আদি বরাহ সম্ভাষে।
বিস্তর করিলা নৃত্য গীত প্রেম-রসে॥
বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি জাজপুর।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর॥
কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে
সভা ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে॥
প্রভু না দেখিয়া সভে হইল বিকল।
দেবালয় চাহি চাহি বুলেন সকল॥
না পাইয়া কোথাও প্রভুর অন্বেষণ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্ত-গণ॥
নিত্যানন্দ বোলে "সভে স্থির কর চিত্ত।
জানিলাম প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত॥
নিভৃতে ঠাকুর সব জাজ-পুর গ্রাম।
দেখিলেন দেবালয় যত পুণ্য স্থান॥
আমরা সভে ভিক্ষা করি এই ঠাঞি।
আজি থাকি কালি প্রভু পাইব এথাই"॥
সেই মত করিলেন সর্ব্ব ভক্ত-গণ।
ভিক্ষা করি আনি সভে করিল ভোজন॥
প্রভুও বুলিয়া সব জাজ-পুর গ্রাম।
দেখিয়া যতেক জাজ-পুর পুণ্য স্থান॥

সর্ব্ব ভক্ত-গণ যথা আছেন বসিয়া।
আর দিনে সেই স্থানে মিলিলা আসিয়া॥
আস্তে ব্যস্তে ভক্ত-গণ হরি হরি বলি।
উঠিলেন সভেই হইয়া কুতূহলী॥
সভাসহ প্রভু জাজপুর ধন্য করি।
চলিলেন হরি বলি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
হেন মতে মহানন্দে শ্রীগৌর-সুন্দর।
আইলেন কত দিনে কটক নগর॥
ভাগ্যবতীমহানদী-জলে করি স্নান।
আইলেন প্রভু সাক্ষীগোপালের স্থান॥
দেখি সাক্ষীগোপালের লাবণ্য মোহন।
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন॥
'প্রভু' বলি নমস্কার করেন স্তবন।
অদ্ভুত করেন প্রেম আনন্দ ক্রন্দন॥
যার মন্ত্রে সকল মূর্ত্তিতে বৈসে প্রাণ।
সেই প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-চন্দ্র নাম॥
তথাপিও নিরবধি করে দাস্য-লীলা।
অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা॥
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।
গুপ্ত কাশী বাস যথা করেন শঙ্কর॥
সর্ব্ব তীর্থ জল যথা বিন্দু বিন্দু আনি।
বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি॥
শিব-প্রিয় সরোবর জানি শ্রীচৈতন্য।
স্নান করি বিশেষে করিলা অতি ধন্য॥
দেখিলেন গিয়া প্রভু প্রকট শঙ্কর।
চতুর্দ্দিকে শিব-ধ্বনি করে অনুচর॥
চতুর্দ্দিকে সারি সারি ঘৃত-দীপ জ্বলে।
নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের দেখিয়া বিভব।
তুষ্ট হইলেন প্রভু সকল বৈষ্ণব॥
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব বিদ্যমানে॥
নৃত্য গীত শিব অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাত্রি রহিলা সেই গ্রামে গৌর-চন্দ্র॥
সেই স্থান শিব পাইলেন যেই মতে।
সেই কথা কহি স্কন্দ পুরাণের মতে॥
কাশী মধ্যে পূর্ব্বে শিব পার্ব্বতী সহিতে।
আছিলা অনেক কাল পরম নিভৃতে॥

তবে গৌরী সহ শিব গেলেন কৈলাস।
নর-রাজ-গণে কাশী করয়ে বিলাস॥
তবে কাশী-রাজ নামে হৈলা এক রাজা।
কাশী-পুর ভোগ করে করি শিব পূজা॥
দৈবে আসি কাল পাশ লাগিল তাহারে।
উগ্র তপে শিব পূজে কৃষ্ণে জিনিবারে॥
প্রত্যক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে।
বর মাগ বলিলে সে রাজা বর মাগে॥
এক বর মাগোঁ প্রভু তোমার চরণে।
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে॥
ভোলা-নাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ॥
তারে বলিলেন "রাজা চল যুদ্ধে তুমি।
তোর পাছে সর্ব্ব-গণ সহ আছি আমি॥
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছে
পাশু পত অস্ত্র লই মুঞি তোর পাছে॥"
পাইয়া শিবের বর সেই মূঢ়-মতি।
চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি॥
শিব চলিলেন তার পাছে সর্ব্ব-গণে।
তার পক্ষ হই যুদ্ধ করিবার মনে॥
সর্ব্ব-ভূত অন্তর্যামী দেবকী-নন্দন।
সকল বৃত্তান্ত জানিলেন সেই ক্ষণ॥
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ চক্র সুদর্শন।
এড়িলেন মহা-প্রভু সভার দলন॥
কারো অব্যাহতি নাহি সুদর্শন-স্থানে।
কাশী-রাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে॥
শেষে তার সম্বন্ধে সকল বারাণসী।
পোড়াইয়া সকল করিল ভস্মরাশি॥
বারাণসী-দাহ দেখে ক্রুদ্ধ মহেশ্বর।
পাশুপত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর॥
পাশুপত অস্ত্র কি করিব চক্রস্থানে।
চক্রতেজ দেখি পলাইল সেইক্ষণে॥
শেষে মহেশ্বর প্রতি যায়েন ধাইয়া।
চক্র-ভয়ে শঙ্কর যায়েন পলাইয়া॥
চক্রতেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।
পলাইতে দিক্ না পায়েন ত্রিলোচন॥
পূর্ব্বে যেন চক্রতেজে দুর্ব্বাসা পীড়িত।
শিবের হইল এবে সেই সব রীত॥

শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন স্থানে।
রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে॥
এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্রিলোচন।
ভয়ে ত্রস্ত হই গেল গোবিন্দ-শরণ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীনন্দন।
জয় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব জীবের শরণ॥
জয় জয় সু-বুদ্ধি কু-বুদ্ধি সর্ব্ব-দাতা।
জয় জয় স্রষ্টা হর্ত্তা সভার রক্ষিতা॥
জয় জয় অদোষদরশী কৃপা-সিন্ধু।
জয় জয় সন্তপ্ত জনের এক বন্ধু॥
জয় জয় অপরাধভঞ্জন চরণ।
দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইনু শরণ॥"
শুনি শঙ্করের স্তব সর্ব্বজীব-নাথ।
চক্র-তেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ॥
চতুর্দ্দিগে শোভা করে গোপ গোপী-গণ।
কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বোলেন বচন॥
"কেন শিব তুমিত জানহ মোর শুদ্ধি।
এতকালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি॥
কোন কীট কাশী-রাজ অধম নৃপতি।
তার লাগি যুদ্ধ কর আমার সংহতি॥
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন।
তোমারেও না সহে যাহার পরাক্রম॥
ব্রহ্ম অস্ত্র পাশু-পত অস্ত্র আদি যত।
পরম অব্যর্থ মহা অস্ত্র আর কত॥
সুদর্শন স্থানে কারো নাহি প্রতিকার।
যার অস্ত্র তারে চাহে করিতে সংহার॥
হেন ত না দেখি আমি সংসার ভিতর।
তোমা বই যে আমারে করে অনাদর॥"
শুনিয়া প্রভুর কাছে স-ক্রোধ উত্তর।
অন্তরে কম্পিত বড় হইল শঙ্কর॥
তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।
করিতে লাগিল শিব আত্ম-নিবেদন॥
"তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার॥
পবনে চালায় যেন শুষ্ক তৃণগণ।
এই মত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন॥
যে করাও প্রভু তুমি সেই জীব করে।
কেহ কেবা আছে যে তোমার মায়া তরে॥
বিশেষে দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার।
আপনারে বড় বই নাহি দেখি আর॥
তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
কি করিব প্রভু মুঞি অ-স্বতন্ত্র মতি॥
তোর পাদ-পদ্ম মোর একান্ত জীবন।
অরণ্যে থাকিব চিন্তি তোমার চরণ॥
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
মুঞি কি করিব প্রভু যে ইচ্ছা তোমার॥
তথাপিহ প্রভু মুঞি কৈনু অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ॥
এমত কু-বুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয়ে॥
যেন অপরাধ কৈনু করি অহঙ্কার।
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর॥
এবে আজ্ঞা কর প্রভু থাকিব কোথায়।
তোমা বই আর বা বলিব কার পায়॥"
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপাযুক্ত হৈয়া॥
"শুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান
সর্ব্ব গোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান॥
একাম্রক নাম বন স্থান মনোহর।
তথায় হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর॥
সেহ বারাণসী প্রায় সুরম্য নগরী।
সেই স্থান আমার পরম গোপ্য পুরী॥
সেহ স্থান শিব আজ কহি তোমা স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধু-তীরে বট-মূলে নীলাচল নাম।
ক্ষেত্র শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতি দিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু-কীট-কৃমি॥
সভারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণ।
ভুবন মঙ্গল করি কহি যে সে স্থান॥
নিদ্রায় যে স্থানে সমাধির ফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥

প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্ম্মল।
মৎস্য খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল॥
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড অধিকার।
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সভার॥
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে।
তোমারে দিলাম স্থান রহিবার তরে॥
ভক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর।
তথায় বিখ্যাত হৈবা শ্রীভুবনেশ্বর॥"
শুনিয়া অদ্ভুত পুরীমহিমা শঙ্কর।
পুনঃ শ্রীচরণ ধরি করিলা উত্তর॥
"শুন প্রাণ-নাথ মোর এক নিবেদন।
ম্যাঞ সে পরম অহঙ্কৃত সর্ব্ব-ক্ষণ॥
এতেকে তোমারে ছাড়ি আমি অন্য স্থানে।
থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে॥
তোমায় নিকটে থাকি সবে মোর মন।
দুষ্ট সঙ্গ দোষে ভাল নাহিক কখন॥
এতেকে আমারে যদি থাকে ভৃত্য জ্ঞান।
তবে প্রভু ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি শ্রীমুখে তোমার।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার॥
নিকৃষ্ট হইয়া প্রভু সেবিব তোমারে।
তথায় তিলেক স্থান দেহ প্রভু মোরে॥
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মন।"
এত বলি মহেশ্বর করেন ক্রন্দন॥
শিববাক্যে তুষ্ট হই শ্রীচন্দ্রবদন।
বলিতে লাগিলা তাঁরে করি আলিঙ্গন॥
"শুন শিব তুমি মোর নিজ দেহ সম।
যে তোমার প্রিয় সে মোহার প্রিয়তম॥
যথা তুমি তথা আমি ইথে নাহি আন।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম আমি স্থান॥
ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্ব্বথা আমার।
সর্ব্ব ক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার॥
একাম্রক বন যে তোমারে দিল আমি।
তাহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি॥
সেই ক্ষেত্র আমার পরমপ্রিয়স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবে সর্ব্বক্ষণ॥
যে আমার ভক্ত হই তোমা অনাদরে।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে॥"
হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান।
অদ্যাপিও বিখ্যাত ভুবনেশ্বর নাম॥
শিবপ্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে।
নৃত্য করে গৌর-চন্দ্র শিবের সাক্ষাতে॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পুরাণে।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে॥
"শিব রাম গোবিন্দ" বলিয়া গৌররায়।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায়॥
আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ॥
শিক্ষাগুরু ঈশ্বরের শিক্ষা যে না মানে।
নিজ দোষে দুঃখ পায় সেই সব জনে॥
সেই সব গ্রামে প্রভু ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে।
শিব-লিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে॥
পরম নিভৃত এক দেখি শিব-স্থান।
সুখী হৈল শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান॥
সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালয়।
সব দেখিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥
এই মতে সর্ব্বপথে সন্তোষে আসিতে।
উত্তরিলা আসি প্রভু কমলপুরেতে॥
দেউলের ধ্বজ মাত্র দেখিলেন দূরে।
প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে॥
অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুঙ্কার।
বিশাল গর্জ্জনে কম্প সর্ব্ব-দেহ-ভার॥
প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।
চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে॥
শ্রীমুখের অর্দ্ধ শ্লোক শুন সাবধানে।
যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে॥

তথাহি।

প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ স্মেরবক্ত্রারবিন্দো।
মামালোক্য স্মিতসুবদনো বালগোপালমূর্ত্তিঃ॥

অন্বয়ঃ।—স্মেরবক্ত্রারবিন্দঃ বালগোপাল-

মূর্ত্তিঃ মাম্ আলোক্য স্মিতসুবদনঃ (সন্) (মম) পুরঃ প্রাসাদাগ্রে নিবসতি॥

**অনুবাদ।**— যাঁহার বদন বিকসিত কমলের সদৃশ সেই বালগোপালমূর্ত্তি আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্তে মুখশোভা বিস্তার করিয়া আমার সম্মুখে প্রাসাদাগ্রে অবস্থান করিতেছেন॥

প্রভু বোলে "দেখ প্রাসাদের অগ্র মূলে।
হাসেন আমারে দেখি শ্রীবালগোপালে॥"
এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পঢ়িয়া পঢ়িয়া।
আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া॥
সে দিনের যে আছাড় যে আর্ত্তি ক্রন্দন।
অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন॥
চক্রপ্রাত দৃষ্টি মাত্র করেন সকলে।
সেই শ্লোক পঢ়িয়া পড়েন ভূমি-তলে॥
এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।
সর্ব্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে॥
ইহারে সে বলি প্রেমময় অবতার।
এ শক্তি চৈতন্য বহি অন্যে নাহি আর॥
পথে যত দেখয়ে সুকৃতি নরগণ।
তারা বোলে "এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ॥"
চতুর্দ্দিকে বেঢ়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আনন্দ-ধারায় পূর্ণ সভার নয়ন॥
সভে চারি দণ্ডের পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর তিনেতে আসি হইল প্রবেশে॥
আইলেন মাত্র প্রভু আঠারনালায়।
সর্ব্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গৌররায়॥
স্থির হই বসিলেন প্রভু সভা লৈয়া।
সভারে বলেন অতি বিনয় করিয়া॥
"তোমরা ত আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
দেখাইলা আনি জগন্নাথ মহারাজ॥
এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে তাহা বল মোরে॥"
মুকুন্দ বোলেন "তবে আগে তুমি যাও।
"ভাল" বলি চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রায়॥
মত্তসিংহ-গতি জিনি চলিলা সত্বর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পুরীর ভিতর॥

প্রবেশ হইলা গৌরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেমজলে॥
ঈশ্বর-ইচ্ছায় সার্ব্বভৌম সেই কালে।
জগন্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে॥
হেন কালে গৌর-চন্দ্র জগত-জীবন।
দেখিলেন জগন্নাথ-সুভদ্রা-সঙ্কর্ষণ॥
দেখি মাত্র প্রভু করি পরম হুঙ্কার।
ইচ্ছা হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার॥
লম্ফ দেন বিশ্বম্ভর আনন্দে বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে ছুটে সব নয়নের জল॥
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত॥
অজ্ঞ পড়িহার সব উঠিল মারিতে।
আথে ব্যথে সার্ব্বভৌম পড়িলা পৃষ্ঠেতে॥
হৃদয়ে চিন্তেন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"এত শক্তি মনুষ্যের কোন কালে নয়॥
এ হুঙ্কার এ গর্জ্জন এ প্রেমের ধার।
যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার॥
এই জন হেন বুঝি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।"
এই মত চিন্তে সার্ব্বভৌম অতি ধন্য॥
সার্ব্বভৌম-নিবারণে সর্ব্ব পড়িহারি।
রহিলেন দূরে সভে মহা ভয় করি॥
প্রভু সে হইয়া আছে অচেতন প্রায়।
দেখি মাত্র জগন্নাথ নিজ প্রিয়কায়॥
কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বেদেও এ সব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর॥
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্ব্যূহ রূপে।
আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝয়ে ঈশ্বরের শক্তি॥
আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে।
বেদে ভাগবতে এই মত সে বাখানে॥'
তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে।
তাহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার-কারণে॥
মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব আবেশে।
বাহ্য গেল দূরে প্রেম-সিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
আবরিয়া সার্ব্বভৌম আছেন আপনে।
প্রভুর আনন্দ-মূর্চ্ছা না হয় খণ্ডনে॥

শেষে সার্ব্বভৌম যুক্তি করিলেন মনে।
প্রভু লই যাইবারে আপন ভবনে॥
সার্ব্বভৌম বোলে "ভাই পড়িছারিগণ।
সভে তুলি লহ এই পুরুষ রতন॥"
পাণ্ডুবিজয়ের যত নিজ ভৃত্য-গণ।
সভে প্রভু কোলে করি করিলা গমন॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন।
হেন রূপে সার্ব্বভৌম-মন্দিরে গমন॥
চতুর্দ্দিগে হরিধ্বনি করিয়া করিয়া।
বহিয়া আনেন সভে হরিষ হইয়া॥
হেনই সময়ে সর্ব্বভক্ত সিংহ-দ্বারে।
আসিয়া মিলিলা সভে হরিষ অন্তরে॥
পরম অদ্ভুত সব দেখেন আসিয়া।
পিপীলিকা-গণ যেন অন্ন যায় লয়া॥
এই মত প্রভুরে আনেন লোক ধরি।
লইয়া যায়েন সভে মহানন্দ করি॥
সিংহ-দ্বারে নমস্করি সর্ব্ব ভক্তগণ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন॥
সর্ব্ব লোকে ধরি সার্ব্বভৌমের মন্দিরে।
আনিলেন কপাট পড়িল তার দ্বারে॥
প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ।
দেখি হইলা সার্ব্বভৌম হরষিত মন॥
যথাযোগ্য সম্ভাষা করিয়া সভসানে।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ততক্ষণে॥
বড় সুখী হইলা সার্ব্বভৌম মহাশয়।
আর তার কিবা ভাগ্যফলের উদয়॥
যার কীর্ত্তি মাত্র সর্ব্ববেদে ব্যাখ্যা করে।
অনায়াসে সে ঈশ্বর আইলা তার ঘরে॥
নিত্যানন্দে দেখি সার্ব্বভৌম মহাশয়।
লইলা চরণধূলি করিয়া বিনয়॥
মনুষ্য দিলেন সার্ব্বভৌম সভাসনে।
চলিলেন সভে জগন্নাথ-দরশনে॥
যে মনুষ্য যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করেন করিয়া যোড়-হাত॥
"স্থির হই জগন্নাথ সভেই দেখিবা।
পূর্ব্ব গোসাঞিির মত কেহ না করিবা॥
কিরূপ তোমরা সব না পারি বুঝিতে।
স্থির হই দেখ, তবে যাই দেখাইতে॥
যেরূপ তোমার করিলেন এক জনে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিনু তান।
সে আছাড়ে অন্যের কি দেহে রহে প্রাণ॥
এতেকে তোমরা সব অচিন্ত্যকথন।
সম্বরিয়া দেখিবা করিলুঁ নিবেদন॥"
শুনি সব হাসিতে লাগিলা ভক্ত-গণ।
"চিন্তা নাহি" বলি সভে করিলা গমন॥
আসি দেখিলেন চতুর্ব্ব্যূহ জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ সাথ॥
দেখি সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ প্রদাক্ষণ করেন স্তবন॥
প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সভার গলে সন্তোষিত হইয়া॥
আজ্ঞা মালা পাইয়া সভে সন্তোষিত মনে।
আইলা সত্বরে সার্ব্বভৌমের ভবনে॥
প্রভুর আনন্দ মূর্চ্ছা হইল যেমতে।
বাহ্য নাহি তিলেক আছেন সেই মতে॥
বসিয়া আছেন সার্ব্বভৌম পদতলে।
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ 'রাম কৃষ্ণ' বোলে॥
অচিন্ত্য অগম্য গৌর-চন্দ্রের চরিত।
তিন প্রহরেও বাহ্য নহে কদাচিত॥
ক্ষণেকে উঠিলা সর্ব্ব-জগত-জীবন।
হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্ত-গণ॥
স্থির হই প্রভু জিজ্ঞাসেন সভা-স্থানে।
"কহ দেখি আজি মোর কোন বিবরণে?"
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
"জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্চ্ছা গেলা॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আসিলেন সেই স্থানে।
ধরি তোমা আনিলেন আপন ভবনে॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই পরবশ।
বাহ্য না জানিলা তিন প্রহর দিবস॥
এই সার্ব্বভৌম নমস্করেন তোমারে।"
আস্তেব্যস্তে প্রভু সার্ব্বভৌমে কোলে করে॥
প্রভু বোলে "জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্ব্বভৌমের আলয়॥
পরম সন্দেহ চিত্তে আছিল আমার।
কি রূপে পাইব আমি সংহতি তোমার॥

কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে।"
এত বলি সার্ব্বভৌমে চাহি প্রভু হাসে॥
প্রভু বোলে "শুন আজি আমার আখ্যান।
জগন্নাথ আসি দেখিলাঙ বিদ্যমান॥
জগন্নাথ দেখি চিত্তে হইল আমার।
ধরি আনি বক্ষমাঝে থুই আপনার॥
ধরিতে গেলাম মাত্র জগন্নাথ আমি।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি॥
দৈবে সার্ব্বভৌম আজি আছিলা নিকটে।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহা সঙ্কটে॥
আজি হৈতে এই আমি বলি দঢ়াইয়া।
জগন্নাথ দেখিবাঙ বাহিরে থাকিয়া॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব।
গরুড়ের পাছে রহি ঈশ্বর দেখিব॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলুঁ জগন্নাথ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমাত॥"
নিত্যানন্দ বোলে "বড় এড়াইলে ভাল।
বেলা নাহি এবে স্নান করহ সকাল॥"
প্রভু বোলে "নিত্যানন্দ সম্বরিবা মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥"
তবে কতক্ষণে স্নান করি প্রেমসুখে।
বসিলেন সভার সহিত হাস্য-মুখে॥
বহু-বিধ মহা-প্রসাদ আনিয়া সত্বর।
সার্ব্বভৌম থুইলেন প্রভুর গোচর॥
মহাপ্রসাদেরে প্রভু ক র নমস্কার।
বসিলা ভু ঞ্জতে লই সর্ব্ব পরিবার॥
প্রভু বোলে "বিস্তর লাফরা মোরে দেহ।
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সে লহ॥"
এই মত বলি প্রভু মহাপ্রেমরসে।
লাফরা খায়েন সর্ব্ব ভক্ত-গণ হাসে॥
জন্ম জন্ম সার্ব্বভৌম প্রভুর পার্ষদ।
অন্যথা অন্যের নাহি হয় এ সম্পদ॥
সুবর্ণথালীতে অন্ন আনিয়া আপনে।
সার্ব্বভৌম দেন প্রভু করেন ভোজনে॥
সে ভোজনে যতেক হইল প্রেমরঙ্গ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ।
অশেষ কৌতুকে করি ভোজন বিলাস।
বসিলেন প্রভু ভক্তবর্গ চারি-পাশ॥
নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারঙ্গ।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ॥
শেষ খণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেম-জলে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্য-ভৌম-সম্মেলনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

## তৃতীয় অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।
জয় জয় নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠনায়ক কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় ন্যাসি-চূড়ামণি দীনবন্ধু॥
শেষ খণ্ড কথা ভাই শুন এক চিতে!
শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র বিহরিল যেন মতে॥
অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাঙ্গের কথা।
ব্রহ্মা শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্ব্বথা॥
অতএব শ্রীচৈতন্যকথার শ্রবণে।
সভার সন্তোষ হয় দুষ্ট-গণ বিনে॥
শুন শেষখণ্ড কথা চৈতন্য-রহস্য।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
আত্ম সংগোপন করি আছে কুতূহলে॥
যদি তিঁহো ব্যক্ত না করেন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে॥
দৈবে একদিন সার্ব্বভৌমের সহিতে।
বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভৃতে॥
প্রভু বোলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
তোমারে কহি যে আমি আপন হৃদয়॥
জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি।
উদ্দেশ্য আসার মূল এথা আছ তুমি॥
জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা।
তুমি সে আমার বন্ধ ছিণ্ডিবে সর্ব্বথা॥
তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
তুমি সে দিবারে পার কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি॥

এতেকে তোমার আমি লইনু আশ্রয়।
তাহা কর যেরূপে আমার ভাল হয়॥
কি বিধি করিব মুঞি থাকিমু কিরূপে।
যেমতে না পড়োঁ মুঞি এ সংসারকূপে॥
সর্ব্ব উপদেশ মোরে কহ অমায়ায়।
আমি সে তোমার হই জান সর্ব্বথায়॥"
এইমতে অনেক প্রকারে মায়া করি।
সার্ব্বভৌম প্রতি কহিলেন গৌরহরি॥
না জানিয়া সার্ব্বভৌম ঈশ্বরের মর্ম্ম।
কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম্ম॥
সার্ব্বভৌম বোলেন "কহিলা যত তুমি।
সকল তোমার ভাল বাসিলাঙ আমি॥
যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয়।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব সে কহিলে কভু নয়॥
কৃষ্ণ-কৃপা হইয়াছে তোমার উপরে।
সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে॥
পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে।
তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে॥
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে।
প্রথমেই বদ্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে॥
দণ্ড ধরি মহাজ্ঞানী হয় আপনারে।
কাহারেও বোল যোড় হস্ত নাহি করে॥
যার পদধূলি লইতে বেদের বিহিত।
হেন জনে নমস্করে তবু নহে ভীত॥
অহঙ্কার-ধর্ম্ম এই কভু ভাল নহে।
বুঝ এই ভাগবতে যেন মত কহে॥

তথাহি ( ভাঃ ১১।২৯।১৬ ; ৩।২৯।৩৪)—

প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্।
প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥১॥

**অন্বয়ঃ**।—তত্রৈব জীবকলয়া ভগবান্ প্রবিষ্টঃ ইতি ( মত্বা ) আশ্বচাণ্ডালগোখরং ভূমৌ দণ্ডবৎ প্রণমেৎ ॥১॥

**অনুবাদ**।—তথায় জীবরূপ নিজ-অংশে ভগবান্ নিজেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন ইহা মনে করিয়া কুক্কুর চাঁণ্ডাল এবং গর্দ্দভ হইতে আরম্ভ করিয়া সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে ॥১॥

ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সভারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্ম-ধ্বজী যার ইথে নয় রতি॥
শিখাসূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ।
নমস্কার করে আসি মহামহাভাগ॥
প্রথমে শুনিয়ে এই এক অপচয়।
এবে আর শুন সর্ব্বনাশ বুদ্ধিক্ষয়॥
জীবের স্বভাব ধর্ম্ম ঈশ্বর-ভজন।
তাহা ছাড়ি আপনারে বোলে 'নারায়ণ'॥
গর্ভ-বাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা।
যাহার প্রসাদে হৈল বুদ্ধিজ্ঞানশিক্ষা॥
যার দাস্য লাগি শেষ-অজ-ভব-রমা।
পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা॥
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহার দাসে করে।
লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বোলে আপনারে॥
নিদ্রা গেলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে।
আপনারে 'নারায়ণ' বোলে হেন জনে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ সর্ব্ববেদে কয়।
পিতারে সে ভক্তি করে যে সু-পুত্র হয়॥

তথাহি শ্রীগীতায়াম্ ( ৯।১৭ )—

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ॥

ইহার অন্বয়াদি পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। আমিই সর্ব্বজগতের স্রষ্টা, মাতা পিতা, পিতামহ' ইহাই ফলিতার্থ।

গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনেরে সন্ন্যাসলক্ষণ।
শুন এই যাহা কহিয়াছেন নারায়ণ॥

তথাহি গীতা ( ৬।১ )—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ ॥২॥

**অন্বয়ঃ**।—যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি সঃ চ সন্ন্যাসী চ যোগী,—নিরগ্নিঃ অক্রিয়ঃ ন চ ( তথা ) ॥২॥

**অনুবাদ**।—( শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন )। কর্ম্মফল কামনা না করিয়া যিনি শাস্ত্রবিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী এবং প্রকৃত যোগী; ইহার

বিপরীত হইলে তিনি অগ্নিহোত্রাদি এবং বিহিত কর্ম্মাদির ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই প্রকৃত সন্ন্যাসী এবং যোগী নামে আখ্যাত হইতে পারেন না ॥২।

নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন।
তাহারে সে বলি যোগি-সন্ন্যাসি-লক্ষণ॥
বিষ্ণু-ক্রিয়া না করিয়া পরান্ন খাইল।
কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বোলে॥

তথাহি—( ভাং ৪।২৯।৪৯—৫০ )—

তৎ কর্ম্ম হরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥ ৩।

অন্বয়ঃ।—যৎ হরিতোষং তৎ কর্ম্ম, যয়া তন্মতিঃ ( ভবেৎ ) সা বিদ্যা ( যতঃ ) হরিঃ দেহভৃতাম্ আত্মা ( সঃ ) স্বয়ং প্রকৃতিঃ ঈশ্বরঃ ॥৩।

অনুবাদ।—যাহার দ্বারা সর্ব্বভূতের অধীশ্বর হরির তুষ্টি সম্পাদিত হয় তাহাই যথার্থ কর্ম্ম এবং যাহার দ্বারা সেই পরমপুরুষে মতি হয় তাহাই বিদ্যা ; যেহেতু শ্রীহরি সকল দেহধারী জীবেরই আত্মা, তিনি স্বয়ংই সর্ব্বজগতের কারণ এবং ঈশ্বর ॥৩।

তাহারে সে বলি কর্ম্ম ধর্ম্ম সদাচার।
ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সম্মত সভার॥
তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে যে করায় স্থির মন॥
সভার জীবন কৃষ্ণ জনক সভার।
হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব্ব ব্যর্থ তার॥
যদি বল শঙ্করের মত সেহো নহে।
তার অভিপ্রায় দাস্য তাঁরি মুখে কহে॥

তথাহি শঙ্করাচার্য্য-বাক্যম্।—

যদ্যপি ভেদাপগমে
নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ৪।

অন্বয়ঃ।—হে নাথ! ভেদস্য অপগমে সতি অহং তব ( ভবামি ) ত্বং মামকীনঃ ন, তরঙ্গঃ হি সামুদ্রঃ, সমুদ্রঃ তারঙ্গঃ কচন ন ॥৪।

অনুবাদ।—হে নাথ! জীবে ও তোমাতে ভেদের নিরসন হইলেও ( অর্থাৎ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও ) আমিই তোমার অধীন কিন্তু তুমি আমার অধীন নহ। যেহেতু ইহা নিশ্চিত যে সমুদ্র ও তরঙ্গে ভেদ না থাকিলেও তরঙ্গই সমুদ্রসম্ভব সমুদ্র কদাচ তরঙ্গসম্ভব নহে। ৪ ॥

যদ্যপিও জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।
সর্ব্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব্ব ঠাঞি॥
তবু তোমা হৈতে সে হইয়াছি আমি।
আমা হইতে নাহি কভু হইয়াছ তুমি॥
যেন সমুদ্রের সে তরঙ্গ লোকে বলে।
তরঙ্গের সমুদ্র না হয় কোন কালে॥
অতএব জগত তোমার তুমি পিতা।
ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা॥
যাহা হৈতে হয় জন্ম যে করে পালন।
তারে যে না ভজে বর্জ্জ্য হয় সেই জন॥
এই শঙ্করের বাক্য এই অভিপ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্য্যে মুড়ায়?
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি নারায়ণ।
বলিবেক প্রেম-ভক্তি যোগে অনুক্ষণ॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায়॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেন পথে প্রবিষ্ট হইলা কেনে তুমি॥
যদি কৃষ্ণভক্তিযোগে করিবে উদ্ধার।
তবে শিখাসূত্রত্যাগে কোন লভ্য আর॥
যদি বল মাধবেন্দ্র আদি মহাভাগ।
তাহারাও করিয়াছে শিখাসূত্রত্যাগ॥
তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমতে হইব অধিকার॥
সে সব মহান্ত শেষ ত্রিভাগ বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে॥
যৌবন-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমতে হইবে সন্ন্যাসের অধিকার॥
পরমার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে॥
যোগেন্দ্রাদি-সভের যে দুর্ল্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছ এমত প্রমাদ॥"

শুনি ভক্তিযোগ সার্ব্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
প্রভু বোলে "শুন সার্ব্বভৌম মহাশয়।
'সন্ন্যাসী' আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের বিরহে মুঞি বিক্ষিপ্ত হইয়া।
বাহির হইনু শিখা সূত্র মুড়াইয়া॥
'সন্ন্যাসী' করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রীত।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি"॥
প্রভু হই নিজ দাস মোহে হেন মতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিবে কেমতে॥
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে।
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাহাতেও ঈশ্বরের মহা-প্রীত হয়॥
সর্ব্বকাল ভৃত্য সঙ্গে প্রভু ক্রীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে॥
যেমতে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাস ভজেন আপনে॥
এই তান স্বভাব যে সেবক-বৎসল।
ইহা তানে নিবারিতে কার আছে বল॥
হাসে প্রভু সার্ব্বভৌমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্ব্বভৌম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া॥
সার্ব্বভৌম বোলেন "আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্র মতে তুমি বন্দ্য উপাসক আমি॥
তুমি যে আমারে স্তব কর যুক্ত নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয়॥"
প্রভু বোলে "ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্ব্ব ভাবে তোমার লইলু মুঞি ছায়া॥"
হেন মতে প্রভু ভৃত্য সঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌর-সুন্দরের লীলা॥
প্রভু বোলে "মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাঙ ভাগবত॥
যতেক সংশয় চিত্তে আছয়ে আমার।
তোমা বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর॥"
সার্ব্বভৌম বোলে "তুমি সকল বিদ্যায়।
পরম প্রবীণ আমি জানি সর্ব্বথায়॥
কোন ভাগবত অর্থ না জান বা তুমি।
তোমারে বা কো[illegible] প্রবোধিব আমি॥
তথাপিহ অন্যোন্যে ভক্তির বিচার।
করিবেক সুজনের স্বভাব ব্যভার॥
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন স্থানে।
আছে, তাহা যথা শক্তি করিব বাখানে॥"
তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ঈষৎ হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট আখরিয়া॥

তথাহি (ভাঃ ১।৭।১০)—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥৫॥

অন্বয়ঃ।—আত্মারামাঃ মুনয়ঃ চ নির্গ্রন্থাঃ অপি উরুক্রমে অহৈতুকীং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি, (যতঃ) হরিঃ ইত্থম্ভূতগুণঃ (ভবতিঃ)॥৫।

অনুবাদ।—আত্মারাম মুনিগণও সর্ব্ববন্ধ বিমুক্ত হইয়াও অসীমৈশ্বর্য্যশালী হরিতে ফলকামনাশূন্য ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন যেহেতু শ্রীহরির গুণই এই প্রকার (যে তাহাতে সকলেই স্বতঃ আকৃষ্ট হয়)।৫।

সরস্বতী-পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিলা সার্ব্বভৌম বাখানিতে॥
সার্ব্বভৌম বোলেন "শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণ-পদে ভক্তি সে সভার মূল তত্ত্ব॥
সর্ব্ব কাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন॥
এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ-ভক্তি।
হেন কৃষ্ণ গুণের স্বভাব মহা-শক্তি॥
হেন কৃষ্ণ গুণ নাম মুক্ত সব গায়।
ইথে অনাদর যার সেই নাশ যায়॥"
এই মত নানামত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্ব্বভৌম আবিষ্ট হইয়া॥
ত্রয়োদশ প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন 'আর শক্তি নাহিক' বলিয়া॥
ঈষৎ হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কয়।
"যত বাখানিলে তুমি সব সত্য হয়॥
এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যান।
বুঝ দেখি বিচারিয়া হয় কি প্রমাণ॥"
তখন বিস্মিত সার্ব্বভৌম মহাশয়।
"আরো অর্থ নরের শক্তিতে কভু হয়॥

আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখানে।
যাহা কেহ কোন কল্পে উদ্দেশ না জানে॥
ব্যাখ্যা শুনি সার্ব্বভৌম পরম বিস্মিত।
মনে ভাবে "এই কিবা ঈশ্বর বিদিত॥"
শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্ম-ভাবে হইলা ষড়্ভুজ অবতার॥
প্রভু বোলে "সার্ব্বভৌম কি তোর বিচার।
সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অধিকার॥
সন্ন্যাসী কি আমি হেন তোর চিত্তে লয়।
তোর লাগি এথা আমি হইলুঁ উদয়॥
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলে জীবন।
অতএব তোরে আমি দিলুঁ দরশন॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুঞি বহি নাহি আর॥
জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ প্রেম-দাস।
অতএব তোরে আমি হইলুঁ প্রকাশ॥
সাধু উদ্ধারিমু দুষ্ট বিনাশিমু সব।
চিন্তা কিছু নাহি তোর পড় মোর স্তব॥"
অপূর্ব্ব ষড়্ভুজ মূর্ত্তি কোটিসূর্য্যময়।
দেখি মূর্চ্ছা গেলা সার্ব্বভৌম মহাশয়॥
বিশাল করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
আনন্দে ষড়্ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
বড় সুখী প্রভু সার্ব্বভৌমেরে অন্তরে।
'উঠ' বলি শ্রীহস্ত দিলেন তান শিরে॥
শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইল চেতন।
তথাপি আনন্দে জড়, না স্ফুরে বচন॥
করুণাসমুদ্র প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তার হৃদয়-উপর॥
পাই শ্রীচরণ সার্ব্বভৌম মহাশয়।
হইলা কেবল পরানন্দ-প্রেমময়॥
দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি প্রেমানন্দে।
"আজি সে পাইলুঁ চিত্ত-চোর" বলি কান্দে॥
আর্ত্তনাদে সার্ব্বভৌম করেন রোদন।
ধরিয়া অপূর্ব্ব পাদপদ্ম রমাধন॥
"প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রাণ-নাথ।
মুঞি অধমেরে প্রভু কর দৃষ্টিপাত॥
তোমারে সে মুঞি পাপী শিখাইলুঁ ধর্ম্ম।
না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম্ম॥
হেন কোন আছে প্রভু তোমার মায়ায়।
মহা যোগেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায়॥
সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন শক্তি।
এবে দেহ তোমার চরণে প্রেম-ভক্তি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভ-জাত॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বপ্রাণ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু ধর্ম্ম-ত্রাণ॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদিলোকের ঈশ্বর।
জয় জয় শুদ্ধসত্ত্ব-রূপ ন্যাসি-বর॥"
পরম সু-বুদ্ধি সার্ব্বভৌম মহামতি।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ করে স্তুতি॥

তথাপি (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে) (৬)—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাবিষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥ ৬॥

**অন্বয়ঃ।**—যঃ কালাৎ নষ্টং নিজং ভক্তিযোগং প্রাবিষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা আবির্ভূতঃ (হে) চিত্তভৃঙ্গঃ তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং॥৬॥

**অনুবাদ।**—(শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর স্তব করিতেছেন) যিনি কালপ্রভাবে অন্তর্হিত নিজ ভক্তিযোগের প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমার চিত্তরূপ রসলুব্ধ ভ্রমর তাঁহার রসনিলয় চরণরূপ কমলে অতিশয় গাঢ়রূপে বিলীন হউক॥৬॥

কাল-বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে।
পুনর্ব্বার নিজ ভক্তি প্রকাশ কারণে॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নাম প্রভু অবতার।
তাঁর পাদ-পদ্মে চিত্ত রহুক আমার॥

তথাহি তত্রৈব—



গৌরাঙ্গের ষড়্ভুজ মূর্ত্তি।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীর ধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥৭।

**অন্বয়ঃ।**—যঃ কৃপাম্বুধিঃ পুরাণঃ একঃ পুরুষঃ বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীরধারী (ভবতি) অহং তং প্রপদ্যে ॥৭।

**অনুবাদ।** যে করুণা সাগর অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ বৈরাগ্যবিদ্যা এবং স্বীয় ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ অবতার গ্রহণ করিয়াছেন আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম ॥৭।

বৈরাগ্য সহিত নিজ ভক্তি বুঝাইতে।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তনু পুরুষ পুরাণ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান ॥
হেন কৃপাসিন্ধুর চরণ গুণ নাম।
স্ফুরুক্ আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥
এই মত সার্ব্বভৌম শত শ্লোক করি।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদ-পদ্ম ধরি ॥
"পতিত তারিতে সে তোমার অবতার।
মুঞি পতিতেরে প্রভু করহ উদ্ধার ॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে।
বিদ্যা-ধনে-কুলে তোমা জানিমু কেমনে ॥
এবে এই কৃপা কর সর্ব্বজীবনাথ।
অনর্নিশ চিত্ত মোর রহুক তোমাত ॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু তোমার বিহার।
তুমি না জানাইলে জানিবারে শক্তি কার ॥
আপনেই দারুব্রহ্ম রূপে নীলাচলে।
বসিয়া আছহ ভোজনের কুতুহলে ॥
আপন প্রসাদ কর' আপনে ভোজন।
আপনে আপনা' দেখি করহ ক্রন্দন ॥
আপনে আপনা দেখি হও মহা-মত্ত।
এতেকে কে বুঝে প্রভু! তোমার মহত্ত্ব ॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র।
আর জানে যে জন তোমার কৃপাপাত্র ॥
মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে।
যাতে মোহ মানে অজ ভব দেবগণে ॥"
এই মত অনেক করিয়া কাকুর্ব্বাদ।
স্তুতি করে সার্ব্বভৌম পাইয়া প্রসাদ ॥
শুনিয়া ষড়্-ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
হাসি সার্ব্বভৌম প্রতি বলিলা বচন ॥
"শুন সার্ব্বভৌম তুমি আমার পার্ষদ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ ॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন।
অনেক করিয়াছ তুমি মোর আরাধন ॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥
যতেক কহিলা তুমি সব সত্য কথা।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অন্যথা ॥
শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলা স্তবন।
যে জন করিবে ইহা শ্রবণ পঠন ॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয়।
'সার্ব্বভৌম শতক' যে হেন কীর্ত্তি রয় ॥
যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার।
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর ॥
যতেক দিবস মুঞি থাকি পৃথিবীতে।
তাবত নিষেধ কৈলু কাহারে কহিতে ॥
আমার দ্বিতীয় দেহ নিত্যানন্দ-চন্দ্র।
ভক্তি কার সেবহ তাঁহার পদ-দ্বন্দ্ব ॥
পরম নিগূঢ় তিঁহো আমার বচনে।
আমি যারে জানাই সেই জন জানে তানে ॥"
এই সব তত্ত্ব সার্ব্বভৌমেরে কহিয়া।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য্য সম্বরিয়া ॥
চিনি নিজ প্রভু সার্ব্বভৌম মহাশয়।
বাহ্য আর নাহি হৈল পরানন্দময় ॥
যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য গুণগ্রাম।
সে যায় সংসার তরি শ্রীচৈতন্য-ধাম ॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণ-কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্ব্বথা ॥
হেন মতে করি সার্ব্বভৌমেরে উদ্ধার।
নীলাচলে করে প্রভু কীর্ত্তন-বিহার ॥
নিরবধি নৃত্য-গীত আনন্দ-আবেশে।
রাত্রি দিন না জানেন প্রভু প্রেম-রসে ॥

নীলাচল-বাসী সব অপূর্ব্ব দেখিয়া ।
সর্ব্বলোকে 'হরি' বোলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥
প্রভুকে 'সচল জগন্নাথ' লোকে বোলে ।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে ॥
যে পথে যায়েন চলি শ্রীগৌরসুন্দর ।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর ।
যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণযুগল ।
সে স্থানের ধূলি লুট করয়ে সকল ॥
ধূলিলুট পায় মাত্র যে সুকৃতি জন ।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্যকথন ॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য অনুপম ।
দেখিতেই সর্ব্ব-চিত্ত হরে' অবিরাম ॥
নিরবধি শ্রীআনন্দ-ধারা শ্রীনয়নে ।
'হরে কৃষ্ণ' নাম মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥
চন্দন মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ।
মত্ত সিংহ জিনি গতি মন্থর সুন্দর ॥
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহ্য নাঞি ।
ভক্তি-রসে বিহরেন চৈতন্যগোসাঞি ॥
কতদিন বিলম্বে পরমানন্দ-পুরী ।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ পর্য্যটন করি ॥
দূরে প্রভু দেখিয়া পরমানন্দপুরী ।
সম্ভ্রমে উঠিল প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রিয় ভক্ত দেখি প্রভু পরম হরিষে ।
স্তুতি করি নৃত্য করে মহা প্রেম-রসে ॥
বাহু তুলি বলিতে লাগিলা "হরি হরি ।
দেখিলাঙ নয়নে পরমানন্দপুরী ॥
আজি ধন্য, লোচন সফল, ধন্য জন্ম ।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্বধর্ম্ম ॥"
প্রভু বোলে "আজি মোর সফল সন্ন্যাস ।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥"
এত বলি প্রিয় ভক্ত লই প্রভু কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥
পুরীও প্রভুর চন্দ্র-শ্রীমুখ দেখিয়া ।
আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ॥
কতক্ষণে অন্যোন্যে করেন পরণাম ।
পরমানন্দপুরী চৈতন্যের প্রেম-ধাম ॥
পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়া ।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্ষদ করিয়া ॥

নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দপুরী ।
রহিলা আনন্দে পাদপদ্ম সেবা করি ॥
মাধব-পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয় ।
শ্রীপরমানন্দপুরী তনু প্রেম রসময় ॥
দামোদর স্বরূপ মিলিলা কত দিনে ।
রাত্রি দিনে যাহার বিহার প্রভু সনে ॥
দামোদরস্বরূপ সংগীতরসময় ।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥
দামোদর স্বরূপ পরমানন্দপুরী ।
শেষ খণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥
এই মতে নীলাচলে যে যে ভক্তগণ ।
অল্পে অল্পে আসি হইলা সভার মিলন ॥
যে যে পার্ষদের জন্ম উৎকলে হইলা ।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা ॥
মিলিলা প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রেমের শরীর ।
পরমানন্দ রামানন্দ দুই মহা-ধীর ॥
দামোদর পণ্ডিত শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত ।
কত দিনে আসিয়া হইলা উপনীত ॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী নৃসিংহের দাস ।
যাহার শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥
কীর্ত্তনে বিহরে নরসিংহ গোসাঞিরূপে ।
জানিয়া রহিলা আসি প্রভুর সমীপে ॥
ভগবান্ আচার্য্য আইলা মহাশয় ।
শ্রবণেও যারে নাহি পরশে বিষয় ॥
এই মত যতেক সেবক যথা ছিলা ।
সভেই প্রভুর পাশে আসিয়া মিলিলা ॥
প্রভু দেখি সভার হইল দুঃখ নাশ ।
সভে করে প্রভুসঙ্গে কীর্ত্তন বিলাস ॥
সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি ।
কীর্ত্তন করেন সব ভক্তের সংহতি ॥
চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহা-ধীর ।
পরম উদ্দাম এক স্থানে নহে স্থির ॥
জগন্নাথ দেখিয়া যায়েন ধরিবারে ।
পড়িছারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥
এক দিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে ।
বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥
উঠিতেই পড়িহারি ধরিলেক হাতে ।
ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ সাতে ॥

নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলায়।
মালা লই পরিলেন গলে আপনার॥
মালা পরি চলিলেন গজেন্দ্রগমনে।
পড়িহারি উঠিয়া চিন্তয়ে মনে মনে॥
"এই অবধূতের মনুষ্য-শক্তি নহে।
বলরাম স্পর্শে কি অন্যের দেহ রহে॥
মত্ত হস্তী ধরি মুঞি পারোঁ রাখিবারে।
আমি ধরিলেও কি মনুষ্য যাইতে পারে॥
হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলু।
তৃণ প্রায় হই গিয়া কোথায় পড়িলু॥"
এই মত চিন্তে পড়িহারী মহাশয়।
নিত্যানন্দ দেখিলেই করয়ে বিনয়॥
নিত্যানন্দ স্বরূপ সভারে বাল্য-ভাবে।
আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে॥
তবে কত দিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।
সমুদ্র-তীরেতে আসি করিলা বসতি॥
সিন্ধুতীর স্থান অতি রম্য মনোহর।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর॥
চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ-পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি 'হরেকৃষ্ণ' বোলে শ্রীবদনে॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ-অতি মনোহর।
চতুর্দ্দিগে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর॥
সমুদ্রের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি॥
গঙ্গা যমুনার যত ভাগ্যের উদয়।
তাহা পাইলেন এবে সিন্ধু মহাশয়॥
হেন মতে সিন্ধু-তীরে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বসতি করেন লই সর্ব্ব অনুচর॥
সর্ব্ব রাত্রি সিন্ধু-তীরে পরম-বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে॥
তাণ্ডবপণ্ডিত প্রভু নিজ প্রেমরসে।
করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভাসে॥
রোমহর্ষ অশ্রু কম্প হুঙ্কার গর্জ্জন।
স্বেদ বহুবিধ-বর্ণ হয় ক্ষণে ক্ষণ॥
যত ভক্তি-বিকার সকল একেবারে।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে॥

যত ভক্তি-বিকার সভেই মূর্ত্তিমন্ত।
সভেই ঈশ্বর-কলা মহা জ্ঞানবন্ত॥
আপনে ঈশ্বর নাচে-বৈষ্ণব আবেশে।
জানি সভে নিরবধি থাকে প্রভু পাশে॥
অতএব তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ প্রেমসনে।
নাহিক গৌরাঙ্গসুন্দরের কোন ক্ষণে॥
যত শক্তি ঈষৎ লীলায় করে প্রভু।
সেহ আর অন্যের মন্তব্য নহে কভু॥
ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভব্য নয়।
সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয়॥
যে প্রেম প্রকাশে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
তাহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাঞি॥
এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা।
তাহা বই আর দিতে নাহি কভু সীমা॥
সবে যারে শুভ-দৃষ্টি করেন আপনে।
সে তাহান শক্তি ধরে তাঁর তত্ত্ব জানে॥
অতএব সর্ব্ব ভাবে ঈশ্বর-শরণ।
লইলে সে ভক্তি হয় খণ্ডয়ে বন্ধন॥
যে প্রভুরে অজভব আদি ঈশ-গণে
পূর্ণ হই নিরবধি ভাবে মনে মনে॥
হেন প্রভু আপনে সকল ভক্ত-সঙ্গে।
নৃত্য করে আপনার প্রেমযোগ-রঙ্গে॥
সে সব ভক্তের পায়ে বহু নমস্কার।
গৌর-চন্দ্র সঙ্গে যাঁর কীর্ত্তন-বিহার॥
হেন মতে সিন্ধু-তীরে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব্ব রাত্রি নৃত্য করে অতি মনোহর॥
নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি।
প্রভু গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে॥
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর স্ব-মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু হন প্রেম-রসে মহামত্ত॥
গদাধর বাক্যে মাত্র প্রভু সুখী হয়।
ভ্রমে' গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয়॥
এক দিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে।
বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে॥
পরমানন্দ পুরীরে প্রভুর বড় প্রীত।
পূর্ব্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন দুই মিত্র॥

কৃষ্ণ-কথা রহস্য যে শুনিয়া প্রসঙ্গে।
নিরবধি পুরী সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে॥
পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল।
অন্তর্যামী প্রভু তাহা জানেন সকল॥
পুরী গোসাঞিরে প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।
"কূপে জল কেমত হইল কহ শুনি॥"
পুরী বোলে "সেহ বড় অভাগিয়া কূপ।
জল হৈল যেন ঘোল কর্দ্দমের রূপ॥"
শুনি প্রভু "হায় হায়" করিতে লাগিলা।
প্রভু বোলে "জগন্নাথ কৃপণ হইলা॥
পুরীর কূপের জল পরশিবে যে।
সর্ব্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে॥
অতএব জগন্নাথদেবের মায়ায়।
নষ্ট জল হৈল যেন কেহো নাহি খায়॥"
এত বলি মহাপ্রভু আপনে উঠিলা।
তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিলা॥
"জগন্নাথ মহাপ্রভু মোর এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর॥
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে।
তারে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে॥"
সর্ব্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি॥
তবে কত-ক্ষণে প্রভু বাসায় চলিলা।
ভক্তগণ সভে গিয়া শয়ন করিলা॥
সেই ক্ষণে গঙ্গা দেবী আজ্ঞা করি শিরে।
পূর্ণ হই প্রবেশিলা কূপের ভিতরে॥
প্রভাতে উঠিয়া সভে দেখেন অদ্ভুত।
পরম নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ কূপ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বোলে ভক্তগণ।
পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন॥
গঙ্গার বিজয় সভে বুঝিয়া কূপেতে।
কূপ প্রদক্ষিণ সভে লাগিলা করিতে॥
মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে।
জল দেখি পরম আনন্দ-যুক্ত মনে॥
প্রভু বোলে "শুনহ সকল ভক্তগণ।
এ কূপের জলে যে করিবে স্নান পান॥
সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গাস্নানফল।
কৃষ্ণ-ভক্তি হৈব তার [illegible] নির্ম্মল॥"

সর্ব্ব-ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরি-ধ্বনি॥
পুরী গোসাঞির কূপে সেই দিব্যজলে।
স্নান পান করে প্রভু মহা কুতূহলে॥
প্রভু বোলে "আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
নিশ্চয় জানিহ পুরীগোসাঞির প্রীতে॥
পুরীগোসাঞির আমি নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেই আমি বিকাই সর্ব্বথা॥
সকৃত যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেই হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র॥"
পুরীর মহিমা তবে কহিয়া সভারে।
কূপ ধন্য করি প্রভু চলিলা বাসারে।
ঈশ্বর সে জানে ভক্ত মহিমা বাঢ়াইতে।
হেন প্রভু না ভজে কৃতঘ্ন কোন মতে॥
ভক্ত-রক্ষা লাগি প্রভু করে অবতার।
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন বিহার॥
অকর্ত্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে।
তার সাক্ষী বালি বধে সুগ্রীব-নিমিত্তে॥
সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজানন্দে।
অজয় চৈতন্য-সিংহ জিনে ভক্তবৃন্দে॥
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে।
সর্ব্ব-বৈকুণ্ঠাদি-নাথ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বাস করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে।
বিহরেন প্রভু ভক্তি-আনন্দ-সাগরে॥
এই অবতারে সিন্ধু কৃতার্থ করিতে।
অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন তাহা হইতে॥
নীলাচল-বাসীর যে কিছু পাপ হয়।
অতএব সিন্ধুস্নানে সব যায় ক্ষয়॥
অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হৈয়া।
সেই ভাগ্যে সিন্ধু মাঝে মিলিলা আসিয়া॥
হেনমতে সিন্ধুতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
বৈসেন সকল মতে সিন্ধু করি ধন্য॥
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুদ্র নাহিক উৎকলে॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
অতএব প্রভু নাহি দেখিলা সেইবারে॥
ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গৌড়দেশে আইলেন কুতূহলে॥

গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাঢ়াইয়া।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া॥
সার্ব্বভৌম ভ্রাতা বিদ্যা-বাচস্পতি নাম।
শান্ত দান্ত ধর্ম্মশীল মহা ভাগ্যবান॥
সব পারিষদ সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
আচম্বিতে আসি উত্তরিলা তার ঘর॥
বৈকুণ্ঠ-নায়কে গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচস্পতি দণ্ডবৎ হৈয়া॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না স্ফুরে॥
প্রভুও তাহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বোলে "শুন কিছু আমার বচন॥
চিত্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কতদিন গঙ্গাস্নান করিব এথাতে॥
নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কতদিন মুঞি করোঁ গঙ্গাস্নান॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চালাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা॥"
শুনিয়া তাঁহার বাক্য বিদ্যা-বাচস্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্র-মতি॥
দ্বিজ বোলে "ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণ-ধূলি আইল তোমার॥
মোর ঘর দ্বার যত সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিবে আর॥"
শুনি তার বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন সেখানে রহিলা॥
সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সব লোক শুনিলেক প্রভুর বিজয়॥
নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিগে হৈল ধ্বনি।
বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসি-মণি॥
শুনিয়া লোকের হইল চিত্তের উল্লাস।
সশরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস॥
আনন্দে সকল লোকে বোলে "হরি হরি।"
স্ত্রী পুত্র দেহ গেহ সকল পাসরি॥
অন্যোন্যে সব লোকে করে কোলাহল।
চল দেখি গিয়া তান চরণযুগল॥
এত বলি সর্ব্ব লোক পরম উল্লাসে।
আগু পাছু গুরুলোক নাহিক সম্ভাষে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক বলি হরি হরি।
চলিলেন দেখিবারে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে।
বন ডাল ভাঙ্গি যায় প্রভুর দর্শনে॥
শুন শুন ওরে ভাই চৈতন্য আখ্যান।
যেরূপে করিলা প্রভু সর্ব্বজীবত্রাণ॥
বন ডাল কণ্টক ভাঙ্গিয়া লোক ধায়।
তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায়॥
লোকের গমনে যত অরণ্য আছিল।
ক্ষণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল॥
সবদিগে লোক সব হরি বলি যায়।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ রায়॥
কেহ বোলে "মুঞি তান ধরিয়া চরণ।
মাগিব যেমতে মোর খণ্ডিবে বন্ধন॥"
কেহ বোলে "মুঞি তানে দেখিলে নয়নে।
তবেই সকল পাঙ মাগিমু বা কেনে॥"
কেহ বোলে "মুঞি তান না জানি মহিমা।
কত নিন্দা করিয়াছি তার নাহি সীমা॥
এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে।
মাগিব কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে॥"
কেহ বোলে "মোর পুত্র পরম জুয়ার।
মোরে এই বর দেন না খেলায় আর॥"
কেহ বোলে "এই মোর বর কায়মনে।
তাঁর পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে॥"
কেহ বোলে "ধন্য ধন্য মোর এই বর।
কভু যেন না পাসরি গৌরাঙ্গসুন্দর॥"
এই মত বলিয়া আনন্দে সর্ব্বজন।
চলিয়া যায়েন সভে প্রেমানন্দ-মন॥
ক্ষণেকে আইল সব লোক খেয়াঘাটে।
খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে॥
সহস্র সহস্র লোক এক নায়ে চড়ে।
বড় বড় নৌকা সেইক্ষণে ভাঙ্গি পড়ে॥
নানা দিগে লোক খেয়ারিরে বস্ত্র দিয়া।
পার হই যায় সভে আনন্দিত হৈয়া॥
নৌকা যে না পায় তারা নানা বুদ্ধি করে।
ঘট বুকে দিয়া কেহ গঙ্গায় সাঁতারে॥
কেহ বা কলার গাছ বান্ধি করে ভেলা।
কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি খেলা॥

চতুর্দ্দিগে সর্ব্ব লোক করে হরিধ্বনি।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি॥
সত্বরে আসিয়া বাচস্পতি মহাশয়।
করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয়॥
নৌকার অপেক্ষা আর কেহো নাহি করে।
নানা মতে পার হয় যে যে মতে পারে॥
হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্য-দেবে।
এহো কি ঈশ্বর বিনে অন্যেরি সম্ভবে॥
হেন মতে গঙ্গা পার হই সর্ব্বজন॥
সভেই ধরেন বাচস্পতির চরণ॥
"পরম সুকৃতি তুমি মহা ভাগ্যবান।
যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান॥
এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে।
এখনে নিস্তার কর আমা সভাকারে॥
ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব।
এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব॥
এখনে দেখাও তান চরণযুগল।
তবে আমি পাপী সব হইব সফল॥"
দেখিয়া লোকের আর্ত্তি বিদ্যা-বাচস্পতি।
সন্তোষে রোদন করে বিপ্র মহামতি।
সভা লই আইলেন আপন মন্দিরে।
লক্ষ কোটী লোক মহা হরিধ্বনি করে॥
হরিধ্বনি মাত্র শুনি সভার বদনে।
আর বাক্য কেহ নাহি বোলে নাহি শুনে॥
করুণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সভা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর॥
হরিধ্বনি শুনি প্রভু পরম সন্তোষে।
হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে॥
কিবা সে বিগ্রহের সৌন্দর্য্য মনোহর।
সে রূপের উপমা সেই সে কলেবর॥
সর্ব্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ।
আনন্দ ধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন॥
ভক্তগণে লেপিয়াছে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্রগমন।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া।
'হরি' বলি সিংহনাদ করেন গর্জ্জিয়া।
দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দ্দিগে সর্ব্বলোকে॥
'হরি' বলি নৃত্য সভে করেন কৌতুকে॥
দণ্ডবৎ হই সভে পড়ে ভূমিতলে।
আনন্দে হইয়া মগ্ন হরি হরি বোলে॥
দুই বাহু তুলি সর্ব্ব লোকে স্তুতি করে।
"উদ্ধারহ প্রভু আমা সব পাপিষ্ঠেরে॥"
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্ব লোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি॥
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সভার জীবন ধন প্রাণ॥"
সর্ব্ব লোকে হরি বোলে শুনি আশীর্ব্বাদ।
পুনঃ পুনঃ সভেই করেন কাকুর্ব্বাদ॥
জগত-উদ্ধার লাগি তুমি গূঢ়রূপে।
অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদ্বীপে॥
আমি সব পাপিষ্ঠ তোমারে না চিনিয়া।
অন্ধকূপে পড়িলাও আপনা খাইয়া॥
করুণা সাগর তুমি পর হিতকারী।
কৃপা কর আর যেন তোমা না পাসরি॥"
এই মতে সর্ব্বদিগে লোকে স্তুতি করে।
হেন রঙ্গ করায়েন গৌরাঙ্গসুন্দরে॥
মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্ব্বগ্রাম।
নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান॥
দেখিতে সভার পুনঃ পুনঃ আর্ত্তি বাড়ে॥
সহস্র সহস্র লোক এক বৃক্ষে চড়ে॥
গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে॥
দেখি মাত্র সর্ব্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন।
'হরি বলি সিংহনাদ করে ঘনে ঘন॥
নানাদিগ থাকি লোক আইসে সদায়।
শ্রীমুখ দেখিয়া কেহো ঘরে নাহি যায়॥
নানা রঙ্গ জানে প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর।
লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর॥
নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া।
চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া॥
কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
তথা সর্ব্ব লোক হইল পরম কাতর॥
চতুর্দ্দিগে বাচস্পতি লাগিল চাহিতে।
কোথা গেল প্রভু নাহি পায়েন দেখিতে॥
বিচার করিয়া দ্বিজ প্রভু না দেখিয়া।
কান্দিতে লাগিলা ঊর্দ্ধ বদন করিয়া॥

'বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে।'
এই জ্ঞান হইয়াছে সভার অন্তরে ।
বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম-শুনি ।
অতএব সভে বোলে মহা হরি-ধ্বনি ॥
কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সর্ব্ব লোক পূরে ॥
কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে ।
প্রভুর বৃত্তান্ত আসি কহিল সভারে ॥
"কত রাত্রি কোন দিকে হেন নাহি জানি ।
আমা পাপিষ্ঠেরে বঞ্চি গেলা ন্যাসি-মণি ॥
সত্য কহি ভাই সব তোমাসভা স্থানে ।
না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন গ্রামে ॥"
যতমতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে ।
প্রতীত কাহার নাহি জন্মায়ে অন্তরে ॥
'লোকের গহল দেখি আছেন বিরলে' ।
এই জ্ঞানে সভাই আছেন শোকানলে ॥
কেহ কেহ সাধে বাচস্পতিরে বিরলে ।
আমারে দেখাও আমি কেবল একলে ॥
সর্ব্বলোকে ধরে বাচস্পতির চরণে ।
"একবার মাত্র তাঁরে দেখিমু নয়নে ॥
তবে সভে ঘরে যাই আনন্দিত হয়ে ।
এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবে গিয়ে ॥
কভু নাহি লঙ্ঘিবেন তোমার বচন ।
যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন ॥"
যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয় ।
কাহারো চিত্তেতে আর প্রতীত না হয় ॥
কত ক্ষণে সর্ব্ব লোক দেখা না পাইয়া ।
বাচস্পতিরেও বলে মুখর হইয়া ॥
"ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি ন্যাসি-মণি ।
আমাসভা ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যা বাণী ॥
আমরা তরিলে বা উহান কোন দুঃখ ।
আপনেই তার মাত্র এই কোন সুখ ॥"
কেহ বোলে "সুজনের এই ধর্ম্ম হয় ।
সভার উদ্ধার করে হইয়া সদয় ॥
আপনার ভাল হউ যে তে জন দেখে ।
সুজনে আপন ছাড়িয়াও পর রাখে ॥"
কেহ বোলে "ব্যাভারেও মিষ্ট দ্রব আনি ।
একা উপভোগ কৈলে রাখি গালি ॥
এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপম ।
একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পান ॥"
কেহ বোলে "দ্বিজ কিছু কপট হৃদয় ।
পর উপকারে তত নহেন সদয় ॥"
একে বাচস্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে ।
আরো সর্ব্ব লোকেও দুর্জ্জয় বাণী কহে ॥
এই মতে দুঃখী দ্বিজ পরম উদার ।
না জানেন কোন মতে হয় প্রতিকার ॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ।
বাচস্পতি কর্ণমূলে কহিলা বচন ॥
"চৈতন্য গোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর ।
এবে যে জুয়ায় তাহা করহ সত্ত্বর ॥"
শুনি মাত্র বাচস্পতি পরম সন্তোষে ।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে ॥
ততক্ষণে আইলেন সর্ব্ব লোক যথা ।
সভারেই আসি কহিলেন গোপ্য কথা ॥
"তোমরা সকল লোক তত্ত্ব না জানিয়া ।
দোষ, আমা আমি থুইয়াছি লুকাইয়া ॥
এবে এই শুনিলাম কুলিয়া নগরে ।
আছেন আসিয়া কহিলেন দ্বিজ-বরে ॥
সবে চল যদি সত্য হয় এ বচন ।
তবে সে আমারে সভে বলিহ ব্রাহ্মণ ॥"
সর্ব্ব লোক 'হরি' বলি বাচস্পতি-সঙ্গে ।
সেই ক্ষণে সভে চলিলেন মহারঙ্গে ॥
"কুলিয়া নগরে আইলেন ন্যাসিমণি ।"
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিগে হৈল মহাধ্বনি ॥
সভে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায় ।
শুনি মাত্র সর্ব্ব লোকে মহানন্দে ধায় ॥
বাচস্পতি-গ্রামেতে যতেক লোক ছিল ।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল ॥
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কথন ।
কেবল বর্ণিতে শক্ত সহস্র-বদন ॥
লক্ষ লক্ষ নৌকা বা আইল কোথা হৈতে ।
না জানি কতেক পার হয় কত মতে ॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার ভিতরে ।
তথাপি সভেই তরে জনেক না মরে ॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল ।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা-বল ॥

যে প্রভুর নাম গুণ সকৃত যে গায়।
সংসার সাগর তরে বৎস-পদ-প্রায়॥
হেন প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে।
তারা গঙ্গা তরিবেক বিচিত্র বা কিসে॥
লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে।
সবে পার হয়েন পরম কুতূহলে॥
গঙ্গায় হইয়া পার আপনা আপনি।
কোলা-কুলি করিয়া কহেন হরি-ধ্বনি॥
খেয়ারির কত বা হইল উপার্জ্জন।
কত হাট বাজার বসায় কত জন॥
চতুর্দ্দিগে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে।
হেন নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে॥
ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রান্তর।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নাহি অবসর॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক করে হরি-ধ্বনি।
বাহির না হয় গুপ্ত আছে ন্যাসি-মণি॥
ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি।
তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি॥
কত ক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর।
ডাকিয়া আনিলা প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর॥
দেখি মাত্র প্রভু বিশারদের নন্দন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল সেই ক্ষণ॥
চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া।
শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া॥
"সংসার উদ্ধার লাগি যে চৈতন্যরূপে।
তারিলেন যতেক পতিত ভব-কূপে॥
সে গৌরসুন্দর-কৃপা সমুদ্রের প্রায়।
জন্ম জন্ম চিত্তে মোর বসুক সদায়॥
সংসার-সমুদ্র-মগ্ন জগত দেখিয়া।
নিরবধি বর্ষে প্রেম কৃপা-যুক্ত হৈয়া॥
হেন যে অতুল কৃপাময় গৌর-ধাম।
স্ফুরুক্ আমার হৃদয়েতে অবিরাম॥"
এই মতে শ্লোক পড়ি করে দ্বিজ স্তুতি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি॥
বিশারদ চরণে আমার নমস্কার।
সার্ব্বভৌম বাচস্পতি নন্দন যাহার॥
বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
পাদুকা করিবারে জলিলা উত্তর॥

দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি বলে বাচস্পতি।
"মোর এক নিবেদন শুন মহামতি॥
স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয়।
সব কর্ম্ম তোমার আপন ইচ্ছাময়॥
আপন ইচ্ছায় থাক চলহ আপনে।
আপনে জানাও তেঞি লোকে তোমা জানে॥
এতেকে তোমার কর্ম্ম তুমি সে প্রমাণ।
বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিব আন॥
সবে তোমার স ঃলোক তত্ত্ব না জানিয়া।
দোষেন অন্তরে মোরে ক্রূর যে বলিয়া॥
তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া।
থুইয়াছি লোকে বলে তত্ত্ব না জানিয়া॥
তুমি প্রভু তিলার্দ্ধেক বাহির হইলে।
তবে মোরে ব্রাহ্মণ করিয়া লোকে বোলে॥"
হাসিতে লাগিলা প্রভু ব্রাহ্মণ-বচনে।
তাঁর ইচ্ছা পালিয়া চলিলা সেই ক্ষণে॥
যেই মাত্র মহাপ্রভু বাহির হইলা।
দেখি সভে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা॥
চতুর্দ্দিগে লোক দণ্ডবত হই পড়ে।
যার যেন মত স্ফুরে সেই স্তুতি পড়ে॥
অনন্ত অর্ব্বুদ লোক হরি-ধ্বনি করে।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে॥
সহস্র সহস্র কীর্ত্তনীয়া সম্প্রদায়।
স্থানে স্থানে সভেই পরমানন্দে গায়॥
অহর্নিশ পরমানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা ন্যাসিমণি॥
ব্রহ্মলোক-শিবলোক-আদি যত লোক।
যে সুখের কণা লেশে সভেই অশোক॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত্ত যে সুখের লেশে।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা ন্যাসিবেশে॥
হেন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ভগবান।
যে পাপিষ্ঠ মায়া বশে বোলে অপ্রমাণ।
তার জন্ম কর্ম্ম বিদ্যা ব্রহ্মণ্য-আচার।
সব মিথ্যা, সেই পাপী শোচ্য সভাকার॥
ভজ ভজ আরে ভাই চৈতন্যচরণে।
অবিদ্যা বন্ধন খণ্ডে' যাহার শ্রবণে॥
যাহার শরণে সর্ব্ব-তাপ-বিমোচন।
ভজ ভজ হেন ন্যাসিমণির চরণ॥

এই মতে চতুর্দ্দিগে দেখি সংকীর্ত্তন।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই ভক্তগণ॥
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌর-সুন্দর।
যেন চতুর্দ্দিগে বহে জাহ্নবীর জল॥
বাহ্য নাহি পরানন্দ সুখে আপনার।
সংকীর্ত্তন-আনন্দ-বিহ্বল অবতার॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দসুখে॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে' আপনারে।
হেন মতে রঙ্গ করে শ্রীগৌর-সুন্দরে॥
বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায়।
কখন ধরিয়া তারে আপনে নাচায়॥
আপনে কখন নৃত্য করে তার সঙ্গে।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঙ্গে॥
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি সিংহনাদ।
যে নাদ শ্রবণে খণ্ডে সকল বিষাদ॥
যার রসে মত্ত, বস্ত্র না জানে শঙ্কর।
হেন প্রভু নাচে সর্ব্বলোকের ভিতর॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যার শক্তিবশে।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেমরসে॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব্বদেবে কাম্য করে।
সে প্রভু নাচয়ে সর্ব্বজনের গোচরে॥
এই মত সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে।
সংসার তরিল চৈতন্যের পরকাশে॥
যতেক আইসে লোক দশদিগ হৈতে।
সভেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে॥
বাহ্য নাহি প্রভুর বিহ্বল প্রেমরসে।
দেখি সর্ব্বলোক সুখসিন্ধু-মাঝে ভাসে॥
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল।
উত্তম মধ্যম নীচ—সভে পার হৈল॥
কুলিয়াগ্রামেতে চৈতন্যের পরকাশ।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ব-কর্ম্ম-বন্ধ-নাশ॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া।
সুখময় চিত্তবৃত্তি সভার করিয়া॥
তবে সব আপন পার্ষদগণ লৈয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া॥
হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ॥

দ্বিজ বোলে "প্রভু মোর এক নিবেদন।
আছে তাহা কহি যদি ক্ষণ দেহ মন॥
ভক্তির প্রভাব মুঞি পাপী না জানিয়া।
বৈষ্ণব করিনু নিন্দা আপনা' খাইয়া॥
কলি যুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্ত্তন।
এই মতে অনেক নিন্দিনু অনুক্ষণ॥
এবে প্রভু সেই পাপকর্ম্ম স্মঙরিতে।
অনুক্ষণ চিত্ত মোর দহে সর্ব্ব মতে॥
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ।
বল মোর কি রূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ॥"
শুনি প্রভু অকৈতব দ্বিজের বচন।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন॥
"শুন দ্বিজ বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাব এবে শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥
সভা হৈতে ভক্তের মহিমা বাঢ়াইয়া।
সংগীত কবিত্ব ভক্তি-মত কর গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥
এই সত্য কহি তোমা সভারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দা কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥
চল দ্বিজ কর গিয়া ভক্তের বর্ণন।
তবে সে তোমার সর্ব্বপাপ-বিমোচন॥"
সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি।
আনন্দে করয়ে জয় জয় হরি-ধ্বনি॥
নিন্দাপাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর অবতার॥

এই আজ্ঞা যে না মানে নিন্দে সাধু জন।
দুঃখসিন্ধু-মাঝে ভাসে সেই পাপিগণ॥
চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার।
সুখে সেই জন হয় ভবসিন্ধু-পার॥
বিপ্রেরে কহিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ।
ক্ষণেকে পণ্ডিত-দেবানন্দের প্রবেশ॥
গৃহবাসে যখন আছিলা গৌরচন্দ্র।
তখনে যতেক করিলেন দেবানন্দ॥
সে সময় দেবানন্দপণ্ডিতের মনে।
নহিল বিশ্বাস না দেখিল এ কারণে॥
দেখিবার যোগ্যতা আছয়ে পুন তান।
তবে কেন না দেখিলা কৃষ্ণ সে প্রমাণ॥
সন্ন্যাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা।
তবে তান ভাগ্য হইতে বক্রেশ্বর আইলা।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত চৈতন্য-কৃপা-পাত্র।
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র যার স্মরণেই মাত্র॥
নিরবধি কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ বিহ্বল।
যার নৃত্যে দেবাসুর—মোহিত সকল॥
অশ্রু, কম্প, স্বেদ, হাস্য, পুলক, হুঙ্কার।
বৈবর্ণ আনন্দমূর্চ্ছা-আদি যে বিকার॥
চৈতন্যকৃপায় মাত্র নৃত্য প্রবেশিলে।
সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিতের উদ্দাম বিকার।
সকল কহিতে শক্তি আছায় কাহার॥
দৈবে দেবানন্দপণ্ডিতের ভাগ্যবশে।
রহিলেন তাহার আশ্রমে প্রেম রসে॥
দেখিয়া তাহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর।
ত্রিভুবনে অতুলিত বিষ্ণুভক্তিধর॥
দেবানন্দপণ্ডিত পরম সুখী মনে।
অকৈতবপ্রেমে তানে করেন সেবনে॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ।
বেত্রহস্তে আপনে বুলেন ততক্ষণ॥
আপনে করেন সব লোক একভিতে।
পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে॥
তাহার অঙ্গের ধুলা বড় ভক্তি মনে।
আপনার সর্ব্ব-অঙ্গে করেন লেপনে॥
তান সঙ্গে থাকি তান দেখিয়া প্রকাশ।
তখনে জন্মিল প্রভু চৈতন্যে বিশ্বাস॥
বৈষ্ণবসেবার ফল কহে যে পুরাণে।
তার সাক্ষী এই সভে দেখ বিদ্যমানে॥
আজন্ম ধার্ম্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্।
ভাগবত-অধ্যাপনা বিনা নাহি আন॥
শান্ত দান্ত জিতেন্দ্রিয় নির্লোভ নির্ব্বিষয়।
প্রায় আর কতেক বা গুণ তানে হয়॥
তথাপিও গৌরচন্দ্রে না হৈল বিশ্বাস।
বক্রেশ্বরপ্রসাদে সে কুবুদ্ধি-বিনাশ॥
কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈল দঢ়॥

তথাহি।

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥

অন্বয়।—অচ্যুতসেবিনাং সিদ্ধিঃ ভবতি ন বা ইতি সংশয়ঃ (ভবতি) তু তদ্ভক্ত পরিচর্য্যারতাত্মনাং তু নিঃ সংশয়ঃ (ভবতি)।

অনুবাদ।—যাঁহারা কেবলমাত্র অচ্যুতের সেবা করেন তাঁহাদের সিদ্ধি হইবে কি না এই সন্দেহ হইয়া থাকে: কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের পরিচর্য্যায় রত হইয়াছেন তাঁহাদের আর ঐরূপ সংশয় হয় না কারণ তাঁহাদের সিদ্ধি নিশ্চিত॥ ৮।

এতেকে বৈষ্ণব সেবা পরম উপায়।
ভক্ত-সেবা হৈতে সে সভেই কৃষ্ণ পায়॥
বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গের প্রভাবে।
গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অনুরাগে॥
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান।
দেবানন্দপণ্ডিত হইলা বিদ্যমান॥
দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া।
রহিলেন একদিগে সঙ্কুচিত হৈয়া॥
প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা।
বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা॥
পূর্ব্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ।
সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বোলে "তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর।
অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর॥
বক্রেশ্বরপণ্ডিত—কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।
সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি॥

বক্রেশ্বর-হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজঘর।
কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিলে বক্রেশ্বর॥
যে-ক্ষেত্ৰ-স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥”
শুনি দ্বিজ দেবানন্দ প্রভুর বচন।
যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন॥
“জগত উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
নবদ্বীপ-মাঝে আসি হইলা উদয়॥
মুঞি পাপী দৈবদোষে তোমা না জানিলুঁ।
তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইলুঁ॥
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা তোমার স্বভাব।
এই মাগোঁ তোমাতে হউক অনুরাগ॥
এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে।
কি করি উপায় প্রভু বলহ আপনে॥”
মুঞি অ-সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া।
ভাগবত পড়াও আপনে অজ্ঞ হৈয়া॥
কিবা বাখানিব পড়াইব বা কেমনে।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু করহ আপনে॥
শুনি তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ॥
“শুন দ্বিজ ভাগবতে এই বাখানিবা।
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদি-মধ্যে-অন্ত্যে ভাগবতে এই কয়।
বিষ্ণু-ভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বে সত্য বিষ্ণু-ভক্তি।
মহা প্রলয়েতে যার থাকে পূর্ণ শক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে॥
যেনরূপ মৎস্য-কূর্ম্ম -আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা’ সভার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥
ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
সে হইল স্ফূর্ত্তি মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত, সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ভাগবত বুঝি হেন যার আছে জ্ঞান।
সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।
তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
হেন গ্রন্থ পড়ি কেহ সঙ্কটে পড়িল।
শুন অকপটে দ্বিজ তোমারে কহিল॥
আদি-মধ্যে-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তি-যোগ মাত্র বাখানিও সর্ব্বমতে॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইব প্রসাদ॥
সকলশাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণ-ভক্তি কয়।
বিশেষে শ্রীভাগবত কৃষ্ণ-রসময়॥
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর’ গিয়া।
কৃষ্ণ-ভক্তি-অমৃত সভারে বুঝাইয়া॥”
দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।
দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি॥
প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান।
চলিলেন বিপ্র করি বহুত প্রণাম॥
সভারেই এই ভাগবতের ব্যাখ্যান।
কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্॥
‘ভক্তি-যোগ’ মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদি-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন॥
না মানয়ে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের প্রেমপাত্র॥
ভাগবত-পুস্তক থাকয়ে যার ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভক্তি পায়॥
দুই স্থানে ‘ভাগবত’ নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থভাগবত, আর কৃষ্ণকৃপা-পাত্র॥

নিত্য পূজে পঢ়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহ হইবেক সেইমত॥
হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পঢ়িয়া।
নিত্যানন্দনিন্দা করে তত্ত্ব না জানিয়া॥
ভাগবত-রস নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।
ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত॥
নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।
ভাগবত-অর্থ সে গায়েন অনুক্ষণে॥
আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যদ্যপি।
তথাপিও পার নাহি পায়েন অদ্যাপি॥
হেন ভাগবত যেন অনন্ত অপার।
ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস-সার॥
দেবানন্দপণ্ডিতের লক্ষ্যে সভাকারে।
ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে॥
এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।
সভারেই প্রতিকার কহেন সু-রীতে॥
কুলিয়া গ্রামেতে আসি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি যারে প্রভু না করিলা ধন্য॥
সর্ব্ব লোক সুখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেখে সভে নয়ন ভরিয়া॥
মনোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব্বলোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক॥
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্যসঙ্গ পায় সেই সব জনে॥
যথা তথা জন্মুক্ সভার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য-খণ্ডে
নীলাচল-বিলাসাদি-গৌড়াগমনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

## চতুর্থ অধ্যায়

জয় জয় কৃপাসিন্ধু জয় গৌরচন্দ্র।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদদ্বন্দ্ব॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসিরাজ।
জয় জয় চৈতন্যের শ্রীভক্ত-সমাজ॥
হেন মতে প্রভু সর্ব্বজীব উদ্ধারিয়া।
মথুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
গঙ্গাতীরেতীরে প্রভু লইলেন পথ।
স্নান-পানে পূরান গঙ্গার মনোরথ॥
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা-তীরে এক গ্রাম।
ব্রাহ্মণসমাজ তার রামকেলি নাম॥
দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্য স্থানে।
আসিয়া রহিলা যেন কেহো নাহি জানে॥
সূর্য্যের উদয় কি কখনো গোপ্য হয়।
সর্ব্ব লোক শুনিলেন চৈতন্যবিজয়॥
সর্ব্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জ্জনে॥
নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ।
প্রেম-ভক্তি বিনা আর নাহি কোনো রঙ্গ॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন।
নিরন্তর আছাড় পাড়েন ঘনেঘন॥
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহি কোনো ক্ষণ॥
হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া।
লোক শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া॥
যদ্যপিও ভক্তি-রসে অজ্ঞ সর্ব্ব লোক।
তথাপিও প্রভু দেখি সভার সন্তোষ॥
দূরে থাকি সর্ব্বলোক দণ্ডবৎ করি।
সভে মেলি উচ্চ করি বোলে 'হরিহরি'॥
শুনি মাত্র প্রভু হরিনাম লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাঢ়ে প্রেমানন্দ-সুখে॥
'বোল বোল বোল' প্রভু বোলে বাহু তুলি
বিশেষে বুলন সভে হয় কুতুহলী॥
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বোলে হরি অন্যের কি দায়॥
যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার॥
তিলার্দ্ধেকো প্রভুর নাহিক অন্য কর্ম্ম।
নিরন্তর লওয়ায়েন সংকীর্ত্তনধর্ম্ম॥
চতুর্দ্দিগ হৈতে লোক আইসে দেখিতে।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় যাইতে॥
সভে মেলি আনন্দে করেন হরিধ্বনি।
নিরন্তর চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥
নিকটে যবনরাজ পরমদুর্ব্বার।
তথাপিও চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার॥

নির্ভয় হইয়া সর্ব্বলোক বোলে হরি।
দুঃখ শোক গৃহ বিত্ত সকল পাসরি॥
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজ-স্থানে।
"এক ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলী গ্রামে॥
নিরবধি করয়ে হিন্দুর সংকীর্ত্তন।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন॥"
রাজা বোলে "কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন॥"
কোতোয়াল বোলে "শুন শুনহ গোসাঞি।
এমন অদ্ভুত কভু দেখি শুনি নাঞি॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে॥
জিনিঞা কনক কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
আজানুলম্বিত ভুজ নাভি সুগভীর॥
সিংহ-গ্রীব গজ-স্কন্ধ কমল-নয়ন।
কোটিচন্দ্রে সে মুখের না করি সমান॥
সুরঙ্গ অধর, মুক্তা জিনিয়া দশন।
কাম-শরাসন যেন ভ্রূভঙ্গ-পত্তন॥
সুন্দর সুপীন বক্ষে লেপিত চন্দন।
মহাকটি-তটে শোভে অরুণবসন॥
রাতুল চরণ যেন কমল-যুগল।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্ম্মল॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন।
জ্ঞান পাই ন্যাসী হই করয়ে ভ্রমণ॥
নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ।
তাহাতে অদ্ভুত শুন আছাড়ের রঙ্গ॥
এক দণ্ডে পাড়েন আছাড় শত শত।
পাষাণ ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত॥
নিরন্তর সন্ন্যাসীর ঊর্দ্ধ রোমাবলী।
পনসের প্রায় অঙ্গে পুলক মণ্ডলী॥
ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয়।
সহস্র জনেরো ধরিবারে শক্তি নয়॥
দুই লোচনের জল অদ্ভুত দেখিতে।
কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে॥
কখনো বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্য হয়।
অট্ট অট্ট দুই প্রহরেও ক্ষমা নয়॥
কখনো মূর্চ্ছিত হয় শুনিঞা কীর্ত্তন।
সভে ভয় পায় কিছু না থাকে চেতন।
বাহু তুলি নিরন্তর বোলে হরিনাম।
ভোজন শয়ন কিছু নাহি আর কাম॥
চতুর্দ্দিগে থাকি লোক আইসে দেখিতে।
কাহারো না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে॥
কত দেখিয়াছি আমি ন্যাসী যোগী জ্ঞানী।
এমত অদ্ভুত কভু দেখি নাহি শুনি॥
কহিলাঙ এই মহারাজ তোমা, স্থানে।
দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে॥
না খায় না লয় কারো, না করে সম্ভাষ।
সবে নিরবধি এক কীর্ত্তনবিলাস॥"
যদ্যপি যবন রাজা পরম দুর্ব্বার।
কথা শুনি চিত্তে বড় হইল চমৎকার॥
কেশবখানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া॥
"কহত কেশব খান কি মত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি নাম বোল যার॥
কেমত তাঁহার কথা কেমত মনুষ্য।
কেমত গোসাঞি তিঁহ কহিবা অবশ্য॥
চতুর্দ্দিগে থাক লোক তাঁহারে দেখিতে।
কি নিমিত্তে আইসে কহিবা ভাল মতে॥"
শুনিয়া কেশব খান পরম সজ্জন।
ভয় পাই লুকাইয়া কহেন কথন॥
"কে বোলে গোসাঞি, এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী
দেশান্তরী গরিব বৃক্ষের তলবাসী॥"
রাজা বোলে "গরিব না বল কভু তানে।
মহাদোষ হয় ইহা শুনিলে শ্রবণে॥
হিন্দু যারে বোলে 'কৃষ্ণ' 'খোদায়' যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে॥
আপনার রাজ্যে সে আমার আজ্ঞা রহে।
তার আজ্ঞা শিরে করি সর্ব্বদেশে বহে॥
এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে।
মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে॥
তাহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে।
ঈশ্বর নহিলে বিনা অর্থে ভজে কেনে॥
ছয় মাস আজি আমি জীবিকা না দিলে।
নানা যুক্তি করিবেক সেবক-সকলে॥
আপনার খাই লোক তাহানে সেবিতে।
চাহে, তাহা কেহো নাহি পায় ভালমতে॥

অতএব তেঁহো সত্য জানিহ ঈশ্বর।
গরিব করিয়া তারে না বল উত্তর॥"
রাজা বোলে "এই মুঞি বলি যে সভারে।
কেহো পাছে উপদ্রব করয়ে তাহারে॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে॥
সর্ব্ব লোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন॥
কাজী বা কোটাল কিবা হউ কোন জন
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন॥"
এই আজ্ঞা করি রাজা গেলা অভ্যন্তর।
হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর॥
যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউলবিশেষে॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।
তথাপিও এবে না মানয়ে যত অন্ধ॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
চৈতন্যের গুণ শুনি পোড়য়ে অন্তরে॥
যার যশে অনন্তব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ।
যার যশে অবিদ্যা-সমূহ করে চূর্ণ॥
যার যশে শেষ-রমা-অজ-ভব মত্ত।
যার যশ গায় চারি বেদে করি তত্ত্ব॥
হেন শ্রীচৈতন্য-যশে যার অসন্তোষ।
সর্ব্বগুণ থাকিলেও তার সর্ব্বদোষ॥
সর্ব্ব গুণ-হীন যদি চৈতন্য-চরণ।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠভবন॥
শুন আরে ভাই সব শেষখণ্ডলীলা।
যেরূপে খেলিলা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-খেলা॥
শুনিয়া রাজার মুখে সুসত্য বচন।
তুষ্ট হইলেন যত সুসজ্জনগণ॥
সভে মেলি এক স্থানে বসিয়া নিভৃতে।
লাগিলেন যুক্তিবাদ মন্ত্রণা করিতে॥
"স্বভাবেই রাজা মহাকাল যবন।
মহাতমো-গুণ-বুদ্ধি হয় ঘনে ঘন॥
উড্র দেশে কোটি কোটি প্রতিমা প্রাসাদ।
ভাঙ্গিলেক কত কত করিল প্রমাদ॥
দৈবে আসি সত্ত্ব-গুণ উপজিল মনে।
তেঞি ভাল কহিলেক [illegible] সভা স্থানে॥

আর কোন পাত্র আসি কুমন্ত্রণা দিলে।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে॥
যদি কদাচিৎ বোলে কেমন গোসাঞি।
আন গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া।
রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া॥'
এই যুক্তি করি সভে এক সু-ব্রাহ্মণ।
পাঠাইয়া সঙ্গোপে দিলেন ততক্ষণ॥
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ।
প্রেমরসে নিরবধি হুঙ্কার গর্জ্জন॥
লক্ষ কোটি লোক মিলি করে হরি-ধ্বনি।
আনন্দ নাচয়ে মাঝে প্রভু ন্যাসি-মণি॥
অন্য কথা অন্য কার্য্য নাহি কোন ক্ষণ।
অহর্নিশ বোলায়েন বোলেন কীর্ত্তন॥
দেখিয়া বিস্মিত বড় হইলা ব্রাহ্মণ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ॥
অন্য-জন সহিত কথার কোন দায়।
নিজ পারিষদেই সম্ভাষ নাহি পায়॥
কিবা দিবা কিবা রাত্রি কিবা নিজ পর।
কিবা জল কিবা স্থল কি গ্রাম প্রান্তর॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ ভক্তি-রসে।
অহর্নিশ নিজ-প্রেম-সিন্ধু মাঝে ভাসে॥
প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবার নাহি ক্ষণ।
ভক্ত-বর্গ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ॥
দ্বিজ বোলে "তুমি সব গোসাঞির গণ।
সময় পাইলে এই কহিও কথন॥
'রাজার নিকট গ্রামে কি কার্য্য রহিয়া।
এই কথা সভে পাঠাইলেন কহিয়া॥'
কহি এই কথা দ্বিজ গেলা নিজস্থানে।
প্রভুরে করিয়া কোটী দণ্ড পরণামে॥
কথা শুনি ঈশ্বরের পারিষদগণে।
সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে॥
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ।
বাহ্য নাহি প্রকাশেন শ্রীশচী-নন্দন॥
"বোল বোল হরিবোল হরিবোল" বলি।
এই মাত্র বোলে প্রভু দুই বাহু তুলি॥
চতুর্দ্দিগে মহানন্দে কোটি কোটি লোকে।
তালি দিয়া হরি বোলে পরম কৌতুকে॥

যার সেবকের নাম করিলে স্মরণ ।
সর্ব্ব বিঘ্ন দূর হয় খণ্ডয়ে বন্ধন ॥
যাহার শক্তিতে জীব বল করি চলে।
পরংব্রহ্ম নিত্যশুদ্ধ যারে বেদে বলে ॥
যাহার মায়ায় জীব পাসরি আপনা ।
বদ্ধ হই পাইয়াছে সংসার-যাতনা ॥
সে প্রভু আপনে সর্ব জীব উদ্ধারিতে।
অবতরিয়াছে ভক্তি-রসে পৃথিবীতে ॥
কোন বা তাহানে রাজা, কারে তান ভয় ।
যম কাল আদি যার ভৃত্য বেদে কয় ॥
স্বচ্ছন্দে করেন সভা লই সংকীর্ত্তন ।
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি শ্রীশচীনন্দন ॥
আছুক তাহানে ভয় তাহানে দেখিতে।
যতেক আইসে লোক চতুর্দ্দিগ হইতে ॥
তাহারাই কহে 'ভয় না কর রাজারে।
হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সভাকারে ॥
যদ্যপিও সর্ব্বলোক পরম অজ্ঞান ॥
তথাপিও দেখিয়া চৈতন্য ভগবান ॥
হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে।
যম করি ভয় নাহি কি দায় রাজারে ॥'
নিরন্তর সর্ব্বলোক করে হরি-ধ্বনি ।
কারো মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥
হেন মতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
সংকীর্ত্তন করে সর্ব্ব-লোকের ভিতর ॥
মনে কিছু চিন্তা পাইলেন ভক্তগণ।
জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন ॥
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বাহ্য প্রকাশিয়া ।
লাগিলা কহিতে প্রভু মায়া ঘুচাইয়া ॥
প্রভু বোলে "তুমি সব ভয় পাও মনে।
রাজা আমা দেখিবারে নিবে কি কারণে ॥
আমা চাহে হেন জন আমিও তা চাঙ।
সবে আমা' চাহে হেন কোথাও না পাঙ ॥
তোমরা ইহাতে কেন ভয় পাও মনে ?
রাজা আমা চাহে আমি যাইমু আপনে ॥
রাজা বা আমারে কেনে বুলিব চাহিতে।
কি শক্তি রাজার এ বা বোল উচ্চারিতে ॥
আমি যদি বোলাই সে রাজার মুখেতে।
সে বুলিব রাজা আমারে চাহিতে ॥
আমা দেখিবারে শক্তি কোন বা কাহার।
বেদে অন্বেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥
দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণে ভারতে।
আমা অন্বেষয়ে কেহ না পায় দেখিতে ॥
সংকীর্ত্তন আরম্ভে আমার অবতার।
উদ্ধার করিব সর্ব্ব পতিত সংসার ॥
যে দৈত্য যবনে মোরে কভু নাহি মানে ।
এ যুগে তাহারা কান্দিবেক মোর নামে ॥
যতেক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
স্ত্রী শূদ্র আদি যত অধম রাখাল ॥
হেন ভক্তি-যোগ দিব এ যুগে সভারে।
সুরমুনিসিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥
বিদ্যা-ধন-কুল-জ্ঞান তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে ॥
সেই সব জন হৈব এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিব আমার চরিত ॥
পৃথিবী-পর্য্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম।
সর্ব্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম ॥
পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাঙ।
খোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাঙ ॥
রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে।
এ কথা সকল মিথ্যা, কহিল সভারে ॥"
বাহ্য প্রকাশিলা প্রভু এতেক কহিয়া।
ভক্ত-সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ॥
এই মত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
নির্ভয়ে আছেন নিজ কীর্ত্তনবিধানে ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার।
না গেলেন মথুরা ফিরিলা আর বার ॥
ভক্ত-সব স্থানে কহিলেন এই কথা ।
আমি চলিলাঙ নীলাচল-চন্দ্র যথা ॥"
এত বলি স্বতন্ত্র পরমানন্দ রায়।
চলিল দক্ষিণ মুখে কীর্ত্তনলীলায় ॥
নিত্যানন্দে রাখিয়া রহিয়া গঙ্গা-তীরে।
কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য ॥
হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হৈলা অধিষ্ঠান ॥

যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র সঙ্গে।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি শুন রঙ্গে॥
যোগ্য পুত্র অদ্বৈতের সেই সে উচিত।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ নাম জগতে বিদিত॥
দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী।
অদ্বৈত আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি॥
অদ্বৈত দেখিয়া ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল।
অদ্বৈত ন্যাসীরে নমস্করি বসাইল॥
অদ্বৈত বোলেন ভিক্ষা করহ গোসাঞি।
সন্ন্যাসী বোলেন "ভিক্ষা দেহ যাহা চাই॥
কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছয়ে তোমা স্থানে।
মোর সেই ভিক্ষা তাহা করিবা আপনে॥"
আচার্য্য বোলেন "আগে করহ ভোজন।
শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন॥"
ন্যাসী বোলে "আগে আছে জিজ্ঞাস্য আমার।"
আচার্য্য বোলেন "বোল যে ইচ্ছা তোমার॥
সন্ন্যাসী বোলেন "এই কেশব ভারতী।
চৈতন্যের কে হয়েন কহ মোর প্রতি॥"
মনে মনে চিন্তেন অদ্বৈত মহাশয়।
ব্যবহার পরমার্থ দুই পক্ষ হয়॥
যদ্যপিও ঈশ্বরের পিতা মাতা নাই।
তথাপিও দেবকীনন্দন করি গাই॥
পরমার্থ গুরু যে তাহার কেহ নাই।
তথাপি যে করে প্রভু তাহা সভে গাই॥
প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া।
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া॥
এত ভাবি বলিলা অদ্বৈত মহাশয়।
"কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয়॥
দেখিতেছ গুরু তান কেশব ভারতী।
আর কেনে তবে জিজ্ঞাসহ মোর প্রতি॥"
এই মাত্র অদ্বৈত বলিতে সেইক্ষণে।
ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইল সেই স্থানে॥
পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগম্বর।
খেলা খেলি সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ধুসর॥
অভিন্ন কার্ত্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্ব-শক্তিধর॥
চৈতন্যের গুরু আছে বচন শুনিয়া।
ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
"কি বলিলা বাপ বোল দেখি আর বার।
চৈতন্যের গুরু আছে বিচার তোমার॥
কোন বা সাহসে তুমি এমত বচন।
জিহ্বায় আনিলা ইহা না বুঝি কারণ॥
তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল।
হেন বুঝি এখনে সে কলি-কাল হৈল॥
অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর।
যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর॥
বুঝিলাম বিষ্ণুমায়া হইল তোমারে।
কেবা চৈতন্যের মায়া তরিবারে পারে॥
চৈতন্যের গুরু আছে বলিলা যখনে।
মায়াবশ বিনা ইহা কহিলে কেমনে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্য ইচ্ছায়।
সব চৈতন্যের লোম-কূপেতে মিশায়॥
জলক্রীড়া-পরায়ণ চৈতন্য গোসাঞি।
বিহরেন আত্ম-ক্রীড়া আর দুই নাই॥
যত দেখ মহামুনি মহা অভিমান।
উদ্দেশ না থাকে কার কোথাকার নাম॥
পুনঃ সেই চৈতন্যের অচিন্ত্য ইচ্ছায়।
নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায়॥
ইহাও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি।
অবশেষে করেন একান্ত ভাবে ভক্তি॥
তবে ভক্তি-রসে তুষ্ট হৈয়া তাহানে।
তত্ত্ব উপদেশ প্রভু কহেন আপনে॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু আজ্ঞা করি শিরে।
সৃষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সভারে॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্মা হইতে।
প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে॥
যাঁহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার।
তার গুরু কেমতে বলহ আছে আর॥
বাপ তুমি তোমা হৈতে শিখিবাঙ কোথা।
শিক্ষাগুরু হই কেন বলহ অন্যথা॥"
এত বলি শ্রীঅচ্যুতানন্দ মৌন হৈলা।
শুনিয়া অদ্বৈত পরানন্দে প্রবেশিলা॥
"বাপ বাপ" বলি ধরি করিলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে॥
"তুমি সে জনক বাপ আমি সে তনয়।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয়॥

অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ বাপ মোরে।
আর না বলিব এই কহিলুঁ তোমারে॥"
আত্মস্তুতি শুনি শ্রীঅচ্যুত মহাশয়।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা না তোলয়॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসী বোলেন "যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র অচিন্ত্য কথন॥
এই ত ঈশ্বর-শক্তি বহি অন্য নয়।
বালকের মুখে কি এমত কথা হয়॥
শুভ লগ্নে আইলাঙ অদ্বৈত দেখিতে।
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাঙ নয়নেতে॥"
পুত্রের সহিত অদ্বৈতেরে নমস্করি।
পূর্ণ হই ন্যাসী চলে বলি 'হরি হরি'॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত শরণ॥
অদ্বৈতেরে ভজে গৌরচন্দ্র করে হেলা।
পুত্র হউ অদ্বৈতের তবু তিঁহ গেলা॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত আচার্য্য।
পুত্র কোলে করি কান্দে ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য।
পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে।
লেপেন অদ্বৈত অতি প্রেমানন্দ রঙ্গে॥
"চৈতন্যের পার্ষদ জন্মিলা মোর ঘরে।"
এত বলি নাচে প্রভু তা.ল দিয়া করে॥
পুত্র কোলে করি নাচে অদ্বৈত গোসাঞি।
ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই॥
পুত্রের মহিমা দেখি অদ্বৈত বিহ্বল।
হেন কালে উপসন্ন সর্ব্ব সুমঙ্গল॥
সপার্ষদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে।
আসি আবির্ভাব হৈলা অদ্বৈত-ভবনে॥
প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অদ্বৈত দেখিয়া।
পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
'হরি' বলি শ্রীঅদ্বৈত করেন হুঙ্কার
প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার॥
জয় জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে।
উঠিল পরমানন্দ অদ্বৈত-ভবনে॥
প্রভুও করিলা অদ্বৈতেরে নিজ কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ জলে॥

পাদপদ্ম বক্ষে করি আচার্য্য গোসাঞি।
রোদন করেন অতি বাহ্য কিছু নাই॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন।
কি অদ্ভুত প্রেম স্নেহ না যায় বর্ণন॥
স্থির হই ক্ষণেকে অদ্বৈত মহাশয়।
বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয়॥
বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে।
চতুর্দ্দিগে শোভা করে পারিষদগণে॥
নিত্যানন্দে অদ্বৈতে হইল কোলাকুলী।
দোঁহা দেখি অন্তরেতে দোঁহে কুতূহলী॥
আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ।
আচার্য্য সভারে কৈলা প্রেম আলিঙ্গন॥
যে আনন্দ উপজিল অদ্বৈতের ঘরে।
বেদব্যাস বিনা তাহা কে বর্ণিতে পারে॥
ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈতকুমার।
প্রভুর চরণে আসি হৈলা নমস্কার॥
অচ্যুতেরে কোলে করি শ্রীগৌরসুন্দর।
প্রেমজলে ধুইলেন তাঁর কলেবর॥
অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বক্ষ হৈতে।
অচ্যুত প্রবিষ্ট হইল প্রভুর দেহেতে॥
অচ্যুতেরে কৃপা দেখি সর্ব্ব ভক্তগণ।
প্রেমে সভে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
যত চৈতন্যের প্রিয় পারিষদগণ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে হেন নাহি জন॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রাণের সমান।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান॥
ইহারে সে বলি যোগ্য অদ্বৈত-নন্দন।
যেন পিতা তেন পুত্র উচিত মিলন॥
এই মত শ্রীঅদ্বৈত গোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ডুবিলা প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে॥
শ্রীচৈতন্য কতদিন অদ্বৈত ইচ্ছায়।
রহিলা অদ্বৈতঘরে কীর্ত্তন লীলায়॥
প্রাণনাথ গৃহে পাই আচার্য্য গোসাঞি।
না জানে আনন্দে আছেন কোন ঠাঞি
স্থির কিছু হইয়া অদ্বৈত মহামতি।
আই স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি॥
দোলা লই নবদ্বীপে আইলা সত্বরে।
আইরে বৃত্তান্ত কহে চলিবার তরে॥

প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিয়া আছে আই।
কি বোলেন কি শুনেন বাহ্য কিছু নাই॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন তাহারে।
জিজ্ঞাসেন "মথুরার কথা কহ মোরে॥
রামকৃষ্ণ কেমত আছেন মথুরায়।
পাপী কংস কেমত বা করে ব্যবসায়॥
চোর অক্রূরের কথা কহ জান কে।
রামকৃষ্ণ মোর চুরি করি নিল সে॥
শুনিলাঙ পাপী কংস মরি গেল হেন।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন॥"
'রামকৃষ্ণ' বলিয়া কখন ডাকে আই।
"ঝাট গাভী দোহ' দুগ্ধ বেচিবারে চাই॥
হাতে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায়।
"ধর ধর সভে এই ননী-চোরা যায়॥
কোথা পলাইবা আজি মারিব বান্ধিয়া।"
এত বলি ধায় আই আবিষ্ট হইয়া॥
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া।
"চল যাই যমুনায় স্নান করি গিয়া॥"
কখন যে উচ্চ করি করেন ক্রন্দন।
হৃদয় দ্রবয়ে তাহা করিতে শ্রবণ॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষাণ বিদরে॥
কখন বা ধ্যানে কৃষ্ণ সাক্ষাত যে করি।
অট্ট অট্ট হাসে আই আপনা পাসরি॥
হেন সে অদ্ভুত হাস্য আনন্দ পরম।
দুই প্রহরেও কভু নহে উপশম॥
কখন বা আই হয় আনন্দে মূর্চ্ছিত।
প্রহরেক ধাতু নাহি থাকে কদাচিত॥
কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া।
পৃথিবীতে কেহ যেন তোলে আছাড়িয়া॥
আইর সে কৃষ্ণাবেশ কি তার উপমা।
আইবই অন্যে আর নাহি তার সীমা॥
গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্রহে যত কৃষ্ণভক্তি।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার।
তাহা বর্ণিবেক সব হেন শক্তি কার॥
হেন মতে প্রেমানন্দ সমুদ্র তরঙ্গে।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে॥

কদাচিৎ আইর যে কিছু বাহ্য হয়।
সেহো বিষ্ণুপূজা লাগি জানিহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভ বার্ত্তা হৈল গিয়া॥
"শান্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই ঝাট গিয়া দেখহ সত্বর॥"
বার্ত্তা শুনি সন্তোষিত হইলেন আই।
তাহার অবধি আর কহিবারে নাই॥
বার্ত্তা শুনি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সভেই হইলা অতি প্রেমানন্দ-মন॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয় পাত্র।
আই লই চলিলেন সেইক্ষণ মাত্র॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত আদি যত ভক্তগণ।
সভেই আইর সঙ্গে করিলা গমন॥
সত্বরে আইলা শচী আই শান্তিপুরে।
বার্ত্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে॥
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবৎ হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া॥
"তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমারে যে গুণাতীত সত্বরূপা কহি॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর জীব প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি মতি॥
তুমি সে কেবল মূর্ত্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তি।
যাহা হইতে সব হয় তুমি সেই শক্তি॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহূতি।
তুমি পৃশ্নি অনসূয়া কৌশল্যা অদিতি॥
যত দেখি সব তোমা হৈতে সে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে তোমাতে লীন হয়॥
তোমার প্রভাব বলিবারে শক্তি কার।
সভার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার॥"
শ্লোকবন্ধে এই মত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম্ম সনাতন॥
কৃষ্ণ বহি এ কি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমত কার শক্তি॥
আনন্দাশ্রুধারা বহিতেছে সর্ব্বাঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি নমস্কার করেন ভূমিতে।

আই দেখি মাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ॥
বসিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলী।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতূহলী॥
প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার॥
কোটি দাস দাসেরো যে সম্বন্ধ তোমার।
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার॥
বারেকো যে জন তোমা করিবে স্মরণ।
তার কভু নহিবেক সংসার বন্ধন॥
সকল পবিত্র করে যে গঙ্গাতুলসী।
তাঁরাও হয়েন ধন্য তোমারে পরশি॥
তুমিও যত করিয়াছ আমার পালন।
আমার শক্তিতে তাহার নহিব শোধন॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আমারে।
তোমার সদ্‌গুণে সে তাহার প্রতিকারে॥"
এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে॥
আই জানে 'অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ।
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন॥'
কত ক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র।
"তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র॥
প্রাণ হীন জন যেন সিন্ধু মাঝে ভাসে।
স্রোতে যথা লয় তথা চলয়ে অবশে॥
এই মত সর্ব্ব জীব সংসার সাগরে।
তোমার মায়ায় যে করায় তাহা করে॥
সবে বাপ বলি এই তোমারে উত্তর।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর॥
স্তুতি প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার।
মুঞি ত না বুঝি কিছু যে ইচ্ছা তোমার॥"
শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব্ব-ভাগবতে।
মহা-জয় জয়-ধ্বনি লাগিলা করিতে॥
আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ যাহার উদরে॥
প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই'।
আই-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥
প্রভু দেখি সন্তোষে পূর্ণিত হইলা আই।
ভক্তগণ আনন্দে কাহারও বাহ্য নাই॥

এখন যে হইল আনন্দ সমুচ্চয়।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা যায়॥
নিত্যানন্দ মহামত্ত আইর সন্তোষে।
পরানন্দ সিন্ধুমাঝে ভাসেন হরিষে॥
দেবকীর স্তুতি পড়ি আচার্য্য-গোসাঞি।
আইরে করেন দণ্ডবৎ অন্ত নাঞি॥
হরিদাস শ্রীগর্ভ মুরারি নারায়ণ।
জগদীশ গোপীনাথ আদি ভক্তগণ॥
আইর সন্তোষে সভে হেন সে হইলা।
পরানন্দে যেহেন সভেই মিশাইল॥
এ সব আনন্দ পড়ে শুনে যেই জন।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী।
প্রভু স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি॥
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রন্ধন।
প্রেমযোগে চিন্তি গৌরচন্দ্র নারায়ণ॥
কতেক প্রকারে আই করিলা রন্ধন।
নাম নাহি জানি হেন রান্ধিলা ব্যঞ্জন॥
আই জানে প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে।
বিংশতি প্রকার শাক রান্ধিল এতেকে॥
একেক ব্যঞ্জন প্রকার দশ বিশে।
রান্ধিলেক আই অতি চিত্তের সন্তোষে॥
অশেষ প্রকারে তবে রন্ধন করিয়া।
ভোজনের স্থানে পরে থুইলেন লৈয়া॥
শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন সব উপস্কার করি।
সবার উপরে দিল তুলসীমঞ্জরী॥
চতুর্দ্দিগে সারি করি শ্রীঅন্ন ব্যঞ্জন।
মধ্যে পাতিলেন লয়ে উত্তম আসন॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ॥
দেখি প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন উপস্কার।
দণ্ডবৎ হইয়া করিলা নমস্কার॥
প্রভু বোলে "এ অন্নের থাকুক ভোজন।
এ অন্ন দেখিলে হয় বন্ধবিমোচন॥
কি রন্ধন ইহা ত কহিলে কিছু নয়।
এ অন্নের গন্ধেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয়॥
বুঝিলাম কৃষ্ণ লই সব পরিবার।
এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার॥"

এত বলি প্রভু অন্ন প্রদক্ষিণ করি।
ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরাঙ্গ নরহরি॥
প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।
বসিলেন চতুর্দ্দিগে দেখিতে ভোজন
ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি।
নয়ন ভরিয়া দেখে শচী পুণ্যবতী॥
প্রত্যেক প্রত্যেক প্রভু সকল ব্যঞ্জন।
মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন॥
সভা হৈতে ভাগ্যবন্ত শ্রীশাকব্যঞ্জন।
পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভু করেন গ্রহণ॥
শাকেতে দেখিয়া সব প্রভুর আদর।
হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর॥
শাকের মহিমা প্রভু সভারে কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু ঈষৎ হাসিয়া॥
প্রভু বোলে "এই যে অচ্যুতা-নামে শাক
ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অনুরাগ॥
পটোল-বাস্তুক-কাল শাকের ভোজনে।
জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে॥
সালিঞ্চা হিলঞ্চা-শাক ভোজন করিলে।
আরোগ্যে থাকয়ে আর কৃতভক্তি মিলে॥"
এই মত শাকের মহিমা সভে কহি।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই॥
যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে।
সভে ইহা জানে প্রভু সহস্রবদনে॥
এই যশ সহস্র জিহ্বায় নিরন্তর।
গায়েন অনন্ত আদি দেব মহীধর॥
সেই প্রভু কলিযুগে অবধূত-রায়।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজ্ঞায়॥
বেদব্যাস আদি করি যত মুনিগণ।
এই সব যশ সভে করেন বর্ণন॥
এ যশের যদি করে শ্রবন পঠন।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিদ্যাবন্ধন॥
হেন রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥
আচমন করি মাত্র ঈশ্বর বসিলা।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা॥
কেহ বোলে "ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায়।
শূদ্র আমি আমারে সে উচ্ছিষ্ট যুয়ায়॥"
আর কেহ বলে "আমি নহি রে ব্রাহ্মণ।"
আড়ে থাকি লই কেহ করে পলায়ন॥
কেহ বোলে "শূদ্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে।
হয় নয় বিচারিয়া বুঝ শাস্ত্রে কহে॥"
কেহ বোলে "আমি অবশেষ নাহি চাই।
শুধু পাত খানা মাত্র আমি লই যাই॥"
কেহ বোলে "আমি পাত ফেলি সর্ব্ব কালে।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরালে।"
এই মত কৌতুকে চপল ভক্তগণ।
ঈশ্বর-অধরামৃত করেন ভোজন॥
আইর রন্ধন ঈশ্বরের অবশেষ।
কার বা ইহাতে লোভ না জন্মে বিশেষ॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ।
প্রভুর সম্মুখে সভে করিলা গমন॥
বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
চতুর্দ্দিগে বসিলেন সর্ব্ব-অনুচর॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া।
বলিলেন তারে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥
"পঢ় গুপ্ত রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি।
অষ্ট শ্লোক করিয়াছ শুনিয়াছি আমি॥"
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত মুরারি শুনিয়া।
পঢ়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া॥

তথাহি চৈতন্যচরিতে (২।৭)—

অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ।
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনাম যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ১॥

অন্বয়ঃ।—যস্য অগ্রে ধনুর্দ্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গঃ জ্যেষ্ঠানুসেবনরতঃ বরভূষণাঢ্যঃ শেষাখ্যধাম বরলক্ষ্মণনাম (বিদ্যতে) (তং) জগত্রয়গুরুং রামং সততং ভজামি॥ ১।

অনুবাদ।—যাঁহার অগ্রে ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ স্বর্ণোজ্জ্বলকান্তি অগ্রজের সেবাব্রত শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার-ভূষিত সাক্ষাৎ ভগবানের শেষ নামক স্বরূপ শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ নামে বিরাজিত আমি সেই ত্রিজগতের পিতা শ্রীরামচন্দ্রকে সতত ভজনা করি॥ ১।

হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধম্
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শক্রম্
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি॥ ২॥

অন্বয়ঃ।—(যঃ) সগণৌ খরত্রিশিরসৌ কবন্ধং চ হত্বা শ্রীদণ্ডকাননং অদূষণমেব কৃত্বা শক্রং বিনিহত্য সুগ্রীবমৈত্রং অকরোৎ (তং) জগত্রয়গুরুং রামং সততং ভজামি॥ ২।

অনুবাদ।—যিনি গণসহিত খর ও ত্রিশিরা নামক রাক্ষসদ্বয়কে ও কবন্ধ নামক রাক্ষসকে নিহত করিয়া দণ্ডকারণ্যকে দূষণ নামক রাক্ষসশূন্য করিয়া শক্র বালিকে নিহত করিয়া সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন আমি সেই ত্রিজগতের পিতা শ্রীরামচন্দ্রকে সতত ভজনা করি॥ ২।

এই মত অষ্ট শ্লোক মুরারি পড়িল।
প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিল॥
দূর্ব্বাদল শ্যাম কোদণ্ড দীক্ষা-গুরু।
ভক্তগণ প্রতি অতি বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
হাস্য মুখে রত্নময় রাজ সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে॥
অগ্রে মহা-ধনুর্দ্ধর অনুজ লক্ষ্মণ।
কনকের প্রায় দ্যুতি কনকভূষণ॥
আপনে অনুজ হই শ্রীঅনন্তধাম।
জ্যেষ্ঠের সেবনে রত শ্রীলক্ষ্মণ নাম॥
সর্ব্ব মহা-গুরু হেন শ্রীরঘু-নন্দন।
জন্ম জন্ম ভজোঁ মুঞি তাঁহার চরণ॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর ঢুলায়।
সম্মুখে কপীন্দ্রগণ পুণ্য কীর্ত্তি গায়॥
যে প্রভু করিলা গুহ চণ্ডালেরে মিত।
জন্ম জন্ম গাঙ যেন তাঁহার চরিত॥
গুরুআজ্ঞা শিরে ধরি ছাড়ি নিজ রাজ্য।
বন ভ্রমিলেন করিবারে সুরকার্য্য॥
বালি মারি সুগ্রীবেরে রাজ্যভার দিয়া।
মৈত্রপদ দিলা তারে করুণা করিয়া॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন।
ভজোঁ হেন ত্রি-ভুবন গুরুর চরণ॥
দুস্তর তরঙ্গ-সিন্ধু ঈষৎ লীলায়।
কপি দ্বারা যে বান্ধিলা লক্ষ্মণ সহায়॥
ইন্দ্রাদির অজিত রাবণ বংশ-গণে।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে॥
যাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম্ম-পর।
ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লঙ্কেশ্বর॥
যবনেও যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজো হেন রাঘবেন্দ্রপ্রভুর চরণে॥
দুষ্ট ক্ষয় লাগি নিরন্তর ধনুর্দ্ধর।
পুত্রের সমান প্রজাপালনে তৎপর॥
যাহার কৃপায় সব অযোধ্যানিবাসী।
সশরীরে হইলেন শ্রীবৈকুণ্ঠবাসী॥
যার নামরসে মহেশ্বর দিগম্বর।
রমা যার পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর॥
পরংব্রহ্ম জগন্নাথ বেদে যাঁরে গায়।
ভজোঁ হেন সর্ব্ব-গুরু রাঘবেন্দ্র-পায়॥
এই মত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত॥
শুনি তুষ্ট হই তারে শ্রীগৌরসুন্দর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
"শুন গুপ্ত এই তুমি আমার প্রসাদে
জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্ব্বিরোধে॥
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয়।
সেহো রামপদাম্বুজ পাইব নিশ্চয়॥"
মুরারি গুপ্তেরে চৈতন্যের বর শুনি।
সভেই করেন মহা জয়-জয়-ধ্বনি॥
এই মত কৌতুকে আছেন গৌর-সিংহ।
চতুর্দ্দিগে শোভে সব চরণের ভৃঙ্গ।
হেনই সময়ে কুষ্ঠরোগী এক জন।
প্রভুর সম্মুখে আসি দিল দরশন॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল আর্ত্তনাদে।
দুই বাহু তুলি মহাআর্ত্তি করি কান্দে॥
"সংসার উদ্ধার লাগি তুমি কৃপাময়।
পৃথিবীর মাঝে আসি হইলা উদয়॥
পর দুঃখ দেখি তুমি স্বভাবে কাতর।
এতেকে আইনু মুঞি তোমার গোচর॥
কুষ্ঠরোগে পীড়িত জ্বালায় মুঞি মরি।
বলহ উপায় মোরে কোন মতে তরি॥"

শুনি মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর বচন।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে ভর্জ্জন বচন॥
"ঘুচ ঘুচ মহা-পাপি! বিদ্যমান হৈতে।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে॥
পরম ধার্ম্মিক যদি দেখে তোর মুখ।
সে দিবস তাহার অবশ্য হয় দুঃখ॥
বৈষ্ণবনিন্দুক তুই পাপী দুরাচার।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর॥
এই জ্বালা সহিতে না পার' দুষ্ট মতি।
কেমতে করিবা কুম্ভ-পাকেতে বসতি॥
যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যেই বৈষ্ণবচরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
সে বৈষ্ণবপূজা হৈতে বড় আর নাই॥
শেষ রমাঅজভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় কহে ভাগবতে॥

তথাহি ভাগবতে (১১।১৪।১৫)—

ন তথা মে প্রিয়তমঃ আত্মযোনির্নশঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ ৩॥

অন্বয়ঃ।—যথা ভবান্ মে প্রিয়তমঃ আত্মযোনিঃ তথা ন, শঙ্করঃ ন, সঙ্কর্ষণঃ ন, শ্রীঃ ন, আত্মা (চ) ন॥ ৩।

অনুবাদ।—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন। তুমি আমার ভক্ত অতএব তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম আত্মযোনি ব্রহ্মা, শঙ্কর, আমার মূর্ত্তিভেদ সঙ্কর্ষণ প্রেয়সী লক্ষ্মী বা আমার নিজের বিগ্রহ ও আমার তাদৃশ প্রিয় নহে॥ ৩।

হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সেই পায় দুঃখ জন্ম জীবন মরণ॥
বিদ্যা কুল তপ সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণবেরে নিন্দে যে যে পাপী দুরাচার॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবেরে নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যার দৃষ্টি মাত্র দশদিগে পাপ ক্ষয়॥
যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গের সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥
হেন মহাভাগবত শ্রীবাসপণ্ডিত।
তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাঁহার চরিত॥
এতেকে তোমার কুষ্ঠ জ্বালা কোন্ কাজ।
মূল শাস্তা পশ্চাৎ আছেন ধর্ম্মরাজ॥
এতেকে আমার দৃশ্য যোগ্য নহ তুমি।
তোমার নিষ্কৃতি করিবারে নারি আমি॥"
সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি প্রভুর উত্তর।
দন্তে তৃণ ধরি বলে হইয়া কাতর॥
"কিছু না জানিলুঁ মুঞি আপনা খাইয়া।
বৈষ্ণবের নিন্দা কৈনু প্রমত্ত হইয়া॥
অতএব তার শাস্তি পাইনু উচিত।
এখনে ঈশ্বর তুমি চিন্ত মোর হিত॥
সাধুর স্বভাবধর্ম্ম দুঃখীরে উদ্ধারে।
কৃত অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে॥
এতেকে তোমারে মুঞি লইনু শরণ।
তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন জন॥
যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত সব তুমি জ্ঞাতা।
প্রায়শ্চিত্ত বল মোরে তুমি সর্ব্ব-পিতা॥
বৈষ্ণব জনের যেন নিন্দন করিলুঁ।
উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইলুঁ॥
প্রভু বোলে "বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন তারে শাস্তিতে লিখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশি সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগি তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাঁহার চরণে॥
তাঁর ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার তিঁহো করিলে প্রসাদ॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥
এই কহিলাঙ্ তোর নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাসপণ্ডিত ক্ষমিলেই দুঃখ যায়॥
মহাশুদ্ধ-বুদ্ধি তিঁহো তাঁর ঠাঞি গেলে।
ক্ষমিবেন সব তোরে নিস্তারিবে হেলে॥"
শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
মহা জয়-জয়-ধ্বনি করে ভক্তগণ॥

সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি প্রভুর বচন।
দণ্ডবৎ হইয়া চলিলা তত-ক্ষণ॥
সেই কুষ্ঠ রোগী পাই শ্রীবাসপ্রসাদ।
মুক্ত হৈল খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
এতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়।
আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠ রায়॥
তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দয়ে যেই জন।
তার শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্ত-নারায়ণ॥
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখহ গালা-গালি।
পরম আনন্দ, ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী॥
সত্যভামা রুক্মিণীতে গালা-গালি যেন।
পরমার্থে নহে এক তাহা দেখি ভিন্ন যেন॥
এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাঞি।
ভিন্ন করায়েন রঙ্গ চৈতন্তগোসাঞি॥
ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
অন্ত বৈষ্ণবেরে নিন্দে সেই যায় ক্ষয়॥
এক হস্তে ঈশ্বরেরে সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে দুঃখ দিলে তার কি কুশল॥
এই মত সর্ব্ব ভক্ত কৃষ্ণের শরীর।
ইহা বুঝে যে হয় পরম মহা-ধীর॥
অভেদ দৃষ্টিতে কৃষ্ণ বৈষ্ণব ভজিয়া।
যে কৃষ্ণ চরণ সেবে সে যায় তরিয়া॥
যে গায় যে শুনে এ সকল পুণ্য-কথা।
বৈষ্ণবাপরাধ তার না জন্মে সর্ব্বথা॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।
আছেন পরমানন্দে অদ্বৈতের ঘরে॥
মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্য-তিথি।
দৈবযোগে উপসন্ন হৈল আসি তথি॥
মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যত্তপি ভেদ নাই।
তথাপি তাহান শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি॥
মাধবেন্দ্র-পুরী দেহে শ্রীগৌর-সুন্দর।
সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর॥
মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিষ্ণু-ভক্তি।
কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব্বকাল পূর্ণ-শক্তি॥
যেমতে অদ্বৈত শিষ্য হইলেন তান।
চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল আখ্যান॥
যে সময়ে না ছিল চৈতন্ত অবতার।
বিষ্ণুভক্তি শূন্ত সব আছিল সংসার॥

তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্তকৃপায়।
প্রেম-সুখসিন্ধু মাঝে ভাসেন সদায়॥
নিরবধি দেহে রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প।
হুঙ্কার, গর্জ্জন, মহাহাস্ত, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম॥
নিরবধি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাহ্য।
আপনেও না জানেন করেন কি কার্য্য॥
পথে চলি যাইতেও আপনা আপনি।
নাচেন পরম রঙ্গে করি হরিধ্বনি॥
কখনো বা হেন সে আনন্দমূর্চ্ছা হয়।
দুই তিন প্রহরেও দেহে বাহ্য নয়॥
কখন বা বিরহেতে করেন রোদন।
গঙ্গা ধারা বহে যেন, অদ্ভুতকথন॥
কখন হাসেন অতি অট্ট অট্ট হাস।
পরানন্দ-রসে ক্ষণে হয় দিগবাস॥
এই মত কৃষ্ণসুখে মাধবেন্দ্র সুখী।
সবে ভক্তিশূন্ত লোক দেখি বড় দুঃখী॥
তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি।
কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি॥
কৃষ্ণযাত্রা অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন॥
'ধর্ম্ম কর্ম্ম' লোক সব এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দেবতা জানেন সবে 'ষষ্ঠী বিষহরি'।
তাহারে সেবেন সভে মহা-দম্ভ করি॥
'ধন বংশ বাড়ুক' করিয়া কাম্য মনে।
মত্তমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥
যোগিপাল ভোগিপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সংকীর্ত্তন।
কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা ক্রন্দন॥
বিষ্ণুমায়াবশে লোক কিছুই না জানে।
সকল জগত বদ্ধ মহাতমোগুণে॥
লোক দেখি দুঃখ ভাবে' শ্রীমাধব-পুরী
হেন নাহি তিলার্দ্ধে সম্ভাষা যারে করি॥
সন্ন্যাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ।
সেহ আপনারে মাত্র বোলে নারায়ণ॥

এ দুঃখে সন্ন্যাসী সঙ্গে না কহেন কথা।
হেন স্থান নাহি কৃষ্ণভক্তি শুনি যথা॥
জ্ঞানী যোগী তপস্বী সন্ন্যাসী খ্যাতি যার।
কার মুখে নাহি দাস্য-মহিমা-প্রচার॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে।
তারা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে॥
দেখিতে শুনিতে দুঃখে শ্রীমাধব-পুরী।
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি॥
লোক মধ্যে ভ্রমি কেন বৈষ্ণব দেখিতে।
কোথাও বৈষ্ণব নাম না শুনি জগতে॥
অতএব এ সকল লোকমধ্য হৈতে।
বনে যাই লোক যেন না পাই দেখিতে॥
এতেক সে বন ভাল এ সকল লোক হৈতে।
বনে কথা নহে অবৈষ্ণবের সহিতে॥
এই মত মন দুঃখে ভাবিতে চিন্তিতে।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অদ্বৈত সহিতে॥
বিষ্ণুভক্তি শূন্য দেখি সকল সংসার।
অদ্বৈত-আচার্য্য দুঃখ ভাবেন অপার॥
তথাপি অদ্বৈতসিংহ কৃষ্ণের কৃপায়।
দৃঢ় করি বিষ্ণুভক্তি বাখানে সদায়॥
নিরন্তর পঢ়ায়েন গীতাভাগবত।
ভক্তি বাখানেন মাত্র গ্রন্থের যে মত॥
হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয়।
অদ্বৈতের গৃহে আসি হইলা উদয়॥
দেখিয়া অদ্বৈত তান বৈষ্ণব-লক্ষণ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেই ক্ষণ॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে॥
অন্যোন্যে কৃষ্ণ-কথা রসে দুই জন।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ॥
মাধবপুরীর প্রেম অকথ্য কথন।
মেঘদরশনে মূর্চ্ছা পায় সেই ক্ষণ॥
কৃষ্ণ-নাম শুনিলেই করেন হুঙ্কার।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার॥
দেখিয়া তাহার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
বড় সুখী হইলা অদ্বৈত মহাশয়॥
তাঁহার ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ।
হেন মতে মাধবেন্দ্র-অদ্বৈত-মিলন॥

মাধব-পুরীর আরাধনার দিবসে।
সর্ব্বস্ব নিক্ষেপ করে অদ্বৈত হরিষে॥
দৈবে সেই পুণ্য তিথি আসিয়া মিলিলা।
সন্তোষে অদ্বৈত সজ্জ করিতে লাগিলা॥
শ্রীগৌরসুন্দর সব পারিষদ সনে।
বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে॥
সেই তিথি পুজিবারে আচার্য্য গোসাঞি।
কত সজ্জ করিলেন তার অন্ত নাই॥
নানা দিক হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন ভিতে
মাধবেন্দ্রপুরী প্রতি প্রীতি সভাকার।
সভেই লইল যথাযোগ্য অধিকার॥
আই লইলেন যত রন্ধনের ভার।
আই বেঢ়ি সর্ব্ববৈষ্ণবের পরিবার॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু সন্তোষ অপার।
বৈষ্ণব পুজিতে লইলেন অধিকার॥
কেহ বোলে "আমি সব ঘষিব চন্দন।"
কেল বোলে "মালা আমি করিব গ্রন্থন॥"
কেহ বোলে "জল আনিবারে মোর ভার।"
কেহ বোলে "মোর দায় স্থান উপস্কার॥"
কেহ বোলে "মুঞি যত বৈষ্ণবচরণ।"
মোর দায় সকল করিতে প্রক্ষালন॥"
কেহ বান্ধে পতাকা চান্দোয়া কেহ টানে।
কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয় কেহ আনে॥
কতজনে লাগিলা করিতে সংকীর্ত্তন।
আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন॥
আর কতজন হরি বোলয়ে কীর্ত্তনে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজায়েন আর কত জনে॥
কত জন করে তিথি পুজিবার কার্য্য।
কেহ বা হইলা তিথিপুজার আচার্য্য॥
এই মত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ।
সভেই করেন কর্ম্ম যার যেই মন॥
"খাও পিও লেহ দেহ আর হরি-ধ্বনি"।
ইহা বই চতুর্দ্দিগে আর নাহি শুনি॥
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ মন্দিরা করতাল।
সংকীর্ত্তন সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল॥
পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহ্য জ্ঞান।
অদ্বৈতভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম॥

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরমসন্তোষে।
সম্ভারের সজ্জ দেখি বুলেন হরিষে॥
তণ্ডুল দেখয়ে প্রভু ঘর-দুই-চারি।
পর্ব্বত প্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি॥
ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্থালী।
ঘর দুই চারি দেখে মুদ্গের বিয়লি॥
নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ-সাত।
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে খোলা পাত॥
ঘর দুই চারি প্রভু দেখে চিপিটক।
সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক॥
না জানি কতেক নারিকেল গুয়া পান।
কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিদ্যমান॥
পটোল বার্ত্তাকু থোড় আলু শাক মান।
কত ঘর ভরিয়াছে নাহিক প্রমাণ॥
সহস্র সহস্র ঘট দেখে দধি দুগ্ধ।
ক্ষীর ইক্ষু অঙ্কুরের সনে কত মুদ্গ॥
তৈল লবণ ঘৃত কলস দেখে যত।
সকল অনন্ত লিখিবারে পারি কত॥
অতি অমানুষী দেখে সকল সম্ভার।
চিত্তে যেন প্রভুর হইল চমৎকার॥
প্রভু বোলে "এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
আচার্য্য মহেশ হেন মোর চিত্তে লয়॥
মনুষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে।
এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে॥
বুঝিলাঙ আচার্য্য মহেশ অবতার।"
এই মত হাসি প্রভু বোলে বার বার॥
ছলে অদ্বৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
যে হয় সুকৃতি সে পরমানন্দে লয়॥
তান বাক্যে অনাদর অনাস্থা যাহার।
তারে শ্রীঅদ্বৈত হয় অগ্নি অবতার॥
যদ্যপি অদ্বৈত কোটি চন্দ্র সুশীতল।
তথাপি চৈতন্যবিমুখের কালানল॥
সকৃত যে জন বোলে 'শিব' হেন নাম।
সেহো কোনো প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান॥
সেইক্ষণে সর্ব্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয়॥"
হেন শিব নাম শুনি যার দুঃখ হয়।
সেই জন অমঙ্গলসমুদ্রে ভাসয়॥

তথাহি (ভাঃ ৪।৪।১৪)—

যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং
সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং
ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥৪॥

অন্বয়।—প্রসঙ্গাদ্ গিরা সকৃৎ ঈরিতং যদ্দ্ব্যক্ষরং তন্নাম নৃণাং অঘং আশু হন্তি অহো! ভবান্ শিবেতরঃ (সন্) তং পবিত্রকীর্ত্তিং-অলঙ্ঘ্য শাসনং শিবং দ্বেষ্টি॥ ৪॥

অনুবাদ।—দাক্ষায়নী সতী স্বীয় পিতা দক্ষকে বলিতেছেন। কথাপ্রসঙ্গে বাক্য দ্বারা যাঁহার দুই অক্ষর গ্রথিত 'শিব' এই প্রসিদ্ধ নাম একবার মাত্র উচ্চারিত হইয়াই মানবগণের নিখিল পাপ অবিলম্বে ধ্বংস করে অহো আপনি সাক্ষাৎ অমঙ্গলস্বরূপ হইয়া সেই পবিত্রকীর্ত্তি অলঙ্ঘ্য-শাসন শিবের দ্বেষ করিতেছেন। ॥ ৪।

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
"শিব যে না পূজে সে বা মোরে পূজে কেনে?
মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যার।
কেমতে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার॥

তথাহি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং সলভতাং পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি॥৫।

অন্বয়।—যঃ মদীয়ং পরং ভক্তং হি ন সম্পূজয়েৎ সঃ পাপপুরুষঃ কথং বা ময়ি ভক্তিং লভতাং॥ ৫।

অনুবাদ।—শ্রীনারায়ণ বলিতেছেন। যে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত শিবের সম্যক্ প্রকারে পূজা না করে সেই পাপী ব্যক্তি কি প্রকারে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে? ৫॥

অতএব সর্ব্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণ পূজি তবে।
প্রীতে শিব পূজি পূজিবেক সর্ব্ব দেবে॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

প্রথমং কেশবং পূজ্য তথা দেবমহেশ্বরম্।
পূজনীয়াঃ মহাভক্ত্যা যে চান্যে সন্তি দেবতাঃ॥ ৬॥

অন্বয়।—প্রথমং কেশবং তথা দেবমহে

স্বয়ং পূজ্য ( সম্পূজ্যার্থে আর্ষঃ ) যে চ অন্যে দেবতা সন্তি ( তে ) মহাভক্ত্যা পূজনীয়াঃ ॥৬।

**অনুবাদ**—সর্ব্ব প্রথমে কেশবের এবং মহেশ্বরের পূজা করিয়া পরে অন্যান্য যে সমস্ত দেবতা আছেন পরম ভক্তির সহিত তাঁহাদের পূজা করিবে ॥৬।

হেন শিব অদ্বৈতেরে বোলে সাধুজনে।
সেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইঙ্গিত-কারণে ॥
ইহাতে অবোধগণ মহাকলিকালে।
অদ্বৈতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥
নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত।
সকল অনন্ত দেখিবারে পারি কত ॥
সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা-হর্ষ মন ॥
আচার্য্যের প্রশংসা করেন অনুক্ষণ ॥
একে একে দেখি প্রভু সকল সম্ভার।
সংকীর্ত্তন স্থানেতে আইলা পুনর্ব্বার ॥
প্রভু মাত্র আইলেন সংকীর্ত্তন-স্থানে।
পরানন্দ পাইলেন সর্ব্ব ভক্তগণে ॥
না জানি কে কোন দিকে নাচে গায় বায়।
না জানি কে কোন দিগে মহানন্দে ধায় ॥
সভে করে জয় জয় মহা হরিধ্বনি ॥
"বোল বোল হরি বোল" আর নাহি শুনি ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।
সভার সুন্দর বক্ষ মালায় পূর্ণিত ॥
সভেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।
সভে নৃত্য গীত করে প্রভু বিদ্যমান ॥
মহানন্দে উঠিল শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন।
যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত ভুবন ॥
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত প্রেম-সুখময়।
বাল্য-ভাবে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥
বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্য-গোসাঞি।
যত নৃত্য করিলেন—তার অন্ত নাই ॥
নাচিলা অনেক ঠাকুর হরিদাস।
সভেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥
মহাপ্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর সর্ব্বশেষে।
নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষ ॥
সর্ব্বপরিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।
শেষে নৃত্য করেন আপনে সভা, লৈয়া ॥

মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব্বভক্তগণ ॥
মধ্যে নাচে মহাপ্রভু শ্রীশচী-নন্দন ॥
এই মত সর্ব্বদিন নাচিয়া গাইয়া।
বসিলেন মহাপ্রভু সভারে লইয়া ॥
তবে শেষ আজ্ঞা মাগি অদ্বৈত-আচার্য্য।
ভোজনের করিতে লাগিলা সর্ব্ব কার্য্য ॥
বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
মধ্যে প্রভু চতুর্দ্দিগে সর্ব্বভক্ত-গণ ॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ যেন তারাচয়।
মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥
দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।
মাধবেন্দ্র আরাধনা—আইর রন্ধন ॥
মাধব-পুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।
ভোজন করেন প্রভু সর্ব্বভক্ত লৈয়া ॥
প্রভু বোলে "মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।
ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥"
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন ॥
তবে সুগন্ধি চন্দন দিব্য মালা।
প্রভুর সম্মুখে আনি অদ্বৈত থুইলা ॥
তবে প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপেরে আগে।
দিলেন চন্দন মালা মহা-অনুরাগে ॥
তবে প্রভু সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে জনে জনে।
শ্রীহস্তে চন্দন মালা দিলেন আপনে ॥
শ্রীহস্তেরপ্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ।
সভার হইল পরমানন্দময় মন ॥
উচ্চ করি সভেই করেন হরি-ধ্বনি।
কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি ॥
অদ্বৈতের যে আনন্দ অন্ত নাহি তান ॥
অপেনে বৈকুণ্ঠনাথ গৃহ মধ্যে যার ॥
এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত।
মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥
এক দিবসের যত চৈতন্যবিহার।
কোটি বৎসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত দূর শক্তি তত দূর উড়ি যায় ॥
এই মত চৈতন্যযশের অন্ত নাই।
তিঁহো যত দেন শক্তি তত মাত্র পাই ॥

এ সব কথার অনুক্রম নাহি জাহি জানি।
যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি॥
এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ॥
যেবা পড়ে শুনে মিলে কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
সর্ব্ব-বৈষ্ণবের পায় মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু নহুক আমার॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে অদ্বৈত
গৃহ বিলাসবর্ণন নাম
চতুর্থোঽধ্যায়।

## পঞ্চম অধ্যায়

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বগুরু।
জয় জয় ভক্তজনবাঞ্ছাকল্পতরু॥
জয় জয় ন্যাসি-মণি শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টি-পাত॥
ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
জয় জয় শ্রীকরুণা-সিন্ধু দয়াময়॥
শেষখণ্ডকথা ভাই শুন এক মনে।
শ্রীগৌর-সুন্দর বিহরিলেন যেমনে॥
কত দিন থাকি প্রভু অদ্বৈতের ঘরে।
আইলা কুমারহট্ট শ্রীবাসমন্দিরে॥
কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি আছেন শ্রীবাস।
আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ॥
নিজ প্রাণনাথ দেখি শ্রীবাস পণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল পৃথিবীতে॥
শ্রীচরণ বক্ষে করি পণ্ডিত ঠাকুর।
উচ্চস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর॥
গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীবাসেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
সুকৃতি শ্রীবাসগোষ্ঠী চৈতন্যপ্রসাদে।
সভে প্রভু দেখি ঊর্দ্ধবাহু করি কান্দে॥
বৈকুণ্ঠনায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস।
কোন্ নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস॥
আপনে মাথায় করি উত্তম আসন।
দিলেন বসিলা তথি কমললোচন॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন পারিষদগণ।
সবেই গায়েন কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ॥
জয় জয় করে গৃহে পতিব্রতাগণ।
হইল আনন্দময় শ্রীবাসভবন॥
প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর॥
বার্ত্তা পাই আইলা আচার্য্য পুরন্দর॥
তাহানে দেখিয়া প্রভু পিতা করি বোলে।
প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে॥
পরম সুকৃতি সে আচার্য্য পুরন্দর।
প্রভু দেখি কান্দে অতি হই অসম্বর॥
বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে।
শিবানন্দসেন-আদি আপ্তবর্গ সনে॥
প্রভুর পরম প্রিয় বাসুদেব দত্ত।
তাঁহার কৃপায় সে জানেন সর্ব্ব তত্ত্ব॥
জগতের হিতকারী বাসুদেব দত্ত।
সর্ব্বভূতে কৃপালু চৈতন্যরসে মত্ত।
গুণগ্রাহী অদোষ-দরশী সভাপ্রীত।
ঈশ্বরে বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি মতি॥
বাসুদেব দত্ত দেখি শ্রীগৌর-সুন্দর।
কোলে করি কান্দিতে লাগিলা বহুতর॥
বাসুদেব দত্ত ধরি প্রভুরচরণ।
উচ্চস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
বাসুদেব কাঁদিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণসীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা॥
হেন সে প্রভুর প্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বোলে "আমি বাসুদেবের নিশ্চয়॥"
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
"এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
দত্ত আমা যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে তারে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায়॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥"

বাসুদেবদত্তেরে প্রভুর কৃপা শুনি।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরি-ধ্বনি॥
ভক্ত বাড়াইতে গৌর-সুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত তেন করেন আপনে॥
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর।
কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর॥
শ্রীবাস রামাই দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায়॥
চৈতন্যের অতি প্রিয় শ্রীবাস রামাঞি।
দুই চৈতন্যের দেহ দ্বিধা কিছু নাঞি॥
সংকীর্ত্তন-ভাগবত পাঠ-ব্যবহারে।
বিদূষক লীলায় অশেষ পরকারে॥
জন্মায়েন প্রভুর সন্তোষ শ্রীনিবাস।
যার গৃহে প্রভুর সর্ব্বদা পরকাশ॥
এক দিন প্রভু শ্রীনিবাসের স'হিত।
ব্যবহার কথা কিছু কহেন নিভৃত॥
প্রভু বোলে "তুমি দেখ কোথাও না যাও।
কেমতে কুলাও তুমি তাহা মোরে কও॥"
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিত্ত কহিলুঁ তোমাতে॥"
প্রভু বোলে "পরিবার অনেক তোমার।
নির্ব্বাহ কেমতে তবে হইবে সভার॥"
শ্রীবাস বোলেন "যার অদৃষ্টে যা থাকে।
সেই হইবেক মিলিবেক যে-তে-পাকে॥"
প্রভু বোলে "তবে তুলি করহ সন্ন্যাস।"
"তাহা না পারিব মুঞি" বোলেন শ্রীবাস॥
প্রভু বোলে "সন্ন্যাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুইত না বুঝি মুঞি তোমার বচন॥
একালেত কোথাও না গেলে না আইলে।
ঘটমাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে॥
না মিলিল যদি আসি তোমার দুয়ারে।
তবে তুমি কি করিবা বোলহ আমারে॥"
শ্রীবাস বোলেন "হাতে তিন তালি দিয়া।
এক দুই তিন এই কাহিলুঁ ভাঙ্গিয়া॥"
প্রভু বোলে "এক দুই তিন যে কহিলা।
কি অর্থ ইহায় বোল কেনে তালি দিলা॥"
শ্রীবাস বোলেন "এই দঢ়ান আমার।
তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার॥
তবে সত্য কহোঁ ঘট বান্ধিয়া গলায়।
প্রবেশ করিমু প্রভু সর্ব্বথা গঙ্গায়॥"
এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে শচীর নন্দন॥
প্রভু বোলে "কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস।
তোর অন্ন-অভাবে কি হইবে উপাস॥
যদি কদাচিৎ বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপিহ দারিদ্র্য নহিবে তোর ঘরে॥
আপনেও গীতাতে যে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহা কি শ্রীবাস সব পাসরিলে তুঞি॥

তথাহী—গীতায়াং (৯।২২)—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অন্বয় :—যে জনাঃ অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্ত পরি উপাসতে তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং অহং যোগক্ষেমং বহামি॥

অনুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন। যে সমস্ত ব্যক্তি সর্ব্ব কামনা ত্যাগ করিয়া মাত্র আমারই সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন আমি সর্ব্বদা আমাতে অনুরক্ত সেই সকল লোকের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি॥

যে জন চিন্তয়ে মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যে মোরে চিন্তে, নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্ব সিদ্ধি মিলে তারে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শনচক্রে রাখে মোর দাস।
মহা প্রলয়েতে যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেপও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের 'ভক্ষ' করি।
মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সভার উপরি॥

সুখে শ্রীনিবাস তুমি বসি থাক ঘরে।
আপনি আসিব সব তোমার দুয়ারে॥
অদ্বৈতেরে তোমারে আমায় এই বর।
জরাগ্রস্ত নহিব দোঁহার কলেবর॥"
রামপণ্ডিতেরে ডাকি শ্রীগৌর-সুন্দর।
প্রভু বোলে "শুন রাম আমার উত্তর॥
জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্ব্বথায়।
সেবিবে ঈশ্বরবুদ্ধ্যে আমার আজ্ঞায়॥
প্রাণসম মোর তুমি শ্রীরাম পণ্ডিত।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিৎ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইলা পূর্ণকাম॥
অদ্যাপিহ শ্রীবাসের চৈতন্য-কৃপায়।
দ্বারে সব উপসন্ন হেতেছে লীলায়॥
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র।
ত্রিভুবন হয় যাঁর স্মরণে পবিত্র॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস।
যার ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস॥
হেন রঙ্গে শ্রীবাসমন্দিরে গৌররায়।
রহিলেন কতদিন শ্রীবাস-ইচ্ছায়॥
ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব্বগোষ্ঠীর সহিতে।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে॥
কত দিন থাকি প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
তবে গেলা পানীহাটি রাঘব-মন্দিরে॥
কৃষ্ণকার্য্যে আছেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত॥
প্রাণ নাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত॥
দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভ-চরণ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন॥
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতেরে করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে।
কোন বিধি করিবেন কিছুই না স্ফুরে॥
রাঘবের ভক্তি দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত॥
"প্রভু বোলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।
পাসরিলুঁ সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া॥
গঙ্গায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়।
সেই সুখ পাইলাম রাঘব-আলয়॥"
হাসি বোলে প্রভু "শুন রাঘব পণ্ডিত॥
কৃষ্ণের রন্ধন গিয়া করহ ত্বরিত॥"
আজ্ঞা পাই শ্রীরাঘব পরম সন্তোষে।
চলিলেন রন্ধন করিতে প্রেমরসে॥
চিত্তবৃত্তি যতেক মানস আপনার।
সেই মত পাক বিপ্র করিলা অপার॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।
নিত্যানন্দসঙ্গে আর যত আপ্তগণ॥
ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।
সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত॥
প্রভু বোলে "রাঘবের কি সুন্দর পাক।
এমত কোথায় আমি নাহি খাই শাক॥"
শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া।
রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া॥
এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি আচমন॥
রাঘব-মন্দিরে শুনি শ্রীগৌর সুন্দর।
গদাধর দাস ধাই আইলা সত্বর॥
প্রভুর পরম প্রিয় গদাধরদাস।
ভক্তিসুখে পূর্ণ যার বিগ্রহ প্রকাশ॥
প্রভুও দেখিয়া গদাধর সুকৃতিরে।
শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তার শিরে॥
পুরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
যাহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ॥
সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে।
প্রভু দেখি প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে॥
রঘুনাথ বৈদ্য আইলেন তত-ক্ষণে।
পরম বৈষ্ণব অন্ত নাহি যার গুণে॥
এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা।
সভেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা॥
পানীহাটিগ্রামে হৈল পরম আনন্দ।
আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র॥
রাঘবপণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর।
নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর॥
"রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি।
আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি॥

এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে।
সেই করি আমি এই বলিল তোমারে॥
আমার সকল কর্ম্ম নিত্যানন্দ-দ্বারে।
অকপটে এই আমি কহিল তোমারে॥
যেই আমি সেই নিত্যানন্দ ভেদ নাই।
তোমার ঘরেই সব জানিবা এথাই॥
মহাযোগেশ্বরের যাহা পাইতে দুর্ল্লভ।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ॥
এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান।
নিত্যানন্দ সেবিহ যে হেন ভগবান॥"
মকরধ্বজ কর প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
বলিলেন "সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ॥
রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার।
সে কেবল সুনিশ্চয় জানিহ আমার॥
হেন মতে পানীহাটি গ্রাম ধন্য করি।
আছিলেন কত দিন শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি॥
তবে প্রভু আইলেন বরাহনগরে।
মহা ভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে॥
সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে।
প্রভু দেখি ভাগবত লাগিলা পড়িতে॥
শুনিয়া তাহার ভক্তিযোগের পঠন।
আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
"বোল বোল" বোলে প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
হুঙ্কার গর্জ্জন প্রভু করয়ে সদায়॥
সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া।
প্রভুও করেন নৃত্য বাহ্য পাসরিয়া॥
ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে।
পুনঃ পুনঃ আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে॥
হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ।
আছাড় দেখিতে সর্ব্বলোক পায় ত্রাস॥
এই মত রাত্রি তিন প্রহর অবধি।
ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণ-নিধি।
বাহ্য পাই বসিলেন শ্রীশচীনন্দন॥
সন্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন॥
প্রভু বোলে "ভাগবত এমত পড়িতে।
কভু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে॥
এতেকে তোমার নাম ভাগবতাচার্য্য।
ইহা বিনা আর কোন না করিহ কার্য্য॥"

বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি।
সভে করিলেন মহা হরি-হরি ধ্বনি॥
এই মত প্রতি-গ্রামে-গ্রামে গঙ্গা-তীরে।
রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে॥
সভার করিয়া পূর্ণ-মনোরথ কাম।
পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচলধাম॥
গৌড়দেশে পুনর্ব্বার প্রভুর বিহার।
ইহা যে শুনয়ে তার দুঃখ নহে আর॥
সর্ব্ব নীলাচল দেশে উপজিল ধ্বনি।
পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসি-চূড়ামণি॥
মহানন্দে সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বোলে।
"আইলা সচল জগন্নাথ নীলাচলে॥"
শুনি সব উৎকলের পারিষদগণ।
সার্ব্বভৌম আদি আইলেন সেইক্ষণ॥
চিরদিন প্রভুর বিরহে ভক্তগণ।
আনন্দে প্রভুরে দেখি করেন কীর্ত্তন॥
প্রভুও সভারে মহাপ্রেমে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ নয়নের জলে॥
হেন মতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে॥
নিরন্তর নৃত্যগীত আনন্দ-আবেশে।
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র দেখে সর্ব্বদেশে॥
কখন নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে।
তিলার্দ্ধেকো বাহ্য নাহি প্রেমানন্দসুখে॥
কখন নাচেন কাশীমিশ্রের মন্দিরে।
কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে॥
এই মত নিরন্তর প্রেমের বিলাস।
তিলার্দ্ধেকো অন্য কর্ম্ম নাহিক প্রকাশ॥
পাণিশঙ্খ বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ-দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-নদী বহে যেন॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক।
যে দিগে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিগে সর্ব্বলোক-হরি হরি গায়॥
প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর।
"নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর॥"

সেইক্ষণে শুনি মাত্র নৃপতি প্রতাপ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ॥
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত॥
সার্ব্বভৌম আদি সভাস্থানে রাজা কহে।
তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে॥
রাজা বোলে "তুমি সব যদি কর ভয়।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয়॥"
দেখিয়া রাজার আর্ত্তি সর্ব্ব ভক্তগণে।
সভে মেলি এই যুক্তি করিলেন মনে॥
"যে সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্ত্তনে
বাহ্যজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে॥
রাজাও পরম ভক্ত সেই অবসরে।
দেখিবেন প্রভুরে থাকিয়া অগোচরে॥"
এই যুক্তি সভে কহিলেন রাজ-স্থানে।
রাজা বলে "যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র তানে
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঈশ্বর।
শুনি রাজা একেশ্বর আইলা সত্বর॥
আড়ে থাকি দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু।
পরম অদ্ভুত যাহা নাহি দেখি কভু॥
অবিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে।
কম্প স্বেদ পুলক বৈবর্ণ ক্ষণে ক্ষণে॥
হেন সে আছাড় প্রভু পাড়েন ভূমিতে।
হেন নাহি যে বা ত্রাস না পায় দেখিতে॥
হেন সে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জ্জন।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরেন শ্রবণ॥
কখন করেন হেন রোদন বিরহে।
রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে॥
এই মত কত হয় অনন্ত বিকার।
কত হয় কত যায় লেখা নাহি তার॥
নিরবধি দুই মহা বাহু-দণ্ড তুলি।
'হরিবোল' বলিয়া নাচেন কুতূহলী॥
এই মত নৃত্য প্রভু করি কতক্ষণে।
বাহ্য প্রকাশিয়া বসিলেন সর্ব্বগণে॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেই ক্ষণে।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দ-মনে॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার॥

সবে একখানি মাত্র ধরিলেন মনে।
সেহ তান অনুগ্রহ হইবার কারণে॥
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয়।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লালা হয়॥
ধূলায় লালায় নাসিকায় প্রেম-ধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্ত্তন বিকারে॥
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি নৃপতি।
ঈষৎ সন্দেহ তান ধরিলেক মতি॥
কার স্থানে রাজা ইহা না করি প্রকাশ।
পরম সন্তোষে রাজা গেলা নিজ বাস॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহা সুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসী-রূপ ধরি।
নিজে সংকীর্ত্তন ক্রীড়া করে অবতরি॥
ঈশ্বর মায়ায় রাজা মর্ম্ম নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিলা আপনে।
সুকৃতি প্রতাপ সেই রাত্রে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সমুখে॥
রাজা দেখে জগন্নাথ অঙ্গ ধূলাময়।
দুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা ধারা বয়॥
দুই শ্রীনাসায় জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখে পড়য়ে লালা তিতে কলেবর॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে 'এ কিরূপ লীলা।'
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা॥"
জগন্নাথের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।
জগন্নাথ বোলে এত "রাজা না জুয়ায়॥
কর্পূর কস্তুরী গন্ধ চন্দন কুঙ্কুমে।
লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে॥
আমার শরীর দেখ ধূলা-লালা-ময়।
আমা পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয়॥
আমি যে নাচিতে আজি তুমি গিয়াছিলা।
ঘৃণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি ধূলা লালা॥
সেই ধূলা লালা দেখ সর্ব্বাঙ্গে আমার।
তুমি মহারাজা মহারাজার কুমার॥
আমারে পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়?"
এত বলি ভৃত্যে চাহি হাসে দয়াময়॥
সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।
চৈতন্যগোসাঞি বসি আছেন আপনে॥

সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলাময়।
রাজারে বোলেন হাসি "এত যোগ্য নয়॥
তুমি যে আমারে ঘৃণা করি গেলা মনে।
তবে তুমি আমা পরশিবা কি কারণে॥"
এই মতে প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা করি।
সিংহাসনে বসি হাসে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
রাজার হইল কতক্ষণে জাগরণ।
চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন॥
"মহা অপরাধী মুঞি পাপী দুরাচার।
না জানিলু চৈতন্য ঈশ্বর-অবতার॥
নরের বা কোন্ শক্তি তোমারে জানিতে।
ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাহার মায়াতে॥
এতেকে ক্ষমহ প্রভু মোর অপরাধ।
নিজ দাস করি মোরে করহ প্রসাদ॥"
আপনে শ্রীজগন্নাথ চৈতন্যগোসাঞি।
রাজা জানিলেন, ইথে কিছু ভেদ নাই॥
বিশেষ উৎকণ্ঠা হৈল প্রভুরে দেখিতে।
তথাপি না পায়ে কেহো দেখা করাইতে॥
দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উদ্যানে।
বসিয়া আছেন কত পারিষদ-সনে॥
একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।
দীর্ঘ হই পড়িলেন প্রভুর চরণে॥
অশ্রু কম্প পুলক রাজার অন্ত নাঞি।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইলেন সেই ঠাঁঞি॥
বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।
"উঠ" বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তার॥
শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন।
প্রভুর চরণ ধরি করেন ক্রন্দন॥
"ত্রাহি ত্রাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্ব জীব-নাথ।
মুঞি পাতকীরে কর' শুভ দৃষ্টিপাত॥
ত্রাহি ত্রাহি স্বতন্ত্র-বিহারী কৃপাসিন্ধু।
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য দীনবন্ধু॥
ত্রাহি ত্রাহি সর্ব্বদেব-বন্দ্য রমাকান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি ভক্তজন-বল্লভ একান্ত॥
ত্রাহি ত্রাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারী।
ত্রাহি ত্রাহি কীর্ত্তন-লম্পট মুরারী।
ত্রাহি ত্রাহি অবিজ্ঞাততত্ত্ব-গুণ নাম।
ত্রাহি ত্রাহি পরমকোমল গুণ ধাম॥
ত্রাহি ত্রাহি অজ-ভব-বন্দ্য শ্রীচরণ।
ত্রাহি ত্রাহি সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিভূষণ॥
ত্রাহি ত্রাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু।
এই কৃপা কর নাথ না ছাড়িবা কভু॥"
শুনি প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুর্বাদ।
তুষ্ট হই প্রভু তারে করিলা প্রসাদ॥
প্রভু বোলে "কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ কার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর॥
নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা কৃষ্ণ চক্র সুদর্শন॥
তুমি সার্ব্বভৌম আর রামানন্দ রায়।
তিনের নিমিত্ত মুঞি আইলু এথায়॥
সবে এক বাক্য মাত্র পালিবা আমার।
মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার॥
এবে যদি আমারে প্রচার কর তুমি।
তবে এথা ছাড়ি সত্য চলিবাঙ আমি॥"
এত বলি আপন গলার মালা দিয়া।
বিদায় দিলেন তারে সন্তোষ হইয়া॥
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি শিরে।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিয় প্রভুরে॥
প্রভু দেখি নৃপতি হইলা পূর্ণকাম।
নিরবধি করেন চৈতন্যচন্দ্র-ধ্যান॥
প্রতাপরুদ্রের প্রভুর সহিত দর্শন।
ইহা যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেম-ধন॥
হেন মতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে।
রহিলেন কীর্ত্তন-বিহার-কুতুহলে॥
নীলাচলে জন্মিলা যতেক অনুচর।
সভে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর॥
শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর।
আত্ম-পদ যারে দিলা শ্রীগৌর-সুন্দর॥
শ্রীপরমানন্দ-মহাপাত্র মহাশয়।
যার তনু শ্রীচৈতন্য ভক্তি-রস-ময়॥
কাশীমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণ-রসে।
আপনে রহিলা প্রভু যাহার আবাসে॥
এই মত প্রভু সর্ব্ব ভৃত্য করি সঙ্গে।
নিরবধি গোঙায়েন ভক্তি-রস রঙ্গে॥
যত যত [illegible]ন শ্রীচৈতন্য দাস।
সভে করিলেন আসি নীলাচল-বাস॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নীলাচলে ভ্রমে মহা জ্যোতির্ধাম॥
নিরবধি পরানন্দরসে উনমত্ত।
লখিতে না পারে কেহো—অবিজ্ঞাততত্ত্ব॥
সদাই জপেন নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দমুখে অন্য॥
রামচন্দ্রে যেন লক্ষ্মণের রতি মতি।
সেই মত নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য-প্রীতি॥
নিত্যানন্দ প্রসাদে সে সকল সংসার।
অদ্যাপিও গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
হেন মতে মহাপ্রভু চৈতন্য নিতাই।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই॥
এক দিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি।
নিভৃতে বসিয়া নিত্যানন্দ সঙ্গে করি॥
প্রভু বোলে "শুন নিত্যানন্দ মহামতি।
সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি আপনার মুখে।
'মূর্খ নীচ দরিদ্রে ভাসাব প্রেম-সুখে॥'
তুমিও থাকিলে যদি মুনি-ধর্ম্ম করি।
আপন উদ্দাম-ভাব সব পরিহরি॥
তবে মূর্খ নীচ যত পতিত সংসার।
বল দেখি আর কেবা করিব উদ্ধার॥
ভক্তি-রস দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
তবে অবতার কিবা নিমিত্তে করিলে॥
এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
তবে অবিলম্বে তুমি গৌড়দেশে যাও॥
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সভার মোচন॥"
আজ্ঞা পাই নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
চলিলেন গৌড়-দেশে লই নিজগণে॥
রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ-বৈদ্য ওঝা ভক্তি রসময়॥
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বরদাস।
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস॥
নিত্যানন্দস্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সভে করিলা গমন॥
পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
সর্ব্ব পারিষদ আগে কৈলা প্রেমময়॥
সভার হইল আত্ম-বিস্মৃতি অত্যন্ত॥
কার দেহে কত ভাব নাহি তার অন্ত॥
প্রথমেই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য রামদাস।
তান দেহে হইলেন গোপাল প্রকাশ॥
মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
আছিলা প্রহর তিন বাহ্য পাসরিয়া॥
হইলা রাধিকা ভাব গদাধরদাসে।
দধি কে কিনিব বলি অট্ট অট্ট হাসে॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহা-মতি।
হইলেন মূর্ত্তিমতী যে হেন রেবতী॥
কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরদাস দুই জন।
গোপালভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ॥
পুরন্দর পণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।
'মুঞিরে অঙ্গদ' বলি লম্ফ দিয়া পড়ে॥
এই মত নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
সভার দিলেন ভাব পরম উদ্দাম॥
দণ্ডে পথ চলে সভে ক্রোশ দুই চারি।
যায়েন দক্ষিণ বামে আপনা পাসরি॥
কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্থানে।
বল ভাই গঙ্গা তীরে যাইব কেমনে॥
লোক বোলে "হায় হায় পথ পাসরিলা।
দুই প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা॥"
লোকেবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।
পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেই মত॥
পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্থানে।
লোক বোলে "পথ রহে দশ ক্রোশ বামে।"
পুনঃ হাসি সভেই চলেন পথ যথা।
নিজ দেহ না জানেন পথের কি কথা॥
যত দেহধর্ম্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।
কাহার নাহিক পাই পরানন্দ-সুখ॥
পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।
কে বর্ণিবে কেবা জানে সকলি অনন্ত॥
হেন মতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।
আইলেন গঙ্গাতীরে পানিহাটী গ্রাম॥
রাঘব পণ্ডিত গৃহে সর্ব্বাদ্য আসিয়া।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ লৈয়া॥
পরম-আনন্দ হৈলা রাঘব পণ্ডিত।
শ্রীমকরধ্বজ কর গোষ্ঠীর সহিত॥

হেন মতে নিত্যানন্দ পানিহাটী গ্রামে।
রহিলেন সকল পার্ষদগণ সনে ॥
নিরন্তর পরানন্দে করেন হুঙ্কার।
বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর ॥
নৃত্য করিবার ইচ্ছা হইল অন্তরে।
গায়ন সকল আসি মিলিলা সত্বরে ॥
সুকৃতি মাধবঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
হেন কীর্ত্তনীয়া নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
যাহারে কহেন 'বৃন্দাবনের গায়ন'।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম ॥
মাধব গোবিন্দ বাসুদেব তিন ভাই।
গাইতে লাগিলা, নাচে ঈশ্বর নিতাই ॥
হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।
পদ-ভরে পৃথিবী করয়ে টল মল ॥
নিরবধি হরি বলি করয়ে হুঙ্কার।
আছাড় দেখিতে লোকে পায় চমৎকার ॥
যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।
সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।
সংসার তারিতে করিলেন শুভারম্ভ ॥
যতেক আছিল প্রেমভক্তির বিকার।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার ॥
ক্ষণে ক্ষণে বসিলেন খট্টার উপরে।
আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার তরে ॥
রাঘব পণ্ডিত আদি পারিষদ-গণে।
অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥
সহস্র সহস্র ঘট আনি গঙ্গাজল।
নানা গন্ধে সু-বাসিত করিয়া সকল ॥
সন্তোষে সভেই দেন শ্রীমস্তকোপরি।
চতুর্দ্দিগে সভেই বোলেন "হরি হরি" ॥
সভেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত।
পরম সন্তোষে সভে হৈল পুলকিত ॥
অভিষেক করাইয়া, নূতন বসন।
পরাইয়া, লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ॥
দিব্য বনমালা তায় তুলসী-সহিতে।
পীনবক্ষ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥
তবে দিব্য খট্টা স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।
সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥

খট্টায় বসিলা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥
জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্ত-গণ।
চতুর্দ্দিগে হৈল মহা আনন্দবাদন ॥
'ত্রাহি ত্রাহি' সভেই বলেন বাহু তুলি।
কার বাহ্য নাহি সভে মহাকুতুহলী ॥
স্বানুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
প্রেমবৃষ্টি দৃষ্টি করি চারি দিকে চায় ॥
আজ্ঞা করিলেন "শুন রাঘব পণ্ডিত।
কদম্বের মালা ঝাট আনহ ত্বরিত ॥
বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প প্রতি।
কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥"
করযোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।
"কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥"
প্রভু বোলে "বাড়ী গিয়া চাহ ভাল মনে।
কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোন স্থানে ॥"
বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।
বিস্মিত হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥
জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছয়ে অতি পরম অতুল ॥
কি অপূর্ব্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় ভববন্ধ।
দেখিয়া কদম্ব পুষ্প রাঘবপণ্ডিত।
বাহ্য দূর গেল হৈলা মহা হরষিত ॥
আপনা' সম্বরি মালা গাঁথিয়া সত্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গোচরে ॥
কদম্বের মালা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
পরম সন্তোষে মালা দিলেন গলায় ॥
কদম্ব মালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি মহা-অনুভব ॥
আর মহা আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পায় সর্ব্ব জনে ॥
দমনক পুষ্পের সুগন্ধে মন হরে।
দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে ॥
হাসি নিত্যানন্দ বলে শুন ভাই সব।
"বোল দেখি কি গন্ধের পাই অনুভব ॥"
করযোড় করি সভে লাগিলা কহিতে।
"অপূর্ব্ব দোনার গন্ধ পাই চারি ভিতে ॥"

সভার বচন শুনি নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরম কৃপায়॥
প্রভু বোলে "শুন সভে পরম রহস্য।
তোমরা সকলে ইহা জানিবা অবশ্য॥
চৈতন্য গোসাঞি আজি শুনিতে কীর্ত্তন।
নীলাচল হৈতে করিলেন আগমন॥
সর্ব্বাঙ্গে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্ব করিয়া রহিলা॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক গন্ধে।
চতুর্দ্দিগে পূর্ণ হই আছয়ে আনন্দে॥
তোমা সভাকার নৃত্য কীর্ত্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হৈতে॥
এতেকে তোমরা সর্ব্ব কার্য্য পরিহরি।
নিরবধি কৃষ্ণ গাও আপনা পাসরি॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সভার শরীর পূর্ণ হউ প্রেমরসে॥"
এত কহি 'হরি' বলি করয়ে হুঙ্কার।
সর্ব্ব দিগে প্রেমদৃষ্টি করিলা বিস্তার॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রেমদৃষ্টিপাতে।
সভার হইল আত্মবিস্মৃতি দেহেতে॥
শুন শুন আরে ভাই নিত্যানন্দ-শক্তি।
যে রূপে দিলেন সর্ব্ব জগতেরে ভক্তি॥
যে ভক্তি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে।
নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইল জগতে॥
নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে।
সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে॥
কেহো গিয়া বৃক্ষের উপর ডালে চড়ে।
পাতে পাতে বেড়ায় তথাপি নাহি পড়ে।
কেহ কেহ প্রেম-সুখে হুঙ্কার করিয়া।
বৃক্ষের উপরে থাকি পড়ে লম্ফ দিয়া॥
কেহ বা হুঙ্কার করে বৃক্ষমূল ধরি।
উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি হরি হরি॥
কেহ বা গুবাক বনে যায় নড় দিয়া।
গাছ পাঁচ সাত গুয়া একত্র করিয়া॥
হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল।
তৃণ প্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল॥
অশ্রু কম্প স্তম্ভ ঘর্ম্ম পুলক হুঙ্কার।
স্বরভঙ্গ বৈবর্ণ্য গর্জ্জন সিংহসার॥

শ্রীআনন্দমূর্চ্ছা আদি যত প্রেমভাব।
ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অনুরাগ॥
সভার শরীরে পূর্ণ হইল সকল।
হেন নিত্যানন্দস্বরূপের প্রেমবল॥
যে দিগে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয়।
সেই দিগে মহা প্রেমভক্তি-বৃষ্টি হয়॥
যাহারে চাহেন সেই প্রেমে মূর্চ্ছা পায়।
বস্ত্র না সম্বরে ভূমে পড়ি গড়ি যায়॥
নিত্যানন্দস্বরূপেরে ধরিবারে ধায়।
হাসে নিত্যানন্দ প্রভু বসিয়া খট্টায়॥
যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান।
সভার হইল সর্ব্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান॥
সর্ব্বজ্ঞতা বাক্‌সিদ্ধি হইল সভার।
সভে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার॥
সভে যারে পরশ করেন হস্ত দিয়া।
সেই হয় বিহ্বল সকল পাসরিয়া॥
এইরূপে পানিহাটি গ্রামে তিন মাস।
নিত্যানন্দ প্রভু করে ভক্তির বিলাস॥
তিন মাস কারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
দেহ ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কারে নাহি স্ফুরে।
তিন মাস কেহো নাহি করিল আহার।
সবে প্রেম-সুখে নৃত্য বহি নাহি আর॥
পানিহাটি গ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ।
চারিবেদে বর্ণিবেন সে সব কৌতুক॥
একদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত।
তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কার কত॥
ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ।
চতুর্দ্দিগে লই সব পারিষদসঙ্গ॥
কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে।
নাচয়েন সকল ভকত জনে জনে॥
এক সেবকের নৃত্যে হেন রঙ্গ হয়।
চতুর্দ্দিগে দেখি যেন প্রেমবন্যাময়॥
মহাঝড়ে পড়ে যেন কদলকবন।
এই মত প্রেমসুখে পড়ে সর্ব্ব জন।
আপনে যে হেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই মত করিলেন সর্ব্বভক্তবৃন্দ॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীর্ত্তন।
করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ॥

হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সেই হয় বিহ্বল যে আইসে দেখিতে॥
যে সেবক যখনে যে ইচ্ছা করে মনে।
সেই আসি উপসন্ন হয় ততক্ষণে॥
এই মত পরানন্দ ভক্তি-সুখ রসে।
ক্ষণপ্রায় কেহ না জানিল তিনমাসে॥
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতদিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে॥
ইচ্ছা মাত্র সর্ব্ব-অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিদ্যমানে॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রস্তর॥
মণি সুপ্রবাল পট্টবাস মুক্তাহার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার॥
কত বা নির্ম্মিত কত করিয়া নির্ম্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার যেন ইচ্ছা তান॥
দুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময়॥
সুবর্ণ মুদ্রিকা রত্নে করিয়া খেচন।
দশ অঙ্গুলিতে শোভা করে বিভূষণ॥
কণ্ঠে শোভা করে বহুবিধ দিব্য হার।
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি-যত সর্ব্ব সার॥
রুদ্রাক্ষ বিড়ালাক্ষ দুই সুবর্ণ রজতে।
বান্ধিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশ্বর-প্রীতে॥
মুক্তা-কসা সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
দুই শ্রুতিমূলে শোভে পরম শোভন॥
পাদপদ্মে রজত নূপুর সুশোভন।
তদুপরি মল শোভে জগতমোহন॥
শুক্ল পট্ট নীল পীত-বহুবিধ বাস।
অপূর্ব্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস॥
মালতী মল্লিকা যূথি চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা-আন্দোলন-খেলা॥
গোরোচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পট্টবাস।
তদুপরি নানাবর্ণ-মাল্যের বিলাস॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ-কোটি শশধর জিনি।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিধ্বনি॥

যে দিগে চাহেন দুই কমল-নয়নে।
সেই দিগে প্রেম বর্ষে ভাসে সর্ব্ব জনে॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
দুই দিগে করি তাতে সুবর্ণ বন্ধন॥
নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুষল ধরিলা যেন প্রভু হলধরে॥
পারিষদা সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নূপুর, সু-হার॥
শিঙ্গা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সভে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা॥
এই মত নিত্যানন্দ স্বানুভাবরঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্ষদ করি সঙ্গে॥
তবে প্রভু সর্ব্ব পারিষদগণ মেলি।
ভক্ত-গৃহে করে প্রভু পর্য্যটনকেলি॥
জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম।
সর্ব্বত্র ভ্রমেণ নিত্যানন্দ জ্যোতির্ধাম॥
দরশনমাত্র সর্ব্বজীব মুগ্ধ হয়।
নাম তনু দুই নিত্যানন্দ রসময়॥
পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি।
সর্ব্বস্ব দিবারে সেই ক্ষণে হয় মতি॥
নিত্যানন্দস্বরূপের সর্ব্বত্র মধুর।
সভারেই কৃপা-দৃষ্টি করেন প্রচুর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
ক্ষণেকে না যায় ব্যর্থ সংকীর্ত্তন বিনে॥
যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন॥
গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে।
তাহারাও মহা-মহা-বৃক্ষ ধরি টানে॥
হুঙ্কার করিয়া বৃক্ষ ফেলে উপাড়িয়া।
'মুঞিরে গোপাল' বলি বেড়ায় ধাইয়া॥
হেন সে সামর্থ্য এক শিশুর শরীরে।
শত জনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে॥
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ' বলি।
সিংহনাদ করে শিশু হই কুতূহলী॥
এই মত নিত্যানন্দ-বালক-জীবন।
বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ॥
মাসেকেও এক শিশু না করে আহার।
দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার॥

হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ।
সভার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ॥
পুত্র প্রায় করি প্রভু সভারে ধরিয়া।
করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া॥
কাহারেও বান্ধিয়া রাখেন নিজ পাশে।
বান্ধেন মারেন তভু অট্ট অট্ট হাসে॥
একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে।
আইলেন তানে প্রীতি করিবার তরে॥
গোপী ভাবে গদাধরদাস মহাশয়।
হইয়া আছেন অতি পরানন্দময়॥
মস্তকে করিয়া গঙ্গা-জলের কলস।
নিরবধি ডাকেন 'কে কিনিবে গো-রস॥"
শ্রীবাল গোপাল মূর্ত্তি তান দেবালয়।
আছেন পরম লাবণ্যের সমুচ্চয়॥
দেখি বাল-গোপালের মূর্ত্তি মনোহর।
প্রীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর॥
অনন্ত হৃদয়ে দেখি শ্রীবাল-গোপাল।
সর্ব্বগণে হরিধ্বনি করেন বিশাল॥
হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দচন্দ্র রায়।
করিতে লাগিল নৃত্য গোপাললীলায়॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত-সিংহ পরম সন্তোষ॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধ্বনি।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত-মণি॥
এইরূপ লীলা তান নিজ প্রেম-রঙ্গে।
সুকৃতি শ্রীগদাধরদাস করি সঙ্গে॥
গোপীভাবে বাহ্য নাহি গদা র দাসে।
নিরবধি আপনাকে গোপী হেন বাসে॥
দানখণ্ড লীলা শুনি নিত্যানন্দরায়।
যে নৃত্য করেন তাহা বর্ণন না যায়॥
প্রেমভক্তি বিকারের যত আছে নাম।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অনুপাম॥
বিদ্যুতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা॥
কিবা সে নয়নভঙ্গি কি সুন্দর হাস।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস॥
একত্র করিয়া দুই চরণ সুন্দর।
কিবা যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেন মনোহর॥

যে দিগে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে।
সেই দিগে স্ত্রীপুরুষে কৃষ্ণরসে ভাসে॥
হেন সে করেন কৃপাদৃষ্টি অতিশয়।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কারো না থাকয়॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীন্দ্রাদি-মুনিগণে।
নিত্যানন্দ প্রসাদেসে ভুঞ্জে যে-তে-জনে॥
হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন।
চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ॥
একমাস একো শিশু না করে আহার।
তথাপিও সিংহপ্রায় সব ব্যবহার॥
হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দ রায়।
তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য-মায়ায়॥
এই মত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে।
গদাধর দাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে॥
বাহ্য নাহি গদাধর দাসের শরীরে।
নিরবধি হরিবোল বোলায় সভারে॥
সেই গ্রামে কাজী আছে পরম দুর্ব্বার।
কীর্ত্তনের প্রতি দ্বেষ করয়ে অপার॥
পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয়।
নিশাভাগে গেলা সেই কাজীর আলয়॥
যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে।
নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তার ঘরে॥
নিরবধি হরিধ্বনি করিতে করিতে।
প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজীর বাড়ীতে॥
দেখে মাত্র বসিয়া কাজীর সর্ব্বগণে।
বলিবারে কার কিছু না আইসে বদনে॥
গদাধর বোলে "আরে কাজী বেটা কোথা।
ঝাট কৃষ্ণ বোলে নহে, ছিণ্ড তার মাথা॥"
অগ্নি হেন ক্রোধে কাজী হইলা বাহির।
গদাধর দাস দেখি মাত্র হৈলা স্থির॥
কাজী বোলে "গদাধর তুমি কেনে এথা?"
গদাধর বোলেন "আছয়ে কিছু কথা॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি।
জগতের মুখে বোলাইলা হরি হরি॥
সবে তুমি মাত্র নাহি বোল হরিনাম।
তাহা বোলাইতে আইলাঙ তোমা' স্থান॥
পরম মঙ্গল হরিনাম বোল তুমি।
তোমার সকল পাপ উ[illegible]বি আমি॥"

যদ্যপিও কাজী মহা-হিংসক-চরিত।
তথাপি না বোলে কিছু হইলা স্তম্ভিত॥
হাসি কাজী বলে "শুন দাস গদাধর।
কালি বলিবাঙ হরি আজি যাহ ঘর॥"
হরিনাম মাত্র শুনিলেন তার মুখে।
গদাধর দাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে॥
গদাধর দাস বোলে "আর কালি কেনে।
এই ত বলিলা হরি আপন বদনে॥
আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ।
যখন করিলা হরিনামের গ্রহণ॥"
এত বলি পরম-উন্মাদ গদাধর।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বহুতর॥
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে।
নিত্যানন্দ অধিষ্ঠান যাহান শরীরে॥
হেন মত গদাধরদাসের মহিমা।
চৈতন্য পার্ষদ মধ্যে যাহান গণনা॥
যে কাজীর বাতাস না লয় সাধুজনে।
পাইলেই জাতি মাত্র লয় সেইক্ষণে॥
হেন কাজী দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয়।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয়॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসা ধর্ম্ম।
ইহারে সে বলি কৃষ্ণ আবেশের কর্ম্ম।
সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় যাহার শরীরে।
অগ্নি সর্প ব্যাঘ্র-তারে লঙ্ঘিতে না পারে॥
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ॥
ইঙ্গিতে সে সব ভাব নিত্যানন্দ রায়।
দিলেন সকল প্রিয়গণেরে কৃপায়॥
ভজ ভাই হেন নিত্যানন্দের চরণ।
যাহার প্রসাদে পাই চৈতন্যশরণ॥
তবে নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কতদিনে।
শচী আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে॥
শুভ যাত্রা করিলেন নবদ্বীপ প্রতি।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি॥
তবে আইলেন প্রভু খড়দহ গ্রামে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়স্থানে॥
খড়দহ গ্রামে আসি নিত্যানন্দ-রায়।
যত নৃত্য করিলেন কহনে [illegible] যায়॥

পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উন্মাদ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি করে সিংহনাদ॥
বাহ্য নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে॥
কভু লম্ফ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লঙ্ঘিতে না পারে॥
মহা অজগরসর্প লই নিজ কোলে।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয়।
হেন কৃপা করে অবধূতমহাশয়॥
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ রস ইঙ্গিতে ভুঞ্জায়॥
চৈতন্যদাসের আত্মবিস্মৃতি সর্ব্বথা।
নিরন্তর কহেন আনন্দমনঃ কথা॥
দুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে।
থাকেন, কখনো দুঃখ না হয় শরীরে॥
জড়-প্রায় অলক্ষিত বেশ ব্যবহার।
পরম উদ্দাম সিংহ-বিক্রম অপার॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার।
কত বা কহিতে পারি সকল অপার॥
যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত।
যার বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত॥
এবে কেহ বোলায় 'চৈতন্যদাস' নাম।
স্বপ্নে নাহি বোলে শ্রীচৈতন্য গুণগ্রাম॥
অদ্বৈতের প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যার ভক্তিপ্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য॥
জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।
যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্ব্বশক্তি॥
সাধু লোক অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে।
কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে॥
সেহ ছার বোলায় চৈতন্যদাস নাম।
সে বা কেন জানিবে অদ্বৈত গুণগ্রাম॥
এ পাপীরে অদ্বৈতের লোক বলে যে।
অদ্বৈত-হৃদয় কভু নাহি জানে সে॥
রাক্ষসের নাম যেন কহে 'পুণ্যজন'।
এই মত এ সব চৈতন্য-দাসগণ॥
কতদিন থাকি নিত্যানন্দ খড়দহে।
সপ্তগ্রাম আ[illegible]গণ-সহে॥

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষিস্থান।
জগতে বিদিত সে 'ত্রিবেণীঘাট' নাম॥
সেই গঙ্গাঘাটে পূর্ব্বে সপ্ত-ঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম॥
প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে।
সর্ব্ব পাপ ক্ষয় হয় যার দরশনে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।
সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবৃন্দে॥
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
কায়বাক্যমনে নিত্যানন্দের চরণ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারণ॥
নিত্যানন্দস্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারণ কিবা ভাগ্য তার॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জয় জয় উদ্ধারণ তাহান কিঙ্কর॥
যতেক বণিক কুল উদ্ধারণ হৈতে।
পবিত্র হইল দ্বিধা নাহিক ইহাতে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥
সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে॥
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরণ।
সর্ব্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ॥
বণিক সভার কৃষ্ণভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খ যে কৈল নিস্তার॥
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-রায়।
গণ-সহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥
সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে॥
রাত্রি দিনে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা ভয়।
সর্ব্বদিগে হৈল হরিসংকীর্ত্তনময়॥
প্রতি-ঘরে ঘরে প্রতি-নগরে চত্বরে।
নিত্যানন্দমহাপ্রভু কীর্ত্তন বিস্তারে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের আবেশ দেখিতে।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে॥
অন্যের কি দায় বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ॥
যবনের নয়নে দেখিয়া প্রেমধার।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন ধিক্কার॥
জয় জয় অবধূত-চন্দ্র মহাশয়।
যাহান কৃপায় হেন সব রঙ্গ হয়॥
এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া-মুল্লুকে।
বিহরেন নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে॥
তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুরে।
আচার্য্যগোসাঞি প্রিয়বিগ্রহের ঘরে॥
দেখিয়া অদ্বৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ।
হেন নাহি জানেন জন্মিল কোন্ সুখ॥
হরি বলি লাগিলেন করিতে হুঙ্কার।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবৎ করেন অপার॥
নিত্যানন্দস্বরূপো অদ্বৈত করি কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে॥
দোঁহে দোঁহা দেখি বড় হইলা বিবশ।
জন্মিল অনন্ত অনির্ব্বচনীয় রস॥
দোঁহে দোঁহা ধরি গড়ি যায়েন অঙ্গনে।
দোঁহে চাহে ধরিবারে দোঁহার চরণে॥
কোটি সিংহ জিনি দোঁহে করে সিংহনাদ।
সম্বরণ নহে দুই প্রভুর উন্মাদ॥
তবে কতক্ষণে দুই প্রভু হই স্থির।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর॥
করযোড় করিয়া অদ্বৈত মহামতি।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ প্রতি স্তুতি॥
"তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি নিত্যানন্দ-নাম॥
মূর্ত্তিমন্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম॥
সর্ব্ব-জীব পরিত্রাণ তুমি মহাহেতু।
মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্ম্মসেতু॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি।
তুমি সে চৈতন্যবক্ষে ধর পূর্ণ শক্তি॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি ভক্ত-নাম যার।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সভাকার॥

বিষ্ণুভক্তি সভেই পায়েন তোমা হৈতে।
তথাপিও অভিমান না স্পর্শে তোমাতে॥
পতিতপাবন তুমি দোষ-দৃষ্টিশূন্য।
তোমারে সে জানে যার আছে বহু পুণ্য॥
সর্ব্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে স্মরণে যাহার॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তোমারে।
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর।
সহস্রবদন আদিদেব মহীধর॥
রক্ষকুল-হন্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র
তুমি গোপপুত্র হলধর মূর্ত্তিমন্ত॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে।
তোমা হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে-জনে॥"
কহিতে অদ্বৈত নিত্যানন্দের মহিমা।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপনা॥
অদ্বৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব।
এ মর্ম্ম জানয়ে কোন কোন মহাভাগ॥
তবে যে কলহ হের অন্যোন্যে বাজে।
সে কেবল পরমানন্দ, যদি জনে বুঝে॥
অদ্বৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি তার।
জানিহ ঈশ্বর সনে ভেদ নাহি যার॥
হেন মতে দুই মহাপ্রভু মহারঙ্গে।
বিহরেন কৃষ্ণকথামঙ্গল-প্রসঙ্গে॥
অনেক রহস্য করি অদ্বৈত সহিত।
অশেষ প্রকারে তান জন্মাইলা প্রীত॥
তবে অদ্বৈতের স্থানে লই অনুমতি।
নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি॥
সেই মতে সর্ব্বাগ্রে আইলা আই-স্থানে।
আসি নমস্করিলেন আইর চরণে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে দেখি শচী আই।
কি আনন্দ পাইলেন তার অন্ত নাই॥
আই বোলে "বাপ! তুমি সত্য অন্তর্যামী।
তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছি আমি॥
মোর চিত্ত জানি তুমি আইলা সত্বর।
কে তোমা চিনিতে পারে সংসার ভিতর॥
কতদিন থাক বাপ নবদ্বীপ বাসে।
যেন তোমা দেখোঁ মুঞি দশে পক্ষে মাসে॥
মুঞি-দুঃখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে।
দৈবে তুমি আসিয়াছ দুঃখিত তারিতে॥"
শুনিয়া আইর বাক্য হাসে নিত্যানন্দ।
যে জানে আইর প্রভাবের আদি অন্ত॥
নিত্যানন্দ বোলে "শুন আই সর্ব্ব-মাতা।
তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছোঁ হেথা॥
মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায়।
রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়"॥
হেন মতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া।
নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হইয়া॥
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরে-ঘরে।
সব-পারিষদ সঙ্গে কীর্ত্তনে বিহরে॥
নবদ্বীপে আসি মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হইলেন কীর্ত্তন-আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত॥
প্রতি-ঘরে-ঘরে সব পারিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সংকীর্ত্তনরঙ্গে॥
পরম মোহন সংকীর্ত্তনমল্ল-বেশ।
দেখিতে সুকৃতি পায় আনন্দ বিশেষ॥
শ্রীমস্তকে শোভে বহুবিধ পট্টবাস।
তদুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস॥
কণ্ঠে বহুবিধ মণি-মুক্তা-স্বর্ণহার।
শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার॥
সুবর্ণের অঙ্গদ বলয় শোভে করে।
না জানি কতেক মালা শোভে কলেবরে॥
গোরোচনা-চন্দনে লেপিত সর্ব্ব অঙ্গ।
নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ॥
কি অপূর্ব্ব লৌহ-দণ্ড ধরেন লীলায়।
পূর্ণ দশ অঙ্গুলি সুবর্ণ মুদ্রিকায়॥
শুক্ল নীল পীত বহুবিধ পট্টবাস।
পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস॥
বেত্র বংশী প্যাচনী জঠরতটে শোভে।
যার দরশন ধ্যানে জগ-মন লোভে॥
রজত-নূপুর-মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি, গজেন্দ্রগমনে॥
যে দিগে চাহেন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেই দিগে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত॥

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি নবদ্বীপে॥
নবদ্বীপ যে হেন মথুরা রাজধানী।
কত মত লোক আছে, অন্ত নাহি জানি॥
হেন সব সুজন আছেন, যাহা দেখি।
সর্ব্ব মহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী॥
তথি মধ্যে দুর্জ্জন যে কত কত বৈসে।
সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তার ছায়ার পরশে॥
তা সভার নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়।
কৃষ্ণে রতি মতি অতি হৈল অমায়ায়॥
আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন।
নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন॥
চোর-দস্যু-অধম-পতিত-নাম যার।
নানা মতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার॥
শুন শুন নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান।
চোর দস্যু যে মতে করিলা পরিত্রাণ॥
নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ কুমার।
তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর॥
যত চোর দস্যু তার মহা-সেনাপতি।
নামে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি॥
পরবধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে।
নিরন্তর দস্যুগণ-সংহতি বিহরে॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখি অলঙ্কার।
সুবর্ণ প্রবাল মণি মুক্তা দিব্যহার॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি বহুবিধ ধন।
হরিতে হইল দস্যুব্রাহ্মণের মন॥
মায়া করি নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে।
ভ্রময়ে তাঁহার ধন হরিবারে রঙ্গে॥
অন্তরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নহে।
জানিলেন নিত্যানন্দ অনন্ত হৃদয়ে॥
হিরণ্য পণ্ডিত নামে এক সুব্রাহ্মণ।
সেহ নবদ্বীপে বৈসে—মহা অকিঞ্চন॥
সেই ভাগ্যবন্তের গৃহেতে নিত্যানন্দ।
থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অসঙ্গ॥
সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ পরম দুষ্টমতি।
লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুকতি॥
"আরে ভাই সভে আর কেন দুঃখ পাই।
চণ্ডী-মায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাঞি॥
এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার।
সোণা মুক্তা হীরা কসা বহি নাহি আর॥
কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি।
চণ্ডী-মায়ে এক ঠাঞি মিলাইলা আনি॥
শূন্য বাড়ী মাঝ থাকে হিরণ্যের ঘরে।
কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে॥
ঢাল খাঁড়া লই সভে হও সমবায়।
আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায়॥"
এই মত যুক্তি করি সব দস্যুগণ।
সভে নিশাভাগ জানি করিল গমন॥
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেঢ়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে॥
এক স্থানে রহিলা সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন॥
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু করেন ভোজন।
চতুর্দ্দিগে হরিনাম লয় ভক্তগণ॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দভক্তগণ।
কেহো করে সিংহনাদ কেহো বা গর্জ্জন॥
রোদন করয়ে কেহো পরানন্দ-রসে।
কেহো করতালি দিয়া অট্ট অট্ট হাসে॥
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি সভাই চেতন॥
চরে আসি কহিলেক দস্যুগণ স্থানে।
ভাত খায় অবধূত জাগে সর্ব্ব জনে॥
দস্যুগণ বোলে "সভে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি সভে হানা দিব গিয়া॥"
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে।
পরধন লইবেক এই ॥
কেহ বোলে "মোহার সোণার তাড়-বালা।"
কেহ বোলে "মুঞি নিব মুকুতার মালা॥"
কেহ বোলে "মুঞি নিব কর্ণ-আভরণ।"
"স্বর্ণ হার নিমু মুঞি" বোলে কোন জন॥
কেহ বোলে "মুঞি নিব রজত নূপুর।"
সভে এই মনকলা খায়েন প্রচুর॥
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিদ্রা ভগবতী আসি চাপিল সভায়॥
সেইখানে ঘুমাইল সব দস্যুগণ।
নিদ্রায় হইলা সভে মহা অচেতন॥

প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল তবু নাহিক সম্বিত॥
কাকরবে জাগিলা সকল দস্যু-গণ।
রাত্রি নাহি দেখি সভে হৈলা দুঃখ-মন॥
আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গঙ্গা-স্নানে॥
শেষে সব দস্যুগণ নিজ স্থানে গেলা।
সভেই সভারে গালি পাড়িতে লাগিলা॥
কেহ বোলে "তুই আগে ঘুমায়ে পড়িলি।"
কেহ বোলে "তুই বড় জাগিয়া আছিলি॥"
কেহ বোলে "কলহ করহ কেনে আর।
লজ্জা-ধর্ম্ম চণ্ডী আজি রাখিল সভার॥"
দস্যুসেনাপতি যে ব্রাহ্মণ দুরাচার।
সে বোলয়ে "কলহ করহ কেনে আর॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায়॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি চণ্ডী পূজিয়া গেলাঙ তে কারণে॥
ভাল করি আজি সভে মদ্য মাংস দিয়া।
চল সভে একঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া॥"
এতেক করিয়া যুক্তি সব দস্যুগণ।
মদ্য মাংস দিয়া সভে করিলা পূজন॥
আর দিন দস্যুগণ কাচি নানা অস্ত্র।
আইলেক বীর-ছাঁদে পরি নীল বস্ত্র॥
মহা নিশা সর্ব্বলোক আছেন শয়নে।
হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে॥
বাড়ীর নিকটে থাকি দস্যুগণ দেখে।
চতুর্দ্দিগে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে॥
চতুর্দ্দিগে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ।
নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ॥
পরম প্রকাণ্ড মূর্ত্তি সভেই উদ্দণ্ড।
নানা অস্ত্রধারী সভে পরম প্রচণ্ড।
সর্ব্ব দস্যুগণ দেখে তার এক জনে।
শত জন মারিতে পারয়ে সেই ক্ষণে॥
সভার গলায় মালা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন।
নিরবধি করিতেছে নাম-সংকীর্ত্তন॥
প্রভু আছেন শয়নে।
কৃষ্ণ গায় সেই সব গণে॥

দস্যুগণ দেখি বড় হইলা বিস্মিত।
বাড়ী ছাড়ি সভে বসিলেন এক ভিত॥
সর্ব্ব দস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে।
"কোথাকার পদাতিক আইল এথাতে॥"
কেহ বোলে "অবধূত কেমতে জানিয়া।
কাহার পাইক আনিয়াছে যে মাগিয়া॥"
কেহ বোলে "ভাই অবধূত বড় জ্ঞানী।
মাঝে মাঝে অনেক লোকের মুখে শুনি॥
জ্ঞানবান কিবা অবধূত মহাশয়।
আপনার রক্ষা কিবা আপনে করয়॥
অন্যথা যে সব দেখি পদাতিকগণ।
মনুষ্যের মত নাহি দেখি এক জন॥
হেন বুঝি এই সব শক্তির প্রভাবে।
গোসাঞি করিয়া তানে কহে লোক সভে॥"
আর কেহ কেহ বোলে "শুন শুন ভাই।
যে খায় যে পরে সে বা কেমত গোসাঞি॥"
সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
সে বোলয়ে "জানিলাঙ্ সকল কারণ॥
যত বড় বড় লোক চারি দিক হৈতে।
সভে আইসেন অবধূতেরে দেখিতে॥
কোন দিক হৈতে কোন রাজার নস্কর।
আনিয়াছে, তার পদাতিক বহুতর॥
অতএব পদাতিক সকল ভাবক।
এই সে কারণে হরি হরি করে জপ॥
এবা নহে—কোন পদাতিক আনি থাকে।
তবে কত দিন এড়াইবে এই পাকে॥
অতএব চল সভে আজি ঘরে যাই।
চুপেচাপে দিন দশ বসি থাকি ভাই॥"
এত বলি দস্যুগণ গেল নিজ ঘরে।
অবধূতচন্দ্র প্রভু স্বচ্ছন্দে বিহরে॥
নিত্যানন্দ চরণ ভজয়ে যে যে জনে।
সর্ব্ব বিঘ্ন খণ্ডে তার প্রভুর স্মরণে॥
হেন নিত্যানন্দপ্রভু বিহরে আপনে।
তাহানে করিতে বিঘ্ন পারে কোন জনে॥
অবিদ্যা খণ্ডয়ে যার দাসের স্মরণে।
সে প্রভুর বিঘ্ন করিবেক কোন জনে॥
সর্ব্বগণ-সহ বিঘ্ননাথ যার দাস।
র অংশ রুদ্র করে জগত বিনাশ॥

যার অংশ নড়িতে ভুবন কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কারে তান ভয়॥
সর্ব্ব নবদ্বীপে করে স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন॥
সর্ব্বঅঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব— রোহিণী-কুমার॥
কর্পূর তাম্বুল প্রভু করেন চর্ব্বণ।
ঈষৎ হাসিয়া মোহে জগজন-মন॥
অভয়-পরমানন্দ বুলে সর্ব্ব স্থানে।
অভয় পরমানন্দ ভক্ত-গোষ্ঠী সনে॥
আর বার যুক্তি করি পাপী দস্যুগণে।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের ভবনে॥
দৈবে সেই দিন মহা ঘোর অন্ধকার।
মহা ঘোর নিশা নাহি লোকের সঞ্চার॥
মহা-ভয়ঙ্কর নিশা চোর দস্যুগণ।
দশ পাঁচ অস্ত্র এক জনের কাচন॥
প্রবিষ্ট হইবা মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সভে হৈল অন্ধ কেহ চাহিতে না পারে॥
কিছু নাহি দেখে অন্ধ হৈল দস্যুগণে।
সভে হইলেন হত প্রাণ-বুদ্ধি-মনে॥
কেহো গিয়া পড়ে গড় খাইর ভিতরে।
জোঁকে পোকে ডাঁসে তারে কামড়াইয়া মারে॥
উচ্ছিষ্ট গর্ত্তেতে কেহো কেহো গিয়া পড়ে।
তথায় মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে॥
কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে।
সর্ব্ব-অঙ্গে ফুটে কাঁটা নড়িতে না পারে॥
খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন।
হস্তপদ ভাঙ্গি কেহ করয়ে ক্রন্দন॥
সেইখানে কারো কারো গায়ে আইল জ্বর।
সর্ব্ব-দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর॥
হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম কৌতুকী।
করিতে লাগিলা মহা-ঝড়-বৃষ্টি তথি॥
একে মরে দস্যু পোক-জোঁকের কামড়ে।
বিশেষ মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি-ঝড়ে॥
শিলা বৃষ্টি পড়ে সর্ব্ব অঙ্গের উপরে।
প্রাণ নাহি যায়, ভাসে দুঃখের সাগরে॥
হেন সে পড়য়ে একো মহা ঝনঝনা।
ত্রাসে মূর্চ্ছা যায় সভে পাসরে আপনা।
মহাবৃষ্টি—দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর।
মহাশীতে সভার কম্পিত কলেবর॥
অন্ধ হইয়াছে কিছু না পায় দেখিতে।
মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়-বৃষ্টি-শীতে॥
নিত্যানন্দ-দ্রোহী আসিয়াছে এ জানিয়া।
ক্রোধে ইন্দ্র অধিক মারয়ে কদর্থিয়া॥
কতক্ষণে দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ।
অকস্মাৎ ভাগ্যে তার হইল স্মরণ॥
মনে ভাবে বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে।
সত্য সে ঈশ্বর—মনুষ্য কভু কহে॥
এক দিন মোহিলেন সভারে নিদ্রায়।
তথাপিও না বুঝিনু ঈশ্বর-মায়ায়॥
আর দিন অদ্ভুত পদাতিকগণ।
দেখাইলে তবু মোর নহিল চেতন॥
যোগ্য মুঞি পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি।
হরিতে প্রভুর ধন কেন কৈলুঁ মতি॥
এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার।
নিত্যানন্দ বহি মোর গতি নাহি আর॥"
এত ভাবি দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ।
চিন্তিয়া একান্ত ভাবে লইল শরণ॥
সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর।
সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার॥

কারুণ্য-শারদা-রাগেন গীয়তে।

"রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল।
রক্ষা কর প্রভু তুমি সর্ব্বজীব-পাল॥
যে জন আছাড় প্রভু পৃথিবীতে খায়।
পুনশ্চ পৃথিবী তারে হয়েন সহায়॥
এই মত যে তোমাতে অপরাধ করে।
শেষে সেহ তোমার স্মরণে দুঃখে তরে॥
তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব্ব-অপরাধ।
পতিত জনেরে তুমি করহ প্রসাদ॥
তথাপি যদ্যপি আমি ব্রহ্মঘ্ন গোবধী।
মোর বাড়া আর প্রভু নাহি অপরাধী॥
সর্ব্ব-মহাপাতকীও তোমার শরণ।
লইলে খণ্ডয়ে তার সংসার বন্ধন॥

জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু কর পরিত্রাণ॥
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু কর আজি রক্ষা।
যদি জীঙ প্রভু তবে কৈনু এ শিক্ষা॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি মুঞি তোর দাস।
কিবা জীঙ মরোঁ এই হউ মোর আশ॥"
কৃপাময় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতার ঃ
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার॥
এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ।
সুভার হইল দুই চক্ষু বিমোচন॥
নিত্যানন্দস্বরূপের শরণ প্রভাবে।
ঝড় বৃষ্টি আর কারো দেহে নাহি লাগে॥
কতক্ষণে পথ দেখি সব দস্যুগণ।
মৃতপ্রায় হই সভে করিলা গমন॥
সভে ঘরে গিয়া সেইমতে দস্যুগণ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ॥
দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে।
নিত্যানন্দচরণে আইলা সেই মতে॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ।
পতিতজনেরে করি শুভ দৃষ্টিপাত॥
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
আনন্দে হুঙ্কার করে অবধূত-মণি॥
সেই মহাদস্যু-দ্বিজ হেনই সময়।
ত্রাহি বলি বাহু তুলি দণ্ডবৎ হয়॥
আপাদমস্তক পুলকিত সব অঙ্গ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প॥
হুঙ্কার গর্জ্জন নিরবধি করে প্রেমে।
বাহ্য নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে॥
নিত্যানন্দ স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া।
আপনা আপনি নাচে হরষিত হৈয়া॥
"ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন।"
বাহু তুলি এই মত বলে ঘনে ঘন॥
দেখি হইলেন সভে পরম বিস্মিত।
এমত দস্যুর কেন এমত চরিত॥
কেহ বোলে "মায়া বা করিয়া আসিয়াছে।
কোনো পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে॥"
কেহ বোলে "নিত্যানন্দ পতিত-পাবন।
পায় ইহার বা হইল ভাল মন॥"

বিপ্রের অত্যন্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া॥
প্রভু বোলে "কহ দ্বিজ কি তোমার রীত।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত॥
কি দেখিলা কি শুনিলা কৃষ্ণ-অনুভব।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ।
কহিতে না পারে কিছু করয়ে ক্রন্দন॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি সকল-অঙ্গনে।
হাসে কান্দে নাচে গায় আপনা আপনে॥
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে।
কহিতে লাগিলা সব প্রভু বিদ্যমানে॥
"এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আমার।
নাম সে 'ব্রাহ্মণ'—ব্যাধ-চণ্ডাল-আচার॥
নিরন্তর দুষ্ট সঙ্গে করি ডাকা চুরি।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি॥
আমা দেখি সর্ব্ব নবদ্বীপ কাঁপে ডরে।
কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে॥
দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার।
তাহা হরিবার চিত্ত হইল আমার॥
এক দিন সাজি বহু লই দস্যুগণ।
হরিতে আইলুঁ মুই শ্রীঅঙ্গের ধন॥
সে দিন নিদ্রায় প্রভু মোহিলা সভারে।
তোমার মায়ায় নাহি জানিলুঁ তোমারে॥
আর দিন নানা মতে চণ্ডিকা পূজিয়া।
আইলাম খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল কাচিয়া॥
অদ্ভুত মহিমা দেখিলাম সেই দিনে।
সর্ব্ববাড়ী আছে বেড়ি পদাতিকগণে॥
একৈক পদাতি যেন মত্তহস্তি-প্রায়।
আজানুলম্বিত মালা সভার গলায়॥
নিরবধি হরিধ্বনি সভার বদনে।
তুমি আছ গৃহমাঝে আনন্দে শয়নে॥
হেন সে পাপিষ্ঠ চিত্ত আমা সভাকার।
তবু নাহি বুঝিলাম মহিমা তোমার॥
কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে।
এত ভাবি সে দিন গেলাম সেই মতে॥
তবে কত দিন ব্যাজে কালি আইলাম।
আসিয়াই মাত্র দুই চক্ষু খাইলাম॥

বাড়ীতে প্রবিষ্ট হই সব দস্যুগণে।
অন্ধ হই সভে পড়িলাম নানাস্থানে॥
কাঁটা জোঁক পোক ঝড়-বৃষ্টি শীলাঘাতে।
সভে মরি কারো শক্তি নাহিক যাইতে॥
মহা যম যাতনা হইল যদি ভোগ।
তবে শেষে সভার হইল ভক্তিযোগ॥
তোমার কৃপায় সভে তোমার চরণ।
করিলুঁ একান্তভাবে সভেই স্মরণ॥
হইল সভার তবে চক্ষু-বিমোচন।
হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন॥
আমি সব এড়াইলুঁ এ সব যাতনা।
এ তোমার স্মরণের কোন বা মহিমা॥
যাঁহার স্মরণে খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন।
অনায়াসে চলি যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন"॥
কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে ঊর্দ্ধরায়।
হেন লীলা করে প্রভু অবধূতরায়॥
শুনিয়া সভার হৈল মহাশ্চর্য্য জ্ঞান।
ব্রাহ্মণের প্রতি সভে করেন প্রণাম॥
দ্বিজ বোলে "প্রভু এবে আমার বিদায়।
এ দেহ রাখিতে আর মোর নাহি ভায়॥
যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায়।
সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত মরিব গঙ্গায়॥"
শুনি অতি অকৈতব দ্বিজের বচন।
তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্ব্ব ভক্তগণ॥
প্রভু বোলে "দ্বিজ তুমি ভাগ্যবান বড়।
জন্ম জন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ়॥
নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে।
এ প্রকাশ অন্যে কি দেখয়ে ভক্ত বিনে॥
পতিত-তারণ হেতু চৈতন্যগোসাঞি।
অবতরি আছেন ইহাতে অন্য নাই॥
শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস্ সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া তুমি লও হরিনাম।
তবে তুমি অন্যের করিবা পরিত্রাণ॥
যত সব দস্যু চোর ডাকিয়া আনিয়া।
ধর্ম্মপথে সভারে লওয়াও তুমি গিয়া"॥

এত বলি আপন গলার মালা আনি।
তুষ্ট হই ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি॥
মহা-জয়-জয়-ধ্বনি হইল তখন।
দ্বিজের হইল সর্ব্ববন্ধ-বিমোচন॥
'কাকু' করে দ্বিজ প্রভু-চরণে ধরিয়া।
ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"অহে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকী-পাবন।
মুঞি পাতকীরে দেহ চরণে শরণ॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি।
মুঞি পাপিষ্ঠের কোন লোকে হৈবে গতি॥"
নিত্যানন্দমহাপ্রভু করুণা-সাগর।
পাদপদ্ম দিলা তার মস্তক উপর॥
চরণারবিন্দ পাই মস্তকে প্রসাদ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ॥
সেই দ্বিজদ্বারে যত চোর দস্যুগণ।
ধর্ম্মপথে আসি লৈল চৈতন্য-শরণ॥
ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি অনাচার।
সভে লইলেন অতি সাধু-ব্যবহার॥
সভেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ।
সভে হইলেন বিষ্ণুভক্তি-যোগে দক্ষ॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগান নিরন্তর।
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা-সাগর॥
অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায়।
নিরবধি নিত্যানন্দ চৈতন্য লওয়ায়॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর দস্যুগণে॥
যোগেশ্বর সব বাঞ্ছে যে প্রেম-বিকার।
যে অশ্রু যে কম্প যে বা পুলক হুঙ্কার॥
চোরডাকাইতের হইল হেন ভক্তি।
হেন প্রভু নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি॥
ভজ ভজ ভাই হেন প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু গৌরচন্দ্র॥
যে শুনয়ে নিত্যানন্দপ্রভুর আখ্যান।
তাহারে মিলব গৌরচন্দ্র ভগবান॥
দস্যুগণ-মোচন যে চিত্তে দিয়া শুনে।
নিত্যানন্দ-চৈতন্য দেখিবে সেই জনে॥
হেনমতে নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।
বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সুখে॥

তবে নিত্যানন্দ সর্ব্ব-পারিষদ-সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে॥
খান-চৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ-স্বরূপের বিহারের স্থান॥
বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়॥
নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ।
নিরবধি সভেই পরমানন্দ-মন॥
কার কোন কর্ম্ম নাই সংকীর্ত্তন-বিনে।
সভার গোপাল ভাব বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
বেত্র বংশী সিঙ্গা ছাঁদদড়ি গুঞ্জাহার।
তাড় খাড়ু হাতে পায়ে নূপর সভার॥
নিরবধি সভার শরীরে কৃষ্ণভাব।
অশ্রু কম্প পুলক—যতেক অনুরাগ॥
সভার সৌন্দর্য্য যেন অভিন্ন মদন।
নিরবধি সভেই করেন সংকীর্ত্তন॥
পাইয়া অভয়স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ।
নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দাসের মহিমা।
শত বৎসরেও করিবারে নাহি সীমা॥
তথাপিহ নাম কহি জানি যার যার।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিব সংসার॥
যার যার সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার।
সবে নন্দ-গোষ্ঠি গোপ-গোপী অবতার॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্ব নাম না লিখিল বিদিত করিয়া॥
পরম পার্ষদ রামদাস মহাশয়।
নিরবধি ঈশ্বর ভাবে যে কথা কয়॥
যার বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যার হৃদয়েতে॥
সবার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস।
যার দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।
যার খেলা মহাসর্প-ব্যাঘ্রের সহিত॥
রঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায় মহামতি।
যার দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতিমতি॥

প্রেমভক্তি-রসময় গদাধর দাস।
যার দরশন-মাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ॥
প্রেমরস-সমুদ্র – সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদ প্রধান॥
পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম ভাগ্যবান।
কায়-মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যার প্রাণ॥
পুরন্দরপণ্ডিত পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত॥
নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বর দাস।
যাহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহান্ত বিলক্ষণ।
যাহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
যাহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেম রসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাহারে সদয়॥
জগদীশ পণ্ডিত পরম জ্যোতির্ধাম।
স-পার্ষদে নিত্যানন্দ যার ধন প্রাণ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের মহাভৃত্য মর্ম্ম॥
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দপারিষদে যাহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥
সদাশিবকবিরাজ মহাভাগ্যবান।
যার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তমদাস-নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তম দাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে॥
উদ্ধারণদত্ত মহা বৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দসেবায় যাহার অধিকার॥
মহেশ পণ্ডিত— অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত॥
চতুর্ভুজ পণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—পরম উদার।
পূর্ব্বে রঘুনাথ পুরী নাম খ্যাতি যার॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যান ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥
বড়গাছি নিবাসী সুকৃতী কৃষ্ণদাস।
যাহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্যচন্দ্র—নিত্যানন্দগতি॥
গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেম-রসময়॥
মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার।
যান ঘরে নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দ—প্রিয় মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন॥
যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে।
শত বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে॥
সহস্র সহস্র এক সেবকের গণ।
সভার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধনপ্রাণ॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাহারা গুরু-সম।
শ্রীচৈতন্য-রসে সভে পরম উদ্দাম॥
কিছু মাত্র আমি লিখিলাঙ জানি যারে।
সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস-দ্বারে॥
সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান-বৃন্দাবন দাস।
অবশেষ-পাত্র নারায়ণী গর্ভ-জাত॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণব-মণ্ডলে যান ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী॥'
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দজান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে
অন্ত্যখণ্ডে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-চরিত্রবর্ণনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয় হউ তোমার যত চরণের ভৃঙ্গ॥
হেন মতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।
সর্ব্বদাস সহ করে কীর্ত্তন-আনন্দ॥
বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা।
সেই মত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা॥
অকৈতবরূপে সর্ব্বজগতের প্রতি।
লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি মতি॥
সঙ্গে পারিষদ-গণ-পরম উদ্দাম।
সর্ব্ব নবদ্বীপে ভ্রমে' মহা-জ্যোতির্ধাম॥
অলঙ্কার-মালায় পূর্ণিত কলেবর।
কর্পূর তাম্বূলে শোভে—সুরঙ্গ অধর॥
দেখি নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিলাস।
কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিশ্বাস॥
সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে তান কিছু জন্মিয়াছে অবিশ্বাস॥
চৈতন্যচন্দ্রেতে তান্ বড় দৃঢ় ভক্তি।
নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কত দিন কুতূহলে॥
প্রতি দিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্য-স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান্ প্রভুর চরণে॥
দৈবে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বোলে "প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত।
কিছু ত না বুঝি মুঞি করেন কি-রূপ॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বোলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণ॥
ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে তাহান কলেবরে॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিব্য পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্রমত মুঞি তান না দেখো আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
'বড়লোক' বলি তাঁরে বোলে সর্ব্বজনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥

যদি মোরে ভৃত্য জ্ঞান হেন থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু ? কহ শ্রীবদনে ॥”
সুকৃতী ব্রাহ্মণ প্রশ্ন কৈল শুভ-ক্ষণে।
অমায়ায় প্রভু তত্ত্ব কহিলেন তানে ॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌর-সুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি কহিলা উত্তর ॥
“শুন বিপ্র মহা-অধিকারী যেবা হয়।
তবে তান্ দোষ গুণ কিছু না জন্ময় ॥

তথাহি ( ভাঃ ১১।২০।৩৬ )—

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবাগুণাং।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥ ১ ।

অন্বয়ঃ।—ময়ি একান্ত ভক্তানাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাং সাধূনাং গুণদোষোদ্ভবাঃ গুণাঃ ন ( সন্তি ) ॥ ১

অনুবাদ—যাঁহারা বুদ্ধির অতীত পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সকল সমচিত্ত আমাতে একান্ত ভক্তিশীল সাধুগণের বিধিনিষেধজাত গুণপ্রবাহের সহিত কোন ও সম্বন্ধ নাই ॥১।

“পদ্ম-পত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল।
এই মত নিত্যানন্দ-স্বরূপ নির্ম্মল ॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্ম তার ॥
রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষপান।
সর্ব্বথায় মরে, সর্ব্ব পুরাণ প্রমাণ ॥

তথাহি।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যচিরান্মৌঢ্যাৎ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্ ॥ ২ ।
ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ৩ ।

অন্বয়ঃ।—অনীশ্বরঃ মনসা অপি জাতু এতৎ ন সমাচরেৎ, হি মৌঢ্যাৎ অরুদ্রঃ অব্ধিজং বিষং যথা (তথা) অচিরাৎ বিনশ্যতি ॥২। ঈশ্বরাণাং ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ দৃষ্টঃ ( তথা ) সাহসং, সর্ব্বভুজঃ বহ্নেঃ যথা, তেজীয়সাং ( তথা ) ন দোষায় ॥ ৩।

অনুবাদ।শুকদেব শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি-লীলাকথার উপসংহারে পরীক্ষিতকে বলিতেছেন। অনীশ্বর ব্যক্তি মনে মনে ও এইরূপ ঈশ্বর-কৃত আচরণের বিন্দুমাত্রও অনুকরণ করিবেনা। আচরণ করিলে মূঢ়তাবশতঃ রুদ্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তি সমুদ্রোৎপন্ন কালকূট ভক্ষণ করিলে যেরূপ অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেও তদ্রূপে বিনষ্ট হয় ॥ ২। ঈশ্বরদিগের ধর্ম্মব্যতিক্রম ও সাহস পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সর্ব্বভোজী অগ্নির ন্যায় তেজস্বী মহাত্মাগণের দোষের বিষয় হয় না ॥৩।

“এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজদোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁরে হাসিলে ও মরি ॥
ভাগবত হইতে সে সব তত্ত্ব জানি।
তাহে যদি বৈষ্ণব গুরুর মুখে শুনি ॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥
এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পঢ়িতে।
বিদ্যাপূর্ণ করি চিত্ত করিলা আসিতে ॥
“কি দক্ষিণা দিব” বলিলেন গুরু প্রতি।
তবে পত্নীসঙ্গে গুরু করিলা যুকতি ॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যম বিদ্যমানে ॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব্ব কর্ম্ম ঘুচাইয়া।
যমালয় হতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥
পরম অদ্ভুত শুনি এ সব আখ্যান।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥
দৈবে রাম-কৃষ্ণে এক দিন সম্বোধিয়া।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ॥
“শুন শুন রাম-কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর।
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥
সর্ব্ব জগতের পিতা—তুমি দুই জন।
আমি জানি তুমি দুই পরম কারণ ॥
জগতের উৎপত্তি বা স্থিতি বা প্রলয়।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥

তথাপিও পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার।
হইয়াছ মোর পুত্ররূপে অবতার॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি-দুইজন॥
মোর ছয় পুত্র যে মরিল কংস হাতে।
বড় চিন্ত হয় তাহা-সভারে দেখিতে॥
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া॥
এইমত আমারেও কর, পূর্ণকাম।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান॥”
শুনি জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ।
সেই ক্ষণে চলি গেলা বলির ভবন॥
নিজ ইষ্টদেব দেখি বলিমহারাজ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিন্ধু-মাঝ॥
দেহ গেহ পুত্র বিত্ত সকল বান্ধব।
সেই ক্ষণে পাদ-পদ্মে আনি দিলা সব॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে।
স্তুতি করি পাদ-পদ্ম ধরি বলি কান্দে॥
‘জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোকুল-ভূষণ॥
জয় সর্ব-গোপাচার্য্য হলধর রাম।
জয় জয় কৃষ্ণ-ভক্ত-ধন-মন-প্রাণ॥
যত্তপিও শুদ্ধসত্ত্ব দেবঋষিগণ।
তা সভায় দুর্লভ তোমার দরশন॥
তথাপি সে হেন প্রভু কারুণ্য তোমার।
তমোগুণ অসুরেও হও সাক্ষাৎকার॥
অতএব শত্রু মিত্র নাহিক তোমাতে।
বেদেও কহেন ইহা দেখি-ও সাক্ষাতে॥
মারিতে যে আইল লইয়া বিষস্তন।
তাহারেও পাঠাইলে বৈকুণ্ঠভুবন॥
অতএব তোমার হৃদয় বুঝিবারে।
বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর সভেও না পারে॥
যোগেশ্বরে সভে যাঁর মায়া নাহি জানে।
মুঞি পাপী অসুর বা জানিব কেমনে॥
এই কৃপা কর মোরে সর্ব্ব লোকনাথ।
গৃহ অন্ধকূপে মোরে না করিহ পাত॥
তোর দুই পাদ-পদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ গিয়া॥

তোমার দাসের সনে মোরে কর দাস।
আর যেন চিত্তে মোর না থাকয়ে আশ॥
রাম-কৃষ্ণ পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে॥
এই মত স্তুতি করে বলি মহাশয়ে॥
ব্রহ্ম-লোক শিব-লোক যে চরণোদকে।
পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথী রূপে॥
হেন পুণ্যজল বলি গোষ্ঠীর সহিতে।
পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ বস্ত্র অলঙ্কার।
পাদপদ্মে দিয়া বলি করে নমস্কার॥
“আজ্ঞা কর প্রভু মোরে শিখাও আপনে।
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে॥
যে করয়ে প্রভু আজ্ঞাপালন তোমার।
সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার॥”
শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা।
যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বোলে “শুন শুন বলি মহাশয়।
যে নিমিত্তে আইলাম তোমার আলয়॥
আমার মায়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে।
মারিলেক সেই পাপে সেহ মৈল শেষে॥
নিরবধি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া।
কান্দেন দেবকী মাতা দুঃখিতা হইয়া॥
তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন।
তাহা নিব জননীর সন্তোষ কারণ॥
সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ।
তা সভারে এত দুঃখ শুন যে কারণ॥
প্রজাপতি মরীচী যে ব্রহ্মার নন্দন।
পূর্ব্বে তান পুত্র ছিল সেই ছয় জন॥
দৈবে ব্রহ্মা কামবশে হইলা মোহিত।
লজ্জা ছাড়ি কন্যা প্রতি করিলেন চিত॥
তাহা দেখি হাসিলেন সেই ছয় জন।
সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেই ক্ষণ॥
মহান্তের কর্ম্মেতে করিলা উপহাস।
অসুরযোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥
হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে।
দেবদেহ ছাড়ি জন্মিলেন তার ঘরে॥
তথা ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে ছয়জন।
নানাদুঃখ যাতনায় পাইল মরণ॥

তবে যোগমায়া ধরি পুনঃ আর বার।
দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার॥
ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে।
সেহ দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে॥
জন্ম হইতে অশেষ প্রকার যাতনায়।
ভাগিনা, তথাপি মারিলেন কংসরায়॥
দৈবকী এ সব গুপ্ত-রহস্য না জানে।
আপনার পুত্র বলি তা সভারে গণে॥
সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান।
সেই কার্য্য লাগি আইলাম তোমা স্থান॥
দেবকীর স্তন পানে সেই ছয় জন।
শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ॥"
প্রভু বোলে "শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
সিদ্ধ সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥
শুন বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে॥
মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি, তারে বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্ত প্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় বলিলাম মোরে পায় সে॥

তথাহি বরাহপুরাণে।—

সিদ্ধির্ভবতি বা নেতিসংশয়োঽচ্যুতসেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥ ৪।

অন্বয় ও অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে (১৩।৭৬)—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ॥৫।

**অনুবাদ।**—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ পূজা করিয়া তাঁহার ভক্তজনের পূজা করে না সেই দাম্ভিকগণ শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ভাজন হয় না॥৫॥

তুমি বলি মোর প্রিয় সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিনু গোপ্যকথা॥
শুনিয়া প্রভুর শিক্ষা বলি মহাশয়।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয়॥
সেই ক্ষণে ছয় শিশু আজ্ঞা শিরে ধরি।
সম্মুখে দিলেন আনি পুরস্কার করি॥
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয় জন।
জননীরে আনিয়া দিলেন ততক্ষণ॥
মৃত পুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে।
স্নেহে স্তন সভারে দিলেন হর্ষ মনে॥
ঈশ্বরের অবশেষস্তন করি পান।
সেইক্ষণে সভার হইল দিব্যজ্ঞান॥
দণ্ডবৎ হই সভে ঈশ্বরচরণে।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্ব্বজনে॥
তবে প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে সভারে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা প্রভু সদয় হইয়া॥
"চল চল দেবগণ যাহ নিজবাস।
মহান্তেরে আর নাহি কর উপহাস॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান॥
তাহানে হাসিয়া এত পাইলা যাতনা।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা॥
ব্রহ্মা স্থানে গিয়া মাগি লহ অপরাধ।
তবে সভে চিত্তে পুনঃ পাইবা প্রসাদ॥"
ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনি সেই ছয় জন।
পরম আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ॥
পিতা-মাতা, রামকৃষ্ণ পদে নমস্করি।
চলিলেন সর্ব্বদেবগণ নিজ পুরী॥
কহিলাঙ এই বিপ্র ভাগবত-কথা।
নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পরম অধিকারী।
অল্প ভাগ্যে তাহারে জানিতে নাহি পারি॥
অলৌকিক চেষ্টা যে বা কিছু দেখ তান।
তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ॥
পতিতের ত্রাণ লাগি তান অবতার।
যাহা হৈতে সর্ব্ব জীব হইব উদ্ধার॥
তাহান আচার, বিধিনিষেধের পার।
তাহানে জানিতে শক্তি আছয়ে কাহার॥

না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ॥
চল বিপ্র তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।
এই কথা কহি তুমি সভারে বুঝাও॥
পাছে তানে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।
তবে আর রক্ষা তার নাহি যমঘরে॥
যে তাহানে প্রীতি করে, সে করে আমারে।
সত্য সত্য সত্য বিপ্র কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"

তথাহি শ্রীমুখকৃৎ শিক্ষাশ্লোকঃ।—

গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্‌বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥ ৬।

**অন্বয়ঃ**।—যবনীপাণিং গৃহ্ণীয়াৎ বা শৌণ্ডিকালয়ং বিশেৎ তথাপি নিত্যানন্দপদাম্বুজং ব্রহ্মণঃ বন্দ্যং॥ ৬।

**অনুবাদ**।—যবনীরই পাণিগ্রহণ করুন বা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন না কেন তথাপি নিত্যানন্দদেবের পাদপদ্ম ব্রহ্মার বন্দনীয়॥৬

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতী ব্রাহ্মণ।
পরম আনন্দযুক্ত হইল তখন॥
নিত্যানন্দ প্রতি বড় জন্মিল বিশ্বাস।
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ বাস॥
সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে।
সর্ব্বাদ্যে আইলা নিত্যানন্দের সমীপে॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ।
প্রভুও শুনিয়া তারে করিলা প্রসাদ॥
হেন নিত্যানন্দ স্বরূপের ব্যবহার।
বেদগুহ্য লোকবাহ্য যাঁহার আচার॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ পরমযোগেন্দ্র।
যাঁরে কহি-আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র॥
সহস্র-বদন নিত্য-শুদ্ধ-কলেবর।
চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে দুষ্কর॥
কেহ বোলে "নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বোলে "চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥"
কেহ বোলে "মহাতেজী অংশ অধিকারী।"
কেহ বোলে "কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি॥
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।'
সভার চরণে মোর এই অভিলাষ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥
আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিগে ভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ॥
তথাপিহ এই কৃপা কর' গৌরহরি।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন তোমা না পাসরি'॥
যথা তথা তুমি-দুই কর' অবতার।
তথা তথা দাস্যে মোর হউ অধিকার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে
নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-বর্ণনং
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

## সপ্তম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবাবিগ্রহ নিত্যানন্দ॥
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় দামোদর-স্বরূপের প্রাণধন॥
জয় বক্রেশ্বরপণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-মনোহারী॥
জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥

হেন মতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপপুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দ সাগরে॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সভার ভজন॥
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি ঘরে ঘরে।
যেন ক্রীড়া করিলেন গোকুলনগরে॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি।
কীর্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান॥
আই স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ইচ্ছায়॥
পরম বিহ্বল পারিষদ-সব সঙ্গে।
আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ-রঙ্গে॥
হুঙ্কার, গর্জ্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।
নিরবধি করে সব পারিষদগণ॥
এই মতে সর্ব্বপথ প্রেমানন্দরসে।
আইলেন নীলাচলে কতেক দিবসে॥
কমলপুরেতে আসি প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া॥
নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমধার।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি করেন হুঙ্কার॥
আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উদ্যানে।
কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে॥
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।
একেশ্বর আইলেন ছাড়ি ভক্তবৃন্দ॥
ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।
সেই স্থানে বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র॥
প্রভু আসি দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর॥
শ্লোকবন্ধে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।
প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হৈয়া॥
শ্রীমুখের শ্লোক শুন নিত্যানন্দ স্তুতি।
যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে রতি॥

তথাহি।

"গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দপদাম্বুজম্"॥

অনুবাদ পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য," বোলে গৌরচন্দ্র॥
এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি।
নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো জানিয়া সেইক্ষণে।
উঠিলেন 'হরি' বলি পরম সম্ভ্রমে॥
দেখি নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন।
কি আনন্দ হৈল তাহা না যায় বর্ণন॥
'হরি' বলি সিংহনাদ লাগিলা করিতে
প্রেমানন্দে আছাড় পাড়েন পৃথিবীতে
দুই জনে প্রদক্ষিণ করেন দুঁহারে।
দুঁহে দণ্ডবৎ হই পড়েন দুঁহারে॥
ক্ষণে দুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন।
ক্ষণে গলা ধরি করে আনন্দ-ক্রন্দন॥
ক্ষণে পরানন্দে গড়ি যায় দুই জন।
মহামত্ত সিংহ-জিনি দুহাঁর গর্জ্জন॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন দুই জনে।
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে॥
দুই জনে শ্লোক পড়ি বর্ণেন দুঁহারে।
দুহাঁরেই দুঁহে যোড়হস্তে নমস্করে॥
অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্চ্ছা, পুলক, বৈবর্ণ্য।
কৃষ্ণভক্তিবিকারের যত আছে মর্ম্ম॥
ইহা বই দুই শ্রীবিগ্রহ আর নাঞি।
সভে করে, করায়েন চৈতন্য-গোসাঞি॥
কি অদ্ভুত প্রেম-ভক্তি হইল প্রকাশ।
নয়ন ভরিয়া দেখে যে একান্তদাস॥
তবে কত-ক্ষণে প্রভু যোড়-হস্ত করি।
নিত্যানন্দপ্রতি স্তুতি করে গৌর-হরি॥
"নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ মূর্ত্তি-মন্ত।
শ্রীবৈষ্ণবধাম তুমি ঈশ্বর অনন্ত॥
যতকিছু তোমার শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কার।
সত্য সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার॥
স্বর্ণ মুক্তা হীরা কসা রুদ্রাক্ষাদি রূপে।
নবিবিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ সুখে॥
নীচ জাতি পতিত অধম যত জন।
তোমা হৈতে হৈল এবে সভার মোচন॥
যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক্-সভারে।
তাহা বাঞ্ছে সুরসিদ্ধ মুনি যোগেশ্বরে॥

স্বতন্ত্র করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয়।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয়॥
তোমার মহিমা জানিবার শক্তি কার।
মূর্ত্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার॥
বাহ্য নাহি জান তুমি সংকীর্ত্তনসুখে।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে॥
কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাসের ঘর॥
অতএব তোমারে যে জনে প্রীতি করে।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িব তারে॥"
তবে কত-ক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয়।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয়॥
"প্রভু হই তুমি যে আমারে কর স্তুতি।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি॥
প্রদক্ষিণ কর' কিবা কর' নমস্কার।
কিবা মার কিবা রাখ যে ইচ্ছা তোমার॥
কোন্ বা বক্তব্য প্রভু আছে তোমাস্থানে।
কিবা নাহি দেখ তুমি দিব্যদরশনে॥
মন প্রাণ সভার ঈশ্বর প্রভু তুমি।
তুমি যে করাহ সেইরূপ কার আমি॥
আপনি আমারে তুমি দণ্ড ধরাইলা।
আপনেই ঘুচাইয়া এরূপ করিলা॥
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, সিঙ্গা, ছান্দ-ডোরি।
ইহা ধরিলাঙ আমি মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ।
সভারেই দিলা তপ-ভক্তিআচরণ॥
মুনি ধর্ম্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে।
ব্যবহারী জনে সে সকলে হাস্য করে॥
তোমার নর্ত্তক আমি নাচাও যেরূপে।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে॥
নিগ্রহ কি অনুগ্রহ তুমি সে প্রমাণ।
বৃক্ষদ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম॥"
প্রভু বোলে "তোমার যে দেহে অলঙ্কার
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর॥
শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নমস্কার।
এই সে তোমার সর্ব্বকাল অলঙ্কার॥
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব্বজনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্ব্বক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
যতেক নিন্দয়ে তার হয় কার্য্য-বাধ॥
আমি ত তোমার অঙ্গে ভক্তিরস বিনে।
অন্য নাহি দেখি কভু কায়-বাক্য-মনে॥
নন্দ-গোষ্ঠে বসি তুমি বৃন্দাবনসুখে।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে॥
ইহা দেখি যে সুকৃতী চিত্তে পায় সুখ।
সে অবশ্য দেখিবেক কৃষ্ণের শ্রীমুখ॥
বেত্র, বংশী, সিঙ্গা, গুঞ্জাহার, মাল্য, গন্ধ।
সর্ব্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্গ॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি॥
বৃন্দাবনক্রীড়ার যতেক শিশুগণ।
সকল তোমার সঙ্গে লয় মোর মন॥
সেই ভাব সেই কান্তি সেই সব শক্তি।
সর্ব্বদেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠ-ভক্তি॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে।
প্রীতি করে সত্য সত্য সে করে আমারে॥"
স্বানুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ অনন্ত।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তার অন্ত॥
কতক্ষণে দুই প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বসিলেন নিভৃতে পুষ্পের বনে গিয়া॥
ঈশ্বরে পরমেশ্বরে হইল কি কথা।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্ব্বথা॥
নিত্যানন্দে চৈতন্যে যখন দেখা হয়।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময়॥
কি করেন আনন্দবিগ্রহ দুই জন।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহো না থাকে তখন॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপও প্রভুর ইচ্ছা জানি।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন ন্যাসি-মণি॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যক্ত।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব॥
সুকোমল দুর্ব্বিজ্ঞেয় ঈশ্বর-হৃদয়।
বেদে শাস্ত্রে ব্রহ্মা শিব সভে এই কয়॥
না বুঝি না জানি মাত্র সভে গায় গাথা।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য অন্যের কি কথা॥

এই মত ভাবরঙ্গে চৈতন্যগোসাঞি।
এই কথা না কহেন একজন ঠাঞি॥
হেন সে তাহান রঙ্গ—সভেই মানেন।
আমার অধিক প্রীত কারো না বাসেন॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য-কথা।
"মুনিধর্ম্ম করি কৃষ্ণ ভজিব সর্ব্বথা॥"
বেত্র বংশী বর্হপুচ্ছ গুঞ্জা ছাঁদ ডোড়ি।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনি ধর্ম্ম ছাড়ি॥
কেহো বোলে "ভক্ত নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপ-ক্রীড়া অধিক সভার॥
গোপ-গোপী-ভক্তি সব তপস্যার ফল।
তাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর-সকল॥
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুলভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায়॥

তথাহি ভাগবতে দশমস্কন্ধে (৪৭।৬৩)

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ২।

**অন্বয়ঃ।**—যাসাং হরিকথোদ্গীতং ভুবনত্রয়ং পুনাতি (তাসাং) নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুং অভীক্ষ্ণশঃ বন্দে॥ ২।

**অনুবাদ।**—শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন। যাঁহাদিগের কর্তৃক গীত হইয়া হরিকথা ত্রিভুবন পবিত্র করে সেই নন্দব্রজের নিত্য অধিবাসিনী রমণীগণের পদধূলি বারংবার বন্দনা করিতেছি॥২।

এইমত বৈষ্ণব যে করেন বিচার।
সর্ব্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার॥
অন্যোন্যে বাজায়েন আপন ইচ্ছায়।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
কৃষ্ণের কৃপায় সভে আনন্দে বিহ্বল।
কখন কখন বাজে আনন্দ-কন্দল॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে সেই অভাগিয়া॥
ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥

তথাহি ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধে (৭।৫০)—

যথা পুমান্ ন স্বাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥ ৩।

**অন্বয়ঃ।**—যথা পুমান্ স্বাঙ্গেষু শিরঃ-পাণ্যাদিষু ক্বচিৎ পারক্যবুদ্ধিং ন কুরুতে (তথা) মৎপরঃ ভূতেষু॥ ৩।

**অনুবাদ।**—যেরূপ পুরুষ নিজ অঙ্গ মস্তক ও হস্তাদিতে কখনও পরকীয় বুদ্ধি করে না সেইরূপ মদীয় ভক্ত সর্ব্বপ্রাণীতে পরকীয় বুদ্ধি করেন না॥ ৩।

তথাপিও সর্ব্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ-চৈতন্য সর্ব্বথা॥
নিয়ন্তা পালক স্রষ্টা দুর্ব্বিজ্ঞেয়তত্ত্ব।
সভে মিলি এই মাত্র গায়েন মহত্ত্ব॥
আবির্ভাব হৈতেছেন যে সব শরীরে।
তা সভার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে॥
সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তি দিয়াও আপনে।
অপরাধে শাস্তিও করেন ভাল মনে॥
ইথিমধ্যে বিশেষ আছয়ে দুই প্রতি।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈতেরে না ছাড়েন স্তুতি॥
কোটি অলৌকিক যদি এ দুই করেন।
তথাপিও গৌর-চন্দ্র কিছু না বোলেন॥
এই মত কতক্ষণ পরানন্দ করি।
অবধূতচন্দ্রসঙ্গে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
তবে নিত্যানন্দ স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
নিত্যানন্দস্বরূপ পরম হর্ষ মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ দরশনে॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হইল দরশন।
ইহার শ্রবণে সর্ব্ববন্ধ বিমোচন॥
জগন্নাথ দেখি মাত্র নিত্যানন্দ রায়।
আনন্দে বিহ্বল হই গড়াগড়ি যায়॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর উপরে।
শতজনে ধরিলেও ধরিতে না পারে॥
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সুদর্শন।
সভা দেখি নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন॥
সভার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেন সভে প্রভাব জানিয়া॥
নিত্যানন্দ দেখি যত জগন্নাথ-দাস।
সভার জন্মিল অতি পরম উল্লাস॥

যে জন না চিনে সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঞি।
সভে কহে "এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই॥"
নিত্যানন্দ-স্বরূপো সভারে করি কোলে।
সিঞ্চিলা সভার অঙ্গ নয়নের জলে॥
তবে জগন্নাথ হেরি হর্ষ সর্ব্বগণে।
আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে॥
নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে।
তাহা কহিবার শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে॥
গদাধরভবনে মোহন গোপীনাথ।
আছেন, যে হেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ॥
আপনে চৈতন্য তারে করিয়াছে কোলে।
অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি ভুলে॥
দেখি শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা॥
নিত্যানন্দ বিজয় জানিয়া গদাধর।
ভাগবতপাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর॥
দুহেঁ মাত্র দেখিয়া দুহাঁর শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন॥
অন্যোন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোন্যে দোঁহে বোলে মহিমা দুহাঁর॥
দোঁহে বোলে "আজি হৈল লোচন নির্ম্মল।"
দোঁহে বোলে "আজি হইল জীবন সফল॥"
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ সাগরে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দ্দিগে পড়ি কান্দে সব দাস॥
কি অদ্ভুত প্রেম নিত্যানন্দ গদাধরে।
একের অপ্রিয় তারে সম্ভাষা না করে॥
গদাধরদেবের সংকল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ-নিন্দকের না দেখেন মুখ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে প্রীতি যার নাই।
দেখাও না দেন তারে পণ্ডিত গোসাঞি॥
তবে দুই প্রভু স্থির হই এক স্থানে।
বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীর্ত্তনে॥
তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দপ্রতি।
নিমন্ত্রণ করিলেন "আজি ভিক্ষা ইথি॥"
নিত্যানন্দ গদাধরভিক্ষার কারণে।
এক মান চাউল আনিয়াছেন যতনে॥

অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্ব্বমতে।
গোপীনাথ লাগি আনিয়াছে গৌড় হৈতে॥
আর একখানি বস্ত্র—রঙ্গিম সুন্দর।
দুই আনি দিলা গদাধরের গোচর॥
গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন।
শ্রীগোপীনাথের দিয়া করিবা ভোজন॥"
তণ্ডুল দেখিয়া হাসে পণ্ডিতগোসাঞি।
"নয়নেত এমত তণ্ডুল দেখি নাই॥
এ তণ্ডুল গোসাঞি কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া।
যত্নে আনিয়াছ গোপীনাথের লাগিয়া॥
লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন।
কৃষ্ণ সে ইহার ভোক্তা, তবে ভক্তগণ॥"
আনন্দে তণ্ডুল প্রশংসের গদাধর।
বস্ত্র লই গেলা গোপীনাথের গোচর॥
দিব্য রঙ্গবস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে।
দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে॥
তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা।
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা॥
কেহ করে নাহি, দৈবে হইয়াছে শাক।
তাহা তুলি আনিয়া করিলা এক পাক॥
তেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র সুকোমল।
তাহা আনি বাটি তায় দিলা লোন জল॥
তার এক ব্যঞ্জন করিলা অম্ল নাম।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান॥
গোপীনাথ-অগ্রে লৈয়া ভোগ লাগাইলা।
হেন কালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা॥
প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী॥
'গদাধর গদাধর' ডাকে গৌরচন্দ্র।
সম্ভ্রমেতে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব॥
হাসিয়া বোলেন প্রভু "শুন গদাধর।
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর?
আমিত তোমরা-দুই হৈতে ভিন্ন নই॥
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই॥
নিত্যানন্দ-দ্রব্য-গোপীনাথের প্রসাদ।
তোমার রন্ধন, মোর ইথে আছে ভাগ॥"
কৃপাবাক্য শুনি নিত্যানন্দ গদাধর।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর॥

সন্তোষে প্রসাদ আনি দেব গদাধর।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর॥
সর্ব্ব টোটা ব্যাপিলেক অন্নের সুগন্ধে।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বন্দে॥
প্রভু বোলে "তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব প্রসাদ অন্ন একত্র বসিয়া॥"
নিত্যানন্দ-স্বরূপের তণ্ডুলের প্রীতে।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে॥
প্রভু বোলে "এ অন্নের গন্ধেও সর্ব্বথা।
কৃষ্ণভক্তি হয় ইথে নাহিক অন্যথা॥
গদাধর কি তোমার মনোহর পাক।
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক॥
গদাধর কি তোমার বিচিত্র রন্ধন॥
তেঁতুল পত্রের কর এমত ব্যঞ্জন।
বুঝিলাম বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি।
তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি॥"
এইমত সন্তোষেতে হাস্য পরিহাসে।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে॥
এ তিনজনের প্রীতি এ তিনে সে জানে।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে॥
কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ॥
এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে যে বা শুনে।
কৃষ্ণভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন যাহারে।
সে জানিতে পারে নিত্যানন্দ স্বরূপেরে॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে প্রীত মনে।
লওয়ায়েন গদাধর, জানে সেই জনে॥
হেন মতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে।
বিহরেন গৌরচন্দ্রসঙ্গে কুতূহলে॥
তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর॥
জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে।
আনন্দে বিহ্বল মাত্র সভে সংকীর্ত্তনে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে গদাধর-গৃহ-
বিলাস-বর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ। ৭॥

# অষ্টম অধ্যায়।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবনধন্য॥
ভক্ত-গোষ্ঠি-সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়॥
এবে শুন বৈষ্ণবসভার আগমন।
আচার্য্য গোসাঞি আদি যত ভক্তগণ॥
শ্রীরথযাত্রার আসি হইল সময়।
নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠী হইল বিজয়॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সভে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে॥
আচার্য্যগোসাঞি অগ্রে করি ভক্তগণ।
সভে নীলাচলপ্রতি করিল গমন॥
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস।
যাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্যবিলাস।
চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর।
দেবীভাবে যার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-গঙ্গাদাস।
যাহার স্মরণে হয় কর্ম্মবন্ধ-নাশ॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চলিলা আনন্দে।
উচ্চস্বরে যারে স্মরি গৌরচন্দ্র কান্দে॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-বক্রেশ্বর।
যে নাচিতে কীর্ত্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলা প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী মহাশয়।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ যার সঙ্গে কথা কয়॥
চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস।
আর হরিদাস—যাঁর সিন্ধুকূলে বাস॥
চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয়।
যার স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয়॥
চলিলা মুকুন্দ দত্ত—কৃষ্ণের গায়ন।
শিবানন্দ সেন আদি লৈয়া আপ্তগণ॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমেতে
দশ দিগ্ হয় যার স্মরণে নির্ম্মল॥

চলিলা গোবিন্দ দত্ত মহাহর্ষ-মনে।
মূল হৈয়া যে কীর্ত্তন করে প্রভু সনে॥
চলিলেন আঁখরিয়া শ্রীবিজয় দাস।
রত্নবাহু যাঁরে প্রভু করিলা প্রকাশ॥
সদাশিব পণ্ডিত চলিল শুদ্ধ-মতি।
যাঁর ঘরে পূর্ব্বে নিত্যানন্দের বসতি॥
পুরুষোত্তম-সঞ্জয় চলিলা হর্ষমনে।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্ব্ব অধ্যয়নে॥
'হরি' বলি চলিলেন পণ্ডিত-শ্রীমান।
প্রভু-নৃত্যে দেউটি ধরেন সাবধান॥
নন্দন আচার্য্য চলিলেন প্রীতমনে।
নিত্যানন্দ যাঁর গৃহে আইলা প্রথমে॥
হরিষে চলিলা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।
যাঁর অন্ন মাগি খাইলেন গৌরহরি॥
অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।
যার জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর॥
চলিলেন লেখক—পণ্ডিত ভগবান্।
যাঁর দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিল অধিষ্ঠান॥
গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভ পণ্ডিত।
চলিলেন দুই কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত॥
চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল।
যে দেখিল সুবর্ণের শ্রীহলমুষল॥
জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্যভাগবত।
হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত॥
পূর্ব্বে শিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে।
নৈবেদ্য খাইলা আসি শ্রীহরিবাসরে॥
চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়॥
হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর।
'বাপ' বলি যাঁরে ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর॥
চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার।
গুপ্তে যার ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার॥
ভবরোগবৈদ্য-সিংহ চলিলা মুরারি।
গুপ্তে যার দেহে বৈসে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি॥
চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত হরিষে।
নাম-বলে যারে না লঙ্ঘিল সর্প বিষে॥
চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয়।
'অক্রূর' করিয়া যারে গৌরচন্দ্র কয়॥

প্রভুর পরম প্রিয় শ্রীরামপণ্ডিত।
চলিলেন নারায়ণ-পণ্ডিত সহিত॥
আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর।
আসিছিলা, আই দেখি চলিলা সত্বর॥
অনন্ত চৈতন্যভক্ত কত জানি নাম।
চলিলেন সভে হই আনন্দের ধাম॥
আইস্থানে ভক্তি করি বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর বড় প্রীত।
সভেই লইলা প্রভুভিক্ষার নিমিত্ত॥
সর্ব্বপথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্বপথে॥
উল্লাসেতে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন-জন॥
পত্নী-পুত্র-দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে॥
যে স্থানে রহেন আসি সভে বাসা করি।
সেইস্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
শুন শুন আরে ভাই মঙ্গল-আখ্যান।
যাহা গায় আদিদেব শেষ-ভগবান॥
এই মত রঙ্গে মহাপুরুষসকলে।
সকল-মঙ্গলে আইলেন নীলাচলে॥
কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কান্দি সভে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীরবিজয়।
আগে বাঢ়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময়॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত।
প্রসাদ চলয়ে যাঁরে কটক পর্য্যন্ত॥
"শয়নে আছিলুঁ ক্ষীরসাগর-ভিতরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥
অদ্বৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার"।
এই মত মহাপ্রভু বোলে বার বার॥
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতেক মহান্ত।
অদ্বৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত॥
"আইলা অদ্বৈত" শুনি শ্রীবৈকুণ্ঠপতি।
আগু বাঢ়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি॥

নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি।
চলিলেন হরিষে কাহারো বাহ্য নাই॥
সার্ব্বভৌম জগদানন্দ কাশীমিশ্রবর।
দামোদরস্বরূপ শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর॥
কাশীশ্বর-পণ্ডিত আচার্য্য-ভগবান।
শ্রীপ্রদ্যুম্ন-মিশ্র প্রেম-ভক্তির প্রধান॥
পাত্র-শ্রীপরমানন্দ রায় রামানন্দ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—সুকৃতি গোবিন্দ॥
ব্রহ্মানন্দ-ভারতী শ্রীরূপ সনাতন।
রঘুনাথ বৈদ্য শিবানন্দ নারায়ণ॥
অদ্বৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
বাণীনাথ শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম।
কি ছোট কি বড় সভে করিলা পয়ান॥
পরমানন্দে সভে চলিলেন প্রভু সঙ্গে।
বাহ্যদৃষ্টি বাহ্যজ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে॥
শ্রীঅদ্বৈতসিংহ সর্ব্ববৈষ্ণব সহিতে।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারো নালাতে॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আগুয়ান।
দুই গোষ্ঠী দেখা দেখি হৈল বিদ্যমান॥
দূরে দেখি দুই গোষ্ঠী অন্যোন্যেতে সব।
দণ্ডবৎ হই সব পড়িলা বৈষ্ণব॥
দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥
শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বহি কিছু নাহি দেখি আর॥
দুই গোষ্ঠী দণ্ডবৎ কেবা কারে করে।
সভেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে॥
কিবা ছোট কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবৎ করি সভে করে হরিধ্বনি॥
ঈশ্বর করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবৎ।
অদ্বৈতাদি প্রভুও করেন সেই মত॥
এই মত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে॥
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন॥
মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস আর সহস্র-বদন॥
অদ্বৈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে॥
শ্লোক পড়ি অদ্বৈত করেন নমস্কার।
হইলেন অদ্বৈত আনন্দ-অবতার॥
যত সজ্জ আনি ছিলা প্রভু পূজিবারে।
সব দ্রব্য পাসরিলা কিছু নাহি স্ফুরে॥
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ করেন হুঙ্কার।
"আনিলুঁ আনিলুঁ" বলি ডাকে বার বার॥
হেন সে হইল অতি উচ্চ হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অনুমানি॥
বৈষ্ণবের কি দায় অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও হরি বোলে করয়ে ক্রন্দন॥
সর্ব্ব ভক্ত-গোষ্ঠী অন্যোন্যে গলা ধরি।
আনন্দে রোদন করে বোলে হরি হরি॥
অদ্বৈতেরে সভে করিলেন নমস্কার।
যাহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য অবতার॥
মহা উচ্চধ্বনি মহা করি সংকীর্ত্তন।
দুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা ততক্ষণ॥
কোথা কেবা নাচে কেবা কোন দিগে গায়।
কেবা কোন দিকে পড়ি গড়াগড়ি যায়॥
প্রভু দেখি সবে হৈল আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে পরম-মঙ্গল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতে করিয়া কোলাকুলি।
নাচে দুই মত্তসিংহ হই কুতূহলী॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-প্রীত-মনে॥
ভক্তনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত গলা ধরি প্রভু করেন রোদন॥
জগন্নাথ দেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন॥
আজ্ঞামালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈতসিংহের গলায়॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন॥

সভেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
"জন্ম জন্ম যেন প্রভু তোমা না পাসরি॥
কি মনুষ্য পশু পক্ষী হই যথা তথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা॥
এই বর দেহ প্রভু করুণাসাগর।"
পাদপদ্ম ধরি কান্দে সব অনুচর॥
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে ক্রন্দন॥
তাঁ সবার প্রেমধারে অন্ত নাহি পাই।
সভেই বৈষ্ণবী-শক্তি ভেদ কিছু নাই॥
'জ্ঞান-ভক্তিযোগে সভে পতির সমান'।
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান॥
এই মত বাদ্য-গীত-নৃত্য সংকীর্ত্তনে।
আইলেন সভাই চলিয়া প্রভুর সনে॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
হেন নাহি দেখি যার না হয় উল্লাস॥
আঠারনালা হইতে দশদণ্ড হইলে।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে॥
হেন কালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ।
জলকেলী করিবারে আইলা নরেন্দ্র॥
হরিধ্বনি কোলাহল মঙ্গল কাহাল।
শঙ্খ ভেরী জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল॥
সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর।
চতুর্দ্দিকে শোভা করে পরমসুন্দর॥
মহাজয়জয় শব্দ, মহা-হরিধ্বনি।
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহাকুতূহলে।
উত্তরিলা আসি সভে নরেন্দ্রের কূলে॥
জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠীসনে।
মিশাইলা তানাও চৈতন্য-সংকীর্ত্তনে॥
দুই গোষ্ঠী এক হই কি হৈল আনন্দ।
কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি হৈল মূর্ত্তিমন্ত॥
চতুর্দ্দিগে লোকের আনন্দে-অন্ত নাই।
সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি॥
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায়।
চতুর্দ্দিগে ভক্তগণ চামর ঢুলায়।
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয়।
দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাশয়॥

প্রভুও সকল ভক্ত লই কুতূহলে।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে॥
শুন ভাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতার।
যেরূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার॥
পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি।
মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলী॥
সেইরূপ সকল বৈষ্ণবগণ মেলি।
পরস্পর করে ধরি হইলা মণ্ডলী॥
গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে॥
'কয়া কয়া' বলি করতালি দেন জলে।
জলে বাদ্য বাজায়েন বৈষ্ণবসকলে॥
গোকুল-শিশুর ভাব হইল সভার।
প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার॥
বাহ্য নাহি কারো, সভে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে ঈশ্বর দেহে সভে দেন জল॥
অদ্বৈত চৈতন্য দুঁহে জল ফেলাফেলি।
প্রথমে লাগিলা দুঁহে মহা কুতূহলী॥
অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর।
নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর॥
নিত্যানন্দ গদাধর শ্রীপুরীগোসাঞি।
তিনজনে জলযুদ্ধ কারো হারি নাই॥
দণ্ডে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার।
পরানন্দে দুইজনে করেন হুঙ্কার॥
দুই সখা বিদ্যানিধি স্বরূপ-দামোদর।
হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর॥
শ্রীবাস শ্রীরাম হরিদাস বক্রেশ্বর।
গঙ্গাদাস গোপীনাথ শ্রীচন্দ্রশেখর॥
এই মত অন্যোন্যে দেন সবে জল।
চৈতন্য-উল্লাসে সভে হইলা বিহ্বল॥
শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায়।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায়॥
সেই জলে বিষয়ী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী।
সভেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি॥
হেন সে চৈতন্যমায়া, সে স্থানে আসিতে।
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে॥
অল্পভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী নাহি পাই।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য গোসাঞি॥

ভক্তি বিনা কেবল বিদ্যায় তপস্যায়।
কিছু নাহি হয় সভে দুঃখ মাত্র পায়॥
সাক্ষাৎ দেখহ এই সেই নীলাচলে।
এতেক চৈতন্য-সংকীর্ত্তন কুতূহলে॥
যত মহাজন-নাম সন্ন্যাসি-সকল।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নাহিক বিরল॥
আরো বোলে "চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্ত্তন-হুড়াহুড়ি॥
সর্ব্বদাই প্রাণায়াম সেই যতি ধর্ম্ম।
নাচিব কাঁদিব একি সন্ন্যাসীর কর্ম্ম॥"
তাহাতেই যে সব উত্তম ন্যাসিগণ।
তারা বোলে 'শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাজন'॥
কেহ বোলে জ্ঞানী কেহ বোলে বড় ভক্ত।
প্রশংসেন সভে কেহ না জানেন তত্ত্ব॥
এইমত জলক্রীড়া-রঙ্গ কুতূহলে।
করেন ঈশ্বরসঙ্গে বৈষ্ণব সকলে॥
পূর্ব্বে যেন জলক্রীড়া হৈল যমুনায়।
সেই সব ভক্ত লই শ্রীচৈতন্যরায়॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা।
নরেন্দ্র-জলেরও হৈল সেই ভাগ্যসীমা॥
এ সকল লীলা, জীব-উদ্ধার কারণে।
কর্ম্ম বন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে॥
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সভা লৈয়া॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু সর্ব্বভক্তগণ।
লাগিলা করিতে সভে আনন্দে রোদন॥
জগন্নাথ দেখি প্রভু হয়েন বিহ্বল।
আনন্দধারায় অঙ্গ তিতিল সকল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে।
কেবল আনন্দসিন্ধু মধ্যে সবে ভাসে॥
দুই দিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ।
দেখি দেখি ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডবৎ॥
কাশী-মিশ্র আসি জগন্নাথের গলার।
মালা আনি অঙ্গ-ভূষা কৈলেন সভার॥
মালা লয় প্রভু মহা ভয়-ভক্তি করি।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ ন্যাসিবেশধারী॥
বৈষ্ণব তুলসী গঙ্গা প্রসাদের ভক্তি।
তিঁহো সে জানেন, অন্যে না ধরে সে শক্তি॥
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাৎ।
গৃহাশ্রমী বৈষ্ণবেরে করে দণ্ডবৎ॥
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম্ম তার।
পিতা আসি পুত্রেরে করেন নমস্কার॥
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত॥
তথাপি আশ্রমধর্ম্ম ছাড়ি বৈষ্ণবের।
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে॥
তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া।
যেরূপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া॥
এক ক্ষুদ্রভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পূরিয়া।
তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া॥
প্রভু বলে "মুঞি তুলসীর না দেখিলে।
ভাল নাহি বাঁচো যেন মৎস্য বিনা জলে"॥
তবে চলে সংখ্যা নাম করিতে গ্রহণ।
তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন॥
পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া।
পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া॥
সংখ্যানাম লইতে যে স্থানে প্রভু বৈসে।
তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু পাশে॥
তুলসীরে দেখেন, জপেন সংখ্যা-নাম।
এ ভক্তিযোগের তত্ত্ব কে বুঝিবে আন॥
পুনঃ সেই সংখ্যা নাম সম্পূর্ণ করিয়া।
চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া॥
শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করান শিক্ষা।
তাহা যে মানয়ে সেই জন পায় রক্ষা॥
জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি।
বাসায় চলিলা গোষ্ঠীসঙ্গে গৌরহরি॥
যে ভক্তের যেন রূপ চিত্তের বাসনা।
সেইরূপ সিদ্ধ করে সভার কামনা॥
পুত্র প্রায় করি সভে রাখিলেন কাছে।
নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু পাছে॥
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে নীলাচলে।
একত্রে থাকেন সভে কৃষ্ণ কুতূহলে॥
শ্বেত-দ্বীপ নিবাসীও যতেক বৈষ্ণব।
চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক সব॥
শ্রীমুখে অদ্বৈত-চন্দ্র বার বার কহে।
"এ সব বৈষ্ণব দেবতারো দৃশ্য নহে॥"

রোদন করিয়া কহে চৈতন্যচরণে।
"বৈষ্ণব দেখিল প্রভু তোমার কারণে॥"
এ সব বৈষ্ণব অবতারে অবতরি।
প্রভু অবতরে ইহা-সভে অগ্রে করি॥
যে রূপে প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ।
সেই রূপ লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাহারা যেরূপ প্রভু সঙ্গে অবতরে।
বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে॥
অতএব বৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই।
সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যায়েন তথাই॥
কর্ম্মবন্ধ-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।
পদ্মপুরাণেতে ইহা ব্যক্ত করি কহে॥

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে (২৫৭।৫৭ ; ৫৮)

যথা সৌমিত্রিভরতৌ যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া॥
পুনস্তেনৈব যাস্যন্তি তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদম্।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে॥

অন্বয়ঃ।—যথা সৌমিত্রিভরতৌ, যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ তথা (বৈষ্ণবাঃ) তেন এব মর্ত্ত্যলোকং যদৃচ্ছয়া জায়ন্তে। তেন এব (ত) পুনঃ তদ্বিষ্ণোঃ শাশ্বতং পদং যাস্যন্তি। বৈষ্ণবানাং কর্ম্মবন্ধনং জন্ম চ ন বিদ্যতে॥

অনুবাদ।—যেরূপ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ ও ভরত রামাবতারে এবং সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্নাদি কৃষ্ণাবতারে সেইরূপ অন্যান্য অবতারে পার্ষদ বৈষ্ণবগণও স্বেচ্ছাক্রমে ভগবানের সহিতই মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহার তিরোভাবের সহিত আবার তাঁহারা পরব্যোমে শাশ্বত বিষ্ণু পদে প্রত্যাগমন করেন। বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধ বা তৎফল জন্মাদি নাই।

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।
প্রেমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্বক্ষণ॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
ভক্তসঙ্গে তারে মিলে গৌর ভগবান॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলক্রীড়াদি বর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

## নবম অধ্যায়।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রমাকান্ত।
জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বল্লভ একান্ত॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত॥
হেন মতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে।
থাকিলা পরমানন্দে সংকীর্ত্তনরঙ্গে॥
যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীত পূর্ব্বে শিশুকালে।
সকল জানেন সব বৈষ্ণব মণ্ডলে॥
সেই সব দ্রব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া।
আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া॥
সেই সব দ্রব্য প্রীতে করিয়া রন্ধন।
ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ॥
তাহাই পরম প্রীতে করেন ভোজন।
যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ॥
শ্রীলক্ষ্মীর অংশ যত বৈষ্ণব-গৃহিণী।
কি বিচিত্র রন্ধন করেন নাহি জানি॥
নিরবধি সভার নয়নে প্রেমধার।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সভার॥
পূর্ব্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে সব ব্যঞ্জনে।
নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সভে তাহা জানে॥
প্রেম-যোগে সেই মত করেন রন্ধন।
প্রভুও পরম প্রেমে করেন ভোজন॥
এক দিন শ্রীঅদ্বৈত-সিংহ মহামতি।
প্রভুরে বলিলা "আজি ভিক্ষা কর ইথ॥
মুষ্টেক তণ্ডুল প্রভু রান্ধিব আপনে।
হস্ত মোর ধন্য হউ তোমার ভক্ষণে॥"
প্রভু বোলে "যে জন তোমার অন্ন খায়।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ সেই পায় সর্ব্বথায়॥
আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন।
তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন॥

তুমি যে নৈবেদ্য কর' করিয়া রন্ধন।
মাগিয়াও খাইতে আমার হয় মন॥"
শুনিয়া প্রভুর ভক্ত-বৎসলতা বাণী।
কি আনন্দে অদ্বৈত ভাসেন নাহি জানি॥
পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা।
প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা॥
লক্ষ্মী অংশে জন্ম অদ্বৈতের পতিব্রতা।
লাগিলা করিতে কার্য্য হই হরষিতা॥
প্রভুর প্রীতের দ্রব্য গৌড়-দেশ হৈতে।
যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে॥
রন্ধনে বসিলা শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
চৈতন্যচন্দ্রেরে করি হৃদয়ে বিজয়॥
পতিব্রতা ব্যঞ্জনের পরিপাটী করে।
কতেক প্রকার করে, যেন চিত্ত স্ফুরে॥
শাকেতে ঈশ্বর বড় প্রীত ইহা জানি।
নানা শাক দিলেন প্রকার দশ আনি॥
আচার্য্য রান্ধেন পতিব্রতা কার্য্য করে।
দুইজনা ভাসে যেন আনন্দসাগরে॥
অদ্বৈত বোলেন "শুন কৃষ্ণ-দাসের মাতা।
তোমারে কহি যে আমি এক মনঃকথা॥
যত কিছু এই মোরা করিনু সম্ভার।
কোনরূপে প্রভু সব করেন স্বীকার॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা॥"
অপেক্ষিত যত যত মহান্ত সন্ন্যাসী।
সভেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করে আসি॥
সভেই প্রভুরে করে পরম অপেক্ষা।
প্রভু সঙ্গে সভে আসি প্রীতে করে ভিক্ষা।
অদ্বৈত চিন্তয়ে মনে "হেন পাক হয়।
একেশ্বর প্রভু আসি করেন বিজয়॥
তবে মুঞি ইহা সব পারোঁ খাওয়াইতে।
এ কামনা মোর সিদ্ধি হয় কোন্ মতে॥"
এই মত মনে চিন্তে গোসাই আচার্য্য।
রন্ধন করেন মনে ভাবি এই কার্য্য॥
ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন॥
যে সব সন্ন্যাসী প্রভু সঙ্গে ভিক্ষা করে।
তারা সব চলিল মধ্যাহ্ন করিবারে।

হেন কালে মহা ঝড় বৃষ্টি আচম্বিতে।
আরম্ভিলা দেবরাজ অদ্বৈতের হিতে॥
শিলাবৃষ্টি চতুর্দ্দিকে বাজে ঝন ঝনা।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা॥
সর্ব্বদিগ্ অন্ধকার হইল ধূলায়।
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায়॥
হেন ঝড় বহে কেহ স্থির হৈতে নারে।
কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে॥
সবে যথা শ্রীঅদ্বৈত করেন রন্ধন।
তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ॥
যত ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি।
নাহিক উদ্দেশ কারো কেবা গেলা কতি॥
তথায় অদ্বৈতসিংহ করিয়া রন্ধন।
উপস্করি থুইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন॥
ঘৃত দধি দুগ্ধ সর নবনী পিষ্টক।
নানাবিধ শর্করা সন্দেশ কদলক॥
সভার উপরে দিয়া তুলসীমঞ্জরী।
ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি॥
একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন মতে।
এইমতে নানা ধ্যান লাগিলা করিতে॥
সত্য গৌরচন্দ্র অদ্বৈতের ইচ্ছাময়।
একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয়॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" বলি প্রেম-সুখে
প্রত্যক্ষ হইলা আসি অদ্বৈত-সম্মুখে॥
সম্ভ্রমে অদ্বৈত পাদপদ্মে নমস্করি।
আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি॥
ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি ঈশ্বর কেবল।
দেখিয়া অদ্বৈত হইল আনন্দে বিহ্বল॥
হরিষে করেন পত্নী-সহিতে সেবন।
পাদ প্রক্ষালিয়া দেন চন্দন ব্যজন॥
বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দে ভোজনে।
অদ্বৈত করেন পরিবেষন আপনে॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অদ্বৈত হরিষে।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন॥
অদ্বৈতেরে গৌরচন্দ্র বোলেন হাসিয়া।
"কেনে এড়ি ব্যঞ্জন জানহ তুমি ইহা?

কতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার।
অতএব কিছু কিছু রাখি এ সভার॥"
হাসিয়া বোলেন প্রভু "শুনহ আচার্য্য।
কোথায় শিখিলা এত রন্ধনের কার্য্য॥
আমি ত এমন কভু নাহি খাই শাক।
সকল বিচিত্র যত করিয়াছ পাক॥"
যত দেন অদ্বৈত সকল প্রভু খায়।
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার।
যত দেন, সব প্রভু করেন স্বীকার॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান।
অদ্বৈত-সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম॥
পরিপূর্ণ হইল যদি প্রভুর ভোজন।
তখনে অদ্বৈত করে ইন্দ্রের স্তবন॥
"আজি ইন্দ্র জানিলুঁ তোমার অনুভব।
আজি জানিলাঙ তুমি নিশ্চয় বৈষ্ণব॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাঙ পুষ্প জল।
আজি ইন্দ্র তুমি মোরে কিনিলা কেবল॥
ভু বোলে "আজি যে ইন্দ্রেরে বড় স্তুতি।
হেতু ইহার? কহ দেখি মোর প্রতি॥"
অদ্বৈত বোলেন "তুমি করহ ভোজন।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ॥
প্রভু বোলে "আর কেনে লুকাও আচার্য্য।
যত ঝড় বৃষ্টি সব তোমার সে কার্য্য॥
ঝড়ের সময় নহে তবে অকস্মাৎ।
মহা-ঝড় মহা-বৃষ্টি মহা-শীলাপাত॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত।
করাইয়া আছ তাহা বলিনু সাক্ষাৎ॥
যে লাগি ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া॥
'সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন।
কিছু না খাইব' আমি এই তোমার মন॥
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল।
খাওয়াইয়া নিজ-ইচ্ছা করিবা সফল॥
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া।
নিষেধিলা ন্যাসিগণে মনে আজ্ঞা দিয়া॥
ইন্দ্র আজ্ঞাকারী, এ তোমার কোন শক্তি।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের যে তোমারে করে ভক্তি॥
কৃষ্ণ না করেন যার সঙ্কল্প অন্যথা।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্ব্বথা॥
কৃষ্ণচন্দ্র যার বাক্য করেন পালন।
কি অদ্ভুত তারে এই ঝড় বরিষণ॥
যম কাল মৃত্যু যার আজ্ঞা শিরে ধরে।
যার পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মুনীশ্বরে॥
তোমার স্মরণে সর্ব্ববন্ধবিমোচন।
কি বিচিত্র তারে এই ঝড় বরিষণ॥
তোমা জানে হেন জন কে আছে সংসারে।
তুমি কৃপা করিলে সে ভক্তিফল ধরে॥"
অদ্বৈত বোলেন "তুমি সেবক বৎসল।
কায়মনোবাক্যে আমি ধরি এই বল॥
সর্ব্বকাল-সিংহ আমি তোর ভক্তিবলে।
এই বর মোরে না ছাড়িবা কোন কালে॥"
এই মত দুই প্রভু বাকোবাক্য-রসে।
ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দ বিশেষে॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা।
সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অন্যথা॥
শুনিতে এ সব কথা যার প্রীত নয়।
সে অধম অদ্বৈতের অদৃশ্য নিশ্চয়॥
হরিশঙ্করের যেন প্রীত সত্য কথা।
অবোধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্ব্বথা॥
একের অপ্রীতে হয় দোঁহার অপ্রীত।
হরিহরে যেন তেন চৈতন্য অদ্বৈত॥
নিরবধি অদ্বৈত এ সব কথা কহে।
জগতের ত্রাণ লাগি কৃপালু হৃদয়ে॥
ভক্তি করি যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
কৃষ্ণে ভক্তি হয় তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
অদ্বৈত-সিংহের করি পূর্ণ মনস্কাম।
বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান॥
এই মত শ্রীবাসাদি সব-ভক্ত ঘরে।
ভিক্ষা করি সভারেই পূর্ণকাম করে॥
সর্ব্বগোষ্ঠী লই নিরবধি সংকীর্ত্তন।
নাচায়েন নাচেন আপনে অনুক্ষণ॥
দামোদরপণ্ডিত আইরে দেখিবারে।
গিয়াছিলা আই দেখি আইলা সত্বরে॥
দামোদর দেখি প্রভু আনিয়া নিভৃতে
...র বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে॥

প্রভু বোলে "তুমি যে আছিলা তান কাছে।
সত্য কহ আইর কি বিষ্ণুভক্তি আছে?"
পরম তপস্বী নিরপেক্ষ দামোদর।
শুনি ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর॥
"কি বলিলে গোসাঞি আইর ভক্তি আছে?
ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু তুমি কোন্ লাজে?
আইর প্রসাদে সে তোমার কৃষ্ণভক্তি।
যত কিছু তোমার সকল তাঁর শক্তি॥
যতেক তোমার বিষ্ণুভক্তির উদয়।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয়॥
অশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যতেক আছয়ে বিষ্ণুভক্তির বিকার॥
ক্ষণেকে আইর দেহে নাহিক বিরাম।
নিরবধি শ্রীবদনে স্ফুরে কৃষ্ণনাম॥
আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোসাঞি।
বিষ্ণুভক্তি যারে বোলে সেই দেখ আই॥
মূর্ত্তিমতী ভক্তি আই কহিল তোমারে।
জানিয়াও মায়া করি জিজ্ঞাস আমারে॥
প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক আই।
আই-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই॥"
দামোদর মুখে শুনি আইর মহিমা।
গৌরচন্দ্র প্রভুর আনন্দের নাহি সীমা॥
দামোদর পণ্ডিতেরে ধরি প্রেমরসে।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে॥
"আজি দামোদর তুমি আমারে কিনিলা।
মনের বৃত্তান্ত যত আমার কহিলা॥
যত কিছু বিষ্ণুভক্তি সম্পত্তি আমার।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি তার॥
তাঁহার ইচ্ছায় আমি আছি পৃথিবীতে।
তাঁর ঋণ আমি কভু নারিব শুধিতে॥
আই-স্থানে বদ্ধ আমি শুন দামোদর।
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর॥"
দামোদর পণ্ডিতেরে প্রভু কৃপা করি।
ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে বসিলেন গৌরহরি॥
আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঈশ্বরে।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে॥
বান্ধবের বার্ত্তা যেন জিজ্ঞাসে বান্ধবে।
"কহ বন্ধু সব কি কুশলে আছে সভে?"
কুশল শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে।
ভক্তি আছে করি বার্ত্তা লয়েন সভারে॥
ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল॥
ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাই তার সব অমঙ্গল॥
অন্ন খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সেই সে ধনবন্ত॥
ভিক্ষানিমন্ত্রণছলে প্রভু সভা স্থানে।
ব্যক্ত করি ইহা কহিয়াছেন আপনে॥
ভিক্ষা নিমন্ত্রণে প্রভু বোলেন হাসিয়া।
"চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া॥
তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত অন্তর॥
বিপ্রগণ স্তুতি করি বোলেন "গোসাঞি।
লক্ষের কি দায় সহস্রেকো কারো নাই॥
তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার।
এখনেই পুড়িয়া হউক ছার খার॥"
প্রভু বোলে "জান লক্ষেশ্বর বলি কারে।
প্রতিদিন লক্ষ নাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি লক্ষেশ্বর।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥"
শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।
চিন্তা ছাড়ি মহানন্দ হৈল মনে মনে॥
"লক্ষ নাম লইব প্রভু তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য এমত করাও তুমি শিক্ষা॥"
প্রতি দিন লক্ষ নাম সব দ্বিজগণে।
লয়েন চৈতন্যচন্দ্রভিক্ষার কারণে॥
হেন মতে ভক্তি-যোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।
বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিসাগরে বিহরে॥
ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর॥
প্রভু বোলে "যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তার নিত্য থাকে পাছে॥"
যার মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।
তার মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্ব্বথা॥
নিজ গুরু শ্রীকেশব ভারতীর স্থানে।
ভক্তি জ্ঞান দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে॥

প্রভু বোলে "জ্ঞান ভক্তি দুইতে কে বড়।
বিচারিয়া গোসাঞি কহত করি দৃঢ় ॥"
কত ক্ষণে ভারতী বিচার করি মনে।
কহিতে লাগিল গৌরসুন্দরের স্থানে ॥
ভারতী বোলেন "মনে বিচারিনু তত্ত্ব।
সভা হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব ॥"
প্রভু বোলে "জ্ঞান হতে ভক্তি বড় কেন।
জ্ঞান বড় করিয়া সে কহে ন্যাসিগণে ॥"
ভারতী বোলেন "তাঁরা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সভাকার ॥"
বেদশাস্ত্রে মহাজনপথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি অবোধে সে আর পথে যায় ॥
ব্রহ্মা শিব নারদ প্রহ্লাদ শুক ব্যাস।
সনকাদি করি যুধিষ্ঠির পঞ্চদাস ॥
প্রিয়ব্রত পৃথু ধ্রুব অক্রূর উদ্ধব।
মহাজন হেন নাম যত আছে সব ॥
ভক্তি সে মাগেন সভে ঈশ্বর-চরণে।
জ্ঞান বড় হৈলে ভক্তি মাগে কি কারণে ?
বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি ভক্তি কেনে মাগে' অনুক্ষণ ॥
সভার বচন এই পুরাণপ্রমাণে।
কি বর মাগিল ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থানে ॥

তথাহি ( ভাঃ ১০।১৪।৩০ )—

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্রবান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ১ ।

অন্বয়ঃ।—তৎ (হে) নাথ! মে সঃ ভূরিভাগঃ অস্তু যেন অহং অত্রভবে বা অন্যত্র তিরশ্চাম্ অপি তু ভবজ্জনানাং একঃ ভূত্বা তব পাদপল্লবং নিষেবে ॥ ১ ।

অনুবাদ।—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছেন ; অতএব হে নাথ! যাহাতে আমি এই জন্মেই অথবা তির্য্যগ্ জাতির মধ্যে যে কোনও জন্মে হউক না কেন আপনার অনুগতজনগণের যে কেহ একজন হইয়া আপনার পাদপদ্মের সেবা করিতে পারি ॥ ১ ।

কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই যেন তোমা' সেবিয়ে সর্ব্বথা ॥
এই মত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সভেই সকল ছাড়ি ভক্তি মাত্র চায় ॥

তথাহি ( শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ১।২০।১৮ )—

নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতেস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ২ ।

অন্বয়ঃ।—(হে) নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু অহং ব্রজামি, তেষু তেষু অচ্যুতে ত্বয়ি সদা অচ্যুতা ভক্তিঃ অস্তু ॥ ২ ।

অনুবাদ।—প্রহ্লাদ বলিতেছেন। হে নাথ! আমি বহুসহস্র জন্মের মধ্যে যে যে জন্মই পরিগ্রহ করি না কেন সেই সেই জন্মেই ত্রিকালে চ্যুতিরহিত তোমাতে যেন সর্ব্বদা অস্খলিতা ভক্তি থাকে ॥ ২ ।

স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং।
তস্যাং তস্যাং হৃষীকেশ ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু মে ॥ ৩ ।

অন্বয়ঃ।—হে হৃষীকেশ! অহং স্বকর্ম্মফলনির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজামি, তস্যাং তস্যাং ত্বয়ি দৃঢ়া ভক্তিঃ অস্তু ॥ ৩ ।

অনুবাদ।—হে হৃষীকেশ! আমি নিজকর্ম্মফল-নির্দ্দিষ্ট যে যে যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই জন্মেই যেন তোমাতে আমার সুদৃঢ় ভক্তি জন্মে। ('হৃষীকেশ' শব্দে এস্থলে ভগবান্‌কে আহ্বান করার ইঙ্গিতে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হইয়াছে যে যে হেতু তুমি হৃষীকেশ ( হৃষীক+ঈশ ) অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অধীশ্বর অতএব আমার অন্তরিন্দ্রিয় তোমার গুণাদির স্মরণে এবং বাহেন্দ্রিয় তোমার সেবাপর-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে ) ॥ ৩ ॥

তথাহি ( ভাঃ ১০।৪৭।৬৭ )—

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমানানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতি র্নঃ কৃষ্ণঈশ্বরে ॥ ৪ ।

অন্বয়ঃ।—ঈশ্বরেচ্ছয়া কর্ম্মভিঃ যত্র ক অপি ভ্রাম্যমাণানাং নঃ মঙ্গলচরিতৈঃ দানৈঃ ঈশ্বরে কৃষ্ণে রতিঃ অস্তু ॥ ৪ ।

**অনুবাদ**।—শ্রীনন্দমহারাজ বলিতেছেন। ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশে কর্ম্মফলে আমরা যে যে যোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন আমাদের যাহা কিছু মঙ্গল-আচরণ দানাদি সাধন ফল থাকুক না কেন তাঁহার একমাত্র ফল যেন এই হয় যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ঈশ্বররূপ বালকপুত্র শ্রীকৃষ্ণে আমাদের স্নেহ বৃদ্ধি হয় (এস্থলে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ও শ্রীনন্দমহারাজের বাৎসল্যের ঐকান্তিক উচ্ছেদ ঘটে নাই পরন্তু বিয়োগময় বাৎসল্যের মাধুর্য্য এই শ্লোকে প্রকাশ পাইয়াছে)॥ ৪

অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন পথ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ॥

তথাহি (মহাভারতে বনপর্ব্বণি ৩১৩।১১৭)—
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥ ৫।

**অন্বয়ঃ**।—তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ঃ বিভিন্নাঃ (ভবন্তি); যস্য মতং ন ভিন্নং অসৌ ঋষিঃ ন (অস্তি) ধর্ম্মস্য তত্ত্বং গুহায়াং নিহিতং, (অতঃ) যেন মহাজনঃ গতঃ সঃ পন্থাঃ (ভবতি)॥ ৫।

**অনুবাদ**।—শ্রীযুধিষ্ঠির যক্ষরূপী ধর্ম্মের প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন। তর্কের প্রতিষ্ঠা বা স্থিরতা নাই, অর্থাৎ বাদি-প্রতিবাদিগণের বিচারবুদ্ধির হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তর্কের সিদ্ধান্তের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; শ্রুতিগণ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন; পুরাণাদি শাস্ত্রে প্রায়শঃ প্রত্যেক ঋষিই নিজ নিজ অনুভববেদ্য ভিন্ন ভিন্ন মত পৃথক পৃথক অধিকারীর জন্য ব্যক্ত করিয়াছেন, ধর্ম্মের তত্ত্ব গিরিগুহার ন্যায় অত্যন্ত দুর্গম প্রদেশে সুরক্ষিত (অথবা সাধকগণের হৃদয় গুহায় রক্ষিত) অতএব মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন তাহাই অবলম্বনীয় পথ॥ ৫॥

'ভক্তি বড়' শুনি প্রভু ভারতীর মুখে।
'হরি' বলি গর্জ্জিতে লাগিলা প্রেম-সুখে॥
প্রভু বোলে "আমি কত দিন পৃথিবীতে।
থাকিলাঙ, এই সত্য কহিল তোমাতে॥
যদি তুমি 'জ্ঞান বড়' বলিতে আমারে।
প্রবেশিতোঁ আজি তবে সমুদ্রভিতরে॥"
সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে।
গুরুও প্রভুরে নমস্করে প্রীত মনে॥
প্রভু বোলে "যার মুখে নাহি ভক্তি-কথা।
তপ শিখা-সূত্র-ত্যাগ তার সব বৃথা॥"
ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তিরস-ময় শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তি বিনে।
সর্ব্বদা করেন নৃত্য কীর্ত্তন গর্জ্জনে॥
এক দিন অদ্বৈত সকল ভক্ত প্রতি।
বলিলা পরমানন্দে মত্ত হই অতি॥
"শুন ভাই সব এক কর সমবায়।
মুখ ভরি গাই আজি শ্রীচৈতন্যরায়॥
আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।
সর্ব্ব অবতারময় চৈতন্যগোসাঞি॥
যে প্রভু করিল সর্ব্বজগত-উদ্ধার।
আমা সভা লাগি যে গৌরাঙ্গ অবতার॥
সর্ব্বত্র আমরা যাঁর প্রসাদে পূজিত।
সংকীর্ত্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত॥
নাচি আমি তোমরা চৈতন্যযশ গাও।
সিংহ হই গাহ, পাছে মনে ভয় পাও॥"
প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর।
'ক্রুদ্ধ পাছে হয়েন' সভার এই ডর॥
তথাপি অদ্বৈত-বাক্য অলঙ্ঘ্য সভার।
গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার॥
নাচেন অদ্বৈত-সিংহ পরম বিহ্বল।
চতুর্দ্দিকে গায় সভে চৈতন্যমঙ্গল॥
নব অবতারের শুনিয়া নাম যশ।
সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবশ॥
আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বুলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি॥
"শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥"
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥

কেহ বোলে "জয় জয় শ্রীশচীনন্দন "
কেহ বোলে "জয় গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥
জয় সংকীর্ত্তন প্রিয় শ্রীগৌর-গোপাল।
জয় ভক্তজন প্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥"
নাচেন অদ্বৈতসিংহ পরম উদ্দাম।
গায় সভে চৈতন্যের গুণ কর্ম্ম নাম ॥

শ্রীরাগ।

পুলকে চরিত গায়, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখরে চৈতন্য অবতার।
বৈকুণ্ঠ-নায়ক-হরি' দ্বিজ রূপে অবতরি,
সংকীর্ত্তনে করেন বিহার ॥
কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজানুলম্বিত ভুজ সাজে রে।
ন্যাসিবর-রূপ-ধর, আপনরসে বিহ্বল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে ॥ ধ্রু ॥
জয় শ্রীগৌরসুন্দর, করুণাসিন্ধু,
জয় জয় বৃন্দাবন রায়া রে ॥
জয় জয় সম্প্রতি, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণ-কমল দেহ ছায়া রে ॥

এই সব কীর্ত্তন করেন ভক্তগণ।
নাচেন অদ্বৈত ভাবি শ্রীগৌরচরণ ॥
নব অবতারের নূতন পদ শুনি।
উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিধ্বনি ॥
কি অদ্ভুত হইল সে কীর্ত্তন-আনন্দ।
সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥
পরম-উদ্দাম শুনি কীর্ত্তনের ধ্বনি।
শ্রীবিজয় আসিয়া হইল ন্যাসিমণি ॥
প্রভু দেখি ভক্ত সব অধিক হরিষে।
গায়েন, অদ্বৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥
আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়।
সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয় ॥
নিরবধি দাস্য ভাবে প্রভুর বিহার।
"মুঞি কৃষ্ণদাস" বই না বোলয়ে আর ॥
হেন কারো শক্তি নাহি সমুখে তাহানে।
ঈশ্বর করিয়া বলিবেক দাস বিনে ॥
তথাপিও সবে অদ্বৈতের বল ধরি।
গায়েন নির্ভয় হৈয়া শ্রীচৈতন্য হরি ॥

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আত্ম-স্তুতি শুনি।
লজ্জা যেন পাইতে লাগিলা ন্যাসিমণি ॥
সভা শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান।
বাসায় চলিলা শুনি আপন কীর্ত্তন ॥
তথাপি কাহারো চিত্তে না জন্মিল ভয়।
বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয় ॥
আনন্দে কাহারো বাহ্য নাহিক শরীরে।
সভে দেখে প্রভু আছে কীর্ত্তন ভিতরে ॥
মত্ত প্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়।
সুখে শুনে সুকৃতি দুষ্কৃতি দুঃখ পায় ॥
শ্রীচৈতন্য-যশে প্রীত না হয় যাহার।
ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥
এই মত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ।
সর্ব্বকাল করেন শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন ॥
এ সব আনন্দ ক্রীড়া পড়িলে শুনিলে।
এ সব গোষ্ঠিতে আসিয়াও সেহ মিলে ॥
নৃত্য গীত করি সভে মহা-ভক্তগণ।
আইলেন প্রভুরে করিতে দরশন ॥
শ্রীচৈতন্য প্রভু নিজ কীর্ত্তন শুনিয়া।
সভারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া ॥
সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।
"বৈষ্ণব-সকল আসিয়াছেন দুয়ারে ॥"
গোবিন্দের আজ্ঞা হইল সভারে আনিতে।
শয়নে আছেন, না চাহেন কারো ভিতে ॥
ভয়যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।
চিন্তিতে লাগিলা গৌরচন্দ্রের চরণ ॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।
বলিতে লাগিল "অয়ে! বৈষ্ণব সকল ॥
অহে অহে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার।
আজি তুমি সব কি করিলা অবতার ॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলা আমারে তা বুঝাহ এখন ॥"
মহাবক্তা শ্রীনিবাস বোলেন "গোসাঞি।
জীবের স্বতন্ত্র শক্তি মুণে কিছু নাই ॥
যেন করায়েন যেন বোলায়েন ঈশ্বরে।
সেই আজি বলিলাঙ কহিল তোমারে ॥"
প্রভু বোলে "তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।
লুকায় যে, কেনে তারে করহ বিদিত ॥"

শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে।
হস্তে সূর্য্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে॥
প্রভু বোলে "কি সঙ্কেত কৈলে হস্ত দিয়া।
তোমার সঙ্কেত তুমি কহত ভাঙ্গিয়া॥"
শ্রীবাস বোলেন "হস্তে সূর্য্য ঢাকিলাঙ।
তোমারে বিদিত করি এই কহিলাঙ॥
হস্তে কি কখন পারি সূর্য্য আচ্ছাদিতে।
সেই মত অসম্ভব তোমা লুকাইতে॥
সূর্য্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।
তবু তুমি লুকাইতে নার কদাচিত॥
যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদ সাগরে।
লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি তাঁরে॥
হেমগিরি সেতুবন্ধ পৃথিবী পর্য্যন্ত।
তোমার নির্ম্মলযশে পূরিল দিগন্ত॥
আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হৈল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে॥"
সর্ব্বকাল ভক্ত জয় বাঢ়ান ঈশ্বরে।
হেন কালে অদ্ভুত হইল আসি দ্বারে॥
সহস্র সহস্র জন—না জানি কোথার।
জগন্নাথ দেখি আইল প্রভু দেখিবার॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী।
শ্রীহট্টিয়া লোক কেহ, কেহ বঙ্গদেশী॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন॥
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনমালী।
জয় জয় নিজভক্তি-রস-কুতূহলী॥
জয় জয় পরম সন্ন্যাসীরূপ-ধারী।
জয় জয় সংকীর্ত্তন রসিক মুরারি॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী।
জয় জয় সর্ব্ব জগতের উপকারী॥
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন।"
এই মত গাই নাচে শত-সংখ্য জন॥
শ্রীবাস বোলেন "প্রভু এবে কি করিবা।
সকল সংসার গায় কোথা লুকাইবা॥
মুঞি কি শিখাই প্রভু এ সব লোকেরে।
এই মত গায় প্রভু সকল সংসারে॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ।
করুণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাৎ॥
লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে।
যারে অনুগ্রহ কর' জানে সেই জনে॥"
প্রভু বোলে "তুমি নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া।
বলাও লোকের মুখে জানিলাম ইহা॥
তোমারে হারিনু আমি শুনহ পণ্ডিত।
জানিলাঙ তুমি সর্ব্বশক্তিসমন্বিত॥"
সর্ব্বকাল প্রভু বাঢ়ায়েন ভক্ত জয়।
এ তান স্বভাব বেদে ভাগবতে কয়॥
হাস্যমুখে সর্ব্ববৈষ্ণবেরে গৌররায়।
বিদায় দিলেন, সভে চলিল বাসায়॥
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল।
ইহানে সে কৃষ্ণ করি গায়েন সকল॥
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি যতেক প্রধান।
সভে বোলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান॥
এ সকল ঈশ্বরের বচন লঙ্ঘিয়া।
অন্যেরে বোলয়ে কৃষ্ণ সেই অভাগিয়া॥
শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
কৌস্তভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন॥
এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয়।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না জন্ময়॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্যে না সম্ভবে।
এই কহে বেদে শাস্ত্রে সকল বৈষ্ণবে॥
সর্ব্ববৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয়।
সেই সব জন পায় সর্ব্বত্র বিজয়॥
হেন মতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠি সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর॥
প্রভু বেঢ়ি ভক্তগণ বসেন সকল।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ন্যাসি-চূড়ামণি।
নিরবধি কৃষ্ণকথা করি হরিধ্বনি॥
হেনই সময়ে দুই মহা ভাগ্যবান।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিদ্যমান॥
শাকর মল্লিক আর রূপ দুই ভাই।
দুই প্রতি কৃপাদৃষ্ট্যে চাহিলা গোসাঞি॥
দূরে থাকি দুই ভাই দণ্ডবৎ করি।
কাকুর্ব্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যাহার কৃপায় হৈল সর্ব্বলোক ধন্য॥

জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী।
জয় জয় পরম সন্ন্যাসি-রূপ-ধারী॥
জয় জয় সংকীর্ত্তনবিনোদ আনন্ত।
জয় জয় জয় সর্ব্ব আদি-মধ্য-অন্ত॥
আপনে হইয়া শ্রীবৈষ্ণব-অবতার।
ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা সকল সংসার॥
তবে প্রভু মোরে না উদ্ধার' কোন্ কাজে।
মুঞি কি না হও্ প্রভু সংসারের মাঝে॥
আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত।
না ভজিলুঁ তোমার চরণ-নিজ-হিত॥
তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিলুঁ।
তোমার কীর্ত্তন না করিলুঁ না শুনিলুঁ॥
রাজপাত্র করি মোরে বঞ্চনা করিলা।
তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা॥
যে মনুষ্য জন্ম লাগি দেবে কাম্য করে।
হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু মোরে॥
এবে এই কৃপা কর অমায়া হইয়া।
বৃক্ষমূলে পড়ি থাকোঁ তোর নাম লৈয়॥
যে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়ায় তোমারে।
অবশেষ পাত্র যেন হও তার দ্বারে॥"
এই মত রূপ সনাতন দুই ভাই।
স্তুতি করে শুনে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি॥
কৃপাদৃষ্টে প্রভু দুই ভাইরে চাহিয়া।
বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া॥
প্রভু বোলে "ভাগ্যবন্ত তুমি-দুই জন।
বাহির হইলা ছিণ্ডি সংসার বন্ধন॥
বিষয়বন্ধনে বন্ধ সকল সংসার।
সে বন্ধন হতে তুমি দুই হৈলে পার॥
প্রেমভক্তি-বাঞ্ছা যদি করহ এখনে।
তবে ধরি পড় এই অদ্বৈতচরণে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী শ্রীঅদ্বৈতমহাশয়।
অদ্বৈতের কৃপায়ে সে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
দণ্ডবৎ পড়িলেন অদ্বৈতচরণে॥
"জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
মুই-দুই-পতিতেরে করহ মোচন॥"
প্রভু বোলে "শুন শুন আচার্য্য গোসাঞি।
কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাটি নাই॥
রাজ্যসুখ ছাড়ি, কাঁথা করঙ্গ লইয়া।
মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লৈয়া॥
অমায়ায় কৃষ্ণভক্তি দেহ এ দোঁহেরে।
জন্ম জন্ম যেন আর কৃষ্ণ না পাসরে॥
ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণ কারে মিলে?"
অদ্বৈত বোলেন "প্রভু! সর্ব্বদাতা তুমি।
আজ্ঞা করিলে সে দিতে পারি আমি॥
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এই মত যারে কৃপা কর' যার দ্বারে॥
কায়-মন-বচনে মোহার এই কথা।
এ দুইর প্রেমভক্তি হউক সর্ব্বথা॥"
শুনি প্রভু অদ্বৈতেরে কৃপাযুক্ত-বাণী।
উচ্চ করি বলিতে লাগিলা হরিধ্বনি॥
দবিরখাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
"এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হৈলা॥
অদ্বৈতের প্রাসাদে সে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অদ্বৈতে কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি॥
কত দিন জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরাতে থাক গিয়া॥
তোমা সবা হৈতে যত রাজস তামস।
পশ্চিমা সভারে গিয়া দেহ ভক্তিরস॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরামণ্ডল।
আমা থাকিবার স্থল করিহ বিরল॥"
সাকরমল্লিক-নাম ঘুচাইয়া তান।
সনাতন-অবধূত থুইলেন নাম॥
অদ্যাপিও দুই ভাই রূপ সনাতন।
চৈতন্য কৃপায় হেল বিখ্যাত-ভুবন॥
যার যত কীর্ত্তি ভক্তি মহিমা উদার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সব করয়ে প্রচার॥
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অদ্বৈতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয় ভক্তগোষ্ঠির মহত্ত্ব॥
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে॥
যে ভক্ত যে বস্তু-যার যেন অবতার।
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী-যার অংশে জন্ম যার॥
যার যেন মত পূজা যার যে মহত্ত্ব।
চৈতন্যপ্রভু যে সব করিলেন ব্যক্ত॥

এক দিন প্রভু বসিয়াছেন প্রকাশে।
অদ্বৈত-শ্রীবাস-আদি ভক্ত চারি পাশে॥
শ্রীবাস পণ্ডিতে তবে ঈশ্বর আপনে।
আচার্য্যের বার্ত্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে॥
প্রভু বোলে "শ্রীনিবাস কহত আমারে।
কি রূপ বৈষ্ণব তুমি বাস অদ্বৈতেরে॥"
মনে ভাবি বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
"শুক বা প্রহ্লাদ যে মোর মনে লয়॥"
অদ্বৈতের মহিমা প্রহ্লাদ শুক যেন।
নি প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে॥
"কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
মোহার নাঢ়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ॥
যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বোল সর্ব্জমতে।
কালিকার বালক শুক নাঢ়ারে আগেতে॥
এত বড় বাক্য মোর মোর নাঢ়ারে বলিলি।
আজি বড় শ্রীবাস আমারে দুঃখ দিলি॥"
এত বলি ক্রোধে হাতে দীপযষ্টি লৈয়া।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া॥
সম্ভ্রমে উঠিয়া শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
ধরিলা প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয়॥
"বালকেরে বাপ! শিখাইবা কৃপা-মনে।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে॥"
আচার্য্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি দূর।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর॥
প্রভু বোলে "তোহার বালক শিশু তোর।
এতেকে সকল ক্রোধ দূর গেল মোর।
মোর নাঢ়া জানিবারে আছে হেন জন।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন॥"
প্রভু বোলে "অহে শ্রীনিবাস মহাশয়।
মোহার নাঢ়ারে এই তোমার বিনয়॥
শুক আদি করি সব বালক উহাঁর।
নাঢ়ার পাছে সে জন্ম জানিহ সভার॥
অদ্বৈতের লাগি মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি নাঢ়ার হুঙ্কার॥
শয়নে আছিলুঁ মুঞি ক্ষীরোদসাগরে।
জাগাই আনিল মোরে নাঢ়ার হুঙ্কারে॥"

শ্রীবাসের অদ্বৈতের প্রতি বড় প্রীত।
প্রভু বাক্য শুনি হৈলা অতি হরষিত॥
মহাভয়ে কম্প হই বোলে শ্রীনিবাস।
"অপরাধ করিলুঁ ক্ষমহ মোরে নাথ॥
তোমার অদ্বৈততত্ত্ব জানহ তুমি সে।
তুমি জানাইলে সে জানয়ে অন্য-দাসে॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল॥
এখনে সে ঠাকুরালী বলিয়ে তোমার।
আজি বড় মনে বল বাঢ়িল আমার॥
এই মোর মনের সঙ্কল্প আজি হৈতে।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অদ্বৈতে॥
তথাপি করিব ভক্তি অদ্বৈতের প্রতি॥
কহিল তোমারে প্রভু সত্য করি অতি॥"
তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে।
পূর্ব্বপ্রায় আনন্দে বসিলা তিন জনে॥
পরম রহস্য এ সকল পুণ্য কথা।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্ব্বথা॥
যার যেন প্রভাব, যাহার যেন ভক্তি।
যেবা আগে যেবা পাছে যার যেন শক্তি॥
সভার সর্ব্বজ্ঞ এক প্রভু গৌররায়।
আর জানে, যে তাহানে ভজে অমায়ায়॥
বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদবাণী।
এই মত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যাভার।
না বুঝি নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষমব্যাভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার॥
বৈষ্ণব-প্রধান ভৃগু-ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে' যাহান চরণ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাৎ॥
প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম॥
পূর্ব্বে সরস্বতী তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণশ্রবণ॥
সভে শাস্ত্র-কর্ত্ত, সভে মহাতপোধন।
অন্যোন্যে লাগিল ব্রহ্ম বিচার কথন॥

"ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনজন-মাঝে।
কে প্রধান ?" বিচারেন মুনির সমাজে॥
কেহ বোলে "ব্রহ্মা বড়" কেহ মহেশ্বর।
কেহ বোলে "বিষ্ণু বড় সভার উপর॥"
পুরাণেই নানা মত করেন কথন।
'শিব বড়' কোথাও, কোথাও 'নারায়ণ॥
তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদেশিলা এ প্রমাণ তত্ত্ব জানিবারে॥
"ব্রহ্মার মানস পুত্র তুমি মহাশয়।
সর্ব্ব মতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তত্ত্বময়॥
তুমি ইহা জান' গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভঞ্জহ আসি আমা সভাকার॥
তুমি যে কহিবা সেই সভার প্রমাণ।"
শুনি ভৃগু চলিলেন আগে ব্রহ্মা-স্থান॥
ব্রহ্মার সভায় গিয়া ভৃগু মুনিবর।
দম্ভ করি কহিলেন ব্রহ্মার গোচর॥
পুত্র দেখি ব্রহ্মার বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা॥
সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি না শুনেন বাপের বচন॥
স্তুতি বা গৌরব বিনয় নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার॥
দেখিয়া পুত্রের অনাদর অব্যভার।
ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার॥
ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মন হৈলা।
দেখিয়া পিতার মূর্ত্তি ভৃগু পলাইলা॥
সভে বুঝাইলা ব্রহ্মার পায়ে হাত ধরি।
"পুত্রেরে কি গোসাঞি এমত ক্রোধ করি?"
তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।
জল পাইয়া যেন অগ্নি সুসাম্য হইলা॥
তবে ভৃগু ব্রহ্মারে বুঝিয়া ভালমতে।
কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে॥
ভৃগু দেখি মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।
উঠিলা পার্ব্বতী সঙ্গে আদর করিয়া॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।
প্রেম-যোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন॥
ভৃগু বোলে "মহেশ পরশ নাহি কর।
যতেক পাষণ্ড বেশ সব তুমি ধর॥
ভূত প্রেত পিশাচ অস্পৃশ্য যত আছে।
হেন সব পাষণ্ড রাখহ তুমি কাছে॥
যতেক উৎপাত সেই তোমার ব্যভার।
ভস্মাস্থি ধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার॥
তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।
দূরে থাক দূরে থাক অহে ভূতরায়॥"
পরীক্ষানিমিত্তে ভৃগু বোলেন কৌতুকে।
কভু শিবনিন্দা নাহি ভৃগুর শ্রীমুখে॥
ভৃগু বাক্যে মহাক্রোধে দেব ত্রিলোচন।
ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন ততক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠ-ভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।
হইলেন যে হেন সংহারমূর্ত্তিধর॥
শূল তুলিলেন শিব ভৃগুরে মারিতে।
আস্তেব্যস্তে দেবী আসি ধরিলেন হাতে॥
চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।
"জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু এত ক্রোধ করি?"
দেবীবাক্যে লজ্জা পাই রহিলা শঙ্কর।
ভৃগুও চলিলা শ্রীবৈকুণ্ঠে কৃষ্ণঘর॥
শ্রীরত্নখট্টায় প্রভু আছেন শয়নে।
লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে॥
হেনই সময়ে ভৃগু আসি অলক্ষিতে।
পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষতে॥
ভৃগু দেখি মহাপ্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
নমস্করিলেন প্রভু মহাপ্রীত হৈয়া॥
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।
সন্তোষে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন॥
বসিতে দিলেন আনি উত্তম আসন।
শ্রীহস্তে তাহার অঙ্গে লেপেন চন্দন॥
অপরাধী প্রায় যেন হইয়া আপনে।
অপরাধ মাগিয়া লয়েন তাঁর স্থানে॥
"তোমার শুভ বিজয় আমি না জানিঞা।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম মোরে ইহা॥
এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে হেন অতি সুনির্ম্মল॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রহু তোমার চরিত্র॥

এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্ন-ধূলি।
বক্ষে রাখিলাম আমি হই কুতূহলী॥
লক্ষ্মীসঙ্গে নিজবক্ষে দিলুঁ আমি স্থান।
বেদে যেন শ্রীবৎসলাঞ্ছন বোলে নাম॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিনয়ব্যভার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ—সকলের পার॥
দেখি মহাঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর॥
যাহা করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
বাহ্য পাই প্রীতি শ্রদ্ধা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই লাগিলা নাচিতে॥
হাস্য কম্প ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার॥
"সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সভার জীবন।
এই সত্য" বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যভার।
বিপ্রভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে আর॥
ভক্তিজড় হৈলা বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রু ধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে॥
সর্ব্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুনঃ মুনি সভা মধ্যে মিলিলা আসিয়া॥
ভৃগু দেখি সভে হৈলা আনন্দ অপার।
"কহ ভৃগু কার কোন দেখিলে ব্যভার॥
তুমি যেই কহ সেই সভার প্রমাণ।"
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের ব্যভার।
সকল কহিয়ে এই কহিলেন সার॥
"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন॥
সভার ঈশ্বর কৃষ্ণ, জনক সভার।
ব্রহ্মা-শিবো ধরেন যাহার অধিকার॥
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষতা সভার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান পুণ্য কীর্ত্তি ঐশ্বর্য্য বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যতেক যার শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অতএব গাও ভজ 'কৃষ্ণের বিজয়॥"

সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান।
কীর্ত্তনবিহারী হইয়াছেন বিদ্যমান॥
ভৃগুর বচন শুনি সব ঋষিগণ।
নিঃসন্দেহ হৈলা, 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ॥'
ভৃগুরে পূজিয়া বোলে সব ঋষিগণ।
"সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন॥"
কৃষ্ণভক্তি সভে লইলেন দৃঢ়মনে।
ভক্তরূপে ব্রহ্মা শিবো পুজেন যতনে॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবারে শক্তি কার॥
পরীক্ষিতে কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তার লাগি করিলেন চরণপ্রহার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁর অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে॥
'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যভার।'
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগু হৃদয়েতে।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়॥
ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্তজয় অতিশয়॥
অধিকারিবৈষ্ণবের না বুঝি ব্যভার।
যে জন নিন্দয়ে, তার নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারি বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে॥
সবে ইথিদেখি এক মহাপ্রতিকার।
সভারে করিব স্তুতি বিনয় ব্যভার॥
অজ্ঞ হই লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্তবচন॥
তবে কৃষ্ণ তারে দেন হেন দিব্য-মতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায় না ঠেকয়ে কতি॥
ভক্তি করি যে শুনে চৈতন্য অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইব নিস্তার॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে অদ্বৈত-মহিমাদি বর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

## দশম অধ্যায়।

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎস-লাঞ্ছন।
জয় শচীগর্ভরত্ন ধর্ম্মসনাতন ॥
জয় সংকীর্ত্তনপ্রিয় গৌরাঙ্গ গোপাল।
জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল ॥
ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাঙ্গ জয় জয়।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠনায়ক ন্যাসিরূপে।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কৌতুকে ॥
এক দিন বসিয়া আছেন প্রভু সুখে।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইলা সম্মুখে ॥
বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে নমস্করি।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি ॥
সন্তোষে বোলেন প্রভু "কহত আচার্য্য।
কোথা হৈতে আইলা করিয়া কোন্ কার্য্য ?"
অদ্বৈত বোলেন "দেখিলাম জগন্নাথ।
তবে আইলাঙ্ এই তোমার সাক্ষাৎ ॥"
প্রভু বোলে "জগন্নাথ শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে আর কি করিলা কহ দেখি তাহা ॥"
অদ্বৈত বোলেন "আগে দেখি জগন্নাথ।
তবে করিলাঙ্ প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত ॥"
'প্রদক্ষিণ' শুনি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
হাসি প্রভু বোলে "তুমি হারিলা হারিলা ॥"
আচার্য্য বোলেন "কি সামগ্রী হারিবারে।
কক্ষণ দেখাও, তবে জিনহ আমারে ॥"
প্রভু বোলে "সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিল প্রদক্ষিণ-ব্যবহার ॥
যতক্ষণ তুমি পৃষ্ঠাদিগেরে চলিলা।
ততক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা
আমি যতক্ষণ ধরি দেখি জগন্নাথ।
আমার লোচন আর না যায় কোথাত ॥
কি দক্ষিণে কিবা বামে কিবা প্রদক্ষিণে।
আর নাহি দেখি জগন্নাথ-মুখ-বিনে ॥"
করযোড় করি বোলে আচার্য্য গোসাঞি।
"এ রূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি ॥
এ কথার অধিকারী আর ত্রিভুবনে।
সত্য কহিলাঙ্ এই নাহি তোমা বিনে ॥
তুমি সে ইহার প্রভু এক অধিকারী।
এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি ॥"
শুনিয়া হাসেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
হরি বলি উঠিল মঙ্গল-কোলাহল ॥
এই মত প্রভুর বিচিত্র সর্ব্বকথা।
অদ্বৈতেরে অতি প্রীত করেন সর্ব্বথা ॥
একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে।
কহিলেন পূর্ব্ব-মন্ত্র-দীক্ষার কারণে ॥
"ইষ্ট মন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি।
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ॥
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্বার।
তবে মন-প্রসন্নতা হইব আমার ॥"
প্রভু বোলে "তোমার যে উপদেষ্টা আছে।
সাবধান তথা অপরাধী হও পাছে ॥
মন্ত্রের কি দায়, প্রাণ আমার তোমার।
উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥"
গদাধর বোলে "তিহোঁ না আছেন এথা।
তান্ পরিবর্ত্তে তুমি করহ সর্ব্বথা ॥"
প্রভু বোলে "তোমার যে গুরু বিদ্যানিধি।
অনায়াসে তোমারে মিলাঞা দিবে বিধি ॥"
সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি জানেন সকল।
"বিদ্যানিধি শীঘ্রগতি আসিব উৎকল ॥
এথাই দেখিবা দিন দশের ভিতরে।
আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥
নিরবধি বিদ্যানিধি হয় তোর মনে।
বুঝিলাম তুমি আকর্ষিয়া আন' তানে ॥"
এইমত প্রভু প্রিয়গদাধর-সঙ্গে।
তান মুখে ভাগবত শুনি থাকে রঙ্গে ॥
গদাধর পড়েন সম্মুখে ভাগবত।
শুনিয়া প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত ॥
প্রহ্লাদ চরিত্র আর ধ্রুবের চরিত্র।
শতাবৃত্তি করিয়া শুনেন সাবহিত ॥

আর কার্য্যে প্রভুর নাহিক অবসর।
নামগুণ বোলেন শুনেন নিরন্তর॥
ভাগবত পাঠে গদাধর মহাশয়।
দামোদরস্বরূপের কীর্ত্তন বিষয়॥
একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগৌরাঙ্গরায়॥
অশ্রু কম্প হাস্য মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
যত কিছু আছে প্রেম-ভক্তির বিকার॥
মূর্ত্তিমন্ত সভে থাকে ঈশ্বরের স্থানে।
নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা-সভা সনে॥
দামোদরস্বরূপের উচ্চ সংকীর্ত্তন।
শুনিলে না থাকে বাহ্য, নাচে সেইক্ষণ॥
সন্ন্যাসী পার্ষদ যত ঈশ্বরের হয়।
দামোদর-স্বরূপ-সমান কেহ নয়॥
যত প্রীত ঈশ্বরের পুরীগোসাঞিরে।
দামোদর-স্বরূপেরে তত প্রীতি করে॥
দামোদর-স্বরূপ সঙ্গীত-রসময়।
যার ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয়॥
অলক্ষিতরূপ—কেহ চিনিতে না পারে।
কাপটির রূপে যেন বুলেন নগরে॥
কীর্ত্তন করিতে যেন তুম্বুরু নারদ।
একা প্রভু নাচয়েন—কি আর সম্পদ॥
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয় পাত্র।
আর নাহি, একা পুরীগোসাঞি সে মাত্র॥
দামোদর-স্বরূপ পরমানন্দ পুরী।
সন্ন্যাসীপার্ষদে এই দুই অধিকারী॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসি-রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন॥
অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনরঙ্গে।
বিহরেন দামোদর-স্বরূপের সঙ্গে॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা পর্য্যটনে।
দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে॥
পূর্ব্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য্য নাম তান।
প্রিয়সখা পুণ্ডরীকবিদ্যানিধি-নাম॥
পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।
নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে॥
একেশ্বর দামোদর-স্বরূপ-সংহতি।
প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি॥
কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বনডাল।
কিছু না জানেন প্রভু, গর্জ্জেন বিশাল॥
একেশ্বর দামোদর কীর্ত্তন করেন।
প্রভুরেও বনেডালে পড়িতে ধরেন॥
দামোদর-স্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদর-স্বরূপ সে তাহার উপমা॥
এক দিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।
পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া॥
দেখিয়া অদ্বৈত আদি সম্মোহ পাইয়া।
ক্রন্দন করেন সভে শিরে হাত দিয়া॥
কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি ভাসে॥
সেইক্ষণে কূপ হৈলা নবনীতময়।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয়॥
এ কোন অদ্ভুত, যার শক্তির প্রভাবে।
বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে॥
তবে অদ্বৈতাদি মিলি সর্ব্ব-ভক্তগণে।
তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া সেই ক্ষণে॥
পড়িল কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।
"কি বোল কি কথা" প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে॥
বাহ্য না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।
অসর্ব্বজ্ঞ প্রায় প্রভু সভারে জিজ্ঞাসে'॥
শ্রীমুখের শুনি অতি অমৃত-বচন।
আনন্দে ভাসয়ে অদ্বৈতাদিভক্তগণ॥
এই মত ভক্তি-রসে ঈশ্বর বিহরে।
বিদ্যানিধি আইলেন জানিয়া অন্তরে॥
চিত্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেইক্ষণে।
বিদ্যানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে॥
বিদ্যানিধি দেখি প্রভু হাসিতে লাগিলা।
"বাপ আইলা বাপ আইলা" বলিতে লাগিলা॥
প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হইলা বিহ্বল।
পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মঙ্গল॥
শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
প্রেমনিধি বক্ষে করি করেন ক্রন্দন॥
সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারি ভিতে।
বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে॥

খর সহিত যত আছে ভক্তগণ।
প্রেমনিধি প্রতি প্রেম বাড়ে অনুক্ষণ॥
দামোদর-স্বরূপ তাহান পূর্ব্বসখা।
চৈতন্যের অগ্রে দুই জনে হৈল দেখা॥
দুইজনে চাহেন দুঁহার পদধূলি।
দুঁহে ধরাধরি ঠেলাঠেলি ফেলাফেলি॥
কেহ কারে নারি পারে দুই মহাবলী।
করায়েন হাসেন গৌরাঙ্গ কুতূহলী॥
তবে বাহ্য পাই প্রভু বিদ্যানিধি-প্রতি।
কহে, "নীলাচলে কত দিন কর স্থিতি॥"
শুনি প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।
ভাগ্য হেন মানি প্রভু-নিকটে রহিলা॥
গদাধরদেবো ইষ্টমন্ত্র পুনর্ব্বার।
প্রেমনিধি স্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার॥
আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।
যাঁর শিষ্য গদাধর এই প্রেমসীমা॥
যাঁর কীর্ত্তি বাখানে' অদ্বৈত শ্রীনিবাস।
যার কীর্ত্তি বোলেন মুরারি হরিদাস॥
হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।
পুণ্ডরীকো সর্ব্বভক্ত কায়বাক্যমনে॥
অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিল মাত্র।
না জানি "কি অদ্ভুত চৈতন্য কৃপাপাত্র॥
যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিদ্যানিধি।
গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি॥
বিদ্যানিধি রাখি প্রভু আপন নিকটে।
বাসা দিলা যমেশ্বরে সমুদ্রের তটে॥
নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।
দামোদর-স্বরূপের বড় প্রিয় সাথ॥
দুই জনে জগন্নাথ দেখে এক সঙ্গে।
অন্যোন্যে থাকেন শ্রীকৃষ্ণকথা রঙ্গে॥
যাত্রা আসি বাজিল 'ওড়নষষ্ঠী' নাম।
নয়া বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান॥
সে দিন মাণ্ডুয়া বস্ত্র পরিলা ঈশ্বরে।
তান যেই মত ইচ্ছা সেই দাসে করে॥
শ্রীগৌরসুন্দরে লই সর্ব্ব ভক্তগণ।
আইলা দেখিতে যাত্রা 'শ্রীবস্ত্রওড়ন"॥
মৃদঙ্গ, মুহরী, শঙ্খ, দুন্দুভি, কাহাল।
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজয়ে বিশাল॥

সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত।
ষষ্ঠী হৈতে লাগি রহে মকর-পর্য্যন্ত॥
বস্ত্র লাগি হইতে লাগিলা রাত্রি দিবসে।
ভক্ত গোষ্ঠী দেখিয়া পরমানন্দে ভাসে॥
আপনেই উপাসক উপাস্য আপনে।
কে বুঝে তাহান মন তান কৃপা বিনে॥
এই প্রভু দারুরূপে বৈসে যোগাসনে।
ন্যাসিরূপে ভক্তিযোগ করেন আপনে॥
পট্ট নেত শুক্ল পীত নীল নানা বর্ণে।
দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সুবর্ণে॥
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার।
পুষ্পের কঙ্কণ শ্রীকিরীট পুষ্পহার॥
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ষোড়শোপচারে।
পূজা করি ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে॥
তবে প্রভু যাত্রা দেখি সর্ব্বগোষ্ঠীসঙ্গে।
আইলা বাসায় প্রভু প্রেমানন্দ-রঙ্গে॥
বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব সভারে।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে॥
যার যে বাসায় সভে করিল গমন।
বিদ্যানিধি দামোদরসঙ্গে অনুক্ষণ॥
অন্যান্যে দুঁহার যতেক মনঃ কথা।
নিষ্কপটে দুঁহে কহে দুঁহারে সর্ব্বথা॥
মাণ্ডুয়া বসন যে ধরিলা জগন্নাথে।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে।
"মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরের দেন কেনে॥
এ দেশে ত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেনে বিনাধোতে মণ্ডবস্ত্র পরে?"
দামোদরস্বরূপ কহেন "শুন কথা।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা॥
শ্রুতিস্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্ব্বথা।
এ যাত্রায় এই মত সর্ব্বকাল এথা॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে॥"
বিদ্যানিধি বোলে "ভাল, করুক ঈশ্বরে।
ঈশ্বরের যে কর্ম্ম সেবকে কেনে করে॥
পূজাপাণ্ডা পড়ুপাল পড়িছা বেহারা।
অপবিত্র-বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারা॥

জগন্নাথ—ঈশ্বর, সম্ভবে সব তানে।
তান আচরণ কি করিব সর্ব্বজনে॥
মণ্ডবস্ত্র-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি।
ইহারা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি॥
রাজপাত্র অবোধ যে ইহা না বিচারে।
রাজাও মাণ্ড়ুয়া বস্ত্র দেন নিজশিরে॥"
দামোদরস্বরূপ বোলেন "শুন ভাই।
হেন বুঝি ওড়ন-যাত্রায় দোষ নাই॥
পরংব্রহ্ম জগন্নাথরূপ অবতার।
বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার॥"
বিদ্যানিধি বোলে "ভাই! শুন এক কথা।
পরংব্রহ্ম জগন্নাথবিগ্রহ সর্ব্বথা॥
তান দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লঙ্ঘিলে।
এ গুলাও ব্রহ্ম হইল থাকি নীলাচলে॥
ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার।
সভে হইলেন ব্রহ্মরূপ অবতার॥"
এত বলি সর্ব্বপথে হাসিয়া হাসিয়া।
যায়েন যে হেন হাস্যাবেশযুক্ত হৈয়া॥
দুই সখা হাতা-হাতি করিয়া হাসন।
জগন্নাথদাসেরেও আচার দোষেন॥
সবে না জানেন সর্ব্বদাসের প্রভাব।
কৃষ্ণ সে জানেন যার যত অনুরাগ॥
ভ্রম করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে।
ভ্রমচ্ছেদ করে পাছে সদয়-অন্তরে॥
ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে।
ভ্রমচ্ছেদরূপায়ও শুনিবা এই ক্ষণে॥
এই মত রঙ্গে চলে দুই প্রিয়সখা।
চলিলেন কৃষ্ণকার্য্যে যার বাসা যথা॥
ভিক্ষা করি আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে।
প্রভুস্থানে আসি সভে থাকিলা শয়নে॥
সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
জগন্নাথ-রূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি॥
অদ্ভুত দেখিলা বিদ্যানিধি মহাশয়।
জগন্নাথ বলাই আসি হইয়া বিজয়॥
ক্রোধরূপ জগন্নাথ বিদ্যানিধি দেখে।
আপনে ধরিয়া তারে চড়ায়েন মুখে॥
দুই ভাই মেলি চড় মারে দুই গালে।
হেন দৃঢ় চড়ায় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে॥
দুঃখ পাই বিদ্যানিধি "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বোলে।
'অপরাধ ক্ষম' বলি পড়ে পদতলে॥
"কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি।"
প্রভু বোলে "তোর অপরাধের অন্ত নাঞি॥
মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি।
সকল জানিলা তুমি রহি এই ঠাঞি॥
তবে কেন রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে।
জাতি রাখি চল তুমি আপন-ভবনে॥
আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নির্ব্বন্ধ।
তাহাতেও ভাব' অনাচারের সম্বন্ধ॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিন্দিয়া।
মাণ্ড়ুয়াকাপড়স্থানে দোষ দৃষ্টি দিয়া॥"
স্বপ্নে বিদ্যানিধি মহাভয় পাই মনে।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি শ্রীচরণে॥
"সব অপরাধ প্রভু ক্ষম পাপিষ্ঠেরে।
ঘাটিলুঁ ঘাটিলুঁ এই বলিলুঁ তোমারে॥"
যে মুখে হাসিলু প্রভু! তোর সেবকেরে।
সে মুখের শাস্তি প্রভু! ভাল কৈলে মোরে॥
ভাল দিন হৈল আজি মোর সু-প্রভাত।
মুখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত॥"
প্রভু বোলে "তোরে অনুগ্রহের লাগিয়া।
তোমারে করিলুঁ শাস্তি সেবক দেখিয়া॥"
স্বপ্নে বিদ্যানিধি-প্রতি প্রেমদৃষ্টি হৈঞা।
রাম কৃষ্ণ দেউলে আইলা দুই ভাইয়া॥
স্বপ্ন দেখি বিদ্যানিধি জাগিয়া উঠিলা।
গালে চড় দেখি সব হাসিতে লাগিলা॥
শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল।
দেখি প্রেমনিধি বলে "বড় ভাল ভাল॥
যেন কৈনু অপরাধ তার শাস্তি পাইলু।
ভালই করিলা প্রভু অল্পে এড়াইলুঁ॥"

দেখ দেখ এই বিদ্যানিধির মহিমা।
সেবকেরে দয়া যত তার এই সীমা ॥
পুত্র যে প্রদ্যুম্ন তাহারেও হেনমতে।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে ॥
জানকী-রুক্মিণী-সত্যভামা-আদি যত।
ঈশ্বর ঈশ্বরী আর আছে কত কত ॥
সাক্ষাতেই মারে যার অপরাধ হয়।
স্বপ্নের প্রসাদ শাস্তি দৃশ্য কভু নয় ॥
স্বপ্নে দণ্ড পাঁরি কিবা অর্থলাভ হয়।
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয় ॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু স্বপ্নে যারে করে।
সে যদি সাক্ষাতে লোকে দেখে ফল ধরে ॥
তার বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে।
স্বপ্নেও না কহে কিছু অভক্ত জনেরে ॥
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝহ বিচারে।
এই যে যবনগণে নিন্দা হিংসা করে ॥
তাহারাও স্বপ্নে অনুভব মাত্র চাহে।
নিন্দা হিংসা করে দেখি স্বপ্ন নাহি পায়ে ॥
যবনের কি দায়, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
তাঁরা যত অপরাধ করে অনুক্ষণ ॥
অপরাধ হৈলে দুইলোকে দুঃখ পায়।
স্বপ্নেও অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায় ॥
স্বপ্নে প্রত্যাদেশ প্রভু করেন যাহারে।
সেই মহাভাগ্য হেন মানে' আপনারে ॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে।
যে প্রসাদ সভে দেখে শ্রীপ্রেমনিধিরে ॥
তবে পুণ্ডরীকদেব উঠিলা প্রভাতে।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই হাতে ॥
প্রতিদিন দামোদর স্বরূপ আসিয়া।
জগন্নাথ দেখে দোঁহে একসঙ্গ হৈয়া ॥
প্রত্যহ আইসে স্বরূপ, সে দিন আইলা।
আসিয়া তাহারে কিছু কহিতে লাগিলা ॥
"সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে।
আজি শয্যা হইতে নাহি উঠ কি কারণে?"
বিদ্যানিধি বোলে "ভাই! হেথায় আইস।
সব কথা কব মোর এথা আসি বৈস ॥"
দামোদর আসি দেখে তার দুই গাল।
ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল ॥
দামোদর-স্বরূপ জিজ্ঞাসে "একি কথা।
কেনে গাল ফুলিয়াছে কি পাইলে ব্যথা?"
হাসিয়া বোলেন বিদ্যানিধি মহাশয়।
"শুন ভাই! কালি গেল যতেক সংশয় ॥
মাণ্ডুয়াকাপড়-যে করিনু অবজ্ঞান।
তার শাস্তি গালে এই দেখ বিদ্যমান ॥
আজি স্বপ্নে আসি জগন্নাথ বলরাম।
দুই দণ্ড চড়ায়েন—নাহিক বিশ্রাম ॥
'মোর পরিধানবস্ত্র করিলি নিন্দন।'
এই বলি গালে চড়ায়েন দুই জন ॥
গালে বাজিয়াছে অঙ্গুলের শ্রীঅঙ্গুরি।
ভাল মতে উত্তরো করিতে নাহি পারি ॥
এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষা নাহি করি।
গাল ভাল হইলে সে বাহির হৈতে পারি ॥
এই কথা অন্যত্র কহিতে যোগ্য নহে।
বড় ভাগ্য হেন ভাই মানিলুঁ হৃদয়ে ॥
ভাল শাস্তি পাইলুঁ অপরাধ-অনুরূপে।
এ নহিলে পড়িতাম মহা অন্ধকূপে ॥"
বিদ্যানিধি প্রতি দেখি স্নেহের উদয়।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয় ॥
সখার সম্পদে হয় সখার উল্লাস।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দহাস ॥
দামোদর-স্বরূপ বোলেন "শুন ভাই!
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই ॥
স্বপ্নে আসি শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে।
আর শুনি নাই, সবে দেখিলুঁ তোমাতে ॥"
হেন মতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে।
রাত্র দিন না জানেন কৃষ্ণকথারসে ॥
হেন পুণ্ডরীকবিদ্যানিধির প্রভাব।
ইহানে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বোলে বাপ ॥

পাদস্পর্শভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জলপান ॥
এ ভক্তের নাম লৈএগ গৌরাঙ্গ ঈশ্বর।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি কান্দেন বিস্তর ॥
পুণ্ডরীকবিদ্যানিধিচরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মিলে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥

ইতি চৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধিচরিত্রবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ।

সমাপ্তশ্চায়ং অন্ত্যখণ্ডঃ ॥

ইতি শ্রীশ্রীবৃন্দাবনদাস বিরচিতং শ্রীচৈতন্যভাগবতং সম্পূর্ণং ॥

॥ ওঁ শ্রীহরিঃ ওঁ ॥

# গ্রন্থোক্ত স্থানের ও তাহার পথের বিবরণ।



**অনন্তপুর**—৪৭ পৃঃ—এম্ এণ্ড এস, এম রেলওয়ের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির বেজবাড়া অথবা গন্তুর হইতে গণ্টকুল জংশন ; তথা হইতে অনন্তপুর ষ্টেশন। হাওড়া হইতে প্রায় ১০৩৬ মাইল।

**অবন্তী**-৪৮ পৃঃ বর্ত্তমানকালে উজ্জয়িনী নামে অভিহিতা। ভুপাল উজ্জয়িনী রেলওয়ের প্রান্তস্থিত ষ্টেশন। ইহা বর্ত্তমানে গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী। উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দির প্রসিদ্ধ। এই সহরের পাদদেশ দিয়া সিপ্রানদী প্রবাহিতা। প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ আছে। কলিকাতা হইতে বি, এন আরে বিলাসপুর ; তথা হইতে কাটনী, কাটনী হইতে বীণা এবং তথা হইতে ভুপাল উজ্জয়িনী রেলে উজ্জয়িনী। হাওড়া হইতে ১০৪৯ মাইল।

**অম্বুলিঙ্গঘাট**—২৫৮ পৃঃ—বঙ্গদেশের ২৪ পরগণা জিলার ছত্রভোগে প্রতিষ্ঠিত অম্বুলিঙ্গ শিবের নিকটস্থ প্রাচীন গঙ্গারঘাট। অম্বুলিঙ্গ শিবের বৃত্তান্ত মূলগ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমানে এ স্থান হইতে গঙ্গা দূরে সরিয়া গিয়াছেন। রেলযোগে সিয়ালদহ হইতে ই, বি, আরের দক্ষিণ বিভাগের মগ্‌রাহাট ষ্টেশন। তথা হইতে 'সাল্‌তি' বা মোটারযোগে জয়নগর মজিলপুর তথা হইতে ৩ মাইল দূরে ছত্রভোগ।

**অযোধ্যা**—৪৬ পৃঃ—অযোধ্যায় প্রাচীন অযোধ্যার চিহ্নমাত্র আছে। বর্ত্তমান তীর্থস্থানও। লুপ্ত হইয়াছিল ; মহারাজ বিক্রমাদিত্য এই তীর্থস্থান উদ্ধার করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কলিকাতা হইতে ই, আই, আরে মোগলসরাই তথা হইতে ও, আর, আরে ফয়জাবাদ, তথা হইতে অযোধ্যা। হাওড়া হইতে ফয়জাবাদ ৫৫৫ মাইল এবং তথা হইতে অযোধ্যা ৩ মাইল। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার জন্য গাড়ী, একা প্রভৃতি পাওয়া যায়।

**আটিসারা**—২৫৮ পৃঃ—ছত্রভোগ যাইতে এই গ্রাম পূর্ব্বে পথে পড়িত। সম্ভবতঃ ২৪ পরগণা জিলার আটগরা নামক স্থান। পূর্ব্বে ইহার নিম্নদেশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিলেন, এখন গঙ্গা দূরে সরিয়া গিয়াছেন।

**আঠারনালা**—২৬৮ পৃঃ—পূর্ব্বে বঙ্গদেশ হইতে পদব্রজে শ্রীপুরীধামে যাইতে হইলে একটী জলা বা বিল পার হইয়া যাইতে হইত। এখন এই বিলের উপর একটী সেতু

হইয়াছে। এই সেতুতে অষ্টাদশটী খিলান আছে। এই স্থানে আসিয়া মহাপ্রভু বঙ্গদেশ হইতে আগত ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। অধুনা রেলযোগে পুরী হইয়াই আঠারনালায় যাইতে হয়।

**অম্বুয়ামুলুক**—৩০৩ পৃঃ—বর্ত্তমান অম্বিকা কাল্না। বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ৫১ মাইল দূরে কালনা কোর্টে নামিতে হয়। এইস্থানে মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরনিতাই বিগ্রহ বর্ত্তমান। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসাধু শ্রীভগবানদাস বাবাজী এই স্থানে বাস করিতেন।

**উৎকল**—গ্রন্থে বহুস্থানে উৎকলের উল্লেখ আছে। ওড্রদেশ বা উড়িষ্যা। উৎকল ও কলিঙ্গ দেশ মিলিত হইয়া বর্ত্তমান উড়িষ্যাদেশ হইয়াছে। বি, এন, আর রেল উৎকল দেশের মধ্যদিয়া গমন করিয়াছে। উৎকলে হিন্দুর বহু প্রসিদ্ধ

**উত্তরমানস**—৯৩ পৃঃ—৺গয়াধামের অন্তর্বর্ত্তী বহু তীর্থের অন্যতম। যাইবার পথাদি সম্বন্ধে ৺গয়া দেখুন।

**ঋষভপর্ব্বত**—৪৭ পৃঃ—হাওড়া হইতে বি, এন, আরে মাদুরা ১৩৮০ মাইল। মাদুরা জেলার প্রান্তসীমায় এই পর্ব্বত অবস্থিত। এই পর্ব্বতটী বর্ত্তমানে পাল্নি হিল্স্ নামে পরিচিত। এই স্থানে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের একটী সুন্দর মূর্ত্তি বিদ্যমান।

**একচক্রা**—১২পৃঃ ও ৪৩ পৃঃ—একচাকা বা একচক্রা। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থান, বীরভূম জেলায় অবস্থিত। ই, আই, আর লুপলাইনের মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকটেই একচক্রা। মল্লারপুর হাওড়া হইতে ১২৯ মাইল দূরে।

**একাম্রকানন**—২৬৫ পৃঃ—ভুবনেশ্বর নামে বিখ্যাত। বি, এন, আরে হাওড়া হইতে ২৭১ মাইল। এই স্থানে ভুবনেশ্বর শিবের বা লিঙ্গরাজ মহাদেবের মন্দির এবং মুক্তেশ্বর নামক শিবমন্দির প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট উদাহরণ। মূলগ্রন্থে ভুবনেশ্বরের পৌরাণিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে। এখানে বিন্দুসরোবর নামক প্রসিদ্ধ সরোবরের চতুর্দ্দিকেই দেবমন্দিরগুলি শোভা পাইতেছে। এইস্থান হইতে তিন মাইল দূরে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি বর্ত্তমান।

**কটক**—২৫৬ পৃঃ—উড়িষ্যার বর্ত্তমান রাজধানী। বি, এন, আরে হাওড়া হইতে ২৫৪ মাইল। মহানদী ইহার নিম্নদেশ দিয়া প্রবাহিতা এবং কাটজুড়ী নদী অপরদিকে প্রবাহিতা।

**কণ্টকনগর**—২৪৬ পৃঃ—বর্ত্তমানে কাটোয়া নামে বিখ্যাত। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত। এইস্থানে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু সুপ্রসিদ্ধ দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের কেশব ভারতী নামক সন্ন্যাসী অবস্থান করিতেন। এইস্থানেই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যে নাপিত মহাপ্রভুর মস্তক—

করিয়াছিলেন, কাটোয়ানগরে সেই মধুসূদনের সমাধি আছে। হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ৯০ মাইল।

**কথিয়ার**—১৯৩ পৃঃ—কথিয়ার বা কথিগার গির্ণার পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী গুজরাট দেশের অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ নগর। জুনাগড় সহর হইতে ১০ মাইল দূরে। যাইবার পথ সম্বন্ধে দ্বারকা দেখুন।

**কন্যকানগর**—৪৭ পৃঃ—কন্যা কুমারিকা বা কুমারিকা অন্তরীপ। এখানে কুমারিকা দেবীর বিগ্রহ আছে। এখানে অগস্ত্যকুণ্ড নামে তীর্থ বর্ত্তমান। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে মান্দ্রাজ ১০৩২ মাইল। তথা হইতে ত্রিভান্দ্রাম ৫৯২ মাইল। তথা হইতে গোযান, মোটর প্রভৃতিতে আনুমানিক ৪০ মাইল।

**কমলপুর**—২৬৭ পৃঃ—শ্রীপুরীধামে পদব্রজে যাইবার পথে আঠারনালা হইতে আনুমানিক তিনক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী গ্রাম। এই স্থান হইতে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজ-চক্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

**কাজিরনগর**—২২৭ পৃঃ—পূর্ব্বে এইস্থান নবদ্বীপের এক পারেই অবস্থিত ছিল। এই স্থান বর্ত্তমান নবদ্বীপ নামে অভিহিত স্থানের বা প্রাচীন কুলিয়ার অপর পারে মিঞাপুরের সন্নিহিত। এইস্থানে চাঁদকাজীর সমাধি আছে।

**কাঞ্চী**—৪৬ পৃঃ—বর্ত্তমানে দেশীয় ভাষায় কাঞ্চীপুরম্ এবং ইংরাজীতে কাঞ্জীভরাং নামে পরিচিত। বি, এন, আরে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত ১০৩২ মাইল। তথা হইতে এস্, আই, রেলে ৫৯ মাইল। কাঞ্চী দুই অংশে বিভক্ত। শিব-কাঞ্চীর শিবমূর্ত্তি ও শিবমন্দির সুবিখ্যাত। ইহার দুই মাইল দূরে বিষ্ণু কাঞ্চীতে বিষ্ণুমূর্ত্তি ও বিষ্ণুমন্দির বিরাজমান। কাঞ্চী সুবিখ্যাত প্রাচীন সপ্ততীর্থের অন্যতম।

**কানাঞির নাটশালা**—১১৪ পৃঃ—প্রাচীন গৌড়ের নিকট রামকেলী গ্রামে এই স্থান অবস্থিত। লুপলাইনে তিনপাহাড় ষ্টেশনে নামিয়া ই, আই, আরের শাখা লাইনে যাইতে হয়। হাওড়া হইতে ২০৩ মাইল। গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীচৈতন্যদেবের এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইয়াছিল।

**কামকোষ্ঠীপুরী**—৪৭ পৃঃ—বেঙ্কটনাথ হইতে পদব্রজে কাঞ্চীনগর যাইবার পথে এই স্থানটী অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে স্থানটীর নির্দ্দিষ্ট সংস্থান জানা যায় না।

**কালিন্দী**—৪৯ পৃঃ—কালিন্দী যমুনা নদীরই নামান্তর। সূর্য্যের কন্যা ও যমের ভগিনী নদীরূপে পরিণতা হন। বৃন্দাবন সহরের পাদদেশে প্রবাহিতা। প্রয়াগে গঙ্গা ও সরস্বতীর সহিত যমুনা মিলিতা হইয়াছেন।

**কাবেরী**—৪৭ পৃঃ—দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিতা বিখ্যাত নদ। গঙ্গার ন্যায় প্রসিদ্ধ তীর্থ। ইহার তীরে স্থিত শ্রীরঙ্গনাথ বা শ্রীরঙ্গপট্টম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। শ্রীরঙ্গনাথ দেখুন।

**কাশী** - ৪৬ পৃঃ—শ্রীশ্রী৺কাশী বা বারাণসীধাম। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান॥ উত্তরবাহিনী গঙ্গার তীরে অবস্থিত। হাওড়া হইতে ই, আই, রেলে ৪৭৬ মাইল। এই স্থানে শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরের অনাদিলিঙ্গ বিরাজমান। শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির শ্রীবিশ্বেশ্বরের মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত। গঙ্গার তীরে দশাশ্বমেধ, মণিকর্ণিকা প্রভৃতি ঘাট বিশেষ বিখ্যাত।

**কুমারহট্ট**—৯৩ পৃঃ—বর্ত্তমান হালিসহর। শিয়ালদহ হইতে ই, বি, আরে ২৬ মাইল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মন্ত্রদাতাগুরু প্রসিদ্ধ দশনামী সন্ন্যাসী শ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান। শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি দশনামীপুরী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন।

**কুরুক্ষেত্র**—৪৬ পৃঃ—হাওড়া হইতে দিল্লী, দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র। মোট দূরত্ব ১০০০ মাইল। ষ্টেশন হইতে টাঙ্গায় বা গোযানে যাইতে হয়। এ স্থানে দ্বৈপায়ন হ্রদ, পীঠেশ্বরী ৺ভদ্রকালী দেবী এবং ৺থানেশ্বর মহাদেব বিরাজমান।

**কুলিয়া**—গ্রন্থের বহুস্থানে কুলিয়ার উল্লেখ আছে॥ গঙ্গাপ্রবাহের পরিবর্ত্তনে বিপর্য্যয় ঘটায় বর্ত্তমান নবদ্বীপের অধিকাংশই কুলিয়া ইহাই অভিজ্ঞ প্রাচীনগণের মত। অধুনা লুপ্ত নবদ্বীপের অপর পারেই পূর্ব্বে কুলিয়া অবস্থিত ছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতের এবং ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা পাঠে উহাই প্রমাণিত হয়। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশ গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। উহার উদ্ধারের জন্য চেষ্টা হইতেছে। হাওড়া হইতে ই, আই, আরে নবদ্বীপ ষ্টেশন ৬৮ মাইল।

**কূর্ম্মক্ষেত্র বা কূর্ম্মনাথ**—৪৮ পৃঃ—গঞ্জামের দক্ষিণে সমুদ্রের সন্নিকটে 'চিকাকোল' অবস্থিত। হাওড়া হইতে চিকাকোলের দূরত্ব ৪৬৬ মাইল। চিকাকোল হইতে আট মাইল পূর্ব্বে 'শ্রীকূর্ম্মম্' বা কূর্ম্মক্ষেত্র। এই স্থানে কূর্ম্মাবতার শ্রীবিষ্ণুর মন্দির আছে॥

**কৃতমালা**—৪৭ পৃঃ—মাদুরার নিম্নদেশ দিয়া এই নদী প্রবাহিতা। মলয়পর্ব্বত হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

**কুলাচল**—৪৭ পৃঃ—কেরলপ্রদেশের পর্ব্বতবিশেষ। কেরলপ্রদেশ দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলে অবস্থিত। কোচিন হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত স্থানকে কেরলনামে অভিহিত করা হয়। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে মাদ্রাজ ১০৩২ মাইল। মাদ্রাজ হইতে এস, আই, রেলে কেরলপ্রদেশে যাইতে হয়।

**কৈলাস**—২৬৫ পৃঃ—হিমালয় পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। এই স্থান হরপার্ব্বতীর নিত্যলীলাভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৈলাসধাম কলিকালে সাধারণের নিকট অদৃশ্য হইবে পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে।

**কৌশিকমুনি স্থান**—৪৬ পৃঃ—কৌশিকী নদীর তীরে অবস্থিত বিশ্বামিত্রের আশ্রম। কৌশিকীনদীও রামায়ণপ্রসিদ্ধ পবিত্র নদী। রামায়ণের বালকাণ্ডে মহর্ষি

বিশ্বামিত্র ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে এই নদীর উৎপত্তি বৃত্তান্ত বলিতেছেন। এই নদীর হিমালয় হইতে উৎপত্তি হইয়াছে এবং ভাগলপুর জেলায় এই নদী 'কুশী' নাম ধারণ করিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

**ক্ষীরসাগর**—২০২ পৃঃ—পুরাণপ্রসিদ্ধ সপ্তসাগরের অন্যতম ক্ষীরোদসাগর। যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া শ্রীনারায়ণ ক্ষীরসাগরে শয়ন করিয়া থাকেন, যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ১৯ অধ্যায়ে, শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি—

"শুতিয়া আছিলু ক্ষীরসাগরের মাঝে।
আরে নাঢ়া! নিদ্রাভঙ্গ মোর তোর কাজে॥"

**খড়দহ**—৩২২ পৃঃ—কলিকাতা হইতে ২১ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ই, বি, আরের একটী ষ্টেশন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিবাহ করিয়া এই স্থানেই গৃহাশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। এইস্থানে শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র শ্রীবীরভদ্র গোস্বামীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধিকাসমন্বিত শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ আছেন। শ্রীনিত্যানন্দের আচার্য্যগুরু শ্রীকামদেব মুখোপাধ্যায়ের বংশ এখানকার প্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলীনবংশ।

**খানজৌড়া**—কোনও মতে খানাজোড়া—৩২০ পৃঃ—সম্ভবতঃ ইহা নবদ্বীপের সন্নিকটস্থ একটী পল্লী। মূল গ্রন্থের বর্ণনা দেখুন। কিন্তু কেহ কেহ এই স্থানকে শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের পাট 'খানাকুল' বলিয়া মনে করেন।

**গঙ্গা**—বহুস্থানে গঙ্গার উল্লেখ আছে। গঙ্গানদী হিমালয় হইতে উদ্ভুত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছেন।

**গঙ্গাঘাট**—২৬২ পৃঃ—গঙ্গাঘাট উড়িষ্যায় অবস্থিত। প্রাচীনকালের গঙ্গাস্রোত পরিবর্ত্তিত হওয়ায় এখন এই সমস্ত স্থানের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার নিকটেই যুধিষ্ঠিরস্থাপিত শিবলিঙ্গ অবস্থিত ছিলেন বলিয়া মূলগ্রন্থে বর্ণিত আছে।

**গঙ্গানগর**—২২৫ পৃঃ—নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ পল্লী। মূলগ্রন্থ দেখিলে এই স্থানে নগরিয়া ঘাটের ও সিমুলিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়।

**গঙ্গাসাগর**—৪৮ পৃঃ—বঙ্গোপসাগরের যে স্থলে গঙ্গাদেবী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন সেই স্থানকেই গঙ্গাসাগর বলে। প্রতি পৌষসংক্রান্তিতে এইস্থানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। ঐ সময়ে কলিকাতা হইতে যাত্রী জাহাজ গঙ্গাসাগরে যাইয়া থাকে।

**গণ্ডকী**—৪৬ পৃঃ—পুরাণপ্রসিদ্ধা নদী। ইনি হরিহরছত্র নামক স্থানে গঙ্গারসহিত মিলিত হইয়াছেন। হরিহরছত্রের মেলা সুপ্রসিদ্ধ।

**গয়া**—৪৬ পৃঃ—৺গয়াধাম সুবিখ্যাত পিতৃতীর্থ। বিহারপ্রদেশে অবস্থিত কলিকাতা হইতে ই, আই, আরের গ্রাণ্ডকর্ড পথে ২৯২ মাইল দূরে গয়া ষ্টেশনে নামিতে হয়। ষ্টেশন হইতে পিণ্ডদানের স্থান বিষ্ণুপদতীর্থ প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এক্কা বা ঘোড়ার গাড়ীতে তথায় যাইতে হয়।

**গয়াশির**—৯৩ পৃঃ—বিষ্ণুপদের সমীপবর্ত্তী একক্রোশব্যাপী স্থান গয়াশীর্ষ বা গয়াশির নামে অভিহিত। গয়াশীর্ষেই পিণ্ডদান কর্ত্তব্য বলিয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে।

**গাদিগাছা**—২৩১ পৃঃ—নবদ্বীপের সন্নিহিত পল্লী।

**গুজরাট**—৬৮ পৃঃ—পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরাট জিলার প্রধান নগর। প্রাচীনকালে গুজরাটে যথেষ্ট সংস্কৃত চর্চ্চা হইত। ই, আই, আরে লাহোর জংশন হাওড়া হইতে ১১২৩ মাইল। তথা হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলযোগে গুজরাট ৭১ মাইল। ষ্টেশন হইতে সহর প্রায় ১½ মাইল।

**গুপ্তকাশী**—২৫৬ পৃঃ—ভুবনেশ্বর বা একাম্রকাননের নামান্তর। একাম্রকানন দেখুন।

**গুহকচণ্ডালরাজ্য**—৪৫৬ পৃঃ—বর্ত্তমান চুণার বা চণ্ডালগড়কেই অনেকে গুহকের রাজ্য বলিয়া মনে করেন। যুক্তপ্রদেশের মির্জ্জাপুর জেলায় এই স্থানটী অবস্থিত। এইস্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের একটী ষ্টেশন। দূরত্ব হাওড়া হইতে ৪৩৮ মাইল। কাহারও কাহারও মতে গুহক চণ্ডালরাজ্য এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত।

**গোকর্ণতীর্থ**—৪৭ পৃঃ—বোম্বে প্রেসিডেন্সির উত্তর কানারা জেলায় এই স্থানটী অবস্থিত রামায়ণ ও মহাভারতে গোকর্ণতীর্থের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে কল্যাণ ১১৯০ মাইল। তথা হইতে জি, আই পি, রেলে পুনা ৮৫ মাইল পুনা হইতে মর্ম্মাগাঁও ৩৬৪ মাইল; তথা হইতে ষ্টীমারে চান্দ্রিবন্দর হইয়া গোযানে গোকর্ণতীর্থে যাইতে হয়। এইস্থানে সুপ্রসিদ্ধ মহাবলেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজমান। এই লিঙ্গ মহাদেব রাবণকে যে লিঙ্গ প্রদান করিয়াছিলেন সেই মূললিঙ্গ হইতে উদ্ভূত।

**গোকুল**—বহুস্থানে গোকুলের উল্লেখ আছে। যমুনার পরপারে মথুরা হইতে ৫৷৬ মাইল দূরে অবস্থিত। পথের বিবরণের জন্য মথুরা দেখুন।

**গোদাবরী**—৪৬ পৃঃ—মধ্যভারতের প্রসিদ্ধা নদী। দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিতা। ইহার অপর নাম বৃদ্ধগঙ্গা। ইহার দৈর্ঘ্য ৮৯৮ মাইল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির নাসিক জেলায় ত্র্যম্বক নামক গ্রামের নিকটস্থ ব্রহ্মগিরি পর্ব্বত হইতে এই নদীর উৎপত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ভারত মহাসাগর হইতে এই উৎপত্তিস্থান পঞ্চাশত মাইল দূরে অবস্থিত। এইস্থানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ইন্দারা আছে। শ্রীরামচন্দ্র গৌতম ঋষির নিকট গোদাবরীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা হিন্দুমাত্রেরই একটী পবিত্রতীর্থ, প্রসিদ্ধা সপ্তনদীর মধ্যে গোদাবরী অন্যতমা।

**গোমতী**—৪৬ পৃঃ—লক্ষ্ণৌনগরের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিতা নদী।

**গোবর্দ্ধন**—৪৬ পৃঃ—মথুরা হইতে ১৬ মাইল দূরে এই পর্ব্বত অবস্থিত। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী প্রতিষ্ঠিত গোপাল এই পর্ব্বতোপরি বিরাজমান। এই পর্ব্বত শ্রীভগবানেরই মূর্ত্তি বলিয়া শ্রীমহাপ্রভু এই পর্ব্বতে আরোহণ করেন নাই। তদবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণও এই পর্ব্বতে আরোহণ করেন না।

**গৌড়**—৬৮ পৃঃ—প্রাচীন গৌড়নগর মালদহের অন্তর্গত। ই, আই, আরে হাওড়া হইতে পাণ্ডুয়া পর্য্যন্ত ৩৮ মাইল ; উহার নিকটেই প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পূর্ব্বকালে গৌড় বলিতে প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশকেই বুঝাইত। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর গৌড় সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥"

**চক্রতীর্থ**—৪৬ পৃঃ—অধুনা চক্রতীর্থ বলিতে ৺পুরীধামের অন্তর্গত সমুদ্রতীরস্থ তীর্থবিশেষকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের মতে এই চক্রতীর্থ কুরুক্ষেত্রে অবস্থিত। মূলগ্রন্থের বর্ণনানুসারে তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। পথপ্রসঙ্গে "কুরুক্ষেত্র" দেখুন।

**চক্রবেড়**—৯১ পৃঃ—৺গয়াধামের যে স্থানটীতে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম অবস্থিত সেই স্থানটীকে চক্রবেড় বলিয়া থাকে।

**চাটিগ্রাম**—১১ পৃঃ—বর্ত্তমান চট্টগ্রাম বা চাটিগাঁ। শিয়ালদহ হইতে রেলে গোয়ালন্দঘাট ১৫০ মাইল, তথা হইতে ষ্টীমারে চিটাগাং ১৯২ মাইল।

**ছত্রভোগ**—২৫৮ পৃঃ—২৪ পরগণা জেলায় জয়নগর মজিলপুর হইতে ৫।৬ মাইল দক্ষিণে এই গ্রামটী অবস্থিত। এই স্থানের নিম্ন দিয়া পূর্ব্বে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডী ও গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক প্রাচীন গ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এই স্থানে অম্বুলিঙ্গ নামক অনাদি শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান। অধুনা এই শিবলিঙ্গকে বদরিকানাথ নামে অভিহিত করা হয়। কিছুদূরে দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী বিরাজমানা রহিয়াছেন। বর্ত্তমানে গঙ্গা এই স্থান হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছেন। ছত্রভোগ গ্রামকে বর্ত্তমানে সাধারণতঃ খাঁড়িনামে অভিহিত করা হয়।

**জগন্নাথ** ৩০৫ পৃঃ—শ্রীশ্রী৺পুরীধামকে জগন্নাথদেবের অবস্থিতিস্থান বলিয়া জগন্নাথনামে অভিহিত করা হইয়া থাকে।

**জম্বুদ্বীপ**—৬৫ পৃঃ—বর্ত্তমান ভারতবর্ষ জম্বুদ্বীপের একটী ক্ষুদ্র অংশ। হিন্দুর প্রাচীন ভূগোল মতে সমগ্র দৃষ্টাদৃষ্ট ভুবন যে সপ্তদ্বীপে বিভক্ত জম্বুদ্বীপ তাহার অন্যতম। ৺পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহের মতে সমগ্র দৃষ্ট জগৎই জম্বুদ্বীপ।

**জলেশ্বর**—২৬৩ পৃঃ—উড়িষ্যাদেশের বালেশ্বর জিলায় অবস্থিত। বর্ত্তমানে এইস্থান বি, এন, আরের জেলাশোর নামে অভিহিত ষ্টেশন। ইহার কিছুদূরেই সুবর্ণরেখা নদী প্রবাহিতা। হাওড়া হইতে জেলাশোর ১১৫ মাইল।

**জাজপুর**—২৬৪ পৃঃ—প্রাচীন নাম যজ্ঞপুর। ইহা কটক জেলার মহকুমা। জাজপুর বিরজাক্ষেত্র এস্থানের বিরজামন্দিরে বিরজার মূর্ত্তি বিরাজমানা। জাজপুরের প্রধান দর্শনীয় স্থান দশাশ্বমেধঘাট, বরাহমন্দির, জগন্নাথমন্দির, বিরজামন্দির ও শুভস্তম্ভ। এ স্থানের সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তিও বিখ্যাত। জাজপুরের পাদদেশ

দিয়া বৈতরণী নদী প্রবাহিতা। এ স্থানের বারুণী দেবীর মেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। বি, এন, আরের খড়্গপুর ওয়াল্টেয়ার শাখায় হাওড়া হইতে জাজপুরের দূরত্ব ২০২ মাইল।

**জিওড় বা জীয়ড়**—৪৮ পৃঃ—ভিজাগাপটমের ৪ মাইল দূরে সিংহাচল। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে ওয়ালটেয়ার ৫৪৭ মাইল। তথা হইতে ভিজাগাপটম্ দুই মাইল। সিংহাচলের উপরি শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির বিরাজিত। বিজয়নগরের রাজা শ্রীনৃসিংহদেবের সেবার ব্যয়নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

**ঝারিখণ্ড**—৯ পৃঃ—বঙ্গদেশের পশ্চিমভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া সাঁওতালপরগণা প্রভৃতি অঞ্চলব্যাপী যে জঙ্গল বর্ত্তমান ছিল তাহাকে ঝারিখণ্ড নামে অভিহিত করা হইত। চরিতামৃতেও ঝারিখণ্ডের উল্লেখ আছে। বৃন্দাবন যাইতে মহাপ্রভু এই বনপথে গমন করিয়াছিলেন।

**তাপী**—৪৭ পৃঃ—তাপ্তী শব্দের অপভ্রংশ। সুরাট সহরের পাদদেশ দিয়া তাপ্তী নদী প্রবাহিতা হইয়াছে।

**তাম্রপর্ণী** ৪৭ পৃঃ—মান্দ্রাজ প্রদেশে কন্যাকুমারীর নিকটস্থা নদী। ইহার উপরি অবস্থিত টিনেভেলী ব্রিজ ও টিনেভেলী সহর বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইংরাজী ভাষায় তাম্রপর্ণী টিনেভেলী নাম ধারণ করিয়াছেন।

**তিস্রোত**—৬৮ পৃঃ—বর্ত্তমান ত্রিহুত প্রদেশ।

**তৈলঙ্গ**—৬৮ পৃঃ—ত্রৈলঙ্গ বা তেলেগু দেশ।

**ত্রিগর্ত্ত**—৪৭ পৃঃ—মহাভারতে ত্রিগর্ত্ত রাজ্যের উল্লেখ আছে। পাঞ্জাবের অন্তর্গত বর্ত্তমান জলন্ধর বিভাগ ইহার একাংশ। এই বিভাগের প্রধান নগর জলন্ধর লাহোর হইতে নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলে ৮১ মাইল। হাওড়া হইতে লাহোর ১২১৩ মাইল। এইস্থানে "দেবীতালাব" নামক একটী প্রাচীন সরোবর আছে। দশহরার সময় এইস্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

**ত্রিতকূপ**—৪৬ পৃঃ—"স তু সরস্বতীতীরবর্ত্তী কূপঃ।"—ভাগবত ১০।৭৮।১০ শ্লোকের টীকায় শ্রীসনাতন গোস্বামী উহাই বলিয়াছেন। বর্ত্তমানে উহার অবস্থিতি নির্ণয় করা যায় না।

**ত্রিপুরা**—৩৪২ পৃঃ—বর্ত্তমান পার্ব্বতীয় স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্য।

**ত্রিমল্ল**—৪৮ পৃঃ—'তিরুমল্লয়' নামে প্রাচীনকালে এইস্থান বিখ্যাত ছিল। বর্ত্তমান নাম তিরুপদী। এই স্থানকে শেষাচলও বলিয়া থাকে। পর্ব্বতের উপরি মন্দিরে বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত। মান্দ্রাজ বীচ্ জংশন সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের গদর শাখায় ২৬৬ মাইল। কাহারও মতে তিরুবর্ণমলয় নামক স্থানকেই প্রাচীন কালে ত্রিমল্ল বলিত। এখানেও সুবৃহৎ বিষ্ণুমন্দির বর্ত্তমান। এইস্থান মান্দ্রাজবীচ্ ষ্টেশন হইতে সাউথ্ ইণ্ডিয়ান রেলে ১৪৩

ন।

**ত্রিবেণীঘাট**—৩১৩ পৃঃ—হুগলী সহর হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ স্থান। এইস্থানেও গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছেন বলিয়া এই স্থানকে যুক্তত্রিবেণী বলে। এই স্থান কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে ৩০ মাইল।

**থানেশ্বর**—কুরুক্ষেত্র দ্রষ্টব্য। থানেশ্বরের শিবলিঙ্গ এবং সরোবর বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সরোবরের চতুর্দ্দিকে বহু দেবমন্দির বিরাজমান।

**দক্ষিণমথুরা**—৪৭ পৃঃ—বর্ত্তমান নাম মাদুরা বা মাদুরা। মান্দ্রাজ প্রদেশের মাদুরা জিলার প্রধান সহর। ভোগাইনদীর তীরে এই স্থান অবস্থিত। সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী দেবীর সুপ্রসিদ্ধ মন্দির আছে। মান্দ্রাজ বীচ্ ষ্টেশন হইতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে ৩৪৭ মাইল।

**দক্ষিণমানস**—৯২ পৃঃ—৺গয়াধামের অন্তর্গত একটী তীর্থ।

**দক্ষিণসাগর**—৪৭ পৃঃ—সেতুবন্ধের নিকটবর্ত্তী উপসাগর।

**দণ্ডকারণ্য**—১২১ পৃঃ—রামায়ণপ্রসিদ্ধ অরণ্য। বর্ত্তমানে এইস্থানে মহারাষ্ট্রদেশ অবস্থিত।

**দশাশ্বমেধঘাট**—২৬৪ পৃঃ—জাজপুরের বৈতরণী নদীর একটী প্রসিদ্ধঘাট। হাওড়া হইতে বি, এন, রেলওয়ে দিয়া জাজপুর ষ্টেশন ২৯২ মাইল। জাজপুর কটক জিলার মহকুমা। প্রয়াগের ও ৺কাশীর দশাশ্বমেধঘাটও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

**দোগাছিয়া**—৩২০ পৃঃ—নবদ্বীপের নিকটস্থ একটী পল্লী।

**দ্রাবিড়**—৪৭ পৃঃ—কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ প্রদেশ।

**দ্বারকা**—৪৬ পৃঃ—শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর প্রায় সমস্ত অংশই সমুদ্র গ্রাস করিয়াছেন, যাহা অবশিষ্ট আছে তাহাই দ্বারকা নামে প্রসিদ্ধ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে কাঠিয়াবার উপদ্বীপে কচ্ছউপসাগরের তীরে অবস্থিত ; এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি বিরাজমান। হাওড়া হইতে বোম্বাই বি, এন, আরে ১১২২ মাইল ; তথা হইতে বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলে ভিরামগা ৪৫১ মাইল, তথা হইতে রাজকোট ৭৫ মাইল এবং রাজকোট হইতে দ্বারকা ১৩৮ মাইল। মোট হাওড়া হইতে ১৮২৬ মাইল।

**দ্বৈপায়নী আর্য্যা**—৪৭ পৃঃ—এইস্থানে গোকর্ণতীর্থের সমীপে একটী দ্বীপে অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। এইস্থানে দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। পথপ্রসঙ্গাদির জন্য "গোকর্ণতীর্থ" দ্রষ্টব্য।

**ধনুতীর্থ**—৪৮ পৃঃ—কেহ কেহ ধনুষ্কোটীও বলিয়া থাকেন। শ্রীরামচন্দ্র যখন রাবণবধ করিয়া প্রত্যাগমন করেন, তখন লক্ষ্মণ ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের এই স্থানের সেতুর বাঁধ ভগ্ন করিয়াছেন বলিয়া এই স্থানের নাম ধনুতীর্থ হইয়াছে। এইস্থান ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যস্থানে অবস্থিত। সেতুবন্ধ দ্রষ্টব্য।

**নগরিয়াঘাট**—২২৫ পৃঃ—নবদ্বীপের প্রান্তবর্ত্তী গঙ্গারঘাট।

**নবদ্বীপ**—গ্রন্থে বহুস্থানে নবদ্বীপের উল্লেখ আছে। বর্ত্তমানে সাধারণতঃ নদীয়া নামেই প্রসিদ্ধ। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ব্যারাকপোর-ব্যাণ্ডেল শাখার একটী ষ্টেশন। হাওড়া

হইতে ৬৬ মাইল। নয়টী দ্বীপের সমষ্টি বলিয়া নবদ্বীপ নাম হইয়াছিল আটটী দ্বীপ আটটী পদ্মদলের ন্যায় আটদিকে বর্ত্তমান, মধ্যে কর্ণিকাকৃতি অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই গঙ্গা-গর্ভে অবস্থিত। ( শ্রীব্রজমোহন দাসকৃত "নবদ্বীপ দর্পণ" নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। )

**নরনারায়ণ আশ্রম**—৪৭ পৃঃ—বদরিকাশ্রম। যুক্তপ্রদেশের গাড়োয়াল জেলায় হিমালয় পর্ব্বতের উপরি অবস্থিত। হরিদ্বার পর্য্যন্ত রেলে যাইয়া তথা হইতে পদব্রজে ৩৪১ মাইল। অনেক চটী আছে।

**নরেন্দ্রসরোবর**—৩৩৩ পৃঃ—শ্রীপুরীধামের প্রসিদ্ধ সরোবর। এইস্থানে চন্দনযাত্রা উৎসব হয় বলিয়া ইহাকে "চন্দনসরোবর"ও বলা হইয়া থাকে। এই সরোবরের মধ্যে শ্রীজগন্নাথদেবের গ্রীষ্মকালে অবস্থিতির জন্য একটী মন্দির আছে। ঐ স্থানে চন্দনযাত্রার সময়ে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি মদনমোহন অবস্থান করেন।

**নাভিগয়া**—২৬৪ পৃঃ—জাজপুরের অন্তর্গত বিরজাক্ষেত্র। এইস্থানে বিরজামন্দিরে বিরজা দেবীর, গণেশের, ভৈরবভৈরবীর ও কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি বিরাজমানা। এখানে গয়াসুরের নাভিদেশ পড়িয়াছে বলিয়া এ স্থলকে নাভিগয়া বলে। এখানে পিণ্ডদান করিতে হয়। গন্তব্যপথের বিবরণের জন্য জাজপুর দেখুন।

**নির্ব্বিন্ধ্যা**—৪৭ পৃঃ—বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে এই নদী নির্গতা হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নির্ব্বিন্ধ্যা হইয়াছে। এই ক্ষুদ্রানদী উজ্জয়িনী সহরের পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিতা। এইনদী চম্বল নদীর সহিত আসিয়া মিলিতা হইয়াছে। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে বোম্বে ১১২২ মাইল, তথা হইতে বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলে উজ্জয়িনী ২২০ মাইল।

**নীলাচল**—গ্রন্থের বহুস্থানে নীলাচলের উল্লেখ আছে। শ্রীক্ষেত্র, জগন্নাথ বা পুরীধাম নামে প্রসিদ্ধ। পুরীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে সমুদ্র, পশ্চিম অংশে ভার্গবী নদীর প্রবাহিত হইয়া চিল্কাহ্রদ অভিমুখে গিয়াছে। পুরীর উত্তরদিকে পুরীর রাজপথ। পুরীর বর্ত্তমান রাধাকান্তমঠে 'গম্ভীরা' নামক গৃহে কাশীমিশ্রের প্রাচীন আবাসস্থল। ঐ স্থানেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। পুরীর বহুস্থলে মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ ভক্তগণের লীলাস্মৃতি এখনও দেদীপ্যমান। হাওড়া হইতে বি, এন, আর পুরী ষ্টেশন ৩১১ মাইল।

**নৈমিষারণ্য**—৪৬ পৃঃ—লক্ষ্ণৌ প্রদেশের পাদদেশে প্রবাহিত, গোমতীনদীর তীরবর্ত্তী। বর্ত্তমানে শিয়ালদহ হইতে লক্ষ্ণৌসহর ৬১৯ মাইল।

**পঞ্চঅপ্সরা সরোবর**—৪৭ পৃঃ—মহাভারতের আদিপর্ব্বে ২১৭ অধ্যায়ে এই তীর্থের বিবরণ আছে। আগস্ত্য, সৌভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম্ ও ভারদ্বাজ, দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট এই পঞ্চতীর্থ বিদ্যমান্ ছিল। পাঁচজন অপ্সরা শাপগ্রস্ত পাঁচতীর্থে গ্রাহরূপে বাস করিতেন। অর্জ্জুন এই তীর্থে স্নান

কালে গ্রাহে তাঁহাকে গ্রাস করিলে, তিনি তাহাকে লইয়া তীরে উত্থিত হন। সেই গ্রাহ শাপমুক্ত হইয়া অপ্সরীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শাপবৃত্তান্ত বর্ণন করিল। অর্জ্জুন অপ্সরাদিগের শাপ মোচন করিয়া এই পঞ্চতীর্থ শোধন করিবার পরই এই সকল তীর্থ পঞ্চঅপ্সরা সরোবর নামে বিখ্যাত হয়। 'দক্ষিণসাগরের' নিকট এই পঞ্চতীর্থ বিদ্যমান ছিল একথা মহাভারতে আছে। 'দক্ষিণ সাগর' দেখুন।

**বতী**—৭২ পৃঃ—এই নদী পূর্ব্ববঙ্গে প্রবাহিতা।

**পম্পা**—৪৬ পৃঃ—রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে পম্পা সরোবর ঋষ্যমূক পর্ব্বতের নিকট ছিল। এই অবস্থান অনুসারে বেল্লারি জেলায় কোথাও পম্পা সরোবর অবস্থিত বলিয়া অনুমিত হয়। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ইহার বর্ত্তমান নাম "হাম্পী" বলিয়াছেন। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে কল্যাণ ।১১৯০ মাইল, তথা হইতে জি, আই, পি, রেলে পুনা ৮৫ মাইল, পুনা হইতে মান্দ্রাজ ও সাউদার্ণ মহারাট্রা রেলে মাউরলি জংশন ৩২১ মাইল; তথা হইতে বেল্লারি ১৩০ মাইল। কাহারও কাহারও মতে পম্পা ত্রিবাঙ্কুরে অবস্থিত এবং ত্রিবাঙ্কুরের অনমলয় পর্ব্বতই ঋষ্যমূক।

**পয়োষ্ণী**—৪৭পৃঃ—মহাভারতের বনপর্ব্বে ধৌম্যঋষি যুধিষ্ঠিরকে যে তীর্থ কথা কহিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে দক্ষিণ দিকে বেম্বা ও ভীমরথী নদীর অনতিদূরেই পয়োষ্ণী নদীর অবস্থিতি প্রতীয়মান হয়। এই নদীর সমীপস্থ বারাহতীর্থে নৃগরাজ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ বর্ণনানুসারে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে প্রবাহিতা পূর্ত্তি নদীই প্রাচীন পয়োষ্ণী ইহা অনুমান হয়। এই নদী সাতপুরা রেঞ্জের দক্ষিণ দিকে প্রবাহিতা হইয়া পশ্চিমমুখে যাইয়া তাপ্তী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। চরিতামৃতে আছে—

"পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্করনারায়ণে"।

**পাদোদক তীর্থ বা পাদপদ্মতীর্থ**—৯৮পৃঃ—শ্রীশ্রী৺গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্মতীর্থ। পথপ্রসঙ্গের জন্য ৺গয়া দেখুন।

**পানিহাটী**—৩০৭ পৃঃ—পানিহাটী বর্ত্তমানে পেনেটী নামে প্রসিদ্ধ। ইহা রাঘব পাণ্ডতের জন্মভূমি। কলিকাতার উত্তরে ৯মাইল দূরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত।

**পারডাঙ্গা**—২৩১ পৃঃ—নবদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী। পথ বিবরণের জন্য নবদ্বীপ দ্রষ্টব্য।

**পুনপুনা**—৯১ পৃঃ—পুনপুনা নদীর তীরে অবস্থিত পুনপুন নামক তীর্থ। ৺গয়াধামে গমন করিবার পূর্ব্বে এই নদীতে স্নান ও এই স্থানে পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা আছে। মহাপ্রভু সেই বিধিই পালন করিয়াছিলেন। ই, আই, আর, রেলের মেইন লাইন দিয়া হাওড়া হইতে পাটনা জংশন ৩৩৮ মাইল। তথা হইতে প্যাটনা গয়া শাখায় ৮মাইল। অথবা হাওড়া হইতে ৺ গয়াধাম ২৯২ মাইল তথা হইতে পাটনা গয়া শাখায় ৪৯ মাইল।

**পুলহ আশ্রম**—৪৬ পৃঃ—গণ্ডকী নদীর উৎপত্তিস্থানের নিকট এই স্থান অবস্থিত। গণ্ডকী দেখুন।

**পৃথূদক**—৪৬ পৃঃ—কাহারও কাহারও মতে ইহার নামান্তর পৃথুদক। পাঞ্জাব প্রদেশের কার্ণাল জেলায় অবস্থিত প্রাচীন নগর। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম পেহোয়া। এই স্থান থানেশ্বর হইতে ১৩ মাইল দূরে সরস্বতী নদার তীরে অবস্থিত। মহারাজ পৃথু এই স্থানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ই, আই, রেলে হাওড়া হইতে কুরুক্ষেত্র ১০০০ মাইল। তথা হইতে থানেশ্বর ৩ মাইল এবং তথা হইতে পেহোয়া ১৩ মাইল।

**প্রতিস্রোতা**—৪৬ পৃঃ—সরস্বতী নদী যে স্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে সেই স্থানেই অনেকে প্রতিস্রোতা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। স্থানটী নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে সম্ভবতঃ কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী। কাহারও মতে নর্ম্মদা নদীর প্রতিকূল স্রোত যে স্থান হইতে প্রবাহিত হইয়াছে তাহাকেই প্রতিস্রোতা নামে অভিহিত করা হইত।

**প্রভাস**—৪৬ পৃঃ—দ্বারকার সমীপবর্ত্তী সমুদ্রোপকূল। এই স্থানে আত্মকলহে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সোমনাথপত্তন প্রভাস ক্ষেত্রেরই অন্তর্গত। এই স্থান বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জুনাগড় রাজ্যের ভেরাবল বন্দরের নিকট অবস্থিত। হাওড়া হইতে বোম্বাই ১১২২ মাইল। তথা হইতে বোম্বে বরোদা সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলে ভিরামগা ৪৫১ মাইল। তথা হইতে ওয়াধ্বান ৪০ মাইল, তথা হইতে রাজকোট ৭৫ মাইল। রাজকোট হইতে জেতালসার ৪৭ মাইল। তথা হইতে জুনাগড় ষ্টেট রেলে ভেরাবল ১০০মাইল।

**প্রভুর ঘাট বা প্রভুঘাট**—২৫৩ পৃঃ—নবদ্বীপে মহাপ্রভুর আবাসগৃহের সমীপবর্ত্তী প্রভুর স্বনামে প্রসিদ্ধ ঘাট।

**প্রয়াগ**—৪৬ পৃঃ—বর্ত্তমান এলাহাবাদ। হাওড়া হইতে দূরত্ব ৫১৪ মাইল। এই স্থানে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছেন বলিয়া ইহাকে মুক্তবেণী বা ত্রিবেণী নামেও অভিহিত করা হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে সুপ্রসিদ্ধ কুম্ভমেলা হইয়া থাকে।

**প্রাচী সরস্বতী**—৪৬ পৃঃ—কুরুক্ষেত্রের যে স্থানে অরুণা ও সরস্বতীর সঙ্গম হইয়াছে সেই স্থানকেই প্রাচী সরস্বতী বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। বর্ত্তমানে এই স্থান অরুণাসঙ্গম নামে খ্যাত। কুরুক্ষেত্র দ্রষ্টব্য।

**প্রেতগয়া**—৯২ পৃঃ—৺গয়াধামের অধুনা প্রেতশিলা নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানকেই প্রেতগয়া বলে। ৺গয়ায় বিষ্ণু মন্দির হইতে এই স্থান প্রায় ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। যাহাদের মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্তি ঘটে তাহাদের উদ্ধারার্থে এই স্থানে পিণ্ডদান বিহিত আছে। পথ বিবরণের জন্য ৺গয়া দেখুন

ফল্গু—৯২ পৃঃ—৺গয়াধামের নিম্ন দেশ দিয়া প্রবাহিতা অন্তঃসলিলা বালুকাময়ী নদী। সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণু মন্দির বা গদাধরের শ্রীপাদপদ্মমন্দির ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত।

ফুলিয়া—৮৫ পৃঃ—শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় ফুলিয়া মেলের কুলীন ব্রাহ্মণগণের আদি বাসস্থান। প্রাচীন নাম ফুল্লবাটী। শান্তিপুর হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত। এই স্থান রামায়ণের অনুবাদকার সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতেরও জন্মভূমি। শিয়ালদহ হইতে ইষ্ট বেঙ্গল রেলে রাণাঘাট পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে কৃষ্ণনগর শাখায় শান্তিপুর কলিকাতা হইতে ৫৮ মাইল।

ভীমগয়া—৯৩ পৃঃ—৺গয়াধামে একটী পাহাড়ের উপর একটী গভীর গহ্বর আছে। কথিত আছে; দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এই পাহাড়ের উপর বসিয়া পিণ্ডদান করায় তাঁহার জানুদেশের ভরে এই স্থানটী এইরূপ হইয়াছে। এই জন্যই এই পাহাড়ের নাম ভীমপাহাড় বা ভীমগয়া। পথের জন্য-গয়া দেখুন।

ভীমরথী—৪৬ পৃঃ—দাক্ষিণাত্যের নদী বিশেষ।

ভুবনেশ্বর—২৬৫ পৃঃ—একাম্রকানন দ্রষ্টব্য।

মৎস্যতীর্থ—৪৬ পৃঃ—গুজরাটে সিদ্ধপুর বা শিবপুর হইয়া মৎস্য তীর্থে যাওয়ার কথা মূল গ্রন্থে আছে। অতএব এই স্থানটীও গুজরাটের অন্তর্ব্বর্ত্তী বা তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থানটীর অবস্থান সুনিশ্চিতরূপে নিরূপিত হয় নাই।

মথুরা—৪৬ পৃঃ—যমুনার দক্ষিণতীরবর্ত্তী যুক্তপ্রদেশের অতি প্রাচীন সহর। ইহার পাঁচ মাইল দূরে বৃন্দাবন অবস্থিত। হাওড়া হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে হাতরাস জংসন ৮০৬ মাইল। তথা হইতে বোম্বে বরোদা সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলে এক ষ্টেশন।

মন্দার—৯১ পৃঃ—ভাগলপুর জেলার বাঁকা মহকুমায় অবস্থিত। এই পর্ব্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন করা হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হাওড়া হইতে লুপ লাইনে ২৬৫ মাইল।

মলয় পর্ব্বত—৪৬ পৃঃ—মলবার উপকূলের পর্ব্বত শ্রেণীর দক্ষিণ অংশ। ইহার পূর্ব্বঘাট নামক অংশ মহেন্দ্রশৈল নামে খ্যাত এবং পরশুরামের অবস্থিতিস্থান। ইহার পশ্চিমাংশ বর্ত্তমান ওয়েষ্টার্ণ ঘাট নামে খ্যাত। এই স্থানে অগস্ত্য মুনির আশ্রম। বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ ও সাউদার্ণ মহারাট্টা রেলওয়ে এই স্থানে যাওয়া যায়।

মহেন্দ্র পর্ব্বত—৪৬ পৃঃ—বর্ত্তমান ইষ্টার্ণ ঘাট নামক পর্ব্বত। রামায়ণে পরশুরামের অবাসস্থল বলিয়া এই পর্ব্বতের উল্লেখ আছে। এই পর্ব্বত গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত। গঞ্জাম হাওড়া হইতে বি, এন, আরে ৩৫৬ মাইল।

মহানদী—২৬৫ পৃঃ—কটক সহরের পাদদেশ দিয়া প্রবাহিতা নদী। পথ প্রসঙ্গের জন্য 'কটক' দ্রষ্টব্য।

**মাধাইর ঘাট**—১৮৪ পৃঃ—মাধাইর স্বহস্তে কৃত নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাট।

**মায়াপুরী**—৪৮ পৃঃ—হরিদ্বারের নারায়ণশিলা নামক পাহাড়ের উপর মায়াদেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কাহারও কাহারও মতে কনখল, হরিদ্বার, হৃষীকেশ ও তপোবন এই চারিটী তীর্থস্থান ব্যাপী সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডই মায়াক্ষেত্র বা মায়াপুরী। কলিকাতা হাওড়া হইতে ই, আই আরে হরিদ্বার ৯১০ মাইল।

**মাহিষ্মতীপুরী**—৪৭ পৃঃ—মাহিষ্মতীপুরী কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজধানী ছিল। মহাভারতে সভাপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে সহদেব যখন রাজসূয় যজ্ঞের জন্য দিগ্বিজয়ে গমন করেন তখন মহারাজ নীল মাহিষ্মতীপুরীর রাজা ছিলেন। রেবা বা নর্ম্মদা নদীর তীরে অবস্থিত বর্ত্তমান "মহেশ্বরপুরই" এই স্থান বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। কলিকাতা হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে দিল্লী ৯০৩ মাইল। তথা হইতে বোম্বে বরোদা ও সেণ্ট্রল ইণ্ডিয়া রেলে আজমীর জংশন ২৫৩ মাইল। আজমীর হইতে ইন্দোর ১৯২ মাইল। ইন্দোর রাজ্যের ৪০ মাইল দক্ষিণে এই স্থান অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে ভরুকচ্ছের পূর্ব্ববর্ত্তী লাট দেশই প্রাচীন মাহিষ্মতীপুরী।

**মৌড়েশ্বর**—১২০ পৃঃ—ময়ূরেশ্বর বা মৌড়েশ্বর নামক শিবলিঙ্গ। বীরভূম জেলায় একচক্রা বা একচাকা নগর হইতে আট মাইল দূরে অবস্থিত। পথ বিবরণের জন্য একচক্রা দ্রষ্টব্য।

**যমুনা**—গ্রন্থের নানা স্থানে যমুনার উল্লেখ আছে। হিমালয় পর্ব্বতের প্রাচীন কলিন্দ দেশের 'যমুনোত্রী' নামক স্থান হইতে নির্গতা হইয়া উত্তর পশ্চিম দেশ দিয়া প্রবাহিতা হইয়া প্রয়াগে গঙ্গার সহিত মিলিতা। বৃন্দাবনের পাদদেশ দিয়া যে প্রবাহ তাহাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। পথবিবরণের জন্য বৃন্দাবন দ্রষ্টব্য।

**যমুনা**—৩১৩ পৃঃ—বঙ্গদেশের ই, বি, আর লাইনের গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনের নিকট ইচ্ছামতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। এই যমুনার মিলনে হুগলীর ত্রিবেণী তীর্থ হইয়াছে।

**যমুনা-উত্তরা**—৪৬ পৃঃ—যমুনোত্রী নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে যমুনানদী নির্গতা হইয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতের প্রাচীন কলিন্দদেশে এই স্থান অবস্থিত। এই স্থানে বদরীনারায়ণে যাইবার পথে পদব্রজে যাইতে হয়। মূলগ্রন্থে "যমুনা-উত্তরা" আখ্যায় এই স্থানের উল্লেখ করা হয় নাই বলিয়া সন্দেহের কারণ আছে।

**যমেশ্বর**—৩৪৯ পৃঃ—যমেশ্বর বা যমেশ্বর টোটা। শ্রীশ্রী৺পুরীধামে ৺টোটা গোপীনাথের নিকটে এই স্থানে অবস্থিত।

**যাজপুর**—২৬৪ পৃঃ—যাজপুর দ্রষ্টব্য।

**যুধিষ্ঠির গয়া**—৯৩ পৃঃ—৺গয়াধাম দ্রষ্টব্য।

**রাঢ়**—গ্রন্থের বহুস্থানে রাঢ়ের উল্লেখ আছে। গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত বঙ্গদেশের প্রদেশ সমূহ রাঢ় নামে অভিহিত। রাঢ় 'উত্তর' ও 'দক্ষিণ' দুই অংশে বিভক্ত।

**রামকেলি**—২৮৬ পৃঃ—বর্ত্তমান মালদহ সহর হইতে অগ্নিকোণে প্রায় ১৮ মাইল দূরে গঙ্গা-তীরে রামকেলি অবস্থিত। এইস্থান প্রাচীন গৌড় নগরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল এবং সনাতন গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও তাঁহাদের ভ্রাতা শ্রীঅনুপম যখন গৌড়েশ্বর হুসেন সাহের অধীনে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন তখন এই স্থানে বাস করিতেন। এস্থানে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ, শ্রীসনাতন খোদিত "সনাতন সাগর" এবং শ্রীরূপ-খোদিত "রূপ সাগর" এখনও বর্ত্তমান। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। এই স্থানের সন্নিকটে কনোজ্রির নাটশালা অবস্থিত ছিল।

**রামগয়া**—৯০ পৃঃ—৺গয়াধামে।

**রামেশ্বর**—৪৮ পৃঃ—সুপ্রসিদ্ধ সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মাদুরাজেলায় রামনাদ জমিদারীতে অবস্থিত। এই দ্বীপটীর পরিসর দীর্ঘ ১৩ মাইল এবং প্রস্থে ৬ মাইল। শ্রীরামেশ্বর শিবের মন্দির প্রায় ১২০ ফুট উচ্চ। কলি-কাতা হইতে বি, এন আরে ও এম, এস, এম রেলে মান্দ্রাজ বীচ্ ১০৩২ মাইল। তথা হইতে সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে ৪৪৮ মাইল।

**রেমুনা গ্রাম**—২৬৪ পৃঃ—বালেশ্বর সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ "ক্ষীরচোরা গোপীনাথের" আবাস স্থান। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবক শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সমাধি এই স্থানে বিরাজমান। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে বালেশ্বর বা বালাসোর ১৪৪ মাইল।

**রেবা**—৪৭ পৃঃ—সুপ্রসিদ্ধ নর্ম্মদা নদীরই নামান্তর। দাক্ষিণাত্যে প্রবাহিত।

**ললিতপুর**—২০০ পৃঃ—নবদ্বীপ হইতে শান্তিপুর যাইবার পথে গঙ্গার নিকটে এই গ্রাম

ল

**বক্রেশ্বর**—৪৬ পৃঃ—বীরভূম জেলায় অবস্থিত। হাওড়া হইতে লুপলাইনে আহমদপুর ষ্টেশন ১১১ মাইল, তথা হইতে প্রায় ১৫ মাইল পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এই স্থানটী পীঠস্থান। বক্রেশ্বর বা কাণা নামক একটী ক্ষুদ্রনদী ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত। এইস্থানে চারিটী উষ্ণ প্রস্রবণের কুণ্ড আছে। এখানে তিনশতের অধিক শিবমন্দির আছে। এখানে শ্বেতগঙ্গায় ও পাপহরা নদীতে স্নান করিতে হয়। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। এখানে পীঠদেবতা মহিষমর্দ্দিনী দেবীও তা।

**বুগাছি**—৩২০ পৃঃ—নবদ্বীপ হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

**বদরিকাশ্রম**—৪৭ পৃঃ—হিমালয় পর্ব্বতের একটী শৃঙ্গের উপর অবস্থিত। সমুদ্র হইতে প্রায় ২৩,২১০ ফুট উচ্চে অবস্থিত। হরিদ্বার হইতে পদব্রজে বা ঝাপানে যাইতে হয়। কাঠগুদাম হইতেও যাওয়া যায়। বর্ত্তমান বদ্রীনাথের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নর নারায়ণ আশ্রম দেখুন।

**বরাহনগর**—৩০৪ পৃঃ—কলিকাতার ৩ মাইল উত্তরে গঙ্গাতীরে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী বিদ্যমান। এই পাটবাড়ী লুপ্ত হইলে বাগবাজার নিবাসী ৺কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এই পাটবাড়ীর উদ্ধার সাধন করেন। এই স্থানে শ্রীভাগবতাচার্য্যের সমাধিও বর্ত্তমান।

**বাণপুর**—২০৮ পৃঃ—হরিদ্বার হইতে কেদারনাথ যাইবার পথে রুদ্রপ্রয়াগের নিকট গুপ্ত কাশীর সন্নিকটে বাণপুর বা শোণিতপুর। স্থানটী গাড়োয়াল প্রদেশের কেদারগঙ্গার তীরে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে দিনাজপুর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে বাণরাজার আবাসস্থান ছিল।

**বারকোণাঘাট**—২২৫ পৃঃ—শ্রীনবদ্বীপধামের "বারকোণা" ঘাট নামে প্রসিদ্ধ গঙ্গারঘাট।

**বারাণসী**—গ্রন্থের বহুস্থানে বারাণসীর ও ৺কাশীর উল্লেখ আছে।

**বাঁশদহ**—২৬৪ পৃঃ—জলেশ্বর হইতে রেমুণায় যাইবার পথে এই গ্রামটী অবস্থিত ছিল।

**বিজয়নগর**—৪৮ পৃঃ—নামান্তর বিদ্যানগর। বর্ত্তমান রাজমাহেন্দ্রীর ২৫।২৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত তৈলঙ্গদেশে গোদাবরী নদী যে স্থানে পূর্ব্বসমুদ্রে মিলিতা হইয়াছেন সেই স্থান কোটদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। গোদাবরী—দক্ষিণতীরবর্ত্তী এই বিদ্যানগর বা বিজয়ানগর ঐ কোটদেশের রাজধানী ছিল। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপাদিত্য এইস্থানে শ্রীরামানন্দ রায়কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেন। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে ওয়াল্টেয়ার ৫৪৭ মাইল তথা হইতে এম, এস্, এম রেলযোগে রাজমাহেন্দ্রী ১২৫ মাইল।

**বিদর্ভনগর**—১৬২ পৃঃ—বর্ত্তমান বেরার প্রদেশের অন্তর্গত কুড়াপুর বা কুণ্ডিনপুর। হাওড়া হইতে বি, এন, আরে ওয়াল্টেয়ার হইয়া এম, এস্, এম্ রেলে মান্দ্রাজ বীচ্ ১০৩২ মাইল। তথা হইতে কুণ্ডপুর ২১১ মাইল।

**বিন্দুসরোবর**—৪৬ পৃঃ—বিন্দু সরোবরতীরে বর্ত্তমান সিদ্ধপুর নামক স্থানে কর্দ্দম ঋষির আশ্রম ছিল। সিদ্ধপুর দেখুন। ভুবনেশ্বরেও একটী বিন্দু সরোবর আছে।

**বিপাশা**—৪৬ পৃঃ—পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ পঞ্চনদের অন্যতম।

**বিশালা**—৪৬ পৃঃ—মহাভারতের বনপর্ব্বে মহর্ষি পুলস্ত্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে সকল তীর্থবিবরণ বলিয়াছেন তাহাতে আছে—"ত্রৈলোক্যবিখ্যাত বিশালা নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ হয়।" বিবরণ পাঠ করিলে ঐ নদী গণ্ডকীর সমীপবর্ত্তিনী বলিয়া অনুমান হয়। বিশালা অর্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় 'অবন্তী' বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বিশালা অর্থে অন্যান্য স্থানে বদরিকাশ্রম বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখনও বদরিকাশ্রম "বদরি-বিশালা" নামে উক্ত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর মতে এই বিশালতীর্থ সরস্বতীতীরবর্ত্তী বিশালতীর্থ হইলেই, সঙ্গত হয়।

'বিশাল' না হইয়া 'বিশাল' হইলে উহা সরস্বতী তীরবর্ত্তী তীর্থবিশেষকে বুঝাইতে পারে।

**বিশ্রামঘাট**—৪৬ পৃঃ—মথুরায় অবস্থিত যমুনার ঘাট বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই ঘাটে আসিয়া বিশ্রাম করিয়াছিলেন—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

**বুড়ন**—১২ পৃঃ—খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার সাতক্ষীরা নগরের নিকটবর্ত্তী একটী পরগণার নাম। ঐ পরগণার "কলাগাছি বা ভাট কলাগাছি নামক পল্লী শ্রীহরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান। কলিকাতার শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ই, বি, রেলে খুলনা ১০৯ মাইল তথা হইতে ষ্টীমারে সাতক্ষীরা যাইতে হয়।

**বৃন্দাবন**—গ্রন্থের বহুস্থানে বৃন্দাবনের উল্লেখ আছে। পথবিবরণের জন্য 'মথুরা' দেখুন।

**বেঙ্কটনাথ**—৪৭ পৃঃ—বেঙ্কটনাথ বেঙ্কটাচল বা বেঙ্কটগিরি। এস্থানে চতুর্ভুজ বালাজী শ্রীবিগ্রহ বর্ত্তমান। বেঙ্কটগিরি সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের একটী ষ্টেশন। হাওড়া হইতে বি, এন আরে ও এম্, এস্ এম রেলে মাদ্রাজ বীচ্ ১০৩২ মাইল। তথা হইতে এস্, আই রেলে ৩০১ মাইল।

**বেণাতীর্থ**—৪৬ পৃঃ—হায়দ্রাবাদরাজ্যে কৃষ্ণা ও বেণ্বানদীর সঙ্গমস্থলকে কৃষ্ণাবেণ্বাতীর্থ বা বেণ্বাতীর্থ বলে।

**বৈতরণী**—২৬৪ পৃঃ—উড়িষ্যাদেশের কটক জিলায় জাজপুরের নিকটবর্ত্তী নদী। জাজপুর দেখুন।

**বৈদ্যনাথ**—৪৬ পৃঃ বৈদ্যনাথ বা দেওঘর। এখানে বৈদ্যনাথ নামে রাবণকর্ত্তৃক কৈলাস হইতে আনীত শিবলিঙ্গ বিরাজিত। ই, আই, আরে হাওড়া হইতে ২০৭ মাইল। জশিদি ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া শাখারেলে আর এক ষ্টেশন যাইতে হয়।

**বৌদ্ধের ভবন**—৪৭ পৃঃ—এই স্থানটী যে কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে মূলগ্রন্থ পাঠে তিব্বতদেশে এই আশ্রমটী ছিল এইরূপ সন্দেহ হয়।

**ব্যাসের আলয়**—৪৭ পৃঃ—হিমালয়ের উপরিভাগে অবস্থিত বদরিকাশ্রমের পল্লীগ্রাম। গড়বাল জেলায় অবস্থিত 'মানাল' বা 'মনাল' নামে খ্যাত কেই ব্যাসের আলয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

**ব্রহ্মকুণ্ড**—৬৩ পৃঃ—৬গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত।

**ব্রহ্মগয়া**—১৩ পৃঃ—৬গয়াধামে অবস্থিত।

**ব্রহ্মতীর্থ**—৪৬ পৃঃ—কন্যাতীর্থের এবং সোমতীর্থের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান পুষ্করতীর্থ। এখানে ব্রহ্মার মন্দির আছে। রাজপুতানার আজমীরমাড়োয়ারে অবস্থিত। ব্রহ্মার, সাবিত্রীর, বরাহদেবের, বদ্রিনারায়ণের ও আত্মতত্ত্বেশ্বর শিবের মন্দির ও পুষ্কর হ্রদ প্রধান দ্রষ্টব্য। বোম্বাই সহর হাওড়া হইতে ১৩৪৯ মাইল দূরে—ই, আই, আরে জব্বলপুর

বি, বি, সি, আই রেলে ৬১৫ মাইল। তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ৭ মাইল যাইতে হয়।

**শান্তিপুর**—বহুস্থানে শান্তিপুরের উল্লেখ আছে। পথবিবরণের জন্য "ফুলিয়া" দেখুন।

**শিবগয়া**—৯৩ পৃঃ—৺গয়াধামেরই তীর্থবিশেষ।

**শোণ**—৪৩ পৃঃ—প্রসিদ্ধ 'শোণ' নদ। বাঁকিপুরের নিকট শোণ নদ গঙ্গার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

**পর্ব্বত**—৪৬ পৃঃ—এই স্থানে শিবদুর্গা ব্রাহ্মণের বেশে অবস্থিতি করিয়া থাকেন। মলয় পর্ব্বতের উত্তরাংশে এইস্থানে অবস্থিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। পালনি হিল্‌স্ নামে খ্যাত। কাহারও মতে ধারবাড় জিলায় শ্রীশৈল অবস্থিত। অন্য মতে উহা বেলগ্রামের দক্ষিণ; তথায় অনাদিলিঙ্গ মল্লিকার্জ্জুন বর্ত্তমান।

**শ্রীরঙ্গনাথ**—৪৭ পৃঃ—মান্দ্রাজপ্রদেশের ত্রিচিনোপল্লীর নিকটে কাবেরী নদীর উত্তরে, এই নদীমধ্যস্থ একটী দ্বীপের উপর সহিরে শ্রীরঙ্গনাথের সুবৃহৎ মন্দির অবস্থিত। তিরুমঙ্গই নামক একজন ভক্ত বৈষ্ণব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এইস্থানে অতি বৃহৎ শ্রীরঙ্গনাথের মূর্ত্তি বিরাজমান। হাওড়া হইতে বি, এন আরে ও এম, এস্, এম, রেলে মান্দ্রাজ বীচ্ ষ্টেশন ১০৩২ মাইল। তথা হইতে ত্রিচিনোপল্লী জংশন ২৫১ মাইল সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে যাইতে হয়। তথা হইতে দুই মাইল উত্তর।

**শ্রীহট্ট**—১১ পৃঃ—সুরমা উপত্যকার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ শ্রীহট্ট বা সিলহেট।

**শ্বেতদ্বীপ**—৩৩৪ পৃঃ—বৈকুণ্ঠ নামক বিষ্ণুধামকে শ্বেতদ্বীপ বলা হইয়া থাকে। যাঁহারা বিষ্ণুপূজারত অথবা বিষ্ণুকর্ত্তৃক নিহত শ্বেতদ্বীপে তাঁহাদের গতি হইয়া থাকে ইহা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বর্ণিত আছে।

**ষোড়শগয়া**—৯৩ পৃঃ—৺গয়াধামের ষোড়শবেদী নামে অভিহিত।

**সপ্ত গোদাবরী**—৪৬ পৃঃ—গোদাবরীর অপর নাম বৃদ্ধাগঙ্গা বা গৌতমী, গোদাবরীর সাতটী শাখা আছে বলিয়াই ইহাকে সাধারণতঃ সপ্তগোদাবরী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। গোদাবরী মধ্যভারতের প্রসিদ্ধা নদী। বোম্বে প্রেসিডেন্সীর নাসিক জেলার অন্তর্গত ত্রিম্বক স্থানই গোদাবরীর উৎপত্তি ক্ষেত্র। এই নদীর দৈর্ঘ্য ৮৯৮ মাইল। গোদাবরীতীরে রাজমাহেন্দ্রী হইতে প্রায় ১০০ মাইল দূরে ভদ্রাচলম্ নামক স্থানে শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দির অবস্থিত, এই স্থানে গোদাবরী স্নানের জন্য বহুযাত্রী সমবেত হইয়া থাকে।

**সপ্তগ্রাম**—৩১২ পৃঃ—হাওড়া হইতে ত্রিশবিঘা ষ্টেশন ২৭ মাইল তথা হইতে ১ মাইল দূরে এইস্থান শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীউদ্ধারণ দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীউদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ীতে উদ্ধারণ দত্ত প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সেবা এখনও বর্ত্তমান। ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের সপ্তগ্রামদর্শন

"সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে।"

**সরযূ**—৪৬ পৃঃ—রামায়ণপ্রসিদ্ধা অযোধ্যার প্রান্তবর্ত্তিনী নদী। পথপ্রসঙ্গের জন্য 'অযোধ্যা' দেখুন।

**সরস্বতী**—৩১৩ পৃঃ—বঙ্গদেশে সপ্তগ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত; হুগলীর সন্নিকটে ত্রিবেণী এই সরস্বতী গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন।

**সরস্বতী**—৩৪৭ পৃঃ—ইহা পুরাণপ্রসিদ্ধা পুণ্যময়ী নদী। সপ্তগোদাবরীর ন্যায় সরস্বতীও সপ্তস্থানে সপ্তনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে যথা পুষ্করে সুপ্রভা, নৈমিষারণ্যের কাঞ্চনাক্ষী গয়াদেশে বিশালা, উত্তরকোশলে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে ওঘবতী, হরিদ্বারে সুরেণু এবং হিমালয়পর্ব্বতে বিমলোদা (মহাভারত শল্যপর্ব্ব)। সরস্বতীর উৎপত্তিস্থান পঞ্জাবের সিরমুর ষ্টেটে, রাজপুতানায় প্রবাহিতা হইয়া সরস্বতী মরুভূমিমধ্যে অদৃশ্য হইয়া অন্তঃসলিলা হইয়া আছে। প্রয়াগে আসিয়া গঙ্গা ও যমুনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন।

**সিমুলিয়া**—২২৫ পৃঃ—বর্ত্তমান নবদ্বীপের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।

**সিদ্ধপুর**—৪৬ পৃঃ—গুজরাটের আহমদাবাদ সহরে ৬৪ মাইল উত্তরে সরস্বতী নদীর উত্তর তীরে বরোদা রাজ্যের কাদি জেলায় অবস্থিত। এইস্থানে রুদ্রমাল (বোধ হয় 'রুদ্রমহল' শব্দের অপভ্রংশ) নামক শিবমন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সিদ্ধপুরেই কর্দ্দমঋষির আশ্রম এবং এখানেই মহর্ষি কপিলের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সিদ্ধপুর বোম্বে বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলের একটী ষ্টেশন। বোম্বে হইতে ৩৭৪ মাইল ও দিল্লী হইতে ৪৭৫ মাইল।

**সিংহল**—২০১ পৃঃ—স্বনামখ্যাত 'সিলন'।

**সুদর্শন তীর্থ**—৪৬ পৃঃ—সোমনাথের নিকটবর্ত্তী গুজরাটের একটী তীর্থ। পথপ্রসঙ্গের জন্য "প্রভাস" দ্রষ্টব্য।

**সুবর্ণরেখা**—২৬২—উড়িষ্যায় প্রবাহিতা প্রসিদ্ধা নদী। বঙ্গদেশের মেদিনীপুর জেলায়ও সুবর্ণরেখা প্রবাহিতা।

**সূর্পারক**—৪৭ পৃঃ—এই তীর্থের বর্ত্তমান নাম "সুপার" বলিয়াই অনুমিত হয়। চরিতামৃতের বর্ণনায় জানা যায় যে ইহা দ্বৈপায়নী তীর্থের নিকটেই অবস্থিত ছিল; যথা—

"গোকর্ণ শিব দেখি আইলা দ্বৈপায়নি।
সূর্পারক তীর্থে আইলা ন্যাসীশিরোমণি॥

মহাভারতে এই তীর্থকে "জামদগ্ন্যনিষেবিত" (মধ্য ৯ম) বলিয়া বর্ণিত আছে। বর্ত্তমান সুপার সুরাট নগরের প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বোম্বাই হইতে সুরাট এক ষ্টেশন পরে অবস্থিত।

**সেতুবন্ধ**—৪৮ পৃঃ—'রামেশ্বর' দ্রষ্টব্য।

**হরিক্ষেত্র**—৪৬ পৃঃ—হাওড়া হইতে বি, এন, আরে "বিষ্ণুপুর" ১১৩৪ মাইল তথা হইতে ২২ মাইল দূরে পেন্নার নদীর তীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম "হরিকাক্রম

সেন্নর" শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এই স্থানকেই হরিক্ষেত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

হরিদ্বার—৪৬ পৃঃ—"মায়াপুরী" দেখুন।

হরিনদীগ্রাম—৮৮ পৃঃ—শান্তিপুরের নিকটস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম।

হস্তিনাপুর—৪৬ পৃঃ—দিল্লী হইতে চারি ক্রোশ দূরে উত্তরপূর্ব্বকোণে এই স্থান অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গাদেবী তাহা গ্রাস করিয়াছেন। মীরাট হইতে ২২ মাইল দূরে হস্তিনাপুর বলিয়া একটী গ্রাম আছে।

হেমগিরি—১৪১ পৃঃ—পুরাণপ্রসিদ্ধ পর্ব্বত। হিমালয়ের অন্তর্গত বলিয়াই অনুমিত হয়।

স্থূচিপত্র সমাপ্ত।